রসরত্নসমুচ্চয়ঃ।

(প্রাচীন-রসগ্রন্থঃ:)

মহামতি শ্রীমদ্ বাগ্‌ভটাচার্য্য বিরচিতঃ।

চরক-সংহিতা-সুশ্রুত-সংহিতা-সটীক-চক্রদত্ত-আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ-পাচন-সংগ্রহ-
সটীক মাধবনিদান-আয়ুর্ব্বেদ-প্রদীপ-দ্রব্যগুণ-রসেন্দ্রসার-
সংগ্রহ-ভাবপ্রকাশ-শার্ঙ্গধর-নাড়ীপ্রকাশ প্রভৃতি-
গ্রন্থসম্পাদকানুবাদকেন—

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তেন
তথা
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তেন

সংগৃহীতঃ অনূদিতঃ পরিবর্দ্ধিতশ্চ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজেন শ্রীবলাইচন্দ্র সেন কবিরাজেন চ
প্রকাশিতঃ।

দ্বিতীয়সংস্করণম্।

কলিকাতা
সপ্ততিসংখ্যক কলুটোলাষ্ট্রীটস্থ ধন্বন্তরিষ্টীম মেসিন যন্ত্রে
শ্রীদীননাথদেবেন
মুদ্রিতঃ।

সন ১৩৩০ সাল।

রসরত্নসমুচ্চয়ঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

রসোৎপত্তি-নিরূপণম্।

যস্যানন্দভবেন মঙ্গলকলাসংভাবিতেন স্ফুরদ্-
ধাম্না সিদ্ধরসামৃতেন করুণাবীক্ষাসুধাসিন্ধুনা।
ভক্তানাং প্রভবপ্রসংহৃতিজরারাগাদিরোগাঃ ক্ষণা-
চ্ছাম্যন্তি নাপি জগৎপ্রধানভিষজে তস্মৈ পরস্মৈ নমঃ ॥১

যাঁহার আনন্দজ, দীপ্তিমান্, মঙ্গলবিভূতি-প্রভাবিত অমৃততুল্য সিদ্ধ-রস (পারদ) দ্বারা জীবগণের জন্মমৃত্যু জরা অনুরাগাদি ও রোগসমূহ সত্বর প্রশমিত হয়, অপিচ যাঁহার সুধাসিন্ধু-স্বরূপ করুণা-দৃষ্টি দ্বারা ভক্তগণের জন্মমৃত্যু-জরা ও বিষয়ানুরাগাদিরূপ রোগ সকল ক্ষণকালে শান্তি-প্রাপ্ত হয়, জগতের প্রধান চিকিৎসক সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করি ॥ ১

আদিমশ্চন্দ্রসেনশ্চ লঙ্কেশশ্চ বিশারদঃ।
কপালী মত্তমাণ্ডব্যৌ ভাস্করঃ শূরসেনকঃ ॥ ২ ॥
রত্নকোশশ্চ শম্ভুশ্চ সাত্ত্বিকো নরবাহনঃ।
ইন্দ্রদো গোমুখশ্চৈব কম্বলির্ব্যাড়িরেব চ ॥ ৩ ॥
নাগার্জুনঃ সুরানন্দো নাগবোধির্যশোধনঃ।
খণ্ডঃ কাপালিকো ব্রহ্মা গোবিন্দো লম্বকো হরিঃ ॥ ৪ ॥
সপ্তবিংশতিসংখ্যাকা রসসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।
রসাঙ্কুশো ভৈরবশ্চ নন্দী স্বচ্ছন্দভৈরবঃ ॥ ৫ ॥
মন্থানভৈরবশ্চৈব কাকচণ্ডীশ্বরস্তথা।
বাসুদেব ঋষ্যশৃঙ্গঃ ক্রিয়াতন্ত্রসমুচ্চয়ী ॥ ৬ ॥
রসেন্দ্রতিলকো যোগী ভালুকী মৈথিলাহ্বয়ঃ।
মহাদেবো নরেন্দ্রশ্চ রত্নাকরহরীশ্বরৌ ॥ ৭ ॥
এতেষাং ক্রিয়তেঽন্যেষাং তন্ত্রাণ্যালোক্য সংগ্রহঃ।
রসানামথ সিদ্ধানাং চিকিৎসার্থোপযোগিনাম্ ॥ ৮ ॥
সূনুনা সিংহগুপ্তস্য রসরত্নসমুচ্চয়ঃ।
রসোপরসলোহাদি যন্ত্রাদিকরণানি চ ॥ ৯ ॥
শুদ্ধ্যর্থমপি লোহানাং তন্ত্রাদিকরণানি চ।
শুদ্ধিঃ সত্ত্বং দ্রুতির্ভস্ম-করণং চ প্রবক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

আদিদেব মহেশ্বর, অথবা আদিম নামক প্রথম রসগ্রন্থ প্রণেতা, চন্দ্রসেন, লঙ্কেশ, বিশারদ, কপালী, মত্ত, মাণ্ডব্য, ভাস্কর, শূরসেন, রত্নকোশ, শম্ভু, সাত্ত্বিক, নরবাহন, ইন্দ্রদ, গোমুখ, কম্বলি, ব্যাড়ি, নাগার্জ্জুন, সুরানন্দ, নাগবোধি, যশোধন, খণ্ড, কাপালিক, ব্রহ্মা, গোবিন্দ, লম্বক ও হরি এই সপ্তবিংশতি-জন রসসিদ্ধির প্রদাতা এবং রসাঙ্কুশ, ভৈরব, নন্দী, স্বচ্ছন্দভৈরব, মন্থানভৈরব, কাকচণ্ডীশ্বর, বাসুদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, ক্রিয়াতন্ত্রসমুচ্চয়ী রসেন্দ্র-তিলক, যোগী, ভালুকী, মৈথিল, মহাদেব, নরেন্দ্র, রত্নাকর, হরীশ্বর প্রভৃতি অন্যান্য পণ্ডিতগণের তন্ত্রসমূহ আলোচনা পূর্ব্বক চিকিৎসার্থোপযোগী সিদ্ধরসসমূহের সংগ্রহ করিয়া, সিংহগুপ্ত পুত্র আমি এই রসরত্নসমুচ্চয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি। এই গ্রন্থে রস, উপরস, লৌহাদি ধাতু-

সমূহ, যন্ত্রাদির প্রকরণ এবং ধাতুসমূহের শুদ্ধির নিমিত্ত তান্ত্রোক্ত কার্য্য সমূহ, শুদ্ধি, সত্ত্ব-দ্রাবণ ও ভস্মকরণাদি কথিত হইবে ॥ ২—১০

অস্তি নীহারনিলয়ো মহানুত্তরদিঙ্মুখে।
উত্তুঙ্গশৃঙ্গসংঘাতলঙ্ঘিতাভ্রো মহীধরঃ ॥ ১১ ॥
বিশ্রামায় বিয়ন্মার্গবিলঙ্ঘনঘনশ্রমঃ।
অবতীর্ণ ইব ক্ষৌণীং শারদস্তমুচাং গণঃ ॥ ১২ ॥
রাশিরাশীবিষাধীশফণাফলকরোচিষাম্।
ভিত্ত্বা ভুবমিবোত্তীর্ণো যো বিভাতি ভূশোন্নতঃ ॥ ১৩ ॥
জ্বলদৌষধয়ো যস্য নিতম্বমণিভূময়ঃ।
নক্তমুদ্দামতড়িতামনুকুর্ব্বন্তি বামুচাম্ ॥ ১৪ ॥
কটকে সঞ্চরন্তীনাং যস্য কিন্নরযোষিতাম্।
পদেষু ধাতুরাগেণ লাক্ষাকৃত্যমনুষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥
অবতংসিতশীতাংশুরাচ্ছাদিতদিগম্বরঃ।
যো গুহাধিগতো লোকৈর্গিরিশ ইতি গীয়তে ॥ ১৬ ॥
নিমীলিতদৃশো নিত্যং মুনয়ো যস্য সানুষু।
প্রত্যক্ষয়ন্তি গিরিশমবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ১৭ ॥
শিলাতলপ্রতিহতৈর্যস্য নিঝর্রশীকরৈঃ।
অহন্যপি নিরীক্ষন্তে যক্ষাস্তারাঙ্কিতং নভঃ ॥ ১৮ ॥
নীহারপবনোদ্রেকনিঃসহা যত্র পুরুষাঃ।
নিজস্ত্রীণাং নিষেবন্তে কুচোষ্মাণং নিরন্তরম্ ॥ ১৯ ॥
সঞ্চরন্ কটকে যস্য নিদাঘেঽপি দিবাকরঃ।
উদ্দামহিমসংস্পর্শশিথিলোষ্মা ন শীতাংশোর্বিভিদ্যতে ॥ ২০ ॥
গুহাগৃহেষু কস্তুরীমৃগনাভিসুগন্ধিষু।
গায়ন্তি যত্র কিন্নর্যো গৌরীপরিণয়োৎসবম্ ॥ ২১ ॥
চকাস্তি তত্র জগতামাদিদেবো মহেশ্বরঃ।
রসাত্মনা জগত্রাতুং জাতো যস্মান্মহারসঃ ॥ ২২ ॥

উত্তরদিকে উচ্চশৃঙ্গসমূহদ্বারা অভ্রভেদী, হিমালয় নামক এক বিশাল মহীধর আছে। আকাশ-পথে পর্য্যটনজনিত বিপুল পরিশ্রমের অপনোদনার্থ শারদীয় মেঘসমূহই যেন এই পর্ব্বতরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। অথবা ফনীশফণাফলকের দীপ্তিরাশিই যেন ভূমিবিদারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, এই অত্যুন্নত শৈলরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যে পর্ব্বতের নিতম্বদেশস্থ মণিভূমি সকল রাত্রিকালে প্রজ্বলিত ওষধি-সমূহদ্বারা উদ্দামসৌদামিনীজড়িত জলদমালার অনুকরণ করে। যাহার নিতম্বদেশে কিন্নর-কামিনীগণ পদচারণা করিলে, তত্রত্য ধাতুরাগ দ্বারা তাহাদের পদতল অলক্তকরসের ন্যায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। দিগম্বর চন্দ্রশেখর যে গিরির গুহাবাসী হইয়া গিরিশ নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে পর্ব্বতের সানুদেশে মুনিগণ নয়ন নিমীলন করিয়া অবাঙ্মনসগোচর গিরিশ-দেবকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাহার শিলাতে প্রতিহত হইয়া নিঝর-জলকণা আকাশে বিকীর্ণ হইলে যক্ষগণ দিবাভাগেও তারকার উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে করে। যে হিমালয়ে পুরুষগণ হিমবাতসহনে অসমর্থ হইয়া, নিরন্তর নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। যাহার নিতম্বদেশে সঞ্চরিত হওয়ায়, অত্যধিক হিমস্পর্শে দিবাকরের উষ্ণতা নিরুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং নিদাঘ-কালেও শীতাংশুর সহিত তাঁহার বিভেদ বুঝা যায় না। কস্তুরীমৃগের নাভিগন্ধে সুগন্ধবিশিষ্ট যাহার গুহাগৃহে কিন্নরবধূগণ সর্ব্বদা গৌরী-পরিণয়ের উৎসব-সঙ্গীত গান করিয়া থাকে। সেই হিমালয়ে আদিদেব মহেশ্বর জগৎ রক্ষার জন্য রসরূপে বিরাজিত আছেন। যে মহেশ্বর হইতে মহারস (পারদ) উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১১—২২

শতাশ্বমেধেন কৃতেন পুণ্যং গোকোটিভিঃ স্বর্ণসহস্রদানাৎ।
নৃণাং ভবেৎ সূতকদর্শনেন যৎ সর্ব্বতীর্থেষু কৃতাভিষেকাৎ ॥ ২৩

বিধায় রসলিঙ্গং যো ভক্তিযুক্তঃ সমর্চ্চয়েৎ।
জগৎত্রিতয়লিঙ্গানাং পূজাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥
ভক্ষণং স্পর্শনং দানং ধ্যানং চ পরিপূজনম্।
পঞ্চধা রসপূজোক্তা মহাপাতকনাশিনী ॥ ২৫ ॥
হন্তি ভক্ষণমাত্রেণ পূর্ব্বজন্মাঘসংভবম্।
রোগসংঘমশেষাণাং নরাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥
পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং সদ্যো নশ্যতি দেহিনাম্।
সুগন্ধপিষ্টসূতেন যদি শম্ভুর্বিলেপিতঃ ॥ ২৭ ॥
অব্দকং ত্রুটিমাত্রং যো রসেন পরিভাবয়েৎ।
শতক্রতুফলং তস্য ভবেদিত্যব্রবীচ্ছিবঃ ॥ ২৮ ॥
যশ্চ নিন্দতি সূতেন্দ্রং শক্তোহেতুঃ পরাৎপরম্।
স পতেন্নরকে ঘোরে যাবৎকল্পবিকল্পনা ॥ ২৯ ॥
রোগিভ্যো যো রসং দত্তে শুদ্ধিপাকসমন্বিতম্।
তুলাদানাশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্ ॥ ৩০ ॥

শত শত অশ্বমেধ, কোটি কোটি গোদান, সহস্র সহস্র স্বর্ণদান, এবং সমুদায় তীর্থে স্নান করিলে, মনুষ্যগণের যে পুণ্য সঞ্চিত হয়,

সূত অর্থাৎ পারদ দর্শন করিলেও মানবের সেই পুণ্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া রসলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, ত্রিলোকের সমুদায় শিবলিঙ্গের পূজাফল সে প্রাপ্ত হইতে পারে। রসের ভক্ষণ, স্পর্শন, দান, ধ্যান ও পূজন এই পঞ্চবিধ রসপূজা মহাপাতক নাশক। রস ভক্ষণ করিলে পূর্ব্বজন্মের পাপসম্ভূত রোগসকল নিঃসন্দেহে নিবারিত হয়। পেষিত সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত রস শিবলিঙ্গে অনুলেপন করিলে, দেহিদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ সত্বই বিনষ্ট হয়। স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন,—অল্প পরিমিত অভ্রও যে ব্যক্তি রসদ্বারা জারণ করিতে পারে, তাহার শতযজ্ঞের ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি পরাৎপর শম্ভু-তেজঃ পারদের নিন্দা করে, তাহাকে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে পতিত থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি রোগিদিগকে সংশোধিত ও সুপক্ক রস দান করে, সে তুলাদান ও অশ্বমেধের শাশ্বত ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩—৩০

সিদ্ধে রসে করিষ্যামি নির্দারিদ্র্যগদং জগৎ।
রসধ্যানমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মহত্যাদিপাপনুৎ ॥ ৩১ ॥
অভ্রগ্রাসো হি সূতস্য নৈবেদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্।
রসস্যেত্যর্চ্চনং কৃত্বা প্রাপ্নুয়াৎ ক্রতুজং ফলম্ ॥ ৩২ ॥
উদরে সংস্থিতে সূতে যস্যোৎক্রামতি জীবিতম্।
স মুক্তো দুষ্কৃতাদ্ ঘোরাৎ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৩৩ ॥
মূর্চ্ছিতো হরতি রুজং বন্ধনমনুভূয় মুক্তিদো ভবতি।
অমরীকরোতি হি মৃতঃ কোঽন্যঃ করুণাকরঃ সূতাৎ ॥ ৩৪ ॥
সুরগুরুগোদ্বিজহিংসাপাপকলাপোদ্ভবং কিলাসাধ্যম্।
শ্বিত্রং তদপি শময়তি যস্তস্মাৎ কঃ পবিত্রতরঃ সূতাৎ ॥৩৫

রস সিদ্ধ হইলে, আমি সমস্ত জগৎ দারিদ্র্য-শূন্য ও ব্যাধিহীন করিব, ইহাই রসের ধ্যান। এই ধ্যান পাঠে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নাশ হয়। অভ্রগ্রাসই পারদের নৈবেদ্য বলিয়া কীর্ত্তিত। এই ধ্যান-নৈবেদ্যাদিদ্বারা রসের অর্চ্চনা করিলে যজ্ঞ করার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদরে পারদ থাকিতে যাহার জীবন বিনষ্ট হয়, সে ব্যক্তি পাপমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। পারদ নিজে মূর্চ্ছিত হইয়া অন্যের রোগ নাশ করে, নিজে বদ্ধ হইয়া অন্যকে রোগমুক্ত করে, এবং নিজে মৃত হইয়া অন্যকে অমর করে, অতএব পারদ অপেক্ষা করুণাকর আর কে আছে? দেব-গুরু-গো-ব্রাহ্মণের হিংসনাদি পাপ সমূহ হইতে যে অসাধ্য শ্বিত্র (কুষ্ঠ) রোগ উৎপন্ন হয়, সেই কুষ্ঠরোগেরও যে পারদ শান্তি কারক থাকে, সেই পারদ অপেক্ষা পবিত্রতরই বা আর কে আছে? ৩১—৩৫

রসবন্ধ এব ধন্যঃ প্রারম্ভে যস্য সততমিতিকরণাঃ।
সেৎস্যতি রসে করিষ্যে মহীমহং নির্জরামরণাম্ ॥ ৩৬ ॥
সুকৃতফলং তাবদিদং সুকুলে যজ্জন্ম ধীশ্চ তত্রাপি।
সাঽপি চ সকলমহীতলতুলনফলা ভূতলং চ সুবিধেয়ম্ ॥ ৩৭॥
ভূতলবিধেয়তায়াঃ ফলমর্থাস্তে চ বিবিধভোগফলাঃ।
ভোগাশ্চ সন্তি শরীরে তদনিত্যমতো বৃথা সকলম্ ॥ ৩৮ ॥
ইতি ধনশরীরভোগান্মত্বাঽনিত্যান্ সদৈব যতনীয়ম্।
মুক্তৌ সা চ জ্ঞানাত্তচ্চাভ্যাসাৎ স চ স্থিরে দেহে ॥ ৩৯ ॥
তৎস্থৈর্য্যে ন সমর্থং রসায়নং কিমপি মূললোহাদি।
স্বয়মস্থিরস্বভাবং দাহ্যং ক্লেদ্যং চ শোষ্যং চ ॥ ৪০ ॥
কাষ্ঠৌষধ্যো নাগে নাগো বঙ্গেঽথ বঙ্গমপি শুল্বে।
শুল্বং তারে তারং কনকে কনকং চ লীয়তে সূতে ॥ ৪১ ॥
অমৃতত্বং হি ভজন্তে হরমূর্ত্তৌ যোগিনো যথা লীনাঃ।
তদ্বৎকবলিতগগনে রসরাজে হেমলোহাদ্যাঃ ॥ ৪২ ॥
পরমাত্মনীব সততং ভবতি লয়ো যত্র সর্ব্বসত্ত্বানাম্।
একোঽসৌ রসরাজঃ শরীরমজরামরং কুরুতে ॥ ৪৩ ॥

রসবন্ধই ধন্য, যে হেতু সমুদায় রসক্রিয়ার প্রারম্ভেই বন্ধন ক্রিয়া করিতে হয়। রস সিদ্ধ হইলে, সমস্ত পৃথিবী নির্জর ও অমরগণের বাসস্থানরূপে পরিণত করা যায়; অর্থাৎ সিদ্ধ-রস সেবনে মনুষ্যগণ জরামৃত্যুবিহীন হইতে পারে। উচ্চবংশে জন্মলাভই প্রথম সুকৃত-ফল, তাহাতে আবার বুদ্ধিলাভ ততোধিক সুকৃততর ফল। এই বুদ্ধিলাভ সমস্ত পৃথিবী লাভের তুল্য ফল, কারণ ইহা হইতে পৃথিবী আয়ত্ত হয়। জগৎ আয়ত্তের ফল অর্থলাভ। অর্থলাভের ফল বিবিধ উপভোগ। উপভোগ শরীরের আয়ত্ত, কিন্তু শরীর অনিত্য; সুতরাং সকলই বৃথা। অতএব ধন, শরীর ও উপভোগ অনিত্য বিবেচনা করিয়া মুক্তি-লাভের জন্য যত্ন করা আবশ্যক। মুক্তির

জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞানলাভের জন্য অভ্যাস কর্ত্তব্য। দেহ স্থির অর্থাৎ নীরোগ না হইলে অভ্যাস অসাধ্য হয়। ওষধিবিশেষের মূল অথবা লৌহাদি ধাতু, কোন পদার্থই দেহের স্থিরতাসম্পাদনে সমর্থ নহে। যে হেতু সে সকল পদার্থ স্বয়ং অস্থির স্বভাব অর্থাৎ তাহারা দগ্ধ হয় ক্লিন্ন হয় ও শুকাইয়া যায়। কাষ্ঠ ওষধিসমূহ সীসকে, সীসক বঙ্গে, বঙ্গ তাম্রে, তাম্র রৌপ্যে, রৌপ্য স্বর্ণে, এবং স্বর্ণ পারদে লীন হয়। যোগিগণ হরমূর্ত্তিতে বিলীন হইয়া যেমন অমরত্ব প্রাপ্ত হন, সেইরূপ স্বর্ণ লৌহাদি ধাতুসমূহও গ্রসিতাভ্র পারদে বিলীন হইয়া অমৃতরূপে পরিণত হয়। অতএব পরমাত্মার ন্যায় যে পারদে সমুদায় ধাতুর লয় হয়, সেই একমাত্র রসরাজই শরীরের জরামৃত্যু নিবারণে সমর্থ॥ ৩৬—৪৩॥

স্থিরদেহেঽভ্যাসবশাৎ প্রাপ্য জ্ঞানং গুণাষ্টকোপেতম্।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মপদং ন পুনর্ভববাসজন্মদুঃখানি ॥ ৪৪ ॥
একাংশেন জগদ্যুগপদবষ্টভ্যাবস্থিতং পরং জ্যোতিঃ।
পাদৈস্ত্রিভিস্তদমৃতং সুলভং ন বিরক্তিমাত্রেণ ॥ ৪৫ ॥
ন হি দেহেন কথঞ্চিদ্ব্যাধিজরামরণদুঃখবিধুরেণ।
ক্ষণভঙ্গুরেণ সূক্ষ্মং তদ্ব্রহ্মোপাসিতুং শক্যম্ ॥ ৪৬ ॥
নামাপি দেহসিদ্ধেঃ কো গৃহ্ণীয়াদ্বিনা শরীরেণ।
যদ্যোগগম্যমমলং মনসোঽপি ন গোচরং তত্ত্বম্ ॥ ৪৭ ॥
যজ্ঞাদ্দানাত্তপসো বেদাধ্যয়নাদ্দমাৎ সদাচারাৎ।
অত্যন্তভূয়সী কিল যোগবশাদাত্মসংবিত্তিঃ ॥ ৪৮ ॥
ভ্রূযুগমধ্যগতং যচ্ছিখিবিদ্যুৎসূর্য্যবজ্জগদ্ভাসি। *
কেষাঞ্চিৎপুণ্যদৃশামুন্মীলতি চিন্ময়ং পরং জ্যোতিঃ ॥ ৪৯ ॥
পরমানন্দৈকরসং পরমং জ্যোতিঃস্বভাবমবিকল্পম্।
বিগলিতসকলক্লেশং জ্ঞেয়ং শান্তং স্বসংবেদ্যম্ ॥ ৫০ ॥
তস্মিন্নাধায় মনঃ স্ফুরদখিলং চিন্ময়ং জগৎ পশ্যন্।
উৎসন্নকর্ম্মবন্ধো ব্রহ্মত্বমিহৈব চাপ্নোতি ॥ ৫১ ॥
রাগদ্বেষবিমুক্তাঃ সত্যাচারা মৃষারহিতাঃ।
সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষা ভবন্তি চিদ্ব্রহ্মসংস্পর্শাৎ ॥ ৫২ ॥
তিষ্ঠন্ত্যণিমাদিযুতা বিলসদ্দেহাঃ সদোদিতানন্দাঃ।
ব্রহ্মত্বমমৃতত্বং সংপ্রাপ্তাশ্চৈব কৃতকৃত্যাঃ ॥ ৫৩ ॥

দেহ স্থির হইলে, অভ্যাস দ্বারা অষ্টগুণান্বিত জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পুনর্জ্জন্ম ও গর্ভবাসের দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। যে পরম জ্যোতিঃ একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ এবং ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গলোক যুগপৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, তাহা কেবল বৈরাগ্য দ্বারা কখনই সুলভ হইতে পারে না। জরা-ব্যাধি-মরণ-দুঃখকাতর ক্ষণভঙ্গুর দেহদ্বারা সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্ম উপাসনার যোগ্য নহেন। কিন্তু, যে নির্ম্মল তত্ত্ব যোগগম্য এবং মনেরও অগোচর, শরীর ব্যতীতও তাহা কেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, দম, সদাচার ও যোগ এই সকল দ্বারাই প্রকৃষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। যে চিন্ময় পরম জ্যোতিঃ অগ্নি বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত জগতে প্রতিভাত, কোন কোন পুণ্যদৃষ্টি মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহা প্রকাশ পায়। সেই অদ্বিতীয় পরম আনন্দরসস্বরূপ অবিকল্প সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্ত স্বসংবেদ্য ও শান্ত পরম জ্যোতিঃ মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞেয়। তাহাতে মনঃসমাধি করিতে পারিলে, নিখিল জগৎ চিন্ময়রূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কর্ম্মবন্ধবিমুক্ত হইয়া ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়। মানব চিন্ময় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে, রাগ-দ্বেষবিমুক্ত সত্যাচার মিথ্যাহীন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকে, এবং অণিমাদি গুণযুক্ত ও সতত আনন্দময় দেহ ধারণ পূর্ব্বক অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ জীবনে অবস্থিতি করে॥ ৪৪—৫৩

আয়তনং বিদ্যানাং মূলং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্।
শ্রেয়ঃ পরং কিমন্যচ্ছরীরমজরামরং বিহায়ৈকম্ ॥ ৫৪ ॥
প্রত্যক্ষেণ প্রমাণেন যো ন জানাতি সূতকম্।
অদৃষ্টবিগ্রহং দেবং কথং জ্ঞাস্যতি চিন্ময়ম্ ॥ ৫৫ ॥
যজ্জরয়া জর্জ্জরিতং কাসশ্বাসাদিদুঃখবিবশং চ।
যোগ্যং তন্ন সমাধৌ প্রতিহতবুদ্ধীন্দ্রিয়প্রসরম্ ॥ ৫৬ ॥
বালঃ ষোড়শবর্ষো বিষয়রসাস্বাদলম্পটঃ পরতঃ।
যাতবিবেকো বৃদ্ধো মর্ত্ত্যঃ কথমাপ্নুয়ান্মুক্তিম্ ॥ ৫৭ ॥
অস্মিন্নেব শরীরে যেষাং পরমাত্মনো ন সংবেদঃ।
দেহত্যাগাদূর্দ্ধং তেষাং তদ্ব্রহ্ম দূরতরম্ ॥ ৫৮ ॥

* জগদ্ভাতি ইত্যয়ং পাঠঃ সর্ব্বেষ্বপি পুস্তকেষু।

ব্রহ্মাদয়ো যতস্তে তস্মিন্দিব্যাং তনুং সমাশ্রিত্য ।
জীবন্মুক্তাশ্চান্যে কল্পান্তস্থায়িনো মুন্যঃ ॥ ৫৯ ॥
তস্মাজ্জীবন্মুক্তিং সমীহমানেন যোগিনা প্রথমম্।
দিব্যা তনুর্বিধেয়া হরগৌরীসৃষ্টিসংযোগাৎ ॥ ৬০

অতএব, জরামরণহীন শরীরই সকল বিদ্যার আশ্রয় স্থল এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের মূলীভূত কারণ। একমাত্র সেই শরীর ব্যতীত আর কোন্ পদার্থ মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ হইতে পারে? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা পারদের উপকারিতা অবগত না হয়, অদৃষ্ট-মূর্ত্তি চিন্ময় ব্রহ্মদেব সে কিরূপে অবগত হইতে পারিবে? যে শরীর জরায় জর্জ্জরিত, কাস-শ্বাসাদি দুঃখে বিবশ, তাহা সমাধির যোগ্য নহে। কারণ ঐরূপ দেহে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ প্রতিহত হইয়া যায়। মনুষ্যগণ ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া, তৎপরে যৌবনকালে বিষয়-রসাস্বাদনে লোলুপ হইয়া থাকে; তাহার পর বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের বিবেক উৎপন্ন হয়, সুতরাং কিরূপে তাহারা মুক্তি লাভ করিতে পারিবে? অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় বিবেক উপস্থিত হইলেও দেহের অসামর্থ্য এবং আয়ুর অল্পাবশেষ বশতঃ তখন তাহারা মুক্তিলাভের উপায় অবলম্বন করিতে পারেনা। এই দেহ বর্ত্তমান থাকিতে যাহাদের আত্মজ্ঞান না জন্মে, দেহত্যাগের পরে ব্রহ্ম তাহাদের অধিকার হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়েন। ব্রহ্মাদি দেবগণ দিব্যতনুবলেই পরব্রহ্মলাভের জন্য নিয়ত যত্ন করিতে পারেন, এবং অন্যান্য মুনিগণও দিব্য তনু প্রাপ্ত হইয়াই জীবন্মুক্ত ও কল্পান্তস্থায়ী হইতে সমর্থ হন্। অতএব যোগি-গণ জীবন্মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিলে, প্রথমেই তাহাদের হরগৌরী-সৃষ্টিসংযোগে (পারদ গন্ধকযুক্ত ঔষধ দ্বারা) দিব্য তনু লাভের চেষ্টা কর্ত্তব্য ॥ ৫৪—৬০

• শৈলেঽস্মিন্ শিবয়োঃ প্রীত্যা পরস্পরজিগীষয়া।
সংপ্রবৃত্তে চ সংভোগে ত্রিলোকীক্ষোভকারিণি ॥ ৬১॥
নিবিবারয়িষুং বহ্নিং সংভোগং প্রেষিতঃ সুরৈঃ।
কাঙ্ক্ষমাণৈস্তয়োঃ পুত্রং তারকাসুরমারকম্ ॥ ৬২ ॥

কপোতরূপিণং প্রাপ্তং হিমবৎকন্দরেঽনলম্ ।
অপক্ষিভাবসংস্কুরং স্মরলীলাবিলোকিনম্ ॥ ৬৩ ॥
তং দৃষ্ট্বা লজ্জিতঃ শম্ভুর্বিরতঃ সুরতাত্তদা ।
প্রচ্যুতশ্চরমো ধাতুর্গৃহীতঃ শূলপাণিনা ॥ ৬৪ ॥
প্রক্ষিপ্তো বদনে বহ্নের্গঙ্গায়ামপি সোঽপতৎ ।
বহিঃ ক্ষিপ্তস্তয়া সোঽপি পরিদন্দহ্যমানয়া ॥ ৬৫ ॥
সংজাতাস্তন্মলাধানাদ্ধাতবঃ সিদ্ধিহেতবঃ ।
যাবদগ্নিমুখাদ্রেতো ন্যপতদ্ভুবি সারতঃ ॥ ৬৬ ॥
শতযোজননিম্নাংস্তান্ কৃত্বা কূপাংস্তু পঞ্চ চ ।
তদাপ্রভৃতি কূপস্থং তদ্রেতঃ পঞ্চধাঽভবৎ ॥ ৬৭ ॥
রসো রসেন্দ্রঃ সূতশ্চ পারদো মিশ্রকস্তথা ।
ইতি পঞ্চবিধো জাতঃ ক্ষেত্রভেদেন শম্ভুজঃ ॥ ৬৮ ॥

একদা পূর্ব্বোক্ত হিমালয় শৈলে হর-গৌরী প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পরস্পর জিগীষা-প্রণোদিত হইয়া সম্ভোগ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই উদ্দাম-সম্ভোগে ত্রিলোকের সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবগণ সেই সংসর্গ হইতে তারকাসুরহন্তা পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, তাঁহাদের সম্ভোগ নিবৃত্তির জন্য অগ্নিকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। অগ্নি কপোতরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া, হিমালয়-কন্দরে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের কামলীলা অবলোকন করিতে লাগিলেন। শম্ভু সেই কপোতরূপী অগ্নিকে পক্ষিবৎ স্তব্ধ না দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং নিতান্ত লজ্জিত হইয়া সম্ভোগ ক্রিয়ায় বিরত হইলেন। নিবৃত্ত হইবামাত্র তাঁহার শুক্র স্খলিত হইল; তখন শূলপাণি সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া, অগ্নির মুখে নিঃক্ষেপ করিলেন। অগ্নি অত্যন্ত দাহ-পীড়িত হইয়া গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলেন, গঙ্গাও তৎস্পর্শে দাহার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে অতিভারত্বহেতু সেই শুক্র অগ্নির মুখ হইতে অধোগামী হইয়া, তাহার মলাশয় হইতে সিদ্ধিপ্রদ ধাতুরূপে ভূমিতে পতিত হওয়ায়, শতযোজন গভীর পাঁচটি কূপের সৃষ্টি হইল। তদবধি সেই কূপস্থ শম্ভু-শুক্র ক্ষেত্রভেদানুসারে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া, রস, রসেন্দ্র, সূত, পারদ ও মিশ্রক এই পাঁচটি নামে পরিচিত হইয়াছে ॥ ৬১—৬৮

রসো রক্তো বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বদোষৈ রসায়নঃ।
সংজাতাস্ত্রিদশাস্তেন নীরুজা নির্জরামরাঃ ॥ ৬৯ ॥
রসেন্দ্রো দোষনির্ম্মুক্তঃ শ্যাবো রুক্ষোঽতিচঞ্চলঃ।
রসায়িনোঽভবংস্তেন নাগা মৃত্যুজরোজ্ঝিতাঃ ॥ ৭০ ॥
দেবৈর্নাগৈশ্চ তৌ কূপৌ পূরিতৌ মৃত্তিরশ্মভিঃ।
তদাপ্রভৃতি লোকানাং তৌ জাতাবতিদুর্লভৌ ॥ ৭১ ॥
ঈষৎপীতশ্চ রুক্ষাঙ্গো দোষযুক্তশ্চ সূতকঃ।
দশাষ্টসংস্কৃতৈঃ সিদ্ধো দেহং লোহং করোতি সঃ ॥৭২॥
অথান্যকূপজঃ সোঽপি চঞ্চলঃ শ্বেতবর্ণবান্।
পারদো বিবিধৈর্যোগৈঃ সর্ব্বরোগহরঃ স হি ॥ ৭৩ ॥
ময়ূরচন্দ্রিকাচ্ছায়ঃ স রসো মিশ্রকো মতঃ।
সোঽপ্যষ্টাদশসংস্কারযুক্তশ্চাতীব সিদ্ধিদঃ ॥ ৭৪ ॥
ত্রয়ঃ সূতাদয়ঃ সূতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরা অপি।
নিজকর্ম্মবিনির্ম্মাণৈঃ শক্তিমন্তোঽতিমাত্রয়া ॥ ৭৫ ॥
এতাং রসসমুৎপত্তিং যো জানাতি স ধার্ম্মিকঃ।
আয়ুরারোগ্যসন্তানং রসসিদ্ধিং চ বিন্দতি ॥ ৭৬ ॥

এই পঞ্চবিধ পারদের মধ্যে রস রক্তবর্ণ, সর্ব্বদোষমুক্ত ও রসায়ন-ক্রিয়ায় উপযুক্ত। এই রস সেবন করিয়া দেবগণ নীরোগ নির্জর ও অমর এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রসেন্দ্র পারদ শ্যাববর্ণ, দোষহীন, রুক্ষ ও অতি চঞ্চল। এই রস সেবন করিয়া নাগগণ জরা-মৃত্যুহীন হইয়াছিল। দেবগণ ও নাগগণ ইহার এইরূপ গুণ দেখিয়া, মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা সেই কূপের মুখ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, সেই জন্যই এই রসেন্দ্র পারদ মনুষ্য লোকের অতিদুর্লভ হইয়াছে। সূত নামক পারদ ঈষৎ পীতবর্ণ রুক্ষ ও দোষযুক্ত। অষ্টাদশ সংস্কার দ্বারা এই রস সুসিদ্ধ হইলে, তৎসেবনে দেহ লৌহ-সার হইয়া থাকে। অপর কূপজাত পারদ নামক রস চঞ্চল, শ্বেতবর্ণ এবং বিবিধ সংস্কার বশে সর্ব্বরোগনাশক। মিশ্রক রস ময়ূর-চন্দ্রিকার ন্যায় বিবিধবর্ণের আভা বিশিষ্ট। ইহাও অষ্টাদশ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে অতীব সিদ্ধিপ্রদ হয়। সূত, পারদ ও মিশ্রক নামক ত্রিবিধ রস স্বভাবতঃ সর্ব্বসিদ্ধিকর হইলেও, স্ব স্ব সংস্কার বিশেষ দ্বারা সংস্কৃত হইলে, অতিমাত্র শক্তিমান্ হইয়া থাকে। এই রসোৎপত্তি বিবরণ যে ব্যক্তি অবগত হন, তিনি ধর্ম্ম, আয়ুঃ, আরোগ্য ও রসসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন॥ ৬৯—৭৬

রসনাৎ সর্ব্বধাতূনাং রস ইত্যভিধীয়তে।
জরারুঙ্মৃত্যুনাশায় রস্যতে বা রসো মতঃ ॥ ৭৭ ॥
রসোপরসরাজত্বাদ্রসেন্দ্র ইতি কীর্ত্তিতঃ।
দেহলোহময়ীং সিদ্ধিং সূতে সূতস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৮ ॥
রোগপঙ্কাব্ধিমগ্নানাং পারদানাচ্চ পারদঃ ॥
সর্ব্বধাতুগতং তেজোমিশ্রিতং যত্র তিষ্ঠতি।
তস্মাৎ স মিশ্রকঃ প্রোক্তো নানারূপফলপ্রদঃ ॥ ৭৯ ॥

পারদ সর্ব্ব ধাতুকে রসন অর্থাৎ গ্রাস করিতে পারে, এইজন্য ইহার নাম রস। অথবা জরা রোগ ও মৃত্যু নিবারণের জন্য মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক ইহা রসিত অর্থাৎ সেবিত হয়, এইজন্যই ইহা রস নামে অভিহিত হইয়াছে। যে পারদ রস উপরসসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার নাম রসেন্দ্র। দেহের লৌহসারতারূপ সিদ্ধি যাহা দ্বারা প্রসূত হয়, তাহাকে সূত কহে। রোগপঙ্কাব্ধিমগ্ন মনুষ্যদিগকে পার দান করে এইজন্য ইহার নাম পারদ। এবং যে পারদে সর্ব্বধাতুগত তেজঃ মিশ্রিত ভাবে অবস্থিত থাকিয়া নানাবিধ সুফল প্রদান করে, তাহাকে মিশ্রক কহে॥ ৭৭—৭৯

এবংভূতস্য সূতস্য মর্ত্ত্যমৃত্যুগদচ্ছিদঃ।
প্রভাবান্মানুষা জাতা দেবতুল্যবলায়ুষঃ ॥ ৮০ ॥
তান্ দৃষ্ট্বাঽভ্যর্থিতো রুদ্রঃ শক্রেণ তদনন্তরম্।
দোষৈশ্চ কঞ্চুকাভিশ্চ রসরাজো নিযোজিতঃ ॥ ৮১ ॥
তদাপ্রভৃতি সূতোঽসৌ নৈব সিধ্যত্যসংস্কৃতঃ।
জলগো জলরূপেণ ত্বরিতো হংসগো ভবেৎ ॥ ৮২ ॥
মলগো মলরূপেণ সধূমো ধূমগো ভবেৎ।
অন্যা জীবগতির্দ্দৈবী জীবোঽণ্ডাদিব নিক্রমেৎ ॥ ৮৩ ॥
স তাংশ্চ জীবয়েজ্জীবাংস্তেন জীবো রসঃ স্মৃতঃ।
চতস্রো গতয়ো দৃশ্যা অদৃশ্যা পঞ্চমী গতিঃ ॥ ৮৪ ॥
মন্ত্রধ্যানাদিনা তস্য রুধ্যতে পঞ্চমী গতিঃ ॥ ৮৫ ॥
ইতি ভিন্নগতিত্বাচ্চ সূতরাজস্য দুর্লভঃ।
সংস্কারস্তস্য ভিষজা নিপুণেন তু রক্ষয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

এবংবিধ গুণশালী পারদ, মর্ত্ত্যজনের মৃত্যু ও রোগ নাশ করিয়া, মনুষ্যগণকে দেবতার ন্যায় আয়ু ও বল প্রদান করিতেছে দেখিয়া, ইন্দ্র রুদ্রদেবের নিকট তন্নিবারণের উপায়

প্রার্থনা করিলেন ; তজ্জন্য রুদ্রও তদবধি পারদে বিবিধ দোষ ও কঞ্চুকার (আবরণের) বিধান করিয়া দিলেন। সুতরাং সেই সময় হইতে পারদ আর অসংস্কৃত অবস্থায় সিদ্ধিপ্রদ রহিল না। জলরূপে জলগতি, আশুকারিতায় হংসগতি, মলরূপে মলগতি, ধূমবিশিষ্টতায় ধূমগতি এবং অন্য একপ্রকার দৈবী জীবগতি এই পঞ্চবিধ গতি, অণ্ড হইতে জীবনিষ্ক্রমের ন্যায় পারদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। পারদ জীবগণের জীবনপ্রদ, এইজন্য ইহা জীব নামেও অভিহিত হয়। এই পঞ্চবিধ গতির মধ্যে চারিপ্রকার গতি দৃশ্য এবং পঞ্চমী দৈবী জীবগতি অদৃশ্য। মন্ত্র ও ধ্যানাদি দ্বারা সেই পঞ্চমী গতির রোধ হয়। এইরূপ বিভিন্ন গতির জন্য পারদের সংস্কার বিশেষ দুর্লভ। সুনিপুণ চিকিৎসক এই পারদ বিশেষ সাবধানে রক্ষা করিবেন। ৮০—৮৬

প্রথমে রজসি স্নাতাং হয়ারূঢ়াং স্বলঙ্কৃতাম্।
বীক্ষমাণাং বধূং দৃষ্ট্বা জিঘৃক্ষুঃ কূপগো রসঃ ॥ ৮৭ ॥
উদ্গাচ্ছতি জবাৎ সাঽপি তং দৃষ্ট্বা যাতি বেগতঃ।
অনুগচ্ছতি তাং সূতঃ সীমানং যোজনোন্মিতম্ ॥ ৮৮ ॥
প্রত্যায়াতি ততঃ কূপং বেগতঃ শিবসংভবঃ।
মার্গনির্ম্মিতগর্ত্তেষু স্থিতং গৃহ্লন্তি পারদম্।
পতিতো দরদে দেশে গৌরবাদ্বহ্নিবক্ত্রতঃ ॥ ৮৯ ॥
স রসো ভূতলে লীনস্তদ্দেশনিবাসিনঃ।
তাং মৃদং পাতনাযন্ত্রে ক্ষিপ্ত্বা সূতং হরন্তি চ ॥ ৯০ ॥
ইতি শ্রীবৈদ্যপতি-সিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে রসোৎপত্তিনিরূপণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

কোন সময়ে একটি ঋতুস্নাতা বধূ বিবিধ ভূষণে ভূষিতা হইয়া, অশ্বারোহণে পূর্ব্বোক্ত পারদকূপের নিকট দিয়া সেই সমস্ত পারদকূপ দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছিলেন। কূপস্থ পারদ সেই বধূকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার আকাঙ্ক্ষায় তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। বধূ পারদ ভয়ে ভীতা হইয়া অতিবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন ; পারদও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ যোজনপরিমিত পথ অতিক্রম করিল। তৎপরে বিফলপ্রযত্ন হইয়া পুনর্ব্বার সেই কূপে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এইরূপে যাতায়াত কালে পথমধ্যস্থ গর্ত্তমধ্যে যে সকল পারদ অবস্থিত রহিল, মনুষ্যগণ সেই সমস্ত পারদই সংগ্রহ করিয়া থাকে। পারদ অতি গুরুত্ব হেতু যে সময়ে অগ্নিমুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তৎকালে হিঙ্গুলময় ভূমিতে যে সকল পারদ পতিত হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছিল, তদ্দেশবাসী জনগণ সেই মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক, পাতনযন্ত্র দ্বারা তাহা হইতেও পারদ আহরণ করিয়া থাকে ॥ ৮৭—৯০

ইতি রসোৎপত্তিনিরূপণনামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মহারসনিরূপণম্।

অভ্রবৈক্রান্তমাক্ষীকবিমলাদ্রিজসস্যকম্।
চপলো রসকশ্চেতি জ্ঞাত্বাঽষ্টৌ সংগ্রহেদ্রসান্ ॥ ১ ॥
দেব্যা রজো ভবেদ্গন্ধো ধাতুঃ শুক্রং তথাঽভ্রকম্ ॥ ২ ॥
গৌরীতেজঃ পরমমমৃতং বাতপিত্তক্ষয়ঘ্নং
প্রজ্ঞাবোধি প্রশমিতরুজং বৃষ্যমায়ুষ্যমগ্র্যম্।
বল্যং স্নিগ্ধং রুচিদমকফং দীপনং শীতবীর্য্যং
তত্তদ্যোগৈঃ সকলগদহৃদ্ব্যোমসূতেন্দ্রবন্ধি ॥ ৩ ॥

অভ্র, বৈক্রান্ত, মাক্ষীক, বিমল, শিলাধাতু, সস্যক, চপল ও রসক, এই অষ্টবিধ মহারস।

গুণাদি অবগত হইয়া, এই সকল মহারস সংগ্রহ করিবে। দেবী পার্ব্বতীর রজঃ হইতে গন্ধক এবং তাঁহার শুক্রধাতু হইতে অভ্রের উৎপত্তি। গৌরীতেজঃ অর্থাৎ গন্ধক অমৃতস্বরূপ, বাত পিত্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক, মেধাবর্দ্ধক, আরোগ্যজনক, বৃষ্য, আয়ুর্বর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, কফনাশক, অগ্নির উদ্দীপক, শীতবীর্য্য, তত্তদ্ ব্যাধিনাশক দ্রব্য-সংযোগে সকল রোগ বিনাশক, এবং পারদ ও অভ্রের বন্ধনকারক ॥ ১—৩

রাজহস্তাঁদধস্তাদ্বৎ সমানীতং ঘনং শনৈঃ।
ভবেত্তদুক্তফলদং নিঃসত্ত্বং নিষ্ফলং পরম্ ॥ ৪ ॥
পিনাকং নাগমণ্ডুকং বজ্রমিত্যভ্রকং মতম্।
শ্বেতাদিবর্ণভেদেন প্রত্যেকং তচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৫ ॥
পিনাকং পাবকোত্তপ্তং বিমুঞ্চতি দলোচ্চয়ম্।
তৎ সেবিতং মলং বদ্ধা মারয়ত্যেব মানবম্ ॥ ৬ ॥
নাগাভ্রং নাগবৎ কুর্য্যাদ্ধ্বনিং পাবকসংস্থিতম্।
তদ্ভুক্তং কুরুতে কুষ্ঠং মণ্ডলাখ্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য মণ্ডুকং ধ্মাতং পততি চাভ্রকম্।
তৎ কুর্য্যাদশ্মরীরোগমসাধ্যং শস্ত্রতোঽন্যথা ॥ ৮ ॥
বজ্রাভ্রং বহ্নিসন্তপ্তং নির্মুক্তাশেষবৈকৃতম্।
দেহলোহকরং তচ্চ সর্ব্বরোগহরং পরম্ ॥ ৯ ॥

যে অভ্র খনিগর্ভ হইতে রাজগণ কর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক আহৃত হয়, তাহাই যথোক্ত ফলপ্রদ। নতুবা অন্যান্য অভ্র অসার ও নিষ্ফল। অভ্র চারিপ্রকার; পিনাক, নাগ, মণ্ডুক ও বজ্র। শ্বেতাদি বর্ণভেদে ইহারা প্রত্যেকেই আবার চতুর্ব্বিধ। পিনাক অভ্র অগ্নিতপ্ত হইলে, তাহার দল গুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। ইহা সেবিত হইলে, মনুষ্যের মলরোধ করিয়া প্রাণ নাশ করে। নাগাভ্র অগ্নিসন্তাপে নাগের (সর্পের) ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে। ইহা সেবন করিলে, মণ্ডল-কুষ্ঠরোগ জন্মে। মণ্ডুকাভ্র অগ্নিতপ্ত হইলে স্ফীত হইয়া লাফাইয়া পড়ে। ইহা সেবিত হইলে, শস্ত্রচিকিৎসাতেও অসাধ্য অশ্মরীরোগের উৎপাদন করে। বজ্রাভ্র অগ্নি-সন্তাপে কোনরূপ বিকৃত হয় না। ইহা সেবনে দেহ লৌহসার হয়, এবং সর্ব্বরোগ নিবারিত হয় ॥ ৪—৯

শ্বেতং রক্তং চ পীতং চ কৃষ্ণমেবং চতুর্ব্বিধম্।
শ্বেতং শ্বেতক্রিয়াসূক্তং রক্তাভং রক্তকর্ম্মণি।
পীতাভমভ্রকং যৎ তু শ্রেষ্ঠং তৎ পীতকর্ম্মণি ॥ ১০ ॥
চতুর্ব্বিধং বরং ব্যোম যদ্যপ্যুক্তং রসায়নে।
তথাঽপি কৃষ্ণবর্ণাভ্রং কোটিকোটিগুণাধিকম্ ॥ ১১ ॥
স্নিগ্ধং পৃথুদলং বর্ণসংযুক্তং ভারতোঽধিকম্।
সুখনির্ম্মোচ্যপত্রং চ তদভ্রং শস্তমীরিতম্ ॥ ১২ ॥

বর্ণভেদে অভ্র চারিভাগে বিভক্ত; যথা—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণবিধানাদি কার্য্যে শ্বেত অভ্র, রক্তকর্ম্মে রক্ত অভ্র ও পীতকর্ম্মে পীত অভ্র শ্রেষ্ঠ। রসায়ন কার্য্যে চতুর্বিধ অভ্রের ব্যবস্থা থাকিলেও, তাহাতে কৃষ্ণ অভ্রই কোটি কোটি গুণ অধিক ফলপ্রদান করে। যে অভ্র স্নিগ্ধ, স্থূলদল, বর্ণবিশিষ্ট, অধিক ভার এবং যাহার দল গুলি অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তাহাই প্রশস্ত ॥ ১০—১২

সচন্দ্রিকং চ কিট্টাভং ব্যোম ন গ্রাসয়েদ্রসঃ।
গ্রসিতশ্চ নিযোজ্যোঽসৌ লোহে চৈব রসায়নে ॥ ১৩ ॥
নিশ্চন্দ্রিকং মৃতং ব্যোম সেব্যং সর্ব্বগদেষু চ।
সেবিতং চন্দ্রসংযুক্তং মেহং মন্দানলং চরেৎ ॥ ১৪ ॥
বৈকৃতং যুক্তিনির্ম্মুক্তৈঃ পত্রাভ্রকরসায়নম্।
তৈর্দিষ্টং কালকূটাখ্যং বিষং জীবনহেতবে ॥ ১৫ ॥
সত্ত্বার্থং সেবনার্থং চ যোজয়েচ্ছোধিতাভ্রকম্।
অন্যথা তদ্গুণং কৃত্বা বিকারোত্যেব নিশ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥

চন্দ্রিকাযুক্ত ও কিট্টবৎ অভ্র পারদ গ্রাস করে না। দৈবাৎ গ্রসিত হইলে, তাহা লৌহরসায়নে প্রয়োগ করা উচিত। চন্দ্রিকা-শূন্য মৃত অভ্রই সর্ব্বরোগে সেবন করিতে হয়। চন্দ্রযুক্ত অভ্র সেবন করিলে, মেহ ও অগ্নিমান্দ্য রোগ জন্মে। যাঁহারা যুক্তিহীন পত্রাভ্র-রসায়নের ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা জীবনরক্ষার অভিপ্রায়ে কালকূট বিষ সেবনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কালকূট বিষ সেবনে যেমন প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সেইরূপ পত্রাভ্র (অজারিত অভ্র) সেবনেও প্রাণবিনাশের আশঙ্কা আছে। সত্ত্ব প্রস্তুতের জন্য এবং সেবনার্থ শোধিত অভ্রই প্রয়োগ করা উচিত; নতুবা অন্য অভ্র বহু অপকার করিয়া, বিবিধ বিকার উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ১৩—১৬

প্রতপ্তং সপ্তবারাণি নিক্ষিপ্তং কাঞ্জিকেঽভ্রকম্।
নির্দ্দোষং জায়তে নূনং প্রক্ষিপ্তং বাঽপি গোজলে ॥১৭॥
ত্রিফলাকথিতে চাপি গবাং দুগ্ধে বিশেষতঃ।
ততো ধান্যাভ্রকং কৃত্বা পিষ্ট্বা মৎস্যাক্ষিকারসৈঃ ॥ ১৮ ॥
চক্রীং কৃত্বা বিশোষ্যাথ পুটেদর্দ্ধেভকে পুটে।
পুটেদেবং হি ষড়্বারং পৌনর্নবরসৈঃ সহ ॥ ১৯ ॥
কলাংশটঙ্কণেনাপি সংমর্দ্দ্য কৃতচক্রিকম্।
অর্দ্ধেভাখ্যপুটেস্তদ্বৎ সপ্তবারং পুটেৎ খলু ॥ ২০ ॥
এবং বাসারসেনাপি তণ্ডুলীয়রসেন চ।
প্রপুটেৎ সপ্তবারাণি পূর্ব্বপ্রোক্তবিধানতঃ ॥ ২১ ॥
এবং সিদ্ধং ঘনং সর্ব্বযোগেষু বিনিযোজয়েৎ ॥ ২২ ॥

অভ্র উত্তপ্ত করিয়া, ক্রমশঃ সাতবার কাঁজিতে, গোমূত্রে, ত্রিফলার কাথে বিশেষতঃ গোদুগ্ধে নিক্ষেপ করিলে, বিশোধিত হয়। তৎপরে ধান্যাভ্র প্রস্তুত করিবে অর্থাৎ অভ্রের চতুর্থাংশ পরিমিত ধান্য ও অভ্র একত্র কম্বলে বান্ধিয়া তিন রাত্রি তাহা জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ক্লিন্ন হইলে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া কম্বল নিঃসৃত অভ্রকণা সকল সংগ্রহ করিবে। অতঃপর সেই অভ্র হিঞ্চাশাকের রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকি প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে এবং পুটপাকবিধানে অর্দ্ধগজ পুটে দগ্ধ করিবে। এই রূপে ছয়বার পুটদগ্ধ করিয়া, পুনর্নবার রস ও অভ্রের ষোড়শাংশ পরিমিত সোহাগার সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানে সাতবার অর্দ্ধ গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে বাসকের রস ও তণ্ডুলীয়কের (কাঁটানটের) রস সহ মর্দ্দন করিয়া, যথাক্রমে আরও সাত সাত বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুটদগ্ধ করিবে। এই রূপে যে অভ্রভস্ম প্রস্তুত হয়, তাহা সকল ঔষধেই প্রয়োগ করা যায় ॥ ১৭—২২ ॥

চূর্ণাভ্রং শালিসংযুক্তং বস্ত্রবদ্ধং হি কাঞ্জিকে।
নির্যাতং মর্দ্দনাদ্বস্ত্রাদ্ধান্যাভ্রমিতি কথ্যতে ॥ ২৩ ॥

ধান্যাভ্র।—চূর্ণ অভ্র চতুর্থাংশ ধান্যের সহিত বস্ত্রে বান্ধিয়া কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে তাহা মর্দ্দন করিলে বস্ত্র হইতে যে অভ্রকণা নির্গত হয়, তাহাকেই ধান্যাভ্র কহে ॥ ২৩ ॥

ধান্যাভ্রং কাসমর্দ্দস্য রসেন পরিমর্দ্দিতম্।
পুটিতং দশবারেণ ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
তদ্বন্মুস্তারসেনাপি তণ্ডুলীয়রসেন চ।
পীতামলকসৌভাগ্য-পিষ্টং চক্রীকৃতাভ্রকম্ ॥ ২৫ ॥
পুটিতং ষষ্টিবারাণি সিন্দুরাভং প্রজায়তে।
ক্ষয়াদ্যখিলরোগঘ্নং ভবেদ্রোগানুপানতঃ ॥ ২৬ ॥

ধান্যাভ্র কাসমর্দ্দের (কালকাসন্দার) রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া দশবার পুটদগ্ধ করিলে নিশ্চয় মারিত হয়। এইরূপে মুতার রস অথবা তণ্ডুলীয়কের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটদগ্ধ করিলেও অভ্র মারিত হইয়া থাকে। আমলকীর রস ও সোহাগার সহিত পেষণ পূর্ব্বক চাকী করিয়া ক্রমশঃ যাট্‌বার পুটদগ্ধ করিলে, সিন্দূরের ন্যায় অভ্রভস্ম প্রস্তুত হয়। এই অভ্র তত্তদ্ রোগ নাশক অনুপান সহ প্রযুক্ত হইলে, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নাশ করে ॥ ২৪—২৬

বটমূলত্বচঃ ক্বাথৈস্তাম্বূলীপত্রসারতঃ।
বাসামৎস্যাক্ষিকাভ্যাং বা মীনাক্ষ্যা সকুঠিল্লয়া ॥ ২৭ ॥
পয়সা বটবৃক্ষস্য মর্দ্দিতং পুটিতং ঘনম্।
ভবেদ্বিংশতিবারেণ সিন্দুরসদৃশপ্রভম্ ॥ ২৮ ॥

বটমূলের ছালের কাথ, পানের স্বরস, বাসকের স্বরস, হিঞ্চে শাকের রস, উচ্ছেপাতা ও ব্রহ্মীশাকের রস, অথবা বটের আটার সহিত মর্দ্দন করিয়া বিংশতিবার পুট দগ্ধ করিলে অভ্রভস্ম সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ হয় ॥ ২৭।২৮

পাদাংশটঙ্কণোপেতং মুসলীরসমর্দ্দিতম্।
রুদ্ধ্বাৎ কোষ্ঠ্যাং দৃঢ়ং ধ্মাতং সত্ত্বরূপং ভবেদ্ঘনম্ ॥২৯॥
কাসমর্দ্দঘনধ্বানবাসানাং চ পুনর্ভুবঃ।
মৎস্যাক্ষ্যাঃ কাণ্ডবল্ল্যাশ্চ হংসপাদ্যা রসৈঃ পৃথক্ ॥৩০॥
পিষ্ট্বা পিষ্ট্বা প্রযত্নেন শোষয়েদ্ঘর্ম্মযোগতঃ।
পলং গোধূমচূর্ণস্য ক্ষুদ্রমৎস্যাশ্চ টঙ্কণম্ ॥ ৩১ ॥
প্রত্যেকমষ্টমাংশেন দত্ত্বা দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ।
মর্দ্দনে মর্দ্দনে সম্যক্ শোষয়েদ্রবিরশ্মিভিঃ ॥ ৩২ ॥
পঞ্চাজং পঞ্চগব্যং বা পঞ্চমাহিষমেব চ।
ক্ষিপ্ত্বা গোলান্ প্রকুর্বীত কিঞ্চিত্তিন্দুকতোঽধিকান্ ॥৩৩॥
পয়ো দধি ঘৃতং মূত্রং সবিট্কং চাজমুচ্যতে।
অধঃপাতনকোষ্ঠ্যাং হি ধ্মাত্বা সত্ত্বং নিপাতয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
কোষ্ঠ্যাং কিট্টং সমাহৃত্য বিচূর্ণ্যাবকরান্ হরেৎ।
তৎ কিট্টং স্বল্পটঙ্কেন গোময়েন বিমর্দ্দ্য চ ॥ ৩৫ ॥

গোলান্ বিধায় সংশোষ্য ধর্ম্মে ভূয়োঽপি পূর্ব্ববৎ।
ভূয়ঃ কিট্টং সমাহৃত্য মৃদিত্বা সত্ত্বমাহরেৎ ॥ ৩৬ ॥
অথ সত্ত্বকণাংস্তাংস্তু কাথয়িত্বাঽম্লকাঞ্জিকৈঃ।
শোধনীয়গণোপেতঃ মূষামধ্যে নিরুধ্য চ ॥ ৩৭ ॥
সম্যগ্‌ধ্মাতং সমাহৃত্য দ্বিবারং প্রথমেদ্দনম্।
ইতি শুদ্ধং ভবেৎ সত্ত্বং যোজ্যং রসরসায়নে ॥ ৩৮ ॥
মধুতৈলবসাজ্যেষু দ্রাবিতং পরিবাপিতম্।
মৃদু স্যাদ্দশবারেণ সত্ত্বং লৌহাদিকং খরম্ ॥ ৩৯ ॥

চতুর্থাংশ পরিমিত সোহাগা মিশ্রিত অভ্র তালমূলী রসের সহিত মর্দ্দিত করিয়া কোষ্ঠিকা-যন্ত্রে (হাপরে) রুদ্ধ করিবে এবং অগ্নিসন্তাপে আধ্মাত করিবে; তাহাতে অভ্রের সত্ত্ব প্রস্তুত হয়। কাসমর্দ্দ (কালকাসন্দা), মুতা, বাসক, পুনর্নবা, হিঞ্চেশাক, করোলাপাতা ও গোয়ালিয়া-লতা, এই সকলের পৃথক্ পৃথক্ রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিবে। তৎপরে এক পল গোধূমচূর্ণ, এক পল ক্ষুদ্র মৎস্য এবং অভ্রের অষ্টমাংশ পরিমিত সোহাগা, এই সকলের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। পরিশেষে পঞ্চ আজ, পঞ্চ-গব্য বা পঞ্চ-মাহিষ অর্থাৎ ছাগ, গো বা মহিষের দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মূত্র ও পুরীষরসের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া, তিন্দুক (গাব) অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ আকারের গোলক প্রস্তুত করিবে। সেই গোলক অধঃ-পাতন কোষ্ঠিকাযন্ত্রে রুদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিবে। এইরূপ নিয়মেও অভ্রের সত্ত্ব প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোষ্ঠিকাযন্ত্রের দ্বারা অভ্রকিট্ট হইতে জঞ্জাল ত্যাগ করিয়া, সেই কিট্ট অল্প পরিমিত সোহাগা ও গোময় রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে এবং সেই সমস্ত গোলক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুটদগ্ধ করিবে এবং পুনর্ব্বার তাহা হইতে কণা সংগ্রহ করিবে। সেই কণায় অম্ল-কাঁজির ভাবনা দিয়া, শোধ-নীয় গণোক্ত দ্রব্যের সহিত মূষারুদ্ধ করিয়া পুটদগ্ধ করিবে। তৎপরে আবার তাহার কণা সংগ্রহ করিয়া ঐরূপে দুইবার পুটদগ্ধ করিবে। এই রূপে শুদ্ধ সত্ত্ব প্রস্তুত হইলে তাহা রসায়ন ক্রিয়ার উপযুক্ত হয়। লৌহাদির কঠিন সত্ত্বও এক এক বার উত্তপ্ত করিয়া যথাক্রমে দশবার মধু, তৈল, বসা ও ঘৃতে নির্ব্বাপিত করিলে মৃদু হইয়া থাকে ॥ ২৯—৩৯

পট্টচূর্ণং বিধায়াথ গোঘৃতেন পরিপ্লুতম্।
ভর্জ্জয়েৎ সপ্তবারাণি চুল্লীসংস্থিতখর্পরে ॥ ৪০ ॥
অগ্নিবর্ণং ভবেদ্‌যাবদ্‌বারং বারং বিচূর্ণয়েৎ।
তৃণং ক্ষিপ্তং দহেদ্‌যাবত্তাবদ্বা ভর্জ্জনং চরেৎ ॥ ৪১ ॥
ততঃ সগন্ধকং পিষ্ট্বা বটমূলকষায়তঃ।
পুটেদ্বিংশতিবারাণি বারাহেণ পুটেন হি ॥ ৪২ ॥
পুনর্বিংশতিবারাণি ত্রিফলোত্থকষায়তঃ।
ত্রিফলামুণ্ডিকাভৃঙ্গ-পত্রপথ্যাক্ষমূলকৈঃ ॥ ৪৩ ॥
ভাবয়িত্বা প্রযোক্তব্যং সর্ব্বরোগেষু মাত্রয়া।
সত্ত্বাভ্রাৎ কিঞ্চিদপরং নির্ব্বিকারং গুণাধিকম্ ॥ ৪৪ ॥
এবং চেচ্ছতবারাণি পুটপাকেন সাধিতম্।
গুণবজ্জায়তেঽত্যর্থং পরং পাচনদীপনম্ ॥ ৪৫ ॥

তৎপরে তাহার সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে এবং চুল্লীর উপর খাপ্‌রার পাত্রে গব্যঘৃতে তাহা ভাজিয়া লইবে। এই রূপে সাতবার ভাজিবে ও চূর্ণ করিবে। অগ্নিবর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কিংবা যখন তাহাতে তৃণ নিক্ষেপ করিলে তাহা পুড়িয়া যাইতেছে দেখিবে, ততক্ষণ তাহা পূর্ব্ববৎ নিয়মে ভাজিতে থাকিবে। অতঃপর ঐ ভর্জ্জিত চূর্ণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া, বটমূলের কাথ সহ এক এক বার পেষণ করিবে ও যথা-ক্রমে বিংশতিবার বারাহ-পুটে তাহা দগ্ধ করিবে। তারপর ত্রিফলা কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া আবার বিংশতিবার পুট দগ্ধ করিতে হইবে। এই রূপে অভ্র সত্ত্ব প্রস্তুত হইলে, তাহাতে ত্রিফলা, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, হরীতকী, বহেড়া ও মূলার কাথের ভাবনা দিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সকল রোগে প্রয়োগ করিবে। এই অন্তবিধ অভ্রসত্ত্ব অধিক গুণশালী এবং সর্ব্ববিকার নাশক। এই রূপে শতবার পুটপাক করিলে, তাহা আরও অধিক গুণশালী এবং অধিকতর পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক হয় ॥ ৪০—৪৫

গন্ধর্ব্বপত্রতোয়েন গুড়েন সহ ভাবিতম্ ।
অধোর্দ্ধং বটপত্রাণি নিশ্চন্দ্রং ত্রিপুটৈঃ খগম্ ॥ ৪৬ ॥
ক্ষুধাং করোতি চাভ্যর্থং গুঞ্জার্দ্ধমিতসেবয়া ।
তত্তদ্রোগহরৈর্যোগৈঃ সর্ব্বরোগহরং পরম্ ॥ ৪৭ ॥

এরণ্ড পত্রের রস ও গুড়ের ভাবনা দিয়া, নীচে উপরে বটপত্র রাখিয়া মুষাবদ্ধ করিবে। এইরূপে তিনবার পুটপাক করিলেই অভ্র নিশ্চন্দ্র হয়। এই অভ্রও তত্তদ্ রোগনাশক অনুপানের সহিত অর্দ্ধ গুঞ্জা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ॥ ৪৬ । ৪৭

সত্বস্য গোলকং ধ্মাতং শস্তসংযুক্তকাঞ্জিকে ।
নির্ব্বাপ্য তৎক্ষণেনৈব কুট্টয়েল্লোহপাত্রয়া ॥ ৪৮ ॥
সংপ্রতাপ্য ঘনস্থূল-কণান্ ক্ষিপ্ত্বাথ কাঞ্জিকে ।
তৎক্ষণেন সমাহৃত্য কুট্টয়িত্বা রজশ্চরেৎ ॥ ৪৯ ॥
গোঘৃতেন চ তচ্চূর্ণং ভর্জয়েৎ পূর্ব্ববত্রিধা ।
ধাত্রীফলরসৈস্তদ্বদ্ধাত্রীপত্ররসেন বা ॥ ৫০ ॥
ভর্জনে ভর্জনে কার্য্যং শিলাপট্টেন পেষণম্ ।
ততঃ পুনর্নবাবাসারসৈঃ কাঞ্জিকমিশ্রিতৈঃ ॥ ৫১ ॥
প্রপুটেদ্দশবারাণি দশবারাণি গন্ধকৈঃ ।
এবং সংশোধিতং ব্যোমসত্বং সর্ব্বগুণোত্তরম্ ॥ ৫২ ॥
যথেষ্টং বিনিযোক্তব্যং জারণে চ রসায়নে ।
ক্রিয়া নৈব নির্দিষ্টাঃ শাস্ত্রে দৃষ্টা অপি ধ্রুবম্ ।
বিনা শম্ভোঃ প্রসাদেন ন সিধ্যন্তি কদাচন ॥ ৫৩ ॥

অভ্রগোলক অগ্নি তপ্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ শস্ত সংযুক্ত কাঁজিতে নির্ব্বাপিত করিবে এবং লৌহ পাত্রে তাহা কুট্টিত করিবে। পুনর্ব্বার সেই সকল স্থূল ও কঠিন কণা উত্তপ্ত করিয়া কাঁজিতে নিক্ষেপ করিবে এবং চূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই চূর্ণ পূর্ব্ববৎ নিয়মে গব্য ঘৃতের সহিত তিনবার ভাজিয়া লইবে। প্রত্যেকবার ভাজিয়া আমলকীর ফল বা পত্রের রসের সহিত শিলায় পেষণ করিতে হইবে, এবং শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার ভাজিতে হইবে। অতঃপর পুনর্নবা, ও বাসকের রস ও কাঁজির সহিত এক একবার পেষণ করিয়া দশবার পুটপাক করিবে। তারপর আরও দশবার গন্ধকের সহিত পুটপাক করিবে। এইরূপে যে শুদ্ধ অভ্রসত্ব প্রস্তুত হয়, তাহা অধিকতর গুণশালী। জারণ ও রসায়ন কার্য্যে ইহা প্রযোজ্য। শাস্ত্রে বহুবিধ অভ্রদ্রাবণক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সকল প্রকার প্রক্রিয়ার নিশ্চয় নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। শম্ভুর অনুগ্রহ ব্যতীত এই সকল ক্রিয়া কদাচ সুসিদ্ধ হয় না ॥ ৪৮—৫৩

বেল্লব্যোষসমন্বিতং ঘৃতযুতং বল্লোন্মিতং সেবিতং
দিব্যাভ্রং ক্ষয়পাণ্ডুরুগ্‌গ্রহণিকাশূলামকুষ্ঠাময়ম্ ।
জূর্ত্তিং শ্বাসগদং প্রমেহমরুচিং কাসাময়ং দুর্দ্ধরং
মন্দাগ্নিং জঠরব্যথাং বিজয়তে যোগৈরশেষাময়ান্ ॥ ৫৪ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু ও ঘৃতের সহিত ২ রতি পরিমিত অভ্র সেবিত হইলে, ইহা ক্ষয়, পাণ্ডু, গ্রহণী, শূল, আমদোষ, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অরুচি, দুনির্ব্বার কাস, অগ্নিমান্দ্য ও জঠর রোগ প্রভৃতি অনেক রোগ নিবারণ করে ॥ ৫৪

অথ বৈক্রান্তঃ ।

অষ্টাস্রশ্চাষ্টফলকঃ ষট্‌কোণো মসৃণো গুরুঃ ।
শুদ্ধমিশ্রিতবর্ণৈশ্চ যুক্তো বৈক্রান্ত উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥
শ্বেতো রক্তশ্চ পীতশ্চ নীলঃ পারাবতচ্ছবিঃ ।
শ্যামলঃ কৃষ্ণবর্ণশ্চ কর্ব্বুরশ্চাষ্টধা হি সঃ ॥ ৫৬ ॥
আয়ুঃপ্রদশ্চ বলবর্ণকরোঽতিবৃষ্যঃ
প্রজ্ঞাপ্রদঃ সকলদোষগদাপহারী ।
দীপ্তাগ্নিকৃৎ পবিসমানগুণস্তরস্বী
বৈক্রান্তকঃ খলু বপুর্বললোহকারী ॥ ৫৭ ॥
রসায়নেষু সর্ব্বেষু পূর্ব্বগণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
বজ্রস্থানে নিযোক্তব্যো বৈক্রান্তঃ সর্ব্বদোষহা ॥ ৫৮ ॥

বৈক্রান্ত অষ্টকোণ অষ্টফলক অথবা ষট্‌কোণ এবং মসৃণ, গুরু ও শুদ্ধ একটি বর্ণ বা মিশ্রিত বর্ণ বিশিষ্ট। শ্বেত, রক্ত, পীত, নীল, কপোত বর্ণ, শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও কর্ব্বুর (বিচিত্রবর্ণ) এই আট প্রকার বৈক্রান্ত হয়। সকল বৈক্রান্তই আয়ুর্বর্দ্ধক, বল-বর্ণ-জনক, অতিশয় বৃষ্য, মেধা-বর্দ্ধক, সকল দোষ ও সমস্ত রোগ নিবারক, অগ্নির উদ্দীপক, হীরকের সমগুণশালী, তরস্বী (বলিষ্ঠ) এবং শরীরের বল ও লৌহবৎ দৃঢ়তা সাধক। সমুদায় রসায়ন দ্রব্য মধ্যে বৈক্রান্তই অগ্রণী; ইহা অত্যন্ত প্রতাপশালী ও সর্ব্বদোষ-

নাশক। হীরকের পরিবর্ত্তে বৈক্রান্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৫৫—৫৮

[গ্রন্থান্তরে।] দৈত্যেন্দ্রো মাহিষঃ সিদ্ধঃ সর্ব্বদেবসমুদ্ভবা।
দুর্গা ভগবতী দেবী তং শূলেন ব্যমর্দয়ৎ ॥ ৫৯ ॥
তস্য রক্তং তু পতিতং যত্র যত্র স্থিতং ভুবি।
তত্র তত্র তু বৈক্রান্তং বজ্রাকারং মহারসম্ ॥ ৬০ ॥
বিন্ধ্যস্য দক্ষিণে ভাগে হ্যুত্তরে বাহস্তি সর্ব্বতঃ।
* বিকৃন্তয়তি লোহানি তেন বৈক্রান্তকঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১
শ্বেতঃ পীতস্তথা রক্তো নীলঃ পারাবতপ্রভঃ।
ময়ূরকণ্ঠসদৃশশ্চান্যো মরকতপ্রভঃ ॥ ৬২ ॥
দেহসিদ্ধিকরং কৃষ্ণং পীতে পীতং সিতে সিতম্।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিদং রক্তং তথা মরকতপ্রভম্ ॥ ৬৩ ॥
শেষে দ্বে নিষ্ফলে বর্জ্জ্যে বৈক্রান্তমিতি সপ্তধা ॥ ৬৪ ॥

গ্রন্থান্তরে বৈক্রান্তের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে ; যথা—দৈত্যেন্দ্র মহিষাসুর সিদ্ধি লাভ করিলে সর্ব্বদেবের শক্তি হইতে ভগবতী দুর্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে শূল বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মহিষাসুরের রক্ত নিঃসৃত হইয়া, ভূমির যে যে স্থলে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে বজ্রের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট মহারস বৈক্রান্তের উৎপত্তি হইয়াছে। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ ও উত্তর দিকে সকল স্থানেই বৈক্রান্ত পাওয়া যায়। লোহানি বিকৃন্তয়তি বিক্রাময়তি বা অর্থাৎ ইহা সমুদায় ধাতুর উচ্ছেদকারক অথবা সমুদায় ধাতুকে আক্রমণ করে, এই জন্য ইহার নাম বৈক্রান্ত হইয়াছে। বৈক্রান্ত সাত প্রকার ;—শ্বেত, পীত, রক্ত, নীল, কপোত বর্ণ, ময়ূরকণ্ঠসদৃশ ও মরকত দ্যুতি। এই সাত প্রকার বৈক্রান্তের মধ্যে কৃষ্ণ ও নীল বৈক্রান্ত দেহ সিদ্ধিকারক। পীত পীত ক্রিয়ায় ও শ্বেত শ্বেত ক্রিয়ায় প্রশস্ত। রক্ত ও মরকত সদৃশ বৈক্রান্ত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। অপর দুই প্রকার অর্থাৎ কপোতবর্ণ ও ময়ূরকণ্ঠবৎ বৈক্রান্ত গুণহীন, সুতরাং পরিত্যাজ্য ॥ ৫৯—৬৪

অথাহরণবিধিঃ।

যত্র ক্ষেত্রে স্থিতং চৈব বৈক্রান্তং তত্র ভৈরবম্।
বিনায়কং চ সংপূজ্য গৃহ্ণীয়াচ্ছুদ্ধমানসঃ ॥ ৬৫ ॥
বৈক্রান্তো বজ্রসদৃশো দেহলোহকরো মতঃ।
বিষঘ্নো রসরাজশ্চ জ্বরকুষ্ঠক্ষয়প্রণুৎ ॥ ৬৬ ॥

প্রথমতঃ ভৈরব ও বিনায়কের অর্চ্চনা করিয়া শুদ্ধ চিত্তে বৈক্রান্ত-ভূমি হইতে বৈক্রান্ত সংগ্রহ করিতে হয়। বৈক্রান্ত হীরকের সমগুণ বিশিষ্ট, দেহের লৌহসারতাজনক, বিষনাশক, এবং জ্বর কুষ্ঠ ও ক্ষয় রোগ নিবারক, অতএব ইহাকে রসরাজ বলা যায়॥ ৬৫।৬৬

বৈক্রান্তকাঃ স্যুস্ত্রিদিনং বিশুদ্ধাঃ
সংস্বেদিতাঃ ক্ষারপটুনি দত্বা।
অম্লেষু মূত্রেষু কুলত্থরম্ভা-
নীরেহথবা কোদ্রবসারিপক্কাঃ ॥ ৬৭ ॥
কুলত্থক্বাথসংস্বিন্নো বৈক্রান্তঃ পরিশুধ্যতি।
ম্রিয়তেহষ্টপুটৈর্গন্ধ-নিম্বুকদ্রবসংযুতঃ ॥ ৬৮ ॥
বৈক্রান্তেষু চ তপ্তেষু হয়মূত্রং বিনিক্ষিপেৎ।
পৌনঃপুন্যেন বা কুর্য্যাৎ দ্রবং দত্বা পুটং ত্বনু ॥ ৬৯ ॥
ভস্মীভূতং তু বৈক্রান্তং বজ্রস্থানে নিযোজয়েৎ।
ঘোণ্টামোরটপালাশ-ক্ষারগোমূত্রভাবিতম্ ॥ ৭০ ॥

কাঁজি, গোমূত্র, কুলত্থকলায়ের ক্বাথ, কদলী মূলের রস, অথবা কোদ ধান্যের কাঁজি এবং যবক্ষার ও লবণের সহিত বৈক্রান্ত তিন দিন সিদ্ধ করিলে বিশুদ্ধ হয়। কিংবা কেবল কুলত্থকলায়ের ক্বাথে স্বিন্ন করিলেও বৈক্রান্ত শোধিত হইয়া থাকে। তৎপরে গন্ধক ও লেবুর রসের সহিত মাড়িয়া আটবার পুটপাক করিলেই বৈক্রান্ত মৃত (ভস্ম) হইয়া যায়। অথবা প্রথমে বৈক্রান্ত অগ্নিতপ্ত করিয়া বারংবার অশ্ব-মূত্রে নিক্ষেপ করিবে ; তৎপরে লেবুর রস ও গন্ধকের সহিত মাড়িয়া পুটপাক করিতে হইবে। এইরূপে বৈক্রান্ত ভস্মীভূত হইলে, তাহাতে ঘণ্টাপারুল, লতাকরাড় ও পলাশের ক্ষার এবং গোমূত্রের ভাবনা দিয়া, হীরকের পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করিবে ॥ ৬৭—৭০

---

* সর্ব্বেষ্বপ্যাদর্শপুস্তকেষু বিকৃন্তয়তি বিক্রন্তয়তি বিক্রান্তয়তীতি পাঠত্রয়ং দৃশ্যতে। কিন্তু বিক্রাময়তীত পাঠান্তরকল্পনং সাধীয়ঃ।

বজ্রকন্দনিশাকল্ক-ফলচূর্ণসমন্বিতম্‌ ।
তৎকল্কং টঙ্কণং লাক্ষাচূর্ণং বৈক্রান্তসম্ভবম্‌ ॥ ৭১ ॥
নরসারসমাযুক্তং মেষশৃঙ্গীদ্রবান্বিতম্‌ ।
পিণ্ডিতং মূকমূষস্থং ধ্মাপিতং চ হঠাগ্নিনা ॥ ৭২ ॥
তত্রৈব পততে সত্ত্বং বৈক্রান্তস্য ন সংশয়ঃ ।
সত্ত্বপাতনযোগেন মর্দ্দিতশ্চ বটীকৃতঃ ।
মূষান্তো ঘটিকাধ্মাতো বৈক্রান্তঃ সত্ত্বমুৎসৃজেৎ ॥ ৭৩ ॥

বন্যওল, হরিদ্রা ও মদন ফলের কল্ক, সোহাগা, লাক্ষাচূর্ণ, বৈক্রান্ত চূর্ণ ও নিশাদল এই সকল দ্রব্য একত্র মেষশৃঙ্গীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে এবং অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ অগ্নিতে পুটদগ্ধ করিবে। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বপাতনোপযোগী দ্রব্য সহ মর্দ্দিত ও মূষামধ্যস্থ বৈক্রান্তের পিণ্ড এক ঘটিকা আধ্মাত হইলে তাহা হইতে সত্ত্ব নিঃসৃত হইয়া থাকে ॥ ৭১—৭৩

ভস্মত্বং সমুপাগতো বিকৃতকো হেম্না মৃতেনান্বিতঃ
পাদাংশেন কণাজাবেল্লসহিতো গুঞ্জামিতঃ সেবিতঃ ।
যক্ষ্মাণং জঠরঞ্চ পাণ্ডুগুদজং শ্বাসং চ কাসাময়ম্‌
দুষ্টাং চ গ্রহণীমুরঃক্ষতমুখান্‌ রোগাঞ্জয়েদ্দেহকৃৎ ॥ ৭৪ ॥
সূতভস্মার্দ্ধসংযুক্তং নীলবৈক্রান্তভস্মকম্‌ ।
মৃতাভ্রসত্ত্বমুভয়োস্তুলিতং পরিমর্দ্দিতম্‌ ॥ ৭৫ ॥
ক্ষৌদ্রাজ্যসংযুতং প্রাতর্গুঞ্জামাত্রং নিষেবিতম্‌ ।
নিহন্তি সকলান্‌ রোগান্‌ দুর্জ্জয়ানন্যভেষজৈঃ ॥
ত্রিসপ্তদিবসৈর্নৄণাং গঙ্গাম্ভ ইব পাতকম্‌ ॥ ৭৬ ॥

এক রতি পরিমিত এই বৈক্রান্ত ভস্ম চতুর্থাংশ পরিমিত স্বর্ণ ভস্ম এবং যথোপযুক্ত পিপুল বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, যক্ষ্মা, উদররোগ, পাণ্ডু, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, গ্রহণীদোষ, উরঃক্ষত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা দেহের দৃঢ়তাও সাধিত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ ভাগ পারদ ভস্ম, অর্দ্ধ ভাগ নীল বৈক্রান্ত ভস্ম, এবং উভয়ের সমান অভ্র ভস্ম, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা প্রাতঃকালে একরতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে, গঙ্গাজল কর্তৃক পাতকনাশের ন্যায়, অন্যান্য ঔষধের অসাধ্য দুর্জ্জয় রোগ সমূহও তিন সপ্তাহ মধ্যে প্রশমিত হয় ॥ ৭৪—৭৬

অথ মাক্ষিকম্‌ ।

স্বর্ণশৈলপ্রভবো বিষ্ণুনা কাঞ্চনো রসঃ ।
তাপ্যাং কিরাতচীনেষু যবনেষু চ নির্ম্মিতঃ ॥ ৭৭ ॥
তাপ্যঃ সূর্য্যাংশুসন্তপ্তো মাধবে মাসি দৃশ্যতে ।
মধুরঃ কাঞ্চনাভাসঃ সাম্লো রজতসন্নিভঃ ॥ ৭৮ ॥
কিঞ্চিৎকষায়মধুরঃ শীতঃ পাকে কটুর্লঘুঃ ।
তৎসেবনাজ্জরাব্যাধি-বিষৈর্ন পরিভূয়তে ॥ ৭৯ ॥

মাক্ষিক—স্বর্ণ শৈল হইতে উৎপন্ন এবং কাঞ্চনবর্ণ রস বিশেষ। তাপী নদীতে এবং কিরাত চীন ও যবন দেশে বিষ্ণু ইহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৈশাখ মাসে সেই সকল স্থান সূর্য্যকিরণতপ্ত হইলে, তাহা হইতে মাক্ষিক ধাতুর উৎপত্তি হয়। স্বর্ণবর্ণ মাক্ষিক ঈষৎ অম্লবিশিষ্ট মধুর রস এবং রৌপ্যবর্ণ মাক্ষিক কিঞ্চিৎ কষায় যুক্ত মধুর রস। উভয় মাক্ষিকই শীতবীর্য্য, পাকে কটু ও লঘু। ইহা সেবন করিলে, জরা, ব্যাধি ও বিষ দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না ॥ ৭৭—৭৯

মাক্ষিকো দ্বিবিধো হেম-মাক্ষিকস্তারমাক্ষিকঃ ।
তত্রাদ্যং মাক্ষিকং কান্য-কুব্জোত্থং স্বর্ণসন্নিভম্‌ ॥ ৮০ ॥
তপতীতীরসংভূতং পঞ্চবর্ণং সুবর্ণবৎ ।
পাষাণবহুলঃ প্রোক্তস্তারাখ্যোঽল্পগুণাত্মকঃ ॥ ৮১ ॥
মাক্ষীকধাতুঃ সকলাময়ঘ্নঃ
প্রাণো রসেন্দ্রস্য পরং হি বৃষ্যঃ ।
দুর্ম্মেললোহদ্বয়মেলনশ্চ
গুণোত্তরঃ সর্ব্বরসায়নাগ্র্যঃ ॥ ৮২ ॥

মাক্ষিক ধাতু দুই প্রকার; স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক। তন্মধ্যে কান্যকুব্জ দেশজাত স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণসদৃশ এবং তপতী নদীর তীরভূমিজাত স্বর্ণমাক্ষিক পঞ্চ বর্ণযুক্ত ও স্বর্ণ সদৃশ। রৌপ্য মাক্ষিক বহু প্রস্তর বিশিষ্ট এবং স্বর্ণ মাক্ষিক অপেক্ষা অল্প গুণ বিশিষ্ট। মাক্ষিক ধাতু সকল রোগ নাশক, রসেন্দ্রের প্রাণস্বরূপ, অত্যন্ত বৃষ্য, দুর্ম্মেলক ধাতুদ্বয়ের মিলনকারক, বহুগুণযুক্ত এবং সমুদায় রসায়নের মধ্যে উৎকৃষ্ট ॥ ৮০—৮২

এরণ্ডতৈললুঙ্গাম্বু-সিদ্ধং শুধ্যতি মাক্ষিকম্‌ ।
সিদ্ধং বা কদলীকন্দ-তোয়েন ঘটিকাদ্বয়ম্‌ ॥ ৮৩ ॥

তপ্তং ক্ষিপ্তং বরাক্কাথে শুদ্ধিমায়াতি মাক্ষিকম্।
মাতুলুঙ্গাম্বুগন্ধাভ্যাং পিষ্টং মূষোদরে স্থিতম্ ॥ ৮৪ ॥
পঞ্চক্রোড়পুটৈর্দগ্ধং ম্রিয়তে মাক্ষিকং খলু।
এরণ্ডস্নেহগব্যাজ্যৈর্মাতুলুঙ্গরসেন বা ॥ ৮৫ ॥
খর্পরস্থং দৃঢ়ং পক্বং জায়তে ধাতুসন্নিভম্।
এবং মৃতং রসে যোজ্যং রসায়নবিধাবপি ॥ ৮৬ ॥

এরণ্ড তৈল, ছোলঙ্গ লেবু বা কদলী মূলের রসের সহিত মাক্ষিক দুই ঘটিকাকাল সিদ্ধ করিলে, শোধিত হয়। অথবা অগ্নি-তাপে উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিঃক্ষেপ করিলেও মাক্ষিকধাতু শোধিত হইয়া থাকে। শোধিত মাক্ষিক ও গন্ধক একত্র মাতুলুঙ্গ লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, পাঁচবার পুটদগ্ধ করিলে মৃত হয়। এরণ্ড তৈল, গব্য ঘৃত ও মাতুলুঙ্গ লেবুর রসের সহিত খপর-পাত্রে পাক করিলেও মাক্ষিক মৃত হইয়া ভস্ম ধাতুরূপে পরিণত হয়। এইরূপে মৃত মাক্ষিক ধাতু রসক্রিয়ায় ও রসায়ন কার্য্যে প্রযোজ্য ॥ ৮৩—৮৬

ত্রিংশাংশনাগসংযুক্তং ক্ষারৈরম্লৈশ্চ বর্ত্তিতম্।
ধ্মাতং প্রকটমূষায়াং সত্ত্বং মুঞ্চতি মাক্ষিকম্ ॥ ৮৭ ।
সপ্তবারং পরিদ্রাব্য ক্ষিপ্তং নির্গুণ্ডিকারসে।
মাক্ষীকসত্ত্বসংমিশ্রং নাগং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৮ ॥
ক্ষৌদ্রগন্ধর্ব্বতৈলাভ্যাং গোমূত্রেণ ঘৃতেন চ।
কদলীকন্দসারেণ ভাবিতং মাক্ষিকং মুহুঃ ॥ ৮৯ ॥
মূষায়াং মুঞ্চতি ধ্মাতং সত্ত্বং শুল্বনিভং মৃদু ॥ ৯০ ॥
গুঞ্জাবীজসমচ্ছায়ং দ্রুতদ্রাবং চ শীতলম্।
তাপ্যসত্ত্বং বিশুদ্ধং তদ্দেহলোহকরং পরম্ ॥ ৯১ ॥

ত্রিশভাগ সীসক মিশ্রিত মাক্ষিক ক্ষার ও অম্লদ্রব্যের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মুখখোলা মূষায় রাখিয়া দগ্ধ করিলে, মাক্ষিকের সত্ত্ব নিঃসৃত হয়। তৎপরে সেই সত্ত্ব সাতবার গলাইয়া নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিলে, মাক্ষিক সত্ত্ব মিশ্রিত সীসক নষ্ট হইয়া যায়। মধু, এরণ্ডতৈল, গোমূত্র, গব্যঘৃত ও কদলী মূলের রস এই সকল দ্রব্যের পুনঃপুনঃ ভাবনা দিয়া মূষা মধ্যে পুটদগ্ধ করিলেও মাক্ষিকের তাম্রবর্ণ মৃদু সত্ত্ব নির্গত হয়। এইরূপে গলিত সত্ত্ব শীতল হইলে, তাহা গুঞ্জা ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়। এই বিশুদ্ধ মাক্ষিকসত্ত্ব সেবনে দেহ লৌহসার হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥—৯১

মাক্ষীকসত্ত্বঞ্চ রসেন পিষ্টং
কৃত্বা বিলীনে চ বলিং নিধায়।
সংমিশ্র্য সম্মর্দ্দ্য চ খল্লমধ্যে
নিক্ষিপ্য সত্ত্বং দ্রুতিমভ্রকস্য ॥ ৯২ ॥
বিধায় গোলং লবণাখ্যযন্ত্রে
পচেদ্দিনার্দ্ধং মৃদুবহ্নিনা চ।
স্বতঃ সুশীতং পরিচূর্ণ্য সম্যগ্-
বল্লোন্মিতং ব্যোষবিড়ঙ্গযুক্তম্ ॥ ৯৩ ॥
সংসেবিতং ক্ষৌদ্রযুতং নিহন্তি
জরাং সরোগাং ত্বপমৃত্যুমেব।
দুঃসাধ্যরোগানপি সপ্তবাসরৈ-
র্নৈতেন তুল্যোঽস্তি সুধারসোঽপি ॥ ৯৪ ॥

মাক্ষিক সত্ত্ব ও পারদ একত্র মর্দ্দন করিতে করিতে উভয়ে মিশিয়া গেলে, তাহার সহিত গন্ধক মিশাইবে, তৎপরে তাহাতে অভ্রসত্ত্ব নিঃক্ষেপ করিয়া সমুদায় দ্রব্য খলে মর্দ্দন করিবে। অতঃপর তাহার গোলক প্রস্তুত করিয়া, লবণ যন্ত্রে অর্দ্ধদিন মৃদু অগ্নিতাপে তাহা পাক করিবে। এবং পাকের পর শীতল হইলে তাহা চূর্ণ করিবে। এই মাক্ষিক সত্ত্ব দুই রতি মাত্রায় মধু, ত্রিকটু-চূর্ণ ও বিড়ঙ্গ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে, বিবিধ রোগজনক জরা, অপমৃত্যু এবং দুঃসাধ্য ব্যাধি সমূহ সপ্তাহ মধ্যে নিবারিত হয়। ইহা অমৃতের অধিক উপকারী ॥ ৯২—৯৪

এরণ্ডোত্থেন তৈলেন গুঞ্জাক্ষৌদ্রং চ টঙ্কণম্।
মর্দ্দিতং তস্য বাপেন সত্ত্বং মাক্ষীকজং দ্রবেৎ ॥ ৯৫ ॥

এরণ্ড তৈল, গুঞ্জাফল, মধু ও সোহাগা, এই সকল দ্রব্যের সহিত মাক্ষিক সত্ত্ব মর্দ্দন করিলে, তাহা দ্রবীভূত হইয়া যায় ॥ ৯৫

অথ বিমলঃ।

বিমলস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো হেমাদ্যস্তারপূর্ব্বকঃ।
তৃতীয়ঃ কাংসবিমলস্তত্তৎকান্ত্যা স লক্ষ্যতে ॥ ৯৬ ॥

বর্ত্তুলঃ কোণসংযুক্তঃ স্নিগ্ধশ্চ ফলকান্বিতঃ।
মরুৎপিত্তহরো বৃষ্যো বিমলোঽতিরসায়নঃ॥ ৯৭॥
পূর্ব্বো হৈমক্রিয়াযুক্তো দ্বিতীয়ো রূপ্যকৃন্মতঃ।
তৃতীয়ো ভেষজে তেষু পূর্ব্বপূর্ব্বো গুণোত্তরঃ॥ ৯৮॥

বিমল তিন প্রকার; স্বর্ণবিমল, রৌপ্য বিমল ও কাংস্য বিমল। স্বর্ণাদির ন্যায় কান্তি অনুসারেই বিমলের এইরূপ নামভেদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে বিমল দেখিতে স্বর্ণের ন্যায় তাহা স্বর্ণ বিমল, যাহা রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল শুক্ল বর্ণ, তাহা রৌপ্য বিমল এবং যাহা কাংস্যের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, তাহা কাংস্য বিমল নামে অভিহিত হয়। বিমল বর্ত্তুলাকৃতি, কোণ বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ এবং ফলক যুক্ত। ইহা বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য ও অত্যন্ত রসায়ন। স্বর্ণ ক্রিয়ায় স্বর্ণ-বিমল, রৌপ্য কার্য্যে রৌপ্য বিমল এবং ঔষধাদিতে কাংস্য বিমল ব্যবহৃত হয়। কাংস্য বিমল অপেক্ষা রৌপ্য বিমল, এবং রৌপ্য বিমল অপেক্ষা স্বর্ণ বিমল অধিক গুণযুক্ত॥ ৯৬—৯৮

আটরূষজলে স্বিন্নো বিমলো বিমলো ভবেৎ।
জম্বীরস্বরসে স্বিন্নো মেষশৃঙ্গীরসেঽথবা॥ ৯৯॥
আয়াতি শুদ্ধিং বিমলো ধাতবশ্চ তথা পরে।
গন্ধাশ্মলকুচাম্লৈশ্চ ম্রিয়তে দশভিঃ পুটৈঃ॥ ১০০॥
সটঙ্কলকুচদ্রাবৈর্মেষশৃঙ্গ্যাশ্চ ভস্মনা।
পিষ্টো মূষোদরে লিপ্তঃ সংশোষ্য চ নিরুধ্য চ॥ ১০১॥
ষট্‌প্রস্থকোকিলৈর্ধ্মাতো বিমলঃ সীসসন্নিভম্।
সত্ত্বং মুঞ্চতি তদ্‌যুক্তো রসঃ স্যাৎ স রসায়নঃ॥ ১০২॥
বিমলং শিগ্রুতোয়েন কাঙ্ক্ষীকাসীসটঙ্কণম্।
বজ্রকন্দসমাযুক্তং ভাবিতং কদলীরসৈঃ॥ ১০৩॥
মোক্ষকক্ষারসংযুক্তং ধ্মাপিতং মূকমূষগম্।
সত্ত্বং চন্দ্রার্কসঙ্কাশং পততে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০৪॥

বাসকের ক্বাথ জামীরের রস অথবা মেষশৃঙ্গীর ক্বাথের সহিত সিদ্ধ করিলে, বিমল ও অন্যান্য ধাতু শোধিত হয়। তৎপরে গন্ধক ও মান্দারের রসের সহিত অথবা সোহাগা, মান্দারের রস ও মেষশৃঙ্গীর ভস্ম সহ বিমল মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে রুদ্ধ করিবে ও তাহার উপর মাটীর লেপ দিয়া শুষ্ক হইলে যথাক্রমে দশবার পুটপাক করিবে। এইরূপে বিমল জারিত হয়। তৎপরে সেই বিমল ভস্ম ছয় প্রস্থ অঙ্গারাগ্নিতে হাপরে দগ্ধ করিলে, তাহা হইতে সীসকের ন্যায় সত্ত্ব নির্গত হয়। সেই বিমল সত্ত্ব রসায়ন কার্য্যে প্রযোজ্য। বিমলের সহিত কাঙ্ক্ষী (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা), হীরাকস ও সোহাগা এবং বন্য ওল ও ঘণ্টাপারুলের ক্ষার মিশ্রিত করিয়া তাহাতে শজিনার রস ও কদলীমূলের রসের ভাবনা দিবে। তৎপরে তাহা মূষারুদ্ধ করিয়া পুটদগ্ধ করিবে। এইরূপে বিমল হইতে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল সত্ত্ব নির্গত হয়॥ ৯৯—১০৪

তৎ সত্ত্বং সূতসংযুক্তং পিষ্টং কৃত্বা সুমর্দ্দিতম্।
বিলীনে গন্ধকে ক্ষিপ্ত্বা জারয়েৎ ত্রিগুণালকম্॥ ১০৫॥
শিলাং পঞ্চগুণাং চাপি বালুকাযন্ত্রকে খলু।
তারভস্মদশাংশেন তাবদ্বৈক্রান্তকং মৃতম্॥ ১০৬॥
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য পটেন পরিগাল্য চ।
নিক্ষিপ্য কূপিকামধ্যে পরিপূর্য্য প্রযত্নতঃ॥ ১০৭॥

ঐ বিমল সত্ত্বের সহিত সমপরিমিত পারদএ বং এক ভাগ গন্ধক মর্দ্দন করিবে, গন্ধক বিলীন হইলে, তাহাতে তিন ভাগ হরিতাল, পাঁচ ভাগ মনঃশিলা, দশ ভাগের এক ভাগ রৌপ্য ভস্ম ও দশ ভাগের একভাগ বৈক্রান্ত ভস্ম মিশ্রিত করিয়া, তৎ সমুদায় সুচূর্ণিত হইলে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে সেই চূর্ণ কূপী মধ্যে পূরণ করিয়া, বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। ১০৫—১০৭

লীঢ়ো ব্যোষবরান্বিতো বিমলকো যুক্তো ঘৃতৈঃ সেবিতো
হন্ত্যাদ্‌দুর্ভগকৃজ্জরাশ্বয়থুকং পাণ্ডুপ্রমেহারুচীঃ।
মূলার্ত্তিং গ্রহণীং চ শূলমতুলং যক্ষ্মাময়ং কামলাং
সর্ব্বান্ পিত্তমরুদ্‌গদান্ কিমপরৈর্যোগৈরশেষাময়ান্॥ ১০৮॥

পাক সিদ্ধ হইলে, এই বিমল, ত্রিকটু ও ত্রিফলার চূর্ণ এবং ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, দুর্ভাগ্যসূচক জরা এবং শোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, অরুচি, অর্শঃ, গ্রহণী, শূল, যক্ষ্মা, কামলা ও বাত-পিত্তজ সর্ব্ববিধ পীড়া নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে, ঐ সকল রোগে অন্য কোন ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা হয় না॥ ১০৮

অথ শিলাধাতুঃ ।

শিলাধাতুর্দ্বিধা প্রোক্তো গোমূত্রাদ্যো রসায়নঃ ।
কর্পূরপূর্ব্বকশ্চান্যস্তত্রাদ্যো দ্বিবিধঃ পুনঃ ॥ ১০৯ ॥
সসত্বশ্চৈব নিঃসত্বস্তয়োঃ পূর্ব্বো গুণাধিকঃ ।
গ্রীষ্মে তীব্রার্কতপ্তেভ্যঃ পাদেভ্যো হিমভূভৃতঃ ॥ ১১০ ॥
স্বর্ণরূপ্যার্কগর্ভেভ্যঃ শিলাধাতুর্বিনিঃসরেৎ ।
স্বর্ণগর্ভগিরের্জাতো জপাপুষ্পনিভো গুরুঃ ॥ ১১১ ॥
স স্বল্পতিক্তঃ সুস্বাদুঃ পরমং তদ্রসায়নম্ ।
রূপ্যগর্ভগিরের্জাতং মধুরং পাণ্ডুরং গুরু ॥ ১১২ ॥
শিলাজং পিত্তরোগঘ্নং বিশেষাৎ পাণ্ডুরোগজিৎ ।
তাম্রগর্ভং গিরের্জাতং নীলবর্ণং ঘনং গুরু ॥ ১১৩ ॥
শিলাজং কফবাতঘ্নং তিক্তোষ্ণং ক্ষয়রোগজিৎ ।
বহ্নৌ ক্ষিপ্তং ভবেদ্‌যত্তু লিঙ্গাকারমধূমকম্ ।
সলিলেঽথ বিলীনং চ তচ্ছুদ্ধং হি শিলাজতু ॥ ১১৪ ॥

শিলাধাতু বা শিলাজতু রসায়নগুণবিশিষ্ট। ইহা দুই প্রকার—গোমূত্র শিলাজতু ও কর্পূর শিলাজতু। (গোমূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত শিলাজতুকে গোমূত্র শিলাজতু এবং কর্পূরের ন্যায় গন্ধযুক্ত শিলাজতুকে কর্পূর শিলাজতু কহে)। তন্মধ্যে গোমূত্র-গন্ধি শিলাজতুও দুই প্রকার; সসত্ব ও নিঃসত্ব। এই উভয়ের মধ্যে সসত্ব শিলাজতুই অধিক গুণশালী। হিমালয় পর্ব্বতের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রগর্ভ পাদদেশ তীব্র সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইলে, তাহা হইতে শিলাজতু নিঃসৃত হইয়া থাকে। স্বর্ণগর্ভ গিরিপাদ হইতে জবাপুষ্পবৎ রক্তবর্ণ শিলাজতুর উৎপত্তি হয়। ইহা অল্প তিক্তবিশিষ্ট স্বাদুরস, গুরু এবং অতিশয় রসায়ন। রৌপ্যগর্ভ গিরিপাদ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা পাণ্ডুবর্ণ, মধুর রস, গুরু, পিত্তরোগনাশক, এবং পাণ্ডুরোগের বিশেষ উপকারক। তাম্রগর্ভ গিরিপাদ হইতে যে শিলাজতু নিঃসৃত হয়, তাহা নীলবর্ণ, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ঘন, গুরু, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং ক্ষয়রোগ নিবারক। যে শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে, লিঙ্গের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে ও ধুম উদ্‌গত না হয়, এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে বিলীন হইয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ শিলাজতু ॥ ১০৯-১১৪

নূনং সজ্বরপাণ্ডুশোফশমনং মেহাগ্নিমান্দ্যাপহং
মেদশ্ছেদকরং চ যক্ষ্মশমনং শূলাময়োন্মূলনম্ ।
গুল্মপ্লীহবিনাশনং জঠরহৃচ্ছূলঘ্নমামাপহং
সর্ব্বত্বগ্‌গদনাশনং কিমপরং দেহে চ লোহে হিতম্ ॥ ১১৫ ॥

শিলাজতু জর পাণ্ডু ও শোথ নাশক, মেহ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক, মেদোনাশক, যক্ষ্মা, শূল, গুল্ম, প্লীহা, উদর, হৃৎশূল, আমদোষ ও সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ নিবারক এবং দেহের দৃঢ়তাকারক ॥ ১১৫

রসোপরসসূতেন্দ্র-রত্নলোহেষু যে গুণাঃ ।
বসন্তি তে শিলাধাতৌ জরামৃত্যুজিগীষয়া ॥ ১১৬ ॥

রস, উপরস, সূতেন্দ্র, রত্ন ও ধাতুসমূহে যে সকল গুণ বর্ত্তমান আছে, এক শিলাজতুতেই সেই সমস্ত গুণ এবং জরা মৃত্যু বিনাশ শক্তিও নিহিত আছে ॥ ১১৬

ক্ষারাম্লগোজলৈর্ধৌতং শুধ্যত্যেব শিলাজতু ।
শিলাধাতুং চ দুগ্ধেন ত্রিফলামার্কবদ্রবৈঃ ॥ ১১৭ ॥
লোহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য শোধয়েদতিযত্নতঃ ।
ক্ষারাম্লগুগ্‌গুলূপেতৈঃ স্বেদনীযন্ত্রমধ্যগৈঃ ॥ ১১৮ ॥
স্বেদিতং ঘটিকামানাচ্ছিলাধাতু বিশুধ্যতি ।
শিলয়া গন্ধতালাভ্যাং মাতুলুঙ্গরসেন চ ॥ ১১৯ ॥
পুটিতং হি শিলাধাতু ম্রিয়তেঽষ্টগিরিণ্ডকৈঃ ॥ ১২০ ॥

ক্ষারপদার্থ, অম্লদ্রব্য, গোমূত্র, দুগ্ধ, ত্রিফলার কাথ ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা শিলাজতু শোধিত হয়। ঐ সকল পদার্থের সহিত, অথবা ক্ষার অম্ল ও গুগ্‌গুলুর সহিত স্বেদন যন্ত্রের মধ্যগত করিয়া লৌহপাত্রে এক ঘটিকাকাল, স্বিন্ন করিলে, শিলাজতু শোধিত হইয়া থাকে। মনঃশিলা, গন্ধক ও হরিতালের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাতুলুঙ্গ লেবুর রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক আট খানি বন ঘুঁটে দ্বারা পুটদগ্ধ করিলে, শিলাজতু মৃত হয় অর্থাৎ তাহার ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে ॥ ১১৭—১২০

ভস্মীভূতশিলোদ্ভবং সমতুলং কান্তং চ বৈক্রান্তকং
যুক্তং চ ত্রিফলাকটুত্রিকয়ুতৈর্বল্লেন তুল্যং ভজেৎ ।
পাণ্ডৌ যক্ষ্মগদে তথাঽগ্নিসদনে মেহেষু মূলাময়ে
গুল্মপ্লীহমহোদরে বহুবিধে শূলেচ যোন্যাময়ে ॥ ১২১ ॥

শিলাজতুর ভস্ম দুই রতি, কান্তলৌহ ভস্ম দুই রতি ও বৈক্রান্ত ভস্ম দুই রতি, একত্র

মিশ্রিত করিয়া, ত্রিফলা ও ত্রিকটু চূর্ণ এবং ঘৃতের সহিত পাণ্ডু, যক্ষ্মা, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, অর্শঃ, গুল্ম, প্লীহা, উদর, বহুবিধ শূল ও যোনি-ব্যাপদ্‌ প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবে॥ ১২১

সেবেত যদি ষণ্মাসং রসায়নবিধানতঃ।
বলীপলিতনির্ম্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতং সুখী॥ ১২২॥

রসায়নবিধানানুসারে শিলাজতু ছয় মাস সেবন করিলে, বলী-পলিত-শূন্য দেহে একশত বৎসর সুখে জীবিত থাকা যায়॥ ১২২॥

পিষ্টং দ্রাবণবর্গেণ সাম্লেন গিরিসম্ভবম্‌।
ক্ষিপ্ত্বা মূষোদরে রুদ্ধ্বা গাঢ়ৈধ্মাতং হি কোকিলৈঃ।
সত্ত্বং মুঞ্চেচ্ছিলাধাতুঃ শ্বসনৈর্লৌহসন্নিভম্‌॥ ১২৩॥

দ্রাবণবর্গ ও অম্লবর্গের সহিত শিলাজতু পেষণ পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া কোকিল (কয়লা) দ্বারা হাপরে দগ্ধ করিলে, শিলাজতুর লৌহ সদৃশ সত্ত্ব নিঃসৃত হয়॥ ১২৩

পাণ্ডুরং সিকতাকারং কর্পূরাম্ভং শিলাজতু॥ ১২৪॥
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীমেহকামলাপাণ্ডুনাশনম্‌।
এলাতোয়েন সংস্বিন্নং সিদ্ধং শুদ্ধিমুপৈতি তৎ॥
নৈতস্য মারণং সত্ত্বপাতনং বিহিতং বুধৈঃ॥ ১২৫॥

কর্পূরগন্ধি শিলাজতু পাণ্ডুরবর্ণ ও বালুকাকৃতি। এই শিলাজতু মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক। বড় এলাচের কাথে ইহা সুস্বিন্ন করিলে শোধিত হয়। পণ্ডিতগণ এই শিলাজতুর মারণ ও সত্ত্বপাতন ক্রিয়ার আবশ্যক বোধ করেন না॥ ১২৪।১২৫

অথ সস্যকঃ।

পীত্বা হালাহলং বান্তং পীতামৃতগরুত্মতা।
বিষেণামৃতযুক্তেন গিরৌ মরকতাহ্বয়ে॥ ১২৬॥
তদ্বান্তং হিং ঘনীভূতং সংজাতং সস্যকং খলু।
ময়ূরকণ্ঠসচ্ছায়ং ভারাঢ্যমতিশস্যতে॥ ১২৭॥
দ্রব্যং বিষযুতং যত্তদ্ব্যাধিকগুণং ভবেৎ।
হালাহলং সুধাযুক্তং সুধাধিকগুণং তথা॥ ১২৮॥

কোন সময়ে গরুড়পক্ষী অমৃত ও হলাহল পান করিয়া, মরকত গিরিতে অমৃত মিশ্রিত হলাহল বমন করিয়াছিলেন। সেই বান্ত পদার্থই ঘনীভূত হইয়া, সস্যক (ময়ূরতুথ মণিবিশেষ) নামক মহারসরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় বিবিধ বর্ণযুক্ত ও অতিভার। বিষযুক্ত দ্রব্যমাত্রই অধিক গুণশালী হইয়া থাকে। হলাহল অমৃতমিশ্রিত হইয়া, অমৃত অপেক্ষাও অধিক উপকারী হইয়াছে। ১২৬-১২৮

নিঃশেষদোষবিষহৃদ্গদশূলমূল-
কুষ্ঠাম্লপৈত্তিকবিবন্ধহরং পরং চ।
রাসায়নং বমনরেচককরং গরঘ্নং
শ্বিত্রাপহং গদিতমত্র ময়ূরতুত্থম্‌॥ ১২৯॥

সস্যক সর্ব্বদোষনাশক এবং বিষদোষ, হৃদ্রোগ, শূল, অর্শঃ, কুষ্ঠ, অম্লপিত্ত, মলাদির বিবন্ধ ও শ্বিত্র রোগের উপশম কারক। ইহা রসায়ন, বমন ও বিরেচন কারক এবং দূষীবিষ নাশক॥ ১২৯

সস্যকং শুদ্ধিমাপ্নোতি রক্তবর্গেণ ভাবিতম্‌।
স্নেহবর্গেণ সংসিক্তং সপ্তবারমদূষিতম্‌॥ ১৩০॥
দোলাযন্ত্রেণ সুস্বিন্নং সস্যকং প্রহরত্রয়ম্‌।
গোমহিষ্যাজমূত্রেষু শুধ্যতে পঞ্চখর্পরম্‌॥ ১৩১॥

রক্তবর্গের ভাবনা দিলে অথবা স্নেহ বর্গ দ্বারা সাত বার সিক্ত করিলে, সস্যক (ময়ূরতুথ) শোধিত হয়। গো মহিষ ও ছাগের মূত্রে তিন প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিলেও সস্যক এবং পঞ্চখর্পর শোধিত হইয়া থাকে॥ ১৩০।১৩১

লকুচদ্রাবগন্ধাশ্মটঙ্কণেন সমন্বিতম্‌।
নিরুধ্য মূষিকামধ্যে ম্রিয়তে কৌক্কুটৈঃ পুটৈঃ *॥ ১৩২॥
সস্যকস্য তু চূর্ণং তু পাদসৌভাগ্যসংযুতম্‌।
করঞ্জতৈলমধ্যস্থং দিনমেকং নিধাপয়েৎ॥ ১৩৩॥
অন্ধমূষাস্থমধ্যস্থং ধ্মাপয়েৎ কোকিলৈস্ত্র্যহম্‌।
ইন্দ্রগোপাকৃতি চৈব সত্ত্বং পততি শোভনম্‌॥ ১৩৪॥
নিম্বুদ্রবাল্পটঙ্কাভ্যাং মূষামধ্যে নিরুধ্য চ।
তাম্ররূপং পরিধ্মাতং সত্ত্বং মুঞ্চতি সস্যকম্‌॥ ১৩৫॥

---

* "অধঃ ষড়ঙ্গুলং খাতং চতুর্দিক্ষু চ তাদৃশম্‌। এতং কুক্কুটনামানং পুটং বিদ্যাৎ ভিষগ্বরঃ॥" চতুর্দ্দিকে ও নিম্নে ৬ ছয় অঙ্গুলি পরিমিত গর্ত্তকে কুক্কুট পুট কহে। ইহাতে ১০খানি বনঘুঁটে দ্বারা পাক করিতে হয়।

শুদ্ধং সত্ত্বং শিলাক্রান্তং পূর্ব্বভেষজসংযুতম্।
নানাবিধানযোগেন সত্ত্বং মুঞ্চতি নিশ্চিতম্॥ ১৩৬॥

মান্দারের রস গন্ধক ও সোহাগার সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া কৌকুট পুটে দগ্ধ করিলে, সস্তক মৃক্ত হইয়া থাকে। সস্যকের ভস্ম, চতুর্থাংশ পরিমিত সোহাগার সহিত করঞ্জ তৈলে এক দিন ভিজাইয়া, অন্ধমূষায় নিরোধ পূর্ব্বক তিনদিন অঙ্গারাগ্নিতে হাপরে দগ্ধ করিলে, ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ অতি সুন্দর সস্যক-সত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা অল্প সোহাগা ও লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া হাপরে দগ্ধ করিলেও সস্যকের তাম্রবর্ণ সত্ত্ব নিঃসৃত হয়। কিংবা শোধিত সস্যক ও মনঃশিলা পূর্ব্বোক্ত ঔষধ-সমূহের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক দগ্ধ করিলেও সত্ত্ব নির্গত হয়। এইরূপ নানা বিধানে সস্যকের সত্ত্ব নিঃসৃত হইয়া থাকে॥ ১৩২—১৩৬

সত্ত্বমেতৎ সমাদায় খরভূনাগসত্ত্বভুক্।
তন্মুদ্রিকা কৃতস্পর্শা শূলঘ্না তৎক্ষণাদ্ভবেৎ॥ ১৩৭॥
চরাচরং বিষং ভূতডাকিনীদৃগ্‌গতং জয়েৎ।
মুদ্রিকেয়ং বিধাতব্যা দৃষ্টিপ্রত্যয়কারিকা॥ ১৩৮॥
"রামবৎসোমসেনানীমুদ্রিতেহপি তথাঽক্ষরম্।
হিমালয়োত্তরে পার্শ্বে অশ্বকর্ণো মহাদ্রুমঃ॥ ১৩৯॥
তত্র শূলং সমুৎপন্নং তত্রৈব বিলয়ং গতম্।"
মন্ত্রেণানেন মুদ্রাম্ভো নিপীতং সপ্তমন্ত্রিতম্॥ ১৪০॥
সদ্যঃ শূলহরং প্রোক্তমিতি ভালুকিভাষিতম্।
অনয়া মুদ্রয়া তপ্তং তৈলমগ্নৌ সুনিশ্চিতম্॥ ১৪১॥
লেপিতং হন্তি বেগেন শূলং যত্র কচিদ্ভবেৎ।
সদ্যঃ সূতিকরং নার্য্যাঃ সত্ত্বো নেত্ররুজাপহম্॥ ১৪২॥

কঠিন সীসকসত্ত্বের সহিত এই সস্যক সত্ত্ব মিশ্রিত করিয়া, তাহার মুদ্রিকা (আঙটী, মাদুলি) প্রস্তুত করিয়া স্পর্শ করিলে, তৎক্ষণাৎ শূল নাশ হয় এবং এই মুদ্রিকা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বিষ ও ভূতডাকিনীর দৃষ্টিজন্য পীড়া সমূহ বিনাশ করে। ইহা দৃষ্টিপ্রত্যয় জনক। "রামবৎ সোমসেনানী মুদ্রিতেহপি তথাক্ষরম্। হিমালয়োত্তরে পার্শ্বে অশ্বকর্ণো মহাদ্রুমঃ। তত্র শূলং সমুৎপন্নং তত্রৈব বিলয়ং গতম্"। সাতবার এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ মুদ্রিকা ধৌত করিয়া জল পান করিলেও শূলরোগ নষ্ট হয়। অগ্নিতপ্ত তৈলে এই মুদ্রিকা নিক্ষেপ করিয়া, সেই তৈল লেপন করিলে, যে কোন স্থানের শূল তৎক্ষণাৎ নিশ্চিত নিবারিত হয়। ইহা সদ্যঃ প্রসবকারক এবং আশু নেত্ররোগ নাশক॥ ১৩৭—১৪২

অথ চপলঃ।

গৌরঃ শ্বেতোঽরুণঃ কৃষ্ণশ্চপলস্তু চতুর্ব্বিধঃ।
হেমাভশ্চৈব তারাভো বিশেষাদ্রসবন্ধনঃ॥ ১৪৩॥
শেষৌ তু মধ্যৌ লাক্ষাবচ্ছীঘ্রদ্রাবৌ তু নিষ্ফলৌ।
বঙ্গবদ্দ্রবতে বহ্নৌ চপলস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥ ১৪৪॥

চপল চারিপ্রকার; গৌরবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, অরুণবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। তন্মধ্যে স্বর্ণবর্ণ ও রৌপ্য বর্ণ চপল বিশেষরূপে রস-বন্ধনকারক। অপর দুই প্রকার অর্থাৎ অরুণ ও কৃষ্ণ চপল লাক্ষার ন্যায় শীঘ্র গলিয়া যায় এবং তাহারা নিষ্ফল অর্থাৎ গুণহীন। অগ্নিতাপে বঙ্গের ন্যায় চপল শীঘ্র গলিয়া যায়, এই জন্য ইহা চপল নামে অভিহিত হইয়াছে॥ ১৪৩।১৪৪

চপলো লেখনঃ স্নিগ্ধো দেহলোহকরো মতঃ।
রসরাজসহায়ঃ স্যাত্তিক্তোষ্ণমধুরো মতঃ॥ ১৪৫॥
চপলঃ স্ফটিকচ্ছায়ঃ ষড়স্রঃ স্নিগ্ধকো গুরুঃ।
ত্রিদোষঘ্নোঽতিবৃষ্যশ্চ রসবন্ধবিধায়কঃ॥
মহারসেষু কৈশ্চিদ্ধি চপলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৪৬॥

চপল—লেখনকারক, স্নিগ্ধ, দেহের দৃঢ়তা-কারক, রসরাজের সহায়, উষ্ণবীর্য্য এবং তিক্ত ও মধুর রস। ইহা স্ফটিককান্তি, ষট্‌কোণ, স্নিগ্ধ, গুরু, ত্রিদোষনাশক, অতিশয় বৃষ্য ও রসের বন্ধনকারক। কাহারও মতে চপল মহারস মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ১৪৫।১৪৬

জম্বীরকর্কোটকশৃঙ্গবেরৈর্ব্বিভাবনাভিশ্চপলস্তু শুদ্ধিঃ॥১৪৭॥
শৈলং তু চূর্ণয়িত্বা তু ধান্যাম্লোপবিষৈর্ব্বিষৈঃ।
পিণ্ডং বদ্ধা তু বিধিবৎ পাতয়েচ্চপলং তথা॥ ১৪৮॥

জামীর, কর্কোটক (কাঁকরোল) ও আদার রসের ভাবনা দিলে, চপল শোধিত হইয়া থাকে। অথবা চপল প্রস্তর প্রথমে চূর্ণ করিয়া,

সেই চূর্ণ, কাঁজি, উপবিষ ও বিষের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহার পিণ্ড করিবে, পরে পাতন যন্ত্রে যথাবিধি পাক করিয়া তাহা পাতিত করিবে। এইরূপ বিধানেও চপল শোধিত হয়॥ ১৪৭।১৪৮

অথ রসকঃ।

রসকো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো দুর্দ্দুরঃ কারবেল্লকঃ।
সদলো দুর্দ্দুরঃ প্রোক্তো নির্দ্দলঃ কারবেল্লকঃ॥ ১৪৯॥
সত্ত্বপাতে শুভঃ পূর্ব্বো দ্বিতীয়শ্চৌষধাদিষু।
রসকঃ সর্ব্বমেহঘ্নঃ কফপিত্তবিনাশনঃ॥ ১৫০॥
নেত্ররোগক্ষয়ঘ্নশ্চ লৌহপারদরঞ্জনঃ।
নাগার্জ্জুনেন সংদিষ্টৌ রসশ্চ রসকাবুভৌ॥ ১৫১॥
শ্রেষ্ঠৌ সিদ্ধরসৌ খ্যাতৌ দেহলোহকরৌ পরম্।
রসশ্চ রসকশ্চোভৌ যেনাগ্নিসহনৌ কৃতৌ।
দেহলৌহময়ী সিদ্ধির্দ্দাসী তস্য ন সংশয়ঃ॥ ১৫২॥

রসক (খর্পর) দুইপ্রকার; দুর্দ্দুর ও কারবেল্লক। দলবিশিষ্ট রসককে দুর্দ্দুর এবং দলহীন রসককে কারবেল্লক কহে। ইহার মধ্যে দুর্দ্দুর রসক সত্ত্বপাতন কার্য্যে এবং কারবেল্লক রসক ঔষধ ক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। রসক সর্ব্ববিধ মেহনাশক, কফপিত্তনিবারক, নেত্ররোগনাশক ও ক্ষয়নিবারক। ইহা লৌহ ও পারদের রঞ্জনকারক। রস ও উভয়বিধ রসক দেহের অত্যন্ত দৃঢ়তাকারক, এই জন্য নাগার্জ্জুন ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠরস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রস ও রসক এই উভয় পদার্থকে যে ব্যক্তি অগ্নিসহনক্ষম করিতে পারে অর্থাৎ এই উভয় পদার্থ অগ্নিতাপে যে ব্যক্তি স্থির রাখিতে পারে, দেহ দৃঢ়তারূপ সিদ্ধি নিশ্চিতই তাহার অধীন॥ ১৪৯—১৫২

কটুকালাবুনির্য্যাস আলোড্য রসকং পচেৎ॥ ১৫৩॥
শুদ্ধং দোষবিনির্ম্মুক্তং পীতবর্ণং তু জায়তে।
খর্পরঃ পরিসংতপ্তঃ সপ্তবারং নিমজ্জিতঃ॥ ১৫৪॥
বীজপূররসস্যান্তর্নির্ম্মলত্বং সমশ্নুতে।
নৃমূত্রে বাহশ্বমূত্রে বা তক্রে বা কাঞ্জিকেঽথবা॥ ১৫৫॥
প্রতাপ্য মজ্জিতং সম্যক্‌খর্পরং পরিশুধ্যতি।
নরমূত্রে স্থিতো মাসং রসকো রঞ্জয়েদ্ধ্রুবম্॥
শুদ্ধতাম্রং রসং তারং শুদ্ধস্বর্ণসমপ্রভম্॥ ১৫৬॥

রসক তিক্ত-অলাবুরসে আলোড়িত করিয়া পাক করিলে, শুদ্ধ নির্দ্দোষ ও পীতবর্ণ হয়। খর্পর (রসক) অগ্নিতপ্ত করিয়া সাতবার মাতুলুঙ্গরসে নিমগ্ন করিলেও নির্ম্মল হইয়া থাকে। অথবা রসক অগ্নিতপ্ত করিয়া এক এক বার নরমূত্র, অশ্বমূত্র, তক্র বা কাঁজিতে নিমগ্ন করিলেও শোধিত হয়। রসক একমাসকাল নরমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে, সেই রসকদ্বারা শুদ্ধতাম্র পারদ ও রৌপ্য বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় রঞ্জিত হয়॥ ১৫৩—১৫৬

হরিদ্রাত্রিফলারালসিন্ধুধূমৈঃ সটঙ্কণৈঃ॥ ১৫৭॥
সারুষ্করৈশ্চ পাদাংশৈঃ সাম্লৈঃ সংমর্দ্দ্য খর্পরম্।
লিপ্তং বৃন্তাকমূষায়াং শোষয়িত্বা নিরুধ্য চ॥ ১৫৮॥
মূষাং মূষোপরি ন্যস্য খর্পরং প্রধমেত্ততঃ।
খর্পরে প্রদ্রুতে জ্বালা ভবেন্নীলা সিতা যদি॥ ১৫৯॥
তদা সংদংশতো মূষাং ধৃত্বা কৃত্বা ত্বধোমুখীম্।
শনৈরাস্ফালয়েদ্ভূমৌ যথা নালং ন ভজ্যতে॥ ১৬০॥
বঙ্গাভং পতিতং সত্ত্বং সমাদায় নিযোজয়েৎ।
এবং ত্রিচতুরৈর্ব্বারৈঃ সর্ব্বং সত্ত্বং বিনিঃসরেৎ॥ ১৬১॥

হরিদ্রা, ত্রিফলা, ধূনা, সৈন্ধব, গৃহধূম, সোহাগা ও ভেলা প্রত্যেক চতুর্থাংশ পারামত, এই সকল দ্রব্য এবং কাঁজির সহিত খর্পর মর্দ্দন করিয়া, তাহা বেগুণের মূষামধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক লেপন করিবে; শুষ্ক হইলে সেই মূষার মুখ বন্ধ করিবে এবং অপর একটি মূষার উপর তাহা স্থাপিত করিয়া হাপরে পোড়াইবে। মূষামধ্যস্থ খর্পর গলিয়া যখন নীল ও শ্বেত শিখা উদ্গত হইবে, তখন সাঁড়াশী দ্বারা সেই মূষা অধোমুখে ধরিয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে আস্ফালন করিবে, যেন সেই বেগুণের মূষা ভাঙ্গিয়া না যায়। এইরূপে রসক হইতে বঙ্গের ন্যায় সত্ত্ব নির্গত হয়; তিন চারি বার এইরূপে দগ্ধ করিলেই তাহার সমুদায় সত্ত্ব নিঃসৃত হইয়া পড়ে॥ ১৫৭—১৬১

সাভয়াজতুভূনাগনিশাধূমজটঙ্কণম্॥
মূকমূষাগতং ধ্মাতং শুদ্ধং সত্ত্বং বিমুঞ্চতি॥ ১৬২॥

লাক্ষাগুড়াসুরীপথ্যাহরিদ্রাসর্জটঙ্কণৈঃ।
সম্যক্ সংচূর্ণ্য তৎ পক্বং গোদুগ্ধেন ঘৃতেন চ ॥ ১৬৩ ॥
বৃন্তাকমূষিকামধ্যে নিরুধ্য গুটিকাকৃতিম্।
ধ্মাত্বা ধ্মাত্বা সমাকৃষ্য ঢালয়িত্বা শিলাতলে ॥ ১৬৪ ॥
সত্ত্বং বঙ্গাকৃতি গ্রাহ্যং রসকস্য মনোহরম্।
যদ্বা জলযুতাং স্থালীং নিখনেৎ কোষ্ঠিকোদরে ॥ ১৬৫ ॥
সচ্ছিদ্রং তন্মুখে মল্লং তন্মুখেঽধোমুখীং ক্ষিপেৎ।
মূষোপরি শিখিত্রাংশ্চ প্রক্ষিপ্য প্রধমেদ্দৃঢ়ম্ ॥
পতিতং স্থালিকানীরে সত্ত্বমাদায় যোজয়েৎ ॥ ১৬৬ ॥

হরীতকী, লাক্ষা, কেঁচো, হরিদ্রা, গৃহধূম ও সোহাগা এই সকল দ্রব্যের সহিত রসক মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া হাপরে দগ্ধ করিলেও রসকের শুদ্ধ সত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা লাক্ষা, গুড়, শ্বেত সর্ষপ, হরীতকী, হরিদ্রা, ধূনা ও সোহাগার সহিত রসক চূর্ণ করিয়া, গোদুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত তাহা পাক করিবে। তৎপরে তাহার গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া বেগুণের মূষা মধ্যে রুদ্ধ ও পুনঃ পুনঃ হাপরে দগ্ধ করিয়া শিলা পাত্রে ঢালিবে, এইরূপে বঙ্গের ন্যায় মনোহর সত্ত্ব নিঃসৃত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে। অথবা ভূগর্ভে একটি জলপূর্ণ হাঁড়ী প্রোথিত করিয়া তাহার উপর একখানি সচ্ছিদ্র আচ্ছাদন দিবে এবং সেই ছিদ্রমুখে পূর্ব্বোক্ত রসক গুটিকাপূর্ণ মূষা অধোমুখে (উবুড় করিয়া) স্থাপন করিবে। অতঃপর মূষার উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিয়া হাপর দ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে ধমন করিতে হইবে; তাহাতে রসকের সত্ত্ব নির্গত হইয়া নিম্নস্থ হাঁড়ীর জলে পতিত হইবে। জল হইতে সেই সত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া যথাবিধি প্রয়োগ করিবে ॥ ১৬২—১৬৬

তৎ সত্ত্বং তালকোপেতং প্রক্ষিপ্য খলু খর্পরে ॥ ১৬৭ ॥
মর্দয়েল্লোহদণ্ডেন ভস্মীভবতি নিশ্চিতম্।
তদ্ভস্ম মৃতকান্তেন সমেন সহ যোজয়েৎ ॥ ১৬৮ ॥
অষ্টগুঞ্জামিতং চূর্ণং ত্রিফলাক্বাথসংযুতম্।
কান্তপাত্রস্থিতং রাত্রৌ তিলজপ্রতিবাপকম্ ॥ ১৬৯ ॥
নিষেবিতং নিহন্ত্যাশু মধুমেহমপি ধ্রুবম্ ॥ ১৭০ ॥
পিত্তং ক্ষয়ং চ পাণ্ডুং চ শ্বয়থুং গুল্মমেব চ।
রক্তগুল্মং চ নারীণাং প্রদরং সোমরোগকম্ ॥ ১৭১ ॥
যোনিরোগানশেষাংশ্চ বিষমাংশ্চ জ্বরানপি।
রজঃশূলং চ নারীণাং কাসং শ্বাসং চ হিক্কিকাম্ ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগভটাচার্য্যস্য কৃতৌ
রসরত্নসমুচ্চয়ে মহারসাষ্টকশুদ্ধ্যাদিনিরূপণং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এই রসকসত্ত্ব ও হরিতাল খর্পরে রাখিয়া অগ্নিজ্বাল দিবে এবং লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে; তাহাতে সেই সত্ত্ব ভস্মীভূত হইবে। এই ভস্ম সমপরিমিত কান্ত লৌহ ভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহা আট রতি পরিমাণে লইবে, ত্রিফলার ক্বাথে তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা একরাত্রি কান্ত লৌহ পাত্রে রাখিতে হইবে, তৎপরে সেই ক্বাথসহ ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবন করিলে, মধুমেহ, পিত্ত-বিকৃতি, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, গুল্ম, সোমরোগ, বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, হিক্কা এবং স্ত্রীদিগের রক্তগুল্ম, প্রদর, যোনিব্যাপদ্ ও রজঃশূল নিবারিত হয় ॥ ১৬৭—১৭২

ইতি মহারসশুদ্ধিনিরূপণ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথোপরসাঃ সাধারণরসাশ্চ।

অথ গন্ধকঃ ।

গন্ধাশ্মগৈরিকাসীসকাঙ্ক্ষীতালশিলাঞ্জনম্।
কঙ্কুষ্ঠং চেত্যুপরসাশ্চাষ্টৌ পারদকর্ম্মণি ॥ ১ ॥

গন্ধক, গৈরিক, হীরাকস্, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, হরিতাল, মনঃশিলা, অঞ্জন ও কঙ্কুষ্ঠ এই আটপ্রকার উপরস পারদ ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় ॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ।

গন্ধকস্য তু মাহাত্ম্যং তদ্‌গুহ্যং বদ মে প্রভো।

একদা পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! গুহ্য গন্ধক মাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ঈশ্বর উবাচ।

শ্বেতদ্বীপে পুরা দেবি সর্ব্বরত্নবিভূষিতে।
সর্ব্বকামময়ে রম্যে তীরে ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ২ ॥
বিদ্যাধরাদিমুখ্যাভিরঙ্গনাভিশ্চ যোগিনাম্।
সিদ্ধাঙ্গনাভিঃ শ্রেষ্ঠাভিস্তথৈবাপ্সরসাং গণৈঃ ॥ ৩ ॥
দেবাঙ্গনাভী রম্যাভিঃ ক্রীড়ন্তীভিঃ পুরা প্রিয়ে।
গীতৈর্নৃত্যৈর্বিচিত্রৈশ্চ বাদ্যৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ৪ ॥
এবং সংক্রীড়মানায়াঃ প্রাভবৎ প্রসৃতং রজঃ।
তদ্রজোঽতীব সুশ্রোণি সুগন্ধি সুমনোহরম্ ॥ ৫ ॥
রজসশ্চাতিবাহুল্যাদ্বাসস্তে রক্ততাং যযৌ।
তত্র ত্যক্ত্বা তু তদ্বস্ত্রং সুস্নাতা ক্ষীরসাগরে ॥ ৬ ॥
বৃতা দেবাঙ্গনাভিস্ত্বং কৈলাসং পুনরাগতা।
ঊর্ম্মিভিস্তদ্রজোবস্ত্রং নীতং মধ্যে পয়োনিধেঃ ॥ ৭ ॥

মহাদেব বলিতে লাগিলেন, হে দেবি! তুমি পূর্ব্বকালে কোনদিন ক্ষীর সমুদ্রের তীরবর্ত্তী সর্ব্বরত্নভূষিত সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ মনোরম শ্বেতদ্বীপে, বিদ্যাধরাঙ্গনা, যোগিগণ-রমণী, সিদ্ধাঙ্গনা, শ্রেষ্ঠ অপ্সরোগণ ও রমণীয় দেবাঙ্গনাদিগের সহিত বিচিত্র ও মনোহর নৃত্য গীত বাদ্যাদিদ্বারা নানাবিধ ক্রীড়া করিতেছিলে; সেই সময়ে তোমার রজঃস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল। হে চারুনিতম্বে! সেই রজঃ মনোহর সুগন্ধ বিকীরণ করিয়াছিল। অত্যধিক রজঃস্রাব হইয়া তোমার বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া উঠিলে তুমি ক্ষীর সাগরে স্নান করিয়া সাগর জলেই সেই বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবাঙ্গনা পরিবৃত হইয়া কৈলাসে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে। তৎপরে সেই রজোরঞ্জিত বস্ত্র তরঙ্গক্ষিপ্ত হইয়া সাগরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২—৭

এবং তে শোণিতং ভদ্রে প্রবিষ্টং ক্ষীরসাগরে।
ক্ষীরাব্ধিমথনে চৈতদমৃতেন সহোত্থিতম্ ॥ ৮ ॥
নিজগন্ধেন তান্ সর্ব্বান্ হর্ষয়ন্ সর্ব্বদানবান্।
ততো দেবগণৈরুক্তং গন্ধকাখ্যো ভবত্বয়ম্ ॥ ৯ ॥
রসস্য বন্ধনার্থায় জারণায় ভবত্বয়ম্।
যে গুণাঃ পারদে প্রোক্তাস্তে চৈবাত্র ভবন্তিতি ॥ ১০ ॥
ইতি দেবগণৈঃ প্রীতৈঃ পুরা প্রোক্তং সুরেশ্বরি।
তেনায়ং গন্ধকো নাম বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ১১ ॥

হে ভদ্রে! এইরূপে তোমার রজঃ ক্ষীর সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং সমুদ্র-মন্থন কালে অমৃতের সহিত তাহা উত্থিত হইয়া নিজগন্ধে দানবদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। এইরূপ সুগন্ধের জন্য দেবগণ তাহাকে গন্ধক নামে অভিহিত করিলেন; এবং ইহা পারদের বন্ধন ও জারণ ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হউক ও পারদে যে সকল গুণ আছে, ইহাতেও

সেই সকল গুণের আবির্ভাব হউক, এইরূপ আদেশ করিলেন। হে সুরেশ্বরি! প্রীত দেবগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে এইরূপ অভিহিত হওয়াতেই জগতে তাহা গন্ধক নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৮—১১

স চাপি ত্রিবিধো দেবি! শুকচঞ্চুনিভো বরঃ।
মধ্যমঃ পীতবর্ণঃ স্যাচ্ছুক্লবর্ণোঽধমঃ প্রিয়ে ॥ ১২ ॥
গ্রন্থান্তরে। চতুর্দ্ধা গন্ধকো জ্ঞেয়ো বর্ণৈঃ শ্বেতাদিভিঃ খলু।
শ্বেতোঽত্র খটিকাপ্রোক্তো লেপনে লোহমারণে ॥ ১৩ ॥
তথা চামলসারঃ স্যাৎ যো ভবেৎ পীতবর্ণবান্।
শুকপিচ্ছঃ স এব স্যাৎ শ্রেষ্ঠো রসরসায়নে ॥ ১৪ ॥
রক্তশ্চ শুকতুণ্ডাখ্যো ধাতুবাদবিধৌ বরঃ।
দুর্ল্লভঃ কৃষ্ণবর্ণশ্চ স জরামৃত্যুনাশনঃ ॥ ১৫ ॥

হে দেবি! সেই গন্ধক তিন প্রকার; তন্মধ্যে যাহা শুকচঞ্চুর ন্যায় রক্তবর্ণ, তাহা শ্রেষ্ঠ; যাহা পীতবর্ণ তাহা মধ্যম; এবং হে প্রিয়ে, যাহা শুক্লবর্ণ, তাহাই নিকৃষ্ট। গ্রন্থান্তরে—গন্ধক শ্বেতাদি বর্ণভেদানুসারে চারি প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে শ্বেত গন্ধক খটিকা নামে প্রসিদ্ধ; ইহা লেপন ও লৌহ মারণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পীতবর্ণ গন্ধক আমলাসার গন্ধক নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম শুকপিচ্ছ। রসক্রিয়ায় ও রসায়ন কার্য্যে এই গন্ধক শ্রেষ্ঠ। রক্তবর্ণ গন্ধকের নাম শুকচঞ্চু; ধাতু সমূহের জারণাদি কার্য্যে এই গন্ধক উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক জরামৃত্যুনিবারক. কিন্তু তাহা দুর্লভ ॥ ১২—১৫

গন্ধাশ্মাঽতিরসায়নঃ সুমধুরঃ পাকে কটূষ্ণো মতঃ
কণ্ডূকুষ্ঠবিসর্পদদ্রুদলনো দীপ্তানলঃ পাচনঃ।
আমোন্মোচনশোষণো বিষহরঃ সূতেন্দ্রবীর্য্যপ্রদো
গৌরীপুষ্পভবস্তথা ক্রিমিহরঃ সত্ত্বাত্মকঃ সূতজিৎ ॥ ১৬ ॥

গন্ধক অতিশয় রসায়ন। ইহা মধুর রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, কণ্ডু কুষ্ঠ বিসর্প ও দদ্রু নাশক, অগ্নির দীপ্তিকর, পাচক, আমদোষ-নাশক, শোষণ, বিষনাশক, পারদের বীর্য্য বর্দ্ধক, ক্রিমিনাশক এবং এই গৌরীরজঃসম্ভূত গন্ধক সত্ত্বরূপে পরিণত হইলে তাহা পারদের পরাজয় কারক ॥ ১৬

বলিনা সেবিতঃ পূর্ব্বং প্রভূতবলহেতবে ॥ ১৭ ॥
বাসুকিং কর্ষতস্তস্য তন্মুখজ্বালয়া দ্রুতা।
বসা গন্ধকগন্ধাঢ্যা সর্ব্বতো নিঃসৃতা তনোঃ ॥ ১৮ ॥
গন্ধকত্বং চ সংপ্রাপ্তা গন্ধোঽভূৎ সবিষঃ স্মৃতঃ।
তস্মাদ্বলিবসেত্যুক্তো গন্ধকোঽতিমনোহরঃ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বকালে কোনও বলবান্ ব্যক্তি প্রভূত বললাভের জন্য গন্ধক সেবন করিয়াছিল। তাহাতে অতি বল লাভ করিয়া সে বাসুকিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। বাসুকির মুখাগ্নি-সন্তাপে দ্রবীভূত হইয়া তাহার সর্ব্বদেহ হইতে গন্ধকগন্ধযুক্ত বসা নিঃসৃত হয় এবং পরে সেই বসাও মনোহর গন্ধক রূপে পরিণত হয়। তজ্জন্যই গন্ধক বিষযুক্ত এবং তাহার অপর একটি নাম বলিবসা হইয়াছে ॥ ১৭—১৯

পয়ঃস্বিন্নো ঘটীমাত্রং বারিধৌতো হি গন্ধকঃ।
গব্যাজ্যবিদ্রুতো বস্ত্রাৎ গালিতঃ শুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥ ২০ ॥
এবং সংশোধিতঃ সোঽয়ং পাষাণানম্বরে ত্যজেৎ।
ঘৃতে বিষং তুষাকারং স্বয়ং পিণ্ডত্বমেতি চ ॥ ২১ ॥
ইতি শুদ্ধো হি গন্ধাশ্মা নাপথ্যৈর্বিকৃতিং ব্রজেৎ।
অপথ্যাদন্যথা হন্যাৎ পীতং হালাহলং যথা ॥ ২২ ॥

গন্ধক গব্য ঘৃতের সহিত দ্রবীভূত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং এক দণ্ডকাল দুগ্ধে ভিজাইয়া পরে জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে; এইরূপে গন্ধক শোধিত হইয়া থাকে। এইরূপে শোধিত গন্ধকের পাষাণখণ্ড সকল বস্ত্র দ্বারা দূরীভূত হয়, বিষভাগ তুষাকারে ঘৃতের সহিত পতিত থাকে এবং বিশুদ্ধ গন্ধক-ভাগ পিণ্ডাকারে পরিণত হয়। শোধিত গন্ধক সেবিত হইলে, অপথ্য সেবনেও কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না। কিন্তু অশোধিত গন্ধক সেবন করিলে, অপথ্য সেবন দ্বারা তাহা পীত হলাহলের ন্যায় প্রাণ নাশ করে ॥ ২০—২২

গন্ধকো দ্রাবিতো ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তো বিশুধ্যতি।
তদ্রসৈঃ সপ্তধা স্বিন্নো গন্ধকঃ পরিশুধ্যতি ॥ ২৩ ॥
স্থাল্যাং দুগ্ধং বিনিক্ষিপ্য মুখে বস্ত্রং নিবধ্য চ।
গন্ধকং তত্র নিক্ষিপ্য চূর্ণিতং সিকতাকৃতি ॥ ২৪ ॥
ছাদয়েৎ পৃথুদীর্ঘেণ খর্পরেণৈব গন্ধকম্।
জ্বালয়েৎ খর্পরস্যোর্দ্ধং বনচ্ছাণৈস্তথোপলৈঃ।
দুগ্ধে নিপতিতো গন্ধো গলিতঃ পরিশুধ্যতি ॥ ২৫ ॥

গন্ধক গলাইয়া সাতবার ভৃঙ্গরাজ রসে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বিন্ন করিলেও শোধিত হয়। অথবা একটি হাঁড়িতে দুগ্ধ রাখিয়া সেই হাঁড়ির মুখে বস্ত্র বান্ধিবে। গন্ধকের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সেই বস্ত্রের উপর রাখিবে এবং তাহার উপরি-ভাগে একখানি স্থূল ও দীর্ঘ খাপ্‌রা স্থাপন করিয়া তাহাতে বনঘুঁটের আগুন জ্বালিয়া দিবে। সেই অগ্নি-সন্তাপে গন্ধকচূর্ণ গলিয়া হাঁড়ির দুগ্ধ মধ্যে পতিত হইবে। এইরূপেও গন্ধক শোধিত হইয়া থাকে॥ ২৩—২৫

ইত্থং বিশুদ্ধস্ত্রিফলাজ্যভৃঙ্গ-
মধ্বন্বিতঃ শাণমিতো হি লীঢ়ঃ।
গৃধ্রাক্ষিতুল্যং কুরুতেঽক্ষিযুগ্মং
করোতি রোগোজ্ঝিতদীর্ঘমায়ুঃ॥ ২৬॥

এইরূপে পরিশোধিত গন্ধক, ত্রিফলা, ঘৃত, ভৃঙ্গরাজের রস ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, চারিমাষা (অর্দ্ধতোলা) মাত্রায় লেহন করিলে গৃধ্রের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি হয় এবং রোগহীন দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করা যায়॥ ২৬

কলাংশব্যোষসংযুক্তং গন্ধকং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্।
অরত্নিমাত্রে বস্ত্রে তদ্বিপ্রকীর্য্য বিবেষ্ট্য তৎ॥ ২৭॥
সূত্রেণ বেষ্টয়িত্বাঽথ যামং তৈলে নিমজ্জয়েৎ।
ধৃত্বা সংদংশতো বর্ত্তিমধ্যং প্রজ্বালয়েচ্চ তম্॥ ২৮॥
দ্রুতো নিপতিতো গন্ধো বিন্দুশঃ কাচভাজনে।
তাং দ্রুতিং প্রক্ষিপেৎ পত্রে নাগবল্ল্যাস্ত্রিবিন্দুকান্॥ ২৯॥
বল্লেন প্রমিতং স্বচ্ছং সূতেন্দ্রং চ বিমর্দ্দয়েৎ।
অঙ্গুল্যাঽথ সপত্রং তাং দ্রুতিং সূতং চ ভক্ষয়েৎ॥ ৩০॥
করোতি দীপনং তীব্রং ক্ষয়ং পাণ্ডুং চ নাশয়েৎ।
কাসং শ্বাসং চ শূলার্ত্তিং গ্রহণীমতিদুর্দ্ধরাম্॥ ৩১॥
আমং বিনাশয়ত্যাশু লঘুত্বং প্রকরোতি চ।
ঘৃতাক্তে লোহপাত্রে তু বিদ্রুতং শুদ্ধগন্ধকম্॥ ৩২॥
ঘৃতাক্তদর্ব্বিকাক্ষিপ্তং দ্বিনিষ্ক-প্রমিতং ভজেৎ।
হন্তি ক্ষয়মুখান্ রোগান্ কুষ্ঠরোগং বিশেষতঃ॥ ৩৩॥
ক্ষারাম্লতৈলসৌবীরবিদাহিদ্বিদলং তথা।
শুদ্ধগন্ধকসেবায়াং ত্যজেৎ যোগযুতেন হি॥ ৩৪॥

গন্ধকের সূক্ষ্ম চূর্ণ একভাগ, এবং তাহার ষোলভাগের একভাগ ত্রিকটু চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, অরত্নিপরিমিত একখণ্ড বস্ত্রে ছড়াইয়া সেই বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং সূত্রদ্বারা তাহা বন্ধন করিবে। এক প্রহরকাল তৈল মধ্যে সেই বর্ত্তি নিমগ্ন রাখিয়া, তৎপরে সাঁড়াশীদ্বারা তাহার মধ্যস্থল ধারণ পূর্ব্বক সেই বর্ত্তি প্রজ্বালিত করিবে। তাহাতে বর্ত্তি-মধ্যস্থ গন্ধক দ্রবীভূত হইয়া বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইতে থাকিবে। কাচপাত্রে সেই গন্ধক ধারণ করিয়া রাখিবে। একটি পানপত্রের উপরে ঐ গলিত গন্ধক তিন বিন্দু নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে দুই রতি পরিমিত স্বচ্ছ পারদ দিয়া অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিবে। মিশ্রিত হইলে সেই পারদ ও গন্ধকের সহিত পান পত্রটি ভক্ষণ করিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক; ক্ষয়, পাণ্ডু কাস, শ্বাস, শূল, দুর্নিবার গ্রহণী ও আমদোষের আশু নিবারণ কারক এবং দেহের লঘুতা সম্পাদক। শোধিত গন্ধক ঘৃতাক্ত লৌহপাত্রে গলাইয়া, ঘৃতাক্ত হাতাদ্বারা উত্তোলিত করিবে। সেই গন্ধকও দুই নিষ্ক (একতোলা) পর্য্যন্ত সেবন করিলে, ক্ষয় প্রভৃতি রোগ, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়। শুদ্ধ গন্ধক সেবন করিবার সময়ে, ক্ষার, তৈল, অম্ল, সৌবীর, বিদাহী দ্রব্য এবং দ্বিদল (দাইল্) সমূহের সেবা পরিত্যাগ করিতে হয়॥ ২৭—৩৪

গন্ধকস্তুল্যমরিচঃ ষড়্‌গুণত্রিফলান্বিতঃ।
ঘৃষ্টঃ শম্পাকমূলেন পীতশ্চাখিলকুষ্ঠহা॥ ৩৫॥
তন্মূলসলিলে পিষ্টং লেপয়েৎ প্রত্যহং তনৌ।
দৃষ্টপ্রত্যয়যোগোঽয়ং সর্ব্বত্র প্রতিবীর্য্যবান্।
শ্রীমতা সোমদেবেন সম্যগত্র প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৬॥

গন্ধক একভাগ, মরিচ একভাগ ও ত্রিফলা ছয়ভাগ, একত্র সোন্দালের মূলের রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে এবং সোন্দালের মূলের রসের সহিত গন্ধক পেষণ করিয়া প্রত্যহ শরীরে লেপন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়। ইহা দৃষ্টফল ঔষধ এবং সর্ব্বত্র অপ্রতিহত বীর্য্য। শ্রীমান্ সোমদেব কর্ত্তৃক এই ঔষধ প্রকাশিত হইয়াছে॥ ৩৫।৩৬

দ্বিনিষ্কপ্রমিতং গন্ধং পিষ্ট্বা তৈলেন সংযুতম্ ॥ ৩৭ ॥
অথাপামার্গতোয়েন সতৈলমরিচেন হি।
বিলিপ্য সকলং দেহং তিষ্ঠেদ্‌ঘর্মে ততঃ পরম্ ॥ ৩৮ ॥
তক্রভক্তং চ ভুঞ্জীত তৃতীয়ে প্রহরে খলু।
ভজেদ্রাত্রৌ তথা বহ্নিং সমুত্থায় তথা প্রগে ॥ ৩৯ ॥
মহিষীছগণং লিপ্ত্বা স্নায়াচ্ছীতেন বারিণা।
ততোঽভ্যজ্য ঘৃতৈর্দেহং স্নায়াদিষ্টোষ্ণবারিণা ॥৪০ ॥
অমুনা ক্রমযোগেন বিনশ্যত্যতিবেগতঃ।
দুর্জয়া বহুকালীনা পামা কণ্ডুঃ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪১ ॥
গন্ধকস্য প্রয়োগাণাং শতং তন্ন প্রকীর্ত্তিতম্।
গ্রন্থবিস্তারভীতেন সোমদেবেন ভূভুজা ॥ ৪২ ॥

দুই নিষ্ক (একতোলা) পরিমিত গন্ধক চূর্ণ, তৈল, অপামার্গ রস ও মরিচের সহিত মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে এবং রৌদ্রে বসিয়া থাকিবে। তৎপরে তৃতীয় প্রহর সময়ে তক্র সংযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। রাত্রিতে অগ্নি-সন্তাপে শয়ন করিয়া থাকিবে। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, গাত্রে মহিষ পুরীষ লেপন পূর্ব্বক শীতল জলে স্নান করিবে। তারপর গাত্রে ঘৃত অভ্যঙ্গ করিয়া, পুনর্ব্বার সুখোষ্ণ জলে স্নান করিবে। এইরূপ ব্যবহারে বহুকাল জাত দুর্জ্জয় পামা ও কণ্ডুরোগ নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়। রাজা সোমদেব গন্ধকের শত শত প্রয়োগরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়ে সমুদায় প্রয়োগরূপের বিষয় বর্ণিত হইল না ॥ ৩৭-৪২

অথবাঽর্কস্নুহীক্ষীরৈর্বস্ত্রং লেপ্যং তু সপ্তধা।
গন্ধকং নবনীতেন পিষ্ট্বা বস্ত্রং লিপেদ্ঘনম্ ॥ ৪৩ ॥
তদ্বর্ত্তিং জ্বলিতাং দংশে ধৃতাং কুর্য্যাদধোমুখীম্।
তৈলং পতেদধোভাণ্ডে গ্রাহ্যং যোগেষু যোজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
শুদ্ধগন্ধো হরেদ্রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যুজরাদিকান্।
অগ্নিকারী মহানুষ্ণো বীর্য্যবৃদ্ধিং করোতি চ ॥ ৪৫ ॥

একখণ্ড বস্ত্রে প্রথমতঃ আকন্দের আঠা ও মনসাসিজের আঠা সাতবার লেপন করিয়া, তাহার উপর নবনীত-পিষ্ট গন্ধক ঘন করিয়া লেপন করিবে। তৎপরে তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রজ্বালিত করিবে এবং সন্নাদ্বারা তাহা অধোমুখে ধরিয়া রাখিবে। সেই বর্ত্তি হইতে গন্ধক দ্রবীভূত হইয়া অধঃস্থিত ভাণ্ডে পতিত হইবে। সেই গন্ধক গ্রহণ করিয়া বিবিধ যোগে প্রয়োগ করিবে। এইরূপে শোধিত গন্ধক, জরা, মৃত্যু ও কুষ্ঠাদি রোগ নাশ করে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য এবং বীর্য্যবৃদ্ধি কারক ॥ ৪৩-৪৫

অথ গৈরিকম্।

পাষাণগৈরিকং চৈকং দ্বিতীয়ং স্বর্ণগৈরিকম্
পাষাণগৈরিকং প্রোক্তং কঠিনং তাম্রবর্ণকম্ ॥ ৪৬ ॥
অত্যন্তশোণিতং স্নিগ্ধং মসৃণং স্বর্ণগৈরিকম্।
স্বাদু স্নিগ্ধং হিমং নেত্র্যং কষায়ং রক্তপিত্তনুৎ ॥ ৪৭ ॥
হিক্কাবমিবিষঘ্নং চ রক্তঘ্নং স্বর্ণ-গৈরিকম্।
পাষাণগৈরিকং চান্যৎ পূর্ব্বস্মাদল্পকং গুণৈঃ ॥ ৪৮ ॥

গৈরিক দুই প্রকার ; পাষাণ গৈরিক ও স্বর্ণ গৈরিক। কঠিন ও তাম্রবর্ণ গৈরিককে পাষাণ গৈরিক কহে, আর যাহা অত্যন্ত রক্তবর্ণ স্নিগ্ধ ও মসৃণ, তাহার নাম স্বর্ণগৈরিক। স্বর্ণ-গৈরিক—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শীতল, কষায়রস, নেত্ররোগের হিতকর, রক্তদুষ্টিনাশক এবং রক্তপিত্ত, হিক্কা, বমি ও বিষদোষ নিবারক। পাষাণগৈরিক, স্বর্ণগৈরিক অপেক্ষা অল্প গুণ বিশিষ্ট ॥ ৪৬—৪৮

গৈরিকং তু গবাং দুগ্ধৈর্ভাবিতং শুদ্ধিমৃচ্ছতি।
গৈরিকং সত্ত্বরূপং হি নন্দিনা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৯ ॥
কৈরপ্যুক্তং পতেৎ সত্ত্বং ক্ষারাম্লক্লিন্নগৈরিকাৎ।
উপতিষ্ঠতি সূতেন্দ্রমেকত্বং গুণবত্তরম্ ॥ ৫০ ॥

গোদুগ্ধের ভাবনা দ্বারা গৈরিক শোধিত হয়। গৈরিকের সত্ত্ব নিঃসারণ বিধিও নন্দিকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—ক্ষার ও অম্লদ্রব্য দ্বারা ক্লিন্ন করিলে, গৈরিক হইতে সত্ত্ব নির্গত হয়। গৈরিক সত্ত্ব পারদের সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহা অধিকতর গুণশালী হইয়া থাকে ॥ ৪৯।৫০

অথ কাসীসম্।

কাসীসং বালুকাঞ্চৈকং পুষ্পপূর্ব্বমথাপরম্।
ক্ষারাম্লাগুরুধূমাভং সোষ্ণবীর্য্যং বিষাপহম্॥ ৫১॥
বালুকাপুষ্পকাসীসং শ্বিত্রঘ্নং কেশরঞ্জনম্॥ ৫২॥

কাসীস (হীরাকস) দুইপ্রকার; বালুকা-কাসীস ও পুষ্পকাসীস। বালুকা ও পুষ্প উভয় কাসীসই ক্ষার পদার্থ, অম্লরস, অগুরুধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বিষনাশক, শ্বিত্র-নিবারক ও কেশরঞ্জক॥ ৫১।৫২॥

পুষ্পাদিকাসীসমতিপ্রশস্তং সোষ্ণং কষায়াম্লমতীব নেত্র্যম্।
বিষানিলশ্লেষ্মগদব্রণঘ্নং শ্বিত্রক্ষয়ঘ্নং কচরঞ্জনং চ॥ ৫৩॥

তন্মধ্যে পুষ্পকাসীস অধিক প্রশস্ত। ইহা উষ্ণবীর্য্য, কষায়াম্লরস, নেত্রের অত্যন্ত হিতকর, কেশরঞ্জক এবং বিষদোষ, শ্বিত্র, ক্ষয়, ব্রণ ও বাতশ্লেষ্মজ রোগসমূহের বিনাশকারক। ৫৩

সকৃদ্ভৃঙ্গাম্বুনা ক্লিন্নং কাসীসং নির্ম্মলং ভবেৎ।
তুবরীসত্ত্ববৎ সত্ত্বমেতস্যাপি সমাহরেৎ।
কাসীসং শুদ্ধিমাপ্নোতি পিত্তৈশ্চ রজসা স্ত্রিয়ঃ॥ ৫৪॥

একবার ভৃঙ্গরাজরসের ভাবনা দিলেই হিরাকস্ শোধিত হয়। তুবরী (সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা) হইতে সত্ত্ব আকর্ষণের নিয়মানুসারে কাসীসের সত্ত্ব আহরণ করিতে হয়। পিত্ত অথবা স্ত্রী-রজঃ দ্বারা ভাবনা দিলেও কাসীস শুদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৫৪॥

বলিনা হতকাসীসং ক্রান্তং কাসীসমারিতম্।
উভয়ং সমভাগং হি ত্রিফলাবেল্লসংযুতম্॥ ৫৫॥
বিষমাংশঘৃতক্ষৌদ্রপ্লুতং শাণমিতং প্রগে।
সেবিতং হন্তি বেগেন শ্বিত্রং পাণ্ডুক্ষয়াময়ম্॥ ৫৬॥
গুল্মপ্লীহগদং শূলং মূলরোগং বিশেষতঃ।
রসায়নবিধানেন সেবিতং বৎসরাবধি॥ ৫৭॥
আমসংশোষণং শ্রেষ্ঠং মন্দাগ্নিপরিদীপনম্।
পলিতং বলিভিঃ সার্দ্ধং বিনাশয়তি নিশ্চিতম্॥ ৫৮॥

গন্ধকজারিত কাসীস এবং কাসীস জারিত বৈক্রান্ত, উভয় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ এবং অসমপরিমিত ঘৃত মধুর সহিত মিশাইয়া, অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শ্বিত্র, পাণ্ডু, ক্ষয়, গুল্ম, প্লীহা, শূল, বিশেষতঃ অর্শোরোগও শীঘ্র বিনষ্ট হয়। রসায়নবিধি অনুসারে ইহা এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিলে, আমদোষ শোধিত হয়, মন্দ অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং বলি-পলিতাদি নিশ্চিতই নিবারিত হয়॥ ৫৫—৫৮

অথ তুবরী।

সৌরাষ্ট্রাশ্মনি সংভূতা মৃৎস্না সা তুবরী মতা।
বস্ত্রেষু লিপ্যতে যাঽসৌ মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিনী॥ ৫৯॥
পীতিকা ফুল্লিকা চেতি দ্বিতীয়া পরিকীর্ত্তিতা।
ঈষৎপীতা গুরুঃ স্নিগ্ধা পীতিকা বিষনাশিনী॥ ৬০॥
ব্রণকুষ্ঠহরা সর্ব্বকুষ্ঠঘ্নী চ বিশেষতঃ॥ ৬১॥
নির্ভারা শুভ্রবর্ণা চ স্নিগ্ধা সাম্লাঽপরা মতা।
সা ফুল্লতুবরী প্রোক্তা লেপাত্তাম্রং চরেদয়ঃ॥ ৬২॥

সৌরাষ্ট্রদেশের প্রস্তর হইতে তুবরী (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা) নামক মসৃণ মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। ইহা বস্ত্রে লেপন করিলে, বস্ত্র মঞ্জিষ্ঠারাগ রঞ্জিতের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়। পীতিকা ও ফুল্লিকা নামক আর এক প্রকার তুবরী আছে। তন্মধ্যে পীতিকা (কাটখড়ি) ঈষৎ পীতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, বিষনাশক এবং ব্রণ ও সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগের উপশমকারক। ফুল্লিকা (ফুলখড়ি) শুক্লবর্ণ, ভারশূন্য, স্নিগ্ধ ও অম্লরস-যুক্ত। এই ফুল্লতুবরী তাম্রে লেপন করিলে, তাম্র লৌহের আকার ধারণ করে॥ ৫৯—৬২

কাঙ্ক্ষী কষায়া কটুকাম্লকণ্ঠ্যা
কেশ্যা ব্রণঘ্নী বিষনাশিনী চ।
শ্বিত্রাপহা নেত্রহিতা ত্রিদোষ-
শান্তিপ্রদা পারদজারণী চ॥ ৬৩॥

কাঙ্ক্ষী (সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা)—কটু কষায় অম্লরস, কণ্ঠশোধক, কেশের হিতকর, ব্রণ নাশক, বিষনিবারক, শ্বিত্রনাশক, নেত্রের উপকারী, ত্রিদোষের উপশমকারক এবং পারদের জারণ কার্য্যে উপযোগী॥ ৬৩

তুবরী কাঞ্জিকে ক্ষিপ্ত্বা ত্রিদিনাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি।
ক্ষারাম্লৈর্ম্দিতা ধ্মাতা সত্বং মুঞ্চতি নিশ্চিতম্॥ ৬৪॥
গোপিত্তেন শতং বারান্ সৌরাষ্ট্রীং ভাবয়েত্ততঃ।
ধমিত্বা পাতয়েৎ সত্বং ক্রামণং চাতিগুহ্যকম্॥ ৬৫॥

তুবরী তিনদিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়; এবং ক্ষার ও অম্লবর্গের সহিত মর্দ্দন করিয়া হাপরে দগ্ধ করিলে, ইহার সত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা গোপিত্ত দ্বারা শতবার ভাবনা দিয়া শোধন করিবে এবং তৎপরে হাপরে দগ্ধ করিয়া ইহার সত্ত্বপাতন করিবে। এই প্রক্রিয়া অতি গুহ্য॥ ৬৪।৬৫

অথ তালকম্।

হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকম্।
স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং তনুপত্রং চ ভাস্বরম্॥ ৬৬॥
তৎ পত্রতালকং প্রোক্তং বহুপত্রং রসায়নম্।
নিষ্পত্রং পিণ্ডসদৃশং স্বল্পসত্বং তথা গুরু।
স্ত্রীপুষ্পহরণং তৎ তু গুণাল্পং পিণ্ডতালকম্॥ ৬৭॥

হরিতাল দুই প্রকার; পত্র (বংশপত্র) হরিতাল ও পিণ্ডহরিতাল। যে হরিতাল স্বর্ণবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পাত্‌লা পত্রের বহুস্তরবিশিষ্ট এবং দীপ্তিমান্, তাহাকেই পত্রহরিতাল কহে। ইহা রসায়ন। আর যাহা পত্রহীন, পিণ্ডাকৃতি ও গুরু; তাহাই পিণ্ডহরিতাল। ইহা অল্পসত্ত্ব, অল্পগুণবিশিষ্ট এবং স্ত্রীদিগের রজোরোধক॥ ৬৬।৬৭

শ্লেষ্মরক্তবিষবাতভূতনুৎ কেবলং চ খলু পুষ্পহৃৎ স্ত্রিয়ঃ।
স্নিগ্ধমুষ্ণকটুকং চ দীপনং কুষ্ঠহারি হরিতালমুচ্যতে॥ ৬৮॥

হরিতালের সাধারণ গুণ—শ্লেষ্মা রক্ত বিষ বায়ু ও ভূতভয়ের নিবারণকারক, স্ত্রীদিগের রজোরোধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, অগ্নির উদ্দীপক ও কুষ্ঠরোগনাশক॥ ৬৮

স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডতোয়ে বা তিলক্ষারজলেঽপি বা।
তোয়ে বা চূর্ণসংযুক্তে দোলাযন্ত্রেণ শুধ্যতি॥ ৬৯॥
অশুদ্ধং তালমায়ুর্ঘ্নং কফমারুতমেহকৃৎ।
তাপস্ফোটাঙ্গসঙ্কোচং কুরুতে তেন শোধয়েৎ॥ ৭০॥

তালকং কণশঃ কৃত্বা দশাংশেন চ টঙ্কণম্।
জম্বীরোত্থদ্রবৈঃ ক্ষাল্যং কাঞ্জিকৈঃ ক্ষালয়েত্ততঃ॥ ৭১॥
বস্ত্রে চতুর্গুণে বদ্ধা দোলাযন্ত্রে দিনং পচেৎ॥ ৭২॥
সচূর্ণেনারনালেন দিনং কুষ্মাণ্ডজে রসে।
শ্বেতং বা শাল্মলীতোয়ৈস্তালকং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ ৭৩॥

কুষ্মাণ্ডের জল তিল-ক্ষারের জল অথবা চূর্ণমিশ্রিত জলে দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিলে, হরিতাল শোধিত হয়। অশোধিত হরিতাল আয়ুনাশ করে, কফ বায়ু ও মেহরোগের বৃদ্ধি করে এবং সন্তাপ স্ফোটক ও অঙ্গসঙ্কোচ উৎপাদন করে। অতএব হরিতাল শোধন করা নিতান্ত আবশ্যক। হরিতালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া, তাহার সহিত দশভাগের একভাগ সোহাগা মিশ্রিত করিবে এবং গোঁড়ালেবুর রস ও কাঁজি দ্বারা ধৌত করিবে। তৎপরে তাহা চতুর্গুণ বস্ত্রে বাঁধিয়া, একদিন চূর্ণ-মিশ্রিত কাঁজির সহিত এবং একদিন কুষ্মাণ্ডজলের সহিত, অথবা শিমুলমূলের রসের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপেও হরিতাল শোধিত হইয়া থাকে॥ ৬৯—৭৩

মধুতুল্যে ঘনীভূতে কষায়ে ব্রহ্মমূলজে।
ত্রিবারং তালকং ভাব্যং পিষ্ট্বা মূত্রেঽথ মাহিষে॥ ৭৪॥
উপলৈর্দশভির্দেয়ং পুটং রুদ্ধাঽথ পেষয়েৎ।
এবং দ্বাদশধা পাচ্যং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ॥ ৭৫॥

ব্রহ্মমূলের (কেহ বলেন পলাশ পিপুল মূলের) মধুর ন্যায় ঘনীভূত কাথ দ্বারা তিনবার ভাবনা দিয়া, মহিষমূত্রের সহিত হরিতাল পেষণ করিবে; তৎপরে তাহা মুষারুদ্ধ করিয়া দশখানি বনঘুঁটে দ্বারা পুটদগ্ধ করিবে। এইরূপে দ্বাদশবার পেষণ ও পুটপাক করিলে, হরিতাল শোধিত হয় এবং সেই শুদ্ধ হরিতাল সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করা যায়॥ ৭৪।৭৫

কুলত্থকাথসৌভাগ্যমহিষ্যাজ্যমধুপ্লুতম্।
স্থাল্যাং ক্ষিপ্ত্বা বিদধ্যাচ্চ মল্লেন ছিদ্রযোগিনা॥ ৭৬॥
সম্যঙ্নিরুধ্য শিখিনং জ্বালয়েৎ ক্রমবর্দ্ধিতম্।
একপ্রহরমাত্রং হি রক্ষ্যমাচ্ছাদ্য গোময়ৈঃ॥ ৭৭॥
যামান্তে ছিদ্রমুদ্ঘাট্য দৃষ্টে ধূমে চ পাণ্ডুরে।
শীতাং স্থালীং সমুত্তার্য্য সত্ত্বমুৎকৃষ্য চাহরেৎ॥ ৭৮॥

সর্ব্বপাষাণসত্ত্বানাং প্রকারাঃ সন্তি কোটিশঃ।
গ্রন্থবিস্তরভীত্যাঽতো লিখিতা ন ময়া খলু॥ ৭৯॥

কুলথের ক্বাথ, সোহাগা, মহিষঘৃত ও মধুর সহিত হরিতাল মর্দ্দন করিয়া, একটি হাঁড়ীতে রাখিবে এবং ছিদ্রযুক্ত আচ্ছাদন দিয়া তাহার সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। তৎপরে সেই ছিদ্র গোময়দ্বারা রুদ্ধ করিয়া একপ্রহর কাল ক্রমবর্দ্ধিত অগ্নিদ্বারা জ্বাল দিবে। এক প্রহরের পর ছিদ্রমুখ খুলিয়া দিবে এবং যখন সেই ছিদ্রপথ দিয়া পাণ্ডুবর্ণ ধূম নির্গত হইবে, তখন অগ্নিজ্বাল হইতে হাঁড়ী নামাইয়া লইবে। হাঁড়ী শীতল হইলে, তন্মধ্য হইতে হরিতালের সত্ত্ব সংগ্রহ করিবে। সমুদায় পাষাণদ্রব্যেরই বহুবিধ সত্ত্বপাতন ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু গ্রন্থবিস্তরভয়ে সে সমুদায়ের বর্ণনা করিতে পারিলাম না॥ ৭৬—৭৯

পলং তালং রবেদুর্গ্ধৈর্দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।
ক্ষিপ্ত্বা ষোড়শিকাতৈলে মিশ্রয়িত্বা ততঃ পচেৎ॥ ৮০॥
অনাবৃতপ্রদেশে চ সপ্তযামাবধি ধ্রুবম্।
স্বাঙ্গশীতমধঃস্থং চ সত্ত্বং শ্বেতং সমাহরেৎ॥ ৮১॥

একপল হরিতাল আকন্দের আঠার সহিত একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ তোলা তৈলে মিশ্রিত করিয়া, অনাবৃত পাত্রে সাত প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে। তৎপরে সেই পাত্র শীতল হইলে, তাহার অধঃস্থিত শ্বেতবর্ণ সত্ত্ব আহরণ করিবে॥ ৮০।৮১

ছাগলস্যাথ বালস্য বলিনা চ সমন্বিতম্।
তালকং দিনমন্দং মর্দ্দয়িত্বাঽতিযত্নতঃ॥ ৮২॥
যুক্তং দ্রাবণবর্গেণ কাচকূপ্যাং বিনিক্ষিপেৎ।
ত্রিধা তাং চ মৃদা লিপ্ত্বা পরিশোষ্য খরাতপে॥ ৮৩॥
ততঃ খর্পরকচ্ছিদ্রে তামর্দ্ধাঙ্কৈব কূপিকাম্।
প্রবেশ্য জ্বালয়েদগ্নিং দ্বাদশপ্রহরাবধি॥
কূপিকণ্ঠস্থিতং শীতং শুদ্ধং সত্ত্বং সমাহরেৎ॥ ৮৪॥
পলার্দ্ধপ্রমিতং তালং বদ্ধা বস্ত্রে সিতে দৃঢ়ে॥ ৮৫॥
বলিনালিপ্য যত্নেন ত্রিবারং পরিশোষ্য চ।
দ্রাবিতে ত্রিপলে তাম্রে ক্ষিপেত্তালকপোট্টলীম্॥ ৮৬॥
ভস্মনা ছাদয়েচ্ছীঘ্রং তাম্রেণাবেষ্টিতং সিতম্।
মৃদুলং সত্ত্বমাদদ্যাৎ প্রোক্তং রসরসায়নে॥ ৮৭॥

ছাগলের পুচ্ছদেশস্থ লোম ও গন্ধকের সহিত দুইদিন হরিতাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, দ্রাবণবর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত কাচকূপীতে রুদ্ধ করিবে এবং কাচকূপীর উপরে তিনবার মৃত্তিকার লেপ দিয়া প্রখর রৌদ্রে তাহা শুকাইয়া লইবে। তৎপরে ছিদ্রযুক্ত মৃৎপাত্রে সেই কাচকূপী রাখিয়া, দ্বাদশ প্রহর কাল যথাবিধি অগ্নিজ্বাল দিবে। শীতল হইলে, সেই কাচকূপীর কণ্ঠদেশলগ্ন শুদ্ধসত্ত্ব সংগ্রহ করিবে। অথবা অর্দ্ধপল পরিমিত হরিতাল শুভ্রবস্ত্রে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া, তাহার উপর তিন বার গন্ধকের লেপ দিবে ও শুষ্ক করিবে। তৎপরে তিন পল পরিমিত গলিত তাম্রমধ্যে সেই পোট্টলী নিক্ষেপ করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র ভস্মদ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিবে। তৎপরে তাম্রবেষ্টিত পোট্টলীমধ্য হইতে শ্বেতবর্ণ ও মৃদু সত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া রসঘটিত রসায়নে তাহা প্রয়োগ করিবে॥ ৮২—৮৭

অথ মনঃশিলা।

মনঃশিলা ত্রিধা প্রোক্তা শ্যামাঙ্গী কণবীরকা।
খণ্ডাখ্যা চেতি তদ্রূপং বিবিচ্য পরিকথ্যতে॥ ৮৮॥
শ্যামা রক্তা সগৌরা চ ভরাঢ্যা শ্যামিকা মতা।
তেজস্বিনী চ নির্গৌরা তাম্রাভা কণবীরকা॥ ৮৯॥
চূর্ণীভূতাঽতিরক্তাঙ্গী সভারা খণ্ডপূর্ব্বিকা।
উত্তরোত্তরগুণৈঃ শ্রেষ্ঠা ভূরিসত্ত্বা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৯০॥

মনঃশিলা তিনপ্রকার; শ্যামাঙ্গী, কণবীরকা ও খণ্ডা। যথাক্রমে তাহাদের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি। রক্তগৌর যুক্ত শ্যামবর্ণ এবং ভারবহুল মনঃশিলার নাম শ্যামা মনঃশিলা। যাহা গৌরশূন্য তাম্রবৎ রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল, তাহাই কণবীরকা। এবং যাহা চূর্ণ করিলে অতিশয় রক্তবর্ণ হয় ও অধিক ভার বিশিষ্ট, তাহাকে খণ্ড মনঃশিলা কহে। ইহারা উত্তরোত্তর অর্থাৎ শ্যামা অপেক্ষা কণবীরা এবং কণবীরা অপেক্ষা খণ্ড মনঃশিলা

গুণবিষয়ে উৎকৃষ্ট এবং অধিক সত্ত্বযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ৮৯।৯০

মনঃশিলা সর্ব্বরসায়নাগ্র্যা তিক্তা কটূষ্ণা কফবাতহন্ত্রী।
সত্ত্বাত্মিকা ভূতবিষাগ্নিমান্দ্যকণ্ডূতিকাসক্ষয়হারিণী চ ॥ ৯১ ॥

মনঃশিলা সমুদায় রসায়ন মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বাতনাশক, অধিক সত্ত্বযুক্ত এবং ভূতদোষ, বিষ, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ডু, কাস ও ক্ষয়রোগের নিবারক ॥ ৯১

অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রং চ অশুদ্ধা কুরুতে শিলা।
মন্দাগ্নিং মলবন্ধং চ শুদ্ধা সর্ব্বরুজাপহা ॥ ৯২ ॥

অশোধিত মনঃশিলা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য ও মলরোধ উৎপাদন করে। শুদ্ধ মনঃশিলা সর্ব্বরোগনাশক ॥ ৯২

অগস্ত্যপত্রতোয়েন ভাবিতা সপ্তবারকম্।
শৃঙ্গবেররসৈর্বাঽপি বিশুধ্যতি মনঃশিলা ॥ ৯৩ ॥
জয়ন্তীভৃঙ্গরাজোত্থরক্তাগস্ত্যরসৈঃ শিলাম্।
দোলাযন্ত্রে পচেদ্যামং যামং ছাগোত্থমূত্রকৈঃ ॥
ক্ষালয়েদারনালেন সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥

বকফুলের পাতার রস অথবা আদার রস দ্বারা সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা শোধিত হয়। জয়ন্তীপত্র, ভৃঙ্গরাজ ও রক্ত বকফুলের পত্রের রস সহ এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া, ছাগমূত্রের সহিত পুনর্ব্বার এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিবে এবং কাঁজিদ্বারা ধৌত করিয়া লইবে; এইরূপেও মনঃশিলা শোধিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ মনঃশিলা সকল-রোগে প্রয়োগ করিবে ॥৯৩।৯৪

অষ্টমাংশেন কিট্টেন গুড়গুগ্গুলুসর্পিষা।
কোষ্ঠ্যাং রুদ্ধা দৃঢ়ং ধ্মাতা সত্ত্বং মুঞ্চেন্মনঃশিলা ॥ ৯৫ ॥
ভূনাগসত্ত্বসৌভাগ্যমদনৈশ্চ বিমর্দ্দিতৈঃ।
কারবল্লীদলাম্ভোভির্মূষাং কৃত্বাঽত্র নিক্ষিপেৎ ॥ ৯৬ ॥
শিলাং ক্ষারাম্লনিষ্পিষ্টাং প্রধমেৎ তদনন্তরম্।
কোকিলাত্রয়মাত্রং হি ধ্মানাৎ সত্ত্বং ত্যজত্যসৌ ॥৯৭॥

গুড়, গুগ্গুলু ও ঘৃতের সহিত তাহাদের অষ্টমাংশ পরিমিত মনঃশিলা মর্দ্দন পূর্ব্বক কোষ্ঠিকাযন্ত্রে রুদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে আধ্মাত করিলে অর্থাৎ হাপরে পোড়াইলে, মনঃশিলার সত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা সীসকসত্ত্ব, সোহাগা ও মদনফলের সহিত হরিতাল মিশ্রিত করিয়া করলাপত্রের রসসহ মর্দ্দন করিবে এবং মূষারুদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিবে। তৎপরে ক্ষার ও অম্লদ্রব্যের সহিত পেষণ করিয়া, কোকিলা-ত্রয় কাল (দুই ঘণ্টা ?) আধ্মাত করিবে। এইরূপে মনঃশিলার সত্ত্ব নির্গত হয় ॥ ৯৫--৯৭

অথাঞ্জনানি।

সৌবীরমঞ্জনং প্রোক্তং রসাঞ্জনমতঃ পরম্।
স্রোতোঞ্জনং তদন্যচ্চ পুষ্পাঞ্জনকমেব চ ॥ ৯৮ ॥
নীলাঞ্জনং চ তেষাং হি স্বরূপমিহ বর্ণ্যতে।
সৌবীরমঞ্জনং ধূম্রং রক্তপিত্তহরং হিমম্ ॥ ৯৯ ॥
বিষহিক্কাক্ষিরোগঘ্নং ব্রণশোধনরোপণম্।
রসাঞ্জনং চ পীতাভং বিষবক্ত্রগদাপহম্ ॥ ১০০ ॥
শ্বাসহিক্কাপহং বর্ণ্যং বাতপিত্তাস্রনাশনম্।
স্রোতোঞ্জনং হিমং স্নিগ্ধং কষায়ং স্বাদু লেখনম্ ॥১০১ ॥
নেত্র্যং হিক্কাবিষচ্ছর্দ্দিকফপিত্তাস্ররোগনুৎ ॥ ১০২ ॥
পুষ্পাঞ্জনং সিতং স্নিগ্ধং হিমং সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ।
অতিদুর্দ্ধরহিক্কাঘ্নং বিষজ্বরগদাপহম্ ॥ ১০৩ ॥
নীলাঞ্জনং গুরু স্নিগ্ধং নেত্র্যং দোষত্রয়াপহম্।
রসায়নং সুবর্ণঘ্নং লোহমার্দ্দবকারকম্ ॥ ১০৪ ॥

অঞ্জন পাঁচ প্রকার; সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতোঽঞ্জন, পুষ্পাঞ্জন ও নীলাঞ্জন। যথাক্রমে ইহাদের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে। সৌবীরাঞ্জন ধূম্রবর্ণ, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, বিষ হিক্কা ও নেত্ররোগ নিবারক এবং ব্রণের শোধন ও রোপণ কারক। রসাঞ্জন পীতাভ, বিষ ও মুখরোগ নাশক, শ্বাসহিক্কানিবারক, বর্ণবর্দ্ধক এবং বায়ু পিত্ত ও রক্তের বিনাশকারক। স্রোতোঞ্জন শীতল, স্নিগ্ধ, কষায়-রস, স্বাদু, লেখনকারক, চক্ষুর হিতকর এবং হিক্কা, বিষ, বমন, কফ, পিত্ত ও রক্তবিকৃতির নিবারণ কারক। পুষ্পাঞ্জন শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, সর্ব্ববিধ নেত্ররোগনাশক, অতি দুর্জ্জয় হিক্কারও নিবারণ কারক এবং বিষ ও জ্বর নাশক। নীলাঞ্জন গুরু, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকর, ত্রিদোষ-নাশক, রসায়ন, স্বর্ণমারক ও লৌহের মৃদুতাকারক ॥ ৯৮—১০৪

অঞ্জনানি বিশুধ্যন্তি ভৃঙ্গরাজনিজদ্রবৈঃ।
মনোহ্বাসত্ত্ববৎসত্ত্বমঞ্জনানাং সমাহরেৎ ॥ ১০৫ ॥

ভৃঙ্গরাজের স্বরস দ্বারা ভাবনা দিলে, অঞ্জন সকল শোধিত হয়। মনঃশিলার স্বত্বপাতন নিয়মানুসারে সকল প্রকার অঞ্জনের সত্ব আকর্ষণ করিতে হয় ॥ ১০৫

বল্মীকশিখরাকারং ভঙ্গে নীলোৎপলদ্যুতি।
ঘৃষ্টং তু গৈরিকচ্ছায়ং স্রোতোঞ্জং লক্ষয়েদ্বুধঃ ॥১০৬॥
গোশকৃদ্রসমূত্রেষু ঘৃতক্ষৌদ্রবসাসু চ।
ভাবিতং বহুশস্তচ্চ শীঘ্রং বধ্নাতি সূতকম্ ॥ ১০৭ ॥

স্রোতোঞ্জনের আকৃতি বল্মীক শিখরের ন্যায়; ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে তাহাতে নীলোৎপলের আভা লক্ষিত হয় এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটীর ন্যায় বর্ণ দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া স্রোতোঞ্জন গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে গোময়রস, গোমূত্র, ঘৃত, মধু ও বসার বহুবার ভাবনা দিবে। এই স্রোতোঞ্জন দ্বারা পারদ শীঘ্র বদ্ধ হয় ॥ ১০৬।১০৭

সূর্য্যাবর্ত্তাদিযোগেন শুদ্ধিমেতি রসাঞ্জনম্।
রাজাবর্ত্তকবৎ সত্বং গ্রাহ্যং স্রোতোঞ্জনাদপি ॥ ১০৮ ॥

সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতির ভাবনা দিলেও রসাঞ্জন শোধিত হয়। রাজাবর্ত্তক হইতে সত্বপাতনের নিয়মানুসারেও স্রোতোঞ্জনের সত্বপাতন করিতে পারা যায় ॥ ১০৮

অথ কঙ্কুষ্ঠম্।

হিমবৎপাদশিখরে কঙ্কুষ্ঠমুপজায়তে।
তত্রৈকং নলিকাখ্যং হি তদন্যদ্রেণুকং মতম্ ॥ ১০৯ ॥
পীতপ্রভং গুরু স্নিগ্ধং শ্রেষ্ঠং কঙ্কুষ্ঠমাদিমম্।
শ্যামপীতং লঘু ত্যক্তসত্বং নেষ্টং হি রৈণুকম্ ॥ ১১০ ॥

হিমালয়ের প্রত্যন্ত শিখর হইতে কঙ্কুষ্ঠ মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। কঙ্কুষ্ঠ দুইপ্রকার; নলিকা কঙ্কুষ্ঠ ও রেণুক কঙ্কুষ্ঠ। তন্মধ্যে নলিকা-কঙ্কুষ্ঠ পীতবর্ণ, গুরু ও স্নিগ্ধ এবং ইহাই উৎকৃষ্ট। রেণুককঙ্কুষ্ঠ শ্যাম-পীত বর্ণ, লঘু ও সত্বহীন; ইহা নিকৃষ্ট।

কেচিদ্বদন্তি কঙ্কুষ্ঠং সদ্যোজাতস্য দন্তিনঃ।
বর্চ্চশ্চ শ্যামপীতাভং রেচনং পরিকথ্যতে ॥ ১১১ ॥
কতিচিত্তেজিবাহানাং নালং কঙ্কুষ্ঠসংজ্ঞকম্।
বদন্তি শ্বেতপীতাভং তদতীব বিরেচনম্ ॥
রসে রসায়নে নেষ্টং নিঃসত্বং বহুবৈকৃতম্ ॥ ১১২ ॥

কেহ কেহ বলেন, সদ্যোজাত হস্তীর বিষ্ঠা হইতে শ্যাম-পীত বর্ণ কঙ্কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়, ইহা বিরেচক। অপর কেহ কেহ বলেন, তেজি-বাহের নাল, শ্বেতপীতবর্ণ কঙ্কুষ্ঠ রূপে পরিণত হয়। তাহা অত্যন্ত বিরেচক, সত্বহীন, বহু বিকারজনক এবং রসক্রিয়া ও রসায়ন কার্য্যে অনুপযোগী ॥ ১১১।১১২

কঙ্কুষ্ঠং তিক্তকটুকং বীর্য্যোষ্ণং চাতিরেচনম্।
ব্রণোদাবর্ত্তশূলার্ত্তিগুল্মপ্লীহগুদার্ত্তিনুৎ ॥ ১১৩ ॥

কঙ্কুষ্ঠ—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, অতি বিরেচক এবং ব্রণ, উদাবর্ত্ত, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ নাশক ॥ ১১৩

সূর্য্যাবর্ত্তককদলী বন্ধ্যা কোশাতকী চ দেবদালী।
শিগ্রুশ্চ বজ্রকন্দো নিরঙ্কণা কাকমাচী চ ॥ ১১৪ ॥
আসামেকরসেন তু লবণক্ষারাম্লভাবিতং বহুশঃ।
শুধ্যন্তি রসোপরসা ধ্মাতা মুঞ্চন্তি সত্বানি ॥ ১১৫ ॥
কঙ্কুষ্ঠং শুদ্ধিমায়াতি ত্রিধা শুণ্ঠ্যম্বুভাবিতম্।
সত্বাকর্ষোঽস্য ন প্রোক্তো যস্মাৎ সত্বময়ং হি তৎ ॥১১৬॥

সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়্হুড়ে), কদলীমূল, বন্ধ্যা কর্কোটকী (তিতকাঁকরোল), কোশাতকী (ঘোষালতা), দেবদালী, শজিনা ছাল, বন্য ওল, নিরঙ্কণা বা নীরকণা ও কাকমাচী, এই সকল দ্রব্যের এক একটির রস দ্বারা এবং লবণ ক্ষার ও অম্ল দ্রব্য দ্বারা বহুবার ভাবনা দিলে কঙ্কুষ্ঠ প্রভৃতি রস ও উপরস সমূহ শোধিত হয়। আর ঐ সকলেরই ভাবনা দিয়া আধ্মাত করিলে সমুদায় উপরসেরই সত্ব নির্গত হইয়া থাকে। শুণ্ঠীর ক্বাথ দ্বারা তিনবার ভাবনা দিলেও কঙ্কুষ্ঠ শোধিত হয়। কঙ্কুষ্ঠ সত্বময়, এই জন্য ইহার সত্বাকর্ষণের বিধান নির্দ্দিষ্ট নাই ॥ ১১৪—১১৬

ভজেদেনং বিরেকার্থং গ্রাহিভির্যবমাত্রয়া।
নাশয়েদামপূর্ত্তিঞ্চ বিরেচ্যঃ ক্ষণমাত্রতঃ ॥ ১১৭ ॥

ভক্ষিতঃ সহ তাম্বূলৈর্বিরিচ্যাহসূন্ বিনাশয়েৎ ॥ ১১৮ ॥
বর্ব্বূরীমূলিকাক্বাথজীরসৌভাগ্যকং সমম্।
কঙ্কুষ্ঠবিষনাশায় ভূয়োভূয়ঃ পিবেন্নরঃ ॥ ১১৯ ॥

বিরেচনযোগ্য ব্যক্তি বিরেচনের জন্য এক যব মাত্রায় কঙ্কুষ্ঠ মলরোধক দ্রব্যের সহিত সেবন করিবে, তাহাতে ক্ষণকাল মধ্যে শরীরের আমপূর্ণতা বিনষ্ট হয়। তাম্বুলের সহিত ইহা ভক্ষণ করিলে, বিরেচন হইয়া প্রাণ বিনষ্ট হয়। কঙ্কুষ্ঠ সেবনে বিষ ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে, সেই বিষ নাশের জন্য বাবলা-মূলের ক্বাথের সহিত সমপরিমিত জীরা ও সোহাগা বারংবার সেবন করা আবশ্যক ॥ ১১৭—১১৯

অথ সাধারণরসাঃ।

কম্পিল্লশ্চ পরো গৌরীপাষাণো নবসারকঃ।
কপর্দ্দো বহ্নিজারশ্চ গিরিসিন্দূরহিঙ্গুলৌ ॥ ১২০ ॥
মৃদ্দারশৃঙ্গমিত্যষ্টৌ সাধারণরসাঃ স্মৃতাঃ।
রসসিদ্ধিকরাঃ প্রোক্তা নাগার্জ্জুনপুরঃসরৈঃ ॥ ১২১ ॥

কম্পিল্ল, গৌরীপাষাণ, নবসার, কপর্দ্দক, অগ্নিজার, গিরিসিন্দূর, হিঙ্গুল ও মৃদ্দার শৃঙ্গ এই আট প্রকার সাধারণ রস। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে রসসিদ্ধিকর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (কেহ কেহ চপলকেও সাধারণ রসের অন্তর্ভুক্ত বলেন) ॥ ১২০-১২১

অথ কম্পিল্লঃ।

ইষ্টকাচূর্ণসঙ্কাশশ্চন্দ্রিকাঢ্যোঽতিরেচনঃ।
সৌরাষ্ট্রদেশে চোৎপন্নঃ স হি কম্পিল্লকঃ স্মৃতঃ ॥ ১২২ ॥
পিত্তব্রণাধ্মানবিবন্ধনিঘ্নঃ শ্লেষ্মোদরার্ত্তিক্রিমিগুল্মবৈরী।
মূলামশোফজ্বরশূলহারী কম্পিল্লকো রেচ্যগদাপহারী ॥ ১২৩ ॥

কম্পিল্লক (কমলাগুঁড়ি) ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় ও বহু-চন্দ্রিকা (চাকচিক্য) বিশিষ্ট। ইহা অত্যন্ত বিরেচন। কম্পিল্ল সৌরাষ্ট্র দেশে উৎপন্ন হয়। পিত্ত, ব্রণ, আধ্মান, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, শ্লেষ্মা, উদর রোগ, ক্রিমি, গুল্ম, অর্শঃ, আমদোষ, শোথ, জ্বর ও শূল প্রভৃতি বিরেচন সাধ্য সমুদায় রোগ ইহাদ্বারা বিনষ্ট হয় ॥ ১২২।১২৩

অথ গৌরীপাষাণঃ।

গৌরীপাষাণকঃ পীতো বিকটো হতচূর্ণকঃ।
স্ফটিকাভশ্চ শঙ্খাভো হরিদ্রাভস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২৪ ॥
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ কারবল্লীফলে ক্ষিপেৎ।
স্বেদয়েদ্ধণ্ডিকামধ্যে শুদ্ধো ভবতি মূষকঃ ॥ ১২৫ ॥
তালবদ্গ্রাহয়েৎ সত্ত্বং শুদ্ধং শুভ্রং প্রযোজয়েৎ।
রসবন্ধকরঃ স্নিগ্ধো দোষঘ্নো রসবীর্য্যকৃৎ ॥ ১২৬ ॥

পীত, বিকট ও হতচূর্ণক নামভেদে গৌরী-পাষাণ তিন প্রকার। ইহাদের মধ্যে হতচূর্ণক স্ফটিকবৎ, বিকট শঙ্খের ন্যায় এবং পীত হরিদ্রাবর্ণ। হতচূর্ণক অপেক্ষা বিকট এবং বিকট অপেক্ষা পীত গৌরীপাষাণ অধিক গুণশালী। গৌরীপাষাণ করোলা ফলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া, হাঁড়ীতে করিয়া সিদ্ধ করিলে বিশোধিত হয়। হরিতালের সত্ত্ব আকর্ষণের নিয়মানুসারে ইহার সত্ত্ব আকর্ষণ করিতে হয়। গৌরীপাষাণের শুদ্ধ সত্ত্ব শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, দোষ-নাশক এবং পারদের বন্ধন কারক ও বীর্য্য বর্দ্ধক ॥ ১২৪—১২৬

অথ নবসারঃ।

করীরপীলুকাষ্ঠেষু পচ্যমানেষু চোদ্ভবঃ।
ক্ষারোঽসৌ নবসারঃ স্যাৎ চুলিকালবণাভিধঃ ॥ ১২৭ ॥
ইষ্টকাদহনে জাতং পাণ্ডুরং লবণং লঘু।
তদুক্তং নবসারাখ্যং চুলিকালবণঞ্চ তৎ ॥
রসেন্দ্রজারণং লোহদ্রাবণং জঠরাগ্নিকৃৎ ॥ ১২৮ ॥
গুল্মপ্লীহাস্যশোষঘ্নং ভুক্তমাংসাদিজারণম্।
বিড়াখ্যঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং চুলিকালবণং মতম্ ॥ ১২৯ ॥

বাঁশের অঙ্কুর বা পীলু কাষ্ঠ পাচিলে, তাহা হইতে যে ক্ষার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই নবসার কহে। ইহার অপর নাম চুলিকা-লবণ। দগ্ধ ইষ্টকে যে শ্বেত বর্ণ লঘু লবণবৎ পদার্থ

জন্মে, তাহাও নবসার বা চুলিকালবণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নবসার, পারদের জারণ কারক, ধাতু সমূহের দ্রাবণ কারক, জঠরাগ্নির বৃদ্ধি কারক এবং গুল্ম, প্লীহা, মুখশোষ এবং ত্রিদোসের বিনাশক। ইহা সেবন করিলে ভুক্ত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া থাকে। চুলিকালবণ বিড়দ্রব্য (রসজারণ) মধ্যে পরিগণিত॥ ১২৭—১২৯

অথ বরাটকাঃ।

পীতাভা গ্রন্থিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘবৃত্তা বরাটকা।
রসবৈদ্যৈর্বিনির্দিষ্টা সা চরাচরসংজ্ঞিকা॥ ১৩০॥
সার্দ্ধনিষ্কভরা শ্রেষ্ঠা নিষ্কভারা চ মধ্যমা।
পাদোননিষ্কভারা চ কনিষ্ঠা পরিকীর্ত্তিতা॥ ১৩১॥

যে বরাটিকা (কপর্দ্দক) পীতাভ, পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং দীর্ঘবৃত্তাকৃতি, সেই বরাটিকাই রসবৈদ্যগণ রসকার্য্যে নির্দ্দেশ করেন। ইহার অপর নাম চরাচর। সার্দ্ধনিষ্ক অর্থাৎ ৬ ছয় মাষা পরিমিত বরাটিকা উৎকৃষ্ট, নিষ্ক (চারি মাষা) পরিমিত মধ্যম এবং নিষ্কের এক অংশ কম অর্থাৎ তিন মাষা পরিমিত হইলে, সেই বরাটিকা নিকৃষ্ট॥ ১৩০।১৩১

পরিণামাদিশূলঘ্নী গ্রহণীক্ষয়নাশনী।
কটূষ্ণা দীপনী বৃষ্যা নেত্র্যা বাতকফাপহা॥ ১৩২॥
রসেন্দ্রজারণে প্রোক্তা বিড়দ্রব্যেষু শস্যতে॥ ১৩৩॥
অদন্তে তু বরাটাঃ স্যুর্গুরবঃ শ্লেষ্মপিত্তলাঃ।
বরাটাঃ কাঞ্জিকে স্বিন্না যামাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ॥ ১৩৪॥

বরাটিকা পরিণামাদি শূলনাশক, গ্রহণী ও ক্ষয়রোগ নিবারক এবং কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নির দীপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহা পারদ জারণে প্রশস্ত এবং বিড়দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ যুক্ত বরাটিকা ভিন্ন অন্যান্য বরাটিকা গুরু ও পিত্তশ্লেষ্মজনক। এক প্রহর কাল কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিলে বরাটিকা শোধিত হয়॥ ১৩২—১৩৪

অথাগ্নিজারঃ।

সমুদ্রেণাগ্নিনক্রস্য জরায়ুর্বহিরুজ্ঝিতঃ।
সংশুষ্কো ভানুতাপেন সোঽগ্নিজার ইতি স্মৃতঃ॥ ১৩৫।
অগ্নিজারস্ত্রিদোষঘ্নো ধনুর্বাতাদিবাতনুৎ।
বর্দ্ধনো রসবীর্য্যস্য দীপনো জারণস্তথা॥
তদব্ধিক্ষারসংশুদ্ধং তস্মাচ্ছুদ্ধির্ন হীয়তে॥ ১৩৬॥

অগ্নিনক্রের জরায়ু সাগর-তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্থলে পতিত হইলে এবং রৌদ্র-তাপে শুষ্ক হইয়া গেলে, তাহা অগ্নিজার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অগ্নিজার ত্রিদোষনাশক, ধনুঃস্তম্ভাদি বাতব্যাধিনিবারক, পারদের বীর্য্যবর্দ্ধক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক ও জীর্ণকর। ইহা সমুদ্রের ক্ষার জলে পূর্ব্বেই শুদ্ধ হয়, এইজন্য ইহার শোধন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না॥ ১৩৫।১৩৬

অথ গিরিসিন্দূরম্‌।

মহাগিরিষু চাল্পীয়ঃপাষাণান্তঃস্থিতো রসঃ।
শুষ্কশোণঃ স নির্দিষ্টো গিরিসিন্দূরসংজ্ঞয়া॥ ১৩৭॥
ত্রিদোষশমনং ভেদি রসবন্ধনমগ্রিমম্‌।
দেহলোহকরং নেত্র্যং গিরিসিন্দূরমীরিতম্‌॥ ১৩৮॥

মহাগিরির পাষাণগর্ভে রক্তবর্ণ ও শুষ্ক যে অল্প পরিমিত রস পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই গিরিসিন্দূর নামে নির্দ্দিষ্ট। গিরিসিন্দূর ত্রিদোষনাশক, ভেদক, রসবন্ধনে প্রশস্ত, দেহের দৃঢ়তাসাধক এবং নেত্রের হিতকর॥ ১৩৬—১৩৮

অথ হিঙ্গুলঃ।

হিঙ্গুলঃ শুকতুণ্ডাখ্যো হংসপাকস্তথাঽপরঃ।
প্রথমোঽল্পগুণস্তত্র চর্ম্মারঃ স নিগদ্যতে॥ ১৩৯॥
শ্বেতরেখঃ প্রবালাভো হংসপাকঃ স ঈরিতঃ।
হিঙ্গুলঃ সর্ব্বদোষঘ্নো দীপনোঽতিরসায়নঃ॥ ১৪০॥
সর্ব্বরোগহরো বৃষ্যো জারণাদ্যাগ্নিশস্যতে।
এতস্মাদাহৃতঃ সূতো জীর্ণগন্ধসমো গুণৈঃ॥ ১৪১॥

হিঙ্গুল দুইপ্রকার—শুকতুণ্ড ও হংসপাক। ইহাদের মধ্যে শুকতুণ্ড অল্পগুণশালী, ইহা

চর্ম্মার নামে অভিহিত হয়। আর যাহা প্রবালবর্ণ কিন্তু শ্বেতরেখা বিশিষ্ট, তাহারই নাম হংসপাক। হিঙ্গুল—সর্ব্বদোষনাশক, অগ্নি-বর্দ্ধক, অতিশয় রসায়ন, সকল রোগ নিবারক, বৃষ্য এবং জারণ ক্রিয়ার অতি প্রশস্ত। হিঙ্গুল হইতে যে পারদ নিঃসৃত করিয়া লওয়া হয়, তাহা জীর্ণগন্ধক পারদের সহিত সমান গুণবিশিষ্ট ॥ ১৩৯—১৪১

সপ্তকৃত্বার্দ্রকদ্রাবৈর্লকুচস্যাম্বুনাঽপি বা।
শোষিতো ভাবয়িত্বা চ নির্দ্দোষো জায়তে খলু ॥ ১৪২ ॥

আদার রসে অথবা মান্দারের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে হিঙ্গুল নির্দ্দোষ হয় ॥ ১৪২

কিমত্র চিত্রং দরদঃ সুভাবিতঃ
ক্ষীরেণ মেষ্যা বহুশোঽম্লবর্গৈঃ।
এবং সুবর্ণং বহুঘর্ম্মতাপিতং
করোতি সাক্ষাদ্বরকুঙ্কুমপ্রভম্ ॥ ১৪৩ ॥

হিঙ্গুল স্বভাবতই সুন্দর রক্তবর্ণ; মেষদুগ্ধ ও অম্লবর্গ দ্বারা বারংবার ভাবিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহা যে উৎকৃষ্ট কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? ॥ ১৪৩

দরদঃ পাতনাযন্ত্রে পাতিতশ্চ জলাশয়ে।
তৎ সত্বং সূতসঙ্কাশং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

জলবিশিষ্ট পাতন যন্ত্রে হিঙ্গুল পাতিত করিলে, তাহা হইতে পারদ স্বরূপ সত্ব নিশ্চিতই নিঃসৃত হয় ॥ ১৪৪

অথ মৃদ্দারশৃঙ্গকম্।

সদলং পীতবর্ণং চ ভবেদ্‌গুর্জ্জরমণ্ডলে।
অর্ব্বুদস্য গিরেঃ পার্শ্বে জাতং মৃদ্দারশৃঙ্গকম্ ॥ ১৪৫ ॥
সীসসত্বং গুরু শ্লেষ্মশমনং পুংগদাপহম্।
রসবন্ধনমুৎকৃষ্টং কেশরঞ্জনমুত্তমম্ ॥ ১৪৬ ॥

গুর্জ্জরদেশে অর্ব্বুদ গিরির পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মৃদ্দারশৃঙ্গক উৎপন্ন হয়। ইহা সীসসত্বের ন্যায়, গুরু, শ্লেষ্মনাশক, শুক্ররোগনাশক, পারদের বন্ধন ক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট এবং উত্তম কেশরঞ্জন ॥ ১৪৫।১৪৬

সাধারণরসাঃ সর্ব্বে মাতুলুঙ্গার্দ্রকাম্বুনা।
ত্রিরাত্রং ভাবিতা শুষ্কা ভবেয়ুর্দোষবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৪৭ ॥
যানি কানি চ সত্বানি তানি শুধ্যন্ত্যশেষতঃ।
ধ্মাতানি শুদ্ধিবর্গেণ মিলন্তি চ পরস্পরম্ ॥ ১৪৮ ॥
ইতি করবালভৈরবঃ।

মাতুলুঙ্গের রস ও আদার রস দ্বারা তিন রাত্রি ভাবিত করিয়া শুষ্ক করিলে, মৃদ্দারশৃঙ্গক এবং অন্যান্য সাধারণ রস দোষ শূন্য হয়। করবাল ভৈরব বলেন, যত প্রকার সত্ব আছে, তৎসমুদায়ই শুদ্ধিবর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আধ্মাত করিলে শোধিত হয় এবং পরস্পর মিশ্রিত হইয়া থাকে ॥ ১৪৭।১৪৮

অথ রাজাবর্ত্তঃ।

রাজাবর্ত্তোঽল্পরক্তোরুনীলিকামিশ্রিতপ্রভঃ।
গুরুশ্চ মসৃণঃ শ্রেষ্ঠস্তদন্যো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৯ ॥
প্রমেহক্ষয়দুর্নামপাণ্ডুশ্লেষ্মানিলাপহঃ।
দীপনঃ পাচনো বৃষ্যো রাজাবর্ত্তো রসায়নঃ ॥ ১৫০ ॥

রাজাবর্ত্ত অল্প রক্ত এবং বহুল পরিমাণে নীলিমা মিশ্রিত বর্ণ। যে রাজাবর্ত্ত গুরু ও মসৃণ, তাহাই শ্রেষ্ঠ; ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইলে তাহা মধ্যম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজাবর্ত্ত প্রমেহ, ক্ষয়, অর্শঃ, পাণ্ডু, শ্লেষ্ম রোগ ও বায়ু রোগ নিবারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বৃষ্য ও রসায়ন ॥ ১৪৯।১৫০

নিম্বুদ্রবৈঃ সগোমূত্রৈঃ সক্ষারৈঃ স্বেদিতাঃ খলু।
দ্বিত্রিবারেণ শুধ্যন্তি রাজাবর্ত্তাদিধাতবঃ ॥ ১৫১ ॥
শিরীষপুষ্পার্দ্রকরসৈ রাজাবর্ত্তং বিশোধয়েৎ ॥ ১৫২ ॥

লেবুর রস গোমূত্র ও ক্ষার পদার্থের সহিত দুই তিনবার স্বিন্ন করিলে রাজাবর্ত্তাদি ধাতু সমূহ বিশুদ্ধ হয়। শিরীষ ফুল ও আদার রস দ্বারাও রাজাবর্ত্ত শোধিত হইয়া থাকে ॥ ১৫১।১৫২

লুঙ্গাম্বুগন্ধকোপেতো রাজাবর্ত্তো বিচূর্ণিতঃ।
পুটনাৎ সপ্তবারেণ রাজাবর্ত্তো মৃতো ভবেৎ ॥ ১৫৩ ॥
রাজাবর্ত্তস্য চূর্ণন্তু কুনটীঘৃতমিশ্রিতম্।
বিপচেদায়সে পাত্রে মহিষীক্ষীরসংযুতম্ ॥ ১৫৪ ॥

সৌভাগ্যপঞ্চগব্যেন পিণ্ডীবদ্ধং তু জারয়েৎ।
ধ্মাপিতং খদিরাঙ্গারৈঃ সত্ত্বং মুঞ্চতি শোভনম্ ॥১৫৫॥

রাজাবর্ত্ত চূর্ণ করিয়া, মাতুলুঙ্গের রস ও গোমূত্রের সহিত মাড়িয়া সাতবার পুটপাক করিলে মৃত হয়। রাজাবর্ত্তের চূর্ণের সহিত মনঃশিলা চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, মহিষ দুগ্ধের সহিত লৌহ পাত্রে পাক করিবে; তৎপরে সোহাগা ও পঞ্চগব্যের সহিত পিণ্ডিত করিয়া ইহা জারিত করিবে। তৎপরে খদির কাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা ধ্মাপিত করিলে রাজাবর্ত্তের অতি সুন্দর সত্ত্ব নিঃসৃত হয় ॥ ১৫৩—১৫৫

অনেন ক্রমযোগেন গৈরিকং বিমলং ভবেৎ।
ক্রমাৎ পীতং চ রক্তং চ সত্ত্বং পততি শোভনম্ ॥ ১৫৬ ॥
ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে উপরসসাধারণরসানাং শুদ্ধ্যাদিনিরূপণং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

এইরূপ নিয়মে গৈরিকও শোধিত হয় এবং তাহার পীত ও রক্ত বর্ণের সুন্দর সত্ত্ব নির্গত হয় ॥ ১৫৬

ইতি উপরস-সাধারণরস-শুদ্ধ্যাদিনিরূপণ নামক তৃতীয় অধ্যায় !

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথ রত্নানি।

অথ মণয়ঃ।

মণয়োঽপি চ বিজ্ঞেয়াঃ সূতবন্ধনকারকাঃ।
বৈক্রান্তঃ সূর্য্যকান্তশ্চ হীরকং মৌক্তিকং মণিঃ ॥ ১ ॥
চন্দ্রকান্তস্তথা চৈব রাজাবর্ত্তশ্চ সপ্তমঃ।
গরুড়োদ্গারকশ্চৈব জ্ঞাতব্যা মণয়স্ত্বমী ॥ ২ ॥
পুষ্পরাগং মহানীলং পদ্মরাগং প্রবালকম্।
বৈদূর্য্যং চ তথা নীলমেতে চ মণয়ো মতাঃ ॥
যত্নতঃ সংগ্রহীতব্যা রসবন্ধস্য কারণাৎ ॥ ৩ ॥

মণি সমূহও পারদের বন্ধন কারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বৈক্রান্ত, সূর্য্যকান্ত, হীরক, মুক্তা, চন্দ্রকান্ত, রাজাবর্ত্ত, গরুড়োদ্গীর্ণ (মরকত), পুষ্পরাগ, মহানীল, পদ্মরাগ (মাণিক্য), প্রবাল, বৈদূর্য্য ও নীল, এই গুলি মণিনামে পরিচিত। পারদ বন্ধনের জন্য এই সকল মণি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিবে ॥ ১—৩

পদ্মরাগেন্দ্রনীলাখ্যৌ তথা মরকতোত্তমঃ।
পুষ্পরাগঃ সবজ্রাখ্যঃ পঞ্চরত্নবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪ ॥
মাণিক্যমুক্তাফলবিদ্রুমাণি *
তার্ক্ষ্যঞ্চ পুষ্পং + ভিদুরং চ নীলম্।
গোমেদকং চাথ বিদূরকঞ্চ
ক্রমেণ রত্নানি নবগ্রহাণাম্ ॥ ৫ ॥
গ্রহানুমৈত্র্যা কুরুবিন্দপুষ্প-প্রবালমুক্তাফলতার্ক্ষ্যবজ্রম্।
নীলাখ্যগোমেদবিদূরকঞ্চ ক্রমেণ মুদ্রাধৃতমিষ্টসিদ্ধ্যৈ ॥ ৬ ॥

পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, মরকত, পুষ্পরাগ ও হীরক, এই পাঁচটি রত্নবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মাণিক্য, মুক্তা, প্রবাল, মরকত, পুষ্পরাগ, হীরক, নীলমণি, গোমেদক ও বৈদূর্য্য, এই নয়টী মণি যথাক্রমে নব-

* তার্ক্ষ্যমিতি মরকতম্। + ভিদুরমিতি বজ্রম্।

গ্রহের প্রীতিপ্রদ। পদ্মরাগ (মাণিক্য), পুষ্প-রাগ, প্রবাল, মুক্তা, মরকত, হীরক, নীলমণি, গোমেদক ও বৈদূর্য্য এই সকল মণি যথাক্রমে ইষ্টসিদ্ধির জন্য মুদ্রাধারণে প্রশস্ত ॥ ৪—৬

রসে রসায়নে দানে ধারণে দেবতার্চ্চনে।
সুলক্ষাণি সুজাতীনি রত্নান্যুক্তানি সিদ্ধয়ে ॥ ৭ ॥

এই সমস্ত রত্ন সুলক্ষণ ও সুজাত হইলেই তাহারা রসক্রিয়ায়, রসায়ন কার্য্যে, দানে, ধারণে ও দেবপূজায় সিদ্ধিপ্রদ হয় ॥ ৭

অথ মাণিক্যম্।

মাণিক্যং পদ্মরাগাখ্যং দ্বিতীয়ং নীলগন্ধি চ।
কুশেশয়দলচ্ছায়ং স্বচ্ছং স্নিগ্ধং মহৎস্ফুটম্ ॥ ৮ ॥
বৃত্তায়তং সমং গাত্রং * মাণিক্যং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥ ৯
নীলং গঙ্গাম্বুসংভূতং নীলগর্ভারুণচ্ছবি।
পূর্ব্বমাণিক্যবচ্ছ্রেষ্ঠমাণিক্যং নীলগন্ধি তৎ ॥ ১০ ॥

মাণিক্য দুই প্রকার; পদ্মরাগ ও নীল গন্ধি। পদ্মদলের ন্যায় যাহার কান্তি এবং যাহা স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ ও অতিশয় উজ্জ্বল, তাহাই পদ্মরাগ। বৃত্ত, আয়ত, সম ও স্থূল পদ্মরাগ উৎকৃষ্ট। আর যাহা গঙ্গাম্বু হইতে উৎপন্ন এবং নীলগর্ভ-রক্তবর্ণ, তাহাই নীলগন্ধি মাণিক্য। ইহাও পদ্মরাগের ন্যায় বৃত্তাদি গুণ-বিশিষ্ট হইলেই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮—১০

রন্ধ্রকার্কশ্যমালিন্যরৌক্ষ্যাবৈশদ্যসংযুতম্।
চিপিটং লঘু বক্রঞ্চ মাণিক্যং দুষ্টমষ্টধা ॥ ১১ ॥

রন্ধ্রযুক্ত, কর্কশ, মলিন, রুক্ষ, অস্বচ্ছ, চিপিট (চ্যাপ্টা), লঘু (হাল্কা) ও বক্র এই আট প্রকার মাণিক্য দূষিত ॥ ১১

মাণিক্যং দীপনং বৃষ্যং কফবাতক্ষয়ার্ত্তিনুৎ।
ভূতবেতালপাপঘ্নং কর্ম্মজব্যাধিনাশনম্ ॥ ১২ ॥

মাণিক্য অগ্নির উদ্দীপক, বৃষ্য, কফবাত-নাশক, ক্ষয়রোগ নিবারক এবং ভূত, বেতাল, পাপ ও কর্ম্মজ ব্যাধি সমূহের শান্তি-কারক ॥ ১২

* গাত্রমিতি স্থূলম্।

অথ মৌক্তিকম্।

হ্লাদি শ্বেতং লঘু স্নিগ্ধং রশ্মিবন্নির্ম্মলং মহৎ।
খ্যাতং তোয়প্রভং বৃত্তং মৌক্তিকং নবধা শুভম্ ॥ ১৩ ॥

আহ্লাদজনক, শ্বেতবর্ণ, লঘু, স্নিগ্ধ, কিরণ বিশিষ্ট, নির্ম্মল, বৃহৎ, জলবিম্ববৎ ও গোলাকার এই নয় প্রকার গুণযুক্ত মৌক্তিক শুভজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৩

মুক্তাফলং লঘু হিমং মধুরঞ্চ কান্তি-
দৃষ্ট্যগ্নিপুষ্টিকরণং বিষহারি ভেদি।
বীর্য্যপ্রদং জলনিধেৰ্জ্জনিতা চ শুক্তি-
দীপ্তা চ পক্তিরুজমাশু হরেদবশ্যম্ ॥ ১৪ ॥

মুক্তা লঘু, শীতল, মধুররস, কান্তিবর্দ্ধক, দৃষ্টিশক্তির উৎকর্ষজনক, অগ্নিদীপ্তিকর, পুষ্টিজনক, বিষনাশক, বিরেচক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। সমুদ্র হইতে যে শুক্তি জন্মে, তাহা উজ্জ্বল এবং পরিণাম শূলের অচিরাৎ শান্তিকারক ॥ ১৪

কৃষ্ণাঙ্গং নির্জ্জলং শ্যাবং তাম্রাভং লবণোপমম্।
অর্দ্ধশুভ্রঞ্চ বিকটং গ্রন্থিলং মৌক্তিকং ত্যজেৎ ॥ ১৫ ॥

যে মুক্তা কৃষ্ণাঙ্গ, শুষ্কবৎ, শ্যাববর্ণ তাম্রাভ, লবণ সদৃশ, অর্দ্ধাংশে শুভ্র, বিকটাকার অথবা গ্রন্থিবিশিষ্ট, সেই সমস্ত মুক্তা পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫

কফপিত্তক্ষয়ধ্বংসি কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যনুৎ।
পুষ্টিদং বৃষ্যমায়ুষ্যং দাহঘ্নং মৌক্তিকং মতম্ ॥ ১৬ ॥

মুক্তা, কফ পিত্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক, কাস শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক, পুষ্টিজনক, শুক্র-বর্দ্ধক, আয়ুর্বর্দ্ধক এবং দাহ শান্তি কারক ॥ ১৬

অথ প্রবালম্।

পক্কবিম্বফলচ্ছায়ং বৃত্তায়তমবক্রকম্।
স্নিগ্ধমব্রণকং স্থূলং প্রবালং সপ্তধা শুভম্ ॥ ১৭ ॥

পক্কবিম্ব ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, বৃত্ত ও দীর্ঘাকৃতি, অবক্র, স্নিগ্ধ, অক্ষত ও স্থূল এই সাত প্রকার প্রবাল শুভফলপ্রদ ॥ ১৭

পাণ্ডুরং ধূসরং সূক্ষ্মং সব্রণং কণ্ডরান্বিতম্।
নির্ভারং শুভ্রবর্ণঞ্চ প্রবালং নেষ্যতেঽষ্টধা ॥ ১৮ ॥

পাণ্ডু বা ধূসর বর্ণ, সূক্ষ্ম, ক্ষতবিশিষ্ট, কণ্ডরার ন্যায় কোটর অথবা অর্ব্বুদ বিশিষ্ট, ভারশূন্য ও তাম্রবর্ণ, এই আট প্রকার প্রবাল প্রশস্ত নহে ॥ ১৮

ক্ষয়পিত্তাস্রকাসঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।
বিষভূতাদিশমনং বিদ্রুমং নেত্ররোগনুৎ ॥ ১৯ ॥

প্রবাল অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘু, ক্ষয়, পিত্ত, রক্ত ও কাস রোগ নাশক, বিষদোষ ও ভূতাবেশ নিবারক এবং নেত্ররোগের শান্তিকারক ॥ ১৯

অথ তার্ক্ষ্যম্।

হরিদ্বর্ণং গুরু স্নিগ্ধং স্ফুরদ্রশ্মিচয়ং শুভম্।
মসৃণং ভাস্বরং তার্ক্ষ্যং গাত্রং সপ্তগুণং মতম্ ॥ ২০ ॥
কপিলং কর্কশং নীলং পাণ্ডু কৃষ্ণঞ্চ লাঘবম্।
চিপিটং বিকটং কৃষ্ণং রুক্ষং তার্ক্ষ্যং ন শস্যতে ॥ ২১ ॥
জ্বরচ্ছর্দ্দিবিষশ্বাসসন্নিপাতাগ্নিমান্দ্যনুৎ।
দুর্নামপাণ্ডুশোফঘ্নং তার্ক্ষ্যমোজোবিবর্দ্ধনম্ ॥ ২২ ॥

হরিদ্বর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, কিরণবিশিষ্ট, মসৃণ, উজ্জ্বল ও স্থূল এই সপ্ত গুণবিশিষ্ট মরকত মণি প্রশস্ত। যে মরকত কপিল নীল পাণ্ডু বা কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ, লঘু, চিপিট (চ্যাপ্টা), বিকট ও রুক্ষ, তাহা অপ্রশস্ত। মরকত মণি জ্বর, বমি, বিষদোষ, শ্বাস, সন্নিপাত, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, পাণ্ডু ও শোথরোগের উপশমকারক এবং ইহা ওজোবৃদ্ধিকর ॥ ২০—২২

অথ পুষ্পরাগঃ।

পুষ্পরাগং গুরু স্বচ্ছং স্নিগ্ধং স্থূলং সমং মৃদু।
কর্ণিকারপ্রসূনাভং মসৃণং শুভমষ্টধা ॥ ২৩ ॥
নিষ্প্রভং কর্কশং রুক্ষং পীতং শ্যামং নতোন্নতম্।
কপিশং কপিলং পাণ্ডু পুষ্পরাগং পরিত্যজেৎ ॥ ২৪ ॥
পুষ্পরাগং বিষচ্ছর্দ্দিকফবাতাগ্নিমান্দ্যনুৎ।
দাহকুষ্ঠাস্রশমনং দীপনং পাচনং লঘু ॥ ২৫ ॥

গুরু, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, স্থূল, সমগাত্র, মৃদু, মসৃণ এবং কর্ণিকার কুসুমের ন্যায় পীতবর্ণ, এই অষ্টবিধ গুণযুক্ত পুষ্পরাগ মণি শুভজনক। পীত, শ্যাম, কপিশ, কপিল বা পাণ্ডুবর্ণ, প্রভাহীন, কর্কশ, রুক্ষ ও অসমগাত্র পুষ্পরাগ পরিত্যাগ করিবে। পুষ্পরাগ অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘুপাক এবং বিষদোষ, বমন, কফ, বায়ু, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, কুষ্ঠ ও রক্তদোষের উপশমকারক ॥ ২৩—২৫

অথ বজ্রম্।

বজ্রঞ্চ ত্রিবিধং প্রোক্তং নরো নারী নপুংসকম্।
পূর্ব্বং পূর্ব্বমিহ শ্রেষ্ঠং রসবীর্য্যবিপাকতঃ ॥ ২৬ ॥

পুং, স্ত্রী ও নপুংসক ভেদে বজ্র (হীরক) তিন প্রকার। রস বীর্য্য ও বিপাকে ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ নপুংসক অপেক্ষা স্ত্রী এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুংজাতীয় হীরক শ্রেষ্ঠ ॥ ২৬

অষ্টাস্রং বাঽষ্টফলকং ষট্‌কোণমতিভাস্বরম্।
অম্বুদেন্দ্রধনুর্বারিতরং পুংবজ্রমুচ্যতে ॥ ২৭ ॥
তদেব চিপিটাকারং স্ত্রীবজ্রং বর্ত্তুলায়তম্।
বর্ত্তুলং কুণ্ঠকোণাগ্রং কিঞ্চিদ্‌গুরু নপুংসকম্ ॥ ২৮ ॥

অষ্টকোণ অষ্টফলক বা ষট্‌কোণযুক্ত, অতিশয় দীপ্তি বিশিষ্ট এবং মেঘ, ইন্দ্রধনু অথবা স্বচ্ছ জলের ন্যায় আভা বিশিষ্ট হীরককে পুং-জাতীয় কহে। যাহা বর্ত্তুলাকার, দীর্ঘ ও চিপিটাকার (চ্যাপ্টা), তাহা স্ত্রী-জাতীয়। আর যাহা বর্ত্তুলাকার কিন্তু কোণাগ্রে সঙ্কুচিত এবং কিঞ্চিৎ গুরু, তাহাই নপুংসক-জাতীয় হীরক ॥ ২৭।২৮

স্ত্রীপুংনপুংসকং বজ্রং যোজ্যং স্ত্রীপুংনপুংসকে।
ব্যত্যাসান্নৈব ফলদং পুংবজ্রেণ বিনা ক্বচিৎ ॥ ২৯ ॥

স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসক ব্যক্তিকে যথাক্রমে স্ত্রী জাতীয়, পুংজাতীয় ও নপুংসক জাতীয় হীরক প্রয়োগ করিবে। পুংজাতীয় হীরক ভিন্ন অপর কোন হীরক এই নিয়মের ব্যতিক্রম

করিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহা ফলপ্রদ হয় না। অর্থাৎ পুংজাতীয় হীরক স্ত্রী পুরুষ নপুংসক সকলের পক্ষেই উপকারী ॥ ২৯

শ্বেতাদিবর্ণভেদেন তদেকৈকং চতুর্ব্বিধম্।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রং স্বস্ববর্ণফলপ্রদম্ ॥ ৩০ ॥
উত্তমোত্তমবর্ণং হি নীচবর্ণফলপ্রদম্।
ন্যায়োঽয়ং ভৈরবেণোক্তঃ পদার্থেষখিলেষপি ॥ ৩১

এই ত্রিবিধ হীরক প্রত্যেকেই আবার শ্বেতাদি বর্ণ ভেদে চতুর্বিধ। সেই চতুর্ব্বিধ বিভাগ বর্ণভেদানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হয়; অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ জাতীয়, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণ বর্ণ শূদ্রজাতীয়। এই সকলের মধ্যে নীচ বর্ণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর উত্তম জাতীয় হীরক অধিক ফলপ্রদ। দেবাদিদেব ভৈরব এই উচ্চনীচ ন্যায়ানুসারে নিখিল পদার্থেরই গুণ দোষ নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছেন ॥ ৩০।৩১

আয়ুঃপ্রদং ঝটিতি সদ্‌গুণদং চ বৃষ্যং
দোষত্রয়প্রশমনং সকলাময়ঘ্নম্।
সূতেন্দ্রবন্ধবধসদ্‌গুণকৃৎ সুদীপি
মৃত্যুঞ্জয়ং তদমৃতোপমমেব বজ্রম্ ॥ ৩২ ॥

হীরক আয়ুর্বর্দ্ধক, শীঘ্র সদ্‌গুণপ্রদ, বৃষ্য, ত্রিদোষের শান্তিকারক, সকল রোগ নাশক, পারদের বন্ধন জারণ ও গুণোৎকর্ষ সম্পাদক, উদ্দীপক, মৃত্যুনিবারক এবং অমৃতবৎ উপকারক ॥ ৩২

গৌরত্রাসশ্চ বিন্দুশ্চ রেখা চ জলগর্ভতা
সর্ব্বরত্নেষমী পঞ্চ দোষাঃ সাধারণা মতাঃ ॥
ক্ষেত্রতোয়ভবা দোষা রত্নেষু ন লগন্তি তে ॥ ৩৩ ॥

সকল রত্নেরই পাঁচটি সাধারণ দোষ আছে; যথা গৌর, ত্রাস, বিন্দু, রেখা ও জল-গর্ভতা ক্ষেত্র ও জলজাত এই সকল দোষ রত্নে সংলগ্ন হয় না ॥ ৩৩

কুলত্থকাথকে স্বিন্নং কোদ্রবক্বথিতেন বা ॥ ৩৪ ॥
একযামাবধি স্বিন্নং বজ্রং শুধ্যতি নিশ্চিতম্।
বজ্রং মৎকুণরক্তেন চতুর্ব্বারং বিভাবিতম্ ॥ ৩৫ ॥
সুগন্ধিমৃত্তিকামাংসৈর্বর্ত্তিতৈর্ম'ষ্ট' বেষ্টয়েৎ।
পুটেৎ পুটৈর্বরাহাখ্যৈস্ত্রিংশদ্বারাং ততঃ পরম্ ॥ ৩৬ ॥
ধ্মাত্বা ধ্মাত্বা শতং বারান্ কুলত্থকাথকে ক্ষিপেৎ।
অন্যৈরুক্তঃ শতং বারান্ কর্ত্তব্যোঽয়ং বিধিক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
কুলত্থকাথসংযুক্তলকুচদ্রবপিষ্টয়া।
শিলয়া লিপ্তমুষায়াং বজ্রং ক্ষিপ্ত্বা নিরুধ্য চ ॥ ৩৮ ॥
অষ্টবারং পুটেৎ সম্যগ্বিশুষ্কৈশ্চ বনোপলৈঃ।
শতবারং ততো ধ্মাত্বা নিক্ষিপ্তং শুদ্ধপারদে ॥
নিশ্চিতং ম্রিয়তে বজ্রং ভস্ম বারিতরং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥
সত্যবাক্ সোমসেনানীরেতদ্বজ্রস্য মারণং।
দৃষ্টপ্রত্যয়সংযুক্তমুক্তবান্ রসকৌতুকী ॥ ৪০ ॥

কুলত্থের কাথ অথবা কোদ্রব (কোদ ধান্যের) কাথ সহ এক প্রহর পর্য্যন্ত স্বিন্ন করিলে হীরক শোধিত হয়। মৎকুণের (ছারপোকার) রক্ত দ্বারা চারিবার হীরককে ভাবনা দিবে, তৎপরে ছুঁচোর মাংস দ্বারা সেই হীরক বেষ্টিত করিয়া বরাহপুটে ত্রিশবার পুট দিবে। কেহ কেহ বলেন, ইহার পর শতবার আধ্মাপিত করিয়া প্রতিবারেই কুলত্থকাথে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। অতঃপর কুলত্থের কাথ ও মান্দারের রসসহ মনঃশিলা পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা মূষার মধ্যভাগ লিপ্ত করিবে এবং সেই মূষা মধ্যে হীরক রুদ্ধ করিয়া আটবার শুষ্ক ঘুঁটে দ্বারা পুটপাক করিবে। তারপর আবার তাহা শতবার আধ্মাপিত করিয়া প্রতিবারে শোধিত পারদে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে বারিতর হীরক ভস্ম প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ এই হীরক ভস্ম জলে ফেলিলে ভাসিতে থাকে। সত্যবাদী ও রসকৌতুকী সোমসেনানী, হীরকের এইরূপ দৃষ্টফল মারণ প্রক্রিয়ার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩৪—৪০

বিলিপ্তং মৎকুণস্যাস্রে সপ্তবারং বিশোষিতম্ ॥ ৪১ ॥
কাসমর্দ্দরসাপূর্ণে লোহপাত্রে নিবেশিতম্।
সপ্তবারং পরিধ্মাতং বজ্রভস্ম ভবেৎ খলু ॥ ৪২ ॥
ব্রহ্মজ্যোতির্মুনীন্দ্রেণ ক্রমোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ।
নীলজ্যোতির্ভাকন্দে ঘৃষ্টং ঘর্ম্মে বিশোষিতম্ ॥ ৪৩ ॥
বজ্রং ভস্মত্বমায়াতি কর্ম্মবজ্জ্ঞানবহ্নিনা।
মদনস্য ফলোদ্ভূতরসেন ক্ষৌণিনাগকৈঃ ॥ ৪৪ ॥

কৃতকল্কেন সংলিপ্য পুটৈর্বিংশতিবারকম্ ।
বজ্রচূর্ণং ভবেদ্বর্ষ্যং যোজয়েচ্চ রসাদিষু ॥ ৪৫ ॥

হীরকে মৎকুণের (ছারপোকার) রক্ত সাতবার লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে সাতবার আধ্মাপিত করিয়া লৌহ পাত্রে কাস-মর্দ্দ রসের মধ্যে নিমজ্জিত করিলে, হীরক ভস্ম হইয়া যায়। মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্যোতিঃ এইরূপ হীরক ভস্ম করিবার প্রক্রিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জ্ঞান-বহ্নি দ্বারা কর্ম্মবন্ধন যেরূপ ভস্ম হইয়া যায়, সেইরূপ হীরক নীল জ্যোতিষ্মতী (লতাকটুকী) লতার কন্দ-রস সহ মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শোষণ পূর্ব্বক দগ্ধ করিলে তাহা ভস্মরূপে পরিণত হয়। মদন-ফলের রস ও সীসক চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেই কল্ক হীরকে লেপন করিবে এবং ক্রমশঃ বিংশতিবার পুটপাক করিবে। এইরূপে উৎ-কৃষ্ট হীরক চূর্ণ প্রস্তুত হয়। সেই চূর্ণ রস-ক্রিয়ায় প্রয়োগ করা যায় ॥ ৪১—৪৫

তদ্বজ্রং চূর্ণয়িত্বাঽথ কিঞ্চিট্টঙ্কণসংযুতম্ ।
খরভূনাগসত্ত্বেন বিংশেনাবর্ত্ততে ধ্রুবম্ ।
তুল্যস্বর্ণেন তদ্ধ্মাতং যোজনীয়ং রসাদিষু ॥ ৪৬ ॥

এই নিয়মে হীরকচূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ সোহাগা মিশ্রিত করিবে এবং বিংশতি-ভাগ সীসক সত্ত্ব মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত সমপরিমিত স্বর্ণ মিশাইবে ও আধ্মাত করিবে। এইরূপে হীরক ভস্ম প্রস্তুত হইলে, তাহা রস-ক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে ॥ ৪৬

ত্রিগুণেন রসেনৈব সংমর্দ্দ্য গুটিকীকৃতম্ ।
মুখে ধৃতং করোত্যাশু চলদন্তবিবন্ধনম্ ॥ ৪৭ ॥

এই হীরক ভস্ম তিন গুণ পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুটিকা করিবে, সেই গুটিকা মুখে ধারণ করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয় ॥ ৪৭

ত্রিংশদ্ভাগমিতং হি বজ্রভসিতং স্বর্ণং কলাভাগিকং
তারং চাষ্টগুণং সিতামৃতবরং রুদ্রাংশকং চাভ্রকম্ ।
পাদাংশং খলু তাপ্যকং বসুগুণং বৈক্রান্তকং ষড়্গুণং
ভাগোঽপুক্তরসে রসোঽয়মুদিতঃ ষাড়্গুণ্যসংসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮

হীরক ভস্ম ৩০ ত্রিশ ভাগ, স্বর্ণ ভস্ম ১ এক ভাগ, রৌপ্য ৮ আট ভাগ, পারদ ১১ একা-দশ ভাগ, অভ্র ১ এক ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৮ আট (মতান্তরে ৯) ভাগ, বৈক্রান্ত ৬ ছয় ভাগ; এই ছয়টি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে পারদের ষাড়্গুণ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৮

অথ নীলম্ ।

জলনীলেন্দ্রনীলঞ্চ শক্রনীলং তয়োর্ব্বরম্ ।
শ্বৈত্যগর্ভিতনীলাভং লঘু তজ্জলনীলকম্ ॥ ৪৯ ॥
কার্ষ্ণ্যগর্ভিতনীলাভং সভারং শক্রনীলকম্ ॥ ৫০ ॥

নীলমণি দুই প্রকার; জলনীল ও ইন্দ্র-নীল। ইহার মধ্যে ইন্দ্রনীল মণিই শ্রেষ্ঠ। যে নীলমণির গর্ভে শ্বেত আভা দৃষ্ট হয় এবং যাহা লঘু, তাহাই জলনীল। আর যাহার গর্ভে কৃষ্ণ আভা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা ভারবিশিষ্ট, তাহাই ইন্দ্রনীল ॥ ৪৯।৫০

একচ্ছায়ং গুরু স্নিগ্ধং স্বচ্ছং পিণ্ডিতবিগ্রহম্ ।
মৃদু মধ্যে লসজ্জ্যোতিঃ সপ্তধা নীলমুত্তমম্ ॥ ৫১ ॥
* কোমলং + বিহিতং রুক্ষং নির্ভারং রক্তগন্ধি চ ।
চিপিটাভঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ জলনীলং চ সপ্তধা ॥ ৫২ ॥
শ্বাসকাসহরং বৃষ্যং ত্রিদোষঘ্নং সুদীপনম্ ।
বিষমজ্বরদুর্নামপাপঘ্নং নীলমীরিতম্ ॥ ৫৩ ॥

একবর্ণবিশিষ্ট, গুরু, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, পিণ্ডাকৃতি, মৃদু ও মধ্যদেশে জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট, এই সাত প্রকার নীলরত্ন উৎকৃষ্ট। জলনীলমণিও সাত প্রকার; যথা—কোমল অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ, বিহিত (অর্দ্ধাংশে একবর্ণ ও অর্দ্ধাংশে পঞ্চবর্ণ), রুক্ষ, ভারশূন্য, রক্তগন্ধযুক্ত, চিপিট (চ্যাপ্টা), ও সূক্ষ্ম। নীলমণি—শ্বাস-কাসনাশক, বৃষ্য, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং বিষমজ্বর, অর্শঃ ও পাপ নিবারক ॥ ৫১—৫৩

---

* কোমলমিতি পঞ্চবর্ণম্ ।
+ বিহিতমিত্যর্দ্ধভাগেন সম্পূর্ণবর্ণমর্দ্ধেন কোমলম্ ।

অথ গোমেদঃ।

গোমেদঃসমরাগত্বাদ্‌গোমেদং রত্নমুচ্যতে।
সুস্বচ্ছগোজলচ্ছায়ং স্বচ্ছং স্নিগ্ধং সমং গুরু।
নির্দ্দলং মসৃণং দীপ্তং গোমেদং শুভমষ্টধা ॥ ৫৪ ॥
বিচ্ছায়ং লঘু রুক্ষাঙ্গং চিপিটং পটলান্বিতম্‌।
নিষ্প্রভং পীতকাচাভং গোমেদং ন শুভাবহম্‌ ॥ ৫৫ ॥

গোমেদঃ মণির বর্ণ গোমেদের ন্যায়, এই জন্য তাহাকে গোমেদঃ বলা হয়। স্বচ্ছ গোমূত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, সমগাত্র, গুরু, স্তর-হীন, মসৃণ ও উজ্জ্বল, এই আট প্রকার গুণযুক্ত গোমেদঃ মণি শুভফলপ্রদ। বিকৃতবর্ণ, লঘু, রুক্ষ, চিপিট (চ্যাপটা), ত্বকের ন্যায় আবরণ যুক্ত, প্রভাহীন ও পীত কাচের ন্যায় বর্ণযুক্ত গোমেদঃ শুভজনক নহে ॥ ৫৪।৫৫

গোমেদং কফপিত্তঘ্নং ক্ষয়পাণ্ডুক্ষয়ঙ্করম্‌।
দীপনং পাচনং রুচ্যং ত্বচ্যং বুদ্ধিপ্রবোধনম্‌ ॥ ৫৬ ॥

গোমেদঃ মণি, কফ-পিত্তনাশক, ক্ষয় ও পাণ্ডুরোগ নিবারক এবং অগ্নির উদ্দীপক, পাচক, রুচিকর, ত্বকের হিতকর ও বুদ্ধি বর্দ্ধক ॥ ৫৬

অথ বৈদূর্য্যম্‌।

বৈদূর্য্যং শ্যামশুভ্রাভং সমং স্বচ্ছং গুরু স্ফুটম্‌।
ভ্রমচ্ছুভ্রোত্তরীয়েণ গর্ভিতং শুভমীরিতম্‌ ॥ ৫৭ ॥
শ্যামং তোয়সমচ্ছায়ং চিপিটং লঘুকর্কশম্‌।
রক্তগর্ভোত্তরীয়ঞ্চ বৈদূর্য্যং নৈব শস্যতে ॥ ৫৮ ॥

যে বৈদূর্য্য মণি শুভ্রের আভাযুক্ত শ্যামবর্ণ, সমগাত্র, স্বচ্ছ, গুরু ও উজ্জ্বল এবং যাহার মধ্যভাগে শুভ্র উত্তরীয়বৎ পদার্থ ঘূর্ণিত হইতেছে বোধ হয়, তাহাই শুভজনক বলিয়া কীর্ত্তিত। আর জলবৎ শ্যামবর্ণ, চিপিট, লঘু, কর্কশ এবং যাহার ভিতর রক্তবর্ণ উত্তরীয়বৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রশস্ত নহে ॥ ৫৭।৫৮

বৈদূর্য্যং রক্তপিত্তঘ্নং প্রজ্ঞায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্‌।
পিত্তপ্রধানরোগঘ্নং দীপনং মলমোচনম্‌ ॥ ৫৯ ॥

বৈদূর্য্য মণি রক্তপিত্তনাশক, প্রজ্ঞা, আয়ুঃ ও বলের বৃদ্ধি কারক, পিত্ত প্রধান রোগ নিবারক, অগ্নির উদ্দীপক ও মলনাশক ॥ ৫৯

অথ রত্নশুদ্ধিঃ।

শুধ্যত্যম্লেন মাণিক্যং জয়ন্ত্যা মৌক্তিকং তথা।
বিদ্রুমং ক্ষারবর্গেণ তার্ক্ষ্যং গোদুগ্ধকৈস্তথা ॥ ৬০ ॥
পুষ্পরাগঞ্চ সন্ধানৈঃ কুলত্থক্বাথসংযুতৈঃ।
তণ্ডুলীয়জলৈর্ব্বজ্রং নীলং নীলীরসেন চ ॥ ৬১ ॥
রোচনাভিশ্চ গোমেদং বৈদূর্য্যং ত্রিফলাজলৈঃ ॥ ৬২ ॥

অম্লদ্রব্য দ্বারা মাণিক্য, জয়ন্তীপত্রের রস দ্বারা মুক্তা, ক্ষারবর্গ দ্বারা বিদ্রুম, গো-দুগ্ধ দ্বারা মরকত, কুলত্থকাথ মিশ্রিত মদ্য বা কাঁজি দ্বারা পুষ্পরাগ, তণ্ডুলীয় (কাঁটানটে) রস দ্বারা হীরক, নীলবৃক্ষের রস দ্বারা নীলমণি, গোরোচনা দ্বারা গোমেদ এবং ত্রিফলার জল দ্বারা বৈদূর্য্য মণি শোধিত হয় ॥৬০—৬২

অথ রত্নভস্মক্রমঃ।

লকুচদ্রাবসংপিষ্টৈঃ শিলাগন্ধকতালকৈঃ।
বজ্রং বিনাঽন্যরত্নানি ম্রিয়ন্তেঽষ্টপুটৈঃ খলু ॥ ৬৩ ॥

মান্দারের রস এবং মনঃশিলা গন্ধক ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া আটবার পুট দিলে, হীরক ব্যতীত অন্যান্য রত্ন সকল ভস্ম হইয়া যায় ॥ ৬৩

রামঠং পঞ্চলবণং ক্ষারাণাং ত্রিতয়ং তথা।
মাংসদ্রবোঽম্লবেতশ্চ চুল্লিকালবণং তথা ॥ ৬৪ ॥
স্থূলং কুম্ভীফলং পঙ্কং তথা জ্বালামুখী শুভা।
দ্রবন্তী চ রুদন্তী চ পয়স্যা চিত্রমূলকম্‌ ॥ ৬৫ ॥
দুগ্ধং স্নুগাস্তথার্কস্য সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
গোলং বিধায় তন্মধ্যে প্রক্ষিপেত্তদনন্তরম্‌ ॥ ৬৬ ॥
গুণবন্নবরত্নানি জাতিমন্তি শুভানি চ।
ভূর্জ্জেণ গোলকং কৃত্বা সূত্রেণাবেষ্ট্য যত্নতঃ ॥ ৬৭ ॥
পুনর্ব্বস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য দোলাযন্ত্রে নিধায় চ।
সর্ব্বাম্লযুক্তসন্ধানপরিপূর্ণঘটোদরে ॥ ৬৮ ॥
অহোরাত্রত্রয়ং যাবৎ স্বেদয়েত্তীব্রবহ্নিনা।
তস্মাদাহৃত্য সংক্ষাল্য রত্নজাং দ্রুতিমাহরেৎ।
রত্নতুল্যপ্রভা লঘ্বী দেহলোহকরী শুভা ॥ ৬৯ ॥

হিং, পঞ্চ লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, মাংস দ্রব (অম্লবেতস বিশেষ), অম্লবেতস, চুলিকা লবণ, পক্ক জয়পাল ফল, ভল্লাতক, দ্রবন্তী, রুদন্তীলতা, ক্ষীরবিদারী, চিতামূল এবং মনসাসীজের আঠা ও আকন্দের আঠা, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া তাহার একটি গোলক করিবে এবং সেই গোলকের মধ্যে নির্দোষ ও শুভ ফলপ্রদ সুজাত রত্ন সমূহ নিহিত করিবে; তৎপরে সেই গোলকের উপর ভূর্জ্জপত্র জড়াইয়া সূত্র দ্বারা তাহা বান্ধিবে; পুনর্ব্বার তাহার উপর বস্ত্র বেষ্টন করিয়া, সমুদায় অম্ল দ্রব্য ও কাঁজি পূর্ণ হাঁড়ীতে দোলা যন্ত্রে পাক করিবে। তিন অহোরাত্র পর্য্যন্ত তীব্র অগ্নিতে স্বিন্ন করিয়া রত্ন সমূহ ধৌত করিয়া লইবে। অতঃপর তাহা পুটপক্ক করিয়া সেই রত্নের ভস্ম গ্রহণ করিবে। রত্ন-ভস্ম রত্নের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট, লঘু, দেহের দৃঢ়তা জনক এবং বিবিধ শুভফলপ্রদ ॥ ৬৪—৬৯

মুক্তাচূর্ণন্তু সপ্তাহং বেতসাম্লেন মর্দ্দিতম্ ॥ ৭০ ॥
জম্বীরোদরমধ্যে তু ধান্যরাশৌ বিনিক্ষিপেৎ।
সপ্তাহাদুদ্ধৃতং চৈব পুটং দত্ত্বা দ্রুতিং হরেৎ ॥ ৭১ ॥

মুক্তা চূর্ণ অম্ল বেতসের সহিত এক সপ্তাহ মর্দ্দনপূর্ব্বক জামীরের মধ্যে নিহিত করিয়া, ধান্য রাশির মধ্যে তাহা রাখিয়া দিবে। সপ্তাহের পর তাহা হইতে বাহির করিয়া পুটপাক করিলে তাহার ভস্ম প্রস্তুত হয় ॥ ৭০।৭১

বজ্রবল্ল্যন্তরস্থং কৃত্বা বজ্রং নিরোধয়েৎ।
অম্লভাণ্ডগতং স্বেদ্যং সপ্তাহাদ্দ্রবতাং ব্রজেৎ ॥ ৭২ ॥

বজ্রবল্লীর (হাড়যোড়া) মধ্যে হীরক নিহিত করিয়া, অম্ল দ্রব্য পূর্ণ ভাণ্ডে সপ্তাহ কাল স্বিন্ন করিবে। তৎপরে পুটপাক করিলেই হীরক ভস্মরূপে পরিণত হয় ॥ ৭২

অথ বৈক্রান্তম্।

শ্বেতবর্ণং তু বৈক্রান্তমম্লবেতসভাবিতম্।
সপ্তাহান্নাত্র সন্দেহঃ পরঘর্ম্মে দ্রবত্যসৌ ॥ ৭৩ ॥
কেতকীস্বরসং গ্রাহ্যং সৈন্ধবং স্বর্ণপুষ্পিকা।
ইন্দ্রগোপকসংযুক্তং সর্ব্বং ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৭৪ ॥
সপ্তাহং স্বেদয়েত্তস্মিন্ বৈক্রান্তং দ্রবতাং ব্রজেৎ।
লোহাষ্টকে তথা বজ্রবাপনাৎ স্বেদনাদ্ দ্রুতিঃ ॥ ৭৫ ॥
জায়তে নাত্র সন্দেহো যোগস্যাস্য প্রভাবতঃ।
কুরুতে যোগরাজোঽয়ং রত্নানাং দ্রাবণং পরম্ ॥ ৭৬ ॥

শ্বেত বর্ণ বৈক্রান্ত অম্লবেতসের রসে ভিজাইয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপে এক সপ্তাহ কাল ভাবনা দিতে হইবে তৎপরে কেতকীর স্বরস, সৈন্ধব লবণ, স্বর্ণপুষ্পী (স্বর্ণযূথী বা বিষলাঙ্গলিয়া) ও ইন্দ্রগোপ কীট এই সকল দ্রব্য একটি হাঁড়ীতে রাখিয়া সই হাঁড়ীর মধ্যে দোলাযন্ত্রে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৈক্রান্ত স্বিন্ন করিবে। এইরূপে বৈক্রান্ত ভস্ম প্রস্তুত হয়। অষ্টবিধ ধাতুতে হীরক প্রক্ষেপ দিয়া স্বিন্ন করিলে, সেই যোগ-প্রভাবে তাহাও নিশ্চিত দ্রবীভূত হয় ॥ ৭৩—৭৬

কুসুম্ভতৈলমধ্যে তু সংস্থাপ্যা দ্রুতয়ঃ পৃথক্।
তিষ্ঠন্তি চিরকালন্তু প্রাপ্তে কার্য্যে নিযোজয়েৎ ॥ ৭৭

রত্নভস্ম কুসুম্ভবীজের তৈল মধ্যে রাখিলে, তাহা চিরকাল অবিকৃত থাকে। ঐ রূপে রত্ন ভস্ম রাখিয়া প্রয়োজন কালে তাহা ব্যবহার করিবে ॥ ৭৭

সূর্য্যাদিগ্রহনিগ্রহাপহরণং দীর্ঘায়ুরারোগ্যদং
সৌভাগ্যোদয়ভাগ্যবৃদ্ধিবিভবোৎসাহপ্রদং ধৈর্য্যকৃৎ।
দুশ্ছায়াচলধূলিসঙ্গতিভবালক্ষ্মীহরং সর্ব্বদা
রত্নানাং পরিধারণং নিগদিতং ভূতাদিনির্নাশনম্ ॥ ৭৮ ॥
ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে রত্নানাং শুদ্ধ্যাদিনিরূপণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

রত্ন ধারণ করিলে, সূর্য্যাদি গ্রহের নিগ্রহ নিবারিত হয়, দীর্ঘায়ুঃ ও আরোগ্য লাভ হয়, সৌভাগ্য জন্মে, ভাগ্যাধীন বিভব ও উৎসাহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ধৈর্য্য বৃদ্ধি হয়, এবং কান্তিহীনতা ও প্রস্তর ধূলি প্রভৃতির সংসর্গ-জনিত অলক্ষ্মী নাশ ও ভূতাদি নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ৭৮

ইতি রত্নশুদ্ধি-নিরূপণ নামক চতুর্থ অধ্যায়

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

—:o:—

অথ লোহানি।

শুদ্ধং লোহং কনকরজতং ভানুলোহাশ্মসারং
পূতীলোহং ত্রিতয়মুদিতং নাগবঙ্গাভিধানম্।
মিশ্রং লোহং ত্রিতয়মুদিতং পিত্তলং কাংস্যবর্ত্তং
ধাতুর্লোহো লুহ ইতি মতঃ সোঽপি তদ্বার্থবাচী॥ ১॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, অশ্মসার লৌহ (তীক্ষ্ণ লৌহ), মুণ্ড লৌহ, সীসক ও বঙ্গ, এই আট প্রকার ধাতু শুদ্ধ ধাতু। পিত্তল, কাংস্য ও বর্ত্তলৌহ এই তিন প্রকার ধাতু মিশ্র ধাতু। ধাতু, লৌহ ও লুহ এই তিনটি শব্দ একার্থবাচী॥ ১

অথ স্বর্ণম্।

প্রাকৃতং সহজং বহ্নিসংভূতং খনিসম্ভবম্।
রসেন্দ্রবেধসঞ্জাতং স্বর্ণং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥ ২॥

স্বর্ণ পাচ প্রকার; প্রাকৃত, সহজ, অগ্নি-সম্ভূত, খনিজ এবং রসেন্দ্রবেধজ অর্থাৎ পারদ-সংসর্গজ। (যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণাদি বর্ণিত হইবে)॥ ২

আয়ুর্লক্ষ্মীপ্রভাধীস্মৃতিকরমখিলব্যাধিবিধ্বংসি পুণ্যং
ভূতাবেশপ্রশান্তিস্মরভরসুখদং সৌখ্যপুষ্টিপ্রকাশি।
গাঙ্গেয়ং চাথ রূপ্যং গদহরমজরাকারি মেহাপহারি
ক্ষীণানাং পুষ্টিকারি স্ফুটমতিকরণং বীর্য্যবৃদ্ধিপ্রকারি॥ ৩॥

সাধারণতঃ সকল স্বর্ণই, আয়ুঃ, লক্ষ্মী, কান্তি, বুদ্ধি ও স্মৃতির বৃদ্ধিকর নিখিল রোগ নাশক, পবিত্র, ভূতাবেশের শান্তিকর, রতিশক্তি বর্দ্ধক, সুখজনক, পুষ্টিকর, জরানিবারক, মেহ-নাশক, ক্ষীণগণের পুষ্টি বর্দ্ধক, মেধাজনক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। রৌপ্যও প্রায় এই সকল গুণ-বিশিষ্ট॥ ৩

ব্রহ্মাণ্ডং সংবৃতং যেন রজোগুণভুবা খলু।
তৎপ্রাকৃতমিতি প্রোক্তং দেবানামপি দুর্লভম্॥ ৪॥

রজোগুণোৎপন্ন যে স্বর্ণ দ্বারা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সংবৃত রহিয়াছে, তাহাই প্রাকৃত স্বর্ণ। ইহা দেবগণেরও দুর্লভ॥ ৪

ব্রহ্মা যেনাবৃতো জাতঃ সুবর্ণেন জরায়ুণা।
তন্মেরুরূপতাং যাতং সুবর্ণং সহজং হি তৎ॥ ৫॥

যে সুবর্ণময় জরায়ু দ্বারা আবৃত হইয়া ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তৎপরে যাহা সুমেরুরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই সহজ স্বর্ণ॥ ৫

বিসৃষ্টমগ্নিনা শৈবং তেজঃ পীতং সুদুঃসহং।
অভূৎ সর্ব্বং সমুদ্দিষ্টং সুবর্ণং বহ্নিসংভবম্॥ ৬॥

দুঃসহ শৈবতেজঃ ধারণে অসমর্থ হইয়া অগ্নি যে পীতবর্ণ তেজঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই অগ্নি-সম্ভূত স্বর্ণ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ৬

এতৎ স্বর্ণত্রয়ং দিব্যং বর্ণৈঃ ষোড়শভির্যুতম্।
ধারণাদেব তৎকুর্য্যাচ্ছরীরমজরামরম্॥ ৭॥

এই তিন প্রকার দিব্য স্বর্ণ ষোড়শবিধ বর্ণ বিশিষ্ট। এই সকল স্বর্ণ ধারণ করিলে, শরীর অজর ও অমর হয়॥ ৭

তত্র তত্র গিরীণাং হি জাতং খনিষু যদ্ভবেৎ।
তচ্চতুর্দ্দশবর্ণাঢ্যং ভক্ষিতং সর্ব্বরোগহৃৎ॥ ৮॥

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পর্ব্বতে খনিগর্ভ হইতে যে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই খনিজ স্বর্ণ। ইহা চতুর্দ্দশবিধ বর্ণযুক্ত এবং এই স্বর্ণ সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮

রসেন্দ্রবেধসংভূতং তদ্বেধজমুদাহৃতম্ ।
রসায়নং মহাশ্রেষ্ঠং পবিত্রং বেধজং হি তৎ ॥ ৯ ॥

রসেন্দ্র পারদের সংমিশ্রণ দ্বারা যে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই রসেন্দ্রবেধজ স্বর্ণ কহে। ইহা রসায়ন, উপকারিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পবিত্র ॥ ৯

স্নিগ্ধং মেধ্যং বিষগদহরং বৃংহণং বৃষ্যমগ্র্যং
যক্ষ্মোন্মাদপ্রশমনপরং দেহরোগপ্রমাথি।
মেধাবুদ্ধিস্মৃতিসুখকরং সর্ব্বদোষাময়ঘ্নং
রুচ্যং দীপি প্রশমিতরুজং স্বাদুপাকং সুবর্ণম্ ॥ ১০ ॥

স্বর্ণ স্নিগ্ধ, পবিত্র, বিষদোষনাশক, পুষ্টিকর, অত্যন্ত বৃষ্য, যক্ষ্মা ও উন্মাদ প্রভৃতি শারীর রোগ নাশক, মেধা বুদ্ধি ও স্মৃতি বর্দ্ধক, সুখজনক, সর্ব্বদোষ ও সকল রোগ নিবারক, রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, বেদনা নিবারক এবং মধুর বিপাক ॥ ১০

সৌখ্যং বীর্য্যং বলং হন্তি রোগবর্গং করোতি চ।
অশুদ্ধং ন মৃতং স্বর্ণং তস্মাচ্ছুদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥

অশুদ্ধ ও অজারিত স্বর্ণ সেবনে বীর্য্য, বল ও সুখ বিনষ্ট হয়, এবং বহু রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব স্বর্ণ শোধিত করিয়া ব্যবহার করিবে ॥ ১১

কর্ষপ্রমাণং তু সুবর্ণপত্রং শরাবরুদ্ধং পটুধাতুযুক্তম্।
অঙ্গারসংস্থং প্রহরার্দ্ধমানং ধ্মানেন তৎ স্যাদ্রনু পূর্ণবর্ণম্ ॥১২

এক কর্ষ (২ তোলা) পরিমিত সুবর্ণের পাত ও লবণ একত্র শরাব মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধ প্রহর কাল অঙ্গরাগ্নিতে আধ্মাপিত করিলে, তাহা পূর্ণবর্ণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২

লোহানাং মারণং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বেষাং রসভস্মনা।
মূলীভির্ম্মধ্যমং প্রাহুঃ কনিষ্ঠং গন্ধকাদিভিঃ ॥
অরিলোহেন লোহস্য মারণং দুর্গুণপ্রদম্ ॥ ১৩ ॥

সমুদায় ধাতুরই পারদ-ভস্মমিশ্রণে যে মারণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল-বিশেষের স্বরসাদি দ্বারা মারণ ক্রিয়া সম্পাদন করিলে, তাহা মধ্যম বলিয়া অভিহিত হয়। আর গন্ধকাদি দ্বারা যে মারণ ক্রিয়া নিষ্পাদন করা হয়, তাহাকে নিকৃষ্ট বলা যায়। অরিলোহ অর্থাৎ বিরুদ্ধ গুণান্বিত ধাতু দ্বারা যে কোন ধাতুর মারণ ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইলে, তাহা মন্দ গুণযুক্ত (অপকারী) হইয়া থাকে ॥ ১৩

কৃত্বা কণ্টকবেধ্যানি স্বর্ণপত্রাণি লেপয়েৎ।
লুঙ্গাম্বুভস্মসূতেন ম্রিয়তে দশভিঃ পুটৈঃ ॥ ১৪ ॥

কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ হইতে পারে এইরূপ পাতলা স্বর্ণপত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহা পারদভস্ম ও মাতুলুঙ্গলেবুর রস দ্বারা লিপ্ত করিবে। শুষ্ক হইলে যথানিয়মে পুট দিবে। এইরূপে দশবার পুট দিলেই স্বর্ণ মারিত হয়, অর্থাৎ তাহার ভস্ম প্রস্তুত হয় ॥ ১৪

দ্রুতে বিনিক্ষিপেৎ স্বর্ণে লোহমানং মৃতং রসম্।
বিচূর্ণ্য লুঙ্গতোয়েন দরদেন সমন্বিতম্ ॥ ১৫ ॥
জায়তে কুঙ্কুমচ্ছায়ং স্বর্ণং দ্বাদশভিঃ পুটৈঃ ॥ ১৬ ॥

স্বর্ণ দ্রবীভূত করিয়া, তাহাতে স্বর্ণের সমপরিমিত পারদ-ভস্ম নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে তাহা চূর্ণ করিয়া, মাতুলুঙ্গের রস ও হিঙ্গুলের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। এইরূপে দ্বাদশবার পুট দিলে কুঙ্কুমবর্ণ স্বর্ণভস্ম প্রস্তুত হয় ॥ ১৫--১৬

হেম্নঃ পাদং মৃতং সূতং পিষ্টমম্লেন কেনচিৎ।
পত্রে লিপ্ত্বা পুটৈঃ পশ্চাদষ্টভির্ম্রিয়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥

স্বর্ণের চতুর্থাংশ (সিকিভাগ) পারদ-ভস্ম কোন অম্ল দ্রব্যের সহিত পেষণ করিয়া, তাহা স্বর্ণপত্রে লেপন করিবে এবং শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। এইরূপে আটবার পুটপাক করিলেই স্বর্ণভস্ম প্রস্তুত হয় ॥ ১৭

মণ্ডুকাস্থিবসাটঙ্কহয়মারেন্দ্রগোপকৈঃ।
প্রতিবাপেন কনকং সুচিরং তিষ্ঠতি দ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥

ভেকের অস্থি ও বসা এবং সোহাগা, করবীর (মতান্তরে—অশ্বের লালা) ও ইন্দ্রগোপ কীট, এই সমস্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া রাখিলে, বহুকাল পর্য্যন্ত স্বর্ণ দ্রবীভূত অবস্থায় অবস্থিত থাকে ॥ ১৮

চূর্ণং সুরেন্দ্রগোপানাং দেবদালীফলদ্রবৈঃ।
ভাবিতং সদৃশং তেন করোতি জলবদ্দ্রুতম্ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রগোপ কীটের চূর্ণ ও দেবদালী (ঘোষা বিশেষ) ফলের স্বরস একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার ভাবনা দিলে স্বর্ণ জলের ন্যায় দ্রবীভূত হয় ॥ ১৯

এতদ্ভস্ম সুবর্ণজং কটুঘৃতোপেতং দ্বিগুঞ্জোন্মিতং
লীঢ়ং হন্তি নৃণাং ক্ষয়াগ্নিসদনং শ্বাসঞ্চ কাসারুচিম্।
ওজোধাতুবিবর্দ্ধনং বলকরং পাণ্ড্বাময়ধ্বংসনং
পথ্যং সর্ব্ববিষাপহং গরহরং দুষ্টগ্রহণ্যাদিনুৎ ॥ ২০ ॥

দুই রতি পরিমিত স্বর্ণভস্ম মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, পাণ্ডু, গ্রহণীদোষ, সর্ব্ববিধ বিষদোষ ও দূষীবিষ নিবারিত হয়। ইহা ওজোধাতুবর্দ্ধক, বলকর এবং পথ্য ॥ ২০

[ক্ষেপকঃ। বলঞ্চ বীর্য্যং হরতে নরাণাং
রোগব্রজং কোপয়তীব কায়ে।
অসৌখ্যকারঞ্চ সদৈব হেমা—
পক্বং সদোষং মরণং করোতি ॥ ২১ ॥]

অজারিত ও অশোধিত স্বর্ণ সেবন করিলে, বলবীর্য্যের ক্ষয়, অসুখিতা, বহু রোগের প্রকোপ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে ॥ ২১

অথ রজতম্।

সহজং খনিসঞ্জাতং কৃত্রিমং ত্রিবিধং মতম্।
রজতং পূর্ব্বপূর্ব্বং হি স্বগুণৈরুত্তরোত্তরম্ ॥ ২২ ॥

রজত অর্থাৎ রৌপ্য তিন প্রকার ; সহজ, খনিজ ও কৃত্রিম। ইহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বটি অর্থাৎ কৃত্রিম অপেক্ষা খনিজ এবং খনিজ অপেক্ষা সহজ রৌপ্য অধিক গুণবিশিষ্ট ॥ ২২

কৈলাসাদ্যদ্রিসম্ভূতং সহজং রজতং ভবেৎ।
তৎস্পৃষ্টং হি সকৃদ্ব্যাধিনাশনং দেহিনাং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

কৈলাসাদ পর্ব্বত হইতে যে রৌপ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সহজ রজত কহে। এই রৌপ্য একবার স্পর্শ করিলেই মনুষ্যগণের ব্যাধি নাশ হয় ॥ ২৩

হিমাচলাদিকূটেষু যদ্রূপ্যং জায়তে হি তৎ।
খনিজং কথ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ পরমং হি রসায়নম্ ॥ ২৪ ॥

হিমালয়াদি পর্ব্বতশিখরে যে রৌপ্য উৎপন্ন হয়, ধাতুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে খনিজ রৌপ্য বলেন। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন ॥ ২৪

শ্রীরামপাদুকান্যস্তং বঙ্গং যদ্রূপ্যতাং গতম্।
তৎপাদরূপ্যমিত্যুক্তং কৃত্রিমং সর্ব্বরোগনুৎ ॥ ২৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকানিহিত বঙ্গ কোন সময়ে রৌপ্য রূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই পাদস্পর্শজ রৌপ্য কৃত্রিম রৌপ্য নামে অভিহিত হয়। ইহা সর্ব্বরোগনাশক ॥ ২৫

ঘনং স্বচ্ছং গুরু স্নিগ্ধং দাহে চ্ছেদে সিতং মৃদু।
শঙ্খাভং মসৃণং স্ফোটরহিতং রজতং শুভম্ ॥ ২৬

যে রৌপ্য ঘন, স্বচ্ছ, গুরু, স্নিগ্ধ, কোমল, শঙ্খবৎ শুক্লবর্ণ, মসৃণ, স্ফোটক হীন অর্থাৎ বুদ্বুদাকৃতি শূন্য এবং দগ্ধ বা ছেদন করিলেও যাহার শুভ্রবর্ণ বিকৃত না হয়, সেই রৌপ্যই শুভফলপ্রদ ॥ ২৬

দাহে রক্তঞ্চ পীতঞ্চ কৃষ্ণং রূক্ষং স্ফুটং লঘু।
স্থূলাঙ্গং কর্কশাঙ্গঞ্চ রজতং ত্যাজ্যমষ্টধা ॥ ২৭

যে রৌপ্য দগ্ধ করিলে রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং যাহা রুক্ষ, স্ফুট (ফাটা ফাটা), লঘু, স্থূলাঙ্গ ও কর্কশাঙ্গ, এই অষ্টবিধ রৌপ্য পরিত্যাজ্য অর্থাৎ এই সকল রৌপ্য ব্যবহার করিলে বিবিধ অপকার হইয়া থাকে ॥ ২৭

রূপ্যং বিপাকমধুরং তুবরাম্লসারং
শীতং সরং পরমলেখনকঞ্চ রুচ্যম্।
স্নিগ্ধং চ বাতকফজিজ্জঠরাগ্নিদীপি
বল্যং পরং স্থিরবয়স্করণঞ্চ মেধ্যম্ ॥ ২৮ ॥

রৌপ্য অম্ল-কষায় রস, বিপাকে মধুর, শীতল, সারক, অত্যন্ত লেখন কারক, রুচিজনক, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, জঠরাগ্নির দীপ্তিকারক, বলকর, বয়ঃস্থাপক ও মেধাজনক

রৌপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্নিগ্ধং বাতহরং গুরু।
রসায়নবিধানেন সর্ব্বরোগাপহারকম্ ॥ ২৯ ॥

পাঠান্তরোক্ত রৌপ্যগুণ—রৌপ্য শীতল, অম্ল-কষায় রস, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, গুরুপাক এবং রসায়নবিধানে প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বরোগনাশক ॥ ২৯

তৈলে তক্রে গবাং মূত্রে হ্যারনালে কুলথজে।
ক্রমান্নিষেচয়েত্তপ্তং দ্রাবে দ্রাবে তু সপ্তধা ॥
স্বর্ণাদিলোহপত্রাণাং শুদ্ধিরেষা প্রশস্যতে ॥ ৩০ ॥

স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর পাত এক একবার উত্তপ্ত করিয়া, তিল তৈল, তক্র (ঘোল), গোমূত্র, কাঁজি ও কুলত্থের ক্বাথ এই সকল দ্রব পদার্থে যথাক্রমে সাতবার নিষিক্ত করিলে, শোধিত হয় ॥ ৩০

আয়ুঃ শুক্রং বলং হন্তি তাপবিড়্বন্ধরোগকৃৎ।
অশুদ্ধং ন মৃতং তারং শুদ্ধং মার্য্যমতো বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥

অশোধিত ও অমারিত রৌপ্য, আয়ুঃ শুক্র ও বলনাশ করে এবং সন্তাপ ও মলরোধ রোগ উৎপাদন করে; অতএব পণ্ডিতগণ রৌপ্য শোধন করিয়া পরে তাহার মারণ ক্রিয়া সম্পাদন করেন ॥ ৩১

নাগেন টঙ্কণেনৈব বাপিতং শুদ্ধিমৃচ্ছতি।
তারং ত্রিবারং নিক্ষিপ্তং তৈলে জ্যোতিষ্মতীভবে ॥ ৩২ ॥
খর্পরে ভস্মচূর্ণাভ্যাং পরিতঃ পালিকাং চরেৎ।
তত্র রূপ্যং বিনিক্ষিপ্য সমসীসসমন্বিতম্ ॥ ৩৩ ॥
জ্বালয়েৎ সীসক্ষয়ং যাবদ্ভবেত্তাবৎ পুনঃপুনঃ ॥
ইত্থং সংশোধিতং রূপ্যং যোজনীয়ং রসাদিষু ॥ ৩৪ ॥

সীসক ও সোহাগার প্রক্ষেপ দিয়া রৌপ্য গলাইলে সেই রৌপ্য শোধিত হয়। অথবা, রৌপ্য এক একবার উত্তপ্ত করিয়া, জ্যোতিষ্মতী (লতাফটকী) বীজের তৈলে তিনবার নিক্ষেপ করিলে শোধিত হয়। একখানি খাপরার চারিধারে ভস্ম ও চূর্ণ দ্বারা আলবাল দিয়া, মধ্যস্থলে রৌপ্য ও রৌপ্যের সমপরিমিত সীসক একত্র রাখিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সীসক পুড়িয়া না যায়, ততক্ষণ পুনঃপুনঃ আধ্মাপিত করিবে। এইরূপেও রৌপ্য শোধিত হয়। সেই শোধিত রৌপ্য রসক্রিয়ায় প্রযোজ্য ॥ ৩২-৩৪

লকুচদ্রবসূতাভ্যাং তারপিষ্টিং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা মূষামধ্যে নিরুধ্য চ।
স্বেদয়েদ্বালুকাযন্ত্রে দিনমেকং দৃঢ়াগ্নিনা ॥ ৩৬
স্বাঙ্গশীতাঞ্চ তাং পিষ্টিং সাম্লতালেন মর্দ্দিতাম্।
পুটেদ্দ্বাদশবারাণি ভস্মীভবতি রূপ্যকম্ ॥ ৩৭ ॥

মান্দারের রস ও পারদের সহিত রৌপ্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, মূষামধ্যে নীচে ও উপরে গন্ধক দিয়া সেই পিষ্ট রৌপ্য স্থাপন পূর্ব্বক রুদ্ধ করিবে। তৎপরে একদিন তাহা বালুকাযন্ত্রে তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, সেই পিষ্ট রৌপ্য অম্লদ্রব্য ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া, যথাক্রমে দ্বাদশবার পুটপাক করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় রৌপ্য ভস্মীভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৫-৩৭

মাক্ষীকচূর্ণলুঙ্গাম্ল-মর্দ্দিতং পুটিতং শনৈঃ।
ত্রিংশদ্বারেণ তত্তারং ভস্মসাজ্জায়তেতরাম্ ॥ ৩৮ ॥

স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ ও মাতুলুঙ্গ রসের সহিত রৌপ্য মর্দ্দন করিয়া, ক্রমশঃ ত্রিশবার পুটপাক করিবে। এইরূপেও রৌপ্য ভস্ম প্রস্তুত হয় ॥ ৩৮

ভাব্যং তাপ্যং স্নুহীক্ষীরৈস্তারপত্রাণি লেপয়েৎ।
মারয়েৎ পুটযোগেন নিরুত্থং জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩৯ ॥

স্বর্ণমাক্ষিকে সীজের আটার ভাবনা দিয়া, সেই স্বর্ণমাক্ষিক রৌপ্য পত্রে লেপন করিবে, এবং শুষ্ক হইলে যথানিয়মে তাহা পুটপাক করিবে। এইরূপে ত্রিশবার পুটপাক করিলে, রৌপ্যের নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয় ॥ ৩৯।

তারপত্রং চতুর্ভাগং ভাগৈকং শুদ্ধতালকম্।
মর্দ্দ্যং জম্বীরজদ্রাবৈস্তারপত্রাণি লেপয়েৎ ॥ ৪০ ॥
শোষয়েদন্ধযন্ত্রে চ ত্রিংশদ্বুৎপলকৈঃ পচেৎ।
চতুর্দ্দশপুটৈরেবং নিরুত্থং জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

একভাগ হরিতাল জাম্বীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, হরিতালের চতুর্গুণ

পরিমিত রৌপ্য পত্রে তাহা লেপন করিবে। শুষ্ক হইলে অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া, ত্রিশখানি বনঘুঁটে দ্বারা পুটপাক করিবে। এইরূপে চতুর্দ্দশবার পুটপাক করিলেই রৌপ্যের নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয়॥ ৪০--৪১

সপ্তধা নরমূত্রেণ ভাবয়েদ্দেবদালিকান্।
তচ্চূর্ণবাপমাত্রেণ দ্রুতিঃ স্যাৎ স্বর্ণতারয়োঃ॥ ৪২

দেবদালী (ঘোষা) ফলে সাতবার নর-মূত্রের ভাবনা দিয়া, সেই দেবদালী ফলের প্রক্ষেপ দিলে, স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ই দ্রবীভূত হইয়া যায়॥ ৪১

ভস্মীভূতং রজতমমলং তৎসমৌ * ব্যোমভানূ
সর্ব্বৈস্তুল্যং ত্রিকটু সবরং সারঘাজ্যেন যুক্তম্।
লীঢ়ং প্রাতঃ ক্ষপয়তিতরাং যক্ষ্মপাণ্ডূদরার্শঃ
শ্বাসং কাসং নয়নজরুজং পিত্তরোগানশেষান্

নির্ম্মল রৌপ্য ভস্ম ও তাহার সমপরিমিত অভ্র (পাঠান্তরে লৌহ) ও তাম্র ভস্ম একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সর্ব্বসমষ্টির সমপরিমিত ত্রিকটু ও ত্রিফলাচূর্ণ এবং মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতঃকালে লেহন করিলে, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, উদররোগ, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, নেত্ররোগ ও সর্ব্ববিধ পিত্তবিকার প্রশমিত হয়॥ ৪৩

অথ তাম্রম্

ম্লেচ্ছং নেপালকং চেতি তয়োর্নে পালমুত্তমম্।
নেপালাদন্যখন্যুত্থং ম্লেচ্ছমিত্যভিধীয়তে॥ ৪৪॥

তাম্র দুই প্রকার; ম্লেচ্ছ ও নেপাল। তন্মধ্যে নেপাল তাম্রই উৎকৃষ্ট। নেপালদেশ ব্যতীত অপর দেশের খনি হইতে যে সকল তাম্র উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ম্লেচ্ছ তাম্র কহে

সিতকৃষ্ণারুণচ্ছায়ামতিবামি কঠোরকম্।
ক্ষালিতঞ্চ পুনঃ কৃষ্ণমেতন্ম্লেচ্ছকতাম্রকম্॥ ৪৫॥
সুস্নিগ্ধং মৃদুলং শোণং ঘনঘাতক্ষমং গুরু।
নির্ব্বিকারং গুণশ্রেষ্ঠং তাম্রং নেপালমুচ্যতে॥ ৪৬॥

যে তাম্র শ্বেত বা কৃষ্ণের আভাযুক্ত অরুণ-বর্ণ, কঠিন ও অত্যন্ত বমন কারক, অথবা যে তাম্র ধৌত করিলেও পুনঃপুনঃ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে, তাহাই ম্লেচ্ছ তাম্র। আর যে তাম্র স্নিগ্ধ, মৃদু, রক্তবর্ণ, গুরু আঘাতেও ভাঙ্গিয়া যায় না, গুরু (ভারী) ও অবিকৃত তাহাকেই নেপাল তাম্র বলা হয়। নেপাল তাম্র উৎকৃষ্ট গুণশালী॥ ৪৫।৪৬

পাণ্ডুরং কৃষ্ণশোণঞ্চ লঘু স্ফুটনসংযুতম্।
রুক্ষাঙ্গং সদলং তাম্রং নেষ্যতে রসকর্ম্মণি॥ ৪৭

পাণ্ডুবর্ণ অথবা কৃষ্ণযুক্ত অরুণবর্ণ, লঘু, স্ফুটন যুক্ত (ফাটা ফাটা), রুক্ষাঙ্গ ও স্তর-বিশিষ্ট তাম্র রসক্রিয়ায় প্রশস্ত নহে॥ ৪৭

তাম্রং তিক্তকষায়কঞ্চ মধুরং পাকেঽথ বীর্য্যোষ্ণকং
সাম্লং পিত্তকফাপহং জঠররুক্কুষ্ঠামজন্তুঘ্নকৃৎ।
ঊর্দ্ধাধঃ পরিশোধনং বিষয়কৃৎস্থৌল্যাপহং ক্ষুৎকরং
দুর্নামক্ষয়পাণ্ডুরোগশমনং নেত্র্যং পরং লেখনম্॥ ৪৮

তাম্র, ঈষৎ অম্লযুক্ত কষায়তিক্তরস, বিপাকে মধুর, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, ঊর্দ্ধ ও অধোদেহের শোধনকারক, স্থূলতা-নাশক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, নেত্ররোগের হিতকর, লেখন ক্রিয়াকারক এবং বিষদোষ, যকৃদ্দুষ্টি, জঠর রোগ, কুষ্ঠ, আমদোষ, ক্রিমি, অর্শঃ, ক্ষয় ও পাণ্ডু রোগের উপশমকারক॥ ৪৮

অশুদ্ধং চামমায়ুর্ঘ্নং কান্তিবীর্য্যবলাপহম্।
বান্তিমূর্চ্ছাভ্রমোৎক্লেদং ন মৃতং কুষ্ঠশূলকৃৎ॥ ৪৯

অশোধিত ও অমারিত তাম্র, আয়ুঃক্ষয়-কারক, কান্তি বীর্য্য ও বলনাশক, এবং বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, উৎক্লেদ (বমনবেগ), কুষ্ঠ ও শূল রোগের উৎপাদক॥ ৪৯

উৎক্লেদভেদভ্রমদাহমোহাস্তাম্রস্য দোষাঃ খলু দুর্ধরাস্তে।
বিশোধনাত্তদ্ধিগতস্বদোষং সুধাসমং স্যাদ্রসবীর্য্যপাকে॥ ৫০

তাম্র সেবনে, উৎক্লেদ, মলভেদ, ভ্রম, দাহ ও মোহ এই কয়েকটি দোষ অতি প্রবলভাবে উপস্থিত হয়; কিন্তু তাম্র শোধিত হইলে, ঐ সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায় এবং রস বীর্য্য পাকে সুধার ন্যায় হিতকর হয়॥ ৫০

* লোহভানূ ইতি বা পাঠঃ।

তাম্রং ক্ষারাম্লসংযুক্তং দ্রাবিতং দত্তগৈরিকম্।
নিক্ষিপ্তং মহিষীতক্রে ছগণে সপ্তবারকম্ ॥
পঞ্চদোষবিনির্মুক্তং সপ্তবারেণ জায়তে ॥ ৫১ ॥
তাম্রনির্ম্মলপত্রাণি লিপ্ত্বা নিম্বুসিন্ধুনা।
ধ্মাত্বা সৌবীরকক্ষেপাদ্বি শুধ্যন্ত্যষ্টবারতঃ ॥ ৫২ ॥
নিম্বুম্বুপটুলিপ্তানি তাপিতান্যষ্টবারকম্।
বিশুধ্যন্ত্যর্কপত্রাণি নিগুণ্ড্যা রসমজ্জনাৎ ॥ ৫৩ ॥

ক্ষার ও অম্লপদার্থ এবং গৈরিকের সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া বনঘুঁটের অগ্নিতে তাহা দ্রবীভূত করিবে এবং মহিষীদুগ্ধের তক্রে নিক্ষেপ করিবে। সাতবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে, তাম্রের উৎক্লেদাদি পঞ্চদোষ নষ্ট হইয়া যায়। অথবা নির্ম্মল তাম্রপত্রে নেবুর রস ও সৈন্ধব লবণ লেপন করিয়া, তাহা আগ্মাপিত করিবে ও সৌবীরক কাঁজিতে নিক্ষেপ করিবে। আটবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে তাম্র শোধিত হয়। তাম্রপত্রে নেবুর রস ও সৈন্ধব লবণ লেপন করিয়া উত্তপ্ত করিবে এবং নিসিন্দার রসে তাহা নিমগ্ন করিবে। এইরূপে আটবার উত্তপ্ত করিয়া নির্ব্বাপিত করিলেও তাম্র শোধিত হইয়া থাকে ॥ ৫১—৫৩

গোমূত্রেণ পচেদ্যামং তাম্রপত্রং দৃঢ়াগ্নিনা।
শুধ্যতে নাত্র সন্দেহো মারণং চাপ্যথোচ্যতে ॥ ৫৪ ॥
জম্বীররসসংপিষ্টরসগন্ধকলেপিতম্।
শুল্বপত্রং শরাবস্থং ত্রিপুটৈর্যাতি পঞ্চতাম্ ॥ ৫৫ ॥

গোমূত্রের সহিত তাম্রপত্র একপ্রহর কাল তীব্র অগ্নিতে পাক করিলেও তাহা শোধিত হয়। অতঃপর তাম্রের মারণ ক্রিয়া উপদেশ করিতেছি।—পারদ ও গন্ধক (কজ্জলী) জাম্বীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তদ্দ্বারা তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে এবং তাহা শরাবরুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। এইরূপে তিনবার পুটপাক করিলে তাম্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহা ভস্মরূপে পরিণত হয়। ৫৪।৫৫

অথান্যগ্রন্থে। অথবা মারিতং তাম্রমম্লেনৈকেন মর্দ্দিতম্।
তদ্গোলং শূরণস্যান্তঃ রুদ্ধ্বা সর্ব্বত্র লেপয়েৎ ॥ ৫৬
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং সর্ব্বদোষহরং ভবেৎ।
বান্তিং ভ্রান্তিং বিরেকঞ্চ ন করোতি কদাচন ॥ ৫৭ ॥
ইতি রসরত্নাকরে ॥

রসরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপে মারিত তাম্রের অমৃতীকরণ উপদিষ্ট আছে। যথা—মারিত তাম্র কোন একপ্রকার অম্লরসের সহিত মর্দ্দিত করিয়া একটি গোলক করিবে এবং সেই গোলক ওলের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, ওলের উপরে মৃত্তিকালেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, গজপুটে তাহা দগ্ধ করিয়া, সেই তাম্র গ্রহণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার পর সেই তাম্র সেবন করিলে, কদাচ বমন, ভ্রম ও বিরেচন হয় না ॥ ৫৬।৫৭

তাম্রপত্রাণি সূক্ষ্মাণি গোমূত্রে পঞ্চযামকম্।
ক্ষিপ্ত্বা রসেন ভাণ্ডে তদ্দ্বিগুণং দেহি গন্ধকম্ ॥৫৮॥
অম্লপথ্যা প্রপিষ্টোঽথ মর্দ্দিতো দেহি তাম্রকে।
সম্যঙ্ নিরুধ্য ভাণ্ডে তদগ্নিং জ্বালয় যামকম্ ॥ ৫৯ ॥
ভস্মীভবতি তাম্রং তদ্যথেষ্টং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৬০ ॥

সূক্ষ্ম তাম্রপত্র প্রথমতঃ পাঁচপ্রহর কাল গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সেই তাম্রপত্র একভাগ, পারদ একভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ, একত্র আমরুলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া একটি ভাণ্ডে রুদ্ধ করিবে। অতঃপর সেই ভাণ্ডের নীচে এক প্রহর কাল অগ্নি জ্বাল দিলে, তাম্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই তাম্রভস্ম সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৫৮—৬০

শুদ্ধতুল্যেন সূতেন বলিনা তৎসমেন চ।
তদর্দ্ধাংশেন তালেন শিলয়া চ তদর্দ্ধয়া ॥ ৬১ ॥
বিধায় কজ্জলীং শ্লক্ষ্ণাং ভিন্নকজ্জলসন্নিভাম্।
যন্ত্রাধ্যায়বিনির্দ্দিষ্টগর্ভযন্ত্রোদরান্তরে ॥ ৬২ ॥
কজ্জলীং তাম্রপত্রাণি পর্য্যায়েণ বিনিক্ষিপেৎ।
প্রপচেদ্যামপর্য্যন্তং স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, হরিতাল অর্দ্ধভাগ এবং মনঃশিলা সিকিভাগ, একত্র উত্তমরূপে মসৃণ কজ্জলের ন্যায় কজ্জলী করিবে। তৎপরে যন্ত্রাধ্যায়োক্ত গর্ভযন্ত্র মধ্যে সেই কজ্জলী ও পারদের সমান পরিমিত তাম্র পর্য্যায়ক্রমে নিহিত করিবে অর্থাৎ প্রথমে কিঞ্চিৎ কজ্জলী রাখিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ

তাম্র এবং তাহার উপর আবার কজ্জলী ও কজ্জলীর উপর আবার তাম্র, এইরূপে সজ্জিত করিয়া, একপ্রহর কাল তাহা যথানিয়মে পাক করিবে। পাকশেষে যন্ত্র শীতল হইলে তাহা হইতে তাম্রগ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে ॥ ৬১—৬৩

তত্তদ্রোগহরানুপানসহিতং তাম্রং দ্বিবল্লোন্মিতং
সংলীঢ়ং পরিণামশূলমুদরং শূলঞ্চ পাণ্ডুজ্বরম্।
গুল্মপ্লীহযকৃৎক্ষয়াগ্নিসদনং মেহঞ্চ মূলাময়ং
দুষ্টাং চ গ্রহণীং হরেদ্ধ্রুবমিদং তৎসোমনাথাভিধম্ ॥৬৪

এই তাম্রভস্ম দুইরতি মাত্রায়, তত্তদ্ রোগনাশিক উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে, পরিণাম শূল, উদররোগ, শূল, পাণ্ডু, জ্বর, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, অর্শোরোগ ও গ্রহণীদোষ নিশ্চিত নিবারিত হয়। ইহাকে সোমনাথ তাম্র কহে ॥ ৬৪

গ্রন্থান্তরে। সূতাদ্দ্বিগুণিতং তাম্রপত্রং কন্যারসেঃ মৃতম্।
পিষ্ট্বা তুল্যেন বলিনা ভাণ্ডমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৬৫ ॥
ছন্নং শরাবকেণৈতত্তদূর্দ্ধং লবণং ত্যজেৎ।
মুখে শরাবকং দত্ত্বা বহ্নিং যামচতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৬ ॥
অবচূর্ণৈাব তচ্ছুল্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
পিপ্পলীমধুনা সার্দ্ধং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥ ৬৭ ॥
শ্বাসং কাসং ক্ষয়ং পাণ্ডুমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্।
গুল্মপ্লীহযকৃন্মূর্চ্ছাশূলপক্ত্যর্থমুত্তমম্ ॥
দোষত্রয়সমুদ্ভূতান্ আময়ান্ জয়তি ধ্রুবম্ ॥ ৬৮ ॥
রোগানুপানসহিতং জয়েদ্ধাতুগতং জ্বরম্।
রসে রসায়নে চৈব যোজয়েদ্যুক্তমাত্রয়া ॥ ৬৯ ॥

গ্রন্থান্তরে কথিত আছে—পারদ এক ভাগ, গন্ধক একভাগ ও তাম্রপত্র দুইভাগ একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহা একটি ভাণ্ডে রাখিবে এবং ভাণ্ডের মুখে শরা আচ্ছাদন দিবে। সেই ভাণ্ডটি একটী হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিয়া, লবণদ্বারা সেই হাঁড়ী পূর্ণ করিবে এবং হাঁড়ীর মুখেও একখানি শরা আচ্ছাদন দিবে। তৎপরে চারিপ্রহর কাল তাহাতে অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। সেই তাম্র চূর্ণ করিয়া দুই রতি মাত্রায়, মধু ও পিপুল চূর্ণের সহিত সর্ব্ব-রোগে প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রযুক্ত হইলে ইহা দ্বারা গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, মূর্চ্ছা, পরিণামশূল ও ধাতুগতজ্বর, ত্রিদোষ জনিত সমুদায় রোগ বিনষ্ট করে। রসক্রিয়া এবং রসায়ন কার্য্যেও উপযুক্ত মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৬৫—৬৯

অথায়ঃ (লৌহম্)।

মুণ্ডং তীক্ষ্ণঞ্চ কান্তঞ্চ ত্রিপ্রকারময়ঃ স্মৃতম্।

লৌহ তিনপ্রকার; মুণ্ড, তীক্ষ্ণ ও কান্ত। এই তিন প্রকার লৌহের লক্ষণাদি যথাক্রমে কথিত হইতেছে।

অথ মুণ্ডম্।

মৃদু কুণ্ঠং কড়ারঞ্চ ত্রিবিধং মুণ্ডমুচ্যতে ॥ ৭০ ॥
দ্রুতদ্রাবমবিস্ফোটং চিক্কণং মৃদু তচ্ছুভম্।
হতং যৎপ্রসরেন্নৈবাস্তৎকুণ্ঠং মধ্যমং স্মৃতম্ ॥ ৭১ ॥
যদ্ধতং ভজ্যতে ভঙ্গে কৃষ্ণং স্যাত্তৎকড়ারকম্ ॥ ৭২ ॥

মুণ্ড লৌহ তিন প্রকার; মৃদু, কুণ্ঠ ও কড়ার। যাহা দ্রবীভূত হইলে, স্ফোটকের ন্যায় বুদ্বুদযুক্ত হয় না এবং যাহা চিক্কণ, তাহাই মৃদু মুণ্ড লৌহ, ইহা শুভ ফলপ্রদ। যে মুণ্ড লৌহে আঘাত করিয়া অনায়াসে প্রসারিত অর্থাৎ পাত করা যায় না, তাহাকে কুণ্ঠ কহে; ইহা মধ্যম। আর যাহা আহত হইলে ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভগ্ন হইলে কৃষ্ণ বর্ণ হয়, তাহা কড়ার মুণ্ড ॥ ৭০—৭২

মুণ্ডং পরং মৃদুলকং কফবাতশূল-
মূলামমেহগদকামলপাণ্ডুহারি।
গুল্মামবাতজঠরাত্তিহরং প্রদীপি
শোফাপহং রুধিরকৃৎ খলু কোষ্ঠশোধি ॥ ৭৩ ॥

উৎকৃষ্ট মৃদু মুণ্ড সেবনে কফ, বায়ু, শূল, মূলরোগ, আমদোষ, মেহ, কামলা, পাণ্ডু, গুল্ম, আমবাত, উদর রোগ ও শোথ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নির উদ্দীপক, রক্তবর্দ্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ॥ ৭৩

অশুদ্ধলোহং ন হিতং নিষেবণা-
দায়ুর্বলং কান্তিবিনাশি নিশ্চিতম্।
হৃদি প্রপীড়াং তনুতে হ্যপাটবং
রুজং করোত্যেব বিশুধ্য মারয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

অশোধিত লৌহ সেবনে বিবিধ অপকার হইয়া থাকে। তাহাতে আয়ুঃ বল ও কান্তি বিনষ্ট হয়, এবং হৃদয়ে বেদনা, জড়তা ও নানাপীড়া উপস্থিত হয়। অতএব লৌহ শোধিত করিয়া তাহার ভস্ম প্রস্তুত করিবে ॥ ৭৪

অথ তীক্ষ্ণম্।

খরং সারঞ্চ হৃন্নালং তারাবট্টঞ্চ বাজিরম্।
কাললোহাভিধানঞ্চ ষড়্বিধং তীক্ষ্ণমুচ্যতে ॥ ৭৫ ॥
পরুষং * পোগরোন্মুক্তং ভঙ্গে পারদবচ্ছবি।
নমনে ভঙ্গুরং যত্তৎ খরলোহমুদাহৃতম্ ॥ ৭৬ ॥

তীক্ষ্ণ লৌহ ছয় প্রকার; খর, সার, হৃন্নাল, তারাবট্ট, বাজির ও কাল লৌহ। যে তীক্ষ্ণ লৌহ পরুষ (খরস্পর্শ), পোগর শূন্য অর্থাৎ অলকের ন্যায় কুটিল রেখা হীন, যাহা ভাঙ্গিলে পারদের ন্যায় আভা দৃষ্ট হয়, এবং নমিত করিতে গেলে ভগ্ন হইয়া যায়, তাহাকে খর লৌহ কহে ॥ ৭৫—৭৬

অঙ্গচ্ছায়া চ বঙ্গঞ্চ পোগরস্যাভিধাত্রয়ম্।
চিক্কণং ভঙ্গুরং লোহাৎ পোগরং তৎপরং মতম্ ॥ ৭৭ ॥

অঙ্গ, ছায়া ও বঙ্গ এই তিনটি পোগরের নামান্তর। যে লৌহ ব্যাপ্তপোগর, চিক্কণ ও ভঙ্গশীল, তাহাই উৎকৃষ্ট ॥ ৭৭

বেগভঙ্গুরধারং যৎ সারলোহং তদীরিতম্।
পোগরাভাসকং পাণ্ডুভূমিকং সারমীরিতম্ ॥

যে লৌহের উপর তীব্রবেগে আঘাত করিলে তাহার প্রান্তভাগ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাই সার লৌহ। সার লৌহ কুটিল রেখাযুক্ত এবং পাণ্ডুভূমিজাত ॥ ৭৮

কৃষ্ণপাণ্ডুবপুশ্চঞ্চুবীজতুল্যোরুপোগরম্।
ছেদনে চাতিপরুষং হৃন্নালমিতি কথ্যতে ॥ ৭৯ ॥

* পোগরমিত্যলকবৎ কুটিলরেখাঃ।

যে লৌহ পাণ্ডু কৃষ্ণ বর্ণ, চঞ্চু বা বীজাকৃতি পোগর (রেখা বিশেষ) যাহার গাত্রে স্পষ্টরূপে থাকে এবং যাহা ছেদন করিতে অতি কঠিন বোধ হয়, তাহাই হৃন্নাল লৌহ ॥ ৭৯

পোগরৈর্বজ্রসংকাশৈঃ সূক্ষ্মরেখৈশ্চ সান্দ্রকৈঃ।
নিচিতং শ্যামলাঙ্গঞ্চ বাজিরং তৎপ্রকীর্ত্তাতে ॥ ৮০ ॥

বজ্রাকৃতি এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা বিশিষ্ট পোগর দ্বারা যে লৌহের গাত্র অবিরল ব্যাপ্ত এবং যাহা শ্যাম বর্ণ, তাহাকে বাজির লৌহ কহে ॥ ৮০

নীলকৃষ্ণপ্রভং সান্দ্রং মসৃণং গুরু ভাস্বরম্।
লোহঘাতেঽপ্যভঙ্গাস্ত্রধারং কালায়সং মতম্ ॥ ৮১ ॥

আর যে লৌহ নীল কৃষ্ণ বর্ণ, সান্দ্র, মসৃণ, গুরু ও উজ্জ্বল, এবং লৌহের আঘাত করিলেও যাহা ভাঙ্গিয়া যায় না, তাহাই কালায়স ॥ ৮১

রুক্ষং স্যাৎ খরলোহকং সমধুরং পাকেঽথ বীর্য্যে হিমং
তিক্তোষ্ণং কফপিত্তকুষ্ঠজঠরপ্লীহামপাণ্ডুত্তিনুৎ।
সদ্যঃ শূলযকৃৎক্ষয়জ্বরামেহামবাতাপহং
দীপ্তং চাতিরসায়নং বলকরং দুর্নামদাহাপহম্ ॥ ৮২ ॥
খরলোহাৎপরং সর্ব্বমেকৈকস্মাচ্ছ্রতোত্তরম্ ॥ ৮৩ ॥

খর লৌহ রুক্ষ, বিপাকে ঈষৎ মধুর, নাতি শীতোষ্ণ বীর্য্য, তিক্তরস, এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, উদর, প্লীহা, আমদোষ ও পাণ্ডু রোগের উপশম কারক। শূল, যকৃৎ, ক্ষয়, জ্বরা, মেহ, আমবাত, অর্শঃ ও দাহ রোগ ইহা দ্বারা সদ্যঃ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নির উদ্দীপক, অত্যন্ত রসায়ন ও বলকর। খর লৌহ ব্যতীত অন্যান্য লৌহ যথাক্রমে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ॥ ৮২।

অথ কান্তম্।

ভ্রামকং চুম্বকং চৈব কর্ষকং দ্রাবকং তথা।
এবং চতুর্ব্বিধং কান্তং রোমকান্তঞ্চ পঞ্চমম্ ॥ ৮৪ ॥
একদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চসর্ব্বতোমুখমেব তৎ।
পীতং কৃষ্ণং তথা রক্তং ত্রিবর্ণং স্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮৫ ॥
ক্রমেণ দেবতাস্তত্র ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
স্পর্শবেধি ভবেৎ পীতং কৃষ্ণং শ্রেষ্ঠং রসায়নে।
রক্তবর্ণং তথা বাহপি রসবন্ধে প্রশস্যতে ॥ ৮৬ ॥

কান্ত লৌহ পাঁচ প্রকার; যথা ভ্রামক, চুম্বক, কর্ষক, দ্রাবক ও রোমকান্ত। এই সকল লৌহের মধ্যে কোন লৌহ এক মুখ, কোন লৌহ দ্বিমুখ, কেহ ত্রিমুখ, কেহ চতুর্ম্মুখ, কেহ পঞ্চ মুখ, কেহ বা সর্ব্বতোমুখ। এই পঞ্চবিধ লৌহে পীত কৃষ্ণ ও রক্ত এই তিন প্রকার বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বর্ণভেদানুসারে যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতাকে ইহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ পীত বর্ণ কান্ত লৌহ ব্রহ্ম দৈবত, কৃষ্ণবর্ণ লৌহ বিষ্ণু দৈবত এবং রক্ত বর্ণ লৌহ মহেশ্বর দৈবত। ইহাদের মধ্যে পীত বর্ণ লৌহ স্পর্শবেধি, কৃষ্ণ বর্ণ লৌহ রসায়ন কার্য্যে উৎকৃষ্ট এবং রক্ত বর্ণ লৌহ পারদের বন্ধন ক্রিয়ায় প্রশস্ত॥ ৮৪—৮৬

ভ্রামকং তু কনিষ্ঠং স্যাচ্চুম্বকং মধ্যমং তথা।
উত্তমং কর্ষকং চৈব দ্রাবকং চোত্তমোত্তমম্॥ ৮৭॥
ভ্রাময়েল্লোহজাতং তু তৎকান্তং ভ্রামকং মতম্।
চুম্বয়েচ্চুম্বকং কান্তং কর্ষয়েৎ কর্ষকং তথা॥ ৮৮॥
সাক্ষাদ্যদ্দ্রাবয়েল্লোহং তৎকান্তং দ্রাবকং ভবেৎ।
যদ্রোমকান্তং স্ফুটিতং যস্মাদ্রোমোদ্গমো ভবেৎ॥৮৯

চতুষ্পঞ্চমুখং শ্রেষ্ঠমুত্তমং সর্ব্বতোমুখম্॥ ৯০।

ভ্রামক লৌহ নিকৃষ্ট, চুম্বক মধ্যম, কর্ষক উত্তম এবং দ্রাবক অতি উত্তম। যে কান্ত লৌহ অপর লৌহ সমূহকে ঘূর্ণিত করে তাহাই ভ্রামক; যাহা লৌহকে চুম্বন করে অর্থাৎ লৌহের সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়, তাহাই চুম্বক; যে লৌহ অপর লৌহকে আকর্ষণ করে তাহা কর্ষক; যাহা অন্যান্য লৌহ দ্রবীভূত করিতে পারে তাহা দ্রাবক; এবং যে লৌহ গাত্রে স্ফুটিত হইলে রোমোদগম হয়, তাহাই রোমকান্ত কান্ত লৌহ। এক মুখ লৌহ নিকৃষ্ট, দ্বিমুখ ও ত্রিমুখ লৌহ মধ্যম, চতুর্ম্মুখ ও পঞ্চ মুখ লৌহ উৎকৃষ্ট, এবং সর্ব্বতোমুখ লৌহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট॥ ৮৭—৯০

ভ্রামকং চুম্বকং চৈব ব্যাধিনাশে প্রশস্যতে।
রসে রসায়নে চৈব কর্ষকং দ্রাবকং হিতম্॥ ৯১॥
মদোন্মত্তগজেঃ সূতঃ কান্তমঙ্কুশমুচ্যতে॥ ৯২॥
ক্ষেত্রং খাত্বা গ্রহীতব্যং তৎপ্রযত্নেন ধীমতা।
মারুতাতপবিক্ষিপ্তং বর্জয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯৩॥

ভ্রামক ও চুম্বক লৌহ ব্যাধিনাশে প্রশস্ত। কর্ষক ও দ্রাবক লৌহ রসে এবং রসায়ন কার্য্যে হিতকর। মদোন্মত্ত গজের ন্যায় পারদের পক্ষে রোমকান্ত লৌহ অঙ্কুশ স্বরূপ অর্থাৎ এই লৌহ পারদের বন্ধন ক্রিয়ায় অতি উৎকৃষ্ট। ক্ষেত্র খনন করিয়া অর্থাৎ খনি যত্নপূর্ব্বক লৌহ সংগ্রহ করিবে। যে লৌহ রৌদ্রে ও বাতাসে পতিত হইয়া থাকে, তাহা বর্জ্জনীয়॥ ৯১—৯৩

পাত্রে যস্মিন্ প্রসরতি জলে তৈলবিন্দুর্ন লিপ্তঃ
গন্ধং হিঙ্গু ত্যজতি চ তথা তিক্ততাং নিম্বকল্কঃ।
পাকে দুগ্ধং ভবতি শিখরাকারতাং নৈতি ভূমৌ
কান্তং লোহং তদিদমুদিতং লক্ষণোক্তং ন চান্যৎ॥৯৪॥

যে লৌহের পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে তৈলবিন্দু নিঃক্ষেপ করিলে সেই তৈল প্রসৃত হয় না; যাহার পাত্রে হিং লেপন করিলে তাহার গন্ধ এবং নিম্বকল্ক লেপন করিলে তাহার তিক্তাস্বাদ নষ্ট হইয়া যায়; যে লৌহ পাত্রে দুগ্ধ পাক করিলে দুগ্ধ শিখরের ন্যায় উচ্চ হইয়া (উৎলাইয়া) উঠে অথচ মাটীতে পড়িয়া যায় না, তাহাকেই কান্ত লৌহ কহে। ইহা ভিন্ন অপর লক্ষণযুক্ত লৌহ কান্ত লৌহ নহে॥ ৯৪

কান্তায়োহতিরসায়নোত্তরতরং স্বস্থে চিরায়ুঃপ্রদং
স্নিগ্ধং মেহহরং ত্রিদোষশমনং শূলামমূলাপহম্।
গুল্মপ্লীহযকৃৎক্ষয়ামযহরং পাণ্ডূদরব্যাধিনুৎ
তিক্তোষ্ণং হিমবীর্য্যকং কিমপরং যোগেন সর্ব্বার্ত্তিনুৎ॥৯৫॥

কান্ত লৌহ রসায়ন কার্য্যে অতি উৎকৃষ্ট, স্বস্থ ব্যক্তির দীর্ঘায়ুঃপ্রদ, স্নিগ্ধ, মেহনাশক, ত্রিদোষের শান্তিকারক, তিক্তরস, নাতি শীতোষ্ণ বীর্য্য, এবং শূল, আমদোষ, মূল রোগ (অর্শঃ), গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, ক্ষয়, পাণ্ডু ও উদর রোগ

নাশক। অধিক কি, যোগবশে ইহা সমুদায় রোগেরই উপশমকারক॥ ৯৫

সম্যগৌষধকল্পানাং লৌহকল্পঃ প্রশস্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লোহমাদৌ বিমারয়েৎ॥ ৯৬
নায়ঃ পচেৎ পঞ্চপলাদর্ব্বাগূর্দ্ধং ত্রয়োদশাৎ।
আদৌ মন্ত্রস্ততঃ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং মন্ত্র উচ্যতে॥ ৯৭॥
ওঁ অমৃতোদ্ভবায় স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ লোহমারণম্।

সকল প্রকার ঔষধ কল্পের মধ্যে লৌহকল্পই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব সর্ব্বাগ্রে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক লৌহের মারণ ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। পাঁচ পলের ন্যূন এবং ত্রয়োদশ পলের অধিক পরিমিত লৌহ এক বারে পাক করা উচিত নহে। প্রথমতঃ মন্ত্র পাঠ করিয়া, তৎপরে মারণাদি ক্রিয়া আরম্ভ করা আবশ্যক। "ওঁ অমৃতোদ্ভবায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মারণ ক্রিয়া আরম্ভ করিতে হইবে॥ ৯৬-৯৭

লক্ষোত্তরগুণং সর্ব্বং লোহং স্যাদুত্তরোত্তরম্।
কান্তং কোটিগুণং তত্র তদপ্যেবং গুণোত্তরম্॥ ৯৮॥

যথাক্রমোক্ত লৌহ সমূহ উত্তরোত্তর লক্ষগুণাধিক উৎকৃষ্ট। কিন্তু কান্ত লৌহ সর্ব্বাপেক্ষা কোটিগুণ অধিক উৎকৃষ্ট॥ ৯৮

শশকক্ষতজসংমিশ্রং ত্রিবারং পরিতাপিতম্।
মুণ্ডাদি সকলং লোহং সর্ব্বদোষান্ বিমুঞ্চতি॥ ৯৯॥

যথাক্রমে তিনবার উত্তপ্ত করিয়া প্রতিবারে শশকের রক্তে নিক্ষেপ করিলে, মুণ্ডাদি সকল লৌহই সর্ব্ব দোষ পরিত্যাগ করে॥ ৯৯

কাথ্যমুষ্টগুণে তোয়ে ত্রিফলাষোড়শং পলম্।
তৎক্বাথে পাদশেষে তু লোহস্য পলপঞ্চকম্॥ ১০০॥
কৃত্বা পত্রাণি তপ্তানি সপ্তবারং নিষেচয়েৎ।
এবং প্রলীয়তে ধাতুর্গিরিজো লোহসম্ভবঃ॥ ১০১॥

ষোল পল ত্রিফলা, আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশেষ রাখিবে। পাঁচ পল লৌহের পাত উত্তপ্ত করিয়া সেই ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। সাতবার এই প্রক্রিয়া করিলে, লৌহ সংলগ্ন অন্যান্য পার্ব্বতীয় ধাতু বিলীন হইয়া যায়॥ ১০০-১০১

সামুদ্রলবণোপেতং তপ্তং নির্ব্বাপিতং খলু।
ত্রিফলাক্বথিতে নূনং গিরিদোষময়স্ত্যজেৎ॥ ১০২॥
চিঞ্চাফলদলক্বাথাদয়ো দোষমুদস্যতি।
যদ্বা ফলত্রয়োপেতং গোমূত্রে ক্বথিতং ক্ষণম্॥ ১০৩॥

লৌহ সামুদ্র লবণের দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপেও লৌহের গিরিজ দোষ নষ্ট হয়। অথবা তেঁতুল ফল বা পত্র সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে অথবা গোমূত্রে ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে উত্তপ্ত লৌহপত্র নিক্ষেপ করিলেও তাহা শোধিত হইয়া থাকে॥ ১০২-১০৩

রেতিতং ঘৃতসংযুক্তং ক্ষিপ্ত্বাহয়ঃ খর্পরে পচেৎ।
চালয়ঁল্লোহদণ্ডেন যাবৎক্ষিপ্তং তৃণং দহেৎ॥ ১০৪॥
পিষ্ট্বা পিষ্ট্বা পচেদেবং পঞ্চবারমতঃপরম্।
ধাত্রীফলরসৈর্ব্বা ত্রিফলাক্বথিতোদকৈঃ॥
পুটেল্লোহং চতুর্ব্বারং ভবেদ্বারিতরং খলু॥ ১০৫॥

শোধিত লৌহ প্রথমতঃ চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, খর্পর পাত্রে পাক করিবে এবং তাহা লৌহ দণ্ড দ্বারা বারংবার আলোড়িত করিবে। যখন সেই লৌহচূর্ণে তৃণ নিক্ষেপ করিলে তাহা দগ্ধ হইয়া যাইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে, বুঝিবে। এইরূপে পাঁচবার পুনঃপুনঃ পেষণ করিয়া পাক করিতে হইবে। তৎপরে আমলকীর রস অথবা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারিবার পুটপাক করিলে লৌহ ভস্মীভূত হইবে। সেই ভস্ম জলে নিক্ষেপ করিলে জলের উপর ভাসমান থাকে॥ ১০৪—১০৫

স্নেহাক্তং লোহরজো মূত্রে স্বরসেঽপি রাত্রিধাত্রীণাম্।
পৃথগেবং সপ্তকৃত্বো ভর্জ্জিতমখিলাময়ে যোজ্যম্॥ ১০৬॥

লৌহ চূর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়া গোমূত্রে এবং হরিদ্রা ও আমলকীর স্বরসের সহিত পৃথক্ পৃথক্ সাতবার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ভাজিতে হইবে। তৎপরে সেই লৌহচূর্ণও সমুদায় রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥ ১০৬

তীক্ষ্ণলোহস্য পত্রাণি নির্দলানি দৃঢ়েঽনলে।
ধ্মাত্বা ক্ষিপেজ্জলে সদ্যঃ পাষাণোলূখলোদরে॥ ১০৭॥

খণ্ডয়েদ্গাঢ়নির্ঘাতৈঃ স্থূলয়া লোহপারয়া।
তন্মধ্যে স্থূলখণ্ডানি রুদ্ধা মল্লদ্বয়ান্তরে ॥ ১০৮ ॥
ধ্মাত্বা ক্ষিপ্ত্বা জলে সম্যক্পূর্ব্ববৎ কণ্ডয়েৎ খলু।
তচ্চূর্ণং সূতগন্ধাভ্যাং পুটেদ্বিংশতিবারকম্ ॥ ১০৯
পুটে পুটে বিধাতব্যং পেষণং দৃঢ়বত্তরম্।
এবং ভস্মীকৃতং লোহং তত্তদ্রোগেষু যোজয়েৎ ॥ ১১০ ॥

তীক্ষ্ণলোহের স্তরহীন পাত প্রস্তুত করিয়া তাহা তীব্র অগ্নিতে আধ্মাপিত করিবে এবং জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে প্রস্তরের উদূখলে স্থূল লৌহদণ্ডের আঘাত দ্বারা সেই লৌহপাত চূর্ণ করিবে। তাহার মধ্যে যে গুলি স্থূল খণ্ড থাকিবে, তাহা দুইখানি শরার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার দগ্ধ করিবে ও জলে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ কুট্টিত করিয়া তাহা চূর্ণ করিতে হইবে। সেই চূর্ণ পারদ ও গন্ধকের সহিত মর্দ্দিত করিয়া বিংশতিবার পুটপাক করিবে। প্রত্যেক বার পুটপাকের পর দৃঢ়রূপে পেষণ করিতে হইবে। এইরূপে ভস্মীভূত লৌহ যথানির্দ্দিষ্ট রোগসমূহে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১০৭—১১০

কান্তায়ঃ কমনীয়কান্তিজননং পাণ্ড্বাময়োন্মূলনম্
যক্ষ্মব্যাধিনিবর্হণং গরহরং দোষত্রয়োন্মূলনম্।
নানাকুষ্ঠনিবর্হণং বলকরং বৃষ্যং বয়ঃস্তম্ভনং
সর্ব্বব্যাধিহরং রসায়নবরং ভৌমামৃতং নাপরম্ ॥ ১১১
[ইতি রসসিন্ধৌ গুণপাঠঃ।]

কান্তলৌহ কমনীয়কান্তিজনক, পাণ্ডুরোগ নাশক, যক্ষ্মরোগনিবারক, বিষনাশক, ত্রিদোষের শান্তিকারক, বিবিধ কুষ্ঠনাশক, বলকর, বৃষ্য, বয়ঃস্থাপক, সর্ব্বব্যাধিনাশক, উৎকৃষ্ট রসায়ন এবং অদ্বিতীয় পার্থিব অমৃত-স্বরূপ। রসসিন্ধুনামক গ্রন্থে লৌহের গুণ এইরূপ বর্ণিত আছে ॥ ১১১

হিঙ্গুলস্য পলান্ পঞ্চ নারীস্তন্যেন পেষয়েৎ।
তেন লোহস্য পত্রাণি লেপয়েৎ পলপঞ্চকম্ ॥ ১১২ ॥
রুদ্ধা গজপুটে পচ্যাৎ কষায়ৈস্ত্রৈফলৈঃ পুনঃ।
জম্বীরৈরারনালৈর্বা বিংশত্যংশেন হিঙ্গুলম্ ॥ ১১৩ ॥
পিষ্ট্বা রুদ্ধা পচেল্লোহং তদ্দ্রবৈঃ পাচয়েৎ পুনঃ ॥
চত্বারিংশৎপুটৈরেবং কান্তং তীক্ষ্ণং চ মুণ্ডকম্ ॥ ১১৪ ॥
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহো দত্ত্বা দত্ত্বৈব হিঙ্গুলম্।
অথ পূর্ব্বোদিতং তীক্ষ্ণং *বসুভল্লকবাসয়োঃ ॥ ১১৫ ॥
পুটিতং স্বরসেনৈব ত্রিংশদ্বারাণি যত্নতঃ।
শোণিতং জায়তে ভস্ম কৃতসিন্দূরবিভ্রমম্ ॥ ১১৬ ॥

পাঁচ পল হিঙ্গুল নারীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পাঁচ পল লৌহ-পত্র লিপ্ত করিবে। তৎপরে শরাবরুদ্ধ করিয়া তাহা গজপুটে পাক করিবে। অতঃপর ত্রিফলার ক্বাথ, জাম্বীরের রস বা কাঁজি এবং বিংশতি ভাগ হিঙ্গুলের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া ক্রমশঃ চল্লিশবার পুটপাক করিবে। এইরূপে কান্ত, তীক্ষ্ণ ও মুণ্ড লৌহ নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হয়। অথবা পূর্ব্বোক্ত তীক্ষ্ণ লৌহ, হিঙ্গুল এবং শ্বেতপুনর্নবা ও বাসকের স্বরস সহ মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে ত্রিশবার পুটপাক করিবে। তাহাতে সিন্দূরসদৃশ রক্তবর্ণ লৌহ ভস্ম প্রস্তুত হইবে ॥ ১১২—১১৬

দত্ত্বা তীক্ষ্ণদলোদ্ভূতং রজস্ত্রিফলাজলৈঃ।
পিষ্ট্বা দধ্যোদনং কিঞ্চিচ্চক্রিকাং প্রবিধায় চ ॥ ১১৭ ॥
শোষয়িত্বাহতিযত্নেন প্রপচেৎ পঞ্চভিঃ পুটৈঃ।
রক্তবর্ণং হি তদ্ভস্ম যোজনীয়ং যথাযথম্ ॥ ১১৮ ॥

অথবা তীক্ষ্ণ লৌহের চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পিষ্টতণ্ডুল (পিটুলি) মিশ্রিত করিয়া চাকী প্রস্তুত করিবে। চাকীগুলি শুষ্ক হইলে পুটপাক করিতে হইবে। এইরূপে পাঁচবার পুটপাক করিলে রক্তবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত হয়। এই ভস্ম সকল কার্য্যেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ১১৭—১১৮

মৎস্যাক্ষীগন্ধবাহ্লীকৈর্লকুচদ্রবপেষিতৈঃ
বিলিপ্য সকলং লোহং মৎস্যাক্ষীকল্কপেষিতম্ ॥ ১১৯ ॥
ভস্ত্রাভ্যাং সুদৃঢ়ং ধ্মাত্বা ত্রিশূলীনির্গমাবধি
অথোদ্ধৃত্য ক্ষিপেৎ ক্বাথে ত্রিফলাগোজলাদিকে ॥১২০॥
তস্মাদাহৃত্য সংতাড্য মৃতমাদায় লোহকম্।
পুনশ্চ পূর্ব্ববদ্ধ্মাত্বা মারয়েদখিলায়সম্ ॥ ১২১ ॥
খণ্ডয়িত্বা ততো গন্ধং গুড়ত্রিফলকাম্ভসা।
পুটৈস্ত্রিংশতিবারাণি নিরুত্থং ভস্ম জায়তে ॥১২২॥

* বসুভল্লেতি শ্বেতপুনর্নবা।

মৎস্যাক্ষী (হিঞ্চাশাক) ও গন্ধবাহ্লীক (কুঙ্কুম) মান্দারের রসের সহিত পেষিত করিয়া, লৌহপত্রে তাহা লেপন করিবে। তৎপরে সেই লৌহ মৎস্যাক্ষী কল্কের সহিত পেষণ করিবে, এবং দুইটি হাপরের বাতাস দিয়া তাহা উত্তমরূপে দগ্ধ করিবে। শিখা নির্গত হইলে, সেই লৌহ গ্রহণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ও গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সেই লৌহ পুনর্ব্বার কুট্টিত করিয়া পূর্ব্ববৎ হাপরে দগ্ধ করিবে। অতঃপর ঐ লৌহচূর্ণ, গন্ধক গুড় ও ত্রিফলার জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, যথাক্রমে ত্রিশবার পুটপাক করিলে, লৌহের নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয় ॥ ১১৯—১২২

সমগন্ধময়শ্চূর্ণং কুমারীবারিমর্দ্দিতম্।
পুটীকৃতং কিয়ৎকালমায়সং নিয়তং ম্রিয়তে ॥ ১২৩ ॥
জম্বীররসসংযুক্তে দরদে তপ্তমায়সম্।
বহুবারং বিনিক্ষিপ্তং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৪ ॥

লৌহচূর্ণ ও তাহার সমপরিমিত গন্ধক, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া কয়েকবার পুটপাক করিলে, অবশ্যই সেই লৌহ ভস্মরূপে পরিণত হয়। লৌহ উত্তপ্ত করিয়া বারংবার হিঙ্গুল মিশ্রিত জাম্বীরের রসে নিক্ষেপ করিলে, নিশ্চিতই তাহা ভস্মত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১২৩।১২৪

গোমূত্রৈস্ত্রিফলা ক্বাথ্যা তৎকষায়েণ ভাবয়েৎ।
ত্রিসপ্তাহং প্রযত্নেন দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ পুনঃ ॥ ১২৫ ॥
রুদ্ধ্বা গজপুটে পাচ্যং দিনং ক্বাথেন মর্দ্দয়েৎ।
দিবা মর্দ্দ্যং পুটেদ্রাত্রাবেকবিংশদ্দিনাবধি ॥ ১২৬ ॥
একবিংশৎপুটৈশ্চৈব ম্রিয়তে ত্রিবিধং হ্যয়ঃ।

গোমূত্রে ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, সেই ক্বাথ দ্বারা তিন সপ্তাহকাল লৌহে ভাবনা প্রদান করিবে। তৎপরে এক দিন উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে প্রত্যহ দিবাভাগে মর্দ্দন করিবে ও রাত্রিকালে পুট দিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় বিংশতিবার পুটপাক করিলে লৌহের মারণক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ত্রিবিধ লৌহই এইরূপ একুশ পুটে ভস্ম হইয়া থাকে ॥ ১২৫।১২৬

ত্রিঃসপ্তকৃত্বো গোমূত্রে জালিনীভস্ম ভাবিতম্ ॥
শোষয়েত্তস্য বাপেন তীক্ষ্ণং মূষাগতং দ্রবেৎ ॥ ১২৭ ॥

জালিনী (ঘোষা) ভস্ম গোমূত্রে গুলিয়া একুশবার ছাঁকিয়া তাহা শুষ্ক করিবে। তৎপরে সেই ভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিলে তীক্ষ্ণ লৌহ দ্রবীভূত হইয়া যায় ॥ ১২৭

সুরদালীভস্ম গলিতং ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽশ্ব গোজলৈঃ শুষ্কম্।
বাপেন সলিলসদৃশং করোতি মূষাগতং তীক্ষ্ণম্ ॥ ১২৮ ॥

দেবদালীর (ঘোষা) ভস্ম পূর্ব্ববৎ গোমূত্রে গুলিয়া একুশবার ছাঁকিয়া শুষ্ক করিবে। সেই ভস্ম সহ তীক্ষ্ণ লৌহ মূষা মধ্যে পাক করিলে জলের স্থায় তাহা দ্রবীভূত হইয়া যায় ॥ ১২৮

এতৎ স্যাদপুনর্ভবং হি ভসিতং লোহস্য দিব্যামৃতং
সম্যক্‌সিদ্ধরসায়নং ত্রিকটুকাবেল্লাজ্যমধ্বন্বিতম্।
হন্ত্যান্নিষ্কমিতং জরামরণজব্যাধীংশ্চ সৎপুত্রদং
দিষ্টং শ্রীগিরিশেন কালযবনোদ্ভূত্যৈ পুরা তৎপিতুঃ ॥ ১২৯ ॥

এইরূপ দ্রবীভূত লৌহের ভস্ম প্রস্তুত করিলে, তাহা নিরুত্থ ভস্ম হয়। সেই ভস্ম সিদ্ধ রসায়ন এবং দিব্য অমৃত-স্বরূপ! ত্রিকটু, বিড়ঙ্গচূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা এক নিষ্ক (মাষা) পরিমাণে সেবন করিলে জরা মৃত্যু ও ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হয়। এই ভস্ম সেবনে সৎপুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। কালযবনের উৎপত্তিকালে, তাহার পিতাকে এই লৌহ ভস্ম সেবন করিবার জন্য মহাদেব অনুমতি করিয়াছিলেন ॥ ১২৯

(অথ রামরাজীগ্রন্থোক্তলোহমারণবিধিঃ।)

যৎপাত্রাধ্যুষিতে তোয়ে তৈলবিন্দুর্ন সর্পতি।
তারেণাবর্ত্ততে যত্তৎ কান্তলোহং তনুকৃতম্ ॥ ১৩০ ॥
অয়সামুত্তমং সিঞ্চেৎ তপ্তং তপ্তং বরারসে।
এবং শুদ্ধানি লোহানি পিষ্টাষ্টগ্নেন কেনচিৎ ॥ ১৩১ ॥
মৃতসূতস্য পাদেন প্রলিপ্তানি পুটানলে।
পচেৎ তুল্যস্য বা তাপ্যগন্ধাশ্মহরতেজসঃ ॥ ১৩২ ॥

যে লৌহপাত্রস্থিত জলে তৈল বিন্দু নিক্ষেপ করিলে, তাহা বিক্ষিপ্ত হয় না, অপিচ তারাকারে আবর্ত্তিত হয়, তাহাই কান্ত

লৌহ। সর্ব্বলৌহশ্রেষ্ঠ সেই কান্ত লৌহের পাতলা পাত্ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং ত্রিফলার ক্বাথে তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে সেই শুদ্ধ লৌহ কোন অম্লপদার্থের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার সহিত চতুর্থাংশ পরিমিত মৃত পারদ মিশ্রিত করিবে ও অগ্নিতে পুটপাক করিবে। অথবা সমপরিমিত স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক ও পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুট দিবে॥ ১৩০—১৩২

তপ্তং ক্ষারাম্লসংলিপ্তং শশরক্তেন দাপিতম্।
কান্তলৌহং ভবেচ্ছুদ্ধং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতম্॥ ১৩৩॥
শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং খল্বে কৃত্বা তু কজ্জলীম্।
দ্বয়োঃ সমং লৌহচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ॥ ১৩৪॥
যামদ্বয়াৎ সমুদ্ধৃত্য তদ্গোলং কাংস্যপাত্রকে।
আচ্ছাদ্যৈরণ্ডপত্রৈশ্চ যামার্দ্ধেঽত্যুষ্ণতাং ভবেৎ॥ ১৩৫॥
ধান্যরাশৌ ন্যসেৎ পশ্চাৎ ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ।
সংপেষ্য গালয়েদ্বস্ত্রে সত্যং বারিতরং ভবেৎ॥ ১৩৬॥

অথবা কান্তলৌহে ক্ষার ও অম্ল পদার্থ লেপন পূর্ব্বক উত্তপ্ত করিয়া শশকের রক্তে নির্ব্বাপিত করিবে; ইহাতেও কান্তলৌহ শোধিত হইয়া সর্ব্বদোষশূন্য হয়। শোধিত পারদ ও তাহার দ্বিগুণ পরিমিত গন্ধক একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে এবং সেই কজ্জলী ও কজ্জলীর সমপরিমিত লৌহ চূর্ণ একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। সেই গোলক কাংস্যপাত্রে রাখিয়া এবং তাহার উপর এরণ্ডপত্র আচ্ছাদন দিয়া অর্দ্ধ প্রহর পাক করিবে। পাকের পরে তিন দিন তাহা ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া লইবে। এইরূপে লৌহের যে ভস্ম প্রস্তুত হয়, তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসিয়া থাকে॥ ১৩৩—১৩৬

কান্তং তীক্ষ্ণঞ্চ মুণ্ডঞ্চ নিরুত্থং জায়তে ধ্রুবম্।
স্বর্ণাদীন্ মারয়েদেবং চূর্ণং কৃত্বা চ লোহবৎ॥ ১৩৭॥
সিদ্ধযোগো হ্যয়ং খ্যাতঃ সিদ্ধানাং সুমুখাগতঃ॥ ১৩৮॥
অনুভূতং ময়া সত্যং সর্ব্বরোগজরাপহম্।
ত্রিফলামধুসংযুক্তং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥ ১৩৯॥

কান্ত তীক্ষ্ণ ও মুণ্ড এই ত্রিবিধ লৌহেরই এইরূপে নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয়। লৌহের ন্যায় স্বর্ণাদি ধাতুর চূর্ণ করিয়াও এইরূপে ভস্ম প্রস্তুত করা যায়। এই সিদ্ধ-যোগ সিদ্ধপুরুষগণের উপদেশ পরম্পরায় প্রচলিত হইয়াছে। এই লৌহ ভস্ম সর্ব্বরোগনাশক এবং জরা নিবারক। মধু ও ত্রিফলাচূর্ণের সহিত ইহা সকল রোগেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥১৩৭-১৩৯

লৌহং জন্তুবিকারপাণ্ডুপবনক্ষীণত্বপিত্তাময়-
স্থৌল্যার্শোগ্রহণীজ্বরার্ত্তিকফজিৎ শোফপ্রমেহপ্রণুৎ।
গুল্মপ্লীহবিষাপহং বলকরং কুষ্ঠাগ্নিমান্দ্যপ্রণুৎ
সৌখ্যালম্বি রসায়নং মৃতিহরং কান্তাদিকং কিট্টবৎ॥ ১৪০॥

কান্তাদি লৌহ সেবনে ক্রিমিবিকার, পাণ্ডু, বায়ুরোগ, ক্ষীণতা, পিত্তরোগ, স্থূলতা, অর্শঃ, গ্রহণী, জ্বর, শ্লেষ্মবিকার, শোথ, প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, বিষদোষ, কুষ্ঠ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। ইহা বলকর, স্বাস্থ্যজনক, রসায়ন ও অকালমৃত্যুনাশক॥ ১৪০

মৃতানি লোহানি রসীভবন্তি
নিঘ্নন্তি যুক্তানি মহাময়ানি।
অভ্যাসযোগাৎ দৃঢ়দেহসিদ্ধিং
কুর্ব্বন্তি রুগ্জন্মজরাবিনাশনম্॥ ১৪১॥
রামরাজীয়ম্।

মৃত লৌহ রসবৎ হিতকর। যোগানুসারে ইহা মহাব্যাধি নিবারক। লৌহভস্ম সেবন অভ্যাস করিলে অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে দেহের দৃঢ়তা সিদ্ধি হয় এবং জরা ও ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৪১

ইতি রামরাজীয়প্রকরণম্।

পঙ্কজম্বূনিভচ্ছায়ং কান্তলোহং তদুত্তমম্।
সুরদালিভবং ভস্ম নরমূত্রেণ গালিতম্।
ত্রিঃসপ্তবারং তৎক্ষারং বাপেৎ কান্তং দ্রুতির্ভবেৎ॥১৪২
গন্ধকং কান্তপাষাণং চূর্ণয়িত্বা সমং সমম্।
দ্রুতে লোহে প্রতীবাপো দেয়ো লোহাষ্টকং দ্রবেৎ॥১৪৩
দেবদাল্যা দ্রবৈর্ভাব্যং গন্ধকং দিনসপ্তকম্।
তেন প্রবাপমাত্রেণ লোহাস্তিষ্ঠন্তি সূতবৎ॥ ১৪৪॥

পক্কজম্বুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কান্তলৌহ উৎকৃষ্ট, দেবদালী (ঘোষা) ভস্ম নরমূত্রে গুলিয়া একুশ-বার ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্ষারের প্রক্ষেপ দিলে কান্তলৌহ দ্রবীভূত হয়। গন্ধক ও কান্তপাষাণ (চুম্বক পাথর) সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া, দ্রবীভূত ধাতুতে প্রক্ষেপ করিলে, অষ্টবিধ ধাতুই দ্রবীভূত থাকে। দেবদালীর রস দ্বারা সাতদিন গন্ধক ভাবিত করিয়া, সেই গন্ধকের প্রক্ষেপ দিয়া লৌহ গলাইলে, তাহা পারদের ন্যায়, দ্রবীভূত অবস্থায় অবস্থিত থাকে ॥ ১৪২—১৪৪

অথ মণ্ডূরম্।

অক্ষাঙ্গারৈর্ধমেৎ কিট্টং লোহজং তৎসমাং জলৈঃ।
সেচয়েদক্ষপাত্রান্তঃ সপ্তবারং পুনঃপুনঃ ॥ ১৪৫ ॥
মণ্ডূরোহয়ং সমাখ্যাতশ্চূর্ণং শ্লক্ষ্ণং নিয়োজয়েৎ।
গোমূত্রৈস্ত্রিফলা ক্বাথ্যা তৎক্বাথে সেচয়েচ্ছনৈঃ ॥ ১৪৬
লোহকিট্টং সুতপ্তং তু যাবজ্জীর্য্যতি তৎ স্বয়ম্।
তচ্চূর্ণং জায়তে পেষ্যং মণ্ডূরোহয়ং প্রযোজয়েৎ ॥ ১৪৭॥

লৌহজাত কিট্ট (মল) অর্থাৎ মণ্ডূর, বহেড়া কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, বহেড়া কাষ্ঠের পাত্রস্থিত গোমূত্রে যথাক্রমে সাতবার নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে সেই মণ্ডূরের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। অথবা গোমূত্রের সহিত ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া, সেই ক্বাথে উত্তপ্ত মণ্ডূর বারংবার নির্ব্বাপিত করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মণ্ডূর জীর্ণ হইয়া না যায়, ততক্ষণ ঐরূপ উত্তপ্ত করিয়া নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। তৎ-পরে সেই মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে ॥ ১৪৫--১৪৭

যে গুণা মারিতে মুণ্ডে তে গুণা মুণ্ডকিট্টকে।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র মণ্ডূরং রোগশান্ত্যৈ প্রযোজয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥
কিট্টাদ্দশগুণং মুণ্ডং মুণ্ডাত্তীক্ষ্ণং শতোন্মিতম্।
তীক্ষ্ণাল্লক্ষগুণং কান্তং ভক্ষণাৎ কুরুতে নৃণাম্ ॥ ১৪৯ ॥
তস্মাৎ কান্তং সদা সেব্যং জরামৃত্যুহরং নৃণাম্ ॥ ১৫০॥

মারিত মুণ্ডের যে সকল গুণ, মুণ্ডকিট্টে অর্থাৎ মণ্ডূরেও সেই সকল গুণ অবস্থিত আছে। অতএব রোগশান্তির জন্য মণ্ডূরও সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। লৌহকিট্ট অপেক্ষা মুণ্ড লৌহ দশ গুণ উৎকৃষ্ট। মুণ্ড অপেক্ষা তীক্ষ্ণ লৌহ শত গুণ উৎকৃষ্ট এবং তীক্ষ্ণ লৌহ অপেক্ষা কান্ত লৌহ সেবনে লক্ষ গুণ অধিক উপকার পাওয়া যায়। অতএব জরা-মৃত্যু-নিবারক কান্ত লৌহই সর্ব্বদা সেবন করা উচিত ॥ ১৪৮—১৫০

অথান্যগ্রন্থে। অশুদ্ধলোহং ন হিতং নিষেবণা-
দায়ুর্ব্বলং কান্তিবিনাশি নিশ্চিতম্।
হৃদি প্রপীড়াং তনুতে হ্যপাটবং
রুজং করোত্যেব বিশোধ্য মারয়েৎ ॥ ১৫১

অন্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে—অশোধিত লৌহ সেবনে অপকার হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা আয়ুঃ বল ও কান্তি নিশ্চিত বিনষ্ট হয়। অপিচ তাহাতে হৃদয়ে বেদনা, জড়তা এবং বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। এই জন্য লৌহ শোধন করিয়া পশ্চাৎ তাহার মারণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য ॥ ১৫১

আয়ুঃপ্রদাতা বলবীর্য্যকর্ত্তা
রোগপ্রহর্ত্তা মদনস্য কর্ত্তা।
অয়ঃসমানং ন হি কিঞ্চিদস্তৎ
রসায়নং শ্রেষ্ঠতমং হি জন্তোঃ ॥ ১৫২ ॥

শোধিত ও মারিত লৌহ আয়ুর্বর্দ্ধক, বল-বীর্য্যজনক, রোগনাশক ও কামোদ্দীপক। মানবগণের সম্বন্ধে লৌহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়ন। অপর কোন পদার্থই রসায়ন কার্য্যে লৌহের ন্যায় উপযোগী নহে ॥ ১৫২

অথ বঙ্গম্।

খুরকং মিশ্রকং চেতি দ্বিবিধং বঙ্গমুচ্যতে।
খুরং তত্র গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং মিশ্রকং ন হিতং মতম্ ॥১৫৩॥
ধবলং মৃদুলং স্নিগ্ধং দ্রুতদ্রাবং সগৌরবম্।
নিঃশব্দং খুরবঙ্গং স্যান্মিশ্রকং শ্যামশুভ্রকম্ ॥ ১৫৪ ॥
বঙ্গং তিক্তোষ্ণকং রুক্ষমীষদ্বাতপ্রকোপণম্।
মেহশ্লেষ্মাময়ঘ্নঞ্চ মেদোঘ্নং ক্রিমিনাশনম্ ॥ ১৫৫ ॥

বঙ্গ দুই প্রকার ; খুরক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে খুরক বঙ্গই উৎকৃষ্ট। মিশ্রক হিতকর নহে। খুরক বঙ্গ শ্বেতবর্ণ, মৃদু, স্নিগ্ধ, শীঘ্র দ্রবীভূত হয়, গুরুত্ববিশিষ্ট এবং অগ্নিতাপে ইহা হইতে কোন রূপ শব্দ নির্গত হয় না। মিশ্রক বঙ্গ শ্যামমিশ্র শুভ্র বর্ণ। উভয় বঙ্গই তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ঈষৎ বায়ুপ্রকোপক, এবং মেহ, শ্লেষ্মরোগ, মেদঃ ও ক্রিমি নিবারক ॥ ১৫৩--১৫৫

দ্রাবয়িত্বা নিশাযুক্তে ক্ষিপ্তং নির্গুণ্ডিকারসে।
বিশুধ্যতি ত্রিবারেণ খুরবঙ্গং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৬ ॥
অম্লতক্রবিনিক্ষিপ্তং বর্ষাভূবিষতিন্দুভিঃ ।
কটুলাবুগতং বঙ্গং দ্বিতীয়ং পরিশুধ্যতি ॥ ১৫৭ ॥

বঙ্গ দ্রবীভূত করিয়া হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিবে। তিনবার এইরূপ করিলে খুরক বঙ্গ নিশ্চতই শোধিত হয়। অথবা পুনর্নবা, কুচিলা ও কটু অলাবুর (তিত্‌লাউ) সহিত মর্দ্দন করিয়া অম্লতক্রে নিক্ষেপ করিলেও বঙ্গ বিশুদ্ধ হয় ॥ ১৫৬।১৫৭

শুধ্যতি নাগো বঙ্গো ঘোষা রবিরা তপেঽপি মুনিদংষ্ট্রৈঃ ।

বঙ্গ ও সীসকে সাতবার ঘোষাচূর্ণ ও আকন্দের আটা লেপন করিয়া আতপে শুষ্ক করিলেও বঙ্গ ও সীসক বিশুদ্ধ হয়। নিসিন্দা-মূলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিলেও বঙ্গ শোধিত হইয়া থাকে ॥ ১৫৮

সতালেনার্কদুগ্ধেন লিপ্তাঃ বঙ্গদলানি চ।
বোধিচিঞ্চাত্বচঃ ক্ষারৈর্দত্বা লঘুপুটানি চ ॥ ১৫৯ ॥
মর্দ্দয়িত্বা চরেদ্ভস্ম অভ্রসাদিষু কীর্ত্তিতম্।
প্রদ্রাব্য খর্পরে বঙ্গং ষোড়শাংশং রসং ক্ষিপেৎ ॥১৬০॥
স্বল্পস্বল্পালকং দত্বা ভারদ্বাজস্য কাষ্ঠতঃ।
মর্দ্দয়িত্বা চরেদ্ভস্ম অভ্রসাদিষু কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৬১ ॥

বঙ্গের পাত্‌ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে হরিতাল ও আকন্দের আটা লেপন করিবে। তৎপরে সেই বঙ্গ অশ্বথ ও তেঁতুলগাছের শুষ্কছালের (চটার) ক্ষারের সহিত মিশ্রিত করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। পাকশেষে সেই ভস্ম চূর্ণ করিয়া লইবে এবং রসাদি ক্রিয়ায় তাহা প্রয়োগ করিবে। অথবা একটি মৃৎপাত্রে বঙ্গ গলাইয়া তাহাতে তাহার ষোড়শাংশ পরিমিত পারদ নিক্ষেপ করিবে, এবং অল্প অল্প হরিতাল চূর্ণ বারংবার নিংক্ষেপ করিয়া ভারদ্বাজের (বনকাপাস) কাষ্ঠদ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইরূপে ভস্ম প্রস্তুত করিয়া, তাহা রসক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে ॥ ১৫৯—১৬১

পলাশদ্রবযুক্তেন বঙ্গপত্রাণি লেপয়েৎ।
তালেন পুটিতং পশ্চান্ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬২ ॥
ভল্লাততৈলসংলিপ্তং বঙ্গং বস্ত্রেণ বেষ্টিতম্।
চিঞ্চাপিপ্পলপালাশকাষ্ঠাগ্নৌ যাতি পঞ্চতাম্ ॥ ১৬৩ ॥

পলাশের রসের সহিত হরিতাল মর্দ্দন করিয়া, তদ্দ্বারা বঙ্গপত্র লিপ্ত করিবে। তৎপরে তাহার পুটপাক করিলেই বঙ্গের ভস্ম প্রস্তুত হয়। অথবা বঙ্গে ভেলার তৈল লেপন করিয়া তাহাতে বস্ত্র বেষ্টন করিবে এবং তেঁতুল, অশ্বথ ও পলাশ কাষ্ঠের অগ্নিতে তাহা দগ্ধ করিবে। এইরূপেও বঙ্গ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বঙ্গভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে ॥ ১৬২—১৬৩

বঙ্গভস্মসমং কান্তং ব্যোমভস্ম চ তৎসমম্।
মর্দ্দয়েৎ কনকাম্ভোভির্নিম্বপত্ররসৈরপি ॥ ১৬৪ ॥
দাড়িমস্য ময়ূরস্য রসেন চ পৃথক্ পৃথক্।
কপালাবর্ত্তভস্মাথ বিনিক্ষিপ্য সমাংশকম্ ॥ ১৬৫ ॥
গোমূত্রকশিলাধাতুজলৈঃ সম্যগ্বিমর্দ্দয়েৎ।
ততো গুগ্গুলুতোয়েন মর্দ্দয়িত্বা দিনাষ্টকম্ ॥ ১৬৬ ॥
বিশোষ্য পরিচূর্ণ্যাথ সমভাগেন যোজয়েৎ।
ঘৃষ্টং বঙ্গ কনিবাসৈর্নাকুলীবীজচূর্ণকৈঃ।
ততঃ ক্ষিপেৎ করণ্ডান্তর্বিধায় পটগালিতম্ ॥ ১৬৭ ॥

বঙ্গভস্মের সহিত তাহার সমপরিমিত কান্তলৌহভস্ম ও অভ্রভস্ম মিশ্রিত করিয়া, সেই সমস্ত দ্রব্য ধুতুরার রস, নিম্বপত্রের রস, দাড়িমের রস ও অপামার্গের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবিত করিবে এবং তাহাতে সম-

পরিমিত রাজাবর্ত্ত ভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া, গোমূত্র, মনঃশিলা ও গুগ্‌গুলুর জলের সহিত আটদিন মর্দ্দন করিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া বন্ধুকনির্য্যাস ও নাকুলীবীজের চূর্ণসহ পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে এবং শুষ্ক হইলে বস্ত্রগালিত করিয়া করণ্ডমধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে ॥ ১৬৪—১৬৭

চতুর্ভির্বল্লকৈস্তুল্যং রম্যং বঙ্গং রসায়নম্।
নিশ্চিতং হেন নশ্যন্তি মেহা বিংশতিভেদকা ॥ ১৬৯ ॥
শালয়ো মুদ্গসূপং চ নবনীতং তিলোদ্ভবম্।
পটোলং তিক্তকুষ্মাণ্ডং তক্রং পথ্যায় শস্যতে ॥ ১৭০ ॥

আট রতি পরিমাণে (উপযুক্ত মাত্রায়), এই বঙ্গভস্ম গব্যতক্র পিষ্ট হরিদ্রার সহিত সেবন করিলে, ইহা দ্বারা সুন্দররূপে রসায়ন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং বিংশতি প্রকার মেহরোগ নিশ্চিত বিনষ্ট হয়। বঙ্গভস্ম সেবন কালে শালিধান্যের অন্ন, মুগের যূষ, নবনীত, তিলতৈল, পটোল, তিক্ত তেলাকুচা ও তক্র (ঘোল) এই সকল পথ্য প্রশস্ত ॥ ১৬৮—১৭০

অথ সীসকম্।

দ্রুতদ্রাবং মহাভারং ছেদে কৃষ্ণং সমুজ্জ্বলম্।
পূতিগন্ধং বহিঃকৃষ্ণং শুদ্ধং সীসমতোঽন্যথা ॥ ১৭১ ॥
অত্যুষ্ণং সীসকং স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্।
প্রমেহতোয়দোষঘ্নং দীপনং চামবাতনুৎ ॥ ১৭২

শীঘ্র দ্রবীভূত হয়, অত্যন্ত ভার বিশিষ্ট, ছেদন করিলে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়। পূতিগন্ধযুক্ত এবং বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ সীসক প্রশস্ত নহে। তদতিরিক্ত সীসকই নির্দ্দোষ। সীসক অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, তিক্তরস, বাতশ্লেষ্মনাশক, প্রমেহ ও জলদোষনিবারক, অগ্নির উদ্দীপক এবং আমবাতনাশক ॥ ১৭১-১৭২

সিন্দুবারজটাকান্তীহরিদ্রাচূর্ণকং ক্ষিপেৎ।
দ্রুতে নাগেঽথ নিশুণ্ড্যাস্ত্রিবারং নিক্ষিপেদ্রসে ॥
নাগঃ শুদ্ধো ভবেদেবং মূর্চ্ছাস্ফোটাদি নাচরেৎ ॥ ১৭৩

সীসক অগ্নিজ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে নিসিন্দামূল, বারাহীকন্দ ও হরিদ্রার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। দ্রবীভূত হইলে সেই সীসক নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিবে। তিনবার এইরূপ করিলে সীসক শুদ্ধ হয় এবং সেই শোধিত সীসক সেবন করিলে, মূর্চ্ছা ও স্ফোটকাদি পীড়া উৎপন্ন হয় না ॥ ১৭৩

তির্য্যগাকারচুল্ল্যাং তু তির্য্যগ্বক্ত্রং ঘটং ন্যসেৎ ॥ ১৭৪
ঘটং চ বক্ত্রং বিনা সর্ব্বং লেপয়েদ্যত্নতো মৃদা।
ভূষ্টাখ্যাভিধে তস্মিন্ যন্ত্রে সীসং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৭৫
পলাবংশতিকং নাগমধস্তীব্রানলং ক্ষিপেৎ।
দ্রুতে নাগে ক্ষিপেৎ সূতং শুদ্ধং কর্ষমিতং শুভম্ ॥ ১৭৬
বিঘট্য নিক্ষিপেৎ ক্ষারমেকৈকং চ পলং পলম্।
অর্জ্জুনস্যাক্ষবৃক্ষস্য মহারাজগিরেরপি।
দাড়িমস্য মরুৎস্য ক্ষিপ্ত্বা ক্ষারং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৭৭ ॥
এবং বিংশতিরাত্রাণি পচেত্তীব্রেণ বহ্নিনা।
দিব যন্ দৃঢ়ং দোর্ভ্যাং লোহদর্ব্ব্যা প্রযত্নতঃ ॥ ১৭৮ ॥
রক্তং ভবত্যয়ং ভস্ম কপোতচ্ছায়মেব বা।
নাগং দোষবিনির্ম্মুক্তং জায়তেঽতিরসায়নম্ ॥ ১৭৯ ॥

বক্র মুখ বিশিষ্ট একটি চুল্লীর উপর একটি কলস বক্র মুখে স্থাপন করিয়া, সেই কলসের মুখ ব্যতীত অপর সমস্ত অবয়ব মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে। এইরূপে ভূষ্ট-যন্ত্র নামক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ২০ বিংশতিপল সীসক নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার নীচে তীব্র অগ্নি জ্বাল দিবে। সীসক দ্রবীভূত হইলে, তাহাতে এক কর্ষ (২ তোলা) পরিমিত শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে; এবং অর্জ্জুন, বহেড়া বৃক্ষ, আমছাল, দাড়িম ও অপামার্গের ক্ষার প্রত্যেক একপল, অল্প অল্প করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে লৌহদর্ব্বী (হাতা) দ্বারা দৃঢ়রূপে আলোড়িত করিয়া বিংশতি রাত্রি পর্য্যন্ত তীব্র অগ্নিতে পাক করিলে সীসকের রক্তবর্ণ বা কপোতবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত হয়। সেই সীসকের ভস্ম দোষহীন এবং অতিশয় রসায়ন ॥ ১৭৪—১৭৯

হতমুত্থাপিতং সীসং দশবারেণ সিধ্যতি।
তন্মৃতং সীসকং সর্ব্বদোষমুক্তং রসায়নম্ ॥ ১৮

ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রে দশবার ঊর্দ্ধপাতিত করিলেও সীসক মৃত হয় এবং সেই সীসকের ভস্ম সর্ব্বদোষ-মুক্ত ও রসায়ন হইয়া থাকে ॥ ১৮০

অশ্বত্থচিঞ্চাত্বগ্ভস্ম নাগস্য চতুরংশতঃ।
ক্ষিপেন্নাগং পচেৎ পাত্রে চালয়েল্লোহচাটুনা ॥ ১৮১ ॥
যামং ভস্ম তদুদ্ধৃত্য ভস্মতুল্যা মনঃশিলা।
জম্বীরৈরারনালৈর্বা পিষ্ট্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ ॥ ১৮২ ॥
স্বাঙ্গশীতং পুনঃ পিষ্ট্বা বিংশত্যংশশিলাযুতম্।
অম্লেনৈব তু যামৈকং পূর্ব্ববৎ পাচয়েৎ পুটে ॥ ১৮৩ ॥
এবং ষষ্টিপুটৈঃ পক্বো নাগঃ স্যাৎ সুনিরুত্থিতঃ।
শিলয়া রবিদুগ্ধেন নাগপত্রাণি লেপয়েৎ ॥
মারয়েৎ পুটযোগেন নিরুত্থঃ জায়তে তথা ॥ ১৮৪ ॥

একটি লৌহপাত্রে সীসক অগ্নিজ্বালে চড়াইবে। দ্রবীভূত হইলে, তাহাতে সীসকের চতুর্থাংশপরিমিত অশ্বথ ও তেঁতুলের ছালের (চটার) ভস্ম অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ করিবে ও লৌহদর্ব্বী দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এক প্রহর কাল এইরূপে পাক করিলে সীসক ভস্মীভূত হইবে। সেই ভস্মীভূত সীসক এবং সীসকের সমপরিমিত মনঃশিলা একত্র পুনর্ব্বার জামীরের রস বা কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক মুষারুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। শীতল হইলে, আবার সেই সীসক ও সীসকের বিংশতিভাগ পরিমিত মনঃশিলা একত্র কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া এক প্রহর কাল পূর্ব্ববৎ পুটপাক করিবে। এইরূপে ষাটবার পুটপাক করিলে সীসকের নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয়। অথবা সীসকের পত্রে মনঃশিলা ও আকন্দের আটা লেপন করিয়া, পুটপাক করিলেও তাহার নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে ॥ ১৮১—১৮৪

এবং নাগোদ্ভবং ভস্ম তাপ্যভস্মার্দ্ধভাগিকম্ ॥ ১৮৫ ॥
পাদং পাদং ক্ষিপেত্তস্ম শুল্বস্য বিমলস্য চ।
কান্তাভ্রসত্ত্বয়োশ্চাপি স্ফটিকস্য পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮৬ ॥
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য পুটেৎ ত্রিফলবারিণা।
ত্রিংশদ্বনগিরিণ্ডৈশ্চ ত্রিংশদ্বারং বিচূর্ণ্য তৎ ॥ ১৮৭ ॥
ব্যোষবেল্লকচূর্ণৈশ্চ সমাংশৈঃ সহ মেলয়েৎ ॥ ১৮৮ ॥

সীসকের এইরূপ নিরুত্থ ভস্ম একভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম অর্দ্ধভাগ এবং তাম্রভস্ম, বিমল ভস্ম, কান্তলৌহভস্ম, অভ্রভস্ম ও স্ফটিকভস্ম প্রত্যেক চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকিভাগ; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র ত্রিফলা-জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ত্রিশখানি বনঘুঁটের আগুনে যথাক্রমে ত্রিশবার পুটপাক করিবে। তৎপরে তাহা চূর্ণ করিয়া, সমপরিমিত ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গের চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে ॥ ১৮৫—১৮৮

মধ্বাজ্যসহিতং হন্তি প্রলীঢ়ং বল্লমাত্রয়া।
অশীতিবাতজান্ রোগান্ ধনুর্বাতং বিশেষতঃ ॥ ১৮৯ ॥
কফরোগানশেষাংশ্চ মূত্ররোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
শ্বাসং কাসং ক্ষয়ং পাণ্ডুং শ্বয়থুং শীতিকাজ্বরম্ ॥ ১৯০ ॥
গ্রহণীমামদোষঞ্চ বহ্নিমান্দ্যং সুদুর্জ্জরম্।
সর্ব্বানুদকদোষাংশ্চ তত্তদ্রোগানুপানতঃ ॥ ১৯১ ॥

দুইরতি মাত্রায়, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, অশীতিপ্রকার বাত-বিকার, বিশেষতঃ ধনুঃস্তম্ভ নিবারিত হয়। সেই সেই রোগনাশক অনুপান সহ এই ঔষধ সেবন করিলে, সকল প্রকার শ্লেষ্মরোগ, যাবতীয় মূত্ররোগ, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, শীতজ্বর, গ্রহণী, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য এবং জলদোষজাত অন্যান্য বিকারও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮৯—১৯১

অথ পিত্তলম্।

রীতিকা কাকতুণ্ডী চ দ্বিবিধং পিত্তলং ভবে।
সন্তপ্তা কাঞ্জিকে ক্ষিপ্তা তাম্রাভা রীতিকা মতা ॥ ১৯২
এবং যা জায়তে কৃষ্ণা কাকতুণ্ডীতি সা মতা
রীতিস্তিক্তরসা রুক্ষা জন্তুঘ্নী সাম্রপিত্তনুৎ।
ক্রিমিকুষ্ঠহরা যোগাৎ সোষ্ণবীর্য্যা চ শীতলা। ১৯৩ ॥
কাকতুণ্ডী গতস্নেহা তিক্তোষ্ণা কফপিত্তনুৎ ॥
যকৃৎপ্লীহহরা শীতবীর্য্যা চ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৯৪ চ

রীতিকা ও কাকতুণ্ডী নামভেদে পিত্তল দুইপ্রকার। যে পিত্তল উত্তপ্ত করিয়া কাঁজিতে নিক্ষেপ করিলে, তাম্রবর্ণ হয়, তাহা রীতিকা। আর যাহা উত্তপ্ত করিয়া কাঁজিতে

নিক্ষেপ করিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা কাকতুণ্ডী। রীতি পিত্তল তিক্তরস, রুক্ষ, ক্রিমিনাশক, রক্তপিত্তনিবারক, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক এবং সংযোগবশে ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য কিন্তু স্বভাবতঃ শীতবীর্য্য। কাকতুণ্ডী পিত্তল—রুক্ষ, তিক্তরস, উষ্ণ, কফপিত্তনাশক, যকৃৎপ্লীহনিবারক ও শীতবীর্য্য॥ ১৯২—১৯৪

গুর্ব্বী মৃদ্বী চ পীতাভা সারাঙ্গী তাড়নক্ষমা।
সুস্নিগ্ধা মসৃণাঙ্গী চ রীতিরেতাদৃশী শুভা॥ ১৯৫॥
পাণ্ডুপীতা খরা রুক্ষা বর্ব্বরা তাড়নাক্ষমা॥
পূতিগন্ধা তথা লঘ্বী রীতির্নেষ্টা রসাদিষু॥ ১৯৬॥

গুরু, মৃদু, পীতবর্ণ, সারস্বরূপ, তাড়নক্ষম), স্নিগ্ধ ও মসৃণ এইরূপ গুণ বিশিষ্ট রীতি হিতকর। আর যে রীতি (পিত্তল) পীতবর্ণ, খরস্পর্শ, রুক্ষ, বর্ব্বর অপকৃষ্ট), তাড়নাক্ষম, পূতিগন্ধবিশিষ্ট ও লঘু, তাহা রসাদি ক্রিয়ায় প্রশস্ত নহে॥ ১৯৫—১৯৬

তপ্তা ক্ষিপ্তা চ নির্গুণ্ডীরসে হ্যামারজোন্বিতে।
পঞ্চবারেণ সংশুদ্ধিং রীতিরায়াতি নিশ্চিতম্॥ ১৯৭॥
সুবর্ণরীতিকাচূর্ণং ভক্ষিতং বিষ্টিতং পুনঃ।
ছাগেন কৃষ্ণবর্ণেন মত্তেন তরুণেন চ॥ ১৯৮॥
তল্লিপ্তং খর্পরে দগ্ধং রীতিং মুঞ্চতি শোভনাম্॥ ১৯৯
চতুর্দ্দশলসদ্বর্ণসুবর্ণসদৃশচ্ছবিঃ।
দেহলোহকরী প্রোক্তা যুক্তা রসরসায়নে॥ ২০০

পিত্তল উত্তপ্ত করিয়া, হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দীর রসে পাঁচবার নিক্ষেপ করিলে বিশোধিত হয়। রাজ পিত্তলের চূর্ণ, একটী কৃষ্ণবর্ণ মত্ত তরুণছাগকে ভোজন করাইবে, পরে তাহার বিষ্ঠার সহিত সেই পিত্তল নির্গত হইলে, তাহা খর্পর পাত্রে লিপ্ত করিয়া দগ্ধ করিবে। এইরূপে চতুর্দ্দশ বর্ণযুক্ত স্বর্ণের ন্যায় অতি সুন্দর দ্রবীভূত বিশুদ্ধ পিত্তল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পিত্তল রস-ক্রিয়ায় ও রসায়ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে, দেহের লৌহবৎ দৃঢ়তা সম্পাদন করে॥ ১৯৭—২০০

নিম্বুরসশিলাগন্ধবেষ্টিতা পুটিতাষ্টধা।
রীতিরায়াতি ভস্মত্বং ততো যোজ্যা যথাযথম্॥
তাম্রবন্মারণং তস্যাঃ কৃত্বা সর্ব্বত্র যোজয়েৎ॥ ২০১॥

লেবুর রস মনঃশিলা ও গন্ধকের সহিত পিত্তল মর্দ্দন করিয়া আটবার পুটপাক করিলে ভস্মরূপে পরিণত হয়। সেই ভস্ম যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করিবে। অথবা তাম্রের ন্যায় পিত্তলের মারণ ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া, তাহা সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিবে॥ ২০১

মৃতারকূটকং কান্তং ব্যোমসত্ত্বং চ মারিতম্॥ ২০
এষাং সমাংশকং তুল্যব্যোষং জন্তুঘ্নসংযুতম্।
ব্রহ্মবীজাজমোদাগ্নিভল্লাততিলসংযুতম্॥ ২০৩॥
সেবিতং নিষ্কমাত্রং হি জন্তুঘ্নং কুষ্ঠনাশনম্।
বিশেষাচ্ছ্বেতকুষ্ঠঘ্নং দীপনং পাচনং হিতম্॥ ২০৪

মারিত পিত্তল, মারিত কান্তলৌহ ও অভ্র-সত্ত্ব, এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া সমষ্টির সমপরিমিত ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, ব্রহ্মবীজ (বামুনহাটীর বীজ), অজমোদা (বনযমানী), চিতামূল, ভেলা ও তিলের চূর্ণসহ মিশ্রিত করিয়া, এক মাষা পরিমাণে সেবন করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিশেষতঃ শ্বেতকুষ্ঠ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক॥ ২০২—২০৪

অথ কাংস্যম্।

অষ্টভাগেন তাম্রেণ দ্বিভাগপুরকেণ চ।
বিদ্রুতেন ভবেৎ কাংস্যং তৎ সৌরাষ্ট্রভবং শুভম্
তীক্ষ্ণশব্দং মৃদু স্নিগ্ধমীষচ্ছ্যামলশুভ্রকম্।
নির্ম্মলং দাহরক্তং চ ষোঢ়া কাংস্যং প্রশস্যতে॥ ২০৬॥
তৎ পীতং দহনে তাম্রং খরং রুক্ষং ঘনাসহম্।
মর্দ্দনাদাগতজ্যোতিঃ সপ্তধা কাংস্যমুৎসৃজেৎ॥ ২০৭॥

আটভাগ তাম্র ও দুইভাগ বঙ্গ (দস্তা) দ্রবীভূত করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে কাংস্য প্রস্তুত হয়। সৌরাষ্ট্রদেশজাত কাংস্য শুভ ফলপ্রদ। অথবা তীক্ষ্ণশব্দকারী, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঈষৎ শ্যামযুক্ত শুভ্রবর্ণ, নির্ম্মল এবং দগ্ধ করিলে যাহা রক্তবর্ণ হয়, এই ষড়্বিধ গুণযুক্ত কাংস্যই প্রশস্ত। আর যে কাংস্য পীতবর্ণ, দগ্ধ করিলে তাম্রবর্ণ হয় এবং যাহা খরস্পর্শ, রুক্ষ, ঘন (আঘাত) সহনে অসমর্থ ও মর্দ্দন করিলে যাহার জ্যোতিঃ নির্গত হয়, এই সপ্তবিধ কাংস্য পরিত্যাগ করিবে॥ ২০৫—২০৭

কাংস্যং লঘু চ তিক্তোষ্ণং লেখনং দৃক্প্রসাদনম্।
ক্রিমিকুষ্ঠহরং বাতপিত্তঘ্নং দীপনং হিতম ॥ ২০৮ ॥
ঘৃতমেকং বিনা চান্যৎ সর্ব্বং কাংস্যগতং নৃণাম্।
ভুক্তমারোগ্যজননং হিতং সাত্ম্যকরং তথা। ২০৯ ॥

কাংস্য লঘু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, দৃষ্টির প্রসন্নতাসাধক, ক্রিমি ও কুষ্ঠ নাশক, বায়ু ও পিত্তের শান্তি কারক, অগ্নির উদ্দীপক এবং হিতকর। একমাত্র ঘৃত ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল দ্রব্যই কাংস্য পাত্রে সেবন করিলে আরোগ্য, সুখ ও সাত্ম্য লাভ হয় ॥ ২০৮।২০৯

তপ্তং কাংস্যং গবাং মূত্রে বাপিতং পরিশুধ্যতি।
মিয়তে গন্ধতালাভ্যাং নিরুত্থং পঞ্চভিঃ পুটৈঃ ॥ ২১০ ॥

কাংস্য উত্তপ্ত করিয়া গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিলে শোধিত হয়। তৎপরে গন্ধক ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া পাঁচ বার পুটপাক করিলেই কাংস্যের নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয় ॥ ২১০

ত্রিক্ষারং পঞ্চলবণং সপ্তধাম্লেন ভাবয়েৎ।
কাংস্যারকূটপত্রাণি তেন কল্কেন লেপয়েৎ ॥
রুদ্ধ্বা গজপুটে পক্বং শুদ্ধিমায়াতি নান্যথা ॥ ২১১ ॥

যবক্ষার, সাচক্ষার, সোহাগা ও পঞ্চ লবণ, এই সকল দ্রব্যে সাতবার কাঁজির ভাবনা দিয়া কাংস্য ও পিত্তলের পত্র সেই কল্ক দ্বারা লিপ্ত করিবে। তৎপরে মুষারুদ্ধ করিয়া তাহা গজপুটে পাক করিলে, কাংস্য ও পিত্তল উভয়ই শোধিত হইয়া থাকে ॥ ২১১

অথ বর্ত্তলৌহম্।

কাংস্যার্করীতিলৌহাহিজাতং তদ্বর্ত্তলোহকম্।
তদেব পঞ্চলোহাখ্যং লোহবিদ্ভিরুদাহৃতম্ ॥ ২১২ ॥

কাংস্য, তাম্র, পিত্তল, লৌহ ও সীসক, এই পঞ্চ ধাতুর সংমিশ্রণে বর্ত্তলৌহের উৎপত্তি হয়। ধাতুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে পঞ্চলৌহ নামে অভিহিত করেন ॥ ২১২

হিমাম্লং কটুকং রুক্ষং কফপিত্তবিনাশনম্।
রুচ্যং ত্বচ্যং কৃমিঘ্নঞ্চ নেত্র্যং মলবিশোধনম্ ॥ ২১৩ ॥
তদ্ভাণ্ডে সাধিতং সর্ব্বমন্নব্যঞ্জনসূপকম্।
অম্লেন বর্জ্জিতং চাতিদীপনং পাচনং হিতম্ ॥ ২১৪ ॥

বর্ত্তলৌহ শীতবীর্য্য, অম্ল-কটু-রস, রুক্ষ, কফ-পিত্তনাশক, রুচিকর, ত্বকের হিতকর, ক্রিমিনাশক, নেত্রের উপকারক এবং মলশুদ্ধিকারক। বর্ত্তলৌহের পাত্রে অন্ন, ব্যঞ্জন ও সূপাদি পাক করিলে এবং তাহাতে অম্লপদার্থের সংযোগ না থাকিলে সেই সকল পদার্থ অগ্নিবৃদ্ধিকর ও পাচক হইয়া থাকে ॥ ২১৩।২১৪

দ্রুতমশ্বজলে ক্ষিপ্তং বর্ত্তলোহং বিশুধ্যতি ॥ ২১৫ ॥
মিয়তে গন্ধতালাভ্যাং পুটিতং বর্ত্তলোহকম্।
যেষু তেষপি যোগেষু যোজনীয়ং যথাবিধি ॥ ২১৬ ॥

বর্ত্তলৌহ দ্রবীভূত করিয়া অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ করিলে, তাহা বিশুদ্ধ হয়। পরে তাহা গন্ধক ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে ভস্মীভূত হয়। সেই ভস্ম নির্দ্দিষ্ট যোগ সমূহে যথাবিধি প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ২১৫-২১৬

জাতিসদ্ভির্বিশুদ্ধৈশ্চ বিধিনা পরিসাধিতৈঃ।
রসোপরসলোহাদ্যৈঃ সূতঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ২১৭ ॥

রস, উপরস ও ধাতু প্রভৃতি যথাযথ গুণসম্পন্ন, বিশুদ্ধ এবং যথাবিধি সংস্কৃত হইলে, সেই সকল পদার্থদ্বারা পারদ সংস্কার সুসিদ্ধ হয়। ইহার অন্যথা ঘটিলে, পারদ-সংস্কার সুসিদ্ধ হয় না ॥ ২১৭

রত্নানি লৌহানি বরাটশুক্তি-
পাষাণজাতং খুরশৃঙ্গশল্যম্।
মহারসাদ্যেষু কঠোরদেহং
ভস্মীকৃতং তৎ খলু সূতযোগ্যম্ ॥ ২১৮ ॥

রত্নসমূহ, ধাতুসকল, বরাটক, শুক্তি, গিরিপাষাণ সমূহ এবং খুর শৃঙ্গ ও শল্য প্রভৃতি পদার্থ কঠিনদেহ; সুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্য ভস্মীভূত হইলে পারদ সংস্কারের উপযোগী হইয়া থাকে ॥ ২১৮

বজ্রাণাং দ্রাবণার্থায় সত্ত্বং ভূনাগজং ক্রমে।
তদেব পরমং তেজঃ সূতরাজেন্দ্রবজ্রয়োঃ ॥ ২১৯ ॥

হীরকের দ্রাবণার্থ সীসক-সত্বই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। পারদ ও হীরকের পক্ষে সীসক সত্ব পরম তেজঃস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২১৯

নাগং ভুনাগসত্ত্বং মর্দ্দয়েদ্ ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ।
নিম্বদ্রবৈশ্চ নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসৈস্ত্রিদিনং পৃথক্ ॥ ২২০ ॥
তদ্ দ্রাবণগণোপেতং সংমর্দ্য বটকীকৃতম্।
নিরুধ্য দৃঢ়মূষায়াং দ্বিদণ্ডং প্রধমেদ্ দৃঢ়ম্ ॥ ২২১ ॥
স্বতঃ শীতং সমাহৃত্য পট্টকে বিনিবেশ্য তৎ।
ধবকান্ রাজিকাতুল্যান্ রেণূন্ বিভবান্বিতান্ ॥
দ্বাদশাংশার্কসংযুক্তান্ ধমিত্বা রবকান্ হরেৎ ॥ ২২২ ॥
প্রক্ষাল্য রবকানাশু সমাদায় প্রযত্নতঃ।
বজ্রাদিদ্রাবণং তেন প্রকুর্ব্বীত যথেপ্সিতম্ ॥ ২২৩ ॥
পরমমিদং প্রোক্তং রসায়নমনুত্তমম্।
দ্বিত্রিমূষাসু চৈকস্যাং সর্ব্বং ভবতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২২৪ ॥

সীসকের সত্ব, ভৃঙ্গরাজ, নিম্ব ও নিসিন্দার রসের সহিত পৃথক্ পৃথক তিনদিন করিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে দ্রাবণ-বর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহার বটক প্রস্তুত করিবে। সেই বটক দৃঢ় মূষায় রুদ্ধ করিয়া, দুই ঘটিকাকাল তীব্র অগ্নিতে আধ্মাপিত করিবে। তৎপরে আপনা হইতে তাহা শীতল হইলে, শিলায় পেষণ করিয়া, সর্ষপাকৃতি রেণুস্বরূপ সূক্ষ্মচূর্ণ করিতে হইবে। সেই অতি ভার-বিশিষ্ট রেণুর সহিত দ্বাদশাংশ পরিমিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা আধ্মাপিত করিবে। পরিশেষে ধৌত করিয়া সেই চূর্ণ গ্রহণ করিবে এবং হীরকাদি দ্রাবণার্থ যথা-প্রয়োজন তাহা ব্যবহার করিবে। এই চূর্ণ "রবক" নামে অভিহিত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। ইহার প্রত্যেক পাকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দুইটি, তিনটি মূষা ব্যবহার করিবে। অথবা একটি মূষাতেই সমুদায় পাক সম্পাদন করিবে ॥ ২২০—২২৪

ভুজঙ্গমানুপাবার ভুজঙ্গসত্ত্বসমন্বিতান্
স্বর্ণরূপ্যতাম্রায়স্কান্তসম্ভূতভূমিজান্ ॥ ২২৫ ॥
প্রক্ষাল্য রজনীতোয়ৈঃ শীতলৈশ্চ জলৈরপি ॥ ২২৬ ॥

দণ্ডমিতি ঘটিকা।

উপোষিতং ময়ূরং বা শূরং বা চরণায়ুধম্।
ক্রমেণ চারয়িত্বাথ তদ্বিষ্ঠাং সমুপাহরেৎ ॥ ২২৭ ॥
ক্ষারাম্লৈঃ সহ সংপেষ্য বিশোষ্য চ খরাতপে।
ততঃ খর্পরকে ক্ষিপ্ত্বা ভর্জ্জয়িত্বা মসীং চরেৎ ॥ ২২৮ ॥
মসীং দ্রাবণবর্গেণ সংযুক্তাং সংপ্রমর্দ্দিতাম্।
নিরুধ্য কোষ্ঠিকামধ্যে প্রধমেদ্ ঘটিকাদ্বয়ম্ ॥
শীতলীভূতমূষায়াঃ খোটমাহৃত্য পেষয়েৎ ॥ ২২৯ ॥
প্রক্ষাল্য রবকানাশু সমাদায় প্রযত্নতঃ।
সুবর্ণমানবদ্ধ্মাত্বা নবং কৃত্বা নিয়োজয়েৎ ॥ ২৩০ ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও অয়স্কান্ত প্রভৃতি যে ভূমিতে উৎপন্ন হয়, সেই ভূমিজাত সীসক চারিপ্রস্থ (৮ সের) সংগ্রহ করিয়া, হরিদ্রার জলে ও শীতল জলে তাহা ধৌত করিবে। পরে সেই সীসক উপোষিত ময়ূর অথবা বলবান কুক্কুটকে ক্রমশঃ ভোজন করাইয়া তাহাদের বিষ্ঠা সংগ্রহ করিবে। সেই বিষ্ঠা ক্ষার ও অম্ল পদার্থের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তীব্র আতপে শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে খাপরায় ভাজিয়া তাহার মসী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে সেই মসী দ্রাবণবর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া, দুই ঘটিকাকাল কোষ্ঠিকা যন্ত্রে (হাপরে) আধ্মাপিত করিবে। মূষা শীতল হইলে, তন্মধ্য হইতে সেই জমাট মসী গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। অতঃপর সেই চূর্ণ যত্নপূর্ব্বক ধৌত করিয়া, ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিবে; এবং পুনর্ব্বার আধ্মাপিত করিয়া, তাহার চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ নির্দ্দিষ্টস্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২২৫—২৩০

ভুনাগোদ্ভবসত্ত্বমুত্তমতমং শ্রীসোমদেবোদিতং
দত্তং পাদমিতং দ্বিশাণকনকেনৈকংগতেনোন্মিকাম্।
তদ্ধৌতাঞ্জনলেপনং স্থিরচরোদ্ভূতং বিষং নেত্ররুগ-
শূলং মূলগদঞ্চ কর্ণজরুজো হন্যাৎ প্রসূতিগ্রহম্ ॥ ২৩১ ॥

এই সীসক সত্বই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শ্রীসোমদেব কর্ত্তৃক ইহা প্রচারিত হইয়াছে। এক তোলা স্বর্ণের সহিত, তাহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারি আনা পরিমিত এই সীসক সত্ব মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে, নেত্র-

বা পরলোকে কোন সময়েই সে ব্যক্তি সুখলাভ করিতে পারে না। অতএব ভক্তিবলে গুরুদেব যখন সন্তুষ্ট হইবেন, শিষ্য সেই সময়ে তাঁহার নিকট আত্মসিদ্ধি লাভার্থ রসদীক্ষা গ্রহণ করিবেন ; এবং সেই গুরুদেবের হস্ত নিজের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বরলাভ পূর্ব্বক কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ৯—১২

আতঙ্করহিতে দেশে ধর্ম্মরাজ্যে মনোরমে।
উমামহেশ্বরোপেতে সমৃদ্ধে নগরে শুভে ॥ ১৩ ॥
কর্ত্তব্যং সাধনং তত্র রসরাজস্য ধীমতা।
অত্যন্তোপবনে রম্যে চতুর্দ্বারোপশোভিতে ॥ ১৪ ॥
তত্র শালা প্রকর্ত্তব্যা সুবিস্তীর্ণা মনোরমা।
সমাবাতায়নোপেতা দিব্যচিত্রৈর্বিচিত্রিতা ॥ ১৫ ॥
তৎসমীপে সমে দীপ্তে কর্ত্তব্যং রসমণ্ডপম্।
অতিগুপ্তং সুবিস্তীর্ণং কপাটার্গলশোভিতম্ ॥ ১৬ ॥
ধ্বজচ্ছত্রবিতানাঢ্যং পুষ্পমালাবিলম্বিতম্।
ভেরিকাহলঘণ্টাদিশৃঙ্গানাদবিনাদিতম্ ॥ ১৭ ॥
ভূঃ সমা তত্র কর্ত্তব্যা সুদৃঢ়া দর্পণোপমা।
তন্মধ্যে বেদিকা রম্যা কর্ত্তব্যা লক্ষণান্বিতা ॥ ১৮ ॥

রোগ শূন্য দেশে, মনোরম ধর্ম্মরাজ্যে এবং শিবদুর্গাধিষ্ঠিত সমৃদ্ধ সুন্দর নানা উপবন-শোভিত ও চতুর্দ্দিকে চারিটি দ্বার বিশিষ্ট মনোরম নগরে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পারদ-সংস্কার কার্য্য সাধন করিবেন। ঐরূপ নগরে একটি বিস্তীর্ণ, মনোরম, সম্যগ্ বাতায়ন বিশিষ্ট এবং দিব্যচিত্রাদি শোভিত রসশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সেই রসশালার নিকটে সমতল ও আলোকিত স্থানে একটি রসমণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই মণ্ডপ অতি গুপ্ত, বিস্তীর্ণ, এবং কপাট অর্গলাদি বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। মণ্ডপের উপরে ছত্র ধ্বজ ও চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া দিবে, চতুর্দ্দিকে পুষ্পমালা লম্বিত করিয়া রাখিবে এবং ভেরী কাহল ঘণ্টা শৃঙ্গী (শিঙা) প্রভৃতির শব্দ দ্বারা নিনাদিত করিবে। সেই রসমণ্ডপের ভূমি দর্পণের ন্যায় সমতল এবং দৃঢ় করিতে হইবে। তাহার মধ্যস্থলে প্রশস্ত লক্ষণান্বিত একটি রমণীয় বেদী প্রস্তুত করিবে ॥ ১৩—১৮

নিষ্কত্রয়ং হেমপত্রং রসেন্দ্রং নবনিষ্ককম্।
অম্লেন মর্দ্দয়েৎ যামং তেন লিঙ্গং তু কারয়েৎ ॥ ১৯ ॥
দোলাযন্ত্রে সারনালে জম্বীরস্থং দিনং পচেৎ।
তল্লিঙ্গং পূজয়েত্তত্র সুশুভৈরুপচারকৈঃ ॥ ২০ ॥

স্বর্ণপত্র ৩ তিন নিষ্ক (১৷৷০ তোলা) ও পারদ ৯ নয় নিষ্ক (৪৷৷০ তোলা), একত্র অম্ল দ্রব্যের সহিত এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা একটি শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিবে এবং সেই শিবলিঙ্গ একটি জামীরের মধ্যে নিহিত করিয়া তাহা কাঁজিপূর্ণ দোলাযন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। তৎপরে শুভকর উপচার সমূহ দ্বারা সেই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৯।২০

সহস্রকোটিভাগং
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি স্ত্রীগোহত্যাযুতানি চ।
তৎক্ষণাদ্বিলয়ং যান্তি রসলিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ২২ ॥
স্পর্শনাৎ প্রাপ্যতে মুক্তিরিতি সত্যং শিবোদিতম্।
আগ্নেয়াং শ্রীমঘোরেণ মন্ত্ররাজেন চার্চ্চয়েৎ ॥ ২৩ ॥

সহস্রকোটি শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিলে যে ফললাভ হয়, পারদ-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় তদপেক্ষা কোটি গুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। পারদ-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, সহস্র ব্রহ্মহত্যা এবং অযুত স্ত্রীহত্যা ও গো হত্যার পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। সেই শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, ইহা শিবোক্ত সত্য বাক্য। ঐ শিবলিঙ্গ পূজার সময়ে অঘোর মন্ত্ররাজ দ্বারা অগ্নিময়ী শ্রীরও অর্চ্চনা করিবে ॥ ২১—২৩

অষ্টাদশভুজং শুভ্রং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রেতারূঢ়ং নীলকণ্ঠং রসলিঙ্গং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৪ ॥
তস্যোৎসঙ্গে মহাদেবীমেকবক্ত্রাং চতুর্ভুজাম্।
অক্ষমালাঙ্কুশং দক্ষে বামে পাশাভয়ং শুভম্ ॥ ২৫ ॥
দধতীং তপ্তহেমাভাং পীতবস্ত্রাং বিভাবয়েৎ ॥ ২৬ ॥

রসলিঙ্গের ধ্যান।—অষ্টাদশভুজ, শুভ্রবর্ণ, পঞ্চমুখ, ত্রিলোচন, প্রেতারূঢ় ও নীলকণ্ঠ রসলিঙ্গের এইরূপ মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, তাহার অঙ্কস্থিতা একমুখী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা ও অঙ্কুশধারিণী, বাম হস্তে পাশ

রিণী ও অভয়প্রদায়িনী এবং তপ্তকাঞ্চন বর্ণা ও পীতবসনা মহাদেবীর মূর্ত্তিও চিন্তা করিবে। ২৪—২৬

অথ মন্ত্রঃ ।

বাগ্ময়ী [illegible] কামরাজশক্তিবীজং রসাঙ্কুশা।
বৈঃ সমা দ্বাদশ সৈব জ্ঞেয়া বিদ্যা রসাঙ্কুশা ॥ ২৭ ॥
অনয়া পূজয়েদ্দেবীং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
নন্দিভৃঙ্গিমহাকালকুলীরান্ পূর্ব্বদিক্‌ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥
পূজয়েন্নামমন্ত্রৈস্তু প্রণবাদিনমোহন্তকৈঃ।
এবং নিত্যার্চ্চনং [illegible] কর্ত্তব্যং রসসিদ্ধয়ে ॥ ২৯ ॥

"বাগ্ময়ী শ্রীং" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প ও অক্ষতাদি উপচারদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মহাদেবীর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও কুলীরাদি ভূতগণের নাম ও মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, আদিতে প্রণব (ওঁকার) ও অন্তে নমঃশব্দ প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে অর্চ্চনা করিতে হইবে। রসক্রিয়া সিদ্ধির জন্য এইরূপ নিত্য অর্চ্চনা আবশ্যক ॥ ২৭—২৯

রসবিদ্যা শিবেনোক্তা দাতব্যা সাধকায় বৈ।
যথোক্তেন বিধানেন গুরুণা শুদ্ধিতাত্মনা ॥ ৩০ ॥

গুরু শুদ্ধচিত্তে যথোক্ত বিধানে শিবোক্ত রসবিদ্যা কেবল সাধক শিষ্যকেই দান করিবেন ॥ ৩০

সুমুহূর্ত্তে সুনক্ষত্রে চন্দ্রতারাবলান্বিতে।
কলশং তোয়সংপূর্ণং হেমরত্নফলৈর্য্যুতম্ ॥ ৩১ ॥
স্থাপয়েদ্রসলিঙ্গাগ্রে দিব্যবস্ত্রেণ বেষ্টিতম্।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ সুপূজয়েৎ ॥ ৩২ ॥
পূজান্তে হবনং কুর্য্যাদ্‌যোনিকুণ্ডে সুলক্ষণে।
তিলাজ্যৈঃ পায়সৈঃ পুষ্পৈঃ শতপুষ্পাদিকৈঃ পৃথক্।
অঘোরেণ রসং স্মৃত্বা হোমান্তে শিষ্যমাহ্বয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

বিধি যথা—সুনক্ষত্রযুক্ত এবং শুদ্ধ চন্দ্র-তারাদি বিশিষ্ট শুভ মুহূর্ত্তে একটি জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিবে এবং সেই কলশের উপর স্বর্ণ রত্ন ও ফল (নারিকেল বিল্বাদি) রাখিবে। সেই পূর্ণ কলশটি পূর্ব্বোক্ত রসলিঙ্গের সম্মুখে রাখিয়া তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবে এবং গন্ধ পুষ্প আতপ তণ্ডুল ধূপ ও নৈবেদ্যাদি উপচার দ্বারা যথানিয়মে পূজা করিবে। পূজার পর সুলক্ষণ যুক্ত যোনিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে তিল, ঘৃত, পায়স ও পদ্মাদি পুষ্পদ্বারা অঘোর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ হোম করিতে হইবে। হোমের পর সেই স্থলে শিষ্যকে আহ্বান করিবেন ॥ ৩১—৩৩

কালিনী শক্তিসংযুক্তা রসসিদ্ধিপরায়ণা ॥ ৩৪ ॥
যস্যাশ্চ কুঞ্চিতাঃ কেশাঃ শ্যামা সা পদ্মলোচনা।
সুরূপা তরুণী ভিন্না বিস্তীর্ণজঘনা শুভা ॥ ৩৫ ॥
সংকীর্ণহৃদয়া পীনস্তনভারেণ * নাম্রিতা।
চুম্বনালিঙ্গনস্পর্শকোমলা মৃদুভাষিণী ॥ ৩৬ ॥
অশ্বত্থপত্রসদৃশযোনিদেশসুশোভিতা।
কৃষ্ণপক্ষে পুষ্পবতী সা নারী কালিনী স্মৃতা ॥ ৩৭ ॥

শক্তিশালিনী কালিনী স্ত্রী রসসিদ্ধি পরায়ণা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর কেশ কুঞ্চিত, যে শ্যামাস্ত্রীর লক্ষণসম্পন্না, যে পদ্মচক্ষুঃ, যে রূপবতী, তরুণী, সুবিভক্ত অবয়বা, নিবিড়নিতম্বা ও শুভলক্ষণ যুক্তা, যাহার বক্ষঃস্থল সঙ্কীর্ণ ও দেহ পীন স্তনভারে অবনত, যাহার চুম্বন আলিঙ্গন ও স্পর্শ কোমল, যে মৃদুভাষিণী, যাহার যোনিদেশ অশ্বত্থপত্রাকৃতি ও সুশ্রী, সেই স্ত্রী কৃষ্ণপক্ষে ঋতুমতী হইলে, তাহাকে কালিনী স্ত্রী কহে ॥ ৩৪—৩৭

রসবন্ধে প্রয়োগে চ উত্তমা সা রসায়নে।
তদভাবে সুরূপা তু যা কাচিত্তরুণাঙ্গনা ॥ ৩৮ ॥
তস্যৈ দেয়ং ত্রিসপ্তাহং গন্ধকং ঘৃতসংযুতম্।
কর্ষৈকৈকং প্রভাতে তু সা ভবেৎ কালিনী সমা ॥ ৩৯ ॥

এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা কালিনী স্ত্রীই রস-বন্ধনে রসপ্রয়োগে এবং রসায়ন ক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট। এই কালিনী স্ত্রীর অভাব হইলে, কোন একটি রূপবতী যুবতীকে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক কর্ষ পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত গন্ধক সেবন করাইবে; তাহা হইলে সে কালিনী তুল্য হইয়া থাকে ॥ ৩৮।৩৯

* নাম্রিতা (সাধীয়ান্)

বা পরলোকে কোন সময়েই সে ব্যক্তি সুখলাভ করিতে পারে না। অতএব ভক্তিবলে গুরুদেব যখন সন্তুষ্ট হইবেন, শিষ্য সেই সময়ে তাঁহার নিকট আত্মসিদ্ধি লাভার্থ রসবিদ্যা গ্রহণ করিবেন; এবং সেই গুরুদেবের হস্ত নিজের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বরলাভ পূর্ব্বক কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ৯—১২

রোগশঙ্করহিতে দেশে ধর্ম্মরাজ্যে মনোরমে।
উমামহেশ্বরোপেতে সমৃদ্ধে নগরে শুভে ॥ ১৩ ॥
কর্ত্তব্যং সাধনং তত্র রসরাজস্য ধীমতা।
অত্যন্তোপবনে রম্যে চতুর্দ্বারোপশোভিতে ॥ ১৪ ॥
তত্র শালা প্রকর্ত্তব্যা সুবিস্তীর্ণা মনোরমা।
সম্যগ্বাতায়নোপেতা দিব্যচিত্রৈর্বিচিত্রিতা ॥ ১৫ ॥
তৎসমীপে সমে দীপ্তে কর্ত্তব্যং রসমণ্ডপম্।
অতিগুপ্তং সুবিস্তীর্ণং কপাটার্গলশোভিতম্ ॥ ১৬ ॥
ধ্বজচ্ছত্রবিতানাঢ্যং পুষ্পমালাবিলম্বিতম্।
ভেরিকাহলঘণ্টাদিশৃঙ্গীনাদবিনাদিতম্ ॥ ১৭ ॥
ভূঃ সমা তত্র কর্ত্তব্যা সুদৃঢ়া দর্পণোপমা।
তন্মধ্যে বেদিকা রম্যা কর্ত্তব্যা লক্ষণান্বিতা ॥ ১৮ ॥

রোগশূন্য দেশে, মনোরম ধর্ম্মরাজ্যে এবং শিবদুর্গাধিষ্ঠিত সমৃদ্ধ সুন্দর নানা উপবন-শোভিত ও চতুর্দ্দিকে চারিটি দ্বার বিশিষ্ট মনোরম নগরে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পারদ-সংস্কার কার্য্য সাধন করিবেন। ঐরূপ নগরে একটি বিস্তীর্ণ, মনোরম, সম্যগ্ বাতায়ন বিশিষ্ট এবং দিব্যচিত্রাদি শোভিত রসশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সেই রসশালার নিকটে সমতল ও আলোকিত স্থানে একটি রসমণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই মণ্ডপ অতি গুপ্ত, বিস্তীর্ণ, এবং কপাট অর্গলাদি বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। মণ্ডপের উপরে ছত্র ধ্বজ ও চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া দিবে, চতুর্দ্দিকে পুষ্প-মালা লম্বিত করিয়া রাখিবে এবং ভেরী কাহল ঘণ্টা শৃঙ্গী (শিঙা) প্রভৃতির শব্দ দ্বারা নিনাদিত করিবে। সেই রসমণ্ডপের ভূমি দর্পণের ন্যায় সমতল এবং দৃঢ় করিতে হইবে। তাহার মধ্যস্থলে প্রশস্ত লক্ষণান্বিত একটি রমণীয় বেদী প্রস্তুত করিবে ॥ ১৩—১৮

নিষ্কত্রয়ং হেমপত্রং রসেন্দ্রং নবনিষ্ককম্।
অম্লেন মর্দ্দয়েৎ যামং তেন লিঙ্গং তু কারয়েৎ ॥ ১৯ ॥
দোলাযন্ত্রে সারনালে জম্বীরস্থং দিনং পচেৎ।
তল্লিঙ্গং পূজয়েত্তত্র সুশুভৈরুপচারকৈঃ ॥ ২০ ॥

স্বর্ণপত্র ৩ তিন নিষ্ক (১৸০ তোলা) ও পারদ ৯ নয় নিষ্ক (৪৸০ তোলা), একত্র অম্ল দ্রব্যের সহিত এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা একটি শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিবে এবং সেই শিবলিঙ্গ একটি জামীরের মধ্যে নিহিত করিয়া তাহা কাঞ্জিপূর্ণ দোলাযন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। তৎপরে শুভকর উপচার সমূহ দ্বারা সেই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৯।২০

লিঙ্গকোটিসহস্রস্য যৎফলং সম্যগর্চনাৎ।
তৎফলং কোটিগুণিতং রসলিঙ্গার্চনাদ্ভবেৎ ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি গোহত্যাযুতানি চ।
তৎক্ষণাদ্বিলয়ং যান্তি রসলিঙ্গস্য দর্শনাৎ ॥ ২২ ॥
স্পর্শনাৎ প্রাপ্যতে মুক্তিরিতি সত্যং শিবোদিতম্।
আগ্নেয়াং শ্রীমদঘোরেণ মন্ত্ররাজেন চার্চ্চয়েৎ ॥ ২৩ ॥

সহস্রকোটি শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিলে যে ফললাভ হয়, পারদ-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের অর্চ্চ-নায় তদপেক্ষা কোটি গুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। পারদ-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, সহস্র ব্রহ্মহত্যা এবং অযুত স্ত্রীহত্যা ও গো হত্যার পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। সেই শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, ইহা শিবোক্ত সত্য বাক্য। ঐ শিবলিঙ্গ পূজার সময়ে অঘোর মন্ত্ররাজ দ্বারা অগ্নিময়ী শ্রীরও অর্চ্চনা করিবে ॥ ২১—২৩

অষ্টাদশভুজং শুভ্রং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রেতারূঢ়ং নীলকণ্ঠং রসলিঙ্গং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৪ ॥
তস্যোৎসঙ্গে মহাদেবীমেকবক্ত্রাং চতুর্ভুজাম্।
অক্ষমালাঙ্কুশং দক্ষে বামে পাশাভয়ং শুভম্ ॥ ২৫ ॥
দধতীং তপ্তহেমাভাং পীতবস্ত্রাং বিভাবয়েৎ ॥ ২৬ ॥

রসলিঙ্গের ধ্যান।—অষ্টাদশভুজ, শুভ্রবর্ণ, পঞ্চমুখ, ত্রিলোচন, প্রেতারূঢ় ও নীলকণ্ঠ রসলিঙ্গের এইরূপ মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, তাহার অঙ্কস্থিতা একমুখী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা ও অঙ্কুশধারিণী, বাম হস্তে পাশ

ধারিণী ও অভয়প্রদায়িনী এবং তপ্তকাঞ্চন বর্ণা ও পীতবসনা মহাদেবীর মূর্ত্তিও চিন্তা করিবে। ২৪—২৬

অথ মন্ত্রঃ ।

বাগ্ভবী শ্রী কামরাজশক্তিবীজং রসাঙ্কুশা ।
ইয়ং সদা দ্বাদশ সৈব জ্ঞেয়া বিদ্যা রসাঙ্কুশা ॥ ২৭ ॥
অনয়া পূজয়েদ্দেবীং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ।
নন্দীভৃঙ্গীমহাকালকুলীরান্ পূর্বদিক্ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥
পূজয়েন্নামমন্ত্রৈস্তু প্রণবাদিনমোঽন্তকৈঃ
এবং নিত্যার্চনং তত্র কর্তব্যং রসসিদ্ধয়ে ॥ ২৯ ॥

"বাগ্ভবী শ্রী" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প ও অক্ষতাদি উপচারদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মহাদেবীর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও কুলীরাদি ভূতগণের নাম ও মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, আদিতে প্রণব (ওঁকার) ও অন্তে নমঃশব্দ প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বাদি দিকক্রমে অর্চনা করিতে হইবে। রসক্রিয়া সিদ্ধির জন্য এইরূপ নিত্য অর্চ্চনা আবশ্যক ॥ ২৭—২৯

রসবিদ্যা শিবেনোক্তা দাতব্যা সাধকায় বৈ ।
সংস্কারেণ বিধানেন গুরুণা শুদ্ধাত্মনা ॥ ৩০ ॥

গুরু শুচিচিত্তে যথোক্ত বিধানে শিবোক্ত রসবিদ্যা কেবল সাধক শিষ্যকেই দান করিবেন ॥ ৩০

সুমুহূর্ত্তে সুনক্ষত্রে চন্দ্রতারাবলান্বিতে ।
কলশং তোয়সংপূর্ণং হেমরত্নফলৈর্যুতম্ ॥ ৩১ ॥
স্থাপয়েদ্রসলিঙ্গাগ্রে দিব্যবস্ত্রেণ বেষ্টিতম্ ।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ সুপূজয়েৎ ॥ ৩২ ॥
পূজান্তে হবনং কুর্য্যাদ্‌যোনিকুণ্ডে সুলক্ষণে ।
তিলাজ্যৈঃ পায়সৈঃ পুষ্পৈঃ শতপুষ্পাদিকৈঃ পৃথক্ ।
অঘোরেণ রসাঙ্কুশা হোমান্তে শিষ্যমাহ্বয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

বিধি যথা—সুনক্ষত্রযুক্ত এবং শুদ্ধ চন্দ্রতারাদি বিশিষ্ট শুভ মুহূর্ত্তে একটি জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিবে এবং সেই কলশের উপর স্বর্ণ রত্ন ও ফল (নারিকেল বিল্বাদি) রাখিবে। সেই পূর্ণ কলশটি পূর্ব্বোক্ত রসলিঙ্গের সম্মুখে রাখিয়া তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবে এবং গন্ধ পুষ্প আতপ তণ্ডুল ধূপ ও নৈবেদ্যাদি উপচার দ্বারা যথানিয়মে পূজা করিবে। পূজার পর সুলক্ষণ যুক্ত যোনিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে তিল, ঘৃত, পায়স ও পদ্মাদি পুষ্পদ্বারা অঘোর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ হোম করিতে হইবে। হোমের পর সেই স্থলে শিষ্যকে আহ্বান করিবেন ॥ ৩১—৩৩

কালিনী শক্তিসংযুক্তা রসসিদ্ধিপরায়ণা ॥ ৩৪ ॥
যস্যাস্তু কুঞ্চিতাঃ কেশাঃ শ্যামা সা পদ্মলোচনা ।
সুরূপা তরুণী ভিন্না বিস্তীর্ণজঘনা শুভা ॥ ৩৫ ॥
সংকীর্ণহৃদয়া পীনস্তনভারেণ নম্রিতা * ।
চুম্বনালিঙ্গনস্পর্শকোমলা মৃদুভাষিণী ॥ ৩৬ ॥
অশ্বত্থপত্রসদৃশযোনিদেশসুশোভিতা ।
কৃষ্ণপক্ষে পুষ্পবতী সা নারী কালিনী স্মৃতা ॥ ৩৭ ॥

শক্তিশালিনী কালিনী স্ত্রী রসসিদ্ধি পরায়ণা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর কেশ কুঞ্চিত, যে শ্যামাঙ্গীর লক্ষণসম্পন্না, যে পদ্মচক্ষুঃ, যে রূপবতী, তরুণী, সুবিভক্ত অবয়বা, নিবিড়নিতম্বা ও শুভলক্ষণ যুক্তা, যাহার বক্ষঃস্থল সঙ্কীর্ণ ও দেহ পীন স্তনভারে অবনত, যাহার চুম্বন আলিঙ্গন ও স্পর্শ কোমল, যে মৃদুভাষিণী, যাহার যোনিদেশ অশ্বত্থপত্রাকৃতি ও সুশ্রী, সেই স্ত্রী কৃষ্ণপক্ষে ঋতুমতী হইলে, তাহাকে কালিনী স্ত্রী কহে ॥ ৩৪—৩৭

রসবন্ধে প্রযোগে চ উত্তমা সা রসায়নে ।
তদভাবে সুরূপা তু যা কাচিত্তরুণাঙ্গনা ॥ ৩৮ ॥
তস্যৈ দেয়ং ত্রিসপ্তাহং গন্ধকং ঘৃতসংযুতম্ ।
কর্ষৈকৈকং প্রভাতে তু সা ভবেৎ কালিনী সমা ॥ ৩৯ ॥

এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা কালিনী স্ত্রীই রসবন্ধনে রসপ্রয়োগে এবং রসায়ন ক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট। এই কালিনী স্ত্রীর অভাব হইলে, কোন একটি রূপবতী যুবতীকে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক কর্ষ পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত গন্ধক সেবন করাইবে; তাহা হইলে সে কালিনী তুল্য হইয়া থাকে ॥ ৩৮।৩৯

* নামিতা (সাধীয়ান্)

এবং শক্তিযুতো যোঽসৌ দীক্ষয়েৎ তং গুরূত্তমঃ।
সুস্নাতমভিষিঞ্চেত মন্ত্রেণ কলশোদকৈঃ॥ ৪০॥
অঘোরামঙ্কুশীং বিদ্যাং দদ্যাচ্ছিষ্যায় সদ্‌গুরুঃ।
যথাশক্ত্যা সুশিষ্যেণ দাতব্যা গুরুদক্ষিণা।
অথাজ্ঞয়া গুরোর্মন্ত্রং লক্ষং লক্ষং পৃথক্ জপেৎ॥৪১॥
ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং অঘোরতরপ্রস্ফুট ২ প্রকট ২
কহ ২ শময় ২ জাত ২ দহ ২ পাতয় ২
ওঁ হ্রীং হ্রৈং হ্রৌং হ্রূং অঘোরায় ফট্ ইমমঘোর-
মন্ত্রং তু ওঁ কামরাজশক্তিবীজরসাঙ্কুশায়ৈ আজ্ঞায়ৈ
বিদ্যাং রসাঙ্কুশাম্॥
অনয়া পূজয়েদ্দেবীমিমাং কুশবিদ্যায়াম্।
দশাংশেন হুনেৎ কুণ্ডে ত্রিকোণে হস্তমাত্রকে।
জাতীপুষ্পং ত্রিমধ্বক্তং পূর্ণান্তে কন্যকার্চ্চনম্॥ ৪২॥

এই কালিনী স্ত্রীর সহিত শক্তিযুক্ত হইয়া গুরুদেব পূর্ব্বোক্ত শিষ্যকে দীক্ষিত করিবেন। শিষ্যকে স্নান করাইয়া, মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্ণ কুম্ভস্থিত জলদ্বারা তাহার অভিষেক করিতে হইবে। এইরূপে অভিষিক্ত ও দীক্ষিত করিয়া গুরুদেব তাহাকে অঘোরা অঙ্কুশী বিদ্যা দান করিবেন। শিষ্যও গুরুদেবকে যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবেন। অতঃপর গুরুর আজ্ঞানুসারে শিষ্যকে এক একটি মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লক্ষবার জপ করিতে হইবে। জপের মন্ত্র যথা—"ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং অঘোরতর প্রস্ফুট প্রস্ফুট প্রকট প্রকট কহ কহ শময় শময় জাত জাত দহ দহ পাতয় পাতয় ওঁ হ্রীং হ্রৈং হ্রৌং হ্রূং অঘোরায় ফট্" এই মন্ত্র জপের পরে,—"ওঁ কামরাজ শক্তিবীজ রসাঙ্কুশায়ৈ আজ্ঞায়ৈ বিদ্যাং রসাঙ্কুশাম্" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবী অঙ্কুশাবিদ্যার পূজা করিবে। তৎপরে হস্তপরিমিত ত্রিকোণ কুণ্ডে অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে ঘৃত মধু ও শর্করামিশ্রিত জাতীপুষ্প আহুতি দিয়া হোম করিবে। পূর্ণ আহুতি দেওয়ার পরে কুমারী পূজা করিতে হইবে॥ ৪০—৪২

কৃত্বাথ প্রবিশেচ্ছালাং শুদ্ধাং লিপ্তাং সবেদিকাম্।
ষট্‌কোণং মণ্ডলং তত্র সিন্দুরেণ দ্বিহস্তকম্॥ ৪৩॥
বেদিকায়াং লিখেৎ সম্যক্ তদ্বহিশ্চাষ্টপত্রকম্।
কমলং চতুরস্রঞ্চ চতুর্দ্বারৈঃ সুশোভিতম্॥ ৪৪॥

এই সকল কার্য্যের পর শুদ্ধ ও প্রলিপ্ত বেদিকাবিশিষ্ট রসশালায় প্রবেশ করিয়া, সেই বেদীর উপরে দুইহস্ত পরিমিত একটি ষট্‌কোণ মণ্ডল সিন্দূর দ্বারা অঙ্কিত করিবে এবং সেই ষট্‌কোণ মণ্ডলের বহির্ভাগে অষ্টপত্রযুক্ত চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বার শোভিত একটি পদ্ম চিত্রিত করিবে॥ ৪৩।৪৪

কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ খল্বং লোহজং স্বর্ণলেপিতম্।
তন্মধ্যে রসরাজং তু পলানাং শতমাত্রকম্॥ ৪৫॥
পঞ্চাশৎ পঞ্চবিংশৎ বা পূজয়েদ্রসলিঙ্গবৎ।
বজ্রবৈক্রান্তবজ্রাভ্রকান্তপাষাণটঙ্কণম্॥ ৪৬॥
ভুনাগং শক্তয়শ্চৈতাঃ ষট্‌পত্রে পূজয়েৎ ক্রমাৎ॥ ৪৭॥
গন্ধতালককাসীসশিলাকঙ্কুষ্ঠভূষণম্।
রাজাবর্ত্তো গৈরিকঞ্চ খ্যাতা উপরসা অমী॥
পূজ্যা অষ্টদলেষ্বেতে পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ॥ ৪৮॥
রসকং বিমলা তাপ্যং চপলা তুত্থমঞ্জনম্।
হিঙ্গুলং সস্তকং চৈব খ্যাতা এতে মহারসাঃ॥ ৪৯॥
পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তং পত্রাগ্রেষু প্রপূজয়েৎ।
পূর্ব্বদ্বারে স্বর্ণরূপ্যে দক্ষিণে তাম্রসীসকে॥ ৫০
পশ্চিমে বঙ্গকান্তৌ চ উত্তরে মুণ্ডতীক্ষ্ণকে।
সর্ব্বানেতানঘোরেণ পূজয়েদঙ্কুশান্বিতম্॥ ৫১॥

সেই পদ্মের একটি কর্ণিকায় স্বর্ণ-খচিত লৌহময় খল রাখিয়া, তাহাতে শত পল পঞ্চাশ পল বা পঁচিশ পল পারদ রাখিবে এবং রস-লিঙ্গের ন্যায় সেই পারদের পূজা করিবে। চিত্রিত পদ্মের অন্যান্য কর্ণিকার মধ্যে ছয়টি কর্ণিকায় হীরক, বৈক্রান্ত, অভ্র, কান্তপাষাণ, সোহাগা ও সীসক এই ছয়টি পদার্থ; এবং অপর কর্ণিকায় গন্ধক, হরিতাল, হিরাকস, মনঃশিলা, কঙ্কুষ্ঠ, রাজাবর্ত্ত ও গৈরিক, এই সমস্ত উপরস স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বাদি দিকক্রমে অষ্টদল পদ্মে তাহাদের অর্চ্চনা করিবে। পদ্মপত্রের অগ্রভাগে যথাক্রমে রসক, বিমল, স্বর্ণমাক্ষিক, চপল, তুত্থক, রসাঞ্জন, হিঙ্গুল ও সস্তক এই আটটি মহারস স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে তাহাদেরও অর্চ্চনা করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ণিত চারিটি দ্বারের মধ্যে পূর্ব্ব-দ্বারে স্বর্ণ ও রৌপ্য, দক্ষিণে তাম্র ও সীসক,

পশ্চিমে বঙ্গ ও কান্তলৌহ এবং উত্তরে মুণ্ড ও তীক্ষ্ণ লৌহ রাখিয়া পূজা করিবে। সকল পদার্থের পূজাই অঙ্কুশান্বিত অঘোর মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক করিতে হইবে ॥ ১৫—৫১

বিড়ং কাঞ্জিকযন্ত্রাণি ক্ষারমৃল্লবণানি চ ।
কোষ্ঠী মূষা বঙ্কনালী তুষাঙ্গারবনোৎপলাঃ ॥ ৫২ ॥
ভস্ত্রিকা দংশিকানেকা শিলাখল্লাদ্যুলূখলম্ ।
স্বর্ণকারোপকরণং সমস্তং তুলনানি চ ॥ ৫৩ ॥
মৃৎকাষ্ঠতাম্রলোহোত্থপাত্রাণি বিবিধানি চ ।
দিব্যৌষধানাং বর্গাশ্চ রঞ্জকস্নেহনানি চ ॥ ৫৪ ॥
এতানি দ্বারবাহ্যে তু মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ।
বাগ্ময়াং হ্রীং ততঃ ক্ষেং চ ক্ষশ্চ পঞ্চাক্ষরো মনুঃ ॥ ৫৫ ॥
অনেন মূলমন্ত্রেণ ভৈরবং তত্র পূজয়েৎ ।
সর্ব্বেষাং রসসিদ্ধানাং নাম সংকীর্ত্তয়েৎ তদা ॥ ৫৬ ॥

বিড়, কাঁজি, যন্ত্রসমূহ, ক্ষার, মৃত্তিকা, লবণ, কোষ্ঠিকা যন্ত্র, মূষা, বাঁকা নল, তুষ, অঙ্গার, বনঘুঁটে, ভস্ত্রা, কতকগুলি সাঁড়াশী, শিলা, খল, উদূখল, স্বর্ণকারদিগের সর্ব্ববিধ উপকরণ, তুলন যন্ত্র (নিক্তি), মৃত্তিকা কাষ্ঠ তাম্র ও লৌহ নির্ম্মিত বিবিধ পাত্র, দিব্য ওষধিবর্গ, রঞ্জক পদার্থ ও স্নেহ পদার্থ, এই সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত চিত্রিত দ্বারের বহির্ভাগে স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদের পূজা করিবে। এই সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভৈরবেরও পূজা করিতে হইবে। পূজা শেষে রসসিদ্ধ মহা-পুরুষগণের নাম কীর্ত্তন করিবে ॥ ৫২—৫৬

* ব্যালাচার্য্যশ্চন্দ্রসেনঃ সুবুদ্ধির্নরবাহনঃ ।
নাগার্জ্জুনো রত্নঘোষঃ সুরানন্দো যশোধনঃ ॥ ৫৭ ॥
ইন্দ্রধূমশ্চ মাণ্ডব্যশ্চর্পটিঃ শূরসেনকঃ ।
আগমো নাগবুদ্ধিশ্চ খণ্ডঃ কাপালিকো মতঃ ॥ ৫৮ ॥
কামারিস্তান্ত্রিকঃ শম্ভুর্লঙ্কো লম্পটশারদৌ ।
বাণাসুরো মুনিশ্রেষ্ঠো গোবিন্দঃ কপিলো বলিঃ ॥ ৫৯ ॥
এতে সর্ব্বে তু রাজেন্দ্রা রসসিদ্ধা মহাবলাঃ ।
চরন্তি সর্ব্বলোকেষু নিত্যং ভোগপরায়ণাঃ ॥ ৬০ ॥
সপ্তবিংশতিসংখ্যাকা রসসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ ।
বন্দ্যাঃ পূজ্যাঃ প্রযত্নেন ততঃ কুর্য্যাদ্রসার্চ্চনম্ ॥ ৬১ ॥

রসসিদ্ধগণের নাম যথা—ব্যালাচার্য্য, চন্দ্রসেন, সুবুদ্ধি, নরবাহন, নাগার্জ্জুন, রত্নঘোষ, সুরানন্দ, যশোধন, ইন্দ্রধূম, মাণ্ডব্য, চর্পটি, শূরসেন, আগম, নাগবুদ্ধি, খণ্ড, কাপালিক, কামারি, তান্ত্রিক, শম্ভু, লঙ্ক, লম্পট, শারদ, বাণাসুর, মুনিশ্রেষ্ঠ, গোবিন্দ, কপিল ও বলি। ইহারা সকলেই রসসিদ্ধ মহাপুরুষ এবং মহাবল পরাক্রান্ত রাজেন্দ্র। ইঁহারা ভোগপরায়ণ ও সর্ব্বদা সর্ব্বলোকে বিচরণ করেন। রসসিদ্ধিপ্রদ এই সপ্তবিংশতি মহাপুরুষের যত্নপূর্ব্বক অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়া, রসের অর্চ্চনা করিতে হয় ॥ ৫৭—৬১

তর্পয়েদ্দ্বিজদেবানাং তর্পয়েদিষ্টদেবতাঃ ।
কুমারীযোগিনীযোগীশ্বরান্ মেলকসাধকান্ ॥ ৬২ ॥
তর্পয়েৎ পূজয়েৎ ভক্ত্যা যথাশক্ত্যনুসারতঃ ॥ ৬৩ ॥
ইত্যেবং সর্ব্বসম্ভারযুক্তং কুর্য্যাদ্রসোৎসবম্ ।
সর্ব্ববিঘ্নপ্রশান্ত্যর্থং সর্ব্বেপ্সিতফলপ্রদম্ ॥ ৬৪ ॥

অতঃপর দেব-দ্বিজগণকে পরিতুষ্ট করিয়া ও ইষ্টদেবতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া, মেলকসাধক কুমারী যোগিনী ও যোগীশ্বরগণের, ভক্তিপূর্ব্বক যথাশক্তি তর্পণ ও পূজা করিবে। সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশের জন্য এইরূপে সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন, সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ রসোৎসব সম্পাদন করিতে হইবে ॥ ৬২—৬৪

অন্যথা যো বিমূঢ়াত্মা মন্ত্রদীক্ষাক্রমাদ্বিনা ।
কর্ত্তুমিচ্ছতি সূতস্য সাধনং গুরুবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৫ ॥
নাসৌ সিদ্ধিমবাপ্নোতি যত্নকোটিশতৈরপি ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শাস্ত্রোক্তং কারয়েৎ ক্রিয়াম্ ॥ ৬৬ ॥

যে নির্ব্বোধ গুরু পরিগ্রহ না করিয়া, মন্ত্র-দীক্ষাদি ক্রম ব্যতিরেকে পারদের সংস্কার করিতে ইচ্ছা করে, শতকোটি যত্ন করিলেও সেই ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। অতএব সকলেরই সর্ব্বপ্রযত্নে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সমূহ সম্পাদন কর্ত্তব্য ॥ ৬৫।৬৬

সম্যক্‌সাধনসোদ্যমা গুরুযুতা রাজাজ্ঞয়াহলঙ্কৃতা
নানাকর্ম্মপরাঙ্মুখা রসপরাশ্চাঢ্যা জনৈশ্চার্থিতাঃ ।
মাত্রাযন্ত্রপুপাককর্ম্মকুশলাঃ সর্ব্বৌষধে কোবিদা-
স্তেষাং সিধ্যতি নান্যথা বিধিবলাচ্ছ্রীপারদঃ পারদঃ ॥ ৬৭ ॥

* ব্যাল্যাচা সাধীয়ান

যাহারা সর্ব্বসাধনবিশিষ্ট, উদ্যমশীল, গুরু কর্ত্তৃক অনুগৃহীত, রাজার আদেশপ্রাপ্ত, অন্যান্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল রসকর্ম্ম-পরায়ণ, ধনসম্পন্ন, ঔষধ নির্ম্মাণার্থ অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রার্থিত, মাত্রাজ্ঞানবিশিষ্ট ও মন্ত্রপাককুশল, এবং সমুদায় ঔষধ যাহাদের পরিচিত, সেই সকল ব্যক্তিরই পারপ্রদ পারদের সংস্কার সুসিদ্ধ হইয়া থাকে—অন্যের নহে ॥ ৬৭

রসশাস্ত্রং প্রদাতব্যং বিপ্রাণাং ধর্ম্মহেতবে।
রাজ্ঞে বৈশ্যায় বৃত্ত্যর্থং দাস্যার্থমিতরস্য চ ॥ ৬৮ ॥

ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মপালনার্থ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বৃত্তির জন্য এবং শূদ্রকে দাস্যার্থ অর্থাৎ দাসবৎ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রসশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করা উচিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—ব্রাহ্মণ রসশাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক রসঘটিত ঔষধ দান করিয়া ধর্ম্মপালন করিবেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ঐ ঔষধ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; এবং শূদ্রগণ রসক্রিয়া শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণাদির দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করিবেন ॥ ৬৮

গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টঃ শিবে তুষ্টে রসস্তথা।
রসে তুষ্টে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সিধ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

গুরুদেব পরিতুষ্ট হইলে স্বয়ং শিবও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। শিবের সন্তুষ্টি হইলে রসের পরিতোষ হয় এবং রসের পরিতুষ্টিতে সকল ক্রিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৯

রসবিদ্যা দৃঢ়ং গোপ্যা মাতুর্গুহ্যমিব ধ্রুবম্।
ভবেদ্বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্ব্বীর্য্যা চ প্রকাশনাৎ ॥ ৭০ ॥
ন রোগিবিদিতং কার্য্যং বহুভির্ব্বিদিতং তথা।
রোগিণাং বহুভিজ্ঞাতং ভবেন্নির্ব্বীর্য্যমৌষধম্ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্ব্বাগভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে শিষ্যোপনয়নং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

মাতার গুহ্য অবয়বের ন্যায় রসবিদ্যাও নিতান্ত গোপনীয়। রসবিদ্যা গুপ্ত থাকিলেই বীর্য্যবতী থাকে এবং প্রকাশ হইলেই বীর্য্যশূন্য হয়। রোগিগণের নিকট ও বহুজনের নিকট এই বিদ্যা কদাচ প্রকাশ করিবে না। যেহেতু রোগী বা বহুজন ইহা অবগত হইলে, ঔষধ সমূহ বীর্য্যহীন হইয়া থাকে ॥ ৭০।৭১

ইতি শিষ্যোপনয়ন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ



অথ রসশালা।

রসশালাং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিতাম্।
সর্ব্বৌষধময়ে দেশে রম্যে কূপসমন্বিতে ॥ ১ ॥
দ্ব্যক্ষাং ত্র্যক্ষাং সহস্রাক্ষাং দিগ্বিভাগে সুশোভনে।
নানোপকরণোপেতাং প্রাকারেণ সুশোভিতাম্ ॥ ২ ॥

সর্ব্ববিধ ঔষধময় এবং কূপবিশিষ্ট মনোরম স্থানে সুন্দর দিকে এইরূপভাবে রসশালা প্রস্তুত করিবে, যেন সেখানে কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইতে না পারে। রসশালায় দুইটি তিনটি বা সহস্রটি পর্য্যন্ত অক্ষ (জানালা) রাখা আবশ্যক। সেই গৃহে নানাবিধ উপকরণ রাখিবে। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টন করিতে হইবে ॥ ১।২

শালায়াঃ পূর্ব্বদিগ্ভাগে স্থাপয়েদ্রসভৈরবম্ ।
বহ্নিকর্ম্মাণি চাগ্নেয়ে যাম্যে পাষাণকর্ম্ম চ ॥ ৩ ॥
নৈঋর্তে শস্ত্রকর্ম্মাণি বারুণে ক্ষালনাদিকম্ ।
শোষণং বায়ুকোণে চ বেধকর্ম্মোত্তরে তথা ॥ ৪ ॥
স্থাপনং সিদ্ধবস্তূনাং প্রকুর্য্যাদ্ শঙ্করকোণকে ।
পদার্থসংগ্রহঃ কার্য্যো রসসাধনহেতুকঃ ॥ ৫ ॥

রসশালার পূর্ব্বদিকে রসভৈরব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রসলিঙ্গ স্থাপন করিবে। অগ্নিকোণে অগ্নিকর্ম্ম সমূহ, দক্ষিণে পাষাণকার্য্য, নৈঋর্তে শস্ত্রকর্ম্ম, পশ্চিমে প্রক্ষালন কার্য্য, বায়ুকোণে শোষণকার্য্য, উত্তরে বেধকর্ম্ম এবং ঈশান-কোণে সিদ্ধবস্তু সমূহ স্থাপন করিবে। রস সাধনার্থ এইরূপে সমুদায় পদার্থ সংগ্রহ করিবে ॥ ১—৫

সত্ত্বপাতনকোষ্ঠীঞ্চ বরৎকোষ্ঠীং সুশোভনাম্ ।
ভূমিকোষ্ঠীং চলৎকোষ্ঠীং জলদ্রোণ্যোঽপ্যনেকশঃ ॥ ৬ ॥
ভস্ত্রিকাযুগলং তদ্বন্নালিকে বংশ-লোহয়োঃ ।
স্বর্ণায়োকাংস্যতাম্রাশ্মকুণ্ডাশ্চর্ম্মকৃতাং তথা ॥ ৭ ॥
করণানি বিচিত্রাণি দ্রব্যাণ্যপি সমাহরেৎ ।
কণ্ডনী পেষণী শিলা দ্রোণীরূপাশ্চ বর্ত্তুলাঃ ॥ ৮ ॥
আয়সাস্তপ্তখল্লাশ্চ মর্দ্দকাশ্চ তথাবিধাঃ ।
সূক্ষ্মচ্ছিদ্রসহস্রাঢ্যা দ্রব্যগালনহেতবে ॥ ৯ ॥
চালনী চ কটত্রাণি শলাকা হি চ কণ্ডনী ।
চালনী ত্রিবিধা প্রোক্তা তৎস্বরূপঞ্চ কথ্যতে ॥ ১০ ॥

সত্ত্ব-পাতন কোষ্ঠী, সুশোভন বরৎ কোষ্ঠী, ভূমিকোষ্ঠী ও চলৎ কোষ্ঠী প্রভৃতি কোষ্ঠিকা যন্ত্র, নানাপ্রকার জলদ্রোণী (গামলা), দুইটি ভস্ত্রা (হাপর), বংশনির্ম্মিত ও লৌহনির্ম্মিত দুইটি নল, স্বর্ণ লৌহ কাংস্য তাম্র ও প্রস্তরের কুণ্ড, চর্ম্মকার-গণের নানাবিধ যন্ত্রাদি পদার্থ, উদূখল, পেষণী (শিলা), দ্রোণী-বৎ খল, বর্ত্তুলাকৃতি খল, লৌহময় খল, তপ্ত খল ও তদুপযোগী মর্দ্দক (নোড়া) সকল, ছাঁকিবার জন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালনী, কবাবিত চর্ম্মখণ্ড, শলাকা ও কণ্ডনী (উখল) দ্রব্য সমূহও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। চালনী তিনপ্রকার। যথাক্রমে তাহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছি ॥ ৬—১০

বৈণবাভিঃ শলাকাভির্নির্ম্মিতা গ্রথিতা গুণৈঃ ।
কীর্ত্তিতা সা সদা স্থূলদ্রব্যাণাং গালনে হিতা ॥ ১১ ॥
চূর্ণচালনহেতোশ্চ চালন্যন্যাপি বাংশজা ।
কর্ণিকারস্য শাল্মল্যা হরিজস্তস্য কম্বয়া ॥ ১২ ॥
চতুরঙ্গুলবিস্তারযুক্তয়া নির্ম্মিতা শুভা ।
কুণ্ডল্যারত্নিবিস্তারা ছাগচর্ম্মাভিবেষ্টিতা ॥ ১৩ ॥
বাজিবালাম্বরাবদ্ধতলা চালনিকা পরা ।
তয়া প্রচালনং কুর্য্যাৎ চূর্ণং সূক্ষ্মতরং রজঃ ॥ ১৪ ॥

বাশের শলাকা ও দড়ী দ্বারা গাঁথিয়া এক প্রকার চালনী প্রস্তুত হয়, তাহা স্থূল দ্রব্য ছাঁকিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। চূর্ণদ্রব্য ছাঁকিবার জন্য অন্য প্রকার ও বাশের চালনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কর্ণিকার ও শিমুলের কাঠ অথবা বাশের পর্ব্ব (পাব্) দ্বারা চারি অঙ্গুলি উচ্চ ও এক অরত্নি পরিধিবিশিষ্ট কুণ্ডলী (বেড়্) প্রস্তুত করিয়া তাহা ছাগচর্ম্ম দ্বারা বেষ্টন করিবে এবং অশ্বলোম অথবা বস্ত্রদ্বারা তাহার তলভাগ আচ্ছাদিত করিবে। এইরূপে যে চালনী প্রস্তুত হয়, তাহা সূক্ষ্মতর চূর্ণ ছাঁকিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ১১—১৪

মৃষামৃত্তুষকার্পাসবনোপলকপিষ্টকম্ ।
ত্রিবিধং ভেষজং ধাতুজীবমূলময়ং তথা ॥ ১৫ ॥
শিখিত্রা গোময়ং চৈব শর্করা চ সিতোপলা ।
শিখিত্রাঃ পাবকোচ্ছিষ্টা অঙ্গারাঃ কোকিলা মতাঃ ।
কোকিলাশ্চেতি চাঙ্গারা নির্ব্বাণাঃ পয়সা বিনা ॥ ১৬ ॥
পিষ্টকং ছগণং ছাগমূপলং চোৎপলং তথা ।
গিরিণ্ডোপলসংজ্ঞৌ চ সংশুষ্কচ্ছগণাভিধাঃ ॥ ১৭ ॥
কাচায়োমৃদ্বরাটানাং কূপিকাচমকাণি চ ॥ ১৮ ॥
কূপিকা কুপিকা সিদ্ধা গোলা চৈব গিরিণ্ডিকা ।
চমকঞ্চ কটোরা চ বাটিকা খাল্লিকা তথা ॥ ১৯ ॥
কঙ্কোলী গ্রাহিকা চেতি নামান্যেকার্থকানি হি ।
শূর্পাদিবেণুপাত্রাণি ক্ষুদ্রা ক্ষিপ্রাশ্চ শঙ্কিকাঃ ।
ক্ষুরপ্রাশ্চ তথা পাক্যো যচ্চান্যত্র যুজ্যতে ॥ ২০ ॥
পালিকা কর্ণিকা চৈব শাকচ্ছেদনশস্ত্রকাঃ ।
শালাসম্মার্জ্জনাস্ত্রং হি রসপাকান্তকর্ম্ম যৎ ॥ ২১ ॥
তত্রোপযোগি যচ্চান্যৎ তৎ সর্ব্বং পরিকল্পয়া ।
শ্রীরসাঙ্কুশয়া সার্দ্ধং মন্ত্রয়িত্বা সমাচরেৎ ।
অন্যথা তদ্গতং তেজঃ পরিগৃহ্ণন্তি ভৈরবাঃ ॥ ২২ ॥

মূষা, মৃত্তিকা, তুষ, কার্পাস (তুলা), বনঘুঁটে, পিষ্টক, ধাতুময় জীবময় মূলময় এই

ত্রিবিধ ঔষধ, শিখিত্র (জ্বলন্ত অঙ্গার), গোবর, শর্করা ও সিতোপলা এই সমস্ত দ্রব্যও সংগ্রহ করিবে। অগ্নির উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গারকে শিখিত্র এবং অঙ্গার জল না দিয়া নির্ব্বাপিত করিলে তাহাকে কোকিল (কয়লা) কহে। শুষ্ক গোময়ের নাম পিষ্টক, ছগণ, ছাণ, উপল, উৎপল, গিরিণ্ড ও উপলসাঠী। কাচ, লৌহ, মৃত্তিকা বা বরাট (কড়ি) নির্ম্মিত কূপিকা (বোতল) ও চসক (পান পাত্র) সংগ্রহ করিবে। কূপিকা, কুপিকা, গোলা ও গিরিণ্ডিকা এই গুলি এক পর্য্যায়-বাচক। চষক, 'কটোরী, বাটিকা, খারিকা, কঙ্কোলী ও গ্রাহিকা এই কয়েকটি শব্দ একার্থে প্রযুক্ত হয়। শূর্প (কুলা) প্রভৃতি বংশ-নির্ম্মিত বিবিধ পাত্র, ক্ষুদ্র, ক্ষিপ্র, শঙ্কিকা, ক্ষুরপ্র, পাক্য, পালিকা, কর্ণিকা, শাকচ্ছেদন শস্ত্র, গৃহ-সম্মার্জ্জনী ও রসপাকার্থ অন্যান্য যে সকল দ্রব্য উপযোগী, সেই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, পরা বিদ্যা শ্রীরসাঙ্কুশ মন্ত্র দ্বারা তাহাদের অর্চ্চনা করিবে। ঐ সমস্ত দ্রব্যের অর্চ্চনা না করিলে, ভৈরবগণ তদ্গত তেজঃ অপহরণ করে ॥ ১৫—২২

রসসিদ্ধিণ্ডকা বৈদ্যা নিঘণ্টুজ্ঞাশ্চ বার্ত্তিকাঃ।
সর্ব্বদেশজভাষজ্ঞাঃ সংগ্রাহ্যাস্তেহপি সাধকৈঃ ॥ ২৩ ॥
রসপাকাবসানং হি সদাঘোরঞ্চ জাপয়েৎ।
সোদ্যমাঃ শুচয়ঃ শূরা বলিষ্ঠাঃ পরিচারকাঃ ॥ ২৪ ॥
ধর্ম্মিষ্ঠঃ সত্যবাগ্ বিদ্বান্ শিবকেশবপূজকঃ।
সদয়ঃ পদ্মহস্তশ্চ স যোজ্যো রসবৈদ্যকে ॥ ২৫ ॥
পতাকাকুম্ভপাথোজমৎস্যচাপাঙ্কপাণিকঃ।
অনামাধঃস্থরেখাঙ্কঃ স স্যাদমৃতহস্তবান্ ॥ ২৬ ॥
অদৈষ্টিকঃ কৃপামুক্তো লুব্ধো গুরুবিবর্জ্জিতঃ ॥
কৃষ্ণরেখাকরো বৈদ্যো দগ্ধহস্তো বিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৭ ॥

রসশাস্ত্রজ্ঞ নিঘণ্টুজ্ঞ (আভিধানিক) ও সর্ব্ব-দেশের ভাষাবিদ্ বার্ত্তিক বৈদ্যগণকেও রসপাক কালে সাধকের সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাঁহারা রসপাকের অবসান পর্য্যন্ত নিয়তকাল পূর্ব্বোক্ত অঘোর মন্ত্র জপ করিবেন। রসকার্য্য সাধনার্থ উদ্যমশীল, শুচি, শৌর্য্যশালী ও বলিষ্ঠ পরিচারক নিযুক্ত করিতে হইবে। ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, বিদ্বান্, শিব-বিষ্ণুপূজক, দয়াবান্ ও পদ্মহস্ত (হস্ততলে পদ্মচিহ্নবিশিষ্ট) বৈদ্যকে রসপাকার্থ নিযুক্ত করিবে। যাঁহার হস্তে পতাকা কুম্ভ পদ্ম মৎস্য ও ধনুর চিহ্ন অঙ্কিত থাকে এবং অনামিকার অধোভাগ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কিত দেখা যায়, সেই বৈদ্যকে অমৃতহস্তবান্ কহে। অমৃতহস্ত বৈদ্য রসকার্য্য সাধনে অধিক প্রশস্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুলক্ষণাক্রান্ত বৈদ্য রসক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। আর যে বৈদ্য ভাগ্যহীন, নির্দ্দয়, লুব্ধ, গুরু-বর্জ্জিত ও হস্তে কৃষ্ণবর্ণ রেখাযুক্ত, তাহাকে দগ্ধহস্ত বলা যায়। দগ্ধহস্ত বৈদ্যকে রসক্রিয়া সাধনে পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ২৩—২৭

ভূতনিগ্রহমন্ত্রজ্ঞাস্তে যোজ্যা বলিসাধনে ॥ ২৮ ॥
বলিষ্ঠাঃ সত্যবন্তশ্চ রক্তাক্ষাঃ কৃষ্ণবিগ্রহাঃ।
ভূতত্রাসনবিদ্যাশ্চ তে যোজ্যা বলিসাধনে ॥ ২৯ ॥
নির্লোভাঃ সত্যবক্তারো দেবব্রাহ্মণপূজকাঃ।
যমিনঃ পথ্যভোক্তারো যোজনীয়া রসায়নে ॥ ৩০ ॥
ধনবন্তো বদান্যাশ্চ সর্ব্বোপস্করসংযুতাঃ।
গুরুবাক্যরতা নিত্যং ধাতুবাদেষু তে শুভাঃ ॥ ৩১ ॥
তত্তদৌষধনামজ্ঞাঃ শুচয়ো বঞ্চনোজ্ঝিতাঃ।
নানাবিষয়ভাষাজ্ঞাস্তে মতা ভেষজাহৃতৌ ॥ ৩২ ॥

ভূতনিবারক-মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বলিসাধন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। বলবান্, সত্যবাদী, রক্তনেত্র, কৃষ্ণমূর্ত্তি ও ভূতগণের ভয়োৎপাদক বিদ্যাশালী ব্যক্তিগণকে বলিসাধনার্থ নিযুক্ত করিবে। লোভহীন, সত্যবাদী, দেবব্রাহ্মণপূজক, সংযমী ও পথ্যভোজী ব্যক্তিদিগকে রসায়ন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ধনবান্, বদান্য, সর্ব্ব-উপকরণবান্ ও গুরুবাক্যরত ব্যক্তি ধাতুসাধনে প্রশস্ত। আর ঔষধ আহরণের জন্য, তত্তদ্ ঔষধের নামজ্ঞ, শুচি, বঞ্চনাহীন ও নানাবিষয় ভাষাজ্ঞানশালী ব্যক্তিই উপযুক্ত বলিয়া অভি-হিত হয় ॥ ২৮—৩২

শুচীনাং সত্যবাক্যানামাস্তিকানাং মনস্বিনাম্।
সন্দেহোজ্ঝিতচিত্তানাং রসঃ সিধ্যতি সর্ব্বদা ॥ ৩৩ ॥
দশাষ্টক্রিয়য়া সিদ্ধে রসেঽসৌ সাধকোত্তমঃ।
রসসিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রী দাতা ভোক্তা ন যাচকঃ।
জরামুক্তো জগৎপূজ্যো দিব্যকান্তিঃ সদা সুখী ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্ব্বাগ্ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে রসশালাপ্রকরণং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শুচি, সত্যবাদী, আস্তিক, বুদ্ধিমান্ ও নিঃসংশয়চিত্ত ব্যক্তির রসক্রিয়া সর্ব্বদাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যে সাধক পারদের অষ্টাদশ সংস্কার সুসিদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাকেই রসসিদ্ধ বলা যায়। রসসিদ্ধ মানব দাতা, ভোগী, অযাচক, জরামুক্ত, জগৎপূজ্য, দিব্য-কান্তি ও নিত্য সুখী হইয়া থাকে ॥ ৩৩।৩৪

ইতি রসশালা-প্রকরণ নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পরিভাষা।

কথ্যতে সোমদেবেন মুগ্ধবৈদ্যপ্রবুদ্ধয়ে।
পরিভাষা রসেন্দ্রস্য শাস্ত্রেঃ সিদ্ধৈশ্চ ভাষিতা ॥ ১ ॥

প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসমূহে পারদের যেরূপ পরিভাষা কীর্ত্তিত আছে, পণ্ডিত সোমদেব, নির্ব্বোধ বৈদ্যগণের জ্ঞানোৎপাদন জন্য সেই সমস্ত পরিভাষা একত্র সন্নিবেশিত করিয়া বর্ণন করিতেছেন ॥ ১

অর্দ্ধং সিদ্ধরসস্য তৈলঘৃতয়োর্লেহস্য ভাগোঽষ্টমঃ
সংসিদ্ধাখিললোহচূর্ণবটকাদীনাং তথা সপ্তমঃ।
যো দীয়েত ভিষগ্বরায় গদিভির্নির্দিশ্য ধন্বন্তরিং
সর্ব্বারোগ্যসুখাপ্তয়ে নিগদিতো ভাগঃ * স ধন্বন্তরেঃ ॥ ২ ॥

যে যে ঔষধের যেরূপ অংশ চিকিৎসকের প্রাপ্য, প্রথমতঃ তাহাই কথিত হইতেছে—সিদ্ধ রসের অর্থাৎ সংস্কৃত পারদ ঘটিত ঔষধ সমূহের অর্দ্ধ অংশ, তৈল ঘৃত ও অবলেহ ঔষধের অষ্টম অংশ এবং যাবতীয় ধাতু চূর্ণ ও বটকাদি সিদ্ধ ঔষধ সমূহের সপ্তম অংশ চিকিৎসকের প্রাপ্য। রোগিগণ এইরূপ নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট অংশ ধন্বন্তরির উদ্দেশ্যে চিকিৎসককে আরোগ্যসুখলাভ কামনায় প্রদান করিবেন। ইহা ধন্বন্তরির অথবা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রাপ্য ভাগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২

* স এবাশ্বিনীকুমারভাগঃ।

ক্ষেপকঃ। ভেষজার্থক্রীণিতদ্রব্যভাগোঽপ্যেকাদশো হি যঃ।
বণিগ্‌ভ্যো গৃহ্যতে বৈদ্যৈ রুদ্রভাগঃ স উচ্যতে ॥ ৩ ॥
প্রগৃহ্যাধিকরুদ্রাংশং যোগ্যসমীচীনমৌষধম্।
দাপয়েন্নরুধীর্বৈদ্যঃ স স্যাদ্বিশ্বাসঘাতকঃ ॥ ৪ ॥

ঔষধার্থ যে সকল দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাহার একাদশ ভাগ বণিগ্গণের নিকট হইতে চিকিৎসক গ্রহণ করিবেন। এই ভাগ রুদ্রভাগ নামে কীর্ত্তিত। এই নির্দ্দিষ্ট রুদ্রাংশের অধিক পরিমিত অংশ গ্রহণ করিলে, অথবা ন্যায্য অংশ লইয়াও যথোপযুক্ত ঔষধ প্রদান না করিলে বৈদ্য বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে ॥ ৩।৪

ধাতুভির্গন্ধকাদ্যৈশ্চ নির্দ্রবৈর্ম্মর্দিতো রসঃ।
সুশ্লক্ষ্ণঃ কজ্জলাভোঽসৌ কজ্জলীত্যভিধীয়তে ॥ ৫ ॥
সদ্রবা মর্দ্দিতা সৈব রসপঙ্ক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

কোন দ্রব পদার্থ না দিয়া, কেবল ধাতুসমূহ এবং গন্ধকাদির সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ মসৃণ চূর্ণ করিলে তাহা কজ্জলী নামে অভিহিত হয়। আর যদি ঐ সকল দ্রব্য দ্রব পদার্থের সহিত মর্দ্দিত হয়, তবে তাহা রসপঙ্ক নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫।৬

অর্কাংশতুল্যাদ্ রসতাপ্যগন্ধান্-
নিষ্কাদ্ধতুল্যাত্ত্রুটিশোঽভিখল্বে।
অর্কাতপে তীব্রতরে বিমর্দ্যা
পিষ্টী ভবেৎ সা নবনীতরূপা ॥ ৭ ॥

পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধক দ্বাদশ ভাগ, এবং ত্রুটি (অভ্র) অর্দ্ধ নিষ্ক (চারি আনা); একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া এবং তীব্র আতপে রাখিয়া নবনীতের ন্যায় প্রস্তুত হইলে, তাহাকে রসপিষ্টী বলা যায় ॥ ৭

খল্বে বিমর্দ্য গন্ধেন দ্রুতেন সহ পারদম্।
পেষণাৎ পিষ্টতাং যাতি সা পিষ্টীতি মতা পরৈঃ ॥ ৮ ॥

অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন, গন্ধক ও দুগ্ধের সহিত পারদ খলে মর্দ্দন করিয়া পিষ্টবৎ প্রস্তুত করিলে, তাহাই পিষ্টী নামে অভিহিত হয় ॥ ৮

চতুর্থাংশস্বর্ণেন রসেন ঘৃষ্টপিষ্টিকা।
ভবেৎ পাতনপিষ্টী সা রসস্যোত্তমসিদ্ধিদা ॥ ৯ ॥

চতুর্থাংশ স্বর্ণের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া যে পিষ্টী প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে পাতনপিষ্টী কহে। ইহা পারদের উত্তম সিদ্ধিপ্রদ ॥ ৯

রূপ্যং বা জাতরূপং বা রসগন্ধাদিভির্হতম্।
সমুত্থিতঞ্চ বহুশঃ সা কৃষ্টী হেমতারযোঃ ॥ ১০ ॥
কৃষ্টিং ক্ষিপেৎ সুবর্ণাদৌ বর্ণো হীয়তে তয়া।
স্বর্ণকৃষ্ট্যা কৃতং বীজং রসস্য পরিরঞ্জনম্ ॥ ১১ ॥

রৌপ্য বা স্বর্ণ, পারদ ও গন্ধকাদির সহিত মারিত করিয়া, তাহা বারংবার উর্দ্ধপাতনে উত্থাপিত করিলে, তাহাকে স্বর্ণ বা রৌপ্যের কৃষ্টী বা কৃষ্ণী কহে। এই কৃষ্টী বা কৃষ্ণী স্বর্ণ মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহা দ্বারা স্বর্ণের বর্ণহানি হয় না। বিশেষতঃ এই স্বর্ণকৃষ্টী, পারদের রঞ্জন কার্য্যে বীজস্বরূপ ॥ ১০।১১

তাম্রং তীক্ষ্ণমায়স্তং দ্রুতং নিক্ষিপ্য ভূরিশঃ।
সগন্ধলকুচদ্রাবে নির্গতং বরলোহকম্ ॥ ১২ ॥
তেন রক্তীকৃতং স্বর্ণং হেমরক্তীত্যুদাহৃতম্।
নিক্ষিপ্তা সা দ্রুতে স্বর্ণে বর্ণোৎকর্ষবিধায়িনী ॥ ১৩ ॥
তারস্য রঞ্জনী চাপি বীজরাগবিধায়িনী।
এবমেব প্রকর্ত্তব্যা তাররক্তী মনোহরা ॥
রঞ্জনী খলু রূপাস্য বীজানামপি রঞ্জনী ॥ ১৪ ॥

তাম্র ও তীক্ষ্ণ লৌহ বারংবার দ্রবীভূত করিয়া, গন্ধক মিশ্রিত মান্দারের রসে নিক্ষেপ করিলে, তাহা শ্রেষ্ঠ লৌহ রূপে নির্গত হয়। ঐ রূপে স্বর্ণের সংস্কার করিলে, তাহা হেমরক্তী নামে অভিহিত হয়। দ্রবীভূত স্বর্ণে ঐ হেমরক্তী নিক্ষেপ করিলে, স্বর্ণের বর্ণোৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে। রৌপ্যেরও এইরূপ সংস্কার করিয়া, মনোহর রৌপ্য রঞ্জক বীজ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার নাম তাররক্তী। তাররক্তী রৌপ্যের এবং রৌপ্যরঞ্জক বীজেরও রঞ্জক ॥ ১২—১৪

মৃতেন বা বদ্ধরসেন বান্য-
লোহেন বা সাধিতমন্যলোহম্।
সিতঞ্চ পীতত্বমুপাগতং তৎ
দলং হি চন্দ্রানলয়োঃ প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৫ ॥

মৃত বা বদ্ধ পারদ কিংবা অন্য কোন ধাতুর সহিত কোন ধাতু সংস্কৃত হইয়া যদি শ্বেতবর্ণ হয়, তবে তাহা চন্দ্রদল এবং যদি পীতবর্ণ হয় তবে তাহা অগ্নিদল নামে অভিহিত হয় ॥ ১৫

আবাসকৃতবদ্ধেন রসেন সহ যোজিতম্।
সাধিতং বান্যলোহেন সিতং পীতঞ্চ তদ্দলম্ ॥ ১৬ ॥

গ্রন্থান্তরেও এইরূপ বর্ণিত আছে ;—বদ্ধ পারদ অথবা অন্য কোন ধাতুর সহিত কোন ধাতু সংস্কৃত হইয়া, শ্বেত বা পীতবর্ণ হইলে, তাহা শ্বেতদল বা পীতদল নামে কীর্ত্তিত হয় ॥ ১৬

মাক্ষিকেণ হতং তাম্রং দশবারং সমুত্থিতম্।
তদর্দ্ধশুদ্ধনাগং হি দ্বিতয়ং তচ্চতুষ্পলম্ ॥ ১৭ ॥
নীলাঞ্জনহতং ভূয়ঃ সপ্তবারং সমুত্থিতম্।
ইতি সংশুদ্ধমেতদ্ধি শুল্বনাগং প্রকীর্ত্তিতে ॥ ১৮ ॥
সাধিতস্তেন সূতেন্দ্রো বদনে বিধৃতো নৃণাম্।
নিহন্তি মাসমাত্রেণ মেহব্রাহং বিশেষতঃ ॥ ১৯ ॥
পথ্যাশনস্য বর্ষেণ পলিতং বলিভিঃ সহ।
গৃধ্রদৃষ্টির্বলসংপুষ্টিঃ সর্ব্বারোগ্যসমন্বিতঃ ॥ ২০ ॥

স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত তাম্র দশবার পুটপাক করিয়া, সেই মারিত তাম্র এবং এরূপে বিশোধিত সীসক, উভয়ে চারিপল একত্র মিশ্রিত করিয়া, নীলাঞ্জনের সহিত সাতবার মারিত করিলে, তাহা শুল্বনাগ নামে কথিত হয়। ইহা বিশুদ্ধ। এই শুল্বনাগের সহিত সাধিত পারদ একমাস কাল মুখে ধারণ করিলে, মনুষ্যদিগের মেহরোগ সমূহ নিবারিত হয়। পথ্য-ভোজী হইয়া এক বৎসর কাল মুখে ধারণ করিলে, বাল ও পলিত দূরীভূত, গৃধ্রের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি প্রখর, শরীর পরিপুষ্ট এবং সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭—২০

লোহং লোহান্তরে ক্ষিপ্তং ধ্মাতং নির্ব্বাপিতং দ্রবে।
পাণ্ডুপীতপ্রভং জাতং পিঞ্জরীত্যভিধীয়তে ॥ ২১ ॥

এক ধাতু অপর ধাতুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তৎপরে তাহা দগ্ধ করিয়া দ্রবপদার্থ বিশেষে নির্ব্বাপিত করিলে, যদি তাহা পাণ্ডু-পীতবর্ণ হয়, তবে পিঞ্জরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২১

ভাগাঃ ষোড়শ তারস্য তথা দ্বাদশ ভাস্বতঃ।
একত্রাবর্ত্তিতাস্তেন চন্দ্রার্কমপি কথ্যতে ॥ ২২ ॥

রৌপ্য ষোল ভাগ ও তাম্র দ্বাদশ ভাগ, একত্র আবর্ত্তিত করিলে, তাহা চন্দ্রার্ক নামে কথিত হয় ॥ ২২

সাধ্যলোহেহন্যলোহং চেৎ প্রক্ষিপ্তং বঙ্কনালতঃ।
নির্ব্বাপণং তু তৎ প্রোক্তং বৈদ্যৈর্নির্ব্বাহণং খলু ॥ ২৩ ॥
ক্ষিপেন্নির্ব্বাপণং দ্রব্যং নির্বাহ্যে সমভাগিকম্।
আবাপং বাপনীয়ে চ ভাগে দৃষ্টে চ দৃষ্টবৎ ॥ ২৪ ॥

যে কোন একটি সাধ্য ধাতুতে অপর ধাতু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক বাকনলের ফুৎকার দ্বারা তাহা দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাপিত করিলে, বৈদ্যগণ তাহাকে নির্বাহণ বা নির্ব্বাপণ কহেন। ইহাতে যে ধাতু নির্ব্বাহিত করিতে হইবে, তাহার যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকে, নির্ব্বাপণ দ্রব্য অর্থাৎ যাহা দ্বারা নির্ব্বাপণ করিতে হয়, সেই দ্রব্যও তাহার সমপরিমাণে প্রদান করিতে হয় ॥ ২৩।২৪

মৃতং তরতি যত্তোয়ে লোহং বারিতরং হি তৎ।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীঘৃষ্টং যত্তদ্রেখান্তরে বিশেৎ ॥ ২৫ ॥
মৃতলোহং তদুদ্দিষ্টং রেখাপূর্ণাভিধানতঃ ॥ ২৬ ॥

যে মৃত ধাতু অর্থাৎ ধাতুভস্ম জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহা জলের উপর ভাসিয়া উঠে, তাহাকে বারিতর কহে। আর যে ধাতু-ভস্ম অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দিত করিলে, অঙ্গুলির রেখা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তাহা রেখাপূর্ণ নামে অভিহিত হয় ॥ ২৫।২৬

গুড়গুঞ্জাসুখস্পর্শমধ্বাজ্যৈঃ সহ যোজিতম্।
নায়াতি প্রকৃতিং ধ্মানাদপুনর্ভবমুচ্যতে ॥ ২৭ ॥
তস্যোপরি গুরু দ্রব্যং ধান্যং চোপনয়েদ্ ধ্রুবম্।
হংসবৎ তীর্য্যতে বারিণ্যুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৮ ॥

গুড়, গুঞ্জা, সুখস্পর্শ (সোহাগা), মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে ধাতুভস্ম আধ্মাপিত করিলে সে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহাকে অপুনর্ভব ধাতুভস্ম বলা যায়। সেই ধাতুভস্মের উপরে ধান্যাদি গুরু দ্রব্য স্থাপন করিয়া, তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে যদি হংসবৎ ভাসিতে থাকে, তবে তাহাকে উত্তম কহে ॥ ২৭।২৮

রৌপ্যেণ সহ সংযুক্তং ধ্মাতং রৌপ্যেণ চেদ্‌ব্রজেৎ।
তদা নিরুত্থমিত্যুক্তং লৌহং তদপুনর্ভবম্ ॥ ২৯ ॥

কোন ধাতুভস্মের সহিত রৌপ্য মিশ্রিত করিয়া তাহা আধ্মাপিত করিলে, যদি সেই ভস্ম রৌপ্যগাত্রে লাগিয়া যায়, তবে তাহা নিরুত্থ বা অপুনর্ভব ধাতুভস্ম নামে অভিহিত হয় ॥ ২৯

নির্ব্বাপণবিশেষেণ তত্তদ্বর্ণং ভবেৎ যদা।
মৃদুলং চিত্রসংস্কারং তদ্বীজমিতি কথ্যতে॥
ইদমেব বিনির্দ্দিষ্টং বৈদ্যৈরুত্তরণং খলু॥ ৩০॥

নির্ব্বাপণ দ্রব্য বিশেষের সংস্রবে ধাতুভস্ম যখন সেই সেই বর্ণ-বিশেষ প্রাপ্ত হয় এবং তাহা মৃদু ও বিচিত্রসংস্কার হয়, তখনই তাহা বীজ নামে কীর্ত্তিত হয়। এই বীজ সংস্কারকে বৈদ্যগণ উত্তরণ ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥ ৩০

সংস্পৃষ্টলোহয়োরেকলোহস্য পারসাধনম্।
প্রধ্মাতং বঙ্কনালেন তত্তাড়নমুদাহৃতম্॥ ৩১॥

সংস্পৃষ্ট ধাতুদ্বয়ের মধ্যে একটি ধাতু বাঁকনলের ফুৎকার দ্বারা দগ্ধ করিলে, তাহাকে তাড়ন বলা যায়॥ ৩১

চূর্ণাভ্রং শালিসংযুক্তং বস্ত্রবদ্ধং হি কাঞ্জিকে।
নিম্নাতং মর্দ্দনাদ্বস্ত্রাদ্ধান্যাভ্রমিতি কথ্যতে॥ ৩২॥

অভ্রের চূর্ণ শালিধান্য ও কাঞ্জির সহিত মিশ্রিত করিয়া, বস্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক মর্দ্দন করিলে, বস্ত্র মধ্য হইতে যে অভ্রকণা পতিত হয়, তাহাকে ধান্যাভ্র কহে॥ ৩২

ক্ষারাম্লদ্রাবকৈর্যুক্তং ধ্মাতমাকরকোষ্ঠকে।
যস্ততো নির্গতঃ সারঃ সত্ত্বমিত্যভিধীয়তে॥ ৩৩॥

ক্ষার অম্ল ও দ্রাবক পদার্থের সহিত ধাতু দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, কোষ্ঠিকাযন্ত্রে (হাপরে) আধ্মাপিত করিলে, যে সারপদার্থ নির্গত হয়, তাহারই নাম সত্ত্ব॥ ৩৩

কোষ্ঠিকাশিখরাপূর্ণৈঃ কোকিলৈর্ধ্মানিযোগতঃ।
মূষাকণ্ঠমনুপ্রাপ্তৈরেককোলীসকো মতঃ॥ ৩৪॥
দ্রাবণে সত্ত্বপাতে চ মাধুকাঃ খাদিরাঃ শুভাঃ।
নির্দ্রবে বংশজাস্তে তু স্বেদনে বাদরাঃ শুভাঃ॥ ৩৫॥

কোষ্ঠিকাযন্ত্রে শিখরাকারে কোকিল (কয়লা) পূর্ণ করিয়া, তন্মধ্যে মূষা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত সেই কয়লাদ্বারা আচ্ছাদত করিয়া আধ্মাপিত করাকে এককোলীসক কহে। (কার্য্যবিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন কয়লা ব্যবহার করিতে হয়, যথা—) দ্রাবণ ও সত্ত্বপাতন কার্য্যে মউল কাষ্ঠের ও খদির কাষ্ঠের কয়লা প্রশস্ত। দ্রবপদার্থহীন দ্রব্য আধ্মাপিত করিতে বাঁশের কয়লা উপযোগী। আর স্বেদন ক্রিয়ায় কুলকাঠের কয়লা উৎকৃষ্ট॥ ৩৪।৩৫

বিদ্যাধরাখ্যযন্ত্রস্থাদার্দ্রকাদ্‌ বমর্দ্দিতাৎ।
সমাকৃষ্টো রসো যোহসৌ হিঙ্গুলাকৃষ্ট উচ্যতে॥ ৩৬॥
স্বল্পতালযুতং কাংস্যং বঙ্কনালেন তাড়িতম্।
মুক্তরঙ্গং হি তত্তাম্রং ঘোষাকৃষ্টমুদাহৃতম্॥ ৩৭॥

হিঙ্গুল আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বিদ্যাধর যন্ত্র দ্বারা তাহা হইতে পারদ আকর্ষণ করিলে, সেই পারদকে হিঙ্গুলাকৃষ্ট রস বলা যায়। কাংস্যের সহিত অল্প হরিতাল মিশ্রিত করিয়া, বাকনলের ফুৎকার দ্বারা তাহা দগ্ধ করিবে। এইরূপে কাংস্যের রঙ্গ ভাগ (দস্তাভাগ) অপগত হইলে, অবশিষ্ট তাম্রভাগকে ঘোষাকৃষ্ট বহে॥ ৩৬।৩৭

তীক্ষ্ণং নীলাঞ্জনোপেতং ধ্মাতং হি বহুশো দৃঢম্।
মৃদু কৃষ্ণং দ্রুতদ্রাবং বরনাগং তদুচ্যতে॥ ৩৮॥

তীক্ষ্ণ লৌহ নীলাঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তীব্র অগ্নিতে বহুবার আধ্মাপিত করিলে, যখন তাহা কোমল কৃষ্ণবর্ণ ও শীঘ্র দ্রবণশীল হয়, তখন তাহা বরনাগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৩৮

মৃতস্য পুনরুদ্ভূতিঃ সংপ্রোক্তোত্থাপনাখ্যয়া।
দ্রুতদ্রব্যস্য নিক্ষেপো দ্রবে তু ঢালনং মতম্॥ ৩৯॥

মৃত (জারিত) দ্রব্যের পুনরুদ্ভূতি অর্থাৎ পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তিকে উত্থাপন কহে। দ্রবপদার্থে দ্রবীভূত দ্রব্য নিক্ষেপ করাকে ঢালন বলা যায়॥ ৩৯

ত্রিংশৎপলমিতং নাগং ভানুদুগ্ধেন মর্দ্দিতম্।
বিমর্দ্দ্য পুটয়েত্তাবদ্‌যাবৎ কর্ষাবশেষিতম্॥ ৪০॥
ন তৎ পুটসহস্রেণ ক্ষয়মায়াতি সর্ব্বথা।
চপলোঽয়ং সমাদিষ্টো বার্ত্তিকৈর্নাগসম্ভবঃ॥ ৪১॥

ত্রিশ পল পরিমিত সীসক আকন্দের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া, ক্রমশঃ তাহার পুটপাক করিতে হইবে। পুটপাকে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, যখন এক কর্ষ (২ তোলা) মাত্র

অবশেষ থাকিবে, তখন পুটপাক বন্ধ করিতে হইবে। ইহার পর সহস্র বার পুটপাক করিলেও আর তাহার ক্ষয় হইবে না। বার্ত্তিককারগণ ইহাকে নাগ-সম্ভূত চপল বলিয়া থাকেন ॥ ৪০।৪১

ইত্থং হি চপলঃ কার্য্যো বঙ্গস্যাপি ন সংশয়ঃ।
তৎস্পৃষ্টহস্তসংস্পৃষ্টঃ কেবলো বধ্যতে রসঃ ॥ ৪২ ॥
স রসো ধাতুবাদেষু শস্যতে ন রসায়নে।
অয়ং হি খর্পরাখ্যেন লোকনাথেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৩ ॥

ঐরূপ প্রক্রিয়ায় বঙ্গেরও চপল প্রস্তুত করিতে হয়। সেই চপল হস্তে লইয়া সেই হস্তে পারদ স্পর্শ করিলে, পারদ বদ্ধ হইয়া থাকে। এই পারদ ধাতুক্রিয়ায় প্রশস্ত, কিন্তু রসায়ন কার্য্যে উপযোগী নহে। আচার্য্য লোকনাথ এই বঙ্গের চপলকে খর্পর নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৪২।৪৩

ভূভুজঙ্গস্য তোয়ৈঃ প্রক্ষাল্যাপহৃতং রজঃ।
কৃষ্ণবর্ণং হি তৎ প্রোক্তং ধৌতাখ্যং রসবাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥

সীসকের মল জলদ্বারা ধৌত করিয়া, তদগত রজঃ প্রভৃতি অপহৃত করিলে, তাহা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়। রসবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে ধৌত নামে নির্দ্দেশ করেন ॥ ৪৪

দ্বন্দ্বমেলনমাধ্মানাদ দ্বন্দ্বানং পরিকীর্ত্তিতম্।
ভাগাদ্দ্রব্যাধিকক্ষেপমনুবর্ণসুবর্ণকে ॥
দ্রব্যান্যবর্ণিকাহ্রাসো ভঞ্জনী বাদিভিস্মৃতা ॥ ৪৫ ॥

সমপরিমিত দুইটি ধাতুদ্রব্য একত্র মর্দ্দিত ও আধ্মাপিত করিলে, তাহাকে দ্বন্দান কহে। আর সেই দুইটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্য অপর দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভাগ হইলে, তাহাকে অনুবর্ণ এবং ন্যূন হইলে সুবর্ণক কহে। অন্য কোন পদার্থ দ্বারা বর্ণের হ্রাস ঘটিলে, ধাতুবিদ্গণ তাহাকে ভঞ্জনী কহিয়া থাকেন ॥ ৪৫

পতঙ্গীকল্কতো তারে লোহে তারস্বহেমতা ॥ ৪৬ ॥
দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা যাত্যসৌ চুল্লকা মতা ॥
রঞ্জিতাদ্ধি চিরাল্লোহাদ্ধ্মানাদ্বা চিরকালতঃ ॥ ৪৭ ॥
বিনির্য্যাসঃ স নির্দ্দিষ্টঃ পতঙ্গীরাগসংজ্ঞকঃ ॥ ৪৮ ॥

ধাতুবিশেষে পারদাদির কল্ক দ্বারা রৌপ্য বা স্বর্ণের ন্যায় বর্ণোৎপাদন করিলে, তাহা যদি অল্প দিন থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাকে চুল্লকা (গিলটি) কহে। আর যদি সেই রঞ্জিত বর্ণ চিরস্থায়ী হয় এবং দগ্ধ করিলেও নষ্ট হইয়া না যায়, তবে তাহা পতঙ্গীরাগ নামে অভিহিত হয় ॥ ৪৬—৪৮

দ্রুতে দ্রব্যান্তরক্ষেপো লোহাদ্যে ক্রিয়তে হি যঃ।
স আবাপঃ প্রতীবাপস্তদেবাচ্ছাদনং মতম্ ॥ ৪৯ ॥

দ্রবীভূত লৌহাদি ধাতুতে যে অন্য দ্রব্যের প্রক্ষেপ দেওয়া যায়, তাহাকে আবাপ, প্রতীবাপ ও আচ্ছাদন কহে ॥ ৪৯

দ্রুতে বহ্নিস্থিতে লোহে 'বরমাষ্টনিমেষকম্।
সলিলস্য পরিক্ষেপঃ সোঽভিষেক ইতি স্মৃতঃ ॥
তপ্তস্যাপ্সু বিনিক্ষেপো নির্ব্বাপঃ স্নপনঞ্চ তৎ ॥ ৫০ ॥

কোন ধাতু অগ্নিতাপে দ্রবীভূত করিয়া, অষ্টনিমেষ কাল অপেক্ষা পূর্ব্বক তাহাতে অল্প অল্প করিয়া জল নিক্ষেপ করিলে, তাহাকে অভিষেক বলা যায়। উত্তপ্ত ধাতু জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহাকে নির্ব্বাপণ ও স্নপন কহে ॥ ৫০

প্রতীবাপাদিকং কার্য্যং দ্রুতে লোহে সুনির্ম্মলে ॥ ৫১ ॥
যদা হুতাশো দীপ্তার্চ্চিঃ শুক্লোত্থানসমন্বিতঃ।
শুদ্ধাবর্ত্তস্তদা জ্ঞেয়ঃ স কালঃ সত্ত্বনির্গমে ॥ ৫২ ॥
দ্রাব্যদ্রব্যনিভা জ্বালা দৃশ্যতে ধমনে যদা।
দ্রাবস্তোন্মুখতা সেয়ং বীজাবর্ত্তঃ স উচ্যতে ॥ ৫৩ ॥

ধাতু দ্রবীভূত হইয়া যখন নির্ম্মল হয়, তখনই তাহাতে প্রতীবাপাদি অর্থাৎ অপর দ্রব্যের প্রক্ষেপাদি করিবে। ধাতুপদার্থ আধ্মাপিত করিবার সময়ে যখন তাহা হইতে শুভ্রবর্ণ অগ্নিশিখা নির্গত হয়, তখন তাহাকে শুদ্ধাবর্ত্ত কহে; তাহাই সত্ত্বনির্গমের কাল। আর যখন আধ্মাপন কালে দ্রবীভূত দ্রব্যের ন্যায় শিখা নির্গত হয় এবং দ্রবপদার্থ উন্নত হইয়া (উথলিয়া) উঠে, তখন তাহা বীজাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৫১—৫৩

বহ্নিস্থমেব শীতং যৎ তদুক্তং স্বাঙ্গশীতলম্।
অগ্নেরাকৃষ্য শীতং যত্তদ্বহিঃশীতমীরিতম্ ॥ ৫৪ ॥

যে কোন পদার্থ অগ্নিতে জ্বাল দেওয়ার পরে সেই অগ্নিতে থাকিয়াই ক্রমশঃ আপন হইতে শীতল হইয়া যায়, তাহাকে স্বাঙ্গশীতল কহে। আর সেই দ্রব্য অগ্নির উপর হইতে নামাইয়া লওয়ার পর শীতল হইলে, তাহাকে বহিঃশীতল বলা যায় ॥ ৫৪

ক্ষারাম্লৈরৌষধৈর্ব্বাপি দোলাযন্ত্রে স্থিতস্য হি।
পচনং স্বেদনাখ্যং স্যান্মলশৈথিল্যকারকম্ ॥ ৫৫ ॥

ক্ষার অম্ল বা অপর কোন ঔষধের সহিত কোন দ্রব্য দোলাযন্ত্রে পাক করিলে, তাহাকে স্বেদন কহে। স্বেদন ক্রিয়া সেই পদার্থ সংলগ্ন মলপদার্থের শিথিলতাকারক ॥ ৫৫

উদিষ্টৈরৌষধৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বাম্লৈঃ কাঞ্জিকৈরপি।
পেষণং মর্দ্দনাখ্যং স্যাদ্বহির্মলবিনাশনম্ ॥ ৫৬ ॥

নির্দ্দিষ্ট ঔষধ, অথবা অম্ল পদার্থ কিংবা কাঁজির সহিত কোন দ্রব্য পেষণ করিলে তাহাকে মর্দ্দন কহে। মর্দ্দন দ্বারা সেই পদার্থের বহির্গত মল বিনষ্ট হয় ॥ ৫৬

মর্দ্দনাদিষ্টভৈষজ্যৈর্নষ্টপিষ্টত্বকারকম্।
তন্মূর্চ্ছনং হি বঙ্গাদিভুজকঞ্চুকনাশনম্ ॥ ৫৭ ॥

যথানির্দ্দিষ্ট ঔষধের সহিত মর্দ্দন করিয়া, কোন দ্রব্যকে নষ্টপিষ্ট করিলে, তাহাকে মূর্চ্ছন বলা হয়। মূর্চ্ছন ক্রিয়া দ্বারা, বঙ্গাদির দ্রব্যান্তর সংযোগ ও কঞ্চুকাদি দোষ নিবারিত হয় ॥ ৫৭

স্বেদাতপাদিযোগেন স্বরূপাপাদনে কৃতম্।
তদুত্থাপনমিত্যুক্তং মূর্চ্ছাব্যাপত্তিনাশনম্ ॥ ৫৮ ॥

স্বেদ ও আতপাদিযোগে ভস্মীভূত ধাতুর পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা উৎপাদন করাকে উত্থাপন ক্রিয়া কহে। ইহা দ্বারা মূর্চ্ছন ক্রিয়া জনিত ব্যাপত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৮

স্বরূপস্য বিনাশেন পিষ্টত্বাদ্বন্ধনং হি তৎ।
বিদ্বদ্ভির্নির্জিতঃ সূতো নষ্টপিষ্টিঃ স উচ্যতে ॥ ৫৯ ॥

পারদাদির স্বরূপ বিনষ্ট হইয়া তাহা পিষ্টাকারে পরিণত হইলে তাহা বন্ধন ক্রিয়া নামে অভিহিত হয়। এইরূপ নির্জ্জিত পারদকে পণ্ডিতগণ নষ্টপিষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৫৯

উক্তৌষধৈর্ম্মর্দ্দিতপারদস্য যন্ত্রস্থিতস্যোর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্।
নির্ব্বাপণং পাতনসংজ্ঞমুক্তং বঙ্গাহিসম্পর্কজকঞ্চুকঘ্নম্ ॥ ৬০ ॥

যথাবিধি উক্ত ঔষধের সহিত মর্দ্দিত পারদ যথাযথ যন্ত্রে নিহিত করিয়া, উর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক্ ভাবে পাতিত করিয়া নির্ব্বাপিত করার নাম পাতন ক্রিয়া। ইহা দ্বারা বঙ্গ ও সীসক সংসর্গ জনিত কঞ্চুক দোষ বিনষ্ট হয় ॥ ৬০

জলসৈন্ধবযুক্তস্য রসস্য দিবসত্রয়ম্।
স্থিতিরাস্থাপনং কুম্ভে যাহসৌ রোধনমুচ্যতে ॥ ৬১ ॥

জল ও সৈন্ধব লবণের সহিত পারদ সংযুক্ত করিয়া, তিন দিন একটি কলসী মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিলে, তাহাকে আস্থাপনী ও রোধন ক্রিয়া কহে ॥ ৬১

রোধনাল্লব্ধবীর্য্যস্য চপলত্বনিবৃত্তয়ে।
ক্রিয়তে পারদে স্বেদঃ প্রোক্তং নিয়মনং হি তৎ ॥ ৬২ ॥

এইরূপ রোধনক্রিয়া দ্বারা পারদ লব্ধবীর্য্য হইলে, তাহার চপলতা দোষ বৃদ্ধি পায়, সেই চপলতা নিবৃত্তির জন্য যে স্বেদ ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে নিয়মন কহে ॥ ৬২

ধাতুপাষাণমূলাদ্যৈঃ সংযুক্তো ঘটমধ্যগঃ।
গ্রাসার্থং ত্রিদিনং স্বেদো দীপনং তন্মতং বুধৈঃ ॥ ৬৩ ॥

ধাতু পাষাণ ও মূলাদি ঔষধের সহিত (পারদ) সংযুক্ত করিয়া তাহা ঘটমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক তিন দিন গ্রাসার্থ যে স্বেদ দেওয়া যায় পণ্ডিতগণ তাহাকে দীপন ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ॥ ৬৩

ইয়ন্মানস্য সূতস্য ভোজ্যদ্রব্যাত্মিকা মিতিঃ।
ইয়তীত্যুচ্যতে যাহসৌ গ্রাসমানং সমীরিতম্ ॥ ৬৪ ॥

এই পরিমিত পারদ এই পরিমিত দ্রব্য গ্রাস করিতে পারিবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, পারদের এবং গ্রাসার্থ দ্রব্যের যে পরিমাণ

নিশ্চয় করা হয়, তাহাকে গ্রাসচারণ বলা যায়॥ ৬৪

> গ্রাসস্তু চারণং গর্ভদ্রাবণং জারণং তথা।
> ইতি ত্রিরূপা নির্দ্দিষ্টা জারণা বরবার্ত্তিকৈঃ॥ ৬৫॥
> গ্রাসঃ পিণ্ডঃ পরীণামস্তিস্রশ্চাখ্যা পরা পুনঃ।
> সমুখা নির্ম্মুখা চেতি জারণা দ্বিবিধা পুনঃ॥ ৬৬॥
> নির্ম্মুখা জারণা প্রোক্তা বীজাদানেন ভাগতঃ।
> শুদ্ধং স্বর্ণঞ্চ রূপ্যঞ্চ বীজমিত্যভিধীয়তে॥ ৬৭॥
> চতুঃষষ্ট্যংশতো বীজপ্রক্ষেপো মুখমুচ্যতে।
> এবং কৃতে রসো গ্রাসলোলুপো মুখবান্ ভবেৎ॥ ৬৮॥
> কঠিনান্যপি লোহানি ক্ষমো ভবতি ভক্ষিতুম্।
> ইয়ং হি সমুখা প্রোক্তা জারণা মুখচারিণা॥ ৬৯॥

প্রসিদ্ধ বার্ত্তিককারগণ, জারণক্রিয়া তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যথা--গ্রাসচারণ, গর্ভদ্রাবণ ও জারণ। তন্মধ্যে গ্রাসচারণ তিন প্রকার, যথা—গ্রাস পিণ্ড ও পরিণাম। আর জারণ ক্রিয়া সমুখা ও নির্ম্মুখা ভেদে দুই প্রকার। যে জারণক্রিয়ায় নির্দ্দিষ্ট ভাগ পরিমিত বীজ গৃহীত হয়, তাহাকে নির্ম্মুখা জারণা কহে। শোধিত স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দুইটি ধাতুকে বীজ বলা যায়। চতুঃষষ্টি অংশ পরিমিত বীজ প্রক্ষেপের নাম মুখ; সেই মুখের সহিত জারণ করা হইলে, পারদ গ্রাসলোলুপ মুখবান্ হয়, অর্থাৎ কঠিন ধাতু সমূহকেও গ্রাসকরিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বনবাসী সিদ্ধ পুরুষগণ ইহাকেই সমুখা জারণা বলেন॥ ৬৫—৬৯

> দিব্যৌষধিসমাযোগাৎ স্থিতঃ প্রকটকোষ্ঠিনু।
> ভুঙ্ক্তেঽখিললোহাদ্যং যোঽসৌ রাক্ষসবক্ত্রবান্॥৭০॥

মনঃশিলা মিশ্রিত পারদ, কোষ্ঠিকাযন্ত্রে আঘাত হইবার সময়ে যদি সমস্ত ধাতুই গ্রাস করিতে সমর্থ হয়, তবে সেই পারদ রাক্ষসবক্ত্র নামে পরিচিত হয়॥ ৭০

> রসস্য জঠরে গ্রাসক্ষপণং চারণা মতা।
> গ্রস্তস্য দ্রাবণং গর্ভে গর্ভদ্রুতিরুদাহৃতা॥ ৭১॥

পারদগর্ভে গ্রাসোপযোগী পদার্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ সেই পদার্থ পারদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেলে, তাহাকেই গ্রাসচারণ কহে। গ্রস্ত পদার্থ পারদগর্ভে দ্রবীভূত হইলে, তাহাকে গর্ভদ্রুতি বা গর্ভদ্রাবণ বলা যায়॥ ৭১

> বহিরেব দ্রুতীকৃত্য ঘনসত্ত্বাদিকং খলু।
> জারণায় রসেন্দ্রস্য সা বাহ্যদ্রুতিরুচ্যতে॥ ৭২॥

পারদ জারণ কালে ঘন সত্ত্বাদি পদার্থ যদি বাহিরেই অর্থাৎ পারদের সহিত মিশ্রিত না হইয়াই দ্রবীভূত হইয়া যায়, তবে তাহাকে বাহ্যদ্রুতি কহে॥ ৭২

> নির্লেপত্বং দ্রুতত্বঞ্চ তেজস্ত্বং লঘুতা তথা।
> অসংযোগশ্চ সূতেন পঞ্চধা দ্রুতিলক্ষণম্॥ ৭৩॥
> ঔষধ ধ্মানযোগেন লোহধাত্বাদিকং তথা।
> সংতিষ্ঠতে দ্রবাকারং সা দ্রুতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ ৭৪॥

নির্লেপত্ব, দ্রুতত্ব, তেজস্ত্ব, লঘুতা ও পারদের সহিত অসংযোগ, এই পাঁচ প্রকার দ্রুতি লক্ষণ। পারদ আধ্মাপিত করিবার সময়ে যদি ঔষধ অথবা লৌহাদি ধাতু দ্রবীভূত অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তবে তাহাও দ্রুতি নামে কীর্ত্তিত হয়॥ ৭৩।৭৪

> দ্রুতিগ্রাসপরীণামো বিড়যন্ত্রাদিযোগতঃ।
> জারণেত্যুচ্যতে তস্যাঃ প্রকারাঃ সন্তি কোটিশঃ॥৭৫॥

বিড় এবং যন্ত্রাদি যোগে দ্রুতি, গ্রাস, পরিণাম প্রভৃতি যে সকল সংস্কার হইয়া থাকে, সেই সমস্তেরই নাম জারণা। জারণক্রিয়ার কোটি কোটি প্রকার ভেদ আছে॥ ৭৫

> ক্ষারৈরম্লৈশ্চ গন্ধাদ্যৈর্মূত্রৈশ্চ পটুভিস্তথা।
> রসগ্রাসস্য জীর্ণার্থং তদ্বিড়ং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৭৬॥

রসগ্রাসকালে জীর্ণার্থ ক্ষার, অম্ল, গন্ধাদি পদার্থ, মূত্র ও লবণাদি যে সকল পদার্থ প্রদত্ত হয়, তাহাকে বিড় কহে॥ ৭৬

> সুসিদ্ধবীজধাত্বাদিজারণেন রসস্য হি।
> পীতাদিরাগজননং রঞ্জনং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৭৭॥

সুসিদ্ধ বীজধাতু প্রভৃতির সহিত রসের জারণ দ্বারা যে পীতাদি বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহাকে রঞ্জন কহে ॥ ৭৭

সূতে সতৈলযন্ত্রস্থে স্বর্ণাদিক্ষেপণং হি যৎ।
বেধাধিক্যকরং লোহে সারণা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৮ ॥

তৈলযুক্ত যন্ত্রমধ্যে পারদ রাখিয়া, তাহাতে স্বর্ণাদি নিক্ষেপ করিলে, তাহাকে সারণা কহে। ইহা ধাতুসংস্কারবিষয়ে বেধকর্ম্ম অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকর ॥ ৭৮

ব্যবায়িভেষজোপেতো দ্রব্যে ক্ষিপ্তো রসঃ খলু।
বেধ ইত্যুচ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ স চানেকবিধঃ স্মৃতঃ।
লেপঃ ক্ষেপশ্চ কুন্তশ্চ ধূমাখ্যঃ শব্দসংজ্ঞক ॥ ৭৯ ॥

ব্যবায়ী (যাহা জীর্ণ না হইয়াই ক্রিয়া প্রকাশ করে) ঔষধ সমূহের সহিত পারদ মিশ্রিত করিয়া, দ্রব্যবিশেষে নিক্ষেপ করিলে, তাহাই বেধ নামে অভিহিত হয়। লেপ, ক্ষেপ, কুন্ত, ধূম ও শব্দ নামভেদে বেধক্রিয়া বহুবিধ ॥ ৭৯

লেপেন কুরুতে লৌহং স্বর্ণং বা রজতং তথা ॥ ৮০ ॥
লেপবেধঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পুটমত্র চ সৌকরম্।
প্রক্ষেপণং দ্রুতে লোহে বেধঃ স্যাৎ ক্ষেপসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮১

পারদ বিশেষ লৌহে প্রলিপ্ত করিয়া, যে স্বর্ণ বা রৌপ্য উৎপাদন করা হয়, তাহাকে লেপবেধ কহে। ইহাতে যেরূপ পুটপাক করিতে হয়, তাহা অনায়াসসাধ্য। দ্রবীভূত লৌহে পারদবিশেষ প্রক্ষেপ দিয়া যে স্বর্ণাদি প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে ক্ষেপবেধ কহে ॥ ৮০।৮১

সন্দংশধৃতসূতেন দ্রুতদ্রব্যাঙ্গতিশ্চ যা।
সুবর্ণত্বাদিকরণং কুন্তবেধঃ স উচ্যতে ॥ ৮২ ॥

একটি সন্দংশে (সন্নায়) পারদ বিশেষ ধারণ পূর্ব্বক সেই সন্দংশে দ্রবীভূত লোহাদি গ্রহণ করিয়া স্বর্ণাদি প্রস্তুত করিলে তাহাকে কুন্তবেধ কহে ॥ ৮২

বহ্নৌ ধ্মায়মানেহন্তঃপ্রক্ষিপ্তরসধূমতঃ।
স্বর্ণত্বাপাদনং লোহে ধূমবেধঃ স ঈরিতঃ ॥ ৮৩ ॥

অগ্নি মধ্যে কোন ধাতু নিহিত করিয়া সেই অগ্নিতে পারদ নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে ধূমনির্গমের সঙ্গে সঙ্গে যে স্বর্ণাদি প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধূমবেধ বলা হয় ॥ ৮৩

মুখস্থিতরসেনাল্পলোহস্য ধমনাৎ খলু।
স্বর্ণরূপ্যত্বজননং শব্দবেধঃ স কীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৪ ॥

মুখমধ্যে পারদ-বিশেষ ধারণ করিয়া, অল্পপরিমিত ধাতুতে সেই মুখের ফুৎকার পূর্ব্বক যে স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহা শব্দবেধ নামে অভিহিত হয় ॥ ৮৪

সিদ্ধদ্রব্যস্য সূতেন কালুষ্যাদিনিবারণম্।
প্রকাশনঞ্চ বর্ণস্য তদুদ্ঘাটনমীরিতম্ ॥ ৮৫

পারদ সংমিশ্রণ দ্বারা প্রসিদ্ধ দ্রব্য সমূহের মলিনতাদি নিবারণ করিয়া, স্বাভাবিক বর্ণের প্রকাশ করিলে, তাহা উদ্ঘাটন নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৮৫

ক্ষারাম্লৈরৌষধৈঃ সার্দ্ধং ভাণ্ডং পক্কাতিযত্নতঃ।
ভূমৌ নিখন্যতে যত্তৎ স্বেদনং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৬ ॥

ক্ষার বা অম্ল ঔষধের সহিত অতি যত্নপূর্ব্বক ভাণ্ডমধ্যে পারদ নিহিত করিয়া, তাহা ভূমি মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাকে স্বেদন ক্রিয়া বলে ॥ ৮৬

রসস্যৌষধযুক্তস্য ভাণ্ডরুদ্ধস্য যত্নতঃ।
মন্দাগ্নিযুতচুল্লান্তঃ ক্ষেপঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥ ৮৭ ॥

ঔষধ সংযুক্ত পারদ ভাণ্ডমধ্যে রুদ্ধ করিয়া, মন্দাগ্নিপূর্ণ চুল্লীর (উনুনের) মধ্যে নিহিত করাকে সন্ন্যাস কহে ॥ ৮৭

দ্বাবেতৌ স্বেদসন্ন্যাসৌ রসরাজস্য নিশ্চিতম্।
গুণপ্রভাবজনকৌ শীঘ্রব্যাপ্তিকরৌ তথা ॥ ৮৮ ॥

স্বেদন ও সন্ন্যাস এই দুইটি ক্রিয়া পারদের গুণোৎকর্ষজনক এবং শীঘ্র ব্যাপ্তিকারক ॥ ৮৮

রসনিগমমহাব্ধেঃ সোমদেবঃ সমন্তাৎ
স্ফুটতরপরিভাষানামরত্নানি হৃত্বা।
ব্যরচয়দতিযত্নাৎ তৈরিমাং কণ্ঠমালাং
কলয়তি ভিষগগ্র্যো মণ্ডনার্থং সভায়াম্ ॥ ৮৯ ॥

আচার্য্য সোমদেব, রসশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র হইতে সুপরিস্ফুট পরিভাষা নামক রত্ন সংগ্রহ করিয়া, এই কণ্ঠমালারূপ সংগ্রহ গ্রন্থ অতি যত্ন পূর্ব্বক বিরচিত করিয়াছেন। সুপণ্ডিত ভিষগ্গণ

সভাস্থলে শোভা পাইবার জন্য এই কণ্ঠমালা ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৮৯

ভবেৎ পঠিতবাবোহয়ং অধ্যায়ো রসবাদিনা ।
রসকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণো ন স মুহ্যতি কুত্রচিৎ ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোবাগ্ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে পরিভাষা-নিরূপণং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

যে রসরহস্যবিদ্ চিকিৎসক এই অধ্যায় বারংবার অধ্যয়ন করেন, রসকর্ম্ম সাধনা করিতে কোনস্থলেই তাঁহাকে মুগ্ধ হইতে হয় না ॥ ৯০

ইতি পরিভাষা-নিরূপণ নামক অষ্টম অধ্যায় ।

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

অথ যন্ত্রাণি ।

অথ যন্ত্রাণি বক্ষ্যন্তে রসতন্ত্রাণ্যশেষতঃ ।
সমালোক্য সমাসেন সোমদেবেন সম্প্রতম্ ॥ ১ ॥
স্বেদাদি কর্ম্ম নির্ম্মাতুং বার্ত্তিকেন্দ্রৈঃ প্রযত্নতঃ ।
যন্ত্র্যতে পারদো যস্মাত্তস্মাদ্‌যন্ত্রমিতি স্মৃতম্ ॥ ২ ॥

আচার্য্য সোমদেব সমুদায় রসশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যন্ত্রসমূহের বিবরণ সম্প্রতি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন। যন্ত্রশব্দের নিরুক্তি—স্বেদাদি কর্ম্মসম্পাদনের জন্য পারদকে তন্মধ্যে যন্ত্রিত করা হয় বলিয়া তাহা যন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১।২

অথ দোলাযন্ত্রম্ ।

দ্রবদ্রব্যেণ ভাণ্ডস্য পূরিতার্দ্ধোদরস্য চ ।
মুখস্যোভয়তো দ্বারদ্বয়ং কৃত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৩ ॥
তয়োস্তু নিক্ষিপেদ্দণ্ডং তন্মধ্যে রসপোট্টলীম্ ।
বদ্ধা তু স্বেদয়েদেতদ্দোলাযন্ত্রমিতি স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥

দোলাযন্ত্র।—একটি হাঁড়ীর অর্দ্ধভাগ দ্রব দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া, তাহার মুখের দুই পার্শ্বে ছিদ্র করিবে এবং সেই ছিদ্র পথে একটি দণ্ড প্রবেশ করাইয়া, সেই দণ্ডে রসপোট্টলী ঝুলাইয়া বান্ধিবে, এইরূপ স্বেদনযন্ত্রকে দোলা-যন্ত্র কহে ॥ ৩।৪

অথ স্বেদনীযন্ত্রম্ ।

সাম্বুস্থালীমুখাবদ্ধে বস্ত্রে পাক্যং নিবেশয়েৎ ।
পিধায় পচ্যতে যত্র স্বেদনীযন্ত্রমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

স্বেদনীযন্ত্র।—একটি জলপূর্ণ হাঁড়ীর মুখে একখণ্ড বস্ত্র বান্ধিবে এবং তাহার উপর পাকের বস্তু রাখিয়া, সর্ব্বোপরি একখানি শরা আচ্ছাদন দিবে। এইরূপ যন্ত্রকে স্বেদনীযন্ত্র বলা যায় ॥ ৫

অথ পাতনাযন্ত্রম্ ।

অষ্টাঙ্গুলপরীণাহমানাহেন দশাঙ্গুলম্ ।
চতুরঙ্গুলকোৎসেধং তোয়াধারং গলাদধঃ ॥ ৬ ॥
অধোভাণ্ডে মুখং তস্য ভাণ্ডস্যোপরিবর্ত্তিনঃ ।
ষোড়শাঙ্গুলবিস্তীর্ণপৃষ্ঠস্যান্তে প্রবেশয়েৎ ॥ ৭ ॥
পার্শ্বয়োর্ম্মহিষীক্ষীরচূর্ণমণ্ডূরকাণিতৈঃ ।
লিপ্তং বিশোষয়েৎ সন্ধিং জলাধারে জলং ক্ষিপেৎ ।
চুল্ল্যামারোপয়েদেতৎ পাতনাযন্ত্রমীরিতম্ ॥ ৮ ॥

পাতনাযন্ত্র।—দুইটি ভাণ্ড দ্বারা পাতনাযন্ত্র প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে উপরের ভাণ্ডটি জলাধার; ইহার গলদেশের নিম্নভাগ আট অঙ্গুলি পরিধি, দশ অঙ্গুলি বিস্তার ও চারি অঙ্গুলি উচ্চ হওয়া আবশ্যক। এই ভাণ্ডটি ষোড়শাঙ্গুলি বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশবিশিষ্ট অপর একটি ভাণ্ডের মুখে বসাইয়া উভয়ের সন্ধিস্থল মহিষীদুগ্ধ মণ্ডুর চূর্ণ ও মাষগুড় দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। ঐ নিম্নের ভাণ্ড মধ্যে পারদ রাখিতে হয় এবং উপরের ভাণ্ডে জল থাকে। এই যন্ত্র চুল্লীতে বসাইয়া জ্বাল দিলে, নিম্নভাণ্ডস্থ পারদ উর্দ্ধগত হইয়া উপরের ভাণ্ড-তলে সংলগ্ন হয়। ইহাকেই পাতনাযন্ত্র কহে। (মূলে উক্ত না থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, উপরিস্থ ভাণ্ডের জল উত্তপ্ত হইলেই তাহা পুনঃপুন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।) ॥ ৬—৮

অথাধঃপাতনযন্ত্রম্।

অম্ভোদ্ধভাজনে লিপ্তঃ স্থাপিতস্, জলে স্থলাঃ।
দীপ্তৈর্বনোৎপলৈঃ কুর্য্যাদধঃপাতং প্রযত্নতঃ ॥ ৯ ॥

অধঃপাতনযন্ত্র।—এই যন্ত্রের উপরিস্থ পাত্রের মধ্য দেশে পারদ লিপ্ত করিতে হয়, এবং সেই পাত্রটি আর একটি জলপূর্ণ পাত্রের উপর উবুড়ভাবে বসাইয়া সংযোগ স্থল পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিবে। তৎপরে সেই উপরিস্থ পাত্রের উপর বনঘুঁটে জ্বালিয়া তাপ দিলে, উপরের পারদ নিম্নস্থ হাড়ীর জলে পতিত হয়। ইহার নাম অধঃপাতন যন্ত্র ॥ ৯

অথ কচ্ছপযন্ত্রম্।

জলপূর্ণপাত্রমধ্যে দত্ত্বা ঘটখর্পরং সুবিস্তীর্ণম্।
তদুপরি বিড়মধ্যগতঃ স্থাপ্যঃ সূতঃ কৃতঃ কোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১০ ॥
লঘুলোহকটোরিকয়া কুর্য্যাৎ সন্ধিলেপমাচ্ছাদ্য।
পূর্ব্বোক্তঘটখর্পরমধ্যেঽঙ্গারৈঃ খদিরকোলভবৈঃ ॥ ১১ ॥
স্বেদনতো মর্দ্দনতঃ কচ্ছপযন্ত্রস্থিতো রসো জরতি।
অগ্নিবলেনৈব ততো গর্ভে দ্রবন্তি সর্ব্বসত্ত্বানি ॥ ১২ ॥

কচ্ছপযন্ত্র।—একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একখানি খাপরা রাখিয়া, তাহার উপরে বিড়দ্রব্য মিশ্রিত পারদ কোষ্ঠিকাযন্ত্রে করিয়া স্থাপন করিবে এবং তাহার উপর একখান পাতলা লৌহ কটোরা আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থলে উত্তমরূপে ছয় বার লেপ দিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত জলপাত্রের চারিধারে খদির কাষ্ঠের বা কুলকাষ্ঠের অঙ্গার জ্বালিয়া দিবে। মর্দ্দিত পারদ এইরূপে কচ্ছপযন্ত্র মধ্যে স্বিন্ন হইয়া জারিত হয়। অন্যান্য সত্ত্বও এইরূপ প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত হইয়া থাকে ॥ ১০—১২

অথ দীপিকাযন্ত্রম্।

কচ্ছপযন্ত্রান্তর্গতমৃন্ময়পীঠস্থদীপিকাসংস্থঃ।
নিয়মিতপতিতো যস্মিন্ প্রোক্তং তদ্দীপিকাযন্ত্রম্ ॥ ১৩ ॥

দীপিকাযন্ত্র।—কচ্ছপযন্ত্র মধ্যদেশে একটি মৃন্ময় পীঠ (ডেলকো) স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর একটি প্রদীপ রাখিয়া সেই প্রদীপে পারদ রাখিবে। তৎপরে অগ্নি জ্বালিয়া দিলে, সেই পারদ কচ্ছপযন্ত্র মধ্যে পতিত হইবে। ইহাকে দীপিকাযন্ত্র কহে ॥ ১৩

অথ ডেকীযন্ত্রম্।

ভাণ্ডকণ্ঠাদধশ্ছিদ্রে বেণুনালং বিনিক্ষিপেৎ।
কাংস্যপাত্রদ্বয়ং কৃত্বা সম্পুটং জলগর্ভিতম্ ॥ ১৪ ॥
নলিকাস্যং তত্র যোজ্যং দৃঢ়ং তচ্চাপি কারয়েৎ ॥ ১৫॥
যুক্তদ্রব্যৈর্বিনিক্ষিপ্তঃ পূর্ব্বং তত্র ঘটে রসঃ।
অগ্নিনা তাপিতো নালাত্তোয়ে তস্মিন্ পতত্যধঃ ॥ ১৬ ॥
যাবচ্ছুষ্কং ভবেৎ সর্ব্বং ভাজনং তাবদেব হি।
জায়তে রসসন্ধানং ডেকীযন্ত্রমিতীরিতম্ ॥ ১৭ ॥

ডেকীযন্ত্র।—একটি ভাণ্ডের কণ্ঠদেশের নিম্নে একটি ছিদ্র করিবে এবং সেই ছিদ্রে একটি বাঁশের নলের এক মুখ প্রবেশ করাইবে। দুইটি কাংস্য পাত্রের মধ্যে জল পূরিয়া সম্পুট করতঃ তাহাতেও একটি ছিদ্র করিবে এবং সেই ছিদ্র পথে পূর্ব্বোক্ত নলের অপর মুখ প্রবিষ্ট করিয়া

দিবে। যথোপযুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত পারদ সেই ভাণ্ডে রাখিবে এবং উভয় পাত্রের সংযোগ স্থল গুলি দৃঢ়রূপে বুদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে সেই ভাণ্ডের নীচে অগ্নিতাপ দিলে, ভাণ্ডস্থ পারদ ঐ নল দ্বারা কাংস্যপাত্রস্থ জলে আসিয়া পতিত হইবে। কাংস্যপাত্র যতক্ষণ পর্য্যন্ত উষ্ণ বোধ হইবে, ততক্ষণ তন্মধ্যে পারদ পতিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। এই যন্ত্র ঢেঁকীযন্ত্র নামে বর্ণিত ॥ ১৪—১৭

অথ জারণাযন্ত্রম্।

লোহমূষাদ্বয়ং কৃত্বা দ্বাদশাঙ্গুলমানতঃ।
অধশ্ছিদ্রান্বিতামেকাং তত্র গন্ধকসংযুতাম্ ॥ ১৮ ॥
মূষায়াং রসযুক্তায়ামন্যস্যাং তাং নিবেশয়েৎ।
...তায়াং স্যাৎ সূতকস্যাধঃ ... বহ্নিদীপনম্ ॥ ১৯ ॥
রসোনকরসং ... সম্যক্ বস্ত্রগালিতম্।
দাপয়েৎ প্রচুরং যত্নাদাপ্লাব্য রসগন্ধকৌ ॥ ২০ ॥
স্থালিকায়াং পিধায়োর্দ্ধং স্থালীমন্যাং দৃঢ়াং কুরু।
সন্ধিং বিলেপয়েদ্যত্নান্মৃদা বস্ত্রেণ চৈব হি ॥ ২১ ॥
স্থাল্যাপুরে কপোতাখ্যং পুটং কর্য্যাগ্নিনা সদা।
যন্ত্রস্যাধঃ করীষাগ্নিং দদ্যাত্তীব্রাগ্নিমেব বা ॥ ২২ ॥
এবং তু ত্রিদিনং কুর্য্যাত্ততো যন্ত্রং বিমোচয়েৎ।
তপ্তোদকে তপ্তচুল্ল্যাং ন কুর্য্যাচ্ছীতলাং ক্রিয়াম্ ॥ ২৩ ॥

অনেন চ ক্রমেণৈব কুর্য্যাদ্গন্ধকজারণাম্ ॥ ২৪ ॥

জারণাযন্ত্র।—দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দুইটি লৌহের মূষা প্রস্তুত করিয়া, তাহার একটিতে অল্প ছিদ্র করিবে। সেই ছিদ্রযুক্ত মূষাতে গন্ধক এবং অপরটিতে পারদ রাখিবে। গন্ধকের মূষাটী পারদের মূষার উপর স্থাপন করিয়া সন্ধি বন্ধ করিবে। পারদ ও গন্ধক উভয় দ্রব্যই বস্ত্রগালিত রসুন রস দ্বারা আপ্লাবিত করিতে হইবে। তৎপরে সেই মূষাদ্বয় রুদ্ধ করিয়া একটি জল পূর্ণ হাঁড়ীতে রাখিবে ও তাহার উপরে আর একটি হাঁড়ী আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকা ও বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে। অতঃপর কপোত-পুটের মধ্যে সেই যন্ত্র নিহিত করিয়া তাহার নীচে ও উপরে বন ঘুঁটের আগুন জ্বালিয়া দিবে অথবা চুল্লীর উপর বসাইয়া নীচে তীব্র জ্বাল দিতে থাকিবে। তিন দিন জ্বাল দেওয়ার পর, যখন চুল্লী ও হাঁড়ীর জল আপনা হইতে শীতল হইবে, সেই সময়ে যন্ত্র উন্মুক্ত করিতে হইবে। চুল্লী ও জল উত্তপ্ত থাকিতে শীতল ক্রিয়া করিবে না। উহা আপনা হইতে শীতল হইলে যন্ত্রস্থিত পারদ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না বা তাহা উড়িয়া যায় না এই নিয়মে গন্ধকেরও জারণ করিবে ॥ ১৮—২৪

অথ বিদ্যাধরযন্ত্রম্।

যন্ত্রং বিদ্যাধরং জ্ঞেয়ং স্থাল্যোর্দ্বিতয়সংপুটাৎ।
চুল্লীং চতুর্মুখীং কৃত্বা যন্ত্রভাণ্ডং নিবেশয়েৎ ॥ ২৫ ॥
তত্রৌষধং বিনিক্ষিপ্য নিরুদ্ধ্যাদ্ভাণ্ডকাননম্।
কোষ্ঠীযন্ত্রমিদং নাম্না তজ্জ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৬ ॥

বিদ্যাধর যন্ত্র ও কোষ্ঠীযন্ত্র।—একটি হাঁড়ীর উপর আর একটি হাঁড়ী উবুড় করিয়া দিয়া সন্ধিস্থল প্রলিপ্ত করিলে তাহাকে বিদ্যাধর যন্ত্র কহে। ইহা চতুর্ম্মুখ চুল্লীর উপর বসাইয়া জ্বাল দিতে হয়। নিম্নস্থভাণ্ডে ঔষধ রাখিয়া, উভয় ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিবে। ইহা কোষ্ঠিকা-যন্ত্র নামেও অভিহিত হয় ॥ ২৫।২৬

অথ সোমানলযন্ত্রম্।

ঊর্দ্ধং বহ্নিরধশ্চাপো মধ্যে তু রসসংগ্রহঃ।
সোমানলমিদং প্রোক্তং জারয়েদ্গগনাদিকম্ ॥ ২৭ ॥

সোমানল যন্ত্র।—উপরে অগ্নি ও নীচে জল রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে পারদ পাক করিলে, তাহা সোমানল যন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে অভ্রাদিও জারিত হয় ॥ ২৭

অথ গর্ভযন্ত্রম্।

গর্ভযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি পিষ্টিকাভস্মকারকম্।
চতুরঙ্গুলদৈর্ঘ্যাস্তু ত্র্যঙ্গুলোন্মিতবিস্তরাম্ ॥ ২৮ ॥
মৃন্ময়ীং সুদৃঢ়াং মূষাং বর্ত্তুলং কারয়েন্মুখম্।
লোহস্য বিংশতির্ভাগা ভাগ একস্তু গুগ্গুলোঃ ॥ ২৯ ॥

সুশ্লক্ষ্ণং পেষয়িত্বা তু বারংবারং প্রযত্নতঃ।
মূষালেপং দৃঢ়ং কৃত্বা লবণার্দ্ধমৃদম্বুভিঃ ॥ ৩০ ॥
কর্ষেৎ তুষাগ্নিনা ভূমৌ স্বেদয়েন্মৃদুমানবিৎ।
অহোরাত্রং ত্রিরাত্রং বা রসেন্দ্রো ভস্মতাং ব্রজেৎ ॥ ৩১ ॥

গর্ভযন্ত্র।—অতঃপর পিষ্টিকাভস্ম করণার্থ গর্ভযন্ত্রের বিষয় বলা যাইতেছে। মৃত্তিকাদ্বারা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ ও তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত মূষা প্রস্তুত করিয়া তাহার মুখটি গোলাকার করিতে হইবে। কুড়িভাগ লৌহ ও একভাগ গুগ্‌গুলু মসৃণরূপে মর্দ্দিত করিয়া, তাহা দ্বারা মূষাটি বারংবার প্রলিপ্ত করিবে। পরিশেষে অর্দ্ধ ভাগ লবণ মিশ্রিত মৃত্তিকা ও জলদ্বারা লেপ দিবে। অতঃপর সেই মূষার মধ্যে পারদাদি রুদ্ধ করিয়া, ভূমিগর্ভে তুষাগ্নি দ্বারা মৃদু স্বেদ দিতে হইবে। অহোরাত্র বা তিনরাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপে স্বিন্ন করিলে, পারদ ভস্মরূপে পরিণত হয় ॥ ২৮—৩১

অথ হংসপাকযন্ত্রম্।

খর্পরং সিকতাপূর্ণং কৃত্বা তস্যোপরি ন্যসেৎ।
অপরং খর্পরং তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥ ৩২ ॥
পঞ্চক্ষারৈস্তথা মূত্রৈর্লবণঞ্চ বিড়ং ততঃ।
হংসপাকং সমাখ্যাতং যন্ত্রং তদ্বার্ত্তিকোত্তমৈঃ ॥ ৩৩ ॥

হংসপাক যন্ত্র।—একখানি খাপরা বালুকাপূর্ণ করিয়া, তাহার উপর আর একখানি খাপ্‌রা বসাইবে। তাহাতে পঞ্চক্ষার, মূত্র, লবণ বা বিড় দ্রব্যসহ পাচ্য পদার্থ স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। বার্ত্তিককারগণ তাহাকে হংসপাক যন্ত্র কহেন ॥ ৩২।৩৩

অথ বালুকাযন্ত্রম্।

সরসাং গূঢ়বক্ত্রাং মৃদ্বস্ত্রাঙ্গুলমানাবৃতাম্।
শোষিতাং কাচকলশীং পূরয়েৎ ত্রিষু ভাগয়োঃ ॥ ৩৪ ॥
ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে বালুকাভিঃ প্রপূরিতে।
ভাগস্ত পূরয়েৎ ত্রিভিরন্যাভিরবগুণ্ঠয়েৎ ॥ ৩৫
ভাণ্ডবক্ত্রং মাণিকয়া সন্ধিং লিম্পেন্মৃদা পচেৎ।
চুল্ল্যাং তৃণস্ত চাদাহান্ মাণিকাপৃষ্ঠবর্ত্তিনঃ ॥
এতদ্ধি বালুকাযন্ত্রং তদ্‌যন্ত্রং লবণাশ্রয়ম্ ॥ ৩৬ ॥
পঞ্চাঢ়বালুকাপূর্ণং ভাণ্ডে নিক্ষিপ্য যত্নতঃ।
পচ্যতে রসগোলাদ্যং বালুকাযন্ত্রমীরিতম ॥ ৩৭ ॥

বালুকাযন্ত্র।—একটি গূঢ়মুখ কাচকূপীর গাত্রে মৃত্তিকা ও বস্ত্র দ্বারা এক অঙ্গুল পুরু লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে। এই কাচকূপীর দুই তৃতীয়াংশ ⅔ পারদাদি পাচ্য পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই কাচকূপী বিতস্তিগম্ভীর বালুকাপূর্ণ একটি ভাণ্ডে নিহিত করিবে এবং ভাণ্ডের শূন্য অংশ বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া, ভাণ্ডের উপর একখানি আচ্ছাদন দিবে ও সন্ধিস্থল মৃত্তিকাদ্বারা রুদ্ধ করিবে। তৎপরে সেই ভাণ্ড চুল্লীতে স্থাপন করিয়া জ্বাল দিতে হইবে। উপরের আচ্ছাদনের পৃষ্ঠে তৃণ নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ তাহা দগ্ধ না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বাল দেওয়া আবশ্যক। ইহাকেই বালুকাযন্ত্র কহে। বালুকার পরিবর্ত্তে ইহাতে লবণ পূর্ণ করিলে তাহা লবণ-যন্ত্র নামে অভিহিত হয়। ভাণ্ডে পাঁচ আঢ়ক বালুকাপূর্ণ করিয়া তাহাতে রসগোলকাদি পাক করিলে, তাহাকেও বালুকাযন্ত্র বলা যায় ॥ ৩৪—৩৭

অথ লবণযন্ত্রম্।

এবং লবণনিক্ষেপাৎ প্রোক্তং লবণযন্ত্রকম।
অন্তঃকৃতরসালেপতাম্রপাত্রমুখস্থ চ ॥ ৩৮ ॥
লিপ্ত্বা মৃল্লবণেনৈব সন্ধিং ভাণ্ডতলস্থ চ
তদ্ভাণ্ডং পটুনাপূর্য্য ক্ষারৈর্ব্বা পূর্ব্ববৎ পচেৎ ॥ ৩৯ ॥
এবং লবণযন্ত্রং স্যাদ্রসকর্ম্মণি শস্যতে ॥ ৪০ ॥

লবণযন্ত্র।—বালুকাযন্ত্রে বালুকার পরিবর্ত্তে লবণ পূর্ণ করিলে, তাহাই লবণযন্ত্র হয়। তাম্রপাত্র মধ্যে পারদ প্রলিপ্ত করিয়া, সেই পাত্রের মুখে আচ্ছাদন দিয়া মৃত্তিকা ও লবণ দ্বারা তাহার সন্ধিস্থল রুদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ তাম্রপাত্র একটি ভাণ্ডে নিহিত করিয়া, ভাণ্ডটি লবণ বা ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে এবং পূর্ব্ববৎ নিয়মে তাহার নিম্নে অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। ইহাই লবণযন্ত্র। পারদসংস্কার কার্য্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ॥ ৩৮—৪০

অথ নালিকাযন্ত্রম্।

লোহনালগতং সূতং ভাণ্ডে লবণপূরিতে।
নিরুদ্ধং বিপচেৎ প্রাগ্বন্নালিকাযন্ত্রমীরিতম্॥ ৪১॥

নালিকা-যন্ত্র।—একটি লৌহ নির্ম্মিত নলের মধ্যে পারদ নিহিত করিয়া, তাহা লবণপূর্ণ ভাণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ পাক করিবে। ইহাকে নালিকাযন্ত্র কহে॥ ৪১

অথ ভূধরযন্ত্রম্।

বালুকাগূঢ়সর্ব্বাঙ্গাং গর্ত্তে মূষাং রসান্বিতাম্।
দীপ্তোৎপলৈঃ সংবৃণুয়াদ্যন্ত্রং তদ্ভূধরাহ্বয়ম্॥ ৪২॥

ভূধরযন্ত্র।—একটি গর্ত্ত বালুকাপূর্ণ করিয়া, সেই বালুকার মধ্যে রসযুক্ত মূষা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর বনঘুঁটের আগুন জ্বালিয়া দিলে, তাহা ভূধরযন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে॥ ৪২

অথ পুটযন্ত্রম্।

শরাবসংপুটীগর্ভে করীষেণাগ্নিমান্বিৎ।
পচেদ্যুগ্মাং দ্বিযামং বা রসং তৎ পুটযন্ত্রকম্॥ ৪৩॥

পুটযন্ত্র।—একখানি শরায় পাচ্য দ্রব্য রাখিয়া তাহার উপর আর একখানি শরা উবুড় করিয়া চাপা দিবে এবং সন্ধিস্থল উত্তমরূপে রোধ করিবে। ইহারই নাম পুটযন্ত্র। চুল্লী-মধ্যে বনঘুঁটের আবরণ দিয়া পুটযন্ত্রস্থিত পারদ দুই প্রহর কাল পাক করিতে হয়॥ ৪৩

অথ কোষ্ঠীযন্ত্রম্।

ষোড়শাঙ্গুলবিস্তীর্ণং হস্তমাত্রায়তং সমম্।
ধাতুসত্ত্বনিপাতার্থং কোষ্ঠীযন্ত্রমিতি স্মৃতম্॥ ৪৪॥
যত্র লোহময়ে পাত্রে পার্শ্বয়োর্ব্বলয়দ্বয়ম্।
তাদৃক্ স্বল্পতরং পাত্রং বলয়প্রোতকোষ্ঠকম্॥ ৪৫॥
পূর্ব্বপাত্রোপরিন্যস্তস্বল্পপাত্রে পরিক্ষিপেৎ।
রসং সংমূর্চ্ছিতং স্থূলপাত্রমাপূর্য্য কাঞ্জিকৈঃ।
দ্বিযামং স্বেদয়েদেবং রসোত্থাপনহেতবে॥ ৪৬॥
তৎ স্যাৎ খলচরীযন্ত্রং রসষাড়্গুণ্যকারকম্।
সূক্ষ্মকান্তময়ে পাত্রে রসঃ স্যাদ্গুণবত্তরঃ॥ ৪৭॥

কোষ্ঠীযন্ত্র ও খলচরী (খেচরী) যন্ত্র।—ধাতু-সমূহের সত্ত্বপাতনার্থ কোষ্ঠীযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা এক হস্ত দীর্ঘ ও ষোল অঙ্গুলি বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। দুইটি লৌহময় পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এক একটি বলয় (বেড়) করিতে হইবে। একটি পাত্রের বলয়মধ্যে আর একটি পাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারে, এইরূপভাবে দুইটি পাত্র প্রস্তুত করিবে। ক্ষুদ্র পাত্রটিতে মূর্চ্ছিত পারদ রাখিয়া সেই পাত্র বড় পাত্রটির মধ্যে বসাইবে এবং বড় পাত্রটি কাঁজিদ্বারা পূর্ণ করিবে। ইহারই নাম কোষ্ঠীযন্ত্র। দুই প্রহর কাল এই যন্ত্রে স্বিন্ন করিলে, পারদ উত্থাপিত হয়। ইহা খলচরীযন্ত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রপাক দ্বারা পারদের ষড়্গুণতা সম্পাদিত হয়। সূক্ষ্ম কান্ত লৌহের পাত্র হইলে পারদ অধিকতর গুণশালী হইয়া থাকে॥ ৪৪-৪৭

অথ তির্য্যক্পাতনযন্ত্রম্।

ক্ষিপেদ্রসং ঘটে দীর্ঘে নতাধোনালসংযুতে।
তন্নালং নিক্ষিপেদন্যঘটকুক্ষ্যন্তরে খলু॥ ৪৮॥
তত্র রুদ্ধ্বা মৃদা সম্যগ্বদনে ঘটয়োরধঃ।
অধস্তাদ্রসকুম্ভস্য জ্বালয়েত্তীব্রপাবকম্॥ ৪৯॥
ইতরস্মিন্ ঘটে তোয়ং প্রক্ষিপেৎ স্বাদুশীতলম্।
তির্য্যক্পাতনমেতদ্ধি বার্ত্তিকৈরভিধীয়তে॥ ৫০॥

তির্য্যক্পাতনযন্ত্র।—একটি কলসের মুখে বক্রীকৃত নলের এক মুখ সংযুক্ত করিবে এবং সেই নলের অপর মুখ আর একটি কলসের কুক্ষিদেশে ছিদ্র করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট করাইবে। ঘটদ্বয়ের মুখ ও নল সংযোগের স্থান গুলি মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। ইহারই নাম তির্য্যক্পাতনযন্ত্র। ইহার একটি কলসে পারদ ও অপর কলসে স্বাদু শীতল জল

রাখিতে হয়। পারদের কলসের নীচে তীব্র অগ্নিজ্বাল দিলে, সেই পারদ উত্থিত হইয়া নল পথ দ্বারা অপর কলসের জলে আসিয়া পতিত হয় ॥ ৪৮—৫০

অথ পালিকাযন্ত্রম্ ।

চষকং বর্ত্তুলং লৌহং বিনতাগ্রোর্দ্ধদণ্ডকম্ ।
এতদ্ধি পালিকাযন্ত্রং বলিজারণহেতবে ॥ ৫১ ॥

পালিকাযন্ত্র।—একটি লৌহ নির্ম্মিত গোলাকার পান পাত্রে, উর্দ্ধভাবে একটি অবনতাগ্র দণ্ড সংলগ্ন করিলে, তাহা পালিকাযন্ত্র নামে বর্ণিত হয়। গন্ধক জারণের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৫১

অথ ঘটযন্ত্রম্ ।

চতুঃপ্রস্থজলাধারশ্চতুরঙ্গুলিকাননঃ ।
ঘটযন্ত্রমিদং প্রোক্তং তদাপ্যায়নকং স্মৃতম্ ॥ ৫২ ॥

ঘটযন্ত্র।—চারি প্রস্থ জল ধারণের উপযুক্ত এবং চারি অঙ্গুলি পরিমিত মুখবিশিষ্ট ঘট বিশেষের নাম ঘটযন্ত্র। ইহা আপ্যায়ন যন্ত্র নামেও পরিচিত ॥ ৫২

অথেষ্টকাযন্ত্রম্ ।

বিধায় বর্ত্তুলং গর্ত্তং মল্লমত্র নিধায় চ ।
বিনিধায়েষ্টকাং তত্র মধ্যগর্ত্তবতীং শুভাম্ ॥ ৫৩ ॥
গর্ত্তস্য পরিতঃ কুর্য্যাৎ পালিকামঙ্গুলোচ্ছ্রয়াম্ ।
গর্ত্তে সূতং বিনিক্ষিপ্য গর্ত্তান্তে বসনং ক্ষিপেৎ ॥ ৫৪ ॥
নিক্ষিপেদ্গন্ধকং তত্র মল্লেনাস্যং নিরুধ্য চ ।
মল্লপালিকয়োর্মধ্যে মৃদা সম্যঙ্ নিরুধ্য চ ॥ ৫৫ ॥
বনোৎপলৈঃ পুটং দেয়ং কপোতাখ্যং ন চাধিকম্ ।
ইষ্টকাযন্ত্রমেতৎ স্যাদ্গন্ধকং তেন জারয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

ইষ্টকাযন্ত্র।—একটি গোলাকার গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে একখানি শরা বসাইবে। গর্ত্তের চারিধারে এক অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া একটি বেড় দিতে হইবে। একটি ইষ্টক খণ্ডের মধ্যস্থলে একটি গর্ত্ত করিয়া, সেই ইষ্টক খানি ঐ শরার মধ্যে নিহিত করিবে। ইষ্টক মধ্যস্থ গর্ত্তে পারদ রাখিয়া তাহার উপর এক খণ্ড বস্ত্র এবং বস্ত্রের উপর গন্ধক দিতে হইবে। তৎপরে আর একখানি শরা উবুড় করিয়া আচ্ছাদন দিবে এবং শরার ও গর্ত্তপার্শ্বস্থ বেড়ের সংযোগস্থল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। ইহার নাম ইষ্টকাযন্ত্র। বনঘুঁটের আগুনে কপোতপুটে (মৃদু জ্বালে) ইহা পাক করিতে হয়। এই যন্ত্রে গন্ধক জারণও সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৬

অথ হিঙ্গুলাকৃষ্টিবিদ্যাধরযন্ত্রম্ ।

স্থালিকোপরি বিন্যস্য স্থালীং সম্যঙ্ নিরুধ্য চ ।
ঊর্দ্ধস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা বহ্নিং প্রজ্বালয়েদধঃ ॥ ৫৭ ॥
এতদ্বিদ্যাধরং যন্ত্রং হিঙ্গুলাকৃষ্টিহেতবে ॥ ৫৮ ॥

হিঙ্গুলাকৃষ্টি বিদ্যাধরযন্ত্র।—একটি হাঁড়ীতে হিঙ্গুল রাখিয়া তাহার উপরে আর একটি হাঁড়ী বসাইয়া সংযোগস্থল রুদ্ধ করিবে। উপরের হাঁড়ীতে জল এবং নীচের হাঁড়ীতে জ্বাল দিতে হইবে। ইহাকে হিঙ্গুলাকৃষ্টি বিদ্যাধর যন্ত্র কহে। শ্লোকে অনুক্ত থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, উপরের হাঁড়ীর জল উত্তপ্ত হইলেই তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া শীতল জল দেওয়া আবশ্যক ॥ ৫৭।৫৮

অথ ডমরুকাখ্যং যন্ত্রম্ ।

যন্ত্রস্থাল্যুপরি স্থালীং ন্যুব্জাং দত্ত্বা নিরুন্ধয়েৎ ।
যন্ত্রং ডমরুকাখ্যং তদ্রসভস্মকৃতে হিতম্ ॥ ৫৯ ॥

ডমরুযন্ত্র।—একটি হাঁড়ির উপরে আর একটি হাঁড়ী উবুড় ভাবে বসাইয়া সংযোগস্থল রুদ্ধ করিলে, তাহাকে ডমরুযন্ত্র বলা যায়। তাহা পারদভস্ম করিতে ব্যবহৃত হয় ॥ ৫৯

অথ নাভিযন্ত্রম্ ।

মল্লমধ্যে চরেদ্গর্ত্তং তত্র সূতং সগন্ধকম্ ।
গর্ত্তস্য পরিতঃ কুড্যং প্রকুর্য্যাদঙ্গুলোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৬০ ॥
ততশ্চাচ্ছাদয়েৎ সম্যগ্ গোস্তনাকারমূষয়া ।
সম্যক্ তোয়মৃদা রুদ্ধা সম্যগত্রোচ্যমানয়া ॥ ৬১ ॥
লেহবৎকৃতবব্বূলকাথেন পরিমর্দ্দিতম্ ।
জীর্ণকিট্টরজঃ সূক্ষ্মং গুড়চূর্ণসমন্বিতম্ ।
ইয়ং হি জলমৃৎ প্রোক্তা দুর্ভেদ্যা সলিলৈঃ খলু ॥ ৬২ ॥
খটিকাপটুকিট্টৈশ্চ মহিষীদুগ্ধমর্দ্দিতৈঃ ।
বহ্নিমৃৎস্না ভবেদ্‌ঘোরবহ্নিতাপসহা খলু ॥ ৬৩ ॥
এতয়া মৃৎস্নয়া রুদ্ধো ন গন্তুং ক্ষমতে রসঃ ।
বিদগ্ধবনিতাপ্রৌঢ়প্রেম্ণা রুদ্ধঃ পুমানিব ॥ ৬৪ ॥
নন্দী নাগার্জ্জুনশ্চৈব ব্রহ্মজ্যোতির্মুনীশ্বরঃ ।
বেত্তি শ্রীসোমদেবশ্চ নাপরঃ পৃথিবীতলে ॥ ৬৫ ॥
ততো জলং বিনিক্ষিপ্য বহ্নিং প্রজ্বালয়েদধঃ ।
নাভিযন্ত্রমিদং প্রোক্তং নন্দিনা সর্ব্ববেদিনা ॥ ৬৬ ॥
অনেন জীর্য্যতে সূতো নির্ধূমঃ শুদ্ধগন্ধকঃ ॥ ৬৭ ॥

নাভিযন্ত্র।—একখান শরার অভ্যন্তরে চারিদিকে মৃত্তিকা দিয়া মধ্যস্থলে গর্ত্তাকার করিবে, তন্মধ্যে পারদ ও গন্ধক রাখিয়া, তাহার চারিধারে এক অঙ্গুলি উচ্চ বেড় দিবে এবং তাহার উপর গোস্তনাকৃতি একটি মূষা আচ্ছাদন করিয়া জল-মৃত্তিকাদ্বারা তাহার সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। বাবলার কাথ লেহবৎ ঘন করিয়া তাহার সহিত জীর্ণ কিট্টের (মণ্ডুরের) সূক্ষ্ম চূর্ণ, গুড় ও চূর্ণ এই সকল পদার্থ মর্দ্দন করিলে, তাহা জলমৃৎ নামে অভিহিত হয়। এই পদার্থের প্রলেপ দিলে তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। খড়ি, লবণ ও মণ্ডুর মহিষীদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিলে, তাহাকে বহ্নিমৃৎস্না কহে। এই বহ্নিমৃৎস্না দ্বারা প্রলেপ দিলে, তাহা তীব্র অগ্নিতাপ সহ্য করিতে পারে। এই বহ্নিমৃৎস্না দ্বারা রুদ্ধ হইলে, চতুরা বনিতার প্রৌঢ় প্রেমবদ্ধ পুরুষের ন্যায় পারদ নির্গত হইতে পারে না। নন্দী, নাগার্জ্জুন, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, মুনীশ্বর ও সোমদেব, এই কয়েক জন ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি এ পৃথিবীতে এই প্রলেপের বিবরণ অবগত নহেন। উক্তরূপে মূষার সংযোগস্থল রুদ্ধ করিয়া, সেই শরায় জল নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার নিম্নে অগ্নিজ্বাল দিবে। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা নন্দী ইহাকে নাভিযন্ত্র নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই যন্ত্র দ্বারা পারদ জীর্ণ হয় এবং গন্ধক ধূমহীন ও শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬০ – ৬৭

অথ গ্রস্তযন্ত্রম্ ।

মূষাং মূষোদরাবিষ্টামাদ্যন্তসমবর্ত্তুলাম্ ।
চিপিটাং চ তলে প্রোক্তং গ্রস্তযন্ত্রং মনীষিভিঃ ।
সূতেন্দ্রবন্ধনার্থং হি রসবিদ্ভিরুদীরিতম্ ॥ ৬৮ ॥

গ্রস্তযন্ত্র।—একটি মূষা অপর একটি মূষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে; উভয় মূষারই আদ্যন্ত অবয়ব গোলাকার হইবে, কেবল তলভাগ চিপিট (চ্যাপ্‌টা) করিতে হইবে। রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকেই গ্রস্তযন্ত্র বলেন। পারদ বন্ধনার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৬৮

অথ স্থালীযন্ত্রম্ ।

স্থাল্যাং তাম্রাদি নিক্ষিপ্য মল্লেনাস্যং নিরুধ্য চ ।
পচ্যতে স্থালিকাধঃস্থং স্থালীযন্ত্রমিতীরিতম্ ॥ ৬৯ ॥

স্থালীযন্ত্র।—একটি হাঁড়ীতে তাম্রাদি ধাতু নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার মুখে শরা আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থল রুদ্ধ করিবে এবং হাঁড়ীর নিম্নদেশে অগ্নিজ্বাল দিবে। ইহার নাম স্থালীযন্ত্র ॥ ৬৯

অথ ধূপযন্ত্রম্ ।

বিধায়াষ্টাঙ্গুলং পাত্রং লৌহমষ্টাঙ্গুলোচ্ছ্রয়ম্ ।
কণ্ঠাধো দ্ব্যঙ্গুলে দেশে জলাধারং হি তত্র চ ॥ ৭০ ॥
তির্য্যগ্‌লোহশলাকাশ্চ তন্বীস্তির্য্যগ্‌বিনিক্ষিপেৎ ।
তনূনি স্বর্ণপত্রাণি তাসামুপরি বিন্যসেৎ ॥ ৭১ ॥
পত্রাধো নিক্ষিপেদ্ধূমং বক্ষ্যমাণমিহৈব হি ।
তৎ পাত্রং সুদৃঢ়পাত্রেণ চ্ছাদয়েদপরেণ হি ॥ ৭২ ॥
মৃদা বিলিপ্য সন্ধিং চ বহ্নিং প্রজ্বালয়েদধঃ ।
তেন পত্রাণি কৃৎস্নানি হতান্যুক্তবিধানতঃ ॥ ৭৩ ॥

রসশ্চরতি বেগেন দ্রুতং গর্ভে দ্রবন্তি চ।
গন্ধালকশিলানাং হি কজ্জল্যা বা মৃতাহিনা ॥ ৭৪ ॥
ধূপনং স্বর্ণপত্রাণাং প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্।
তারার্থং তারপত্রাণি মৃতবঙ্গেন ধূপয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
ধূপয়েচ্চ যথাযোগ্যৈরন্যৈরুপরসৈরপি।
ধূপযন্ত্রমিদং প্রোক্তং জারণাদ্রব্যসাধনম্ ॥ ৭৬ ॥

ধূপযন্ত্র।—আট অঙ্গুলি পরিমিত এবং আট অঙ্গুলি উন্নত একটি লৌহপাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার কণ্ঠদেশের অধোভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জলাধার স্থাপন করিয়া তদুপরি কয়েকটি সূক্ষ্ম লৌহশলাকা তির্য্যগ্‌ভাবে স্থাপিত করিবে এবং সেই জলাধারের নিম্নে ধূপন পদার্থ নিহিত করিবে। সেই সকল শলাকার উপরে সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র স্থাপন করিয়া, আর একটি পাত্র উবুড় ভাবে আচ্ছাদন দিবে এবং সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা রুদ্ধ করিবে। তৎপরে লৌহ পাত্রের তলদেশে অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। এইরূপ বিধানে সমুদায় স্বর্ণপত্র জারিত হইবে। অর্থাৎ তৎসংলগ্ন পারদ উড়িয়া যাইবে এবং স্বর্ণ দ্রবীভূত হইয়া পাত্রগর্ভে পতিত হইবে। গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলার কজ্জলী অথবা জারিত সীসক, এই কয়েকটি পদার্থ স্বর্ণপত্রের ধূপনার্থ প্রশস্ত। রৌপ্য জারণার্থ রৌপ্যের পত্রে জারিত বঙ্গের অথবা উপযুক্ত মত অন্য উপরস সমূহের ধূপ প্রদান করিতে হয়। ইহাকে ধূপযন্ত্র কহে। জারণক্রিয়া সাধনের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ॥ ৭০—৭৬

অথ কন্দুকযন্ত্রম্।

স্থূলস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা বাসো বদ্ধ্বা মুখে দৃঢ়ম্।
তত্র স্বেদ্যং বিনিক্ষিপ্য তন্মুখং প্রপিধায় চ ॥ ৭৭ ॥
অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং যন্ত্রে তৎ কন্দুসংজ্ঞকম্।
স্বেদনীযন্ত্রমিত্যন্যে প্রাহুরন্যে মনীষিণঃ ॥ ৭৮ ॥
যদ্বা স্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা তৃণং ক্ষিপ্ত্বা তৃণোপরি।
স্বেদ্যদ্রব্যং পরিক্ষিপ্য পিধানং প্রপিধায় চ ॥ ৭৯ ॥
অধস্তাজ্জ্বালয়েদ্বহ্নিং যন্ত্রং তৎ কন্দুযন্ত্রকম্ ॥ ৮০ ॥

কন্দুক যন্ত্র।—একটি স্থূল হাঁড়ী জলপূর্ণ করিয়া তাহার মুখে একখণ্ড বস্ত্র দৃঢ়রূপে বান্ধিবে। সেই বস্ত্রখণ্ডের উপরে স্বেদ্য বস্তু স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটি আচ্ছাদন দিয়া মুখ রুদ্ধ করিবে। তৎপরে হাঁড়ীর নীচে অগ্নির জ্বাল দিবে। ইহার নাম কন্দুকযন্ত্র। অপর পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বেদনীযন্ত্র বলিয়া থাকেন। অথবা জলপূর্ণ হাঁড়ীর উপরে তৃণ নিক্ষেপ করিয়া, সেই তৃণের উপর স্বেদ্য দ্রব্য স্থাপন পূর্ব্বক আচ্ছাদন দিবে, এবং হাঁড়ীর নীচে পূর্ব্ববৎ অগ্নিজ্বাল প্রদান করিবে। ইহাকেও কন্দুকযন্ত্র বলা যায় ॥ ৭৭—৮০

অথ খল্বযন্ত্রম্।

খল্বযোগ্যা শিলা নীলা শ্যামা স্নিগ্ধা দৃঢ়া গুরুঃ।
ষোড়শাঙ্গুলকোৎসেধা নবাঙ্গুলকবিস্তরা ॥ ৮১ ॥
চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলা দীর্ঘা ঘর্ষণী দ্বাদশাঙ্গুলা ॥
বিংশত্যঙ্গুলদীর্ঘা বা স্যাদুৎসেধে দশাঙ্গুলা।
খল্বপ্রমাণং তজ্‌জ্ঞেয়ং শ্রেষ্ঠং স্যাদ্রসমর্দ্দনে ॥ ৮২ ॥
খল্বযুগ্মং দ্বিধা প্রোক্তং রসাদিসুখমর্দ্দনে।
নিরুদ্গারৌ সুমসৃণৌ কার্য্যৌ পুত্রিকয়া যুতৌ ॥ ৮৩ ॥

খল্বযন্ত্র।—নীল বা শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ, দৃঢ় ও গুরু প্রস্তর খল্ব প্রস্তুতের উপযুক্ত। খলের পরিমাণ উচ্চতায় ষোড়শ অঙ্গুলি, বিস্তারে নয় অঙ্গুলি এবং দৈর্ঘ্যে চব্বিশ অঙ্গুলি করিতে হইবে। খলের ঘর্ষণী (নোড়া) দ্বাদশ অঙ্গুলি। অথবা খল বিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং দশ অঙ্গুলি উচ্চ অর্থাৎ বেধবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এইরূপ খলই পারদ মর্দ্দনে শ্রেষ্ঠ। পারদাদি মর্দ্দনে সুবিধার জন্য দুইপ্রকার (দীর্ঘাকৃতি ও গোলাকৃতি) খল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সকল খল ও তাহার পুত্রিকা (নোড়া) নিরুদ্গার (যাহা হইতে দ্রব্য ছট্‌কাইয়া পড়ে না) এবং মসৃণ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় ॥ ৮১—৮৩

উৎসেধে স দশাঙ্গুলঃ খলু কলাতুল্যাঙ্গুলায়ামবান্
বিস্তারেণ দশাঙ্গুলো মুনিমিতৈর্নিম্নস্থিতৈর্ব্বাঙ্গুলৈঃ।
পাল্যা দ্ব্যঙ্গুলবিস্তরশ্চ মসৃণোঽতীবার্দ্ধচন্দ্রোপমো
ঘর্ষো দ্বাদশকাঙ্গুলশ্চ তদয়ং খল্বো মতঃ সিদ্ধয়ে ॥৮৪॥

মতান্তরে—উচ্চতায় দশ অঙ্গুলি, দৈর্ঘ্যে ষোড়শ অঙ্গুলি; বিস্তারে দশ অঙ্গুলি, তলদেশে সাত অঙ্গুলি এবং স্থূলতায় দুই অঙ্গুলি পরিমিত খল প্রস্তুত করিতে হয়। তাহা অত্যন্ত মসৃণ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হওয়া আবশ্যক। ইহার ঘর্ষ অর্থাৎ নোড়া, দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ করিয়া প্রস্তুত করিবে। এইরূপ খলই কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রশস্ত ॥ ৮৪

অস্মিন্ পঞ্চপলঃ সূতো মর্দ্দনীয়ো বিশুদ্ধয়ে।
তত্তদৌচিত্যযোগেন খল্বেষন্যেষু যোজয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

এইরূপ খলে পাঁচপল পরিমিত পারদ শোধনার্থ মর্দ্দন করিতে হইবে। উপযুক্ততা অনুসারে ইহা অন্যান্য খলেও মর্দ্দন করা যাইতে পারে ॥ ৮৫

দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তারো খল্বোঽতিমসৃণোপলঃ।
চতুরঙ্গুলনিম্নশ্চ মধ্যেঽতিমসৃণাকৃতঃ ॥ ৮৬ ॥
মর্দ্দকশ্চিপিটোঽধস্তাৎ সুগ্রাহশ্চ শিখোপরি।
অয়ং হি বর্ত্তুলঃ খল্বো মর্দ্দনেঽতিসুখপ্রদঃ ॥ ৮৭ ॥

মর্দ্দনার্থ গোলাকার খলই অধিক সুবিধাজনক। তাহা দ্বাদশ অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং চারি অঙ্গুলি নিম্ন হওয়া আবশ্যক। অত্যন্ত মসৃণ প্রস্তরে এই খল প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যভাগ বিশেষরূপে মসৃণ করিবে। ইহার মর্দ্দকের (নোড়ার) নিম্নভাগ চ্যাপ্টা এবং মাথার উপর ধরিবার স্থান গ্রহণে সুখকর করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় ॥ ৮৬।৮৭

লৌহো নবাঙ্গুলঃ খল্বো নিম্নত্বে চ ষড়ঙ্গুলঃ।
মর্দ্দকোঽষ্টাঙ্গুলশ্চৈব তপ্তখল্বাভিধোঽপ্যয়ম্ ॥ ৮৮ ॥
কৃত্বা খল্বাকৃতিং চুল্লীমঙ্গারৈঃ পরিপূরিতাম্।
তস্যাং নিবেশিতং খল্বং পার্শ্বে ভস্ত্রিকয়া ধমেৎ ॥ ৮৯ ॥
রসেন মর্দ্দিতা পিষ্টিঃ ক্ষারৈরম্লৈশ্চ সংযুতা।
প্রদ্রবত্যতিবেগেন স্বেদিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯০
কৃতঃ কান্তায়সা সোঽয়ং ভবেৎ কোটিগুণো রসঃ ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্ব্বাগ্ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে যন্ত্রনিরূপণং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

লৌহ নির্ম্মিত খল নয় অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং ছয় অঙ্গুলি নিম্ন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহার মর্দ্দক (নোড়) আট অঙ্গুলি দীর্ঘ করিবে। খলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একটি চুল্লী অঙ্গার পূর্ণ করিয়া, তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত লৌহ খল স্থাপন পূর্ব্বক পার্শ্ব হইতে ভস্ত্রা (হাপর) দ্বারা আধ্মাপিত করিলে, তাহা তপ্তখল্ব নামে অভিহিত হয়। মর্দ্দিত পারদ-পিষ্টি ক্ষার ও অম্ল পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঐ তপ্তখল্বে স্বিন্ন করিলে, তাহা অতি শীঘ্র দ্রবীভূত হয়। লৌহ খল কান্ত লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, পারদ কোটিগুণ অধিক গুণশালী হইয়া থাকে ॥ ৮৮—৯১

ইতি যন্ত্রনিরূপণ নামক নবম অধ্যায়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথ মূষাদিনিরূপণম্।

মূষা হি লৌকিকা প্রোক্তা কুমুদা করভাদিকা।
পাচনী বহ্নিমিত্রা চ রসবাদিভিরিষ্যতে ॥ ১ ॥
মুষ্ণাতি দোষান্ মূষেদ্ বা সা মূষেতি নিগদ্যতে।
উপাদানং ভবেৎ তস্যা মৃত্তিকা লৌহমেব চ ॥ ২ ॥
মলা-মূষর্ণিক্কাঽথ বরমেকাপি কাকিনী।
তজনপ্রণিপাতেন ধিগ্ লক্ষমপি মানিনাম্ ॥ ৩ ॥
মূষাপিধানয়োর্ব্বন্ধে বন্ধনং সন্ধিলেপনম্।
অন্ধ্রণং রন্ধ্রণং চৈব সংশ্লিষ্টং সন্ধিবন্ধনম্ ॥ ৪ ॥

রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ মূষাকে ক্রৌঞ্চিকা, কুমুদী, করভাদিকা, পাচনী ও বহ্নিমিত্রা এই কয়েকটি নামে অভিহিত করেন। "দোষান্ মুষ্ণাতি" অর্থাৎ দোষ সমূহকে বিনাশ করে, এইজন্য ইহার নাম মূষা। মৃত্তিকা ও লৌহ এই দুইটি পদার্থ মূষার উপাদান। মূষা ও তাহার আচ্ছাদন উভয়ের মিলন স্থান রুদ্ধ করাকে বন্ধন, সন্ধিলেপন, অন্ধ্রণ, রন্ধ্রণ, সংশ্লিষ্ট ও সন্ধিবন্ধন কহে ॥ ১—৪

মৃত্তিকা পাণ্ডুরস্থূলাশর্করা শোণপাণ্ডুরা।
চিরাগ্মানসহা সা হি মূষার্থমতিশস্যতে ॥
তদভাবে চ বাল্মীকী কোলালী বা সমীর্য্যতে ॥ ৫ ॥

পাণ্ডুবর্ণ অথবা পাণ্ডুরক্তবর্ণ, স্থূল, শর্করহীন ও বহুক্ষণ অগ্নিতাপ সহনক্ষম মৃত্তিকা মূষা নির্ম্মাণার্থ প্রশস্ত। এইরূপ মৃত্তিকার অভাবে বল্মীক মৃত্তিকা (উয়ীমাটী) বা কুম্ভকারগণের নির্ম্মিত মৃত্তিকা মূষার্থ গ্রহণ করিবে ॥ ৫

যা মৃত্তিকা দগ্ধতুষৈঃ শণেন শিখিত্রকৈর্ব্বা হয়লদ্দিনা চ।
লৌহেন দণ্ডেন চ কুট্টিতা সা সাধারণা স্যাৎ খলু মূষিকার্থে ॥

মৃত্তিকার সহিত দগ্ধ তুষ, শণ, গোবর বা ঘোড়ার বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া লৌহদণ্ডদ্বারা তাহা কুট্টিত করিবে। এইরূপে সাধারণ মূষার মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে হয় ॥ ৬

শ্বেতাশ্মানস্তুষা দগ্ধাঃ শিখিত্রাঃ শণকর্পটৌ।
লদ্দিঃ কিট্টঞ্চ কৃষ্ণমৃৎস্না সংযোজ্যা মূষিকামৃদা ॥ ৭ ॥

শ্বেতপ্রস্তর চূর্ণ, দগ্ধ তুষ, গোবর, শণ, ছিন্নবস্ত্র, অশ্বাদির বিষ্ঠা ও লৌহমলাদি পদার্থ, উপযুক্ত পরিমাণে মূষামৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হয় ॥ ৭

মৃদস্ত্রিভাগাঃ শণলদ্দিভাগৌ
ভাগশ্চ নির্দ্দগ্ধতুষোপলাদেঃ।
কিট্টার্দ্ধভাগং পরিখণ্ড্য বজ্র-
মূষাং বিদধ্যাৎ খলু সত্ত্বপাতে ॥ ৮ ॥

মৃত্তিকা তিনভাগ, শণ ও অশ্বাদির বিষ্ঠা দুইভাগ, দগ্ধ তুষ ও প্রস্তরচূর্ণাদি একভাগ, এবং লৌহমল অর্দ্ধভাগ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া বজ্রমূষা প্রস্তুত করিতে হয়। বজ্র মূষা সত্ত্বপাতন ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় ॥ ৮

দগ্ধাঙ্গারতুষোপেতা মৃৎস্না বল্মীকমৃত্তিকা।
তত্তদ্বিড়সমাযুক্তা তত্তদ্বিড়বিলেপিতা ॥ ৯ ॥
তথা যা বিহিতা মূষা যোগমূষেতি কথ্যতে।
অনয়া সাধিতঃ সূতো জায়তে গুণবত্তরঃ ॥ ১০ ॥

যোগমূষা। মসৃণ বল্মীক মৃত্তিকার সহিত দগ্ধ অঙ্গার, দগ্ধ তুষ ও যথানির্দ্দিষ্ট বিড়দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, তাহার দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিবে এবং যথানির্দ্দিষ্ট বিড়দ্রব্য তাহাতে লেপন করিবে। এইরূপে যে মূষা প্রস্তুত হয়, তাহাকে যোগমূষা কহে। এই যোগমূষায় পারদ পাক করিলে, তাহা অত্যধিক গুণশালী হয় ॥ ৯।১০

গারভূনাগধৌতাভ্যাং শণৈর্দ্দগ্ধতুষৈরপি।
সমৈঃ সমা চ মৃৎস্না মহিষীদুগ্ধসংযুতা ॥ ১১ ॥
ক্রৌঞ্চিকা যন্ত্রমাত্রং হি বহুধা পরিকীর্ত্তিতা।
এষা বিরচিতা মূষা বজ্রদ্রাবণিকেরিতা ॥ ১২ ॥

বজ্রদ্রাবণিকা মূষা। গার, সীসক সত্ত্ব, শণ ও দগ্ধ তুষ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান মূষোপযোগী পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা। এই সকল দ্রব্য মহিষীদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বজ্রদ্রাবণার্থ বিবিধাকৃতি মূষা নির্ম্মিত করিবে। ১১।১২

দুগ্ধষড়্গুণগারাঢ্যা কিট্টাঙ্গারশণান্বিতা।
কৃষ্ণমৃদ্ভিঃ কৃতা মূষা গারমূষেত্যুদাহৃতা ॥
যামযুগ্মপরিধ্মানান্নাসৌ দ্রবতি বহ্নিনা ॥ ১৩ ॥

গারমূষা। মহিষী দুগ্ধ, ছয়গুণ গার, লৌহকিট্ট, অঙ্গার ও শণ এই সকল দ্রব্যের সহিত কৃষ্ণ মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা যে মূষা নির্ম্মিত হয়, তাহাকে গারমূষা কহে। এই মূষা দুই প্রহর কাল অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও বিনষ্ট হয় না ॥ ১৩

বজ্রাঙ্গারতুষাস্তুল্যাস্তচ্চতুর্গুণমৃত্তিকা ॥ ১৪ ॥
গারশ্চ মৃত্তিকাতুল্যঃ সর্ব্বৈরেতৈর্বিনির্ম্মিতা।
বরমূষেতি নির্দ্দিষ্টা যামমগ্নিং সহেত সা ॥ ১৫ ॥

বরমূষা। বজ্র (লৌহচূর্ণ), অঙ্গার ও তুষ প্রত্যেক সমপরিমাণ, মৃত্তিকা চতুর্গুণ, গার মৃত্তিকার সমপরিমিত, এই সকল দ্রব্য একত্র

করিয়া বরমূষা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা এক প্রহর কাল অগ্নি জ্বাল সহ্য করিতে পারে॥ ১৪ ১৫

পাষাণসহিতা রক্তা রক্তবর্গাম্বুসাধিতা।
মৃত্তয়া সাধিতা মূষা ক্ষিতিখেচরলেপিতা॥ ১৬॥
বর্ণমূষেতি সা প্রোক্তা বর্ণোৎকর্ষে নিযুজ্যতে।
এবং হি শ্বেতবর্গেণ রূপ্যমূষা সমীরিতা॥ ১৭॥

বর্ণমূষা ও রূপ্যমূষা। প্রস্তরচূর্ণ ও রক্তবর্ণ মৃত্তিকা রক্তবর্গোক্ত দ্রব্যের রসের সহিত মর্দ্দিত করিয়া তাহা দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিবে এবং সেই মূষায় খদির ও হীরাকস লেপন করিবে। ইহাকে বর্ণমূষা কহে। ধাত্বাদির বর্ণোৎকর্ষ সম্পাদনার্থ এই মূষা ব্যবহৃত হয়। শ্বেতবর্গোক্ত পদার্থের সহিত মর্দ্দন করিয়া এইরূপ মূষা প্রস্তুত করিলে, তাহাকে রৌপ্যমূষা বলা যায়॥ ১৬।১৭

তত্তদ্ভেদমৃদোদ্ভূতা তত্তদ্বিড়বিলেপিতা।
দেহলোহার্থযোগার্থং বিড়মূষেত্যুদাহৃতা॥ ১৮॥

বিড়মূষা। যথানির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকাদ্বারা মূষা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে নির্দ্দেশানুসারে সেই সেই বিড় বস্তু লেপন করিলে, সেই মূষা বিড়মূষা নামে অভিহিত হয়। দেহের দৃঢ়তা সাধক ঔষধ প্রস্তুত করিতে এই মূষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে॥ ১৮

গারভূনাগধৌতাভ্যাং তুষমষ্টগুণেন চ।
সর্ব্বৈঃ সমা চ মৃষামৃন্মহিষীদুগ্ধমর্দ্দিতা॥ ১৯॥
ক্রৌঞ্চিকা যন্ত্রমাত্রং হি বহুধা পরিকীর্ত্তিতা।
তয়া বিরচিতা মূষা লিপ্তা মৎকুণশোণিতৈঃ॥ ২০॥
বালাব্দধ্বনিমূলৈশ্চ বজ্রদ্রাবণক্রৌঞ্চিকা।
সহতেহগ্নিং চতুর্যামং দ্রবেণাপূরিতা সতী॥ ২১॥

গার (জলে বহুক্ষণ ভিজান মৃত্তিকা) ও সীসক সত্ত্ব এক এক ভাগ, তুষ আট ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান মৃত্তিকা; এই সমস্ত একত্র মহিষী-দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বহুপ্রকার ক্রৌঞ্চিকা যন্ত্র (মূষা) প্রস্তুত হয়। এই মূষায় মৎকুণের রক্ত এবং বালা ও কাঁটানটের মূল লেপন করিলে, ইহা বজ্রদ্রাবণ মূষায় পরিণত হয়। ইহা দ্রবপদার্থ পূর্ণ করিয়া অগ্নিতাপে রাখিলে, চারিপ্রহর কাল অগ্নিতাপ সহ্য করে॥ ১৯—২১

দ্রবে দ্রবীভাবমুখে মূষায়া ধ্মানযোগতঃ।
ক্ষণমুদ্ধরণং যত্তন্মূষাপ্যায়নমুচ্যতে॥ ২২॥

মূষামধ্যে কোন পদার্থ দ্রবীভূত হইবার সময়ে, কিছুক্ষণের জন্য যদি তাহার আধ্মাপন ক্রিয়া বন্ধ রাখিয়া মূষা নানাইয়া লওয়া হয়, তবে তাহাকে মূষার আপ্যায়ন ক্রিয়া কহে॥ ২২

বৃন্তাকাকারমূষায়াং নালং দ্বাদশকাঙ্গুলম্।
ধত্তূরপুষ্পবচ্চোর্দ্ধং সুদৃঢ়ং শ্লিষ্টপুষ্পবৎ॥ ২৩॥
অষ্টাঙ্গুলং চ সচ্ছিদ্রং সা স্যাদ্বৃন্তাকমূষিকা।
অনয়া খর্পরাদীনাং মৃদূনাং সত্ত্বমাহরেৎ॥ ২৪॥

বৃন্তাকমূষিকা। বেগুনের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট মূষা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বার অঙ্গুলি পরিমিত একটি নাল সংযুক্ত করিবে। তাহার উপরিভাগ ধুতুরা ফুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও সুদৃঢ় করিতে হইবে। মূষার পরিমাণ আট অঙ্গুলি হইবে ও তাহাতে ছিদ্র থাকিবে। ইহাকে বৃন্তাক মূষিকা কহে। এই মূষাদ্বারা খর্পরাদি মৃদু দ্রব্যের সত্ত্ব আহরণ করিতে হয়॥ ২৩।২৪

মূষা যা গোস্তনাকারা শিখাযুক্তপিধানকা।
সত্ত্বানাং দ্রাবণে শুদ্ধৌ মূষা সা গোস্তনী ভবেৎ॥ ২৫॥

গোস্তনীমূষা। যে মূষা গোস্তনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং শিখাযুক্ত আচ্ছাদনযুক্ত, তাহাকে গোস্তনী মূষা বলা যায়। ধাত্বাদির শুদ্ধি ও সত্ত্ব দ্রাবণ কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়॥ ২৫

নির্দ্দিষ্টা মল্লমূষা যা মল্লদ্বিতয়সংপুটাৎ।
পর্পট্যাদিরসাদীনাং স্বেদনায় প্রকীর্ত্তিতা॥ ২৬॥

মল্লমূষা। একখানি শরার উপর আর একখানি শরা উবুড় করিয়া দিয়া যে মূষা প্রস্তুত হয়, তাহাকে মল্লমূষা কহে। ইহা পর্পটাদি রসপদার্থ স্বেদনের জন্য ব্যবহৃত হয়॥ ২৬

কুলালভাণ্ডরূপা যা দৃঢ়া চ পরিপাচিতা।
পক্বমূষেতি সা প্রোক্তা পোটল্যাদিবিপাচনে॥ ২৭॥

পক্বমূষা। কুম্ভকার নির্ম্মিত ভাণ্ডের ন্যায় আকৃতি প্রস্তুত করিয়া, তাহা দগ্ধ করিয়া লইলে, পক্বমূষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পোট্টলী প্রভৃতি পাক করিতে এই পক্বমূষার প্রয়োজন হয়॥ ২৭

নিরুক্তং গোলকাকারা পুটনদ্রব্যগর্ভিণী।
গোলমূষেতি সা প্রোক্তা সত্বরদ্রবশোধনী ॥ ২৮ ॥

একটি গোলাকার মূষার মধ্যে পুটন দ্রব্য নিহিত করিয়া, তাহার মুখবন্ধ করিলে, তাহাকে গোলমূষা কহে। ইহাদ্বারা পুটন দ্রব্য সত্বর দ্রবীভূত এবং শোধিত হইয়া থাকে ॥ ২৮

তলে যা কূর্পরাকারা ক্রমাদুপরি বিস্তৃতা।
স্থূলবৃন্তাকবৎ স্থূলা মহামূষেত্যসৌ স্মৃতা।
সা চায়োঽভ্রকসত্বাদেঃ পুটায় দ্রাবণায় চ ॥ ২৯ ॥

তলভাগে কূর্পরের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং তৎপরে ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়া, স্থূল বৃন্তাকের ন্যায় যে স্থূলমূষা প্রস্তুত করা হয়, তাহা মহামূষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লৌহ অভ্র প্রভৃতির পুটপাক ও দ্রাবণ ক্রিয়ার জন্য এই মূষা ব্যবহৃত হয় ॥ ২৯

মণ্ডুকাকারমূষা যা নিম্নতায়ামবিস্তরা ॥ ৩০ ॥
ষড়ঙ্গুলপ্রমাণেন মূষা মণ্ডুকসংজ্ঞকা।
ভূমৌ নিখন্য তাং মূষাং দদ্যাৎ পুটমথোপরি ॥ ৩১ ॥

মণ্ডুকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং তলভাগে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ছয় অঙ্গুলি পরিমিত যে মূষা প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে মণ্ডুকমূষা কহে। এই মূষা ভূমিতলে নিহিত করিয়া উপরিভাগে পুট দিতে হয় ॥ ৩০।৩১

মূষা যা চিপিটা মূলে বর্তুলাষ্টাঙ্গুলোচ্ছ্রয়া।
মূষা সা মূসলাখ্যা স্যাচ্চক্রিবদ্ধরসে হিতা ॥ ৩২ ॥

যে মূষার মূলভাগ চিপিটাকৃতি (চ্যাপ্টা) ও অপর অবয়ব গোলাকৃতি, এবং আট অঙ্গুলি যাহার উন্নতি, তাহাকে মূসলমূষা কহে। চক্রীবদ্ধ রস অর্থাৎ পারদের চাকী পাক করিতে এই মূষা উপযোগী ॥ ৩২

সত্বানাং পাতনার্থায় পাতিতানাং বিশুদ্ধয়ে।
কোষ্ঠিকা বিবিধাকারাস্তাসাং লক্ষণমুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ধাত্বাদির সত্বপাতন এবং পাতিত সত্বের শোধনক্রিয়ার জন্য বিবিধাকৃতি কোষ্ঠিকাযন্ত্র (হাপর) ব্যবহৃত হয়। অতঃপর সেই সকল কোষ্ঠিকার লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে ॥ ৩৩

রাজহস্তসমুৎসেধা তদর্দ্ধায়ামবিস্তরা।
চতুরস্রা চ কুড্যেন বেষ্টিতা মৃন্ময়েন চ ॥ ৩৪ ॥
একভিত্তৌ চরেদ্দ্বারং বিতস্ত্যাভোগসংযুতম্।
দ্বারং সার্দ্ধবিতস্ত্যা চ সম্মিতং সুদৃঢ়ং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥
দেহল্যধো বিধাতব্যং ধমনায় যথোচিতম্।
প্রাদেশপ্রমিতা ভিত্তিরুত্তরঙ্গস্য চোর্দ্ধতঃ ॥ ৩৬ ॥
দ্বারং চোপরি কর্তব্যং প্রাদেশপ্রমিতং খলু।
তচ্ছেষ্টকয়া রুদ্ধ্বা দ্বারসন্ধিং বিলিপ্য চ ॥ ৩৭ ॥

রাজহস্ত পরিমিত উচ্চ, তাহার অর্দ্ধপরিমিত বিস্তৃত এবং চতুর্দ্দিকে মৃন্ময় ভিত্তিদ্বারা বেষ্টিত চতুষ্কোণ কোষ্ঠিকা প্রস্তুত করিয়া, তাহার এক ধারের ভিত্তিতে এক অথবা সার্দ্ধ (দেড়) বিতস্তি পরিধিবিশিষ্ট একটি সুদৃঢ় দ্বার (ছিদ্র) রাখিবে। সেই দ্বারের উর্দ্ধদেশে এক বিতস্তি ভিত্তি অবশেষ রাখিয়া, ইষ্টক দ্বারা মধ্যস্থল আচ্ছাদিত করিবে এবং সেই আচ্ছাদনেও একটি দ্বার রাখিতে হইবে। তৎপরে সমস্ত সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে ॥ ৩৪—৩৭

শিখিত্রৈস্তাং সমাপূর্য্য ধ্মাপয়েদ্ভস্ত্রয়েন চ।
শিখিত্রাদ্ধমনদ্রব্যমূর্দ্ধদ্বারেণ নিক্ষিপেৎ ॥ ৩৮ ॥
সত্বপাতনগোলাংশ্চ পঞ্চ পঞ্চ পুনঃপুনঃ।
ভবেদঙ্গারকোষ্ঠীয়ং খরাণাং সত্বপাতনী ॥ ৩৯ ॥

ঐ কোষ্ঠিকা কয়লাপূর্ণ করিয়া, তাহাতে দুইটি ভস্ত্রা (জাঁতা) দ্বারা ধমন করিতে হইবে। ইহাতে কয়লা ও ধমন দ্রব্য উর্দ্ধ দ্বার দিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। এই কোষ্ঠিকাযন্ত্রে সত্বপাতনার্থ ধাতুগোলক পাঁচবার করিয়া বা পুনঃপুনঃ আধ্মাপিত করা আবশ্যক। ইহার নাম অঙ্গারকোষ্ঠিকা। কঠিন দ্রব্যের সত্বপাতন জন্য এই কোষ্ঠিকা উপযোগী ॥ ৩৮।৩৯

দৃঢ়ভূমৌ চরেদ্গর্ত্তং বিতস্ত্যা সম্মিতং শুভম্।
বর্ত্তুলং চাথ তন্মধ্যে গর্ত্তমন্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪০ ॥
চতুরঙ্গুলবিস্তারনিম্নত্বেন সমন্বিতম্।
গর্ত্তাদ্ধরণী পর্য্যন্তং তির্য্যঙ্নালসমন্বিতম্ ॥ ৪১ ॥
কিঞ্চিৎসমুন্নতং বাহ্যগর্ত্তাভিমুখনির্গমম্।
মৃচ্চক্রীং পঞ্চরন্ধ্রাঢ্যাং গর্ভগর্ত্তোদরে ক্ষিপেৎ ॥ ৪২ ॥
আপূর্য্য কোকিলৈঃ কোষ্ঠীং প্রধমেদেকভস্ত্রয়া।
পাতালকোষ্ঠিকা হ্যেষা মৃদূনাং সত্বপাতনী ॥ ৪৩ ॥

পাতাল কোষ্ঠী। কঠিন মৃত্তিকায় বিতস্তি পরিমিত একটি গর্ত্ত করিয়া, তন্মধ্যে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত ও চারি অঙ্গুলি গভীর আর একটি গর্ত্ত করিবে এবং বাহ্য গর্ত্ত হইতে ভিতরের গর্ত্ত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ নিম্নগামী করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে একটি নল তাহাতে সংযুক্ত করিবে। তৎপরে পাঁচটি ছিদ্রযুক্ত একখানি মৃত্তিকার চাকা গর্ত্তগর্ত্তের উপর আচ্ছাদন দিতে হইবে। সেই আচ্ছাদনের উপরিভাগ কয়লাপূর্ণ করিয়া একটি ভস্ত্রা (জাঁতা) দ্বারা তাহাতে ধমন করিতে হইবে। ইহাকে পাতাল-কোষ্ঠিকা কহে। মৃদ্বস্তর সত্ত্বপাতনার্থ এই কোষ্ঠিকা ব্যবহৃত হয়॥ ৪০—৪৩

স্থানসাধ্যপদার্থানাং নন্দিনা পরিকীর্ত্তিতা।
দ্বাদশাঙ্গুলনিম্না যা প্রাদেশপ্রমিতা তথা॥ ৪৪॥
চতুরঙ্গুলতশ্চোচ্চ বলয়েন সমন্বিতা।
ভূরিচ্ছিদ্রবতীং চক্রীং বলয়োপরি নিক্ষিপেৎ॥ ৪৫॥
খদিরাংস্তত্র নিক্ষিপ্য ধ্মাপয়েদ্বঙ্কনালতঃ।
মৃন্ময়ী মূষা যথা ধাতবন্যনরত্নিপ্রমিতং দৃঢ়ম্॥ ৪৬॥
অধোমুখঞ্চ তদ্বক্ত্রে নালং পঞ্চাঙ্গুলং দৃঢ়।
বঙ্কনালমিতি প্রোক্তং দৃঢধ্মানায় কীর্ত্তিতম্॥
গারকোষ্ঠীসমাখ্যাতা সঙ্করলোহবিনাশনী॥ ৪৭॥

গারকোষ্ঠীনা আপ্রাপনসাধ্য সারবস্তু পদার্থের ধমনার্থ আর এক প্রকার কোষ্ঠিকা যন্ত্রের বিষয় নন্দী উপদেশ করিয়াছেন। সেই কোষ্ঠিকা বিতস্তি পরিমিত, দ্বাদশ অঙ্গুলি গভীর, চারি অঙ্গুলি উচ্চ, এবং চতুর্দ্দিকে একটি বলয়দ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে হয়। বলয়ের উপর বহুছিদ্রযুক্ত একখানি চাকি চাপা দিয়া, তাহার উপরে অঙ্গার রাখিতে হইবে এবং একটি বাঁকা নল দ্বারা তাহাতে ধমন করিতে হইবে। বাঁকানল নির্ম্মাণ করিতে হইলে, মূষানির্ম্মাণের উপযোগী মৃত্তিকাদ্বারা অরত্নি-পরিমিত একটি নল প্রস্তুত করিবে এবং তাহার অগ্রভাগে পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত একটী নল লাগাইয়া দিবে। ইহাকে বাঁকানল (বাকনল) বলা যায়। কোন বস্তু দৃঢ়রূপে ধমন করিতে বাঁকানলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কোষ্ঠিকাযন্ত্রের নাম গারকোষ্ঠিকা। কোন ধাতুর সহিত অপর ধাতু মিশ্রিত হইলে, এই কোষ্ঠিকা যন্ত্রে বাঁকানল দ্বারা দগ্ধ করিয়া তাহা বিনষ্ট করিতে হয়॥ ৪৪—৪৭

কোষ্ঠী সিদ্ধরসাদীনাং বিধানায় বিধীয়তে॥ ৪৮॥
দ্বাদশাঙ্গুলকোৎসেধা সা বুধ্নে চতুরঙ্গুলা।
তির্য্যকপ্রধমনাস্থা চ মৃদুদ্রব্যবিশোধনী॥ ৪৯॥
ইতি যন্ত্রাণি।

সিদ্ধ রসাদি প্রস্তুত করিবার জন্য অথবা মৃদু দ্রব্য শোধনের জন্য, দ্বাদশ অঙ্গুলি উচ্চ ও তলদেশে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং তির্য্যগ্‌ভাবে ধমনদ্বারবিশিষ্ট এক প্রকার কোষ্ঠিকাযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে॥ ৪৮।৪৯

অথ পুটানি।

রসাদিদ্রব্যপাকানাং প্রমাণজ্ঞাপনং পুটম্।
নেষ্টো ন্যূনাধিকঃ পাকঃ সুপাকং হিতমৌষধম্॥ ৫০॥

পুটবিধানই রসাদি দ্রব্য পাকের প্রমাণজ্ঞাপক, অর্থাৎ রসাদি দ্রব্যের পাক সম্যক্ হইয়াছে কি না, পুটানুসারেই তাহা অবগত হইবে। নির্দ্দিষ্ট পাক অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক পাক হিতকর নহে। যে ঔষধের পাক সম্যক্ বিহিত হয়, তাহাই হিতকর হইয়া থাকে॥ ৫০

লোহাদেরপুনর্ভাবো গুণাধিক্যং ততোঽগ্রতা।
অনপ্সু মজ্জনং রেখাপূর্ণতা পুটতো ভবেৎ॥ ৫১॥
পুটাদগ্রাবণো লঘুত্বং চ শীঘ্রব্যাপ্তিশ্চ দীপনম্।
জারিতাদপি সূতেন্দ্রাল্লোহানামধিকো গুণঃ॥ ৫২॥

লৌহাদি ধাতুসমূহের নিরুত্থ ভস্ম, গুণের আধিক্য ও ক্রমশঃ উৎকর্ষ, জলে নিমগ্ন না হওয়া এবং অঙ্গুলিরেখায় প্রবেশ এই সমস্ত কেবল পুটক্রিয়াদ্বারাই সিদ্ধ হয়। পুটক্রিয়া দ্বারাই প্রস্তর ও ধাতু সমূহের লঘুত্ব, শীঘ্র দেহব্যাপ্তি, অগ্নিদীপন, এবং জারিত পারদ অপেক্ষাও অধিক গুণ হইয়া থাকে॥ ৫১ ৫২

* যথাগ্নির্হি বিশেদ্বহির্বহিঃস্থপুটযোগতঃ।
চূর্ণত্বাদ্ধি গুণাবাপ্তিস্তথা লোহেষু নিশ্চিতম্॥ ৫২

বহিঃস্থ পুটসংযোগদ্বারা, ধাতুসমূহে যতবার অগ্নি প্রবেশ করে এবং যতই তাহা চূর্ণরূপে

---

* যথাশ্মনীতি বা পাঠঃ।

পরিণত হয়, ততই তাহাদের গুণের আধিক্য হইয়া থাকে ॥ ৫৩

নিম্নে বিস্তরতঃ কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুরস্রকে।
বনোৎপলসহস্রেণ পূরিতে পুটনৌষধম্ ॥ ৫৪ ॥
ক্রৌঞ্চ্যাং রুদ্ধং প্রযত্নেন পিষ্টিকোপরি নিক্ষিপেৎ।
বনোৎপলসহস্রার্দ্ধং ক্রৌঞ্চিকোপরি বিন্যসেৎ ॥
বহ্নিং প্রজ্বালয়েত্তত্র মহাপুটমিদং স্মৃতম্ ॥ ৫৫ ॥

মহাপুট। দুই হস্ত গভীর ও চতুষ্কোণ একটি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া, কুণ্ডের নিম্নভাগ ক্রমশঃ বিস্তৃত করিতে হইবে। তৎপরে সেই কুণ্ডের মধ্যে এক সহস্র বনঘুঁটে দিয়া, তাহার উপর মূষাবদ্ধ পুটপাকোপযোগী ঔষধ স্থাপন করিবে এবং ঔষধের উপরে আর অর্দ্ধ সহস্র বন ঘুঁটে দিবে। অতঃপর তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে হইবে। ইহাকে মহাপুট কহে ॥ ৫৪।৫৫

রাজহস্তপ্রমাণেন চতুরস্রং চ নিম্নকম্ ॥ ৫৬ ॥
পূর্ণং চোপলসাঠীভিঃ কণ্ঠাবধ্যথ বিন্যসেৎ।
বিন্যসেৎ কুমুদীং তত্র পুটনদ্রব্যপূরিতাম্ ॥ ৫৭ ॥
পূর্ব্বাচ্ছগণতোঽর্দ্ধানি গিরিণ্ডানি বিনিক্ষিপেৎ।
এতদ্গজপুটং প্রোক্তং মহাগুণবিধায়কম্ ॥ ৫৮ ॥

গজপুট।—রাজহস্ত পরিমিত গভীর ও চতুষ্কোণ একটি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া, সহস্র বন-ঘুঁটে দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। বনঘুঁটের উপর পুটনদ্রব্য পূর্ণ পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর আর অর্দ্ধ সহস্র বনঘুঁটে দিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবে। ইহার নাম গজপুট। গজপুট ঔষধের মহাগুণ প্রদান করে ॥ ৫৬—৫৮

ইত্থং চারত্নিকে কুণ্ডে পুটং বারাহমুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥
পুটং ভূমিতলে যত্তদ্বিতস্তিদ্বিতয়োচ্ছ্রয়ম্।
তাবচ্চ তলবিস্তীর্ণং তৎ স্যাৎ কুক্কুটকং পুটম্ ॥ ৬ ॥
যৎ পুটং দীয়তে ভূমাবষ্টসংখ্যৈর্ব্বনোৎপলৈঃ।
তদ্বদ্ধ্বা সূতভস্মার্থং কপোতপুটমুচ্যতে ॥ ৬১ ॥

বারাহ, কুক্কুট ও কপোতপুট।—ঐরূপ নিয়মে অরত্নি পরিমিত কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া পুটপাক করিলে, তাহাকে বারাহ পুট বলা যায়। দুই বিতস্তি পরিমিত গভীর ও দুই বিতস্তি বিস্তৃত কুণ্ডে পুটপাক করাকে কুক্কুটক পুট কহে। পারদ ভস্ম করিবার জন্য মূষারুদ্ধ করিয়া, ভূমিতলে আটখানি বনঘুঁটে দ্বারা পাক করিলে, তাহাকে কপোতপুট বলা যায় ॥ ৫৯—৬১

গোষ্ঠান্তর্গোখুরক্ষুণ্ণং শুষ্কং চূর্ণিতগোময়ম্।
গোর্ব্বরং তৎ সমাদিষ্টং বরিষ্ঠং রসসাধনম্ ॥ ৬২ ॥
গোর্ব্বরৈর্ব্বা তুষৈর্ব্বাপি পুটং যত্র প্রদীয়তে।
তদ্গোর্ব্বরপুটং প্রোক্তং রসভস্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৬৩ ॥

গোবরপুট।—গোচারণ স্থানে পতিত, গোখুর দ্বারা কুট্টিত ও শুষ্ক গোময়চূর্ণকে গোবর কহে। ইহা রসসাধন কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। রসভস্ম সাধনার্থ উক্তরূপ গোবর বা তুষ দ্বারা যে পুট প্রদত্ত হয়, তাহাকে গোবর পুট কহে ॥ ৬২।৬৩

স্থূলভাণ্ডে তুষাপূর্ণে মধ্যে মূষাসমন্বিতে।
বহ্নিনা বিহিতে পাকে তদ্ভাণ্ডপুটমুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥

ভাণ্ডপুট।—একটি স্থূল ভাণ্ডের মধ্যে তুষ পরিপূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে মূষা নিহিত করিবে এবং সেই তুষে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহা দগ্ধ করিবে। ইহাকে ভাণ্ডপুট কহে ॥৬৪

অধস্তাদুপরিষ্টাচ্চ ক্রৌঞ্চিকাচ্ছাদ্যতে খলু।
বালুকাভিঃ প্রতপ্তাভির্যত্র তদ্বালুকাপুটম্ ॥ ৬৫ ॥

বালুকাপুট।—পাচ্য পদার্থ পূর্ণ মূষার নীচে ও উপরে উত্তপ্ত বালুকা দিয়া সেই মূষা আচ্ছাদিত করিয়া পাক করিবে। ইহার নাম বালুকাপুট ॥ ৬৫

বহ্নিমিত্রাং ক্ষিতৌ সম্যঙ্ নিখন্যাদ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
উপরিষ্টাৎ পুটং যত্র পুটং তদ্ভূধরাহ্বয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

ভূধরপুট।—ভূমিতলে দুই অঙ্গুলি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মূষা নিহিত করিবে এবং তাহার উপরে বনঘুঁটের অগ্নি দ্বারা পুট দিতে হইবে। ইহাকে ভূধরপুট কহে ॥ ৬৬ ॥

ঊর্দ্ধং ষোড়শিকামাত্রৈস্তুষৈর্বা গোর্ব্বরৈঃ পুটম্।
যত্র তল্লাবকাখ্যং স্যাৎ সুমৃদুদ্রব্যসাধনে ॥ ৬৭ ॥

লাবকপুট।—মূষার উপরে ষোড়শ গুণ তুষ অথবা গোবর দ্বারা যে পুট প্রদত্ত হয়, তাহার নাম লাবকপুট। অতি মৃদু দ্রব্য পুটপাক করিতে ইহা উপযোগী॥ ৬৭

অনুক্তপুটমানে তু সাধ্যদ্রব্যবলাবলাৎ।
পুটং বিজ্ঞায় দাতব্যমূহাপোহবিচক্ষণৈঃ॥ ৬৮॥

যে সকল স্থলে পুটের অর্থাৎ বনঘুঁটে প্রভৃতি দ্রব্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকে সেই সকল স্থলে পাচ্য পদার্থের বলাবল বিবেচনা করিয়া বিচক্ষণ বৈদ্য পুটের পরিমাণ নিশ্চয় করিয়া লইবেন॥ ৬৮

পরিভাষা।

পিষ্টকং ছগণং ছাগমুৎপলং চোপলং তথা।
গিরিণ্ডোপলসাঠী চ বরাটী ছগণাভিধাঃ॥ ৬৯॥

পিষ্টক বা পিষ্টিক, ছগণ, ছাগ, উৎপল উপল, গিরিণ্ডা, উপলসাঠী ও বরাটী এই কয়েকটি শব্দ বনঘুঁটের সংস্কৃত নাম॥ ৬৯

সুবর্ণং রজতং তাম্রং ত্রপু সীসকমায়সম্।
ষড়েতানি চ লোহানি কৃত্রিমৌ কাংস্যপিত্তলৌ॥ ৭০॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, সীসক ও লৌহ, এই ছয়টি লৌহ অর্থাৎ ধাতু শব্দে অভিহিত হয়। তদ্ভিন্ন কাংস্য ও পিত্তল এই দুইটি কৃত্রিম ধাতুও ধাতুগণ মধ্যে পরিগণিত॥ ৭০

লবণানি ষড়ুচ্যন্তে সামুদ্রং সৈন্ধবং বিড়ম্।
সৌবর্চ্চলং রোমকং চ চূলিকালবণং তথা॥
ক্ষারত্রয়ং সমাখ্যাতং যবসর্জ্জিকটঙ্কণম্॥ ৭১॥
পলাশমুষ্ককক্ষারৌ যবক্ষারঃ সুবর্চ্চিকা।
তিলনালোদ্ভবঃ ক্ষারঃ সংযুক্তং ক্ষারপঞ্চকম্।
ঘৃতং গুড়ো মাক্ষিকং চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্॥ ৭২॥

লবণ ছয় প্রকার; যথা—সামুদ্র, সৈন্ধব, বিড়, সচল, রোমক (পাঙ্গা) ও চুলিকা লবণ। ক্ষার তিন প্রকার; যথা—যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগা। পলাশের ক্ষার, ঘণ্টা পারুলের ক্ষার, যবক্ষার, সুবর্চ্চিকা ও তিলনালের ক্ষার, এই পাঁচটি পঞ্চক্ষার নামে নির্দ্দিষ্ট। ঘৃত, গুড় ও মধু, এই তিনটি ত্রিমধু নামে অভিহিত হয়॥ ৭১।৭২

কঙ্গুনী তুম্বিনী ঘোষা করঞ্জঃ শ্রীফলোদ্ভবম্॥ ৭৩॥
কটুবার্ত্তাকসিদ্ধার্থসোমরাজীবিভীতজম্।
অতসীজং মহাকালীনিম্বজং তিলজং তথা॥ ৭৪॥
অপামার্গাদ্দেবদালীদন্তীতুম্বুরুবিগ্রহং।
অঙ্কোলোন্মত্তভল্লাতপলাশেভ্যস্তথৈব চ॥
এতেভ্যস্তৈলমাদায় রসকর্ম্মণি যোজয়েৎ॥ ৭৫॥

প্রিয়ঙ্গুবীজ, তিতলাউবীজ, ঘোষাফল, করঞ্জবীজ, বেলের বীজ, তিতবেগুনবীজ, শ্বেত সরিষা, সোমরাজী বীজ, বহেড়া ফলের মজ্জা, মসিনা, মাকালফলের বীজ, নিমফল, তিল, অপামার্গবীজ, দেবদালীবীজ, দন্তীবীজ, তুম্বুরু, অঙ্কোলবীজ, ধুতুরাবীজ, ভেলা ও পলাশবীজ এই সকল পদার্থ হইতে তৈল গ্রহণ করিয়া রসকার্য্যে প্রয়োগ করিবে॥ ৭৩—৭৫

জম্বুকমণ্ডূকবসা বসা কচ্ছপসংভবা॥ ৭৬॥
কর্কোটী শিশুমারী চ গোশূকরনরোদ্ভবা।
অজোষ্ট্রখরমেষাণাং মহিষস্য বসা তথা॥ ৭৭॥
মূত্রাণি হস্তিকরভমহিষীখরবাজিনাম্।
গোজাবীনাং স্ত্রিয়ঃ পুংসাং পুষ্পং বীজং তু যোজয়েৎ॥ ৭৮॥

শৃগাল, ভেক, কচ্ছপ, কাঁকড়া, শিশুমার (শুশুক), গো, শূকর, মনুষ্য, ছাগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মেষ ও মহিষ এই সকল জীবের বসা; হস্তী, উষ্ট্র, মাহিষ, গর্দ্দভ, অশ্ব, গো, ছাগ ও মেষ, এই সকল প্রাণীর মূত্র; এবং স্ত্রীদিগের রজোরক্ত ও পুরুষের শুক্র, এই সমস্ত পদার্থও রস সংস্কার কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৭৬—৭৮

মাহিষং দধি ক্ষীরং সর্পির্ম্মূত্রং শকৃদ্রসং।
তৎ পঞ্চমাহিষং জ্ঞেয়ং তদ্বচ্ছাগলপঞ্চকম্॥ ৭৯॥

মহিষের মূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও বিষ্ঠা রস এই পাঁচটি পদার্থ পঞ্চ মাহিষ নামে অভিহিত হয়। এইরূপ ছাগলের মূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও বিষ্ঠারস এই পাঁচটি পদার্থকে ছাগলপঞ্চক বলা যায়॥ ৭৯

অম্লবেতসজম্বীরনিম্বুকং বীজকপূরকম্।
চাঙ্গেরীচণকাম্লং চ অম্লিকং কোলদাড়িমম্॥ ৮০॥
অম্লষ্ঠা তিন্তিড়ীকং চ নারঙ্গং রসপত্রিকা।
করমর্দ্দং তথা চান্যদম্লবর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৮১॥

অম্লবেতস (থৈকল), জামীর (গোঁড়ালেবু), নেবু (পাতিলেবু), ছোলঙ্গ বা টাবালেবু, আমরুল, চণকাম্ল (ছোলার পল্লব), তেঁতুল, কুল, দাড়িম, অম্বষ্ঠা (আমড়া), তিন্তিড়ী (তেঁতুল বিশেষ), নারঙ্গলেবু, রসপত্রিকা ও করঞ্জ, এই কয়েকটি অম্লপদার্থকে অম্লবর্গ কহে ॥ ৮০।৮১

চণকাম্লশ্চ সর্ব্বেষামেক এব প্রশস্যতে ॥ ৮২ ॥
অম্লবেতসমেকং বা সর্ব্বেষাম্ভুত্তমোত্তমম্।
রসাদীনাং বিশুদ্ধ্যর্থং দ্রাবণে জারণে হিতম্ ॥ ৮৩ ॥

এই সকল অম্ল পদার্থের মধ্যে এক চণকাম্ল দ্বারাই অম্লবর্গের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। অথবা একমাত্র অম্লবেতসই সমুদায় অম্লদ্রব্যের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট। ইহা পারদাদির শোধন, দ্রাবণ ও জারণার্থ বিশেষ উপযোগী ॥ ৮২।৮৩

কোলদাড়িমবৃক্ষাম্ল-চুল্লিকাচাঙ্গেরিকারসম্।
পঞ্চাম্লকং সমুদ্দিষ্টং তচ্চোক্তং চাম্লপঞ্চকম্ ॥ ৮৪ ॥

কুল, দাড়িম, তেঁতুল, চুল্লিকা ও চুকাপালঙ্গের রস, এই পাঁচটি অম্ল পদার্থও পঞ্চাম্ল বা অম্লপঞ্চক নামে অভিহিত হয় ॥ ৮৪

ইষ্টিকা গৈরিকা লোণং ভস্ম বল্মীকমৃত্তিকা।
রসপ্রয়োগকুশলৈঃ কীর্ত্তিতাঃ পঞ্চ মৃত্তিকাঃ ॥ ৮৫ ॥

ইষ্টক, গেরিমাটী, লোণামাটী, ভস্ম ও বল্মীকমৃত্তিকা এই পাঁচ প্রকার মৃত্তিকা রসক্রিয়ায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৫

শৃঙ্গীকং কালকূটঞ্চ বৎসনাভং সকৃত্রিমম্।
পিত্তং চ বিষবর্গোঽয়ং স বরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৬ ॥
রসকর্ম্মণি শস্তোঽয়ং তদ্বন্ধনবিধাবপি।
অযুক্ত্যা সেবিতশ্চায়ং মারয়ত্যেব নিশ্চিতম্ ॥ ৮৭ ॥

শৃঙ্গীবিষ, কালকূট, বৎসনাভ (দারমুজ), কৃত্রিমবিষ ও পিত্ত এই কয়েকটি বিষবর্গ নামে অভিহিত। ইহারা রসক্রিয়ায় এবং রসবন্ধন কার্য্যে প্রশস্ত। এই সমস্ত বিষ অযুক্তিযুক্তভাবে সেবিত হইলে, নিশ্চিতই প্রাণ নাশ করে ॥ ৮৬,৮৭

লাঙ্গলী বিষমুষ্টিশ্চ করবীরো জয়া তথা।
নীলকঃ কনকোঽর্কশ্চ বর্গো হ্যুপবিষাত্মকঃ ॥ ৮৮ ॥

লাঙ্গলী (ঈশলাঙ্গলিয়া), বিষমুষ্টি (কুচিলা), করবীর, সিদ্ধি, নীলক (নীলগাছ) ধুতুরা ও আকন্দ এই কয়েকটি পদার্থ উপবিষ ॥ ৮৮

হস্ত্যশ্ববনিতা ধেনুর্গর্দ্দভী ছাগিকাবিকা।
উষ্ট্রিকোডুম্বরাশ্বত্থভানুন্যগ্রোধতিল্বকম্ ॥ ৮৯ ॥
দুগ্ধিকা স্নুগ্‌গণং চৈতত্তথৈবো ভ্রমকণ্টিকা।
এষাং দুগ্ধৈর্বিনির্দ্দিষ্টো দুগ্ধবর্গো রসাদিষু ॥ ৯০

হস্তিনী, অশ্বা, গাভী, গর্দ্দভী, ছাগী, মেষী ও উষ্ট্রার দুগ্ধ, এবং উডুম্বর, অশ্বত্থ, আকন্দ, বট, লোধ, দুগ্ধিকা, সিজ ও ছোট ক্ষীরুই এই সকলের আঠা দুগ্ধবর্গ মধ্যে পরিগণিত। রসক্রিয়ায় এই সকল দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৮৯,৯০

পারাবতস্য চাষস্য কপোতস্য কলাপিনঃ।
গৃধ্রস্য কুক্কুটস্যাপি বিনির্দ্দিষ্টো হি বিড়্গণঃ।
শোধনং সর্ব্বলোহানাং পুটনালেপনাৎ খলু ॥ ৯১ ॥

পারাবত, চাষ, কপোত, ময়ূর, গৃধ্র ও কুক্কুট, এই সকলের বিষ্ঠা বিড়্গণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই বিড়্গণ ধাতু সমূহে লেপন করিয়া পুট দিলে, সর্ব্বধাতু পরিশোধিত হইয়া থাকে ॥ ৯১

কুসুম্ভং খদিরো লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্॥
অক্ষী চ বন্ধুজীবশ্চ তথা কর্পূরগন্ধিনী।
মাক্ষিকং চেতি বিজ্ঞেয়ো রক্তবর্গোঽতিরঞ্জনঃ ॥ ৯৩ ॥

কুসুম্ভ, খদির, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, রক্তশজিনা, বন্ধুজীব (বান্ধুলি), কর্পূরগন্ধিনী ও মধু, এই সকল দ্রব্য রক্তবর্গ। ইহারা অতিশয় রক্তবর্ণজনক ॥ ৯২,৯৩

কিংশুকঃ কর্ণিকারশ্চ হরিদ্রাদ্বিতয়ং তথা।
পীতবর্গোঽয়মাদিষ্টো রসরাজস্য কর্ম্মণি ॥ ৯৪ ॥

কিংশুক (পলাশ), কর্ণিকার (সোন্দাল), হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই কয়েকটি পদার্থ রসক্রিয়ায় পীতবর্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৯৪

তগরঃ কুটজঃ কুন্দো গুঞ্জা জীবন্তিকা তথা।
সিতাম্ভোরুহকন্দশ্চ শ্বেতবর্গ উদাহৃতঃ ॥ ৯৫ ॥

তগর, কুটজ, কুন্দ, শ্বেতগুঞ্জা, জীবন্তী ও শ্বেতপদ্মের কন্দ এই কয়েকটি দ্রব্য শ্বেতবর্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ৯৫

কদলী কারবল্লী চ ত্রিফলা নালিকানল।
পঙ্কঃ কাসীসবালাম্রং কৃষ্ণবর্গ উদাহৃতঃ ॥ ৯৬ ॥

কদলী, কারবল্লী, ত্রিফলা, নীলগাছ, নলতৃণ, পঙ্ক, হিরাকস ও কচি আম্র, এইগুলি কৃষ্ণবর্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ॥ ৯৬

রক্তবর্ণাদিবর্গৈশ্চ দ্রব্যং তত্তদ্বর্ণাত্মকম্।
ভাবনীয়ং প্রযত্নেন তাদৃগ্রাগোপ্তয়ে খলু ॥ ৯৭ ॥

যে দ্রব্যে যেরূপ বর্ণ উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয়, সেই দ্রব্য জারিত করিবার সময়ে রক্তাদিবর্গোক্ত ঐ সমস্ত দ্রব্যের ভাবনা দিতে হয় ॥ ৯৭

কাচটঙ্কণশিগ্রাভিঃ শোধনীয়ো গণো মতঃ ॥
সত্ত্বানাং বঙ্গনাগস্য লোহানাং মলনাশনঃ।
কাপালিকগুণধ্বংসী রসবাদিভিরুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥

কাচ, সোহাগা, শিগ্রু এবং শোধনীয় গণোক্ত অন্যান্য দ্রব্যকে রসশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ সত্ত্বসমূহের, বঙ্গ পারদের ও ধাতুসমূহের মলনাশক এবং কাপালিক গুণনাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৯৮

মহিষীমেষশৃঙ্গাখ্যঃ কলিঙ্গো যববীজযুক্।
শশাস্থীনি চ বর্গোঽয়ং লোহকাঠিন্যনাশনঃ ॥ ৯৯ ॥

মাহিষীর ও মেষের শৃঙ্গভস্ম, ইন্দ্রযব, যববীজ ও শশকের অস্থি এই সকল দ্রব্য ধাতুসমূহের কাঠিন্যনাশক ॥ ৯৯

গুড়গুগ্গুলুগুঞ্জাজ্যসারঘৈটঙ্কণান্বিতৈঃ।
দ্রুতদ্রাবাখিললোহাদেদ্রাবণায় গণো মতঃ ॥ ১০০ ॥

গুড়, গুগ্গুলু, গুঞ্জা, ঘৃত, সারঘ মধু ও সোহাগা এই সকল পদার্থ দ্রুদ্রাব ধাতু সমূহের দ্রাবণকারক। অর্থাৎ যে সকল ধাতু সহজে দ্রবীভূত হয় না, ঐ সকল পদার্থের সহিত মর্দ্দন করিয়া দগ্ধ করিলে তাহা দ্রবীভূত হইয়া যায় ॥ ১০০

ক্ষারাঃ সর্ব্বে মলং হন্যুরম্লাঃ শোধনজারণম্।
মান্দ্যং বিষাণি নিঘ্নন্তি স্নৈগ্ধ্যং স্নেহাঃ প্রকুর্ব্বতে ॥ ১০১ ॥

ক্ষার পদার্থ সমূহে মলনাশ করে, অম্লপদার্থ শোধন ও জারণ কারক, বিষপদার্থ মান্দ্যদোষ নিবারক এবং স্নেহপদার্থ স্নিগ্ধতাজনক ॥ ১০১

ষট্‌ ত্রুট্যশ্চৈকলিক্ষা তু ষড়্‌লিক্ষা যূকমেব চ।
ষড়্‌যূকাস্তু রজঃসংজ্ঞং কথিতং রসসূরিভিঃ ॥ ১০২ ॥
ষড়্‌রজঃ সর্ষপঃ স স্যাৎ সিদ্ধার্থঃ স চ কীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৩ ॥
ষট্‌সিদ্ধার্থৈর্ন দেবেশি যবস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ষড়্‌যবৈরেকগুঞ্জা তু ত্রিগুঞ্জো বল উচ্যতে ॥ ১০৪ ॥
ষড়্‌ভির্বল্লৈস্তু গুঞ্জাভির্মাষ একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মাষা দ্বাদশ তোলঃ স্যাদষ্টৌ তোলাঃ পলং ভবেৎ ॥ ১০৫

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভট্টাচার্য্যস্য কৃতৌ
রসরত্নসমুচ্চয়ে মূষাকোষ্ঠিকাপুটাদিকথনং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অতঃপর মহাদেব পার্ব্বতীকে মানপরিভাষা বলিতেছেন। হে সুব্রতে ! ছয়টি ত্রুটিতে এক লিক্ষা, ছয় লিক্ষায় এক যূক, ছয় যূকে এক রজঃ এবং ছয় রজঃপরিমাণে এক সর্ষপ হয়। সর্ষপ ও সিদ্ধার্থ শব্দ (শ্বেতসর্ষপ) একার্থবাচক। হে দেবেশ্বরি ! ছয়টি শ্বেত সর্ষপে এক যব, ছয় যবে এক গুঞ্জা (রতি), তিন গুঞ্জায় এক বল্ল, ছয় গুঞ্জায় এক মাস, বার মাষায় এক তোলা এবং আট তোলায় এক পল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০২—১০৫

ইতি মূষ-কোষ্ঠিকা-পুটাদিকথন নামক দশম অধ্যায়।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ রসশোধনাদিকথনম্।

ত্রুটিঃ স্যাদণুভিঃ ষড়্ভিস্তৈর্লিক্ষা ষড়্ভিরীরিতা।
তাভিঃ ষড়্ভির্ভবেদ্যূকঃ ষড়্যূকাস্তু রজঃ স্মৃতম্ ॥ ১ ॥
ষড়্রজঃ সর্ষপঃ প্রোক্তস্তৈঃ ষড়্ভির্যব ঈরিতঃ।
একা গুঞ্জা যবৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাবস্তু দ্বিগুঞ্জকঃ ॥ ২ ॥

ছয়টি অণুতে এক ত্রুটি, ছয় ত্রুটিতে এক লিক্ষা, ছয় লিক্ষায় এক যূক, এবং ছয় যূকে এক রজঃ গণিত হয়। ছয় রজে এক সর্ষপ, ছয় সর্ষপে এক যব, ছয় যবে এক গুঞ্জা এবং দুই গুঞ্জায় এক নিষ্পাব গণিত হইয়া থাকে ॥ ১ ২

স্যাদ্গুঞ্জাত্রিতয়ং বল্লো দ্বৌ বল্লো মাষ উচ্যতে।
দ্বৌ মাষৌ ধরণং তে দ্বে শাণনিষ্ককলাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥
নিষ্কদ্বয়ং তু বটকঃ স চ কোল ইতীরিতঃ।
স্যাৎ কোলদ্বিতয়ং তোলঃ কর্ষো নিষ্কচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪ ॥
উড়ুম্বরং পাণিতলং সুবর্ণং কবড়গ্রহঃ।
অক্ষং বিড়ালপদকং শুক্তিঃ পাণিতলদ্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

তিন গুঞ্জায় এক বল্ল, দুই বল্লে এক মাষা, দুই মাষায় এক ধরণ, দুই ধরণে এক শাণ। নিষ্ক ও কলা এই দুইটি শাণের নামান্তর। দুই নিষ্কে এক বটক, বটকের নামান্তর কোল। দুই কোলে এক তোলা এবং চারি নিষ্কে এক কর্ষ হয়। উড়ুম্বর, পাণিতল, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ, অক্ষ ও বিড়ালপদক এই কয়েকটি কর্ষের পর্যায় অর্থাৎ নামান্তর। দুই পাণিতলে বা কর্ষে এক শুক্তি হয় ॥ ৩—৫

শুক্তিদ্বয়ং পলং কেচিদন্যে শুক্তিত্রয়ং বিদুঃ।
তদেব কথিতং মুষ্টিঃ প্রকুঞ্চো বিল্বমিত্যপি ॥ ৬
পলদ্বয়ং তু প্রসৃতং তদ্দ্বয়ং কুড়বোঽঞ্জলিঃ।
কুড়বৌ মাণিকা তৌ স্যাৎ প্রস্থো দ্বে মাণিকে স্মৃতঃ ॥ ৭

দুই শুক্তিতে কাহারও মতে তিন শুক্তিতে এক পল। মুষ্টি, প্রকুঞ্চ ও বিল্ব এই কয়েকটি পলের নামান্তর। দুই পলে এক প্রসৃত, দুই প্রসৃতে এক কুড়ব, কুড়বের অপর নাম অঞ্জলি। দুই কুড়বে এক মাণিকা, এবং দুই মাণিকায় এক প্রস্থ হইয়া থাকে ॥ ৬—৭

প্রস্থদ্বয়ং শুভং তৌ দ্বৌ পাত্রকং দ্বয়মাঢ়কম্।
তৈশ্চতুর্ভির্ঘটোন্মানলল্বণার্ম্মণকুম্ভকাঃ ॥ ৮ ॥
দ্রোণশ্চ শব্দাঃ পর্য্যায়াঃ পলানাং শতকং তুলা।
চত্বারিংশৎপলশতং তুলা ভারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯ ॥
রসার্ণবাদিশাস্ত্রাণি নিরীক্ষ্য কথিতং ময়া।
রসোপযোগি যৎকিঞ্চিদ্বিস্তরং তৎ প্রদর্শিতম্ ॥ ১০ ॥

দুই প্রস্থে এক শুভ, দুই শুভে এক পাত্র বা আঢ়ক. চারি আঢ়কে এক ঘট গণিত হয়। উন্মান, লল্বণ, অর্ম্মণ, কুম্ভ ও দ্রোণ এই কয়েকটি ঘটের নামান্তর। শত পলে এক তুলা। চত্বারিংশৎ পল ও একশত তুলায় একভার গণিত হইয়া থাকে। রসার্ণবাদি-শাস্ত্রে যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে এই রসোপযোগী পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইল * ॥ ৮ ১০

অধুনা রসরাজস্য সংস্কারান্ সংপ্রচক্ষ্মহে।
স্যাৎ স্বেদনং তদনু মর্দ্দনমূর্চ্ছনঞ্চ
স্যাদুত্থিতিঃ পতনরোধনিয়ামনানি।
সন্দীপনং গগনভক্ষণমানমত্র
সঞ্চারণা তদনু গর্ভগতা দ্রুতিশ্চ ॥ ১১ ॥
বাহ্যা দ্রুতিঃ সূতকজারণা স্যাদ্
গ্রাসস্তথা সারণকর্ম্ম পশ্চাৎ।
সংক্রামণং বেধবিধিঃ শরীরে
যোগস্তথাষ্টাদশধাত্র কর্ম্ম ॥ ১২ ॥

* আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিমাণের সহিত এই পরিমাণ-নির্দ্দেশের প্রভেদ রহিয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহাকে রসোপযোগী পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, অপর শাস্ত্রের সহিত মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই।

অতঃপর পারদের সংস্কার সমূহ বর্ণিত হইতেছে। পারদের সংস্কার অষ্টাদশ প্রকার। প্রথমতঃ স্বেদন, তৎপরে যথাক্রমে মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, উদ্ধরণ, পাতন অর্থাৎ ঊর্দ্ধ অধঃ তির্য্যক্-পাতন, রোধন, নিয়ামন, দীপন, অভ্রগ্রাসমান, সঞ্চারণ, গর্ভদ্রুতি, বাহ্যদ্রুতি, জারণ, গ্রাস, সারণ, সংক্রামণ, বেধন ও শরীরে প্রয়োগ, এই অষ্টাদশ প্রকার কার্য্য পারদের সংস্কার বলিয়া অভিহিত হয়॥ ১১ ১২

স গোক্ষ্যো মন্দ্মূর্চ্ছিতে ক্ষারে ন চ ক্ষারাগ্নিদগ্ধয়োঃ।
শুদ্ধঃ স মৃত্যুগ্নিসহো মূর্চ্ছিতো ব্যাধিনাশনঃ॥
নিষ্কম্পবেগশূন্যশ্চ ব্রাণাবে য়রারোগ্যদো মৃতঃ॥ ১৩॥

মর্দ্দছিন্ন হইলে এবং ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, সেই সকল স্থলে পারদ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থলে পারদ প্রযুক্ত হইলে আশানুরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোধিত পারদ মৃদু অগ্নিতাপ সহ্য করে, মূর্চ্ছিত পারদ ব্যাধি নাশ করে, মারিত পারদ তীব্র অগ্নিতাপেও নিষ্কম্প ও বেগহীন অবস্থায় অবস্থিত থাকে; এবং তাহা মনুষ্যদিগের আয়ুঃ ও আরোগ্য প্রদান করে॥ ১৩

বিষং বহ্নিমলশ্চেতি দোষা নৈসর্গিকাস্ত্রয়ঃ॥ ১৪॥
রসে মরণসন্তাপমূর্চ্ছানাং হেতবঃ ক্রমাৎ॥ ১৫॥
যৌগিকৌ নাগবঙ্গৌ দ্বৌ তৌ জাড্যাধ্মানকুষ্ঠদৌ।
ঔপাধিকাঃ পুনশ্চান্যে কীর্ত্তিতাঃ সপ্ত কঞ্চুকাঃ॥ ১৬॥
ভূমিজা গিরিজা বার্জা দ্বে চ দ্বে নাগবঙ্গজে।
দ্বাদশৈতে রসে দোষাঃ প্রোক্তা রসবিশারদৈঃ॥ ১৭॥

বিষ, বহ্নি ও মল এই তিনটি পারদের স্বাভাবিক দোষ। এই দোষত্রয় যথাক্রমে মরণ সন্তাপ ও মূর্চ্ছার কারণ, অর্থাৎ পারদের বিষদোষ দ্বারা মানবের মৃত্যু ঘটে, বহ্নিদোষ দ্বারা সন্তাপ উপস্থিত হয় এবং মলদোষ দ্বারা মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। নাগদোষ ও বঙ্গদোষ, পারদের এই দুইটি দোষকে যৌগিক দোষ বলা যায়। এই দুইটি দোষ দ্বারা মনুষ্যগণের জড়তা, আধ্মান ও কুষ্ঠরোগ জন্মে। ইহা ভিন্ন আর সাতটি পারদের ঔপাধিক দোষ আছে; সেই সাতটি দোষ সপ্তকঞ্চুক নামে অভিহিত হয়। এই সপ্ত কঞ্চুক ভূমিজ গিরিজ ও বারিজ; অর্থাৎ ভূমিতল, পর্ব্বত ও জলের সংস্রবে ঐ সাতটি দোষ জন্মিয়া থাকে। এইরূপে রসশাস্ত্রবিদ্গণ পারদের দ্বাদশটি দোষ নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক দোষ তিনটি, যৌগিক দোষ দুইটি এবং ভূমিজ গিরিজ ও ও জলজ দোষ বা কঞ্চুক সাতটি, সমুদায়ে দ্বাদশটি॥ ১৪—১৭

পর্পটী পাটনী ভেদী দ্রাবী মলকরী তথা।
অন্ধকারী তথা ধ্বাঙ্ক্ষী বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত কঞ্চুকাঃ॥ ১৮॥

সপ্তকঞ্চুকের নাম যথা—পর্পটী (পর্পট সদৃশ আবরণ), পাটনী (বিদারণী), ভেদী (রন্ধ্রজনক), দ্রাবী (লৌহাদি দ্রবকারী), মলকরী (বাতাদিদোষজনক), অন্ধকারী (কৃষ্ণবর্ণতাকারক) এবং ধ্বাঙ্ক্ষী (কালিমা)। পারদের এই সাতটি দোষ সপ্তকঞ্চুক নামে নির্দ্দিষ্ট॥ ১৮

ভূমিজাঃ কুর্ব্বতে কুষ্ঠং গিরিজা জাড্যমেব চ।
বারিজা বাতসংঘাতং দোষাংশ্চ নাগবঙ্গযোঃ॥ ১৯॥

ইহার মধ্যে ভূমিজাত দোষ কুষ্ঠরোগ, গিরিজাত দোষ জড়তা এবং জলজাত দোষ দ্বারা বাতদোষ সমূহ এবং সীসক ও বঙ্গের যাবতীয় দোষ উৎপাদন করে॥ ১৯

তস্মাৎ সূতবিধানার্থং সহায়ৈর্নিপুণৈর্বৃতঃ।
সর্ব্বোপস্করমাদায় রসকর্ম্ম সমারভেৎ॥ ২০॥

অতএব পারদের দোষ নিবারণার্থ সুনিপুণ সহায় এবং সমুদায় উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিবে॥ ২০

দ্বে সহস্রে পলানাং তু সহস্রং শতমেব বা।
অষ্টাবিংশৎপলান্যেব দশ পঞ্চৈকমেব বা॥ ২১॥
পলার্দ্ধেনৈব কর্ত্তব্যঃ সংস্কারঃ সূতকস্য চ।
সুদিনে শুভনক্ষত্রে রসশোধনমাচরেৎ॥ ২২॥

পারদের সংস্কার করিতে হইলে, দুইসহস্র বা এক সহস্র কিংবা একশত পল অথবা অষ্টাবিংশতি পল, অভাবে দশ পাঁচ

এক বা অর্দ্ধ পল পারদ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। অর্দ্ধ পলের কম পারদ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা উচিত নহে। শুভ নক্ষত্রযুক্ত শুভদিনে পারদের শোধন কার্য্য আরম্ভ করিবে ॥ ২১.২২

অথ সংস্কারাঃ।

অথ স্বেদনবিধিঃ।

ত্র্যূষণং লবণাসূর্য্যৌ চিত্রকার্দ্রকমূলকম্।
ক্ষিপ্ত্বা সূতো মৃতঃ স্বেদ্যঃ কাঞ্জিকেন দিনত্রয়ম্ ॥ ২৩ ॥

স্বেদনবিধি।—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, শ্বেত সর্ষপ, চিতামূল ও আদা, এই সকল দ্রব্য ও কাঁজির সহিত তিন দিন কাল দোলাযন্ত্রে অবিরত স্বেদ দেওয়াকে স্বেদন ক্রিয়া কহে ॥ ২৩

অথ মর্দ্দনবিধিঃ।

গৃহধূমেষ্টিকাচূর্ণং তথা দধি গুড়ান্বিতম্।
লবণাসুরিসংযুক্তং ক্ষিপ্ত্বা সূতং বিমর্দ্দয়েৎ ॥ ২৪ ॥
ষোড়শাংশং তু দ্রব্যাণাং সূতমানান্নিয়োজয়েৎ।
প্রত্যেকং ক্ষিপ্ত্বা সমং তেন দিনানি ত্রীণি মর্দ্দয়েৎ ॥ ২৫ ॥
জীর্ণাভ্রকং তথা বীজং জীর্ণসূতং তথৈব চ।
নৈর্ম্মল্যার্থং হি সূতস্য খল্বে ক্ষিপ্ত্বা তু মর্দ্দয়েৎ ॥ ২৬ ॥
গৃহ্ণাতি নির্ম্মলো রাগান্ গ্রাসে গ্রাসে বিমর্দ্দিতঃ।
মর্দ্দনাখ্যং হি সংস্কর্ম তৎ সূতগুণবৃদ্ধয়ে ॥ ২৭ ॥

মর্দ্দনবিধি—গৃহধূম (ঝুল), ইষ্টক চূর্ণ, দধি, গুড়, সৈন্ধব লবণ ও শ্বেত সর্ষপ এই সকল দ্রব্যের এক একটির সহিত যথাক্রমে মর্দ্দন করাকে মর্দ্দন ক্রিয়া কহে। যে পরিমিত পারদ মর্দ্দন করিতে হইবে, তাহার ষোড়শাংশ পরিমাণে এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত তিন দিন করিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। পরিশেষে পারদ নির্ম্মল করিবার জন্য, জীর্ণ অভ্র, ফল বিশেষের বীজ ও জীর্ণ পারদ সেই পারদের খলে নিক্ষেপ করিয়া এক একবার মর্দ্দন করিবে। এইরূপে নির্ম্মল পারদ মর্দ্দিত হইলে প্রতি গ্রাসে তাহা অপর বর্ণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। পারদের এই মর্দ্দন সংস্কার দ্বারা তাহার গুণোৎকর্ষ হইয়া থাকে ॥ ২৪—২৭

অথ মূর্চ্ছনবিধিঃ।

গৃহকন্যা মলং হন্যাৎ ত্রিফলা বহ্নিনাশনী।
চিত্রমূলং বিষং হন্তি তস্মাদেভিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৮ ॥
মিশ্রিতং সূতকং দ্রব্যৈঃ সপ্তবারাণি মূর্চ্ছয়েৎ।
এবং সংমূর্চ্ছিতঃ সূতো দোষশূন্যঃ প্রজায়তে ॥ ২৯ ॥

মূর্চ্ছনবিধি—ঘৃতকুমারী পারদের মলদোষনাশক, ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকী হরীতকী ও বহেড়া, পারদের বহ্নিদোষনিবারক, এবং চিতামূল পারদের বিষদোষনাশক, অতএব ঐ সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সহিত সাত বার মর্দ্দন করিয়া পারদের মূর্চ্ছন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। তাহাতে পারদ দোষশূন্য হইয়া থাকে ॥ ২৮ ২৯

অথোদ্ধরণবিধিঃ।

অম্লাদ্বিরেকাৎ সংশুদ্ধো রসঃ পাত্যস্ততঃ পরম্।
উদ্ধৃতঃ কাঞ্জিকক্বাথাৎ পূতিদোষনিবৃত্তয়ে ॥ ৩০ ॥

উদ্ধরণ বিধি—এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা পারদ শোধিত হইলে, তাহা পাতন ক্রিয়ার উপযোগী হয়। পাতন ক্রিয়ার পূর্ব্বে পারদের পূতিদোষ নিবারণের জন্য কাঁজি দ্বারা তাহা ধৌত করিবে। ইহার নাম উদ্ধরণ ক্রিয়া ॥ ৩০

অথ পাতনবিধিঃ।

তাম্রেণ পিষ্টিকাং কৃত্বা পাতয়েদূর্দ্ধ্বভাজনে।
বঙ্গনাগৌ পরিত্যজ্য শুদ্ধো ভবতি সূতকঃ ॥ ৩১ ॥

পাতনবিধি—তাম্রের সহিত পারদের পিষ্টি প্রস্তুত করিয়া অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় তাম্র ও

যথোক্ত দ্রব্যবিশেষের সহিত পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, তাহা উর্দ্ধপাতিত করিবে। ইহাতে পারদের বঙ্গ ও নাগ দোষ নষ্ট হইয়া উহা পরিশুদ্ধ হয়। (একটি পাত্রে পারদপিষ্টি রাখিয়া তাহার উপরে আর একটি জল পূর্ণ পাত্র বসাইয়া সংযোগস্থল রুদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে নীচের হাড়ীতে অগ্নি জ্বাল দিবে এবং উপরের হাড়ীর জল উত্তপ্ত হইলেই পুনঃপুনঃ তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। এইরূপে নিম্নস্থ হাড়ীর পারদ অগ্নিতাপে উর্দ্ধগত হইয়া উপরের হাড়ীর তলদেশে সংলগ্ন হয়। ইহার নাম উর্দ্ধপাতন॥) ৩১

শুল্বেন পাতয়েৎ পিষ্টিং ত্রিধোর্দ্ধং সপ্তধা হ্যধঃ।
ত্রিফলাশিগ্রুশিখিভির্লবণাসুরিসংযুতৈঃ॥ ৩২॥
নষ্টপিষ্টরসং কৃত্বা লেপয়েচ্চোর্দ্ধভাজনম্।
ততো দীপ্তৈরধঃপাতমুৎপলৈস্তত্র কারয়েৎ॥ ৩৩॥

পারদের উর্দ্ধপাতন তিনবার এবং অধঃপাতন সাতবার করিতে হয়। অধঃপাতন করিতে হইলে, ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া), শজিনা, চিতামূল, লবণ ও শ্বেত সর্ষপের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া পিষ্টি (পিণ্ড) প্রস্তুত করিবে। তৎপরে সেই পিষ্টি উর্দ্ধস্থিত পাত্রের মধ্যদেশে লিপ্ত করিবে (এবং নিম্নস্থ জলপূর্ণ পাত্রের উপরে উবুড়ভাবে বসাইয়া সন্ধিস্থল রুদ্ধ করিবে)। উর্দ্ধস্থিত পাত্রের উপরিভাগে বনঘুঁটের অগ্নি জ্বালিয়া দিলে, সেই অগ্নিতাপে পাত্রসংলগ্ন পারদ নিম্নস্থ পাত্রের জলে পতিত হইবে। এইরূপে অধঃপাতন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। ৩২.৩৩

হরিদ্রাঙ্কোল্লশম্পাককুমারীত্রিফলাগ্নিভিঃ।
তণ্ডুলীয়কবর্ব্বাভূহিঙ্গুসৈন্ধবমাক্ষিকৈঃ॥ ৩৪॥
পিষ্টং রসং সলবণৈঃ সর্পাক্ষ্যাদিভিরেব বা।
পাতয়েদথবা দেবি ব্রণঘ্নীযক্ষলোচনৈঃ॥ ৩৫॥
ইত্থং অধোর্দ্ধপাতেন পাতিতোঽসৌ যদা ভবেৎ।
তদা রসায়নে যোগ্যো ভবেৎ দ্রব্যবিশেষতঃ॥ ৩৬॥

অথবা হরিদ্রা, অঙ্কোল্ল (আঁকোড় বা দেবদারু), শম্পাক (সোন্দাল), ঘৃতকুমারী, ত্রিফলা, চিতামূল, নটে, পুনর্নবা, হিং, সৈন্ধব ও মধু এই সকল দ্রব্যের সহিত; কিংবা সৈন্ধবলবণ ও সর্পাক্ষী (নাকুলী) প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত; অথবা ব্রণঘ্নী (ছোট উচ্ছে) ও যক্ষলোচন এই উভয় দ্রব্যের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পারদের পিষ্টি (পিণ্ড) প্রস্তুত করিয়া, হে দেবি! সেই পারদের পাতন ক্রিয়া করিতে হইবে। এইরূপে পারদ উর্দ্ধপাতিত ও অধঃপাতিত হইলে, দ্রব্যবিশেষের সংযোগানুসারে তাহা রসায়ন কার্য্যের উপযোগী হইয়া থাকে॥ ৩৪-৩৬

অথবা দীপকযন্ত্রে নিপাতিতঃ সর্ব্বদোষনির্ম্মুক্তঃ।
তির্য্যক্‌পাতনবিধিনা নিপাতিতঃ সূতরাজস্তু॥ ৩৭॥
শ্লক্ষ্ণীকৃতমভ্রদলং রসেন্দ্রযুক্তং তথারণালেন।
খল্লে দত্ত্বা মৃদিতং যাবত্তন্নষ্টপিষ্টতামেতি॥ ৩৮॥
কুর্য্যাত্তির্য্যকপাতনপাতিতসূতং ক্রমেণ দৃঢবহ্নিম্।
সংস্বেদ্য পাত্রাৎসৌ ন পততি যাবদ্দৃঢশ্চাগ্নৌ। ৩৯॥

অথবা দীপকযন্ত্রে তির্য্যক্‌পাতন বিধানানুসারে পারদ পাতিত করিলে, তাহাও সর্ব্বদোষ শূন্য হয়। অভ্রের মসৃণ চূর্ণ ও পারদ একত্র কাঁজির সহিত খলে মর্দ্দন করিয়া নষ্টপিষ্টি (পিণ্ড) রূপে পরিণত করিবে এবং তাহা তির্য্যক্‌পাতন যন্ত্রে নিহিত করিয়া, ক্রমশঃ তাহাতে তীব্র অগ্নিজ্বাল দিয়া পারদ তির্য্যক্‌পাতিত করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারদ তির্য্যক্ পথ দিয়া অপর পাত্রে পাতিত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অগ্নিজ্বাল তীব্রতর করিতে হইবে॥ ৩৭—৩৯

তদাসৌ শুধ্যতে সূতঃ কর্ম্মকারী ভবেদ্ধ্রুবম্।
মর্দ্দনৈর্মূর্চ্ছনৈঃ পাতৈর্নূনং শান্তো ভবেদ্রসঃ॥ ৪০॥

এইরূপ মর্দ্দন, মূর্চ্ছন ও পাতন ক্রিয়া দ্বারা পারদ শুদ্ধ, মৃদু, শান্ত ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে॥ ৪০

অথ নিরোধবিধিঃ।

হৃষ্টাঃ পুষ্টোর্নিরোধেন তদা সুখকরো রসঃ।
বেদনাদিবিনাশাৎ সূতো বীর্য্যং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্॥ ৪১॥

নিরোধবিধি।—বিকসিত পদ্ম মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলে পারদের নিরোধ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। স্বেদনাদিহেতু হীনশক্তি পারদ নিরোধ ক্রিয়া দ্বারা উৎকৃষ্ট বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১

অথ নিয়ামনবিধিঃ।

নিয়ম্যোঽহসৌ ততঃ সম্যক্চপলত্বনিবৃত্তয়ে।
কর্কোটীফণিনেত্রাভ্যাং বৃশ্চিকাম্বুজমার্কবৈঃ।
সমং কুম্ভারনালেন স্বেদয়েচ্চ দিনত্রয়ম্ ॥ ৪২ ॥
মরিচৈর্ভূখগযুক্তৈর্লবণাসুরিশিগ্রুটঙ্কণোপেতৈঃ।
কাঞ্জিকযুক্তৈস্ত্রিদিনং গ্রাসার্থী জায়তে স্বেদাৎ ॥ ৪৩ ॥

নিয়ামনবিধি।—নিরোধ ক্রিয়ার পরে পারদের চপলতা নিবৃত্তির জন্য তাহার নিয়ামন কর্ত্তব্য। কর্কোটী (কাঁক্রোল) ও ফনিনেত্র (সর্পাক্ষী—গন্ধনাকুলী) অথবা পুনর্নবা, অম্বুজ (পদ্ম বা হিজল) ও ভৃঙ্গরাজ; কিংবা মরিচ, ভূখগ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ, শজিনা ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য ও কাঁজির সহিত তিন দিন স্বিন্ন করিলে, নিয়ামন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নিয়ামন ক্রিয়াদ্বারা পারদ গ্রাসার্থী হইয়া থাকে ॥ ৪২।৪৩

অথ দীপনবিধিঃ।

ত্রিক্ষারসিন্ধুখগভূশিখিশিগ্রুরাজী-
তীক্ষ্ণাম্লবেতসমুখৈর্লবণোষণাদ্যৈঃ
নেপালতাম্রদলশোষিতমারনালে
সাম্লাসবাম্লপুটিতং রসদীপনং তৎ ॥ ৪৪ ॥

দীপনবিধি।—যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, ভূখগ, চিতামূল, শজিনা, রাইসর্ষপ, সর্ষপ, অম্লবেতস, সৈন্ধবলবণ, মরিচ ও কাঁজি এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া, নেপালদেশীয় তাম্রপত্রে শুষ্ক করিবে; তৎপরে কাঁজি বা অম্ল আসবের সহিত দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিলে, তাহা রসদীপনক্রিয়া নামে অভিহিত হয় ॥ ৪৪

স্বেদয়েদাসবাম্লেন বীর্য্যতেজঃপ্রবৃদ্ধয়ে।
যথোপযোগ্যঃ স্বেদ্যঃ স্যাম্মূলিকানাং রসেষু চ ॥ ৪৫ ॥

পারদের বীর্য্য ও তেজঃ বৃদ্ধির জন্য আসবাম্ল অথবা বক্ষ্যমাণ মূলাদির রসের সহিত তাহা স্বিন্ন করিবে ॥ ৪৫

সর্পাক্ষী ক্ষীরিণী বন্ধ্যা মৎস্যাক্ষী শঙ্খপুষ্পিকা।
কাকজঙ্ঘা শিখিশিখা ব্রহ্মদণ্ড্যাখুকর্ণিকা ॥ ৪৬ ॥
বর্ষাভূঃ কঞ্চুকী দূর্ব্বা সৈব্যকোৎপলশিম্বিকাঃ।
শতাবরী বজ্রলতা বজ্রকন্দাগ্নিকর্ণিকা ॥ ৪৭ ॥
শ্বেতার্কশিগ্রুধত্তূরমৃগদূর্ব্বারসাঙ্কুশাঃ।
রম্ভা রক্তালু নির্গুণ্ডী লজ্জালুঃ সুরদালিকা ॥ ৪৮ ॥
মণ্ডুকপর্ণী পাতালী চিত্রকং গ্রীষ্মসুন্দরা।
কাকমাচী মহারাষ্ট্রী হরিদ্রা তিলপর্ণিকা ॥ ৪৯ ॥
জাতী জয়ন্তী শ্রীদেবী ভূকদম্বঃ কুসুম্ভকঃ।
কোশাতকী নীরকণা লাঙ্গলী কটুতুম্বিকা ॥ ৫০ ॥
চক্রমর্দ্দোঽমৃতা কন্দঃ সূর্য্যাবর্ত্তেষুপুঙ্খিকা।
বারাহী হস্তিশুণ্ডী চ প্রায়েণ রসমূলিকাঃ ॥ ৫১ ॥
রসস্য ভাবনে স্বেদে মূষালেপে চ পূজিতাঃ।
ইত্যষ্টৌ সূতসংস্কারাঃ সমা দ্রব্যে রসায়নে ॥ ৫২ ॥
কার্য্যাস্তে প্রথমং শেষা নোক্তা দ্রব্যোপযোগিনঃ ॥ ৫৩ ॥

সর্পাক্ষী (গন্ধনাকুলী), ক্ষীরিণী, বন্ধ্যা (রাখালশশা), মৎস্যাক্ষী (হিঞ্চে শাক), শঙ্খপুষ্পী, কাকজঙ্ঘা, অপামার্গ, বামুনহাটী, ইন্দুরকাণী, পুনর্নবা, কঞ্চুকী (কোঁচড়া), দূর্ব্বা, শ্বেতকাঁটা, উৎপল, শিম্বী, শতমূলী, বজ্রলতা (হাড়যোড়া), বজ্রকন্দ (বন্য ওল), অগ্নিকর্ণী, শ্বেত আকন্দ, শজিনা, ধুতুরা, মৃগদূর্ব্বা, রসাঙ্কুশ, রম্ভা, রক্ত আলু, নিসন্দা, লজ্জাবতীলতা, দেবদালী (ঘোষাবিশেষ), থুলকুড়ি, পাতালী, (নাগবল্লী), চিতামূল, গ্রীষ্মসুন্দর (গিমা), কাকমাচী, মহারাষ্ট্রী (কাঁচড়া), হরিদ্রা, তিলপর্ণী (হিলোনী), জাতী, জয়ন্তী, শ্রীদেবী, ভূকদম্ব, কুসুমফুলের গাছ, কোশাতকী (ঝিঙ্গা) নীরকণা (জলপিপ্পলী), লাঙ্গলী (বিষলাঙ্গলিয়া), তিতলাউ, চক্রমর্দ্দ, গুলঞ্চ, কন্দ (ওল), সূর্য্যাবর্ত্ত, শরপুঙ্খা, বারাহীকন্দ (চুবড়ি আলু) ও হস্তিশুণ্ডী (হাতিশুঁড়া) এই সকল দ্রব্য রসমূলিকা মধ্যে পরিগণিত। অর্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্য পারদের ভাবনাকার্য্যে,

স্বেদক্রিয়ায় ও মূষালেপনে প্রশস্ত। এই অষ্টবিধ পারদ সংস্কার রসায়ন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই আটটি সংস্কারই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। প্রয়োজনবিশেষের উপযোগী অন্যান্য সংস্কার বিবরণ এখানে কথিত হইল না ॥ ৪৬—৫৩

অথ রসবন্ধাঃ।

পঞ্চবিংশতিসঙ্খ্যাকান্ রসবন্ধান্ প্রচক্ষ্মহে।
যেন যেন হি চাঞ্চল্যং দুর্গ্রহত্বং চ নশ্যতি ॥
রসরাজস্য সংপ্রোক্তো বন্ধনার্থো হি বার্ত্তিকৈঃ ॥ ৫৪ ॥

রসবন্ধ।—বার্ত্তিককারগণ পারদের বন্ধনার্থ অর্থাৎ চাঞ্চল্য ও দুর্গ্রহত্ব নিবারণের জন্য যে পঞ্চবিংশতি প্রকার রসবন্ধের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, অতঃপর তাহা বলা যাইতেছে ॥ ৫৪

হঠারোটৌ তদাভাসঃ ক্রিয়াহীনশ্চ পিষ্টিকা।
ক্ষারঃ খোটশ্চ পোটশ্চ কল্কবন্ধশ্চ কজ্জলিঃ ॥ ৫৫ ॥
সজীবশ্চৈব নির্জ্জীবো নির্বীজশ্চ সবীজকঃ।
শৃঙ্খলা দ্রুতিবন্ধৌ চ বালকশ্চ কুমারকঃ ॥ ৫৬ ॥
তরুণশ্চ তথা বৃদ্ধো মূর্ত্তিবন্ধস্তথাঽপরঃ।
জলবন্ধোঽগ্নিবন্ধশ্চ সুসংস্কৃতকৃতাভিধঃ ॥ ৫৭ ॥
মহাবন্ধাভিধশ্চেতি পঞ্চবিংশতিরীরিতাঃ।
কেচিদ্বদন্তি ষড়্‌বিংশো জলূকাবন্ধসংজ্ঞকঃ ॥ ৫৮ ॥

হঠ, আরোট, হঠাভাস ও আরোটাভাস, ক্রিয়াহীন, পিষ্টি, ক্ষার, খোট, পোট, কল্কবন্ধ, কজ্জলি, সজীব, নির্জ্জীব, নির্বীজ, সবীজ, শৃঙ্খলা, দ্রুতিবন্ধ, বালক, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ, মূর্ত্তিবন্ধ, জলবন্ধ, অগ্নিবন্ধ, সুসংস্কৃত ও মহাবন্ধ এই পঞ্চবিংশতি প্রকার বন্ধ। কেহ কেহ জলূকাবন্ধ নামক আর এক প্রকার বন্ধক্রিয়া স্বীকার করিয়া ষড়্‌বিংশতি প্রকার বন্ধ বলিয়া থাকেন ॥ ৫৫—৫৮

স ভাবনেয়াতে দেহে অঙ্গনা দ্রাবণেঽতিশস্যতে।
হঠো রসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সম্যক্‌শুদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৯ ॥
স সেবিতো নৃণাং কুর্য্যাৎ মৃত্যুং বা ব্যাধিমুদ্ধতম্।
সুশোধিতো রসঃ সম্যগারোট ইতি কথ্যতে ॥ ৬০ ॥
স ক্ষেত্রীকরণে শ্রেষ্ঠঃ শনৈর্ব্যাধিবিনাশনঃ।
পুটিতো যো রসো যাতি যোগং মুক্ত্বা স্বভাবতাম্।
ভাবিতো ধাতুমূলাদ্যৈরাভাসো গুণবৈকৃতে ॥ ৬১ ॥

জলূকাবন্ধ দৈহিকক্রিয়ার উপযোগী নহে। কামিনীদ্রাবণ কার্য্যে ইহা অতি প্রশস্ত। পারদ সম্যক্ শোধিত না করিয়া যদি তাহার বন্ধক্রিয়া করা হয়, তবে তাহাকে হঠবন্ধ কহে। এই হঠবন্ধ পারদ সেবিত হইলে, মৃত্যু বা উৎকট ব্যাধি উৎপাদন করে। সুশোধিত পারদের বন্ধ ক্রিয়া হইলে, তাহা আরোটবন্ধ নামে অভিহিত হয়। এই পারদ ক্ষেত্রকরণে শ্রেষ্ঠ এবং ধীরে ধীরে ব্যাধিনাশক। ধাতু ও মূলাদি পদার্থ দ্বারা ভাবিত করিয়া বন্ধক্রিয়া করিলেও যাহার গুণবিকৃতি হয় অর্থাৎ যদি সেই পারদ পুটপাককালে স্বভাবানুসারে অন্য পদার্থের সংযোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্গত হইয়া যায়, তবে তাহা হঠাভাস বা আরোটাভাস বন্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯—৬১

অসংশোধিতলোহাদ্যৈঃ সাধিতো যো রসোত্তমঃ।
ক্রিয়াহীনঃ স বিজ্ঞেয়ো বিক্রিয়াং যাত্যপথ্যতঃ ॥ ৬২ ॥

অশোধিত ধাত্বাদির সহিত যে পারদ সংস্কৃত হয়, তাহাকে ক্রিয়াহীন বলা যায়। এই পারদ সেবনের পর অপথ্য সেবন করিলে বিবিধ বিকার উপস্থিত হয় ॥ ৬২

তীব্রাতপে গাঢ়তরাবমর্দাৎ পিষ্টী ভবেৎ সা নবনীতরূপা ॥
স রসঃ পিষ্টিকাবন্ধো দীপনঃ পাচনস্তরাম্ ॥ ৬৩ ॥

দ্রব্যবিশেষের সহিত পারদ গাঢ়তর রূপে মর্দ্দন করিয়া এবং তীব্র আতপে রাখিয়া, নবনীত তুল্য পিষ্টি প্রস্তুত করিলে, তাহাকে পিষ্টিকাবন্ধ বলা যায়। পিষ্টিকাবন্ধ পারদ অগ্নির উদ্দীপক ও অত্যন্ত পাচক ॥ ৬৩

শঙ্খশুক্তিবরাটাদ্যৈর্যোঽসৌ সংসাধিতো রসঃ।
ক্ষারবন্ধঃ পরং দীপ্তিপুষ্টিকৃৎ শূলনাশনঃ ॥ ৬৪ ॥

শঙ্খ, শুক্তি ও বরাট (কড়ি) প্রভৃতি ক্ষার পদার্থের সহিত পারদ মর্দ্দন করিলে, তাহাকে ক্ষারবন্ধ কহে। ক্ষারবন্ধ পারদ অগ্নির অত্যন্ত দীপ্তিকারক, পুষ্টিজনক ও শূলনাশক ॥ ৬৪

বদ্ধো যঃ খোটতাং যাতো ধ্মাতো ধ্মাতঃ ক্ষয়ং ব্রজেৎ।
খোটবন্ধঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শীঘ্রং সর্ব্বগদাপহঃ ॥ ৬৫ ॥

যে বন্ধ দ্বারা পারদ খোটতা (গাঢ়ত্ব) প্রাপ্ত হয়, এবং পুনঃপুনঃ আধ্মাপিত করিলে ক্ষয় পাইয়া থাকে, তাহাকে খোটবন্ধ বলা যায়। খোটবন্ধ পারদ শীঘ্র সর্ব্বরোগ নাশ করে ॥ ৬৫

দ্রুতকজ্জলিকা মোচাপত্রকে চিপিটীকৃতা।
স পোটঃ পর্পটী সৈব বালাদ্যখিলরোগনুৎ ॥ ৬৬ ॥

কজ্জলী দ্রবীভূত করিয়া কদলীপত্রে ঢালিবে এবং কদলীপত্রাচ্ছাদিত পোটুলীর চাপ দিয়া তাহা চ্যাপ্‌টা করিবে; ইহাকে পোটবন্ধ কহে। ইহার অপর নাম পর্পটী। এই পোটবন্ধ পারদ বালকাদির সর্ব্বরোগনাশক ॥ ৬৬

স্বেদাদ্যৈঃ সাধিতঃ সূতঃ পঙ্কত্বং সমুপাগতঃ।
কল্কবন্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো যোগোক্তফলদায়কঃ ॥ ৬৭ ॥

দ্রব্য বিশেষের সহিত স্বেদাদি দ্বারা পারদকে পঙ্করূপে পরিণত করিলে, তাহাকে কল্কবন্ধ কহে। কল্কবন্ধ পারদ কল্ক দ্রব্যের ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৬৭

কজ্জলী রসগন্ধোত্থা সুশ্লক্ষ্মা কজ্জলোপমা।
তত্তদ্‌যোগেন সংযুক্তা কজ্জলীবন্ধ উচ্যতে ॥ ৬৮ ॥

পারদ ও গন্ধক, একত্র মর্দ্দন করিতে করিতে মসৃণ কজ্জলবৎ পদার্থ প্রস্তুত হইলে, তাহা কজ্জলীবন্ধ নামে অভিহিত হয় ॥ ৬৮

ভস্মীকৃতো গচ্ছতি বহ্নিযোগাৎ
রসঃ সজীবঃ স খলু প্রদিষ্টঃ।
সংসেবিতোঽসৌ ন করোতি ভস্ম-
কার্য্যং জবাদ্ব্যাধিবিনাশনঞ্চ ॥ ৬৯ ॥

যে বন্ধ-পারদ ভস্ম করিতে হইলে, অগ্নিযোগে নির্গত হইয়া যায়, তাহা সজীববন্ধ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সেবিত হইলে পারদ ভস্মের ক্রিয়া অথবা আশু ব্যাধি-বিনাশ কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না ॥ ৬৯

জীর্ণাভ্রকো বা পরিজীর্ণগন্ধো
ভস্মীকৃতশ্চাখিললোহমৌলিঃ।
নির্জ্জীবনামা হি স ভস্মভূতো
নিঃশেষরোগান্ বিনিহন্তি বেগাৎ ॥ ৭০ ॥

অভ্র বা গন্ধকের সহিত জারিত হইয়া, পারদ ভস্মীভূত হইলে, তাহা সর্ব্বধাতুর শীর্ষ-স্থানীয় হয়। এইরূপ ভস্মীভূত পারদ নির্জ্জীববদ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পারদ অতি শীঘ্র সমুদায় রোগবিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৭০

রসস্তু পাদাংশসুবর্ণজীর্ণঃ পিষ্টীকৃতো গন্ধকযোগতশ্চ।
তুল্যাংশগন্ধৈঃ পুটিতঃ ক্রমেণ নির্বীজনামা সকলাময়ঘ্নঃ ॥ ৭১

চতুর্থাংশ পরিমিত স্বর্ণ ও সমপরিমিত গন্ধকের সহিত পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক পিষ্টাকৃত করিয়া, তাহা পুটপাক দ্বারা জারিত করিলে, নির্বীজবন্ধ নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহা সকলরোগ-নাশক ॥ ৭১

পিষ্টীকৃতৈরভ্রকসত্ত্বহেমতারার্ককান্তৈঃ পরিজারিতো যঃ।
হতস্ততঃ ষড়্‌গুণগন্ধকেন স বীজবন্ধো বিপুলপ্রভাবঃ ॥ ৭২

অভ্রসত্ত্ব, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও কান্তলৌহের সহিত পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক পিষ্টাকৃত করিয়া, ছয়গুণ গন্ধকের সহিত জারিত করিলে, তাহা বীজবন্ধ নামে অভিহিত হয়। ইহা বিপুল প্রভাববিশিষ্ট। অর্থাৎ এই পারদ সেবনে বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৭২

বজ্রাদিনিহতঃ সূতো হতঃ সূতঃ সমোঽপরঃ।
শৃঙ্খলাবদ্ধসূতস্তু দেহলোহবিধায়কঃ ॥
চিত্রপ্রভাবং বেগেন ব্যাপ্তিং জানাতি শঙ্করঃ ॥ ৭৩ ॥

হীরকাদি সহযোগে জারিত পারদের সহিত অপর জারিত পারদ সমানভাগে মিশ্রিত করিলে, তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বলা যায়। এই পারদ দেহের দৃঢ়তা সাধক। ইহার বিচিত্র প্রভাব ও বেগে ব্যাপ্তির বিষয় একমাত্র শঙ্কর-দেবই অবগত আছেন, অর্থাৎ এই পারদ-প্রভাবে যে সকল উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ মনুষ্যগণের অসাধ্য ॥ ৭৩

যুক্তোঽপি বাঽদ্রুতিভিশ্চ সূতো
বদ্ধং গতো বা ভসিতস্বরূপঃ।
স রাজিকাপাদমিতো নিহন্তি
দুঃসাধ্যরোগান্ দ্রুতিবদ্ধনামা ॥ ৭৪ ॥

বাহ্যদ্রুতিবিশিষ্ট পারদ বদ্ধ হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হইলে, তাহাকে দ্রুতিবদ্ধ বলা যায়। শ্বেতসর্ষপের চতুর্থাংশ পরিমাণে ইহা সেবিত হইলে, দুঃসাধ্য রোগসমূহ বিনষ্ট করে॥ ৭৪

সমাভ্রজীর্ণঃ শিবজস্তু বালঃ
সংসেবিতো যোগযুতো ভবেৎ।
রসায়নো ভাবিগদাপহশ্চ
সোপদ্রবারিষ্টগদান্নিহন্তি॥ ৭৫॥

সমপরিমিত অভ্রের সহিত পারদ জারিত হইলে, *তাহা বালবদ্ধ নামে অভিহিত হয়। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবিত হইলে, ইহা আশু রসায়ন কার্য্য সম্পাদন করে, রোগোৎপত্তির আশঙ্কা দূর করে এবং উপদ্রব ও অরিষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত পীড়াসমূহও বিনষ্ট করে॥ ৭৫

রসেন্দ্রবো যো দ্বিগুণাভ্রজীর্ণঃ
স স্যাৎ কুমারো মিততন্দুলোহসৌ।
ত্রিঃসপ্তরাত্রৈঃ খলু পাপযোগ-
সংঘাতঘাতী চ রসায়নঞ্চ॥ ৭৬॥

দ্বিগুণ অভ্রের সহিত যে পারদ জারিত হয়, তাহাকে কুমারবদ্ধ বলা যায়। এক তণ্ডুল মাত্রায় (চাউল পরিমিত) এই পারদ সেবন করিলে, তিন সপ্তাহ মধ্যে সমুদায় পাপজ ব্যাধি (কুষ্ঠাদি) নিবারিত এবং রসায়ন হইয়া থাকে॥ ৭৬

চতুর্গুণব্যোমকৃতাশনোহসৌ
রসায়নাগ্র্যস্তরুণাভিধানঃ।
স সপ্তরাত্রাৎ সকলাময়ঘ্নো
রসায়নো বীর্য্যবলপ্রদাতা॥ ৭৭॥

চতুর্গুণ অভ্রের সহিত জারিত পারদের নাম তরুণবদ্ধ। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। সপ্তাহকাল এই পারদ সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয় এবং বীর্য্য ও বল উৎপন্ন হয়॥ ৭৭

যস্যাভ্রকঃ ষড়্গুণিতো হি জীর্ণঃ
প্রাপ্তাগ্নিসত্ত্বঃ স হি বৃদ্ধনামা।
দেহে চ লোহে চ নিযোজনীয়ঃ
শিবাদৃতে কোহস্য গুণান্ প্রবক্তি॥ ৭৮॥

ছয়গুণ অভ্রের সহিত যে পারদ জীর্ণ হইয়া অগ্নিসহত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অগ্নিতাপে নির্গত হইয়া না যায়, তাহাকে বৃদ্ধবদ্ধ বলা যায়। দেহ-হিতকর ঔষধ সমূহে এবং ধাতু সকলের সংস্কার বিশেষে এই পারদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মহাদেব ব্যতীত আর কেহ ইহার অসীম গুণের বিষয় বর্ণন করিতে সমর্থ নহে॥ ৭৮

যো দিব্যমূলিকাভিশ্চ কৃতোহত্যগ্নিসহো রসঃ।
বিনাভ্রজারণাৎ স স্যাৎ মূর্ত্তিবদ্ধো মহারসঃ॥ ৭৯॥
অয়ং হি জার্য্যমাণস্তু নাগ্নিনা ক্ষীয়তে রসঃ।
যোজিতঃ সর্ব্বরোগেষু নিরুপম্যফলপ্রদঃ॥ ৮০॥

অভ্রজারণ না করিয়া কেবল দিব্য ওষধির মূলাদি দ্বারা পারদ অতিশয় অগ্নিসহ হইলে, তাহা মূর্ত্তিবদ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পারদ জারিত করিলে অগ্নিতাপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এবং সর্ব্বরোগে ইহা প্রযোজিত হইলে অনুপম উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৭৯।৮০

শিলাতোয়মুখৈস্তোয়ৈর্বদ্ধোহসৌ জলবদ্ধবৎ।
স জরারোগমৃত্যুঘ্নঃ কল্পোক্তফলদায়কঃ॥ ৮১॥

শিলাজল প্রভৃতি জল দ্বারা যে পারদ বদ্ধ হয়, তাহাকে জলবদ্ধ পারদ কহে। ইহা জরা-রোগ-মৃত্যুনাশক এবং কল্পনা অনুসারে তত্তদ্ দ্রব্যের ফলপ্রদ॥ ৮১

কেবলো লোহ (যোগ) যুক্তো বা ধ্মাতঃ স্যাদ্‌গুটিকাকৃতিঃ।
অক্ষীণশ্চাগ্নিবদ্ধোহসৌ খেচরত্বাদিকৃৎ স হি॥ ৮২॥

কেবল পারদ অথবা ধাতুমিশ্রিত পারদ আধ্মাত হইয়া গুটিকাকৃতি হইলে, এবং সেই গুটিকা অগ্নিতাপে ক্ষয়প্রাপ্ত না হইলে, তাহা অগ্নিবদ্ধ নামে অভিহিত হয়। এই পারদ মনুষ্যের খেচরত্বজনক, অর্থাৎ এই পারদ-গুটিকা মুখে ধারণ করিলে মনুষ্য আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়॥ ৮২

হেম্না বা রজতেন বা সহ পরো ধ্মাতো ব্রজত্যেকতা-
মক্ষীণো নিচিতো গুরুশ্চ গুটিকাকারোহতিদীপ্তোজ্জ্বলঃ।
চূর্ণত্বং পটুবৎ প্রয়াতি নিহতো ঘৃষ্টো ন মুঞ্চেন্মলং
নিষ্কম্পো দ্রবতি ক্ষণাৎ স হি মহাবন্ধাভিধানো রসঃ॥ ৮৩॥

স্বর্ণ বা রৌপ্যের সহিত পারদ আধ্মাপিত করিলে, উভয় দ্রব্য একত্র মিলিত হইয়া,

* প্রাপ্তাগ্নিসখ্য ইতি বা পাঠঃ।

অতিদীপ্ত উজ্জ্বল গুটিকাকারে পরিণত হয়। তৎকালে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত গুরু হইয়া থাকে। সেই গুটিকায় আঘাত করিলে লবণের ন্যায় তাহা চূর্ণীভূত হইয়া যায় ও ঘর্ষণ করিলে মলিন হয় না। ইহাই পারদের মহাবন্ধ। এই বন্ধ ক্রিয়া যথাযথ সম্পন্ন না হইলে, সেই গুটিকা ক্ষণকাল মধ্যে দ্রবীভূত হইয়া যায় ॥ ৮৩

বিষ্ণুক্রান্তাশশিলতাকুস্তাকনককূলিকৈঃ।
বিশালানাগিনীকন্দব্যাঘ্রপাদীকুতুম্বকৈঃ ॥ ৮৪ ॥
বৃশ্চিকালীহস্তিশুণ্ডীভ্যাং হংসপাদ্যা মহারবৈঃ।
অপ্রসূতগবাং মূত্রৈঃ পিষ্টং বালুকয়ে পচেৎ ॥ ৮৫ ॥
পক্কমেবং মুহুর্লোহৈর্মর্দ্দিতং বিপচেদ্রসম্।
যন্ত্রেষু মূর্চ্ছা সূতানামেষ কল্পঃ সমাসতঃ ॥ ৮৬ ॥

নীল অপরাজিতা, কর্পূর, লতাকস্তুরী, কুস্তী (পানা), কনক ধুতূরা, কুলিক (পটোলপত্র বা হাড়জোড়া), রাখালশশা, নাগদন্তী, কন্দ (ওল), ব্যাঘ্রপদী (বইচি), কুতুম্বক (দ্রোণপুষ্পী), বৃশ্চিকলী (বিছাতী) হাতিশুঁড়া, থুলকুড়, সহা (মুগানী বা মাষাণী) ও আমুর (বিট্‌লবণ) এই সকল দ্রব্য এবং অপ্রসূত-গাভীর মূত্র সহ পারদ পেসণ পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে, তৎপরে পুনর্ব্বার তাহা জারিত ধাতু দ্রব্যের সহিত মর্দ্দন করিয়া যন্ত্রপাক করিবে। ইহা পারদের মূর্চ্ছাবিধি। সংক্ষেপতঃ পারদের কল্পনা কথিত হইল ॥ ৮৪ ৮৬

সূতে গর্ভনিয়োজিতার্দ্ধকনকে পাদাংশনাগেঽথবা
গঞ্জাঙ্কুঠকণাম্মলীকুতমদাশ্লেষ্মাতবীজৈস্তথা।
তদ্বত্তেজিনিকোলকাখ্যফলজৈশ্চূর্ণং তিলং পত্রকং
তপ্তে খল্বতলে বিধায় মৃদিতে জাতা জলৌকা বরা ॥ ৮৭ ॥
সৈষা স্যাৎ কপিকচ্ছুরোমপটলে চন্দ্রাবতীতৈলকে
চণ্ডে টঙ্কণকামপিপ্পলিজলে স্বিন্না ভবেত্তেজিনী।
তপ্তে খল্বতলে বিমর্দ্দ বিধিবদ্‌যত্নাদ্ধৃতা যা কৃতা
সা স্ত্রীণাং মদদর্পনাশনকরী খ্যাতা জলৌকা বরা ॥ ৮৮ ॥

অর্দ্ধভাগ স্বর্ণ অথবা চতুর্থাংশ পরিমিত সীসকের সহিত একভাগ পারদ মিশ্রিত করিয়া, এরণ্ডমূল, শিমুলমূল, চালিতাফলের বীজ, তেজিনী (মূর্ব্বা), কুলেখাড়ার বীজ, তিল ও তেজপত্র এই সকল দ্রব্যের সহিত তপ্তখল্লে মর্দ্দন করিলে, পারদের জলৌকাবন্ধ সম্পাদিত হয় অর্থাৎ পারদ জলৌকার ন্যায় দীর্ঘকারে পরিণত হয়। তৎপরে সেই জলৌকা, আলকুশীর শুঙ্গা, চন্দ্রাবতী তৈল, কর্পূর ও সোহাগামিশ্রিত দমনক এবং পিপ্পলীর ক্বাথে স্বিন্ন করিলে, তাহা অতি তেজস্বিনী হইয়া থাকে। এইরূপে প্রস্তুত জলৌকা স্ত্রীদিগের মদগর্ব্বাবনাশক ॥ ৮৭।৮৮

বাল্যে চাষ্টাঙ্গুলা যোজ্যা যৌবনে চ দশাঙ্গুলা।
দ্বাদশৈব প্রগল্‌ভানাং জলৌকা ত্রিবিধা মতা ॥ ৮৯ ॥
ধৃত্বা মুখে পাত্রে মেষীক্ষীরং প্রদাপয়েৎ।
স্থাপয়েদাতপে তীব্রে বাসরাণ্যেকবিংশতিঃ ॥ ৯০ ॥

স্ত্রীগণের বাল্যাবস্থায় অষ্টাঙ্গুল, যৌবনে দশ আঙ্গুল এবং প্রগল্‌ভাবস্থায় অর্থাৎ প্রৌঢ় কালে দ্বাদশআঙ্গুল, এই ত্রিবিধ জলৌকা প্রয়োগ করিতে হয়। অর্থাৎ বালাস্ত্রীর মদগর্ব্বনাশের জন্য অষ্ট অঙ্গুলি, যুবতী স্ত্রীর জন্য দশ অঙ্গুলি ও প্রৌঢ়াস্ত্রীর জন্য দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত জলৌকা প্রয়োগ করা আবশ্যক। একটি পাত্রে সেই জলৌকা স্থাপন করিয়া, তাহার মুখে অর্থাৎ এক প্রান্তে মেষীদুগ্ধ প্রদান করিবে এবং একবিংশতি দিন তীব্র আতপে তাহা রাখিয়া দিবে। অতঃপর তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৮৯।৯০

দ্বিতীয়াঽত্র ময়া প্রোক্তা জলৌকা দ্রাবণে হিতা।
পুরুষাণাং স্থিতা মূর্দ্ধ্নি দ্রাবয়েদ্বনিতাকুলম্ ॥ ৯১ ॥

কামিনীগণের দ্রাবণ কার্য্যে আর এক প্রকার জলৌকা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়; পুরুষে ইহা মস্তকে ধারণ করিয়া সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে, রমণীকুলের দ্রাবণ হইয়া থাকে ॥ ৯১

মুনিপত্ররসশ্চৈব শাল্মলীবৃন্তবারি চ।
জাতীমূলস্য তোয়ং চ শিংশপাতোয়সংযুতম্ ॥ ৯২ ॥
শ্লেষ্মাতকফলং চৈব কোলচূর্ণমেব চ।
কোকিলাক্ষস্য চূর্ণং চ পারদং মর্দ্দয়েদ্বুধঃ ॥ ৯৩ ॥
জলৌকা জায়তে দিব্যা নাম জনমনোহরা।
সা যোজ্যা কামকালে তু কাময়েৎ কামিনী স্বয়ম্ ॥ ৯৪ ॥

অগস্ত্যপত্রের (বকফুলের পাতার) রস, শাল্মলীবৃন্তের রস, জাতীমূলের রস, শিংশপা-

মূলের রস, চালিতা ফল, ত্রিফলাচূর্ণ, কুলেখাড়া বীজ চূর্ণ ও পারদ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া জলৌকা প্রস্তুত করিবে। এই জলৌকা রামাজন-মনোহরা। সঙ্গম কালে ইহা প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ মস্তকে ধারণ করিয়া সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে, কামিনীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই পুরুষের কামনা করিয়া থাকে ॥ ৯২—৯৪

ত্রিফলাভৃঙ্গমহৌষধমধুসর্পিশ্ছাগদুগ্ধগোমূত্রে।
নাগং সপ্ত নিষিক্তং সমরসজারিতং জলুকা স্যাৎ ॥ ৯৫ ॥
ভানুস্বর্ণদিনসংখ্যাপ্রমাণগৃহং গৃহীতদীনারম্।
অঙ্কোলরাজবৃক্ষকুমারীরসশোধনং কুর্য্যাৎ ॥ ৯৬ ॥
শরপুঙ্খাবরবসীসকোকিলাক্ষাপামার্গকনকানাম্।
চূর্ণৈঃ সহৈকবিংশতিদিনানি সংমর্দ্দয়েৎ সম্যক্ ॥ ৯৭ ॥
নিধায় কাঞ্জিকং যূষং দত্ত্বা যোনৌ প্রবেশয়েৎ।
বালমধ্যমবৃদ্ধাস্তু যোজ্যা বিজ্ঞায় তৎক্রমাৎ ॥ ৯৮ ॥
নীরসানামপি নৃণাং যোষা স্যাৎ সঙ্গমোৎসুকা ॥ ৯৯ ॥

সীসক দ্রবীভূত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে, ভৃঙ্গরাজের রসে, শুঁঠের ক্বাথে এবং মধু, ঘৃত, ছাগদুগ্ধ ও গোমূত্রে সাতবার করিয়া নিষিক্ত করিবে। পরে সীসক ও পারদ সমভাগে একত্র জারিত করিয়া জলুকা প্রস্তুত করিবে। গৃহীতস্বর্ণ পারদ বার সাত বা ত্রিশ ভাগ পরিমাণে লইয়া, তাহা একুশবার আঁকোড়, সোন্দাল ও ঘৃতকুমারী রসে ভাবনা দিয়া শোধিত করিবে। তৎপরে গুলঞ্চ, হরিদ্রা, কুলেখাড়াবীজ, অপামার্গ, কনকধুতুরা ও হরিদ্রার চূর্ণ সহ একুশ দিন মর্দ্দন করিয়া জলৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা স্ত্রীগণের বাল্য মধ্য ও প্রৌঢ় অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক কাঁজী বা যূষের সহিত যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, সেই স্ত্রী অতি নীরস ব্যক্তিরও সঙ্গমোৎসুকা হইয়া উঠে ॥ ৯৫—৯৯

রসভাগং চতুষ্কং তু বঙ্গভাগং তু পঞ্চমম্।
সুরসারসসংযুক্তং টঙ্কণেন সমন্বিতম্ ॥ ১০০ ॥
ত্রিদিনং মর্দ্দয়িত্বা চ গোলকং তং রসোদ্ভবম্।
লিঙ্গাগ্রে যোনিনিক্ষিপ্তং যাবদায়ুর্বশঙ্করম্ ॥ ১০১ ॥

চারিভাগ পারদ ও একভাগ বঙ্গ, সুরসা তুলসীর রস ও সোহাগার সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। সেই গোলক লিঙ্গাগ্র দ্বারা যোনিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে, সেই স্ত্রী যাবজ্জীবন বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ১০০।১০১

কর্পূরশূরণভৃঙ্গমেঘনাদৈ-
র্নাগং নিষিচ্য তু মিথো বলয়েদ্ রসেন।
লিঙ্গস্থিতেন বলয়েন নিতম্বিনীনাং
স্বামী ভবত্যনুদিনং স তু জীবহেতুঃ ॥ ১০২ ॥

সীসক দ্রবীভূত করিয়া এক একবার কর্পূর, বন্যওল, ভৃঙ্গরাজ ও নটেশাকের রসে নিষিক্ত করিবে। তৎপরে সেই সীসকের সহিত পারদ মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা বলয় প্রস্তুত করিবে। সেই বলয় লিঙ্গে পরাইয়া যে স্ত্রীকে সঙ্গম করা যায়, সেই স্ত্রী সেই পুরুষের যাবজ্জীবন বশীভূতা হইয়া থাকে ॥ ১০২

টঙ্কণপিপ্পলিকামিশ্রশূরণকর্পূরমাতুলুঙ্গরসৈঃ।
কৃত্বা স্বলিঙ্গলেপং যোনিং বিদ্রাবয়েৎ স্বাণাম্ ॥ ১০৩ ॥

সোহাগা, পিপুল, শূরণ, ওল, কর্পূর ও টাবালেবুর রসের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া, সেই পারদলিপ্ত লিঙ্গ যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহাতে স্ত্রীগণ বিদ্রাবিত হয় ॥ ১০৩

অগ্নাবর্ত্তিতনাগে হরবীজং নিক্ষিপেত্ততো দ্বিগুণম্।
মুনিকনকনাগবল্লীরসেন সিঞ্চ্যাচ্চ তন্মধ্যম্ ॥ ১০৪ ॥
তীক্ষ্ণেণ মর্দ্দয়িত্বা গণতো মদনবলয়ং কৃত্বা।
রতিসময়ে বনিতানাং রতিগর্ব্ববিনাশনং কুরুতে ॥ ১০৫ ॥

সীসক অগ্নিতাপে দ্রবীভূত করিয়া, তাহাতে সীসকের দ্বিগুণ পরিমিত পারদ নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সেই পারদে অগস্ত্য, ধুতুরা ও পান এই সকলের রস দ্বারা পরিষেচন করিবে। পরিশেষে তীক্ষ্ণগণোক্ত দ্রব্যের সহিত সেই পারদ মর্দ্দিত করিয়া, তাহা দ্বারা মদন বলয় প্রস্তুত করিবে। সেই বলয় পুরুষাঙ্গে পরাইয়া

রতি ক্রিয়া করিলে স্ত্রীদিগের মদগর্ব্ব বিনষ্ট হয় ॥ ১০৪।১০৫

ব্যাঘ্রীবৃহতীফলরসস্থূরণকন্দং চ চণকপত্রাম্লম্।
কপিকচ্ছুবজ্রবল্লীপিপ্পলিকাম্লিকাচূর্ণে ॥ ১০৬ ॥
অগ্ন্যাবর্ত্তিতনাগং নববারং মর্দ্দয়েদিমৈর্দ্রব্যৈঃ।
স্মরবলয়ং কৃতেতদ্বনিতানাং দ্রাবণং কুরুতে ॥ ১০৭ ॥

কণ্টকারী ও বৃহতীরফলের রস, ওলের রস ও ছোলার পল্লবের রস, এবং আলকুশীবীজ, হাড়যোড়া, পিপুল, শানভক ও অম্লিকার (তেঁতুলের) চূর্ণ সহ অগ্নিতপ্ত সীসক নয় বার মর্দ্দন করিয়া স্মরবলয় প্রস্তুত করিবে। সেই স্মরবলয় লিঙ্গে ধারণ করিয়া সঙ্গত হইলে স্ত্রীগণ বিদ্রাবিত হইয়া থাকে ॥ ১০৬—১০৭

পলাশবীজরক্তং চ জম্বীরাম্লেন সূতকম্
সজীবং মর্দ্দিতং যন্ত্রে পাতিতং ম্রিয়তে ধ্রুবম্ ॥ ১০৮ ॥
খরমঞ্জরিবীজান্বিতপুষ্করবীজৈঃ সুচূর্ণিতৈঃ কল্কম্।
কৃত্বা সূতং পুটয়েদ্দৃঢ়মূষায়াং ভবেদ্ভস্ম ॥ ১০৯ ॥

পারদভস্ম।—পলাশবীজ, রক্তচন্দন ও জামীরের রসের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া সজীব বদ্ধ করিবে। পরে তাহা যন্ত্রে পাতিত করিলে মারিত হয়। অপামার্গবীজ ও পদ্মবীজের কল্কের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া দৃঢ়রূপে আপ্লাপিত করিলে পারদ ভস্মীভূত হয় ॥ ১০৮।১০৯

কাকোডুম্বরিকায়া দুগ্ধেন সুভাবিতো হিঙ্গুঃ।
মর্দ্দনপুটেন বিধিনা সূতং ভস্মীকরোত্যেব ॥ ১১০ ॥

কাকডুমুরের আটাদ্বারা হিঙ্গু ভাবিত করিয়া, তাহার সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক পুটদগ্ধ করিলে, পারদ ভস্মরূপে পরিণত হয় ॥ ১১০

দেবদালীং হরিক্রান্তামারনালেন পেষয়েৎ।
তদ্দ্রবৈঃ সপ্তধা সূতং কুর্য্যাৎ মর্দ্দিতমূর্চ্ছিতম্ ॥ ১১১ ॥
তৎসূতং খর্পরে দত্ত্বাদ্দত্ত্বা দত্ত্বা তু তদ্দ্রবম্।
চুল্ল্যোপরি পচেচ্ছাহ্নি ভস্ম স্যাল্লবণোপমম্ ॥ ১১২ ॥

দেবদালী ও নীল অপরাজিতা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, সেই দ্রবের সহিত পারদ সাতবার মর্দ্দিত ও মূর্চ্ছিত করিবে। তৎপরে সেই পারদ ও ঐ দ্রব একত্র খর্পর পাত্রে উনুনের উপর জ্বাল দিয়া একপ্রহর পাক করিলে, লবণাকৃতি পারদ ভস্ম প্রস্তুত হয় ॥ ১১১।১১২

অপামার্গস্য বীজানি তথৈরণ্ডস্য চূর্ণয়েৎ।
তচ্চূর্ণং পারদে দেয়ং মূষায়ামধরোত্তরম্ ॥ ১১৩ ॥
রুদ্ধ্বা লঘুপুটৈঃ পশ্চাচ্চতুর্ভির্ভস্মতাং নয়েৎ।
কটুতুম্ব্যুদ্ভবে কন্দে গর্ভে নারীপয়ঃপ্লুতে ॥ ১১৪ ॥
সপ্তধা ম্রিয়তে সূতঃ স্বেদিতো গোময়াগ্নিনা।
অঙ্কোলস্য শিফাবারিপিষ্টং খল্বে বিমর্দ্দয়েৎ ॥ ১১৫ ॥
সূতং গন্ধকসংতুল্যং দিনান্তে তং নিরোধয়েৎ।
পুটয়েদ্ভূধরে যন্ত্রে দিনান্তে স মৃতো ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥
বটক্ষীরেণ সূতাভ্রৌ মর্দ্দয়েৎ প্রহরত্রয়ম্।
পাচয়েত্তেন কোষ্ঠেন ভস্মীভবতি তদ্রসঃ ॥ ১১৭ ॥

অপামার্গবীজ ও এরণ্ডবীজ চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ পারদের নীচে ও উপরে দিয়া মূষা রুদ্ধ করিবে। এইরূপে চারিবার পুটপাক করিলে পারদ ভস্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তিতলাউ মধ্যে অথবা ওলের মধ্যে নারীদুগ্ধ লেপন করিয়া তাহাতে পারদ নিহিত করিবে, এবং গোময় অগ্নিতে সেই পারদ স্বিন্ন করিয়া, আঁকোড়ের মূলের রসের সহিত তাহা খলে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহাতে পারদের সমপরিমিত গন্ধক দিয়া একদিন মর্দ্দন করিবে এবং মূষারুদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। এইরূপে পারদ মৃত হইবে। পারদ ও অভ্র বটের আটার সহিত তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া কোষ্ঠিকাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহাতে পারদ ভস্মীভূত হইবে ॥ ১১৩—১১৭

অথাতুরো রসাচার্য্যং সাক্ষাদ্দেবং মহেশ্বরম্।
সাধিতং চ রসং শৃঙ্গদন্তবেধ্যাদিবারিতম্ ॥ ১১৮ ॥
অচ্চয়িত্বা যথাশক্তি দেবগোব্রাহ্মণানপি।
পর্ণখণ্ডে ধৃতং সূতং জগ্ধ্বা স্যাদনুপানতঃ ॥ ১১৯ ॥
ঘৃতসৈন্ধবধান্যাকজীরকাদ্রকসংস্কৃতম্।
তণ্ডুলীয়কধান্যাকপটোলালম্বুষাদিকম্ ॥ ১২০ ॥
গোধূমজীর্ণশাল্যন্নং গব্যং ক্ষীরং ঘৃতং দধি।
হংসোদকং মুদ্গরসঃ পথ্যবর্গঃ সমাসতঃ ॥ ১২১ ॥

অনন্তর রোগী ব্যক্তি, সাক্ষাৎ মহেশ্বর দেবতার ন্যায় রসাচার্য্যকে (রসপাককারীকে) এবং সেই সাধিত রসভস্মকে শৃঙ্গ, দন্ত ও বেধ্যাদি-পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া দেবতা গো

ব্রাহ্মণের যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। অর্চ্চনার পর সেই পারদ ভস্ম উপযুক্ত মাত্রায় একখণ্ড পর্ণপত্রের মধ্যে নিহিত করিয়া সেবন করিবে এবং তৎপরে যথাযোগ্য দ্রব্য অনুপান করিবে। আহার কালে ঘৃত, সৈন্ধব, ধনে, জীরা ও আদা দ্বারা সংস্কৃত তণ্ডুলীয়ক (নটে) শাক, ধনের শাক, পটোল ও বড় থুলকুড়ির সহিত গোধূম বা পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং গব্য দুগ্ধ, গব্য ঘৃত, গব্য দধি, হংসোদক ও মুদ্গরসাদি সাধারণ পথ্য সকল ভোজন করিবে ॥ ১১৮—১২১

বৃহতীবিল্বকুষ্মাণ্ডং বেত্রাগ্রং কারবেল্লকম্।
মাষং মসূরং নিষ্পাবং কুলত্থং সর্ষপং তিলম্ ॥১২২॥
লঙ্ঘনোদ্বর্ত্তনস্নানতাম্রচূড়সুরাসবান্।
আনূপমাংসং ধান্যাম্লং ভোজনং কদলীদলে ॥
কাংস্যে চ গুরু বিষ্টম্ভি তীক্ষ্ণোষ্ণং চ ভৃশং ত্যজেৎ ॥১২৩॥

বেগুণ, বেল, কুষ্মাণ্ড, বেত্রাগ্র, করোলা, মাষকলাই, মসূর, শিম, কুলত্থকলাই, সর্ষপ, তিল, উপবাস, উদ্বর্ত্তন (গাত্রে হরিদ্রাদি মর্দ্দন), স্নান, কুক্কুট মাংস, সুরা ও আসব, আনূপমাংস, কাঁজি, কদলী পত্রে বা কাংস্য পাত্রে ভোজন, গুরুপাক দ্রব্য, বিষ্টম্ভী দ্রব্য, এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ১২২—১২৩

কণ্টারীফলকাঞ্জিকং চ কমঠং তৈলং তথা রাজিকা
নিম্বুকং কতকং কলিঙ্গকফলং কুষ্মাণ্ডকং কর্কটী।
কালীকুক্কুটকারবেল্লকফলং কর্কোটিকায়াঃ ফলং
বৃন্তাকং চ কপিত্থকং খলু গণঃ প্রোক্তঃ ককারাদিকঃ ॥১২৪
দেবীশাস্ত্রোদিতঃ সোঽয়ং ককারাদিগণো মতঃ।
শাস্ত্রান্তরবিনির্দিষ্টঃ কথ্যতেঽন্যপ্রকারতঃ ॥ ১২৫ ॥

কণ্টকারীফল, কাঁজি, কমঠ (কচ্ছপ)-মাংস, তৈল, রাই সর্ষপ, লেবু, কতক (নির্ম্মল) ফল, কলিঙ্গকফল (ইন্দ্রযব), কুষ্মাণ্ড, কর্কটী (কাঁকুড়), কেলেকড়া, কুক্কুট, করোলা, কর্কোটিকা ফল (কাঁকরোল), বেগুণ ও কপিত্থ (কয়েত্ বেল) দেবীশাস্ত্রে এইগুলি ককারাদিগণ বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু অন্য শাস্ত্রে ককারাদিগণ অন্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাও বলা যাইতেছে ॥ ১২৪—১২৫

কঙ্গুঃ কন্দুককোলকুক্কুটকলক্রোড়াঃ কুলত্থাস্তথা
কণ্টারী কটুতৈলকৃষ্ণগলকঃ কূর্ম্মঃ কলায়ঃ কণা।
কর্কারুশ্চ কঠিল্লকং চ কতকং কর্কোটকং কর্কটী
কালী কাঞ্জিকমেষ কাদিকগণঃ শ্রীকৃষ্ণদেবোদিতঃ ॥১২৬॥

কঙ্গু (কাঙনীধান), কন্দুক (সুপারি), কোল (কুল), কুক্কুট, কলক্রোড়, কুলত্থ, কণ্টারী (কণ্টকারী), কটুতৈল (সর্ষপতৈল), কৃষ্ণগল (কুকোপাখী), কূর্ম্ম (কচ্ছপ), কলায় (মটর), কণা (পিপুল), কাঁকুড়, কঠিল্লক (তুলসীবিশেষ), কতক (নির্ম্মলীফল), কর্কোটক (কাঁকরোল), কর্কটী (কাঁকুড় বিশেষ), কালী (কৃষ্ণজীরা) ও কাঞ্জিক এই কয়েকটি পদার্থকে শ্রীকৃষ্ণদেব ককারাদিগণ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন ॥ ১২৬

যস্মিন্ রসে চ কণ্ঠোক্ত্যা ককারাদিনিষেধিতঃ।
তত্র তত্র নিষেধ্যস্তু তদৌচিত্যাগতোঽন্যতঃ ॥ ১২৭ ॥

এতদ্ব্যতীত যে রসঘটিত ঔষধ সেবনকালে যে সকল ককারাদি দ্রব্যের কণ্ঠোক্তি দ্বারা নিষেধ আছে, তৎসমুদায় দ্রব্যও নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ১২৭

উদ্গারে সতি দধ্যন্নং কৃষ্ণমীনং সজীরকম্।
অভ্যঙ্গমনিলক্ষোভে তৈলৈর্নারায়ণাদিভিঃ ॥ ১২৮ ॥
অরতৌ শীততোয়েন মস্তকোপরি সেচনম্।
তৃষ্ণায়াং নারিকেলাম্বু মুদ্গাযূষং সশর্করম্ ॥ ১২৯ ॥
দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুরকদলীনাং ফলং ভজেৎ।
রসবীর্য্যবিবৃদ্ধ্যর্থং দধিক্ষীরেক্ষুশর্করাঃ ॥ ১৩০ ॥
শীতোপচারমন্যচ্চ রসত্যাগবিধৌ পুনঃ।
ভক্ষয়েদ্বৃহতীবিম্বং সকৃৎসাধারণো বিধিঃ ॥ ১৩১ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ
রসশোধনবন্ধনভস্মজলূকাদিনিরূপণং
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পারদভস্ম সেবনের পরে অধিক উদ্গার উদ্গত হইলে দধি মিশ্রিত অন্ন, জীরা সহ কৃষ্ণমৎস্য ভোজন করিবে। বায়ুর আধিক্য বোধ হইলে, নারায়ণাদি তৈল অভ্যঙ্গ করিবে।

চিত্তের অস্থিরতা হইলে, মস্তকে শীতল জল সেচন করিবে। তৃষ্ণা অধিক হইলে ডাবের জল ও চিনি মিশ্রিত মুদ্গযূষ পান করিবে। রসবীর্য্য বৃদ্ধির জন্য দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর ও কদলীফল এবং দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও শর্করা ভোজন কর্ত্তব্য। রসসেবন পরিত্যাগ করিবার সময় পর্য্যন্ত অন্যান্য শীতলোপচার কর্ত্তব্য। রসসেবন ত্যাগ করার পরে বৃহতীফল বিল্ব প্রভৃতি পদার্থ ভোজন করিবে। ইহাই পারদ-ভস্ম সেবনের সাধারণ নিয়ম ॥ ১২৮—১৩১

ইতি রস-শোধন-বন্ধন-ভস্ম-জলুকাদিনিরূপণ নামক একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।



অথ জ্বরচিকিৎসিতম্।

জ্বরস্য রক্তপিত্তস্য কাসস্য শ্বাসহিক্কয়োঃ।
বৈস্বর্য্যস্য ক্ষয়স্যাপি তথারোচপ্রসেকয়োঃ ॥ ১ ॥
ছর্দ্দিহৃদ্রোগয়োশ্চৈব তৃষ্ণামদ্যোত্থবার্শসাম্।
উদাবর্ত্তাতিসারাণাং গ্রহণ্যর্ত্তিপ্রবাহিণোঃ ॥ ২ ॥
বিসূচ্যা বহ্নিমান্দ্যস্য মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীরুজাম্।
মেহস্য সোমরোগস্য পিটিকানাঞ্চ বিদ্রধেঃ ॥ ৩ ॥
বৃদ্ধিগুল্মাদিরোগাণাং শূলানামুদরস্য চ।
পাণ্ডুশোফবিসর্পাণাং কুষ্ঠশ্বিত্রনভস্বতাম্ ॥ ৪ ॥
বাতাস্রস্যাবৃতানাং চ বন্ধ্যানাং গর্ভিণীরুজাম্।
সূতিকাবালরোগাণামুন্মাদেঽপস্মৃতাবপি ॥ ৫ ॥
নেত্ররোগে কর্ণরোগে নাসারোগাস্যরোগয়োঃ।
শিরঃসংজ্ঞাতরোগেষু ব্রণে ভঙ্গে ভগন্দরে ॥ ৬ ॥
গ্রন্থ্যাদৌ ক্ষুদ্ররোগেষু গুহ্যরোগে বিষেষু চ।
জরায়াস্ত্বনপত্যানাং বীজপোষণহেতবে ॥ ৭ ॥
পরিপাট্যানয়া সর্ব্বং রোগাণাং হি চিকিৎসিতম্।
রসলোহবিষৈরত্র যোগৈর্বক্ষ্যে যথাগমম্ ॥ ৮ ॥

জ্বর, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, হিক্কা, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়, অরোচক, প্রসেক (মুখস্রাব), বমি, হৃদ্রোগ, তৃষ্ণা, মদাত্যয়, অর্শঃ, উদাবর্ত্ত, অতিসার, গ্রহণী, প্রবাহিকা (আমাশয়রোগ), বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য, মূত্রকচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, সোমরোগ (বহুমূত্র), পিড়কা, বিদ্রধি, বৃদ্ধি (কোষবৃদ্ধি), গুল্ম, শূল, উদর, পাণ্ডু, শোথ, বিসর্প, কুষ্ঠ, শ্বিত্র (ধবল), গাত্রে পদ্মাকৃতি চিহ্ন, বাতব্যাধি, বাতরক্ত, বন্ধ্যা, গর্ভবেদনা, সূতিকা, বালরোগ, উন্মাদ, অপস্মার, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, শিরোরোগ, ব্রণ, ভগ্ন, ভগন্দর, গ্রন্থি, ক্ষুদ্ররোগ, গুহ্যরোগ ও বিষ রোগ, এই সমস্ত রোগের এবং জরানিবারণ ও সন্তানোৎপাদক বীজ পোষণের জন্য রস ধাতু ও বিষ ঘটিত যোগ সমূহ পরিপাটী-ক্রমে যথাশাস্ত্র বর্ণন করিব ॥ ১—৮

রোমাঞ্চকম্পৌ বদনে মধুত্ব-
মুজ্জৃম্ভণং মস্তকতোদদাহৌ।
বাতজ্বরস্যোক্তমিদং হি লক্ষ্ম
ভুক্তোত্তরঃ স্যাদ্যদি শশ্বদেব ॥ ৯ ॥

রোমাঞ্চ, কম্প, মুখে মধুরাস্বাদ, জৃম্ভা, মস্তকে সূচীবেধবৎ বেদনা ও দাহ এবং ভুক্ত পদার্থ পরিপাকের পর নিত্য জ্বরাগম, এই গুলি বাতজ্বরের লক্ষণ ॥ ৯

বিরেকশোষাস্যকটুত্বতীব্রতাপপ্রলাপভ্রমমূর্চ্ছনানি।
এতানি পিত্তজ্বরলক্ষণানি বমিঃ সতৃষ্ণাঙ্গবিদাহিতা চ ॥ ১০ ॥

বিরেচন, মুখশোষ, মুখের তিক্ততা, তীব্র সন্তাপ, প্রলাপ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, বমি, তৃষ্ণা ও অঙ্গদাহ এই সমস্ত পিত্তজ্বরের লক্ষণ ॥ ১০

কাসশ্বাসৌ মুখে জাড্যং মাধুর্য্যং বহুনিদ্রতা।
প্রস্বেদঃ স্বল্পদাহশ্চ শ্লেষ্মজ্বরলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥
মিশ্রিতং লক্ষণং যৎ তু দ্বয়োস্ত্রিষু ভবেচ্চ তৎ ॥ ১২ ॥

কাস, শ্বাস, মুখে মধুরাস্বাদ, দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য, ঘর্ম্ম ও অল্পদাহ এইগুলি শ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ। এই সমস্ত লক্ষণ মিশ্রিত ভাবে অর্থাৎ কতকগুলি বাতজ্বরের, কতকগুলি পিত্তজ্বরের ও কতকগুলি কফজ্বরের লক্ষণ এক সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, যে যে দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তদনুসারে তাহাকে দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ জ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে ॥ ১১—১২

অথ রসায়নান্যাহ।

ত্রৈলোক্যসুন্দররসঃ।

বিমর্দিতাভ্যাং রসগন্ধকাভ্যাং
নীরেণ কুর্য্যাদিহ গোলকং তম্।
ভাণ্ডে নবীনে বিনিবেশ্য পশ্চা-
ত্তদ্গোলকস্যোপরি তাম্রপাত্রম্ ॥ ১৩ ॥
সার্দ্ধং মুহূর্ত্তং বিনিরুধ্য ধীমান্
উদ্দীপয়েদ্দীপ্তকৃশানুনাস্য।
অধস্ততঃ সিধ্যতি পর্পটীযং
নবজ্বরারণ্যকৃশানুমেবঃ ॥ ১৪ ॥
বিলিপ্য পূর্ব্বং রসনাঞ্চ তালু-
দেশং চ সিন্ধূত্থবজীরকার্দ্রৈঃ।
বল্লোন্মিতাং চার্দ্রকতোয়মিশ্রা-
মেনাং নিযোজ্য স্থগয়েৎ পটেন ॥ ১৫ ॥
ঘর্ম্মোদ্গমো যাবদতঃপরঞ্চ
তক্রৌদনং পথ্যমিহ প্রযোজ্যম্।
কুর্য্যাদ্দিনানাং ত্রিতয়ং যদীত্থং
জ্বরস্য শঙ্কাঽপি তদা ভবেৎ কিম্ ॥ ১৬ ॥

পারদ ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে তাহা জলে মাড়িয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। সেই গোলক একটি নূতন ভাণ্ডে নিহিত করিয়া তাহার উপর একটি তাম্রপাত্র আচ্ছাদন দিয়া রুদ্ধ করিবে। অতঃপর সেই ভাণ্ডের তলদেশে দীপ্ত অগ্নির তাপ দিলে, গোলকটি গলিয়া পর্পটীর ন্যায় ভাণ্ডতলে পতিত রহিবে। এই পর্পটী নবজ্বররূপ অরণ্যের দাবানল-স্বরূপ। সৈন্ধব, জীরা ও আদার রস একত্র বাটিয়া প্রথমতঃ তদ্দ্বারা জিহ্বায় ও তালুদেশ প্রলিপ্ত করিবে। তৎপরে তিন রতি পরিমিত সেই পর্পটী আদার রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করিবে। সেবনান্তে গাত্রে একখানি বস্ত্র আচ্ছাদন দিতে হইবে। ঘর্ম্মনির্গম হইলে বস্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিতে পারিবেন। ঔষধ জীর্ণ হইলে তক্র (ঘোল) মিশ্রিত অন্ন পথ্য করিবে। এইরূপে তিন দিন ঔষধ সেবন করিলে, জ্বর বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং পুনর্ব্বার জ্বরাগমের আশঙ্কাও নিবারিত হয়। ইহার অপর নাম পর্পটীরস ॥ ১৩—১৬

ত্রৈলোক্যডুম্বুররসঃ।

সূতার্কগন্ধচপলাজয়পালতিক্তা-
পথ্যাত্রিবৃচ্চ বিষতিন্দুকজান্ সমাংশান্।
সংভাব্য বজ্রিপয়সা মধুনা ত্রিবল্ল-
স্ত্রৈলোক্যডুম্বুররসোঽভিনবজ্বরঘ্নঃ ॥ ১৭ ॥

পারদ, তাম্র, গন্ধক, পিপুল, জয়পাল, কটকী, হরীতকী, তেউড়ীমূল ও কুঁচিলা, সমুদায় সমভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সীজের আটার ভাবনা দিবে। এই ত্রৈলোক্যডুম্বুর রস তিন রতি পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে, নবজ্বর নিবারিত হয় ॥ ১৭

মেঘনাদরসঃ।

পাদাংশকংসাররবিঃ সমাংশ-
গন্ধো বিপক্কঃ স্বকষায়পিষ্টঃ।
রসঃ ক্রমান্মাষমিতশ্চলাদি-
জ্বরেষু নাম্না কিল মেঘনাদঃ ॥ ১৮ ॥

কাঁসা, পিত্তল ও তাম্র প্রত্যেক একভাগ ও তিনভাগ গন্ধকের সহিত পারদ মেঘনাদের

(কাঁটানটের) রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, গজপুটে পাক করিবে। যোগ্যতানুসারে এক মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই মেঘনাদ রস সেবন করিলে বাতজাদি সকল প্রকার জ্বরই প্রশমিত হয়॥ ১৮

জ্বরগজহরিরসঃ।

দরদজলদযুক্তং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধং
প্রহরমথ সুপিষ্টং বল্লযুগ্মং চ দদ্যাৎ।
জ্বরগজহরিসংজ্ঞং শৃঙ্গবেরোদকেন
প্রথমজনিতদাহে ক্ষীরভক্তেন ভোজ্যঃ॥ ১৯॥

হিঙ্গুল, অভ্র, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ; এই সমুদায় একত্র এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। দুই বল্ল অর্থাৎ চারি রতি পরিমাণে এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিবে ইহা জ্বররূপ-হস্তির সম্বন্ধে সিংহ-স্বরূপ। এই জ্বরগজহরি সেবনের পর দাহ উপস্থিত হইলে, দুগ্ধান্ন ভোজন করা আবশ্যক॥ ১৯

দীপিকারসঃ।

সন্তপ্তসীসভাগং চ পারদং গন্ধকং কণাম্।
সমভাগং পৃথক্‌কৃত্ব মেলয়েচ্চ যথাবিধি॥ ২০॥
জম্বীরস্য রসে সর্ব্বং মর্দ্দয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।
মেঘনাদকুমার্য্যোশ্চ রসে চাপি দিনত্রয়ম্॥ ২১॥
দিনদ্বয়মজামূত্রে গবাং মূত্রে দিনত্রয়ম্।
ভাবয়েচ্চ যথাযোগ্যং তস্মিন্নেতানি দাপয়েৎ॥ ২২॥
সৈন্ধবং চিত্রকং ভাগং সৌবর্চ্চলবণং তথা
তেন সংমেলনং কৃত্বা ভাবয়েচ্চ পুনঃ ক্রমাৎ।
অনেন বিধিনা সম্যক্‌সিদ্ধো ভবতি তদ্রসঃ॥ ২৩॥
শর্করাঘৃতসংযুক্তং দদ্যাদ্বল্লত্রয়ং রসম্।
গোধূমস্তোদনং পথ্যং মাষসূপং চ বাস্তুকম্॥ ২৪॥
ধাত্রীফলসমাযুক্তং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্।
দীপিকারস ইত্যেষ তন্ত্রজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৫॥

অগ্নিতপ্ত সীসক একভাগ, পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ ও পিপুল একভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য যথাবিধি একত্র মিশ্রিত করিয়া, তিনদিন কাল জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে কাঁটানটের রস ও ঘৃতকুমারীর রসের সহিত তিনদিন করিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। অতঃপর ছাগমূত্রের সহিত দুইদিন এবং গোমূত্রের সহিত তিনদিন মর্দ্দন করিবে এবং যথা-বিধি ভাবনা দিবে। পরিশেষে তাহাতে সৈন্ধব, চিতামূল ও সচল লবণ এক এক ভাগ নিক্ষেপ করিবে এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমূহের যথাক্রমে পুনর্ব্বার ভাবনা দিবে। এইরূপে দীপিকারস প্রস্তুত হইলে, উহা চারি রতি পরিমাণে ঘৃত ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে গোধূমের অন্ন (রুটী বা সুজী), মাষ কলাইয়ের যূষ, বাস্তুক (বেতো) শাক ও আমলকী ফল পথ্য প্রদান করিবে। এই দীপিকা রস সর্ব্বজ্বরনাশক বলিয়া তন্ত্রজ্ঞগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ২০—২৫

শীতভঞ্জী রসঃ।

পারদং রসকং তালং তুত্থং গন্ধকটঙ্কণম্।
সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্ল্যা দ্রবৈর্দিনম্॥ ২৬॥
মর্দ্দয়েত্তেন কল্কেন তাম্রপাত্রোদরং লিপেৎ।
অঙ্গুলার্দ্ধার্দ্ধমানেন সংপচেৎ সিকতাহ্বয়ে॥ ২৭॥
যন্ত্রে যাবৎ স্ফুটন্ত্যেব ব্রীহয়স্তস্য পৃষ্ঠতঃ।
ততঃ সুশীতলং গ্রাহ্যং তাম্রপাত্রোদরাত্ত্বচম্॥ ২৮॥
শীতভঞ্জী রসো নাম চূর্ণয়েন্মরিচৈঃ সমম্।
মাষৈকং পর্ণখণ্ডেন ভক্ষয়েন্নাশয়েজ্জ্বরম্॥ ২৯॥
ত্রিদিনৈর্বিষমং তীব্রমেকদ্বিত্রিচতুর্থকম্॥ ৩০॥

পারদ, রসক (ফটকিরি), হরিতাল, তুত্থক, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করেলাপত্রের রসের সহিত এক-দিন মর্দ্দন করিয়া,একটি তাম্রপাত্রের মধ্যে সিকি অঙ্গুল পুরু করিয়া সেই কল্ক লেপন করিবে। পরে সেই ঔষধ লিপ্ত তাম্রপাত্র বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। যন্ত্রের উপর ধান্য নিক্ষেপ করিলে যখন তাহা ফুটিয়া খই হইবে, সেই সময়ে পাক শেষ করিয়া, যন্ত্র অগ্নিজ্বাল হইতে

নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে তাম্রপাত্র-মধ্য হইতে সেই কল্ক দ্রব্য গ্রহণ করিবে এবং সমপরিমিত মরিচচূর্ণ সহ তাহা মিশ্রিত করিবে। এই শীতভঞ্জী রস একমাষা পরিমাণে একখণ্ড পর্ণপত্রের সহিত সেবন করিলে, তিনদিন মধ্যে তীব্র বিষম জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চতুর্থক জ্বর নিবারিত হয় ॥ ২৬-৩০

মৃতজীবনরসঃ ।

কুষ্মাণ্ডচূর্ণতিলক্কৈঃ প্রবিশুদ্ধতালং
গাঢ়ং বিমর্দ্দ্য সুষবীসলিলেন তুল্যম্ ।
সূতেন হিঙ্গুলভুবা সিকতাখ্যযন্ত্রে
গোলং বিধায় পরিবৃত্তকপালমধ্যে ॥ ৩১ ॥
পত্রেণ তং দিনপতেরপিধায় রুদ্ধা
সন্ধিং তয়োর্গুড়সুধাখটিকাশিবাভিঃ ।
বহ্নৌ পচেন্মৃদুনি চাত্র শিরঃস্থশালি-
বৈবর্ণ্যমাত্রমবধিং প্রবিধায় ধীমান্ ॥ ৩২ ॥
বল্লং ততঃ সুরসশিগ্রমমুষ্য দদ্যাৎ
সর্পিঃসিতাকণপয়ো মধু চানুপেয়ম্ ।
জেতুং জ্বরান্ প্রবিষমানিহ বান্তিশান্ত্যৈ
গোলৌ সুশীতলজলস্য দদীত ধারাম্ ॥ ৩৩ ॥
অথাময়াস্তং রসরাজমৌলী-
ভূষামণিং তং মৃতজীবনাখ্যম্ ।
সুধারসেনেব রসেন যেন
সঞ্জীবনং স্যাৎ সহসাতুরাণাম্ ॥ ৩৪ ॥

কুষ্মাণ্ডের জল, চূণের জল ও তিলের ক্বাথে ভিজাইয়া প্রথমতঃ হরিতাল শোধিত করিবে। পরে সেই হরিতাল ও হিঙ্গুলোত্থ পারদ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, উচ্ছেপাতার রসের সহিত গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। অতঃপর সেই গোলক আকন্দ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, গোলাকার কটোরার মধ্যে রুদ্ধ করিবে এবং সন্ধিস্থল গুড় চূণ খড়ি ও হরীতকী চূর্ণ দ্বারা রুদ্ধ করিবে। পরিশেষে মৃদু অগ্নিজ্বালে বালুকাযন্ত্রে ইহা পাক করিতে হইবে। বালুকাযন্ত্রের উপর ধান্য নিক্ষেপ করিলে, যখন তাহা বিবর্ণ হইবে, তখনই পাক শেষ করিয়া অগ্নিজ্বাল হইতে নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া, উহা তুলসী পাতার রসের সহিত তিন রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। ঘৃত, চিনি, পিপুলচূর্ণ, দুগ্ধ ও মধু এই সকল দ্রব্য অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে এই ঔষধ সেবন করিলে বিষম জ্বর সমূহ নিবারিত হয়। ইহা সেবনের পর বমি হইলে, মস্তকে শীতল জলের ধারা দিতে হইবে। এই মৃতজীবন রস সমুদায় রসের শীর্ষস্থানীয়। ইহা অমৃতের ন্যায় সহসা রোগিদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে ॥ ৩১—৩৪

শীতভঞ্জী রসঃ ।

সূততালশিলাস্তুল্যা মর্দ্দয়েৎ কর্কটীরসে ।
তাম্রপাত্রে বিনিক্ষিপ্য তৎ কল্কং কজ্জলীকৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
বিপচেদ্বালুকাযন্ত্রে যথোক্তবিধিনা ততঃ ।
দদ্যান্মরিচচূর্ণেন মাষমাত্রং ভিষগ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রপিবেদুষ্ণতোয়স্য চুলুকং শীতকজ্বরে ।
শীতভঞ্জী ততঃ সোঽয়ং শীতজ্বরনিবারণঃ ॥ ৩৭ ॥

পারদ, হরিতাল ও মনঃশিলা, প্রত্যেক সমভাগ; একত্র কাঁকুড়ের পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেই কজ্জলীবৎ কল্ক তাম্রপাত্রে লেপন করিবে। তৎপরে তাহা বালুকাযন্ত্রে যথাবিধি পাক করিবে। এই ঔষধ মরিচ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, এক মাষা পরিমাণে শীতজ্বরে চিকিৎসক প্রয়োগ করিবেন। এক গণ্ডূষ গরম জলের সহিত ইহা সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ শীতজ্বরনিবারক, এই জন্য ইহা শীতভঞ্জী নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫—৩৭

বৃদ্ধজ্বরাঙ্কুশঃ ।

রসহিঙ্গুলজৈপালৈর্বৃদ্ধ্যা দন্ত্যম্বুমর্দ্দিতৈঃ ।
দিনার্দ্ধেন জ্বরং হন্যাদ্গুঞ্জৈকং সিতয়া সহ ॥ ৩৮ ॥

পারদ একভাগ, হিঙ্গুল দুইভাগ, এবং জয়পাল তিনভাগ; একত্র দন্তীর ক্বাথের সহিত

অর্দ্ধদিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। একরতি পরিমাণে এই ঔষধ চিনির সহিত সেবন করিলে জ্বর নাশ হয়। (কেহ কেহ ইহাকে হিঙ্গুলেশ্বর নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৮

মহাজ্বরাঙ্কুশঃ।

শুদ্ধং সূতং বিষং গন্ধং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমম্।
চতুর্ভিশ্চ সমং ব্যোষং চূর্ণীকৃত্য নিধাপয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
দন্তভাণ্ডেঽথবা শার্ঙ্গে কাষ্ঠে নৈব কদাচন।
বাতশ্লেষ্মজ্বরে দেয়ং দ্বন্দ্বজে বা ত্রিদোষজে ॥ ৪০ ॥
রসেন শৃঙ্গবেরস্য জম্বীরস্যাথবা পুনঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং চ জীর্ণেঽস্মিন্ দধিভক্তং প্রযোজয়েৎ ॥ ৪১ ॥
একদ্বিত্রিদিনৈর্হন্যাজ্জ্বরান্ দোষক্রমেণ তু।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম রসোঽয়ং শম্ভুনোদিতঃ ॥ ৪২ ॥

শোধিত পারদ একভাগ, মিঠাবিষ একভাগ, গন্ধক একভাগ, ধুতুরাবীজ তিনভাগ, ত্রিকটু চারিভাগ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া হস্তিদন্ত অথবা মহিষ শৃঙ্গের পাত্রে রাখিয়া দিবে; কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে কদাচ রাখিবে না। এই ঔষধ আদার রসের সহিত অথবা জামীরের রসের সহিত দুই রাত পরিমাণে বাতশ্লেষ্মজ্বরে, দ্বন্দ্বজজ্বরে ও ত্রিদোষজ জ্বরে প্রয়োগ করিলে, দোষের বলানুসারে এক দুই বা তিন দিন মধ্যে জ্বর নিবারিত হয়। এই ঔষধের নাম মহাজ্বরাঙ্কুশ। স্বয়ং শম্ভু এই ঔষধ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঔষধ জীর্ণ হইলে দধি মিশ্রিত অন্ন ভোজন করা আবশ্যক ॥ ৩৯—৪২

মৃত্যুঞ্জয়ঃ।

তালং তাম্ররজো রসশ্চ গগনং গন্ধশ্চ জৈপালকং
দীনারপ্রমিতং তদর্দ্ধমুদিতং টঙ্কং শিলা মাক্ষিকম্।
দীনারদ্বিতয়ং বিষস্য শিখিনঃ পিষ্ট্বা রসৈঃ পাচিতো
যশ্চিন্তামণিবজ্জ্বরৌঘবিজয়ী নাম্না তু মৃত্যুঞ্জয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

হরিতাল, তাম্রভস্ম, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও জয়পালবীজ, প্রত্যেক চারি মাষা, সোহাগা, মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক দুই মাষা; এবং মিঠা বিষ আট মাষা; এই সকল দ্রব্য অপামার্গের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই মৃত্যুঞ্জয় রস চিন্তামণির ন্যায় জ্বরসমূহ-বিনাশক ॥ ৪৩

সর্ব্বজ্বরারিঃ।

তালং তাম্রময়োরজশ্চ চপলাতুত্থাভ্রকং কান্তকং
নাগং স্যাচ্চ সমাংশকং সুমুদিতং মূলং চ পৌনর্নবম্।
ভৃঙ্গীকাসহরীপুনর্নবমহামন্দারপত্রোদ্ভবৈঃ
কল্কং বালুকাযন্ত্রপাচিতমিদং সর্ব্বজ্বরস্যান্তকৃৎ ॥ ৪৪ ॥

হরিতাল, তাম্রভস্ম, লৌহভস্ম, পিপুল, তুঁতে, অভ্রভস্ম, কান্তলৌহ, সীসক ও পুনর্নবার মূল, প্রত্যেক সমভাগ; এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া, ভৃঙ্গরাজ, কণ্টকারী, গোরক্ষচাকুলে ও মান্দার পত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে সেই কল্ক তাম্রপাত্রে লিপ্ত করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এই সর্ব্বজ্বরারি রস সকল প্রকার জ্বর-নিবারক ॥ ৪৪

চন্দ্রসূর্য্যনামরসঃ।

তুত্থেন তুল্যঃ শিবজশ্চ গন্ধো
জম্বীরনীরেণ বিমর্দ্দনীয়ঃ।
দিনত্রয়ং মেলয় তেন তুল্যং
ব্যোষং ততঃ সিধ্যতি চন্দ্রসূর্য্যঃ ॥ ৪৫ ॥
বল্লো বিজেতুং বিষমাবলম্বি
দলেন দেয়ো ভুজগাখ্যবল্ল্যাঃ।
দুগ্ধং হিতং স্যাদিহ শৃঙ্গবের-
রসেন শৈত্যেষু স সেবনীয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
তক্রং সগর্ভাজ্বরশূলয়োস্তু
দ্রাক্ষাম্বুনা পথ্যমনন্তরোক্তম্
রোধং বরায়াঃ সলিলেন শূলং
জম্বীরনীরেণ বরাজলেন ॥ ৪৭ ॥
অপস্মৃতাবত্র নিযোজনীয়-
মভ্যঞ্জনং নিম্বপয়োভবাভ্যাম্।
ঘৃতৌদনং স্যাদিহ ভোজনায়
জম্বীরনীরেণ নিহন্তি গুল্মম্ ॥ ৪৮ ॥

হিঙ্গু, শ্লিকানিম্বুরসেন দেয়ং
প্লীহোদরে স্যাদিহ তক্রভক্তঃ।
শুক্রস্তম্ভার্থমস্মিন্ সসিতং পয়ঃ স্যাৎ
গুড়ো নিযোজ্যো বমনপ্রশান্ত্যৈ ॥ ৪৯ ॥

তুত্থক, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জামীরের রসের সহিত তিনদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে সমষ্টির সমপরিমিত ত্রিকটু চূর্ণ তাহার সহিত মিলিত করিলেই চন্দ্রসূর্য্য নামক রস প্রস্তুত হইবে। তিন রতি মাত্রায় এই ঔষধ পানপত্রের সহিত বিষমজ্বরে সেবন করাইবে। অনুপান—দুগ্ধ। শৈত্যজ্বরে আদার রসের সহিত সেবন করাইবে। গর্ভিণীর জ্বরে তক্রের সহিত সেবন করাইয়া দ্রাক্ষার পানার সহিত পথ্য প্রদান করিবে। ত্রিফলার জলের সহিত সেবন করাইলে মল-মূত্রাদির রোধ এবং জামীরের রস অথবা ত্রিফলার জলের সহিত সেবনে শূল নিবারিত হয়। অপস্মার রোগে এই ঔষধ নিমপত্রের রস ও ঘৃতের সহিত সেবন করাইয়া, সর্ব্বাঙ্গে তৈলাভ্যঙ্গ করাইবে এবং ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। জামীরের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। প্লীহোদরে হিং, তেঁতুলের রস ও লেবুর রসের সহিত সেবন করাইয়া ঘোলের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। শুক্রস্তম্ভনের জন্য দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনে বমন হইলে, তাহার শান্তিজন্য গুড় সেবন করাইতে হইবে ॥ ৪৫—৪৯

(অশীতির্যস্য বর্ষাণি বস্তুবর্ষাণি যস্য বা।
বিষং তস্য ন দাতব্যং দত্তং চেদ্দোষদায়কম্॥ ৫০ ॥

ইতি ক্ষেপকঃ।

যে সকল ব্যক্তির বয়স অশীতি বৎসরের অধিক অথবা যে সকল বালকের বয়স আট বৎসরের কম, তাহাদিগকে বিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। ঐরূপ ঔষধ সেবনে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে ॥ ৫০　প্রক্ষিপ্ত)

উমাপ্রসাদনো রসঃ।

মেষপারদবৈগন্ধবিষব্যোষপটূনি চ।
জীরকদ্বয়মেতানি সমভাগানি কারয়েৎ ॥ ৫১ ॥
সিন্দুবাররসেনাপি লশুনস্য রসেন চ।
অপামার্গরসেনাপি সপ্তরাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ ॥ ৫২ ॥
তৎপক্বং বালুকাযন্ত্রে গুঞ্জামাত্রং প্রযোজয়েৎ।
সনাগবল্লীমরিচং ততঃ শীতাম্বু পায়য়েৎ ॥ ৫৩ ॥
উমাপ্রসাদনো নাম রসঃ শীতজ্বরাপহঃ।
চাতুর্থিকং ত্রিরাত্রং বা নাশয়েৎ কিমুতাপরান্ ॥ ৫৪ ॥

অভ্র, পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, সৈন্ধব-লবণ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক সমভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দার রস, লশুনের রস ও অপামার্গের রসের সহিত সাতদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া, একরতি মাত্রায় উহা পানের রস ও মরিচচূর্ণের সহিত সেবন করাইবে; এবং শীতল জল অনুপান করাইবে। এই উমাপ্রসাদন নামক রস শীতজ্বরনাশক। ইহা সেবনে উৎকট চাতুর্থক জ্বরও তিনদিন মধ্যে নিবারিত হয়; অন্য জ্বরের কথা আর কি বলিব ॥ ৫১—৫৪

জ্বরাঙ্কুশরসঃ।

টঙ্কণং রসগন্ধৌ চ সমভাগান্ প্রকল্পয়েৎ।
নেপালং দ্বিগুণং দত্বা মর্দ্দয়েৎ খল্লমধ্যতঃ ॥ ৫৫ ॥
শ্লক্ষ্ণতাং যাতি তদ্ যাবৎ তাবৎ তৎ মর্দ্দয়েৎ শনৈঃ।
সৈন্ধবং মরিচং শঙ্খং চিঞ্চাক্ষারং সমাক্ষিকম্ ॥৫৬॥
তুল্যমেতৎ ত্রয়ং কৃত্বা নিম্বুতোয়েন মর্দ্দয়েৎ।
চণপ্রমাণবটকান্ ভক্ষয়েচ্চ দিনত্রয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্।
সর্ব্বজ্বরবিনাশায় জ্বরাঙ্কুশ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৮ ॥

সোহাগা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক এক-ভাগ, তাম্র-ভস্ম দুইভাগ; একত্র খলে মর্দ্দন করিবে। মসৃণ চূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা মর্দ্দন করা আবশ্যক। তৎপরে সৈন্ধব,

মরিচ, শঙ্খভস্ম, তেঁতুলের ক্ষার ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমস্ত দ্রব্য এক এক ভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক চণক পরিমিত বটিকা করিবে। এই বটিকা উপযুক্ত অনুপানের সহিত তিনদিন সেবন করিলে ঐকাহিক দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চতুর্থক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা জ্বরাঙ্কুশ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫৫—৫৮

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরচিন্তামণিরসঃ।

অভ্রকং গন্ধকং সূতং তোলৈকৈকং পৃথক্ পৃথক্।
গৃহীত্বা বিষতোলার্দ্ধং তোলার্দ্ধং তিন্তিরীফলম্ ॥ ৫৯ ॥
এতৎ সর্ব্বং সমং কৃত্বা মর্দ্দয়েৎ খল্লমধ্যতঃ।
শ্লক্ষ্ণতাং যাতি তদ্যাবত্তাবৎ সংমর্দ্দয়েচ্ছনৈঃ ॥ ৬০ ॥
বিস্তারে পরিণাহে চ গর্ত্তাং কৃত্বা ষড়ঙ্গুলাম্।
ফণিবল্লীদলাজ্যন্তর্গর্ত্তায়াং প্রক্ষিপেন্নরঃ ॥ ৬১ ॥
পর্ণেষু সূতকল্কং তং গর্ত্তায়াং স্থাপয়েদ্দৃঢ়ম্।
কল্কাদুপরি তৎপর্ণৈর্গর্ত্তাবক্ত্রং প্রপূরয়েৎ ॥ ৬২ ॥
গর্ত্তায়াং তু ততো দেয়ং পুটমারণ্যকোৎপলৈঃ।
স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা সমাকর্ষেত্ততঃপরম্ ॥ ৬৩ ॥
সূতলিপ্তদলৈঃ সার্দ্ধং কল্কং খল্বে বিমর্দ্দয়েৎ।
তোলার্দ্ধমমৃতং ক্ষিপ্ত্বা তোলার্দ্ধং তিন্তিরীফলম্ ॥৬৪॥
স্থাপয়েৎ খল্বিতং কল্কং যোজয়েৎ গুঞ্জমাত্রয়া।
শৃঙ্গবেরাম্ভসা যুক্তং তীক্ষ্ণচিত্রকসৈন্ধবৈঃ ॥ ৬৫ ॥
সন্নিপাতে তথা বাতে ত্রিদোষে বিষমজ্বরে।
অগ্নিমান্দ্যে গ্রহণ্যাং চ তথা দেয়োঽতিসারিণি ॥৬৬ ॥
ভোজনং দধিভক্তং চ রসেঽস্মিন্ সংপ্রযোজয়েৎ।
ব্যাধ্যাদিকং যদা কুর্য্যাদুদকং ঢালয়েত্ততঃ ॥ ৬৭ ॥
এষ যোগবরঃ শ্রীমান্ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ।
চিন্তামণিরিতি খ্যাতো রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ ॥ ৬৮ ॥

অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক একতোলা, মিঠাবিষ অর্দ্ধতোলা, জয়পালবীজ অর্দ্ধ-তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য খলে ফেলিয়া মসৃণ না হওয়া পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেই কল্ক কতকগুলি পর্ণপত্রে লেপন করিবে। অতঃপর ছয় অঙ্গুলি বিস্তৃত ও ছয় অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট একটি গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে ঐ ঔষধ লিপ্ত পর্ণপত্র স্থাপন করিবে এবং অপর কতকগুলি পর্ণপত্র দ্বারা গর্ত্তের মুখ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। গর্ত্তের উপরে বনঘুঁটের অগ্নি জ্বালিয়া সেই ঔষধ পুটপাক করিতে হইবে। আপনা হইতে শীতল হইলে, গর্ত্ত হইতে ঔষধ লিপ্ত দগ্ধ পর্ণপত্র গুলি সংগ্রহ করিয়া, খলে তাহা চূর্ণ করিয়া লইবে; এবং তাহার সহিত মিঠাবিষ অর্দ্ধতোলা ও জয়পালবীজ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। একরত্তি পরিমাণে এই ঔষধ আদার রস এবং সর্ষপ, চিতামূল ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশাইয়া সন্নিপাত জ্বরে, বাতজ্বরে, ত্রিদোষজ ও বিষমজ্বরে এবং অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও অতিসার রোগে প্রয়োগ করিবে। তৎপরে দাধসহ অন্ন ভোজন করিতে দিবে। কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, মস্তকে শীতল জলধারা প্রদান করিবে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিন্তামণি রস সমুদায় যোগাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; এবং ইহা প্রাণিগণের প্রাণ-প্রদ ॥ ৫৯—৬৮

লোকনাথগুটিকা।

সূতেন্দ্রং পরিমর্দ্দ্য পঞ্চপটুভিঃ ক্ষারৈস্ত্রিভিস্তং ততঃ
পিণ্ডে হিঙ্গুমহৌষধাসুরিময়ে সংস্বেদ্য ধান্যোদকে।
নির্গুণ্ড্যমৃতাশমন্থতিলপর্ণ্যগ্নার্তভৃঙ্গার্দ্রক-
কামাতাগিরিকর্ণিকাপ্রবদলাপঞ্চাঙ্গুলোত্থৈর্জ্জলৈঃ ॥ ৬৯ ॥
সূতেন্দ্রেণ সমৈর্বিমর্দ্দ্য সহজৈঃ পিত্তৈস্ততো ভাবয়েৎ
দংষ্ট্রিচ্ছাগলুলাপমৎস্যশিখিনাং সা সন্নিপাতান্ জয়েৎ।
বিখ্যাতা ভুবি লোকনাথগুটিকা মারীচমাত্রা স্থিতা
স্বাদস্তাঃ সহিতং দধীন্দুশকলং বীর্য্যং ভবেচ্ছীতলৈঃ ॥৭০॥

প্রথমতঃ পঞ্চ লবণ অর্থাৎ সৈন্ধব, সচল, বিট্, পাঙ্গা ও করকচ এই পাঁচপ্রকার লবণ এবং তিন প্রকার ক্ষার অর্থাৎ যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগা, এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া একটি পিণ্ড করিবে এবং সেই পিণ্ডটি হিং শুঁঠ ও রাই সর্ষপ মিশ্রিত কাঁজিতে দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিতে

হইবে। তৎপরে পারদের সমপরিমিত নিসিন্দার রস, চিতামূল, গণিয়ারি, তিলপর্ণী, ধুতুরা, ভৃঙ্গরাজ, আদা, কামাতা (পরগাছা), অপরাজিতা, কৈবর্ত্তমুস্তক (কেওট মুতা), পান ও এরণ্ডমূলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে বন্যশূকর, ছাগ, মহিষ, রোহিত মৎস্য ও ময়ূরের পিত্তের যথাক্রমে ভাবনা দিবে। যথাকালে মরিচ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া, উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয়। ইহা লোকনাথ গুটিকা নামে পরিচিত। এই ঔষধ সেবনের পরে দধি, ইক্ষুখণ্ড ও শীতলদ্রব্য সেবন করিলে, ইহার বীর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৬৯।৭০

সূচিকাভরণো রসঃ।

বজ্রবৈক্রান্তয়োর্ভস্ম প্রত্যেকং নিষ্কসম্মিতম্
শৃঙ্গী বিষং ত্রিনিষ্কঞ্চ ত্রীণিষ্কং চুলকং পটু॥ ৭১॥
পঞ্চনিষ্কং চাগ্নিজারশ্চ সর্ব্বসমকং মেলয়েৎ
ত্রিদিনং ভস্মনাসা মর্দ্দয়েৎ ... ॥ ৭২॥
শার্ঙ্গষ্ঠাদিবর্গস্য ক্ষারনীরৈঃ ভাবয়েৎ
ত্রয়োবিংশতিবারাণি মর্দ্দয়েচ্চ বিশোষয়েৎ॥ ৭৩॥
ততো বিমর্দ্দ্য নবমং দন্তপাত্রগতং চরেৎ।
মৃতসঞ্জীবনো হ্যেষ সূচিকাভরণো রসঃ॥ ৭৪॥

হীরক ভস্ম ও বৈক্রান্ত ভস্ম প্রত্যেক একনিষ্ক (চারিমাষা), শৃঙ্গীবিষ তিননিষ্ক, চুলকালবণ তিন নিষ্ক, অগ্নিজার (ঔষধি বিশেষ) পাঁচ নিষ্ক, সর্ব্বসমষ্টির সমান পারদভস্ম (রসসিন্দূর); এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া তিনদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে শার্ঙ্গষ্ঠাদি বর্গের ক্ষার জল দ্বারা ত্রয়োবিংশতি বার ভাবনা দিবে ও মর্দ্দন করিবে। শুষ্ক করিয়া আর এক দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক দন্তনির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার নাম মৃতসঞ্জীবন অথবা সূচিকাভরণ রস॥ ৭১—৭৪

সন্নিপাতেন তীব্রেণ মুমূর্ষোর্ভূগতস্য চ।
তালুনি প্রচ্ছয়িত্বা রসমেনং বিনিক্ষিপেৎ॥ ৭৫॥
সূচ্যাতিসূক্ষ্ময়া তোয়ভিন্নয়াহতিপ্রসত্বরঃ।
ততস্তৈলেন তং লিপ্ত্বা নিবাতে সংনিবেশয়েৎ॥ ৭৬॥
ততোঽর্দ্ধপ্রহরাদূর্দ্ধং মুক্তমূত্রপুরীষকম্।
লব্ধসংজ্ঞং প্রতাপাঢ্যং দোলয়ন্তং শিরো মুহুঃ॥ ৭৭॥
আয়ুষ্মন্তং বিজানীয়াদন্যথা চান্যথা খলু॥ ৭৮॥

তীব্র সন্নিপাতজ্বরে রোগী মুমূর্ষু হইলে, এই রস প্রয়োগ করিতে হয়। রোগির তালুদেশে অতিসূক্ষ্ম সূচীদ্বারা ছিদ্র করিয়া, সেই ছিদ্র স্থানে এই রস জল মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে এবং রোগীকে তৈল মাখাইয়া বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত রাখিবে। অর্দ্ধপ্রহরকাল অপগত হইলে, রোগী মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া সংজ্ঞালাভ করে, বারংবার মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে, এবং তাহার গাত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে জীবিত হয়; ইহার অন্যথা ঘটিলে, রোগির জীবন রক্ষা হয় না॥ ৭৫—৭৮

ততঃ শীতাম্বুসম্পূর্ণে কটাহে তং নিবেশয়েৎ।
তত্র চোৎকথিতং তোয়মপনীয়াপরং ক্ষিপেৎ।
যাচমানমমুং পশ্চাৎ পায়য়েৎ সসিতং পয়ঃ॥ ৭৯॥
দধি বা সিতয়োপেতং নারিকেলজলং তথা।
রম্ভাফলানি দদ্যাচ্চ ম্রিয়তে সোঽন্যথা নরঃ॥ ৮০॥
লব্ধসংজ্ঞং প্রভাষন্তং যাচমানং ফলাদিকম্।
তস্মাদাকৃষ্য তৈলাক্তং তৈলং পিষ্টেনাপনীয় চ॥ ৮১॥
লেপয়েৎ কর্পূরৈরাপাদতলমস্তকম্।
ইত্যাদিশিশিরদ্রব্যৈঃ সম্ভবাদুপচারয়েৎ॥ ৮২॥

অতঃপর শীতল জল পূর্ণ কটাহে তাহাকে বসাইবে, এবং কটাহের জল উত্তপ্ত হইলেই সেই জল পরিবর্তন করিয়া অন্য শীতল জল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। রোগী কিছু আহার করিতে চাহিলে তাহাকে চিনির পানা বা চিনিমিশ্রিত দধি অথবা ডাবের জল পান করিতে এবং পক্ব কদলীফল ভোজন করিতে দিবে। এইরূপ পথ্যাদি না দিলে, তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। রোগী সংজ্ঞালাভ করিয়া এবং কথা কহিয়া যখন ফলাদি আহার প্রার্থনা করিবে, তখন তাহাকে কটাহ হইতে উত্তোলন করিয়া তণ্ডুলাদিচূর্ণ দ্বারা তাহার তৈল অপনোদন করিবে এবং আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গে কর্পূর চন্দন

লেপন করিবে। সাতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ শীতলোপচার করিতে হইবে ॥ ৭৯—৮২

কর্ণাক্ষিনাসিকাবক্তে ক্ষিপেৎ পোতাশ্রয়ং মুহুঃ।
অষ্টমেঽহনি সংপ্রাপ্তে দর্দ্দুরীমূলজং রসম্ ॥ ৮৩ ॥
সসিতং পায়য়েদ্বেগমবতারয়িতুং রসম্।
বেগেঽবতারিতে পশ্চাদ্যথেষ্টং ভোজনং দধি ॥ ৮৪ ॥
শ্বাসোচ্ছ্বাসযুতং চান্যৈর্মুক্তজীবনলক্ষণৈঃ।
কটাহে জলসংপূর্ণে নিক্ষিপেদ্বোধলব্ধয়ে ॥ ৮৫ ॥
লব্ধবোধং সমাকৃষ্য পূর্ব্ববৎ সমুপাচরেৎ।
জীবিত্বা যাবদায়ুষ্যং ম্রিয়তে দিনান্তরম্ ॥ ৮৬ ॥

অষ্টমদিবসে রোগির কর্ণ, নেত্র, নাসিকা ও মুখে পুনর্ব্বার রস দিবে এবং সেই রস চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। ইহাতে ঔষধবেগ উপশমিত হইবে। বেগ উপশমিত হইলে, দধিমিশ্রিত অন্ন যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিতে দিবে। যে মুমূর্ষুর অন্যান্য জীবন লক্ষণ বিনষ্ট হইয়া, কেবল শ্বাস প্রশ্বাস মাত্র অবশেষ থাকে, তাহাকেও এই ঔষধ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রয়োগ করিয়া, সংজ্ঞালাভের জন্য জলপূর্ণ কটাহে উপবেশন করাইবে। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে কটাহ হইতে উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ববৎ শীতল উপচার করিবে। এইরূপে এই ঔষধ দ্বারা রোগী জীবন লাভ করিলে, নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃকাল সুস্থশরীরে জীবিত থাকিয়া যথাকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৩—৮৬

সন্নিপাতে মহাঘোরে মজ্জন্তং মৃত্যুসাগরে।
উদ্ধরেত্তস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মাপ্যন্তং ন বিন্দতি ॥ ৮৭ ॥
সন্নিপাতমহামৃত্যুভয়নির্ম্মুক্তমানবঃ।
অপি সর্ব্বস্বদানেন প্রাণাচার্য্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৮৮ ॥
অন্যথা নরকে তাবদ্যাবৎ কল্পবিকল্পনা।
ইত্যাজ্ঞা শাঙ্করী জ্ঞেয়া শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৮৯ ॥
প্রকাশ্যা নৈব কর্ত্তব্যা রসোত্তরণমূলিকা।
শাস্ত্রং বিনা প্রযচ্ছন্তে মন্দা বিত্তাভিকাঙ্ক্ষয়া।
গুরুপ্রসাদমাসাদ্য সন্নিপাতে প্রযুজ্যতাম্ ॥ ৯০ ॥

সন্নিপাতরূপ মহাঘোর মৃত্যুসাগরে যাহারা নিমগ্ন হইতেছে, তাহাদিগকে যে চিকিৎসক উদ্ধার করেন, ব্রহ্মাও তাঁহার ধর্ম্মের ইয়ত্তা করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি সন্নিপাতাক্রান্ত হইয়া মহামৃত্যুভয় হইতে মুক্তি লাভ করে, সর্ব্বস্বদান করিয়াও তাহার সেই প্রাণাচার্য্য চিকিৎসকের সন্তোষ সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে সেই ব্যক্তিকে যাবৎ কল্প নরক ভোগ করিতে হয়। শঙ্করী দেবীর এই আদেশ স্বয়ং শম্ভুদেব কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই রস প্রয়োগ দ্বারা রোগির রক্ষামূলক বিষয় সাধারণে প্রকাশ করা উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে, নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণও শাস্ত্রজ্ঞানলাভে চেষ্টা না করিয়াই, অর্থলোভে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে। গুরুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া, অর্থাৎ গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া এই ঔষধ সন্নিপাত রোগে প্রয়োগ করা উচিত ॥ ৮৭—৯০

শাঙ্গর্ষ্টা চ তথা ব্যাঘ্রী কণ্টকারী তিলপর্ণিকা ॥ ৯১ ॥
ইন্দ্রবারুণিকা মুস্তা হরিদ্রাঙ্কোলমূলিকা।
অপামার্গঃ কণা স্বর্ণং কটুতুম্বী চ হিঙ্গিড়ী ॥
শাঙ্গর্ষ্টাদিকবর্গোঽয়ং সন্নিপাতহরঃ পরম্ ॥ ৯২ ॥

শাঙ্গর্ষ্টা (কাকজঙ্ঘা), কণ্টকারী, বংশাঙ্কুর, তিলপর্ণী, বাখালশশা, মুতা, হরিদ্রা, আঁকোড়-মূল, অপামার্গ, পিপুল, কনকধুতুরা, তিতলাউ ও তেঁতুল এই কয়েকটি দ্রব্য শাঙ্গর্ষ্টাদিবর্গ মধ্যে পরিগণিত। ইহা সন্নিপাত নাশক ॥ ৯১ ৯২

সূচীমুখো রসঃ।

সূতং গন্ধকতালকং মণিশিলাং তাপ্যং লবং তুত্থকং
জৈপালং বিষটঙ্কণং মধুফলং কৃত্বা সমাংশং দৃঢ়ম্।
কৃত্বা কজ্জলিকাং বিমোক্ষণফণৈঃ পিত্তৈশ্চ সংভাবয়েৎ
ক্ষিপ্ত্বা সীসককূপিকে রসবরং সূচীমুখং নামতঃ ॥ ৯৩ ॥
ব্রহ্মদ্বারি বিকীর্ণলোহিতলবে গুঞ্জৈকমাত্রং দদেৎ
দত্ত্বা সংপুটবদ্ধতন্দ্রিকধনুর্ব্বাতে সশাখাহিমে।
কাসং শ্বাসমরোচকং প্রলপনং কম্পং চ হিক্কাতুরঃ
মূকত্বং বধিরত্বমুন্মদমপস্মারং জয়েত্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯৪ ॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, স্বর্ণ-মাক্ষিক, জায়ফল, তুত্থক, জয়পাল, মিঠাবিষ, সোহাগা ও বৈঁচফল প্রত্যেক সমভাগ; অগ্রে পারদ ও গন্ধক একত্র দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে সমুদায় দ্রব্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে (১ভাগ) সর্প-বিষ মিশ্রিত করিয়া পঞ্চ পিত্ত (ছাগ, বরাহ,

মহিষ, রোহিত মৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত) দ্বারা ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে, সীসকের কূপীমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। এই ঔষধের নাম সূচীমুখ রস। ব্রহ্মরন্ধ্র সূচীবিদ্ধ করিয়া সেই রক্তাক্তছিদ্রস্থানে একরতি পরিমিত এই ঔষধ লেপন করিবে। ইহাদ্বারা নিমীলিত-নেত্র ও তন্দ্রাপীড়িত মুমূর্ষু সন্নিপাত রোগির জীবন রক্ষা হয় এবং ধনুঃস্তম্ভ, হস্ত-পদাদির শীতলতা, কাস, শ্বাস, অরুচি, প্রলাপ, কম্প, হিক্কা, মূকত্ব, বধিরতা, উন্মাদ ও অপস্মার তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৯৩।৯৪

সন্নিপাতগজাঙ্কুশঃ।

রসগন্ধকতাম্রাভ্রং লাঙ্গলীবহ্নিরামঠম্ ।
বন্ধ্যা পটোলনির্গুণ্ডী সুগন্ধা নিম্বপল্লবা ॥ ৯৫ ॥
[illegible]ক্ষারত্রয়ং ক্ষেড়ুবোলো ধুস্তুরতন্দুলৈঃ ।
শৃঙ্গীমধুকসারঞ্চ জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ ॥ ৯৬ ॥
গুঞ্জাব্ধি নিষ্কমানেন বটিকা সা নিযচ্ছতি ।
সস্বেদদাহাভিন্যাস সন্নিপাতগজাঙ্কুশঃ ॥ ৯৭ ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, ঈশলাঙ্গলা, চিতামূল, হিঙ্গু; বন্ধ্যাকর্কোটকী, পটোলপত্র, নিসিন্দাপত্র, সুগন্ধা (তুলসীবিশেষ), নিমপাতা, আকনাদি, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, ক্ষেঁড় (করবীর মূল), গন্ধবোল, ধুতুরা, নটে শাক, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মউলসার, এই সকল দ্রব্য জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া চারিমাসা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটিকা স্বেদ দাহযুক্ত অভিন্যাস জ্বর নাশ করে। ইহা সন্নিপাতরূপ গজের অঙ্কুশস্বরূপ ॥ ৯৫—৯৭

চাতুর্থিকহরো রসঃ।

সসারা বৈধবীসেনা অচলা কাদিকং কণা ।
রাগরুদ্রোপলোপেতা প্রৌঢ়া মস্তকশালিনী ॥ ৯৮ ॥ *

* সসারা পারদোপেতা বৈধবীসেনা হরিতালং, অচলা মনঃশিলা, কাদিক কারবল্লীরসঃ, রাগস্তাম্রপাত্রম্, রুদ্রাণ্যাভিবালুকাভিঃ, প্রৌঢ়া মস্তকশালিনী শালি-স্ফুটনমাত্র ইত্যর্থঃ।

ত্রিভাগং তালকং বিদ্যাদেকভাগং তু পারদম্ ।
তদর্দ্ধং গন্ধকং চৈব তদর্দ্ধং তু মনঃশিলা ॥ ৯৯ ॥
কারবল্লীদলরসৈর্ম্মর্দ্দয়েৎ প্রহরত্রয়ম্ ।
পাচিতো বালুকাযন্ত্রে চাতুর্থিকনিবারণঃ ॥ ১০০ ॥

তিনভাগ হরিতাল, একভাগ পারদ, অর্দ্ধভাগ গন্ধক ও গন্ধকের অর্দ্ধাংশ মনঃশিলা; এই সকল দ্রব্য একত্র করোলাপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া, তিন প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। বালুকাযন্ত্রের উপর ধান্য নিক্ষেপ করিলে, যখন তাহা ফুটিয়া খই হইবে, তখন তাহার পাক শেষ করিতে হইবে। এই ঔষধ চাতুর্থিক জ্বরনিবারক ॥ ৯৮।১০০

চাতুর্থিকগজাঙ্কুশঃ।

সূতেন সমাযুক্তো গন্ধকঃ সুমনোহরঃ ।
হিয়াবল্লিত্রিগুণিতো নির্গুণ্ডীরসমর্দ্দিতঃ ॥ ১০১ ॥
সপ্তবারাণি তদ্যোগো মাত্রয়াদ্রকস্বরসেন তু ।
সন্ততাদিজ্বরং হন্যাচ্চাতুর্থিকগজাঙ্কুশঃ ॥ ১০২ ॥

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, এবং হিয়াবল্লী তিনভাগ, একত্র নিসিন্দার রসের সহিত সাতবার মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রয়োগ করিলে, সন্ততাদি জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহার নাম চাতুর্থিকগজাঙ্কুশ ॥ ১০১।১০২

মৃত্যুঞ্জয়রসঃ।

তাপ্যতালকজৈপালবৎসনাভমনঃশিলাঃ ।
তাম্রগন্ধকসূতঞ্চ মুসলীরসমর্দ্দিতঃ ॥ ১০৩ ॥
মৃত্যুঞ্জয় ইতি খ্যাতঃ কুক্কুটীপুটপাচিতঃ ॥ ১০৪ ॥
বল্লদ্বয়ং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টং দধিভোজনম্ ।
নবজ্বরং সন্নিপাতং হন্ত্যেষ মহারসঃ ॥ ১০৫ ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, জয়পাল বীজ, মিঠাবিষ, মনঃশিলা, তাম্রভস্ম, গন্ধক ও পারদ এই সকল দ্রব্য তালমূলীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া কুক্কুটপুটে পাক করিবে। দুই বল্ল অর্থাৎ ৬ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় এই মহারস সেবন

করিয়া দধি ভোজন করিলে নবজ্বর ও সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয় ॥ ১০৩ - ১০৫

পঞ্চবক্ত্ররসঃ ।

শুদ্ধং সূতং বিষং গন্ধং মরিচং টঙ্কণং কণাম্ ।
মর্দ্দয়েদ্ধূর্ত্তজদ্রাবৈর্দিনমেকং তু শোষয়েৎ ॥ ১০৬ ॥
পঞ্চবক্ত্রো রসো নাম দ্বিগুঞ্জঃ সন্নিপাতজিৎ ।
অর্কমূলকষায়ঞ্চ সত্র্যূষমনুপায়য়েৎ ॥
দধ্যোদনং হিতং দেয়ং জলযোগং চ কারয়েৎ ॥ ১০৭ ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, মরিচ, সোহাগা ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য ধুতুরার রসের সহিত এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহার নাম পঞ্চবক্ত্র রস। দুই রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর ত্রিকটু মিশ্রিত আকন্দমূলের কষায় অনুপান করিবে। দধি মিশ্রিত অন্ন ভোজন ও মস্তকে শীতল জল ধারা প্রদান প্রভৃতি হিতকর ॥ ১০৬ ১০৭

উন্মত্তরসঃ ।

রসগন্ধকতুল্যাংশং ধত্তূরফলজৈর্দ্রবৈঃ ॥ ১০৮ ॥
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকং তু তত্তুল্যং ত্রিকটু ক্ষিপেৎ ।
উন্মত্তাখ্যো রসো নাম্না নস্যে স্যাৎ সন্নিপাতজিৎ ॥ ১০৯ ॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ধুতুরা ফলের রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত উভয়ের সমপরিমিত ত্রিকটু মিশ্রিত করিবে। এই উন্মত্তরসের নস্য গ্রহণ করিলে সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১০৮।১০৯

সন্নিপাতাঞ্জনরসঃ ।

নিস্তুষং জৈপালজং বীজং দশনিষ্কং প্রচূর্ণয়েৎ ।
মরিচং পিপ্পলী সূতং প্রতিনিষ্কং বিমিশ্রয়েৎ ॥ ১১০ ॥
ভাব্যং জম্বীরজৈর্দ্রাবৈঃ সপ্তাহং তৎ প্রযত্নতঃ ।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু অঞ্জনেঽয়ং শিবঃ স্মৃতঃ ॥ ১১১ ॥

নিস্তুক্ জয়পালবীজের চূর্ণ দশ নিষ্ক (৪০ মাষা) এবং মরিচ, পিপুল ও পারদ প্রত্যেক এক নিষ্ক (৪ মাষা) ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ কাল তাহাতে জামীরের রসের ভাবনা দিবে। এই ঔষধের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হয় ॥১১০।১১১

মদনফলং বিড়লবণং সর্ষপাঃ প্রতিনিষ্কদ্বয়ম্ ।
চূর্ণং কৃত্বা ত্রিফলাক্বাথেন সার্দ্ধং পিবেৎ ॥ ১১২ ॥
বুষ্টে জ্বরে কর্দ্দমে কণ্ঠরোগে অজীর্ণকে ।
নস্যং চ গিরিকর্ণীবীজোত্থং শীতবারিণা ॥ ১১৩ ॥

মদনফল, বিটলবণ, সর্ষপ ও সোহাগা প্রত্যেক দুই নিষ্ক (৮ মাষা) , এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলার কাথের সহিত পান করিবে এবং অপামার্গবীজের চূর্ণ শীতল জলের সহিত বাটিয়া নস্য লইবে। ইহা দ্বারা কণ্ঠ, জ্বর, কাসরোগ, অজীর্ণ ও কণ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১২।১১৩

প্রতাপলঙ্কেশ্বরঃ ।

প্রত্যেকং রসগন্ধয়োর্দ্বিপলয়োঃ কৃত্বা তু কজ্জলীং গন্ধকাংশো-
রস্যাং ম্লেচ্ছতুলাপলোচনমনোধাত্রী প্রত্যেকত্রয়ম্ ।
পথ্যায়া বদরত্রিকং ত্রিকটুকং প্রত্যেকপলং মর্দ্দিতং
বল্লাদ্ধ্বাধরপত্রকাণ্ডবদরিকক্ষ্মাশ্বগন্ধাদ্বয়ম্ ॥ ১১৪ ॥
পিষ্ট্বা তৎ সমনাকমাশমদিনং বল্লোক্ষিতং কাণ্ডবং
প্রোন্মর্দ্দ্যাদ্ধকরঞ্জকামৃতদুগ্ধ নাগস্তিক কাথৈঃ ।
ভূধাত্রীবিজয়ানিরিৎপরিফলং জ্বালামুখীকল্কৈঃ,
প্রত্যেকং বিদধীত নিশ্চলমতিঃ সপ্ত প্রমাদ্ভাবনা ॥ ১১৫ ॥
নিষ্ঠুরাখ্যো পক্ক বিধায় পঙ্ক্তি-
করঞ্জমাত্রামৃতধূপনং ততঃ ।
দত্তার্দ্রকস্য স্বরসেন তন্দ্রা-
কৃতিং বিদধ্যাদ্গুটিকাং ভিষগ্বরঃ ॥ ১১৬ ॥
দেয়ৈকা সন্নিপাতে প্রতিহতবিষয়ে মোহমেরপ্রসুপ্তো
স্যাদ্গুণ্যে সাজমোদা পবনবিকৃতিষু জ্ঞানশেন গ্রহণ্যাম্ ।
দাতব্যা জীরকেণ দ্বিপতুরগনৃণাং প্রাণসংরক্ষণায়
কারুণ্যাদ্ধৌঃ ধরেত্তদমলসমরসং বৈজ্ঞনাথোহভ্যধত্ত ॥ ১১৭ ॥

শোধিত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক দুইপল, একত্র কজ্জলী করিয়া, তাহাতে হিঙ্গুল, মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও আমলকী প্রত্যেক তিন পল, হরীতকী তিন বদর (১২

তোলা), ত্রিকটু ছয় শাণ (২৪ মাষা), বচ, রেণুকা, বিড়ঙ্গ, মুতা, তেজপত্র, গজপিপ্পলী, নাগকেশর, অশ্বগন্ধা ও মউলসার প্রত্যেক ২ দুই তোলা; করঞ্জ, মিঠাবিষ, ভূমি আমলকী, সিদ্ধি ও সমুদ্রফল প্রত্যেক এক তোলা মিশ্রিত করিবে। এই সকল দ্রব্য বকফুলের পাতার রস, ত্রিকটুর কাথ, চিতামূলের কাথ ও ভীমরাজের রস প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া যথাক্রমে ভাবনা দিয়া তৎপরে পঞ্চপিত্তের পাঁচবার ভাবনা দিবে। অতঃপর করঞ্জবীজ, গন্ধমাত্রা ও বিষের ধূপ প্রদান করিবে। পরিশেষে আদার রস সহ মর্দ্দন করিয়া তণ্ডুলাকৃতি বটিকা করিবে। সন্নিপাত জ্বরে ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হইলে এবং মোহ ও নেত্রনিমীলন উপস্থিত হইলে এই ঔষধ এক বটিকা মাত্রায় আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। গুল্মে বনযমানীর সহিত বায়ুরোগে ত্রিকটুর সহিত এবং গ্রহণীরোগে জীরার সহিত প্রয়োগ করিলে, ঐ সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়। হস্তী ও অশ্বদিগেরও বহুবিধ রোগ ইহা দ্বারা নিবারিত হয়। দয়ার সাগর ভগবান্ বৈদ্যনাথ এই রস হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যগণের জীবন রক্ষার জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ১১৪—১১৭

প্রাণেশ্বরঃ।

গন্ধকাভ্রসমঃ সূতো বারাহীরসমর্দ্দিতঃ।
পাচিতো বালুকাযন্ত্রে ত্রিফলাব্যোষচিত্রকৈঃ॥ ১১৮॥
ত্রিক্ষারৈঃ পঞ্চলবণৈ হিঙ্গুগুগ্গুলুদীপ্যকৈঃ।
সজীরকৈঃ সেন্দ্রযবৈঃ পৃথগ্‌রসসমন্বিতঃ॥ ১১৯॥
মাষমাত্রোঽহ্নুপানেন দ্বিপলোষ্ণাম্বুবারিণঃ।
অভিন্যাসানলভ্রংশগ্রহণীপাণ্ডুগুল্মিনাম্॥ ১২০॥
কুর্য্যাৎ প্রাণপরিত্রাণমতঃ প্রাণেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
ব্যাধিবৃদ্ধৌ প্রয়োগোঽস্য দ্বৌ বারৌ বৈদ্যসম্মতঃ॥ ১২১॥

গন্ধক ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, পারদ সমভাগ, একত্র বারাহীকন্দের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে তাহার সহিত ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতামূল, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, গুগ্‌গুলু, বনযমানী, জীরা ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক এক একভাগ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ এক মাষা পরিমাণে সেবন করাইয়া দুই পল পরিমিত উষ্ণ জল অনুপান করিতে দিবে। অভিন্যাস জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, পাণ্ডু ও গুল্ম রোগে এই ঔষধ প্রাণরক্ষা করে বলিয়া ইহা প্রাণেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রোগের বৃদ্ধি হইলে, এই ঔষধ দুইবার সেবন করিতে বৈদ্যগণ ব্যবস্থা দান করেন॥ ১১৮—১২১

মৃতসঞ্জীবনঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্রশিলাতালাগ্নিহিঙ্গুলান্
ত্র্যূষণং টঙ্কণং মাক্ষিকং [illegible]॥ [illegible]॥
হস্তিশুণ্ডীযুতান্ তুল্যান্ সূতগন্ধকশিবশকলান্।
দ্রাক্ষার্দ্রকস্বরসে পিষ্ট্বা কপায়ং বালুকাশ্লিনা॥ [illegible]॥
জয়ন্তীজম্বীরনির্গুণ্ডীচাঙ্গেরীবারি নিক্ষিপেৎ।
পক্ত্বা চতুর্দ্দশদিনানি পিষ্ট্বা দত্ত্বা বিশোষয়েৎ॥ [illegible]॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম রসো [illegible]।
[illegible] সন্নিপাতান্ [illegible]॥ [illegible]॥

পারদ, লৌহ, ত্রিকটু, কণ্টকারিকা, মনঃশিলা, হরিতাল, অভ্র, হিঙ্গুল, পান, চিতামূল, ভীমরাজ, নটেশাক, কাটানটে, স্বর্ণমাক্ষিক ও হস্তিশুণ্ডী (হাতিশুঁড়া) সমুদায় সমভাগ, এবং পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ. এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আদার রসের সহিত তিনদিন মর্দ্দন করিবে। শুষ্ক হইলে তাহা কূপীপক্ক করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। তৎপরে সিদ্ধির কাথ, জামীরের রস, নিসিন্দার রস ও আমরুলের রস এবং আদার রস সহ চতুর্দ্দশ দিবস মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। এই মৃতসঞ্জীবন রস তিন রতি পরিমাণে সেবন করিলে সন্নিপাতাদি রোগসমূহ শীঘ্র নিবারিত হয়॥ ১২২—১২৫

মৃতসঞ্জীবনঃ।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো মতঃ।
বিষতালককঙ্কুষ্ঠশিলাহিঙ্গুললোহকম্ ॥ ১২৬ ॥
বহ্নিত্রিকটুভৃঙ্গাহ্বহেমমাক্ষিকমভ্রকম্।
হস্তিশুণ্ডী বিষং মুস্তা তন্দুলীয়কতাম্রকৌ ॥ ১২৭ ॥
এষাং প্রত্যেকমেকৈকং ভাগমাদায় চূর্ণয়েৎ।
আর্দ্রকস্য দ্রবেণৈব মর্দ্দয়েচ্চ দিনত্রয়ম্ ॥ ১২৮ ॥
জম্বীরস্য রসো গ্রাহ্যঃ পলত্রয়পরীক্ষিতঃ।
ত্রিফলায়াশ্চ নিম্বভাঃ প্রত্যেকঞ্চ পলত্রয়ম্ ॥ ১২৯ ॥
রসস্য পলমানস্তু চাঙ্গেরাঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
কাচকূপ্যাং বিনিক্ষিপ্য যন্ত্রে ক্ষিপ্তা প্রযত্নবান্ ॥ ১৩০ ॥
উদ্ধৃত্যাদ্রকনির্য্যাসৈস্তর্দ্দয়িত্বা বিশোষয়েৎ।
মৃতসঞ্জীবনো নাম রসোঽয়ং বিদিতো ভুবি ॥
গুঞ্জাদ্বয়ং দদাত্যস্য সন্নিপাতাপনুত্তয়ে ॥ ১৩১ ॥

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, এবং মিঠাবিষ, হরিতাল, কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, লৌহ, চিতামূল, ত্রিকটু, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, হস্তিশুণ্ডা (হাতীশুঁড়), বিষ, মোকাপানা, কাটানটের মূল ও তাম প্রত্যেক এক এক ভাগ; এই সমুদায়ের চূর্ণ একত্র আদার রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে জামীরের রস তিন পল, ত্রিফলার কাথ ও নিসিন্দার রস প্রত্যেক তিন পল ও আমরুলের রস একপল, এই সকলের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে এবং কাচ কূপীতে রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাকশেষে পুনর্ব্বার আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ মৃতসঞ্জীবন নামে জগতে প্রসিদ্ধ। সন্নিপাত রোগ নিবারণের জন্য ইহা দুই রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে ॥ ১২৬—১৩১

সন্নিপাতকুঠারঃ।

বঙ্গং নাগঞ্চ সূতঞ্চ নেপালং গন্ধকং তথা।
শুল্বং বিষং সমাংশেন রসেনার্দ্রেণ মর্দ্দয়েৎ ॥ ১৩২ ॥
পুনর্ম্মর্দ্দিতং নিম্বুদ্রাক্ষ্যাঙ্গের্যা রসমর্দ্দিতঃ।
রক্তিকপ্রয়োগেণ রসোঽয়ং সন্নিপাতনুৎ ॥ ১৩৩ ॥

বঙ্গ, সীসক, পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ প্রত্যেক একভাগ ও তাম্র দুইভাগ; একত্র আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার নিসিন্দার রস ও আমরুলের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক এক রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই রস সন্নিপাতনাশক ॥ ১৩২।১৩৩

নবজ্বরারিঃ।

শোধিতঞ্চ রসং শুদ্ধং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
একত্র কজ্জলীং কৃত্বা ততঃ কুর্ব্বীত গোলকম্ ॥ ১৩৪ ॥
নবভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য তাম্রপাত্রেণ গোপয়েৎ।
দৃঢ়ং নিরুধ্য তৎপাত্রমথোবালুকোপরি ততঃ ॥ ১৩৫ ॥
ব্রীহিস্ফুটনমাত্রেণ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
নবজ্বরে প্রশস্তস্তু রসং পর্পটিকাহ্বয়ম্ ॥ ১৩৬ ॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব দিবসং ত্রিদিনং ভিষক্।
জীর্ণবস্ত্রং ছাদয়েত্তঞ্চ যাবৎ স্বেদঃ সমুদ্ভবেৎ ॥ ১৩৭ ॥
তক্রভক্তং ভবেৎ পথ্যং জ্বরমুক্তস্য দেহিনঃ ॥ ১৩৮ ॥
নবজ্বরারিরিত্যেষ রসঃ পরমদুর্লভঃ।
বাতজ্বরে বিশেষেণ রসঃ সাধারণেঽপি চ ॥ ১৩৯ ॥

শোধিত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক দুই তোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। গোলক শুষ্ক হইলে তাহা নূতন ভাণ্ডে নিহিত করিয়া তাম্রপাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং সন্ধিস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। তৎপরে ইহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। বালুকার উপর ধান্য নিক্ষেপ করিবে, যখন তাহা ফুটিয়া খই হইবে, সেই সময়ে পাক শেষ করিবে। আপনা হইতে শীতল হইলে যন্ত্র মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধের অপর নাম পর্পটিকা। নবজ্বরে ইহা তিন বল্ল (৯ রতি) পর্য্যন্ত মাত্রায় আদার রসের সহিত তিনদিন প্রয়োগ করিতে হইবে। চিকিৎসক রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া, স্থূলবস্ত্র দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিবেন। স্বেদ নির্গত হইলে, আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিবেন। জ্বরত্যাগ হইলে, তক্র (ঘোল) মিশ্রিত অন্ন পথ্য দিবেন। এই নবজ্বরারির ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ অতি দুর্লভ। ইহা সাধারণ জ্বরে প্রযোজ্য হইলেও বাতজ্বরে বিশেষ উপকারক ॥ ১৩৪—১৩৯

জলমঞ্জরীরসঃ।

টঙ্কণং রসগন্ধৌ চ মরিচানি সমাংশকম্।
সর্ব্বং জম্বীরনীরেণ দিনানি ত্রীণি মর্দ্দয়েৎ ॥ ১৪০ ॥
সংশোষ্য শর্করাযুক্তং মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ।
ভাবিতং তদ্রসং সিদ্ধমার্দ্রকস্বরসৈস্ত্র্যহম্ ॥ ১৪১ ॥
বল্লং বারত্রয়ং দেয়ং পানার্থং বারি শীতলম্ ॥
তক্রভক্তং ভবেৎ পথ্যং বৃন্তাকফলসংযুতম্ ॥
সর্ব্বান্ নবজ্বরান্ হন্তি রসোঽয়ং জলমঞ্জরী ॥ ১৪২ ॥
পিত্তজ্বরে জ্বরারিবপানুভূতং।

সোহাগা, পারদ, গন্ধক ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত একত্র জাম্বীরের রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিবে। শুষ্ক হইলে তাহার সহিত সমষ্টির সমপরিমিত শর্করা (মিঠাবিষ) মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে রোহিত মৎস্য পিত্তের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ তিন রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া শীতল জল পান করিতে দিবে, এবং জ্বর ত্যাগ হইলে তক্র ও বেগুনের সহিত অন্ন পথ্য ভোজন করাইবে। এই জলমঞ্জরী রস সর্ব্ববিধ নবজ্বর নাশ করে। পিত্তজ্বরেই ইহা অধিক উপকার করিয়া থাকে ॥ ১৪০—১৪২

কান্তরসঃ।

কান্তলোহস্য পত্রাণি কণ্টবেধ্যানি কারয়েৎ।
তৎসমশ্চ রসো গন্ধষ্টঙ্কণো নিম্ববারিণা।
ততঃ সংপেষ্য তং কল্কং মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনং পুনঃ ॥ ১৪৩ ॥
রসতুল্যেন মৎস্যস্য পিত্তেন পরিভাবয়েৎ ॥ ১৪৪ ॥
সিদ্ধঃ কান্তরসো জ্ঞেয় প্রয়োজ্যোঽভিনবজ্বরে।
শৃঙ্গবেরানুপানেন মাত্রয়া ভিষগুত্তমৈঃ ॥ ১৪৫

পারদ গন্ধক ও সোহাগা সমভাগে নিমের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা কান্তলৌহের অতি সূক্ষ্ম পাত প্রলিপ্ত করিয়া ভস্ম করিতে হইবে। তৎপরে তাহাতে মৎস্যপিত্তের ভাবনা দিবে। এই কান্তরস উপযুক্ত মাত্রায় আদার রসের সহিত নূতন জ্বরে প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ১৪৩—১৪৫

চন্দ্রোদয়রসঃ।

রসগন্ধৌ তথা বঙ্গমভ্রকং সমভাগতঃ।
মেলয়িত্বাঽথ বঙ্গেন সমং সূতং বিমর্দ্দয়েৎ ॥ ১৪৬ ॥
ততৈ্রকাকৃত্য গন্ধাভ্রে পেষ্য জম্বীরবারিণা।
সামান্যং পুটমাদদ্যাৎ সপ্তধা সাধিতং রসম্ ॥ ১৪৭ ॥
কুমার্য্যা চিত্রকেণাপি ভাবয়িত্বাঽথ সপ্তধা।
গুড়েন জীরকেণাপি জ্বরে জীর্ণে প্রয়োজয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥
কাসে শ্বাসে কুমার্য্যা চ ত্রিফলাক্বাথযোগতঃ।
উন্মাদে চ ধনুর্ব্বাতে গুলঞ্চাক্বাথযোগতঃ।
হন্ত্যেবং রোগতাপঘ্নো রসশ্চন্দ্রোদয়াহ্বয়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ। প্রথমতঃ বঙ্গের সহিত পারদ মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত গন্ধক ও অভ্র মিশ্রিত করিতে হইবে, পরে জাম্বীরের রসের সহিত তাহা মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে ঘৃতকুমারী ও চিতামূলের ক্বাথ দ্বারা সাত বার ভাবনা দিয়া, সাত বার পুটপাক করিবে। এই ঔষধ গুড় ও জীরার গুঁড়াসহ জীর্ণজ্বরে প্রযোজ্য। ঘৃতকুমারীর রসসহ ইহা সেবন করিলে শ্বাস কাস, ত্রিফলার ক্বাথ সহ সেবনে উন্মাদ এবং গুলঞ্চের ক্বাথ সহ সেবন করিলে ধনুষ্টঙ্কারোগ বিনষ্ট হয়। এইরূপে এই চন্দ্রোদয় রস বহুবিধ রোগতাপ নাশ করে ॥ ১৪৬—১৪৯

জীর্ণজ্বরারিঃ।

নাগং বঙ্গং রসং তাম্রং গন্ধকং টঙ্কণং তথা।
সূতং বিষং চ নেপালং হরিতালং সমং তথা ॥ ১৫০ ॥
বটক্ষীরেণ সংমর্দ্দ্য সর্ব্বং কুর্য্যাৎ তু গোলকম্।
তং গোলকং ভাণ্ডমধ্যে পাচয়েদ্দীপ্তবহ্নিনা ॥ ১৫১ ॥
ততঃ স শীতলং কৃত্বা ভৃঙ্গরাজেন মর্দ্দয়েৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনাপি মর্দ্দয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫২ ॥
চণপ্রমাণবটকান্ রসেনানেন দাপয়েৎ।
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন জ্বরং জীর্ণং হরত্যসৌ ॥ ১৫৩ ॥

সীসক, বঙ্গ, গন্ধক, সোহাগা, মিঠাবিষ ও হরিতাল প্রত্যেক একভাগ; এবং পারদ ও তাম প্রত্যেক দুইভাগ; একত্র বটের আটার সহিত মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। তৎপরে সেই গোলক ভাণ্ডমধ্যে রুদ্ধ করিয়া,

দীপ্ত অগ্নিতে পুটপাক করিবে। শীতল হইলে ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত ও আদার রসের সহিত পুনঃপুনঃ মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই জীর্ণজ্বরারি রস আদার রসের সহিত দুইরতি পরিমাণে প্রয়োগ করিলে জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়॥ ১৫০—১৫৩

নবজ্বরমুরারিঃ।

হরশ্চ গন্ধকশ্চৈব কুনটী চ সমং সমম্।
মর্দ্দ্যং কর্কোটিকায়াশ্চ রসেন বিনিয়োজয়েৎ ॥ ১৫৪ ॥
নবজ্বরমুরারিঃ স্যাদ্বল্লং শর্করয়া সহ।
তন্দুলীয়রসেনানুপানং শর্করয়াঽপি বা ॥ ১৫৫ ॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন জ্বরান্ হন্তি নবান্ হঠাৎ ॥ ১৫৬ ॥
ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য
কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে জ্বরচিকিৎসিতং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

পারদ, গন্ধক ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ; একত্র কর্কোটিকা (কাঁকরোল) পত্রের রস সহ মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ দুইরতি বা তিনরতি মাত্রায় চিনির সহিত সেবন করিয়া, চিনিমিশ্রিত কাঁটানটের রস অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা অতি শীঘ্র নবজ্বর বিনষ্ট হয়। ১৫৪—১৫৬

ইতি জ্বর-চিকিৎসিত নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ রক্তপিত্তাদিচিকিৎসিতম্।

কট্বম্লতীক্ষ্ণলবণোষ্ণবিদাহিরূক্ষৈঃ
পিত্তং প্রদুষ্টমতিভোজনতোঽতিদুষ্টৈঃ
সংদূষ্য রক্তমনুলোমবিলোমমার্গবর্ত্তি
নির্যাত্যসৃক্ স্থলযকৃৎপ্লিহতোঽতিমাত্রম্ ॥ ১

নিদান।—কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, লবণ, উষ্ণ, বিদাহী ও রুক্ষ দ্রব্য প্রভৃতি দূষিত পদার্থের অতিভোজন দ্বারা প্রদুষ্ট পিত্ত, রক্তকে দূষিত করিয়া যকৃৎ ও প্লীহানামক রক্তস্থান হইতে মুখ নাসিকাদি উর্দ্ধমার্গ এবং মলমূত্রদ্বারাদি অধোমার্গ দ্বারা নির্গত হয়; ইহার নাম রক্তপিত্ত। (এখানে রক্তশব্দে ধাতুরক্ত নহে, পিত্তের বিকৃতি মাত্র বুঝিতে হইবে।) ১

পলৈকমায়সং চূর্ণং সূতেন্দ্রং সমচারিতম্।
লোহারিবর্গসংমৃষ্টং রক্তপিত্তহরং পরম্ ॥ ২ ॥
বৃষাদলানাং স্বরসস্য কর্ষং রসেন্দ্রগুঞ্জাদ্বয়শর্করাসু তম্।
লিহন্ প্রভাতে মনুজো নিহন্ত্যাদ্দুঃখাকরং দারুণরক্তপিত্তম্ ॥ ৩

যোগ।—লৌহভস্ম ও পারদ প্রত্যেক এক পল, রক্তরোধক দ্রব্য বর্গ সহ মর্দ্দন করিয়া, প্রয়োগ করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। বাসক পত্রের রস দুই তোলা ও জারিত পারদ দুই রতি; মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, দুঃখপ্রদ দারুণ রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। ২।৩

রক্তপিত্তাঙ্কুশোরসঃ।

পারদং হিঙ্গুলূকঞ্চ উর্দ্ধযন্ত্রেণ মেলয়েৎ ॥
কুক্কুটাণ্ডরসং ভাগং টঙ্কণক্ষারমেব চ ॥ ৪ ॥
গন্ধকস্য তথা ভাগং ঘৃতেন পরিমর্দ্দয়েৎ।
সিদ্ধং রসং সমাদায় জীরতোয়েন দাপয়েৎ ॥ ৫ ॥

দিনানি ত্রীণি মাষঞ্চ চ গ্রহণীরক্তদোষজিৎ।
জ্বরদাহবিনাশী চ রক্তপিত্তবিনাশন ॥
রক্তপিত্তাঙ্কুশো নাম রসোঽয়ং মৃড়ভাষিতঃ ॥ ৬ ॥

পারদ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক একভাগ ঊর্দ্ধ-পাতন যন্ত্রে মিলিত করিয়া, তাহার সহিত কুক্কুটাণ্ডের রস একভাগ, সোহাগা একভাগ ও ঘৃত এক ভাগ মিশ্রিত করিবে এবং ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে। এই সিদ্ধ রস জীরার কাথের সহিত একমাষা পরিমাণে তিন দিন সেবন করিলে, গ্রহণী, রক্তদোষ, জ্বর, দাহ ও রক্তপিত্তাদি নষ্ট হয় ॥ ২—৬

পটোলকহিঙ্গুলং সক্ষৌদ্রং রক্তপিত্তনুৎ।
নবনীতং সিতা লাজা দ্রাক্ষয়া সহ ভক্ষয়েৎ ॥ ৭ ॥
মস্তকে চ ঘৃতং দত্ত্বা রক্তপিত্তহরং পরম্।
দ্রাক্ষাবাসাকৃতং ক্বাথং শর্করাপ্লাবিতং পিবেৎ ॥ ৮ ॥
বাসারসং সিতাক্ষৌদ্রৈর্লাজান্ বা শর্করাসমান।
ভক্ষয়েন্ রক্তপিত্তার্ত্তস্তৃষ্ণাদাহজ্বরং জয়েৎ।
ধাত্রীচূর্ণং সিতাতুল্যং ভক্ষয়েদ্রক্তপিত্তনুৎ ॥ ৯ ॥

শোধিত হিঙ্গুল মধু ও পটোল পত্রের রস-সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। নবনীত ও চিনির সহিত লাজ (খই) ও দ্রাক্ষা ভক্ষণ করিলে এবং মস্তকে ঘৃত মর্দ্দন করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয়। দ্রাক্ষা ও বাসকের ক্বাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া, অথবা বাসক পত্রের রস চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া, কিংবা খই সমপরিমিত চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অথবা সমপরিমিত চিনির সহিত আমলকী চূর্ণ সেবন করিলে, রক্তপিত্তরোগির তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয় ॥ ৭—৯

———

চন্দ্রকলারসঃ।

প্রত্যেকং তোলমানেন সূতকং তাম্রভস্মকম্।
দিনানি ত্রীণি গুটিকাং কৃত্বা চাগ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥১০॥
ততঃ শুষ্কং সমাদায় পুনরেব চ মর্দ্দয়েৎ।
সমস্তৈঃ সমগন্ধৈশ্চ কৃত্বা কজ্জলিকাঞ্চ তৈঃ ॥ ১১ ॥
মুস্তাদাড়িমদূর্ব্বাভিঃ কেতকীস্তনবারিভিঃ।
সহদেব্যাঃ কুমার্যাশ্চ পর্পটস্যাপি বারিণা ॥ ১২ ॥
রামশীতলিকাতোয়ৈঃ শতাবর্য্যা রসেন চ।
ভাবয়িত্বা প্রযত্নেন দিবসে দিবসে পৃথক্ ॥ ১৩ ॥
তিক্তং গুড়ূচিকাসত্ত্বং পর্পটোশীরমাগধীঃ।
শৃঙ্গাটং সারিবা চৈষাং সমানং সূক্ষ্মচূর্ণকম্ ॥ ১৪ ॥
দ্রাক্ষাদিককষায়েণ সপ্তধা পরিভাবয়েৎ।
ততঃ পোতাশ্রয়ং ক্ষিপ্ত্বা বট্যঃ কার্য্যাশ্চণোপমাঃ ॥১৫॥
অয়ং চন্দ্রকলানাম রসেন্দ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বপৈত্তগদধ্বংসী বাতপিত্তগদাপহঃ ॥ ১৬ ॥
অন্তর্বাহ্যমহাদাহবিধ্বংসনমহাক্ষমঃ।
গ্রীষ্মকালে শরৎকালে বিশেষেণ প্রশস্যতে ॥ ১৭ ॥
কুরুতে নাগ্নিমান্দ্যং চ মহাতাপজ্বরং হরেৎ।
ভ্রমং মূর্চ্ছাং হরত্যাশু স্ত্রীণাং রক্তমহাস্রবম্ ॥ ১৮ ॥
ঊর্দ্ধাধোরক্তপিত্তঞ্চ রক্তবান্তিং বিশেষতঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাণি সর্ব্বাণি নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

পারদ ও তাম্রভস্ম প্রত্যেক এক তোলা, একত্র তিন দিন মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। তৎপরে উভয় দ্রব্যের সম-পরিমিত গন্ধক তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর তাহাতে মুতা, দাড়িম, দূর্ব্বা, কেতকীজটা, বেড়েলা, ঘৃতকুমারী, ক্ষেৎপাপড়া, রামশীতলা বা আরামশীতলা ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের রসে পৃথক্ পৃথক্ এক দিন করিয়া ভাবনা দিবে। অতঃপর কুড়চিমূল, গুলঞ্চসত্ত্ব, ক্ষেৎপাপড়া, বেণারমূল, পিপুল, শৃঙ্গাট (পানিফল) ও অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এক এক ভাগ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, দ্রাক্ষাদি কষায়ের সাতবার ভাবনা দিবে এবং চণক পরিমিত বটিকা করিবে। এই উৎকৃষ্ট ঔষধ চন্দ্রকলা রস নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সর্ব্ববিধ পিত্তরোগ এবং বাত-পিত্তরোগনাশক। অন্তর্দাহ ও বাহ্যদেহের দাহ নিবারণে ইহা বিশেষ সমর্থ। গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে এই ঔষধ সেবন করিলে অধিক-তর উপকার পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা অগ্নি-মান্দ্য উপস্থিত হয় না, অতিমাত্র সন্তাপবিশিষ্ট জ্বর নিবারিত হয়, এবং ভ্রম, মূর্চ্ছা, স্ত্রীগণের প্রবল রজঃস্রাব, ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গগত রক্ত-পিত্ত, বিশেষতঃ রক্তবমন ও সর্ব্ববিধ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয় ॥ ১০—১৯

অথ কাস-চিকিৎসা।

দোষাঃ শোষমনোহভিতাপকুপিতাঃ কুর্বন্তি কাসং ততঃ
পিত্তং পূতিকফং প্রপীতনয়নঃ পূয়োপমং ষ্ঠীবতি।
শীতোষ্ণেচ্ছুরকারণেন বহুভুক্ স্নিগ্ধপ্রসন্নাননঃ
পার্শ্বার্ত্ত্যল্পবলক্ষয়াকৃতিরপি প্রাদুর্ভবত্যন্যথা ॥ ২০ ॥

ধাতুশোষ ও মানসিক সন্তাপাদি কারণে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া প্রথমতঃ কাস-রোগ উৎপাদন করে। তৎপরে প্রতীকারের অভাবে তাহা বৃদ্ধি পাইলে, পূযের ন্যায় পূতি-গন্ধবিশিষ্ট কফ ও পিত্ত নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। এই অবস্থায় রোগির চক্ষু অত্যন্ত পীতবর্ণ হয়, অকারণে তাহার শীতল ও উষ্ণ দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা হয়, বহু ভোজন করে, তাহার মুখ স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন হয়, পার্শ্ববেদনা হয়, বল নষ্ট হয় এবং ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ২০

সার্কতীক্ষ্ণাভ্রকোহংগস্ত্যাকাসমর্দ্দবরারসৈঃ।
মর্দ্দিতো বেতসাম্লেন পিণ্ডিতঃ কাসনাশনঃ ॥ ২১ ॥
তারে পিষ্টশিলাং ক্ষিপ্ত্বা হরিতালাচ্চতুর্গুণাম্।
বাসাগোক্ষুরসারাভ্যাং মর্দ্দিতং প্রহরদ্বয়ম্ ॥ ২২ ॥
প্রস্বিন্নো বালুকাযন্ত্রে গুঞ্জাদ্বিতয়সম্মিতঃ।
কাসং ত্রিকটুনির্গুণ্ডীমূলচূর্ণযুতো হরেৎ ॥ ২৩ ॥

তাম্র, তীক্ষ্ণ লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ, বকফুলের পাতার রস, কাসমর্দ্দ (কালকাসন্দা) পত্রের রস, ত্রিফলার কাথ ও বেতসাম্লের (থৈকলের) রসসহ মর্দ্দিত করিয়া গুড়িকা করিবে। ইহা কাসনাশক। রৌপ্যপিষ্ট মনঃ-শিলা একভাগ, হরিতাল চারি ভাগ; একত্র বাসক ও গোক্ষুরের রসসহ দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া দুই রতি মাত্রায়, ত্রিকটু ও নিসিন্দামূলের চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কাস রোগ নিবারিত হয় ॥ ২১—২৩

রত্নকরণ্ডকরসঃ।

ভূনাগাভ্রকয়োঃ সত্ত্বং কান্তহেমার্করৌপ্যকম্।
মুক্তাফলানি রত্নানি তাপ্যং বৈক্রান্তমেব চ ॥ ২৪ ॥
ভস্মীকৃতমিদং সর্ব্বং পৃথঙ্মাষমিতং মতম্।
নিষ্কমাত্রামিতং শুদ্ধং রাজাবর্ত্তরজস্তথা ॥ ২৫ ॥
এতৎ সর্ব্বং সমং যোজ্যং মর্দ্দয়িত্বাম্লবেতসৈঃ।
রুদ্ধা মূষোদরে কোষ্ঠ্যাং ধমেদাকাশদর্শনম্ ॥ ২৬ ॥
শতবারং ধমেদেবং মর্দ্দয়িত্বাম্লবেতসৈঃ।
ততঃ সঞ্চূর্ণিতে চাস্মিন্ মুক্তাভস্ম দ্বিশাণকম্ ॥ ২৭ ॥
মরিচং পঞ্চশাণেয়ং ক্ষিপ্ত্বা সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
রম্যে করণ্ডকে ক্ষিপ্ত্বা স্থাপয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ২৮ ॥

ভূনাগ (ধাতুবিশেষ) ও অভ্রের সত্ত্ব, এবং কান্ত লৌহ, স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য, মুক্তা, রত্নবর্গ, স্বর্ণমাক্ষিক ও বৈক্রান্ত এই সমুদায়ের ভস্ম প্রত্যেক এক মাষা, শুদ্ধ রাজাবর্ত্ত চূর্ণ এক নিষ্ক (চারিমাষা) এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অম্লবেতসের রস সহ মর্দ্দন করিবে। তৎপরে মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া কোষ্ঠিকাযন্ত্রে আধ্মাপিত করিবে। এইরূপে অম্লবেতসের রস সহ মর্দ্দন করিয়া শতবার আধ্মাপিত করিতে হইবে। তৎপরে তাহা চূর্ণ করিবে। এক তোলা মুক্তাভস্ম, পঞ্চশাণ (২।০ তোলা) মরিচ তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক রত্নকরণ্ডক (রত্নময় পাত্রবিশেষ) মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে ॥ ২৪—২৮

সোহয়ং রত্নকরণ্ডকো রসবরো মধ্বাজ্যসংক্রামণো
হন্যাচ্ছ্বাসগদং জ্বরং গ্রহণিকাং কাসং চ হিক্কাময়ং।
শূলং শোষমহোদরং বহুবিধং বুষ্ঠং চ হন্যাদ্গদান্
বল্যো বৃষ্যকরঃ প্রদীপনকরঃ স্বাস্থ্যোচিতো বেগবান্ ॥ ২৯ ॥

এই রত্নকরণ্ডক রস মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শ্বাস, জ্বর, গ্রহণী, কাস, হিক্কা, শূল, শোষ, উদর ও বহুবিধ কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। ইহা বলকর, বৃষ্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্যজনক ॥ ২৯

ভূতাঙ্কুশোরসঃ।

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং ভাগৈকং শুদ্ধগন্ধকম্।
ভাগত্রয়ং মৃতং তাম্রং মরিচং পঞ্চভাগিকম্ ॥ ৩০ ॥

মৃতাভ্রস্য চতুর্ভাগং ভাগমেকং বিষং ক্ষিপেৎ।
ভূতাঙ্কুশস্য ভাগৈকং সর্ব্বং চাম্লেন মর্দ্দয়েৎ ॥ ৩১ ॥
যামং ভূতাঙ্কুশো নাম মাষৈকং বাতকাসজিৎ।
অনুপানং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বিভীতকফলত্বচঃ ॥ ৩২ ॥
স্বয়মগ্নিরসো বাপি ভক্ষ্যো নিষ্কদ্বয়ং দ্বয়ম্।
পিত্তকাসারুচিশ্বাসক্ষয়কাসাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

শুদ্ধ পারদ একভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ, তাম্রভস্ম তিনভাগ, মরিচচূর্ণ পাঁচভাগ, অভ্রভস্ম চারিভাগ, মিঠাবিষ একভাগ ও ভূতাঙ্কুশ (হেঁচেতা) একভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য অম্ল দ্রব্য সহ এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। এই ঔষধের অপর নাম ভূতাঙ্কুশ রস। ইহা এক মাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে বাতজকাস প্রশমিত হয়। অনুপান—বহেড়া চূর্ণ ও মধু। অথবা স্বয়মগ্নিরস দুই নিষ্ক (৮ মাষা) পরিমাণে দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিলে পিত্তজকাস, অরুচি, শ্বাস, ক্ষয় ও সর্ব্ববিধ কাসরোগ প্রশমিত হয় ॥ ৩০—৩৩

বোলবদ্ধরসঃ।

রসভস্ম বিষং তুল্যং গন্ধকং দ্বিগুণং মতম্।
বোলতালকবাঙ্গলকর্কোটীমাক্ষিকং নিশা ॥ ৩৪ ॥
কণ্টকারীযবক্ষারলাঙ্গলীক্ষারসৈন্ধবম্।
মধুকসারং সংচূর্ণ্য সপ্তাহং চার্দ্রকদ্রবৈঃ ॥ ৩৫ ॥
গুটিকাং বদরাকারাং শ্লেষ্মকাসাপনুত্তয়ে।
ভক্ষয়েদ্বোলবদ্ধোঽয়ং রসঃ শ্বাসপাণ্ডুজিৎ ॥ ৩৬ ॥

জারিত পারদ ও মিঠাবিষ প্রত্যেক একভাগ, গন্ধক দুইভাগ এবং গন্ধবোল, হরিতাল, কুঙ্কুম, কর্কোটী (দেবতাড়া ঘোষা), স্বর্ণমাক্ষিক, হরিদ্রা, কণ্টকারী, যবক্ষার, ঈশলাঙ্গলা, ক্ষারলবণ, সৈন্ধবলবণ ও যষ্টিমধুর প্রত্যেকের চূর্ণ একভাগ; এই সকল দ্রব্যে এক সপ্তাহ আদার রসে ভাবনা দিয়া কুলের মত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। শ্লেষ্মজ কাস, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ নিবারণের জন্য এই বোলবদ্ধ রস প্রযোজ্য ॥ ৩৪—৩৬

অগ্নিরসঃ।

রসগন্ধকপিপ্পল্যো হরীতক্যক্ষবাসকম্।
ষড়ুত্তরগুণং চূর্ণং কন্দলকাথভাবিতম্ ॥ ৩৭ ॥
একবিংশতিবারাণি শোষয়িত্বা বিচূর্ণয়েৎ।
ভক্ষয়েন্মধুনা হন্তি কাসমগ্নিরসো ধ্রুবম্ ॥ ৩৮ ॥

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, পিপুল তিনভাগ, হরীতকী চারিভাগ, বহেড়া পাঁচভাগ ও বাসকের মূল ছয়ভাগ, এই সকল দ্রব্যে একুশবার বাবলার ক্বাথের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে এবং শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে। এই অগ্নিরস উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, কাসরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭।৩৮

ভৃঙ্গরাজস্য পত্রস্য চূর্ণিতং মধুনা সহ।
গোলকং ধারয়েদ্বক্ত্রে কাসবিষ্টম্ভশান্তয়ে ॥ ৩৯ ॥
অর্কৈরণ্ডস্য পত্রাণাং রসং পীত্বা চ কাসজিৎ।
দন্তীমূলস্য ধূমং বা নিগুণ্ড্যা বা পিবেন্নরঃ ॥ ৪০ ॥

যোগ।—ভৃঙ্গরাজের পত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া তাহার গোলক প্রস্তুত করিবে। ঐ গোলক মুখে রাখিয়া অল্পে অল্পে সেবন করিলে, কাস ও বিষ্টম্ভরোগের শান্তি হয়। আকন্দ ও এরণ্ড পত্রের রস পান করিলেও কাসরোগ বিনষ্ট হয়। দন্তীমূলের অথবা নিসিন্দা পত্রের ধূম পান করিলে কাস নিবারিত হয় ॥ ৩৯—৪০

স্বয়মগ্নিরসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈলা জাতীফললবঙ্গকম্।
এতেষাং সমভাগানাং সমপূর্ব্বরসো ভবেৎ ॥ ৪১ ॥
সচূর্ণ্য লোড়য়েৎ ক্ষৌদ্রে ভক্ষ্যো নিষ্কদ্বয়ং দ্বয়ম্।
স্বয়মগ্নিরসো নাম্না ক্ষয়কাসনিকৃন্তনঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া), বড় এলাচ, জায়ফল ও লবঙ্গ এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, এবং জারিত পারদ একভাগ। একত্র মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, দুই নিষ্ক অথবা উপযুক্ত পরিমাণে দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করাইবে। এই অগ্নিরস নামক ঔষধ ক্ষয়কাসনাশক ॥ ৪১।৪২

ইন্দ্রবারুণিকামূলং ভৃঙ্গীকৃষ্ণাতিলৈঃ সহ।
ভক্ষয়েৎ ক্ষয়কাসার্ত্তো নিষ্কমাত্রং প্রশান্তয়ে ॥ ৪৩ ॥
ইন্দ্রবারুণিকামূলং দেবদারু কটুত্রয়ম্।
শর্করাসহিতং খাদেদূর্দ্ধশ্বাসপ্রশান্তয়ে ॥ ৪৪ ॥

যোগ।—ইন্দ্রবারুণীর (রাখাল শসার) মূল, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল ও তিল একত্র মিশ্রিত করিয়া, চারিমাষা পরিমাণে সেবন করিলে, ক্ষয়কাস প্রশমিত হয়। ইন্দ্রবারুণী মূল, দেবদারু ও ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল ও মরিচ), এই সকলের চূর্ণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উর্দ্ধশ্বাস নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪৩।৪৪

অথ শ্বাস-চিকিৎসা।

শ্লেষ্মোপরুদ্ধগমনঃ পবনোঽতিদুষ্টঃ
সংদূষয়ন্নুরু জলান্নবহাংশ্চ নাড়ীঃ।
আমাশয়োদ্ভবমিমং বিদধাত্যুরস্থঃ
শ্বাসং চ বক্রগমনো হি শরীরভাজাম্ ॥ ৪৫ ॥

অতি দূষিত বায়ু শ্লেষ্মকর্ত্তৃক রুদ্ধগতি হইয়া যখন বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি পূর্ব্বক জলবাহী ও অন্নবাহী স্রোতঃসমুদায়কে দূষিত করে এবং বক্রগতিতে নির্গমনের চেষ্টা করে, তখনই মনুষ্যদিগের শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়। শ্বাসের উৎপত্তিস্থান আমাশয় ॥ ৪৫

সূর্য্যাবর্ত্তরসঃ।

সূতার্দ্ধং গন্ধকং মর্দ্দ্যং যামৈকং কন্যকাদ্রবৈঃ।
দ্বয়োঃ সমং তাম্রপত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
দিনৈকং হণ্ডিকাযন্ত্রে পক্বমাদায় চূর্ণয়েৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তরসো হ্যেষ দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসজিদ্ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

পারদ একভাগ ও গন্ধক অর্দ্ধভাগ একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া, উভয়ের সমপরিমিত তাম্রপত্রে সেই কল্ক লেপন করিবে। শুষ্ক হইলে, হণ্ডিকাযন্ত্র (হাড়ির মধ্যে) তাহা পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই সূর্য্যাবর্ত্ত রস দুই রতি মাত্রায় সেবন করিলে, শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬।৪৭

যোগৌ।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং পিবেচ্ছ্বাসকফাপহম্।
শিলা হিঙ্গু বিড়ঙ্গং চ মরিচং কুষ্ঠসৈন্ধবম্ ॥ ৪৮ ॥
মধ্বাজ্যাভ্যাং লিহেৎ কষং শ্বাসকাসকফাপহম্ ॥ ৪৯ ॥

যোগ।—গন্ধক ও মরিচ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস ও কফ প্রশমিত হয়। মনঃশিলা, হিং, বিড়ঙ্গ, মরিচ, কুড় ও সৈন্ধব লবণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, শ্বাস, কাস ও কফের শান্তি হয় ॥ ৪৮।৪৯

শ্বাসান্তকরসঃ।

সূতং ষোড়শ তৎসমো দিনকরস্তস্যার্দ্ধভাগো বলিঃ
সিন্ধুস্তস্য সমঃ ষড়ংশ দিতঃ ষট্ পিপ্পলীচূর্ণতঃ।
জম্বীরস্বরসেন মর্দ্দিতমদং তপ্তং সুপক্বং ভবেৎ
কাসশ্বাসকগুল্মশূলজঠরং পাণ্ডুং লিহন্নাশয়েৎ ॥ ৫০ ॥

পারদ ১৬ ষোলভাগ, তাম্রভস্ম ১৬ ষোল ভাগ, গন্ধক ৮ আটভাগ, সৈন্ধব ৮ আটভাগ ও পিপুলচূর্ণ ৬ ছয়ভাগ; এই সকল দ্রব্য মসৃণ রূপে মর্দ্দিত করিবে। পরে জামীরের রসের ভাবনা দিয়া তপ্ত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই সুপক্ব ঔষধ লেহন করিলে কাস, শ্বাস, গুল্ম শূল, উদর ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫০

শ্বাসহরবটকঃ।

সাধারণং তু বটকং বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ।
পারদং গন্ধকং চৈব পলমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫১ ॥
পলত্রয়ং ত্রিকটুকং বঙ্গমেকপলং ক্ষিপেৎ।
সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য দিনানি ত্রীণি মর্দ্দয়েৎ ॥ ৫২ ॥
গোমূত্রেণ তথা ত্রীণি দিনানি পরিমর্দ্দয়েৎ।
অক্ষপ্রমাণবটকং ছায়াশুষ্কং তু কারয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
নিত্যমেকং তু বটকং দিনানি ত্রিংশদেব চ
শ্বাসকাসজ্বরহরমগ্নিমান্দ্যারুচিপ্রণুৎ ॥ ৫৪ ॥

শ্বাসনাশক কতকগুলি বটকের বিষয় বর্ণিত হইতেছে, শ্রবণ কর। পারদ একপল, গন্ধক একপল, ত্রিকটু তিন পল, ও বঙ্গভস্ম একপল, এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া, তিন দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে গোমূত্রের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিয়া, বহেড়ার ন্যায় বটক প্রস্তুত করিবে এবং বটক গুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া

লইবে। ত্রিশদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ একটি করিয়া এই বটিকা সেবন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি নিবারিত হয়॥ ৫১—৫৪

সপ্তামৃতাবটী।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো মতঃ।
ত্রিভাগা পিপ্পলী গ্রাহ্যা চতুর্ভাগা হরীতকী॥ ৫৫॥
বিভীতঃ পঞ্চভাগস্তু বাসা ষড়্গুণিতা ভবেৎ।
ভার্গী সপ্তগুণা গ্রাহ্যা সর্ব্বং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥ ৫৬॥
বব্বূলক্বাথমাদায় ভাবয়েদেকবিংশতিঃ।
বিভীতকপ্রমাণেন মধুনা গুটিকাং চরেৎ॥
একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্বটী সপ্তামৃতাভিধা।
শ্বাসকাসাদিকং ব্যাধিং তৎক্ষণান্নাশয়েদিদম্॥ ৫৭॥

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, পিপুল তিনভাগ, হরীতকী চারিভাগ, বহেড়া পাঁচভাগ, বাসকমূল ছয়ভাগ ও বামুনহাটী সাতভাগ, এই সমুদায়ের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে একুশদিন বাবলার ক্বাথের ভাবনা দিবে। তৎপরে মধুমিশ্রিত করিয়া, বহেড়ার মত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা এক একটি প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়॥ ৫৫—৫৭

নীলকণ্ঠরসঃ।

সূতং শুল্বং মুণ্ডলোহং বলিমমৃতযুতং ত্রিরিকং রেণুকাব্দং
গণ্ডীরং কেসরাগ্নিং দ্বিগুণগুড়যুতং মর্দ্দয়িত্বা সমস্তম্।
কুর্য্যাৎ কোলাস্থিমাত্রানস্বরুচিরবটকান্ ভক্ষয়েৎপ্রাতরন্নং দো
পথ্যাশী সর্ব্বরোগান্ হরতি চ নিতরাং নীলকণ্ঠাভিধানঃ॥ ৫৮॥

পারদ, তাম্র, লৌহ, গন্ধক ও মিঠাবিষ প্রত্যেক একভাগ; রেণুকা, মুতা, গন্ডীর (শালিঞ্চ শাক), নাগকেশর ও চিতামূল প্রত্যেক তিনভাগ; সমষ্টির দ্বিগুণ পরিমিত গুড়ের সহিত এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া, কুলের আঁটির মত বটক প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে এই বটক সেবন করিয়া পথ্য ভোজন করিলে, সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ নীলকণ্ঠনামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৫৮

শ্বাসকাসকরিকেসরীরসঃ।

তারতাম্ররসপিষ্টিকাশিলাগন্ধতালসমভাগিকং রসে।
আটরূষসুরসাদ্রসংভবৈর্মর্দ্দয়ং প্রকুরু গোলকং ততঃ॥ ৫৯॥
মৃৎস্নয়া চ পরিবেষ্ট্য গোলকং যামযুগ্মমথ ভূধরে পচেৎ।
গন্ধকেন কুরু তৎসমং ততশ্চাটরূষকটুকৈশ্চ ভাবয়েৎ॥ ৬০॥
শ্বাসকাসকরিকেসরীরসো বল্লমস্য পরিসেবয়েদ্বুধঃ॥ ৬১॥

রৌপ্য, তাম্র, রসপিষ্টি, মনঃশিলা, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য বাসক, তুলসী ও আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে সেই গোলক মৃষারুদ্ধ করিয়া এবং মৃষার উপর মৃত্তিকার লেপ দিয়া দুই প্রহর কাল ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। তৎপরে সমপরিমিত গন্ধক চূর্ণ তাহাতে মিশাইয়া পুনর্ব্বার বাসকছাল ও ত্রিকটুর ক্বাথের ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। এই ঔষধ তিন রতি মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা শ্বাস-কাসরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহস্বরূপ॥ ৫৯—৬১

সূর্য্যরসঃ।

রসগন্ধকতাম্রাভ্রং কণাশুণ্ঠ্যমৃতা সমম্।
ভূতমেকং বিষং চৈক সূর্য্যঃ কাসাদিনাশনঃ॥ ৬২॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, মুতা ও মিঠাবিষ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র মিশ্রিত করিবে। এই সূর্য্যরস কাসাদি রোগ নিবারক॥ ৬২

হিক্কানাশনরসঃ।

রসগন্ধকধাত্র্যাভ্রতালতাপ্যোপলং ক্রমাৎ।
ভাগবৃদ্ধং বচাকুষ্ঠহরিদ্রাক্ষারচিত্রকৈঃ॥ ৬৩॥
সপাঠালাঙ্গলীব্যোষসৈন্ধবাক্ষবিষৈঃ সমম্।
ভাবিতং ভৃঙ্গনীরেণ হিক্কাবৈস্বর্য্যকাসনুৎ॥ ৬৪॥

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, অভ্রভস্ম তিন ভাগ, হরিতাল চারিভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক পাঁচভাগ, উপল (কান্তপাষাণ) ছয়ভাগ, বচ, কুড়, হরিদ্রা, যবক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, ঈশলাঙ্গলা, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), সৈন্ধব, বহেড়া ও মিঠাবিষ প্রত্যেক একভাগ, এই সমস্ত দ্রব্যে ভৃঙ্গরাজের রসের ভাবনা দিবে। ইহা হিক্কা স্বরভঙ্গ ও কাসরোগ নাশক॥ ৬৩।৬৪

পক্কতাম্রে রসঃ পিষ্টো বলিনা হিক্কিনাং হিতঃ ॥ ৬৫ ॥

জারিত তাম্র, পারদ ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, হিক্কা রোগের উপকার হয় ॥ ৬৫

শিলাপূতরসঃ।

চূর্ণং পর্টেন্দ্রবারুণ্যো ভাণ্ডে দত্ত্বাথ কর্দমম্।
তৎপৃষ্ঠে শুদ্ধসূতং তু কুনটাংশং প্রদাপয়েৎ।
সূতার্দ্ধং কুনটীচূর্ণং তস্যার্দ্ধং পর্কমূলিকাঃ ॥ ৬৬ ॥
চূর্ণং দত্ত্বা পচেচ্চুল্ল্যাং যামাষ্টং মৃদুবহ্নিনা।
শিলাপূতো রসো নাম হন্তি হিক্কাং ত্রিগুঞ্জকঃ ॥ ৬৭ ॥

আকনাদি ও ইন্দ্রবারুণীর (রাখাল শসার) চূর্ণ একটি ভাণ্ডে রাখিয়া তাহার উপরে মনঃশিলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার উপর শোধিত পারদ স্থাপন করিয়া, পারদের উপরে আবার মনঃশিলা চূর্ণ এবং তদুপরি পূর্ব্বোক্ত মূল চূর্ণ দিতে হইবে। অতঃপর ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া, আট প্রহর কাল মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকলের পরিমাণ যথা—পারদ একভাগ, মনঃশিলা অর্দ্ধভাগ এবং আকনাদি ও রাখাল শসার চূর্ণ মনঃশিলার অর্দ্ধাংশ পরিমাণে দিতে হয়। এই শিলাপূত রস তিনরতি মাত্রায় সেবন করিলে হিক্কারোগ নিবারিত হয় ॥ ৬৬।৬৭

কাথং রাস্নাবৃহত্যগ্নিবলামুদ্গোত্থং চ পায়য়েৎ।
হিক্কিনং পায়য়েৎ বস শিখিপত্রোত্থং নিশান্বিতৈঃ ॥ ৬৮ ॥

রাস্না, বৃহতী, চিতামূল, বেড়েলা ও মুগের কাথ পান করিলে অথবা শিখী (চিতা) ও হরিদ্রা পত্রের রস পান করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হয় ॥ ৬৮

পর্পটীরসঃ।

রসং দ্বিগুণগন্ধেন মর্দ্দয়িত্বা সুকজ্জলম্।
লোহপাত্রে ঘৃতাভ্যক্তে দ্রাবিতং বদরাগ্নিনা ॥ ৬৯ ॥
উর্দ্ধাধো গোময়ং দত্ত্বা কদল্যাঃ কোমলে দলে।
নিক্ষিপ্য চ তয়োর্দদ্যাৎ পর্পটাকারতাং নয়েৎ ॥ ৭০ ॥
লোহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য লোহপর্পটিকা ভবেৎ।
তাম্রপাত্রে বিনিক্ষিপ্য তাম্রপর্পটিকা ভবেৎ ॥ ৭১ ॥
বিষপাদং চ যুঞ্জীত তৎসাধ্যেষাময়েষু চ।
সুরসায়া জয়ন্ত্যাশ্চ কন্যকাটকরূষয়োঃ ॥ ৭২ ॥
ত্রিফলায়া মুনেঃ ভার্গ্যা মুণ্ডাগ্নিকটুত্রিয়ো।
ভৃঙ্গরাজস্য বহ্নেশ্চ প্রত্যহং দ্রবভাবিতম্ ॥ ৭৩ ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি সপ্তধা ভাবয়েৎ পুনঃ।
অঙ্গারৈঃ স্বেদয়েদীষৎ পর্পটীরসমুত্তমম্ ॥ ৭৪ ॥
গুঞ্জাষ্টকং দদীতাস্য তাম্বূলীপত্রসংযুতম্।
পিপ্পলীদশকৈঃ কাথং নিশু ওদ্ধ্যাশ্চানুপায়য়েৎ।
স্বরভঙ্গে কফে শ্বাসে প্রয়োজ্যঃ সর্ব্বদা রসঃ ॥ ৭৫ ॥
ত্রিকণ্টকস্য মূলানি শুণ্ঠীং সংকুট্য নিক্ষিপেৎ।
অজাক্ষীরে সনীরার্দ্ধে যাবৎক্ষীরং বিপাচয়েৎ ॥ ৭৬ ॥
তৎ ক্ষীরং পায়য়েদ্রাত্রৌ সকণং ভোজনেঽপি চ।
কুষ্মাণ্ডং বর্জয়েচ্চিঞ্চাং বৃন্তাকং কর্কটীমপি ॥ ৭৭ ॥
আরনালং চ তৈলং চ সংসর্গং চ বিবর্জয়েৎ।
মাসত্রয়ং চ সেবেত কসেশ্বাসনিবৃত্তয়ে ॥ ৭৮ ॥

পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র, ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘৃতাভ্যক্ত লৌহপাত্রে কুলকাঠের অগ্নিদ্বারা দ্রবীভূত করিবে, অর্থাৎ একখান লোহার হাতায় তৎপরে একটি গোময় ঢিপির উপর কোমল কদলীপত্র পাতিয়া তাহাতে সেই দ্রবীভূত পদার্থ ঢালিবে এবং একটি কদলী পত্রাচ্ছাদিত গোময় পোটুলীর চাপ দিয়া তাহা পর্পটাকারে পরিণত করিবে। এইরূপে লৌহপাত্রে গলাইয়া পর্পটী প্রস্তুত করিলে, তাহাকে লৌহ পর্পটী কহে এবং এইরূপে তাম্রপাত্রে গলাইলে তাহাকে তাম্রপর্পটী বলা যায়। অতঃপর (বিষ-সাধ্য রোগে) সেই পর্পটীর সহিত তাহার চতুর্থাংশ পরিমিত মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে সুরসা তুলসী, জয়ন্তীপত্র, ঘৃত কুমারী, বাসক, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী বহেড়া), বকফুলের পত্র, বামুনহাটী, মুণ্ডিরী, ত্রিকটু (শুঠ পিপুল মরিচ), চিতামূল, ভৃঙ্গরাজ ও ভেলার রসের এক এক দিন ভাবনা দিয়া তৎপরে সাতবার আদার রসের ভাবনা দিবে। পরিশেষে অঙ্গারাগ্নিতে ঈষৎ স্বিন্ন করিয়া এই পর্পটীরস প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আটরতি পর্য্যন্ত মাত্রায় পান পত্রের সহিত সেবন করিয়া, দশটি পিপুল ও নিসিন্দার কাথ অনুপান করিবে। গোক্ষুরের মূল ও শুঠ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধজল মিশ্রিত ছাগদুগ্ধে তাহা সিদ্ধ করিবে। দুগ্ধভাগ

অবশেষে শীতল করিয়া ছাঁকিয়া, রাত্রিকালে কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণের সহিত সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। কুষ্মাণ্ড, তেঁতুল, বেগুণ, কাকরোল, কাঁজি, তৈল ও স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, তিন মাসকাল এই ঔষধ সেবন করিলে কাস ও শ্বাসরোগ নিবারিত হয় ॥ ৬৯—৭৮

সহিঙ্গুজীরকব্যোষৈঃ শময়েদ্‌গ্রহণীং রসঃ।
দশমূলাম্ভসা বাতজ্বরং ত্রিকটুনা কফম্‌ ॥ ৭৯ ॥
জ্বরং মধূকসারেণ পঞ্চকোলেন সন্নজম্‌।
যক্ষ্মাণং মধুপিপ্পল্যা গোমূত্রেণ গুদাঙ্কুরান্‌
শূলমেরণ্ডতৈলেন পাণ্ডুশোফং সগুগ্‌গুলুঃ
কুষ্ঠানি ভৃঙ্গভল্লাতবাকুচীপঞ্চনিম্বকৈঃ ॥ ৮১ ॥
ধুস্তূরবীজসংযোগাৎ মেহোন্মাদবিনাশনো।
অপস্মারং নিহন্ত্যাশু ব্যোষনিম্বদলৈঃ সহ ॥ ৮২ ॥
স্তনন্ধয়শিশূনাং তু নিতরাং পর্পটী হিতা।
পথ্যাক্ষচূর্ণাদিবশাদ্বাধেরন্যান্‌ সুদুস্তরান্‌ ॥ ৮৩ ॥
সজাতীফলশীতোদং যোজয়েৎ পর্পটীরসম্‌।
পিত্তাজীর্ণে শিরশ্চাস্য শীততোয়েন সেচয়েৎ ॥ ৮৪ ॥
নস্যং নিষ্ঠীবনং ধূমং তীক্ষ্ণং বমনরেচনম্‌।
অন্নং রুক্ষাল্পতীক্ষ্ণোষ্ণং কটুতিক্তকষায়কম্‌ ॥
চিরকালস্থিতং মদ্যং যোজয়েৎ কফরোগিণে ॥ ৮৫ ॥

এই পর্পটীরস হিং জীরা ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, দশমূলের ক্বাথ সহ সেবনে বাতজ্বর, ত্রিকটু সহিত সেবনে কফ এবং যষ্টিমধুর ও পঞ্চকোলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ জ্বর প্রশমিত হয়। মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবনে যক্ষ্মারোগ, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ; এরণ্ড তৈলের সহিত সেবনে শূল; গুগ্‌গুলুর সহিত সেবনে পাণ্ডুশোথ; ভৃঙ্গরাজ, ভেলা, সোমরাজী ও পঞ্চনিম্বের সহিত সেবনে কুষ্ঠ; ধুতুরাবীজের সহিত সেবনে মেহ ও উন্মাদরোগ এবং ত্রিকটু ও নিমপাতার রস সহ সেবনে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের পক্ষে এই পর্পটী বিশেষ হিতকর। হরীতকী ও বহেড়া চূর্ণসহ তাহাদের অন্যান্য দুঃসাধ্য রোগ সমূহেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পিত্তাজীর্ণ রোগে জায়ফল ও শীতল জলের সহিত এই পর্পটীরস প্রয়োগ করিবে। ঔষধ সেবনে গরম বোধ হইলে, রোগির মস্তকে শীতল জল সেচন করা আবশ্যক। কফরোগে এই ঔষধ সেবন করাইয়া, প্রয়োজনানুসারে নস্য, নিষ্ঠীবন, তীক্ষ্ণধূম, বমন, বিরেচন, অল্প পরিমাণে রুক্ষ অন্ন ভোজন, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সেবন, কটু তিক্ত কষায় রস ভোজন এবং পুরাতন মদ্য পান করাইবে ॥ ৭৯—৮৫

মন্থানভৈরবঃ।

মৃতসূতং মৃতং তাম্রং হিঙ্গু পুষ্করমূলকম্‌।
সৈন্ধবং গন্ধকং তালং কটুকং চূর্ণয়েৎ সমান্‌ ॥ ৮৬ ॥
দেবদালীপুনর্নবানিগুণ্ডীমেঘনাদয়োঃ।
তিক্তকোশাতকীদ্রাবৈর্দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্‌ ॥ ৮৭ ॥
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈ রসং মন্থানভৈরবম্‌।
কফরোগপ্রশান্ত্যর্থং নিম্বক্বাথং পিবেদনু ॥ ৮৮ ॥

জারিত পারদ, জারিত তাম্র, হিং, পুষ্করমূল, সৈন্ধব, গন্ধক, হরিতাল ও মরিচ; এই সকল দ্রব্য সমপরিমিত লইয়া চূর্ণ করিবে এবং দেবদালী (দেওতাড়া ঘোষা), পুনর্নবা, নিসিন্দা, মেঘনাদ (নটেশাক) ও তিক্ত কোশাতকীর (ঝিঙ্গার) রস সহ এক একদিন দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে। কফরোগ শান্তির জন্য এই মন্থানভৈরব রস মধুসহ মিশ্রিত করিয়া এক মাষা মাত্রায় লেহন করিবে। তৎপরে নিমছালের ক্বাথ অনুপান করিবে ॥ ৮৬—৮৮

কর্ষৈকং গন্ধকং শুদ্ধং ঘৃতেনোষ্ণোদকেন বা পিবেৎ।
কফং হন্ত্যথবা ক্ষৌদ্রৈঃ পঞ্চবক্ত্ররসোত্তমঃ ॥ ৮৯ ॥
বিশ্বাদিত্রিকতালীশচিত্রনিশাকারীপ্রয়োগং দলং
নীলগ্রীবগলাহ্বয়ং সুরপতেস্তৌয়নেত্রাভিধম্‌।
বিশ্বং পঞ্চবটীকৃমিপ্রতিভটং নির্গুণ্ডিকাবারিণা
তুল্যাংশাশ্চণকপ্রমাণবটিকাঃ সশ্বাসকাসাপহাঃ ॥ ৯০ ॥
ইতি শ্রীবিদ্যাপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্গণভট্টাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে রক্তপিত্তকাসশ্বাসহিক্কাবৈস্বর্য্যচিকিৎসিতং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শোধিত গন্ধক এককর্ষ (২ তোলা) পর্য্যন্ত ঘৃত বা উষ্ণজলের সহিত, অথবা পঞ্চবক্ত্র রস মধুর সহিত লেহন করিলে কফ নাশ হয় ॥ ৮৯

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শুষ্ক হরিদ্রা, তালীশপত্র, বিষ, চিতা, ব্রহ্মীশাক, বিড়ঙ্গ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া নিসিন্দার রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক চণকপ্রমাণ বটী করিবে। এই বটিকা শ্বাসকাসনাশক ॥ ৯০

ইতি রক্তপিত্তাদি-চিকিৎসিতনামকত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।



রাজযক্ষ্মাদিচিকিৎসিতম্।

অগ্নিমান্দ্যং জ্বরঃ শৈত্যং নিষ্ঠীবঃ শোণিতপূযয়োঃ।
সত্ত্বহানিশ্চ দৌর্ব্বল্যং রোগরাজস্য লক্ষণম্ ॥ ১ ॥

রাজযক্ষ্মার লক্ষণ।—অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, শৈত্য, রক্ত ও পূয নিষ্ঠীবন, ধাতুক্ষয় ও দুর্ব্বলতা, এই কয়েকটি রাজযক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ ॥ ১

কনকসুন্দরঃ।

রসস্য তুল্যভাগেন হেমভস্ম প্রকল্পয়েৎ।
তালকং গন্ধকং তুত্থং মাক্ষিকং রসক শিলাম্ ॥ ২ ॥
রসসাম্যেন যুঞ্জীত তুত্থং ভস্মীকৃতং ন্যসেৎ।
বহ্নৌ ভস্মীকৃতং চৈব ময়ূরকণ্ঠতুত্থকম্ ॥ ৩ ॥
কিঞ্চিৎ টঙ্কণকং দত্ত্বা মার্জ্জারস্য বিশা যুতম্।
প্রথমং পুটয়েদম্লা দ্বিতীয়ং মধুনা সহ ॥ ৪ ॥
তালকং শোধয়েচ্চাপি কুষ্মাণ্ডক্ষারপাচনাৎ।
তৈলে পচেত্ততঃ সম্যক্ চূর্ণে বা পরিশোধয়েৎ ॥ ৫ ॥
গন্ধকং শোধয়েদ্দুগ্ধে রসকং নরবারিণা।
মাক্ষিকং সিন্ধুসংযুক্তং বীজপূররসে পচেৎ ॥ ৬ ॥
জয়ন্তীদ্রবসংপিষ্টাং শিলাং তত্রৈব পাচয়েৎ
একীকৃত্য ততঃ সর্ব্বমর্কক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ ॥ ৭ ॥
জয়ন্তীভৃঙ্গরাজাভ্যাং বাসাপাঠাকুশাদিভিঃ।
অগস্তিলাঙ্গলীভ্যাং চ প্রত্যেকং দিবসং শনৈঃ ॥ ৮ ॥
ততস্তু গোলকং বদ্ধ্বা পচেৎ পূর্ব্ববদাহৃতঃ।
চূর্ণয়িত্বা ততঃ সম্যক্‌ভাবয়েদার্দ্রকাম্বুনা ॥ ৯ ॥
সপ্তধা ব্যোষনির্য্যাসে রসঃ কনকসুন্দর।
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাস্য রাজযক্ষ্মাপনুত্তয়ে ॥ ১০ ॥
মধুনা পিপ্পলীভিশ্চ মরিচৈর্ব্বা ঘৃতান্বিতৈঃ।
লেহয়েদ্রোগিণং বৈদ্যো বয়োবলবিশেষবিৎ ॥ ১১ ॥
জয়পালরজোভির্ব্বা শুণ্ঠ্যা গব্যঘৃতাক্তয়া।
দদীত শূলিনে প্রাজ্ঞো গুল্মিনে চ বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥
কাদিবর্জ্জং চরেৎ পথ্যং হৃদ্যং বল্যং চ পূর্ব্ববৎ।
সন্নিপাতে দদীতৈনমার্দ্রকদ্রবসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥
গুড়ূচীত্রিফলাক্বাথৈঃ সংস্কৃতো গুগ্গুলুর্ব্বরঃ ॥ ১৪ ॥

পারদ, স্বর্ণভস্ম, হরিতাল, গন্ধক, তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, রসক (ফট্‌কিরি) ও মনঃশিলা, প্রত্যেক সমভাগ। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে ময়ূরকণ্ঠভ তুঁতে অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া লইতে হইবে। ভস্ম করিবার বিধি যথা—কিঞ্চিৎ সোহাগা ও মার্জ্জারবিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া দধির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রথমবার পুটপাক করিতে হইবে, তৎপরে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া আর একবার পুটপাক করিবে। হরিতাল কুষ্মাণ্ডক্ষারজলের, তৈলের ও চূর্ণোদকের সহিত শোধন করিবে। সেই শোধিত হরিতাল গ্রহণ করিতে হইবে। গন্ধক ঘৃতসহ গলাইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শোধন করিবে। রসক নরমূত্রে শোধন করিবে। স্বর্ণমাক্ষিক সৈন্ধবলবণের সহিত ছোলঙ্গ লেবুর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক জারিত করিয়া লইতে হইবে। মনঃশিলা জয়ন্তীপত্রের রসসহ মর্দ্দন ও টাবালেবুর রসে পাক করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত পারদাদি পদার্থ সমূহ একত্র মিশ্রিত করিয়া আকন্দের আঠার সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে জয়ন্তীপত্র, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, আকনাদি, চিতামূল, অগস্ত্যপত্র (বকফুলের পাতা) ও ঈশলাঙ্গলার সহিত এক একদিন মর্দ্দন করিয়া, গোলক প্রস্তত করিবে এবং পুটপাক বিধানানুসারে পাক করিবে। পাকের পরে সেই গোলক চূর্ণ করিয়া, আদার রস ও ত্রিকটুর কাথ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে। ইহার নাম কনকসুন্দর রস। চিকিৎসক রাজযক্ষ্মা শান্তির জন্য ইহা মধু ও পিপুল চূর্ণ অথবা ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বয়স ও বল বিবেচনা পূর্ব্বক রোগিকে

দুই রতি বা তিন রতি মাত্রায় লেহন করিতে দিবেন। শূলরোগে বিশেষতঃ গুল্মরোগে বিচক্ষণ বৈদ্য এই ঔষধ জয়পালচূর্ণের সহিত অথবা শুঁঠচূর্ণ ও গব্যঘৃতের সহিত সেবন করাইবেন। এই ঔষধ সেবনকালে ককারাদি নাম বর্জ্জিত, রুচিকর ও বলকারক পথ্য ভোজন করা আবশ্যক। সন্নিপাতদোষে আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করাইবে। গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথের সহিত সংস্কৃত গুগ্‌গুলু সেবন এই অবস্থায় প্রশস্ত ॥ ১২—১৪

রাজমৃগাঙ্করসঃ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃতভাম্রস্য ভাগৈকং শিলাগন্ধকতালকম্ ॥ ১৫ ॥
প্রতিভাগদ্বয়ং শুদ্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
বরাটান্ পূরয়েত্তেন অজাক্ষীরেণ টঙ্কণম্ ॥ ১৬ ॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাণ্ডে তান্নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্ ॥ ১৭ ॥
রসো রাজমৃগাঙ্কোহয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ।
দশপিপ্পলিকাক্ষৌদ্রৈর্ম্মরিচৈকোনবিংশতিঃ ॥
সঘৃতৈর্দ্দাপয়েদ্বৈদ্যো রোগরাজপ্রশান্তয়ে ॥ ১৮ ॥

পারদভস্ম ৩ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, জারিত তাম্র ১ একভাগ, এবং শোধিত মনঃশিলা, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেক দুইভাগ; এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই চূর্ণ কয়েকটি কড়ির মধ্যে পুরিয়া, ছাগদুগ্ধ সহ সোহাগা পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেই কড়ির মুখ রুদ্ধ করিবে। অতঃপর কড়িগুলি দুইটি ভাণ্ড মধ্যে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। আপনা হইতে শীতল হইলে সেই ঔষধ চূর্ণ করিবে। এই রাজমৃগাঙ্ক রস মধু ও দশটি পিপুল, কিংবা ঘৃত ও উনিশটি মরিচের চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া, চারি রতি পরিমাণে রাজযক্ষ্মা শান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে ॥ ১৫-১৮

শঙ্খেশ্বর রসঃ।

শঙ্খস্য বলয়ান্নিষ্কং চতুর্নিষ্কং বরাটকম্।
নিষ্কার্দ্ধং নীলতুথস্য সর্ব্বতুল্যং তু গন্ধকম্ ॥ ১৯ ॥
গন্ধতুল্যং মৃতং নাগং নাগতুল্যং মৃতং রসম্।
টঙ্কণং রসতুল্যং স্যাদ্দেয়ং পাচ্যং মৃগাঙ্কবৎ ॥ ২০ ॥
রাজযক্ষ্মহরঃ সোহয়ং নাম্না শঙ্খেশ্বরো মতঃ ॥ ২১ ॥

শঙ্খনাভি একনিষ্ক (চারি মাষা), বরাট (কড়ি) চারি নিষ্ক (ষোল মাষা), নীলতুঁতে অর্দ্ধ-নিষ্ক (দুই মাষা), এবং গন্ধক, সীসকভস্ম, পারদ ভস্ম ও সোহাগা প্রত্যেক সাড়ে পাঁচ নিষ্ক (২২ মাষা); এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া রাজমৃগাঙ্কের ন্যায় কড়ির মধ্যে পূরণ করিবে এবং গজপুটে পাক করিবে। ইহার নাম শঙ্খেশ্বর রস। ইহা রাজযক্ষ্মনাশক এবং রাজমৃগাঙ্কবৎ প্রযোজ্য ॥ ১৯—২১

মৃগাঙ্কপোট্টলী।

শঙ্খনাভিং গবাং ক্ষীরৈঃ পেষয়েন্নিষ্কষোড়শ।
তেন মূষা প্রকর্ত্তব্যা তন্মধ্যে ভস্মসূতকম্ ॥ ২২ ॥
নিষ্কার্দ্ধং গন্ধকাৎ ত্রীণি চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।
রুদ্ধা তদ্বেষ্টয়েদ্বস্ত্রে মৃত্তিকাং লেপয়েদ্বহিঃ ॥ ২৩ ॥
শোষ্যং গজপুটে পাচ্যং মূষয়া সহ চূর্ণয়েৎ।
গুঞ্জৈকমনুপানেন ক্ষয়ং হন্তি মৃগাঙ্কবৎ ॥ ২৪ ॥ *

ষোড়শনিষ্ক শঙ্খনাভি গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিবে। সেই মূষার মধ্যে অর্দ্ধনিষ্ক জারিত পারদ ও তিন নিষ্ক গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং মুখ রুদ্ধ করিয়া, মৃত্তিকা ও বস্ত্রদ্বারা বাহিরে প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে তাহা গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে সেই ঔষধ মূষাসহ চূর্ণ করিয়া, রাজমৃগাঙ্কের ন্যায় অনুপান সহ একরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, ক্ষয় রোগ নিবারিত হয় ॥ ২২—২৪

মাতুলুঙ্গস্য মূলানি লাজচূর্ণং সসৈন্ধবম্।
পিপ্পলীমধুনা যুক্তং থাদেদ্বান্তিপ্রশান্তয়ে ॥ ২৫ ॥
রজনীশঙ্খপূগং চ নিষ্কৈকং বান্তিনাশনম্।
নিষ্কার্দ্ধং টঙ্কণং বাপ নাকমাচীদ্রবৈঃ পিবেৎ ॥ ২৬ ॥
সুগন্ধাং বা পিবেৎ থাদেৎ সর্ব্ববান্তিপ্রশান্তয়ে।
অলক্তকরসং ক্ষৌদ্রে রক্তবান্তিহরং পিবেৎ ॥ ২৭ ॥

* গুঞ্জমাত্রঃ ক্ষয়ং হন্তি মৃগাঙ্কপোট্টলীরসঃ ইতি পাঠান্তরম্।

পঞ্চামৃতরসঃ।

ভস্ম সূতাভ্রলোহানাং শিলাজতু বিষং সমম্।
গুড়ূচীত্রিফলাকাথৈঃ সংস্কৃতং গুগ্গুলুং তথা ॥ ৩১ ॥
মৃতং নেপালতাম্রং চ সূতস্থানে নিযোজয়েৎ।
একীকৃত্য দ্বিগুঞ্জং তদ্ভক্ষয়েদ্রাজযক্ষ্মনুৎ ॥ ৩২ ॥
পঞ্চামৃতরসো নাম হ্যনুপানং চ পূর্ব্ববৎ।
হরেৎ ক্ষীরাজগন্ধাভ্যাং জয়ন্তী বা ক্ষয়াপহা ॥ ৩৩ ॥

পারদভস্ম, অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম, শিলাজতু, মিঠাবিষ, মারিত তাম্র এবং গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথে শোধিত গুগ্গুলু প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া, দুই রতি মাত্রায় পূর্ব্বোক্ত রাজমৃগাঙ্কের অনুপান সহ সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা প্রশমিত হয়। ইহা পঞ্চামৃত রস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জয়ন্তী—অজগন্ধা (বনযমানী) ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয় ॥ ৩১—৩৩

তুল্যং পারদগন্ধকং ত্রিকটুকং তাভ্যাং রজঃ কম্বুজং
তেস্তুল্যং চ ভবেৎ কপর্দভসিতং স্যাৎ পারদাৎ টঙ্কণম্।
পাদাংশং সকলৈঃ সমানমরিচং লিহ্যাৎ ক্রমাৎ সাজ্যকং
যাবন্নিষ্কমিতং ভবেৎ প্রতিদিনং মাসাৎ ক্ষয়ঃ শাম্যতি ॥ ৩৪ ॥

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, ত্রিকটু চূর্ণ দুইভাগ, কম্বুজ (শঙ্খভস্ম) চারিভাগ, কড়িভস্ম ও সোহাগার খই প্রত্যেক চতুর্থাংশ (সিকভাগ) এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান মরিচ; এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, এক মাসে ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়। অল্প অল্প করিয়া এই ঔষধের মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া এক নিষ্ক (চারি মাষা) পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে ॥ ৩৪

লোকেশ্বররসঃ।

রসস্য ভস্মনা হেম পাদাংশেন প্রকল্পয়েৎ।
গন্ধকং দ্বিগুণং দত্বা মর্দয়েচ্চিত্রকাম্বুনা ॥ ৩৫ ॥
চরাচরাস্তে সংপূর্য্য টঙ্কণেন নিরুধ্য চ।
ভাণ্ডে চূর্ণপ্রলপ্তেহথ ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধীত মৃৎস্নয়া ॥ ৩৬ ॥
শোষয়িত্বা পুটেদ্গাঢ়েহরত্নিমাত্রেহপরাহ্ণকে।
স্বাঙ্গশীতলমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়িত্বাথ বিন্যসেৎ ॥ ৩৭ ॥
এষ লোকেশ্বরো নাম পুষ্টিবীর্য্যবিবর্দ্ধনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাজ্যং মরিচৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৩৮ ॥

যোগ—মাতুলুঙ্গ (টাবা) লেবুর মূল, খইয়ের চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ, মধু ও পিপুল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বমন নিবারিত হয়। হরিদ্রাচূর্ণ, শঙ্খভস্ম ও সুপারিচূর্ণ প্রত্যেক এক এক নিষ্ক (চারি মাষা) একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমনের শান্তি হয়। অথবা অর্দ্ধনিষ্ক (দুই মাষা) সোহাগার খই কাকমাচীর রসের সহিত সেবন করিবে। সুগন্ধা তুলসীর রস পান করিলেও সর্ব্ববিধ বমন প্রশমিত হয়। আলতার জল মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তবমন নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৫—২৭

হেমগর্ভপোট্টলী

দ্বিনিষ্কং ভস্ম সূতস্য নিষ্কৈকং স্বর্ণভস্মকম্।
শুদ্ধগন্ধকনিষ্কৌ দ্বৌ মর্দ্দয়েৎ চিত্রকদ্রবৈঃ ॥ ২৮ ॥
দ্বিযামান্তে বিশোষ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ।
বরাটান্ মৃন্ময়ে ভাণ্ডে রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ ॥ ২৯ ॥
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ পোট্টলীং হেমগর্ভিতাম্।
মৃগাঙ্কবচ্চতুর্গুঞ্জং ভক্ষিতং রাজযক্ষ্মনুৎ ॥
স্বয়মগ্নিরসং পাদেৎ ত্রিনিষ্কং রাজযক্ষ্মনুৎ ॥ ৩০ ॥

পারদ ভস্ম দুই নিষ্ক (৮ মাষা), স্বর্ণভস্ম একনিষ্ক (৪ মাষা), শোধিত গন্ধক দুই নিষ্ক, এই সকল দ্রব্য চিতামূলের কাথ সহ দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে সেই ঔষধ, কয়েকটি বরাটিকার (কড়ির) মধ্যে পূরণ করিয়া, মৃন্ময় ভাণ্ডে সেই বরাটিকাগুলি রুদ্ধ করিবে এবং গজপুটে পাক করিবে। আপনা হইতে শীতল হইলে সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই হেমগর্ভপোট্টলীরস চারি রতি মাত্রায় রাজমৃগাঙ্ক রসের নিয়মানুসারে সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত স্বয়মগ্নিরসও তিন নিষ্ক (১২ মাষা) পরিমাণে সেবন করিলে রাজযক্ষ্মার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২৮—৩০

খাদেৎ পরময়া ভক্ত্যা লোকেশে সর্ব্বদর্শিনি।
অঙ্গকার্শ্যেঽগ্নিমান্দ্যে চ রসোঽয়ং কাসহিক্কয়োঃ॥ ৩৯॥
মরিচৈর্ঘৃতসংযুক্তৈঃ প্রদাতব্যো দিনত্রয়ম্।
লবণং বর্জ্জয়েত্তত্র সাজ্যং সদধি ভোজনম॥ ৪০॥
একবিংশদ্দিনং যাবন্মরিচং সঘৃতং পিবেৎ।
পথ্যং মৃগাঙ্কবদ্দেয়ং শয়ীতোত্তানপাদতঃ॥ ৪১॥

পারদভস্ম একভাগ, স্বর্ণভস্ম চতুর্থাংশ (সিকিভাগ), গন্ধক দুইভাগ; এই সমস্ত একত্র চিতামূলের ক্বাথ সহ মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরণ করিবে এবং সোহাগা দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিবে। পরে একটি ভাণ্ডের মধ্যদেশে চূর্ণ লেপন করিয়া, সেই ভাণ্ডে কড়িগুলি নিহিত করিবে ও মৃত্তিকা দ্বারা তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে। অতঃপর অপরাহ্ণ সময়ে অরত্নিপরিমিত গর্ত্তে পুটপাক করিবে এবং শীতল হইলে, ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার নাম লোকেশ্বর রস, ইহা পুষ্টিকর ও বীর্য্য-বর্দ্ধক। সর্ব্বদর্শী লোকেশ মহাদেবের প্রতি পরম ভক্তি পূর্ব্বক, এই ঔষধ ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি রতি পরিমাণে সেবন করিবে। দেহের কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও হিক্কা রোগে ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত এই ঔষধ তিন দিন সেবন করিয়া, একুশ দিন পর্য্যন্ত ঘৃত ও মরিচচূর্ণ সেবন করিবে এবং লবণ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঘৃত ও দধির সহিত অন্ন ভোজন করিবে। রাজমৃগাঙ্ক রসের উল্লিখিত অন্যান্য পথ্যও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ সেবনের পরে উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিবে॥ ৩৫—৪১

বমনে সংপ্রবৃত্তে তু গুড়ূচীদ্রবমাহরেৎ।
মধুনা পায়য়েৎ সার্দ্ধং দগ্ধবৃন্তাকমাশয়েৎ॥ ৪২॥
স্নানং শীতলতোয়েন মূর্দ্ধ্নি ধারাং বিনিক্ষিপেৎ।
জাতে শ্লেষ্মবিকারে তু কদলীফলমাহরেৎ॥ ৪৩॥
ভৃষ্ট্বা তন্মরিচৈঃ সার্দ্ধং ভোজয়েৎ শ্লেষ্মনুত্তয়ে।
আর্দ্রকং মধুমিশ্রং বা, গুড়ার্দ্রকমথাপি বা॥ ৪৪॥
ভৃষ্ট্বা কুস্তুম্বরীমাষাঁস্তত্ত্বাংশ্চূর্ণয়েত্ততঃ।
শর্করাঘৃতসংমিশ্রান্ দদ্যাদরুচিশান্তয়ে॥ ৪৫॥

ভৃষ্ট্বা কুস্তুম্বরীং সম্যগ্ ঘৃতে শর্করয়া পিবেৎ।
এলাং মরিচসংযুক্তাং যাবদ্বান্তিঃ প্রশাম্যতি॥ ৪৬॥
অজমোদাং বিড়ঙ্গং চ পিষ্ট্বা তক্রেণ পায়য়েৎ।
কৃমিকোপপ্রশান্ত্যর্থং ক্বাথং বাত্যমুস্তয়োঃ॥ ৪৭॥
সংস্কৃত্য ভৃঙ্গিকাং বহ্নৌ বিরেকে চ প্রয়োজয়েৎ।
ঈষদ্ভৃষ্ট্বা জয়াচূর্ণং মধুনা খাদয়েন্নিশি॥ ৪৮॥
অঙ্গতোদে ঘৃতেনাঙ্গং মর্দ্দয়িত্বোষ্ণবারিণা।
স্নাপয়েদ্রোগিণং বৈদ্যো লোকনাথং চ সংস্মরেৎ॥ ৪৯॥

বমনের প্রবৃত্তি হইলে, গুলঞ্চের রস মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে এবং দগ্ধ বার্ত্তাকু ভোজন করাইবে। শীতল জলে স্নান করাইবে, মস্তকে শীতল জলের ধারা প্রদান করিবে। তাহাতে শ্লেষ্মবিকার উপস্থিত হইলে, কাঁচ কদলীফল ভাজিয়া মরিচের সহিত ভোজন করাইবে, অথবা মধুমিশ্রিত আদা কিংবা গুড় ও আদা ভোজন করাইয়া শ্লেষ্মশান্তি করিতে হইবে। অরুচি হইলে, ধনে ও মাষকলাই ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও চিনির সহিত অথবা কেবল ধনে উত্তম রূপ ভাজিয়া তাহা চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। বমন যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রশমিত না হইবে, ততক্ষণ বড় এলাচ ও মরিচের চূর্ণ লেহন করাইবে। ক্রিমিদোষ থাকিলে, অজ-মোদা (বনযমানী) ও বিড়ঙ্গ তক্রের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে, অথবা এরণ্ডমূল ও মুতার ক্বাথ পান করিতে দিবে। বিরেচন হইলে, ভৃঙ্গিকা অগ্নিতে ঝলসাইয়া তাহার রস অথবা রাত্রিতে ঈষদ্ভৃষ্ট সিদ্ধির চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, সেবন করাইবে। গাত্রে সূচীবেধবৎ বেদনা হইলে, অঙ্গে ঘৃত মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল দ্বারা রোগীকে স্নান করাইবে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, চিকিৎসকও সর্ব্বদা লোক-নাথ মহাদেবকে স্মরণ করিবেন॥ ৪২—৪৯

বৈদ্যনাথরসঃ।

শঙ্খস্য বলয়ং নিষ্কং চতুর্নিষ্কং বরাটিকাঃ।
কর্ষাংশং নীলতুত্থঞ্চ তালগন্ধাশ্মটঙ্কণম্॥ ৫০॥
তারং নাগং রসং চার্দ্ধনিষ্কাংশং পূর্ব্ববৎ পুটেৎ।
বরাটচূর্ণমণ্ডূরকল্কিতালেপনে পচেৎ॥ ৫১॥

অস্থার্দ্ধমাষং মরিচার্দ্ধমাষং
তাম্বূলবল্লীরসভাবিতং চ।
তৎপত্রলিপ্তং মধুনাবলিহ্যাৎ
হৈয়ঙ্গবীনেন ঘৃতেন বাপি ॥ ৫২ ॥
নাড়ীমার্গে নির্গতে চাষ্টমল্লং
পথ্যং ভোজ্যং লোকনাথোপদিষ্টম্।
যামে যামে চৈবমামণ্ডলান্তাৎ
নিষ্কং সদ্যঃ শোষজিদ্বৈদ্যনাথঃ ॥ ৫৩ ॥

শঙ্খনাভিভস্ম এক নিষ্ক (চারি মাষা), কড়িভস্ম চারি নিষ্ক (১৬ মাষা), নীল তুথক, হরিতাল, গন্ধক, সোহাগা, রৌপ্য ও সীসক প্রত্যেক এক কর্ষ (২ তোলা), পারদ অর্দ্ধনিষ্ক (১ তোলা); এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কপর্দ্দক চূর্ণ ও মণ্ডূরে কল্কিত ও লেপিত মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ অর্দ্ধমাষা ও মরিচচূর্ণ অর্দ্ধমাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পানের রসের ভাবনা দিবে এবং পানপত্রে সেই ঔষধ লিপ্ত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা নূতন ঘৃতের সহিত মিশাইয়া সেবন করিবে। ভুক্ত ঔষধ শরীরে প্রসৃত হইলে লোকনাথরসোক্ত সুপথ্য অন্নাদি প্রতিপ্রহরে অল্প অল্প করিয়া ৪৮ দিন পর্য্যন্ত আহার করিবে। এই বৈদ্যনাথ রস সদ্যঃ শোষ রোগ-নাশক ॥ ৫০—৫৩

লোকনাথঃ।

অর্দ্ধার্দ্ধনিষ্কৌ রসতুত্থভাগৌ
পৃথক্পৃথগ্ গন্ধকটঙ্কণকম্।
শঙ্খস্য কর্ষং মৃততাম্রতো দ্বৌ
বরাটিকানাং নব সংপ্রচক্ষ্মান্ ॥ ৫৪ ॥
পক্ত্বা পচেদর্কদলদ্রবাদ্যান্
ভূয়োঽর্দ্ধভাগেন করামকানাম্।
অস্যার্দ্ধপাদং মরিচার্দ্ধভাগং
গন্ধাশ্মনিষ্কং চ ঘৃতেন লিহ্যাৎ ॥ ৫৫ ॥
অশ্নীয়াৎ পূর্ব্ববৎ পথ্যং বাসরাণেকবিংশতিং।
লোকনাথো রসো নাম রোগরাজনিকৃন্তনঃ ॥ ৫৬ ॥

পারদ ও তুথক প্রত্যেক অর্দ্ধ নিষ্ক (এক তোলা), গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক এক কর্ষ (দুই তোলা), শঙ্খভস্ম এক কর্ষ, জারিত তাম্র দুই কর্ষ (৪ তোলা) এবং কড়িভস্ম ১৮ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, কপর্দ্দক মধ্যে পূরণ করিবে; তৎপরে তাহা মূষারুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। অতঃপর তাহা আকন্দপত্রের রসসহ মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধভাগ বনঘুঁটে দ্বারা পুনঃ পাক করিবে। এই ঔষধের অষ্টমাংশের সহিত অর্দ্ধভাগ মরিচচূর্ণ ও একনিষ্ক (২ তোলা) গন্ধক মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতের সহিত একুশদিন উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিবে। পূর্ব্ববৎ পথ্য ভোজন করিবে। এই লোকনাথ রস রোগরাজনাশক অর্থাৎ যক্ষ্মরোগের নিবারক ॥ ৫৪—৫৬

প্রাণনাথঃ।

অয়োরজো বিংশতিনিষ্কমানং
বিভাবিতং ভৃঙ্গরসাঢ়কেন।
ধত্তূরভার্ঙ্গীত্রিফলারসাদ্যং
তুল্যাংশতাপ্যং বিপচেৎ পুটেষু ॥ ৫৭ ॥
সূতং চ নিষ্কং সমভাগতুত্থং
গন্ধোপলৌ দ্বৌ চতুরো বরাটান্।
পক্ত্বা পুটাগ্নৌ সমলোহচূর্ণান্
পচেত্তথা পূর্ব্বরসেন মিশ্রান্ ॥ ৫৮ ॥
চূর্ণেঽস্মিন্ মরিচাঃ সপ্ত তুত্থটঙ্কণয়োর্দশ।
সংসৃজেত্তৎপৃথক্ নিষ্কান্ প্রাণনাথোঽয়মোদিতঃ ॥ ৫৯ ॥
অর্দ্ধপাদো রসাদ্ভক্ষ্যঃ কেবলাদ্রাজযক্ষ্মিভিঃ।
শোষোদরার্শোগ্রহণীজ্বরগুল্মাদ্যুপদ্রুতৈঃ ॥ ৬০ ॥

বিংশতি নিষ্ক (৮০ মাষা) পরিমিত জারিত লৌহে এক আঢ়ক ভৃঙ্গরাজরসের, ধুতুরার রসের, বামুনহাটীর কাথের ও ত্রিফলার কাথের ভাবনা দিয়া, তাহার সহিত স্বর্ণমাক্ষিক বিংশতি নিষ্ক, পারদ এক নিষ্ক, তুথক এক নিষ্ক, গন্ধক দুইনিষ্ক ও কপর্দ্দক ভস্ম চারি নিষ্ক মিশ্রিত করিবে এবং যথানিয়মে পুটপাক করিবে। তৎপরে ঐ ঔষধ চূর্ণ করিয়া, মরিচ সাত নিষ্ক, এবং তুঁতে ও সোহাগা দশ নিষ্ক তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ প্রাণনাথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পারদের অর্দ্ধপাদ অর্থাৎ অষ্টমাংশ পরিমিত ঔষধ ক্রমে

ক্রমে সেবন করিলে, শোষ, উদর, অর্শঃ, গ্রহণী, জ্বর ও গুল্মাদি উপদ্রবযুক্ত রাজযক্ষ্মা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় ॥ ৫৭—৬০

বজ্ররসঃ ।

কর্ষং খর্পরসত্ত্বস্ত মাষাঃ ষট্ হেম্নি বিদ্রুতে ।
ষটনিষ্কসূতং গন্ধাশ্মন্যষ্টনিষ্কে প্রবেশিতম্ ॥ ৬১ ॥
প্রবালমুক্তাফলয়োশ্চূর্ণং হেমসমাংশয়োঃ ।
ক্রমাদ্দ্বিত্রিচতুর্নিষ্কং মৃতায়ঃসীসভাস্বরম্ ॥ ৬২ ॥
চাঙ্গেয্যম্বেন যামাংস্ত্রীন্মর্দ্দিতং চূর্ণিতং পৃথক্ ।
দ্বৌ নিষ্কৌ নীলবটকাব্যোমায়স্কান্ততালকাৎ ॥ ৬৩ ॥
অঙ্কোল্লকঙ্গুণীবীজতুত্থেভ্যশ্চতুরঃ পৃথক্ ।
অষ্টৌ চ টঙ্কণক্ষারাদ্বরাটানাং চ বিংশতিঃ ॥ ৬৪ ॥
মহাজম্বীরনীরস্ত প্রস্থদ্বন্দ্বেন পেষয়েৎ ।
ততস্তুষশরাবস্থং শুষ্কং খার্য্যাস্তুষস্য চ ॥ ৬৫ ॥
করীষভারে চ পচেদথ মাষদ্বয়ং ততঃ ।
এতাবদ্গন্ধকাৎ পাদং মরিচাদ্ভাবিতাদপি ॥ ৬৬ ॥
মধুনালোড়িতং লিপ্তাত্তাম্বূলীপত্রলেপিতম্ ।
গতেহস্ত ঘটিকামাত্রে প্রতিযামং চ পথ্যভুক্ ॥ ৬৭ ॥
নো চেদুদ্দীপিতো বহ্নিঃ ক্ষণাদ্ধাতূন্ পচত্যতঃ ।
দিনমেকং নিষেব্যৈনং ত্যাজ্যান্যামণ্ডলাত্ত্যজেৎ ॥ ৬৮ ॥
ততঃপরং যথেষ্টাশী দ্বাদশাব্দং সুখী ভবেৎ ।
একমেকং দিনং ভুক্ত্বা বর্ষে বর্ষে মহারসম্ ॥ ৬৯ ॥
বর্ষাদৌ চ ত্যজেত্ত্যাজ্যং দ্বাদশাব্দাং জরাং জয়েৎ ।
এষ বজ্ররসো নাম ক্ষয়পর্ব্বতভেদনঃ ॥ ৭০ ॥

খর্পরসত্ত্ব এক কর্ষ (২ তোলা), জারিত স্বর্ণ ৬ ছয় মাষা, পারদ ৬ নিষ্ক (২৪ মাষা), গন্ধক ৮ নিষ্ক (৩২ মাষা), প্রবালভস্ম ও মুক্তাভস্ম প্রত্যেক ৬ মাষা, লৌহভস্ম ২ দুই নিষ্ক (৮ মাষা), সীসকভস্ম ৩ নিষ্ক (১২ মাষা) ও তাম্রভস্ম ৪ চারি নিষ্ক (১৬ মাষা), এই সকল দ্রব্য আমরুলের রসের সহিত তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে; তৎপরে তাহার সহিত নীলবড়ী, অভ্রভস্ম, অয়স্কান্ত ভস্ম ও হরিতাল ২ নিষ্ক (৮ মাষা), অঙ্কোল্ল (দেবদারু বা আঁকোড়), কঙ্গুনীবীজ ও তুঁতে প্রত্যেক ৪ চারি নিষ্ক (১৬ মাষা), সোহাগা ৮ আট নিষ্ক (৩২ মাষা) ও কড়িভস্ম বিংশতি নিষ্ক (৮০ মাষা); এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, ক্রমশঃ দুই প্রস্থ (৮সের) জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। অতঃপর তুষ এক খারী (১২৮ সের) ও বনঘুঁটে একভার (এক সহস্রপল) দ্বারা পাক করিতে হইবে। পাকশেষে ঔষধের ২ মাষা চতুর্থাংশ পরিমিত গন্ধক ও মরিচ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া তাম্বুলপত্রে লেপন পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হইবে। ঔষধ সেবনের এক ঘটিকা পর হইতে প্রতি প্রহরে এক একবার পথ্য ভোজন করিতে দিবে, নতুবা জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া, ক্ষণকালমধ্যে ধাতুসমূহ পরিপাক করিতে পারে। এই ঔষধ একদিনমাত্র সেবন করিয়া, ৪৮ দিন পর্য্যন্ত পরিত্যাজ্য কুপথ্য সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে, তৎপরে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করিবে। এইরূপ নিয়মে এই ঔষধ সেবন করিলে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত নীরোগ থাকা যায়। এই মহারস বর্ষের আদিকালে একদিন মাত্র সেবন করিয়া নির্দ্দিষ্টকালে কুপথ্য ভোজন পরিত্যাগ করিলে দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত জরা আক্রমণ করিতে পারে না। এই বজ্ররস নামক ঔষধ ক্ষয়রোগরূপ পর্ব্বত বিনাশ করে ॥ ৬১—৭০

মহাবীরঃ ।

[illegible] দ্বৌ তুত্থভাগস্ত নাগাদেকং সুসংস্কৃতাৎ ।
নিষ্কং বিষস্য দ্বৌ তাম্রাৎ কর্ষাংশং গন্ধমৌক্তিকাৎ ॥ ৭১ ॥
অগ্নিপর্ণীহরিলতাভৃঙ্গাদ্রসুরসারসৈঃ ।
মর্দ্দিতং লাঙ্গলীকন্দপ্রলিপ্তে সংপুটে পচেৎ ॥ ৭২ ॥
অর্দ্ধপাদং চ পোট্টল্যাং কাকিণ্যৌ দ্বে বিষস্য চ ।
হিঙ্গুমরিচচূর্ণং চ মধুনা পোট্টলীসমম্ ॥ ৭৩ ॥
ক্ষয়গ্রহণ্যতীসারবহ্নিদৌর্ব্বল্যকাসিনাম্ ।
পাণ্ডুগুল্মবতাং শ্রেষ্ঠো মহাবীরো হিতো রসঃ ॥ ৭৪ ॥
অতিস্থূলস্য পুষ্টস্য [illegible] ক্ষয়ে ।
ন যোজয়েৎ [illegible] ॥ ৭৫ ॥

তুঁতে ২ দুই নিষ্ক (৮ মাষা), শোধিত পারদ ১ এক নিষ্ক (৪ মাষা), মিঠাবিষ ১ এক

নিষ্ক (৪ মাষা), তীক্ষ্ণ লৌহভস্ম ২ দুই নিষ্ক (৮ মাষা) এবং গন্ধক ও মুক্তাভস্ম প্রত্যেক ২ দুই তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য অগ্নিপর্ণী (আগিয়া), হরিলতা, ভৃঙ্গরাজ, আদা ও তুলসীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বিমলাঙ্গলিয়াকর্দ্দমলিপ্ত মূষামধ্যে রুদ্ধ করিবে এবং গজপুটে পাক করিবে। মধু ও মরিচ চূর্ণের সহিত এই ঔষধ দুই রতি মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ক্ষয়, গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, কাস পাণ্ডু ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়। এই মহাবীর রস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; অতিস্থূল ব্যক্তির এবং ক্ষয়রোগে রক্ত-পূযবমনকারীর ইহা বিশেষ উপকারক। এই ঔষধ সেবনকালে সংযোগবিরুদ্ধ বলিয়া দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করিবে না ॥ ৭১—৭৫

পঞ্চামৃতপর্পটী।

স্বর্ণং রজতং তাম্রং সত্বাভ্রং কান্তলোহকম্ ।
ক্রমবৃদ্ধমিদং সর্ব্বং শাণেয়ৌ নাগবঙ্গকৌ ॥ ৭৬ ॥
দ্রাবয়িত্বৈকতঃ সর্ব্বং রেতয়িত্বা ততশ্চরেৎ ।
পৃথক্‌পলমিতং গন্ধং শিলালং বিনিধায় চ ॥ ৭৭ ॥
সর্ব্বং খল্বে বিনিক্ষিপ্য মর্দ্দয়েদম্লবর্গতঃ ।
তাপ্যং নীলাঞ্জনং তালং শিলাগন্ধং চ চূর্ণিতম্ ॥ ৭৮ ॥
দত্ত্বা দত্ত্বা পুটেত্তাবদ্‌যাবদ্বিংশতিবারকম্ ।
লোহাদ্দ্বিগুণসূতেন ততো দ্বিগুণগন্ধতঃ ॥ ৭৯ ॥
বিধায় কজ্জলীং শ্লক্ষ্ণাং ক্ষিপ্ত্বা তাং লৌহপাত্রকে ।
দ্রাবয়েদ্বদরাঙ্গারৈর্মৃদুভিশ্চাথ নিক্ষিপেৎ ॥ ৮০ ॥
হেমাদিপঞ্চলোহানাং ভস্ম চাথ বিলোড়য়েৎ ।
অথ তৎ কদলীপত্রে গোময়স্থে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৮১ ॥
পত্রেণানেন সংছাদ্য চিপিটীং কুরু যত্নতঃ ।
তস্যোপরি ক্ষিপেৎ সদ্যো গোময়ং স্তোকমেব চ ॥ ৮২ ॥
স্বতঃশীতং সমাহৃত্য পটচূর্ণং বিধায় চ ।
নিক্ষিপেদূর্দ্ধদণ্ডায়াং পলিকায়াং ততঃ পরম্ ॥ ৮৩ ॥
ক্বাবদরাঙ্গারৈর্মৃদুভির্দ্রাবয়েচ্ছনৈঃ ।
তুল্যালকশিলাগন্ধং পলাদ্ধবিমর্দ্দিতম্ ॥ ৮৪ ॥
পক্বপর্পটিকাতুল্যং ভস্মাদনং মুহুর্মুহুঃ ।
ক্ষারয়েৎ পলিকামধ্যে যথা দহেন্ন পর্পটী ॥ ৮৫ ॥
পলিকেতি বিনির্দ্দিষ্টা স্নেহক্ষেপণপাত্রিকা ।
পশ্চাৎ তালাদিকে চূর্ণে পটচূর্ণং বিধীয়তাম্ ॥ ৮৬ ॥
পুষ্করক্ষযষ্টিকোলব্যাঘ্রীশোভাঞ্জনাদিভিঃ ।
এতৈঃ পঞ্চপলৈঃ ক্বাথং ষোড়শাংশাবশেষিতং ॥ ৮৭ ॥
তেন ক্বাথেন সংস্বেদ্য শোষয়েৎ সপ্তধা হি তাম্ ।
বিষতিন্দুফলোদ্ভূতৈ রসৈর্নিম্বুভিকারসৈঃ ॥ ৮৮ ॥
বিভাব্য পলিকামধ্যে ক্ষিপ্ত্বা বদরবহ্নিনা ।
ঈষৎ প্রস্বেদনং কৃত্বা স্থাপয়েদতিযত্নতঃ ॥ ৮৯ ॥
উক্তা ভৈরবনাথেন স্যাৎ পঞ্চামৃতপর্পটী ।
ঘোষাজ্যসহিতা লীঢা গুঞ্জাবীজেন সম্মিতা ॥ ৯০ ॥
সর্ব্বলক্ষণসংপূর্ণং বিনিহন্তি ক্ষয়াময়ম্ ।
শ্বাসং কাসং বিসূচীং চ প্রমেহমুদরাময়ম্ ॥ ৯১ ॥
অরোচকং চ দুঃসাধ্যং প্রসেকং ছর্দ্দিহৃদ্ভবম্ ।
অর্শিকং গুদরোগং চ শূলকুষ্ঠান্যশেষতঃ ॥ ৯২ ॥
বাতজ্বরং চ বিড়্‌বন্ধং গ্রহণীং কফজান্ মদান্ ।
একদ্বন্দ্বত্রিদোষোত্থান্ রোগানন্যান্ মহাগদান্ ॥ ৯৩ ॥
অগ্নিমান্দ্যং বিশেষেণ রসোঽয়ং পরমো মতঃ ।
এবং সম্যক্ দাতব্যো রসোঽয়ং ভিষগুত্তমৈঃ ॥ ৯৪ ॥
তত্তদ্রোগহরৈর্যোগৈস্তত্তদ্রোগানুপানতঃ ।
ক্ষয়াদিসর্ব্বরোগঘ্নী স্যাৎ পঞ্চামৃতপর্পটী ॥ ৯৫ ॥
তৈলসর্ষপবিল্বাম্লকারবেল্লং সুস্তকম্ ।
ত্যজেৎ পারাবতং মাংসং বৃন্তাকং কুক্কুটং তথা ॥ ৯৬ ॥

স্বর্ণ ১ এক তোলা, রৌপ্য ২ দুই তোলা, তাম্র ৩ তিন তোলা, অভ্রসত্ব ৪ চারি তোলা, কান্তলৌহ ৫ পাঁচ তোলা এবং সীসক ও বঙ্গ প্রত্যেক এক শাণ (অর্দ্ধতোলা); এই সমস্ত দ্রব্য একত্র দ্রবীভূত করিবে। শীতল হইলে বালুকার মত চূর্ণ করিবে। গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক এক পল (৮ তোলা), এই সমুদায় খলে ফেলিয়া অম্লবর্গের সহিত মর্দ্দন করিবে; এবং স্বর্ণমাক্ষিক, নীলাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা ও গন্ধক চূর্ণ সহ প্রত্যেকবার মিশ্রিত করিয়া বিংশতিবার পুট দিবে। এই সমস্ত ধাতুদ্রব্যের দ্বিগুণ পরিমিত পারদ ও পারদের দ্বিগুণ গন্ধক একত্র মর্দ্দন কজ্জলী করিবে। তৎপরে সেই কজ্জলী লৌহপাত্রে কুলকাষ্ঠের মৃদু অগ্নিতে দ্রবীভূত করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত ধাতুদ্রব্যের ভস্ম তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়িত করিবে এবং গোময়ের উপর কদলীপত্র পাতিয়া তাহার উপর সেই দ্রবীভূত পদার্থ ঢালিবে ও কদলীপত্রাচ্ছাদিত গোময়-পোট্টলীর চাপ দিয়া তাহা চিপিটরূপে অর্থাৎ পর্পটাকারে পরিণত করিবে। শীতল হইলে, সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া, ও বস্ত্রে ছাঁকিয়া উর্দ্ধদণ্ড-

বিশিষ্ট পলিকায় (পলায়) পূর্ব্ববৎ নিক্ষেপ ও দ্রাবিত করিবে এবং তাহার সমপরিমিত হরিতাল মনঃশিলা ও গন্ধক এবং অর্দ্ধ পল পরিমিত মিঠাবিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, সেই পলাতেই তাহা এরূপভাবে জারিত করিবে, যেন দগ্ধ হইয়া না যায়। স্নেহপদার্থ উৎক্ষেপণার্থ যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাই পলিকা (পলা) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত হরিতালাদি পদার্থ জীর্ণ হইলে তাহা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। চিরকরঞ্জ, ষট্‌কোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও মরিচ), কণ্টকারী ও শজিনা-মূল এই সকল দ্রব্য পাঁচ পল, ষোল গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ষোড়শাংশ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই কাথ দ্বারা সাত-বার ভাবনা দিয়া, তৎপরে বিষতিন্দুক ফলের (কুঁচিলার) রস ও নিসিন্দার রস দ্বারা ভাবনা দিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার পলিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, কুলকাষ্ঠের অগ্নিতে ঈষৎ স্বিন্ন করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে ॥ ৭৬—৮৯

এই পঞ্চামৃত পর্পটী ভৈরবনাথ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। এই ঔষধ এক রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে সকললক্ষণসম্পন্ন ক্ষয়রোগ, শ্বাস, কাস, বিসূচিকা, প্রমেহ, উদরাময়, অরুচি, দুঃসাধ্য কফস্রাব, বমন, হৃদ্রোগ, প্রবল অর্শঃ, শূল, কুষ্ঠ, বাতজ্বর, মূলরোধ, গ্রহণী, কফজ মদরোগ, এবং একদোষজ দ্বিদোষজ ও সান্নিপাতিক অন্যান্য উৎকট রোগসমূহ, বিশেষতঃ অগ্নিমান্দ্য রোগ নিবারিত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রোগ-সমূহে তত্তদ্‌ রোগনাশক অনুপানের সহিত ইহা প্রয়োগ করিবেন। এই পঞ্চামৃত পর্পটী ক্ষয়াদি সর্ব্বরোগ নাশক। এই ঔষধ সেবন কালে তৈল, সর্ষপ, বেল, অম্ল, কারবেল্ল (করেলা), কুসুমশাক, পারাবতমাংস, কুক্কুট মাংস ও বেগুণ এই সকল দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ৯০—৯৬

তৃষ্ণাহরঃ ।

যুক্তং গন্ধকপিষ্ট্যা হরতালকং স্বর্ণমাক্ষিকম্
যুক্ত্যা ভস্মকৃতং নাশং তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারণম্ ॥ ৯৭ ॥

গন্ধকপিষ্টির সহিত লৌহভস্ম, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক মিশ্রিত করিয়া পুটপাকে তাহা ভস্মীভূত করিবে। ইহা তৃষ্ণা ও বমি নিবারক ॥ ৯৭

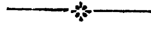
রাজাবর্ত্তরসঃ ।

রাজাবর্ত্তো রসঃ শুদ্ধ মধুকং ঘৃতপাচিতম্ ।
মধ্বাজ্যশর্করাযুক্তং হন্তি সর্ব্বান্ মদাত্যয়ান্ ॥ ৯৮ ॥
রাজাবর্ত্তো রসঃ শুদ্ধঃ সূতগন্ধবিমর্দ্দিতম্ ।
যষ্টীমধুকষায়েণ ঘৃতমধ্যে বিপাচিতম্ ॥ ৯৯ ॥
মধ্বাজ্যশর্করাযুক্তং হন্তি সর্ব্বান্ মদাত্যয়ান্ ॥ ১০০ ॥
ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তসূনুবাগ্ভটাচার্য্যকৃতৌ
রাজযক্ষ্মারুচিপ্রসেকবমিহৃদ্রোগতৃষ্ণামদাত্যয়
প্রকরণং নাম চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

রাজাবর্ত্ত, রসসিন্দুর, তাম্রভস্ম ও যষ্টিমধু একত্র করিয়া, ঘৃতের সহিত পাক করিবে। এই ঔষধ ঘৃত মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ মদাত্যয়রোগ প্রশমিত হয়। অথবা রাজাবর্ত্ত, রসসিন্দুর, পারদসহ জারিততাম্র একত্র মিশ্রিত করিয়া যষ্টিমধুর কাথের সহিত মর্দ্দন করিবে; তৎপরে ঘৃতের সহিত পাক করিবে। ইহাও ঘৃত মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ মদাত্যয় প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৯৮—১০০

ইতি রাজযক্ষ্মা-অরুচি-প্রসেক-বমন-হৃদ্রোগ-তৃষ্ণা-মদাত্যয়প্রকরণ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।



অথ অর্শশ্চিকিৎসিতম্।

গুদস্য বহিরন্তশ্চ জায়ন্তে চর্ম্মকীলকাঃ।
সর্ব্বরোগকরাঃ পুংসামর্শাংসীতি হি বিশ্রুতাঃ॥ ১॥
রুধিরস্রাবিণস্তেষাং পিত্তজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বাতজা নিঃসহোত্থানা উদাবর্ত্তং প্রকুর্ব্বতে।
শ্বয়থুং শ্লেষ্মজাঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বং কুর্য্যুস্ত্রিদোষজাঃ॥ ২॥

লক্ষণ।—গুহ্যদ্বারের বাহিরে বা ভিতরে যে চর্ম্মকীলক (মাংসাঙ্কুর) উৎপন্ন হয়, তাহাই অর্শঃ নামে অভিহিত হয়। অর্শঃ হইতে সমুদয় রোগই উৎপন্ন হইতে পারে। যে সকল অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহারা পিত্তজ; এবং যাহারা পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হইয়া উদাবর্ত্ত উপস্থিত করে, তাহারা বাতজ অর্শঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ অর্শঃ শোথজনক এবং ত্রিদোষজ অর্শঃ, বাতজাদি সমুদায় অর্শের লক্ষণ প্রকাশক॥ ১।২

অর্শঃকুঠারঃ।

শুদ্ধসূতং পলৈকং তু দ্বিপলং শুদ্ধগন্ধকম্॥ ৩॥
মৃতং তাম্রং মৃতং লৌহং প্রত্যেকং তু পলত্রয়ম্।
ত্র্যূষণং লাঙ্গলী দন্তী পীলুকং চিত্রকং তথা॥ ৪॥
প্রত্যেকং দ্বিপলং যোজ্যং যবক্ষারং চ টঙ্কণম্।
উভৌ পঞ্চপলৌ যোজ্যৌ সৈন্ধবং পলপঞ্চকম্॥ ৫॥
দ্বাত্রিংশৎপলগোমূত্রং স্নুহীক্ষীরং চ তৎসমম্।
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ স্থাল্যাং সর্ব্বং যাবৎ সুপিণ্ডিতম্॥ ৬॥
মাষদ্বয়ং সদা খাদেদ্রসো অর্শঃকুঠারকঃ।
তক্রেণ দাড়িমাম্ভোভিঃ পক্বকন্দেন বাথ তৎ॥ ৭॥

শোধিত পারদ এক পল (৮ তোলা), শোধিত গন্ধক দুই পল (১৬ তোলা), জারিত তাম্র ও লৌহ প্রত্যেক তিনপল (২৪ তোলা); শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিষলাঙ্গলী, দন্তীমূল, পীলুবীজ ও চিতামূল প্রত্যেক দুই পল (১৬ তোলা); যবক্ষার ও সোহাগা উভয়ে পাঁচপল (প্রত্যেক ২০ তোলা); সৈন্ধব পাঁচ পল, গোমূত্র বত্রিশ পল এবং সীজের আটা বত্রিশ পল, এই সমুদায় একত্র একটি হাঁড়িতে স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পিণ্ডীকৃত করিবে। এই ঔষধের নাম অর্শঃকুঠার। ইহা দুই মাষা পরিমাণে তক্র (ঘোল), দাড়িমের রস বা দগ্ধ ওলের সহিত সেবন করিবে॥ ৩—৭

বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং জীরনাগরম্।
মরিচং পিপ্পলী কুষ্ঠং পথ্যাবহ্ন্যজমোদকম্॥ ৮॥
ক্রমোত্তরগুণং চূর্ণং সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং গুড়ম্।
কর্ষং চোষ্ণজলেনানুপিবেদ্বাতার্শসাং জয়েৎ॥ ৯॥

অর্শোহর যোগ।—বচ একভাগ, হিং দুই ভাগ, বিড়ঙ্গ তিনভাগ, সৈন্ধব চারিভাগ, জীরা পাঁচভাগ, শুঁঠ ছয় ভাগ, মরিচ সাত ভাগ, পিপুল আটভাগ, কুড় নয় ভাগ, হরীতকী দশ ভাগ, চিতামূল এগার ভাগ, বন-যমানী বার ভাগ ও গুড় সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ; সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিবে। দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিয়া উষ্ণজল অনুপান করিলে বাতজ অর্শঃ প্রশমিত হয়॥ ৮—৯

মৃতসূতাভ্রহেমার্কতীক্ষ্ণমুণ্ডং সগন্ধকম্।
মণ্ডূরং মাক্ষিকং তুল্যং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দিনম্॥ ১০॥
অন্ধমূষাগতং পাচ্যং ত্রিদিনং তুষবহ্নিনা।
চূর্ণিতং সিতয়া মাষং খাদেৎ পিত্তার্শসাং জয়েৎ॥ ১১॥

জারিত পারদ, অভ্র, স্বর্ণ, তাম্র, তীক্ষ্ণ লৌহ, মুণ্ড-লৌহ, গন্ধক, মণ্ডূর ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমপরিমিত; এই সমুদায় একত্র ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে এবং মূষারুদ্ধ করিয়া, তুষের আগুনে

তিন দিন পাক করিবে। তৎপরে চূর্ণ করিয়া, এক মাষ পরিমাণে চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তজ অর্শঃ প্রশমিত হয়॥ ১০।১১

চূর্ণং জেতং চেন্দ্রযবং শুণ্ঠাভল্লাতচিত্রকম্।
[illegible]ঙ্গানি পথ্যা তুল্যং বিচূর্ণয়েৎ॥ ১২॥
সর্বতুল্যং গুড়ং দেয়াৎ কর্ষং ভুক্ত্বার্শসাং জয়েৎ।
[illegible]শসঃ প্রশাস্যর্থং দেয়মানন্দভৈরবম্।
[illegible]ত্রুত্যং দেয়ং গুঞ্জাত্রয়ং হিতং॥ ১৩॥

[illegible] লৌহ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, ভেলা, [illegible] মূলা (বেলশুঁঠ), বিড়ঙ্গ ও হরীতকী এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান গুড়; একত্র মিশ্রিত করিয়া, দুই তোলা পর্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে শ্লেষ্মজ অর্শঃ নিবারিত হয়। ইহার সহিত সমপারামিত তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিলে, তাহা আনন্দভৈরব নামে অভিহিত হয়। আনন্দভৈরব তিন রতি মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত॥ ১২।১৩

সর্ব্বলোকাশ্রয়োরসঃ।

শুদ্ধং সূতং পলং গন্ধং [illegible] তালতাপ্যকম্॥ ১৪॥
[illegible] রসকং চৈব তাজকাদ্ধবিভাগিকম্।
[illegible] কজ্জলীং কুর্য্যাদদৃঢ়ং স মর্দ্দা বাসরম্॥ ১৫॥
ত্রিদিনং মর্দ্দয়েচ্চাথ দত্ত্বা নিম্বুজলং খলু।
বটীকৃত্য বিশোষ্যাথ কাচকূপ্যাং নিধাপয়েৎ॥ ১৬॥
নিষ্কতুল্যার্কপত্রেণ পিধায়াস্যং প্রযত্নতঃ।
সার্দ্ধাঙ্গুলমিতোৎসেধং মৃৎস্নয়া তাং বিলেপ্য চ॥ ১৭॥
ততো ভাণ্ডতৃতীয়াংশে সিকতাপরিপূরিতে।
নিধায় স্থিরকাচকুপ্যা সিকতাভিঃ প্রপূরয়েৎ॥ ১৮॥
রুদ্ধাস্যং তদধো বহ্নিং জ্বালয়েৎ সার্দ্ধবাসরম্।
স্বাঙ্গশীতলিতং কাচপুটাদাকৃষ্য তং রসম্॥ ১৯॥
পটচূর্ণং বিধায়াথ তাম্রমভ্রং পলদ্বয়ম্।
পলার্দ্ধমমৃতং চৈব মরিচং চ চতুষ্পলম্॥
একীকৃত্য ক্ষিপেৎ সর্ব্বং নারিকেলকরণ্ডকে॥ ২০॥
[illegible] গুঞ্জাদ্বিমানো হরতি রসবরঃ সর্ব্বলোকাশ্রয়োঽয়ং
বাতশ্লেষ্মোত্থরোগান্ গুদজনিতগদং শোষপাণ্ড্বাময়ং চ।
যক্ষ্মাণং বাতশূলং জ্বরমপি নিখিলং বহ্নিমান্দ্যং চ গুল্মং
[illegible]দ্রোগমন্যৈর্যোগৈঃ সকলগদচয়ং দীপনং তৎক্ষণেন॥ ২১॥

শোধিত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক একপল (৮ তোলা), হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক অর্দ্ধ পল (৪ তোলা), মিঠাবিষ ও রসক প্রত্যেক সিকি পল (২ তোলা); এই সমুদায় একত্র একদিন দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। তৎপরে তিন দিন লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। বটিকা শুষ্ক হইলে, তাহা কাচকূপীতে (বোতলে) পূর্ণ করিয়া বোতলের মুখ চারিমাষা পরিমিত তাম্রপত্র দ্বারা রুদ্ধ করিবে এবং বোতলের উপরে দেড় অঙ্গুলি পুরু মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে। অতঃপর একটি হাড়ীর তৃতীয়াংশ বালুকাপূর্ণ করিয়া, তাহার উপর বোতল বসাইবে এবং বোতলের উপরেও বালুকা দিয়া হাড়িটি পূর্ণ করিবে। হাড়ীর মুখে আচ্ছাদন দিয়া, তাহার নিম্নে সার্দ্ধদিন অর্থাৎ দেড় দিন অগ্নিজ্বাল দিবে। পাকশেষে আপনা হইতে শীতল হইলে, বোতলের ঔষধ বাহির করিয়া লইবে এবং চূর্ণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিবে। তৎপরে তাহার সহিত তাম্রভস্ম দুইপল, অভ্রভস্ম দুইপল, মিঠাবিষ অর্দ্ধপল (৪ তোলা) ও মরিচ চারিপল (৩২ তোলা) মিশ্রিত করিয়া নারিকেল পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই সর্ব্বলোকাশ্রয় রস ঘৃতের সহিত দুই রতি মাত্রায় সেবন করিলে বাত-শ্লেষ্মজনিত রোগসমূহ, অর্শঃ, শোষ, পাণ্ডুরোগ, যক্ষ্মা, বাতজশূল, সর্ব্ববিধজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও গুল্মরোগ প্রশমিত হয়। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে ইহাদ্বারা অন্যান্য রোগও নিবারিত হয়। এই ঔষধ আশু অগ্নিবৃদ্ধি করে॥ ১৪—২১

মূলকুঠারঃ।

অর্শোঘ্নং সূরণং বন্যং পুরক শূণ্ ভদ্রক।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং বনসূরণ চিত্রকম্॥ ২২॥
মরিচং কণ্টকারী চ রক্তপুষ্পা সমাংশকম।
পলমেকং পৃথক্ সর্ব্বং শ্লক্ষ্ণং দৃষদি পেষয়েৎ॥ ২৩॥
গজাজপশুমূত্রেষু শুভে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ।
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ সর্ব্বং চূর্ণশেষং যথা ভবেৎ॥ ২৪॥
লোহত্রয়ং চ তত্রৈব পলমেকং তু নিক্ষিপেৎ।
গুঞ্জপ্রমাণবটিকান্ কুর্য্যাদেবং পৃথক্ পৃথক্॥ ২৫॥

ত্রিংশদ্দিনানি মতিমানর্শোঘ্নং দীপনং পরম্।
ঘৃততক্রসমাযুক্তং ভোজনং সংপ্রদাপয়েৎ ॥ ২৬ ॥

হে বৎস! অর্শোনাশক শূরণের (ওলের) বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। পিপুল, পিপুল-মূল, বচ্ওল, চিতামূল, মরিচ, কণ্টকারী ও রক্তপুষ্পী (পারুল গাছ), প্রত্যেক এক এক পল গ্রহণ করিয়া, শিলায় মসৃণভাবে পেষণ করিবে; তৎপরে একটি পরিষ্কৃত ভাণ্ডে, হস্তী ছাগ প্রভৃতি পশুমূত্রের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া চূর্ণভাগ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে এবং তাহার সহিত সৈন্ধব বিট্ ও সচল লবণ মিলিত একপল মিশ্রিত করিয়া, দুইতোলা মাত্রায় বটক প্রস্তুত করিবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই অর্শোনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক বটক ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিবেন। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে, ঘৃত ও তক্রের সহিত ভোজ্য পদার্থ ভোজন করিতে দিবেন ॥ ২২--২৬

গন্ধকং তাবতাভ্রং চ কৃত্বা চৈকত্র পিষ্টিকাম্।
তৎসমং চাভ্রকং তীক্ষ্ণং গন্ধকং পঞ্চমাংশকম্ ॥ ২৭ ॥
বিষং চ ষোড়শাংশেন দ্বৌ ভাগৌ সূতকস্য চ।
একীকৃত্য প্রযত্নেন জম্বীরদ্রবমর্দ্দিতম্ ॥ ২৮ ॥
ভাজনে মন্ময়ে স্থাপ্য বরাক্বাথেন ভাবয়েৎ।
দশমূলশতাবর্য্যোঃ ক্বাথে পাচ্যং ক্রমেণ হি ॥ ২৯ ॥
অথোদ্ধৃত্য প্রযত্নেন বটিকাং কারয়েদ্বুধঃ।
গুঞ্জাত্রয়প্রমাণেন গুদব্যাধিং চ শূলনুৎ ॥ ৩০ ॥

গন্ধক, রৌপ্য ভস্ম ও তাম্রভস্ম, একত্র মর্দ্দন করিয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিবে এবং তাহার সহিত ঐ সকলের সমপরিমিত অভ্র ও তীক্ষ্ণলৌহ, পঞ্চমাংশ পরিমিত গন্ধক, ষোড়শাংশ পরিমিত মিঠাবিষ ও দুইভাগ পারদ মিশ্রিত করিবে। তৎপরে সেই সকল দ্রব্য জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, মৃন্ময়পাত্রে স্থাপন করিবে ও তাহাতে ত্রিফলার ক্বাথের ভাবনা দিবে। অতঃপর ক্রমশঃ দশমূল ও শতমূলীর ক্বাথের সহিত পাক করিবে এবং যথাকালে নামাইয়া তিন রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা অর্শোরোগ ও শূলরোগনাশক ॥ ২৭—৩০

বরনাগং তথা ব্যোমসত্ত্বং শুল্বং চ তীক্ষ্ণকম্।
সর্ব্বমেকত্র বিদ্রাব্য ক্ষিপ্তালং চাল্পমল্পকম্ ॥ ৩১ ॥
চালয়েদনিশং যাবত্তালকং ত্রিগুণং খলু।
ততস্তেন বিমর্দ্দ্যাথ পিষ্টিং কুর্য্যাদ্রসেন হি ॥ ৩২ ॥
ততো ভল্লাতকীবৃক্ষমূলস্থানে খনেচ্চ তান্।
মাসাদাকৃষ্য তাং পিষ্টিং গব্যদুগ্ধে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৩৩ ॥
ততো ভল্লাতকীতৈলং হৃতং পাতালযন্ত্রতঃ।
আয়সে ভাজনে স্নিগ্ধে পিষ্টিকাং বিনিবেশ্য চ ॥ ৩৪ ॥
প্রস্থমাত্রং হি তত্তৈলং জারয়েদতিযত্নতঃ।
তত্তৈলভাবিতৈর্গন্ধৈঃ পুটিত্বা ভস্মতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥
ততঃ কার্ত্তিকমাসোত্থকৌরণ্টদলজৈঃ রসৈঃ।
রসং সংমর্দ্দ্য সংমর্দ্দ্য ঘর্ম্মে সংস্থাপ্য মারয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
তদ্ভস্ম মেলয়েৎ পূর্ব্বভস্মনা সমভাগিকম্।
বনশূরণনিগুণ্ডী মহারাষ্ট্রীভকর্ণিকা ॥ ৩৭ ॥
বজ্রবল্লী শিখী চৈষাং রসৈঃ পিষ্ট্বা বিশোষয়েৎ।
ত্রিবারং মার্কবদ্রাবৈর্দ্রাবয়িত্বা বিশোষয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
চূর্ণীকৃত্য প্রযত্নেন ক্ষিপেৎ কাপি করণ্ডকে ॥ ৩৯ ॥
সোঽয়ং মূলকুঠারকো রসবরো দীপ্যাগ্নিবেল্লোত্তমা-
সংযুক্তঃ সঘৃতশ্চ বল্লতুলিতঃ সংসেবিতো নাশয়েৎ।
অর্শাংস্যানননাসিকাক্ষিগুদকান্যাত্ম্যগ্রপীড়ানি চ
প্লীহানং গ্রহণীং চ গুল্মযকৃতৌ মান্দ্যং চ কুষ্ঠাময়ান্ ॥ ৪০ ॥

সীসকভস্ম, অভ্রসত্ত্ব, তাম্র ও তীক্ষ্ণলৌহ প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে অল্প অল্প হরিতাল নিঃক্ষেপ করিবে এবং অনবরত নাড়িতে থাকিবে, এইরূপে ত্রিগুণপরিমিত হরিতাল ক্রমশঃ মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে তাহার সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডীকৃত করিবে। সেই পিণ্ড ভল্লাতকবৃক্ষের মূলদেশে এক মাসকাল প্রোথিত করিয়া রাখিতে হইবে। মাসান্তে তাহা উদ্ধার করিয়া গব্যদুগ্ধে ডুবাইয়া রাখিবে। তৎপরে স্নিগ্ধ লৌহপাত্রে সেই পিণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক পাতালযন্ত্রে ভেলার তৈল আহরণ করিয়া, একপ্রস্থ (দুই সের) পরিমিত সেই তৈলের ভাবনা তাহাতে দিবে এবং গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভস্মরূপে পরিণত করিবে। অতঃপর পারদ কার্ত্তিকমাসজাত পীতঝাঁটী পত্রের রসের সহিত বারংবার মর্দ্দন ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, তাহা জারিত করিবে এবং পূর্ব্বভস্মের সহিত সেই ভস্ম সমপরিমাণে মিশ্রিত করিবে। পরিশেষে

তাহাকে বনওল, নিসিন্দা, কাচড়াদাম, গজকর্ণী (কন্দশাক বিশেষ) হাড়যোড়া ও চিতামূলের রসের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে এবং ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত তিনবার মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে ও কোন একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই মূলকুঠার রস যমানী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ ও ঘৃতের সহিত তিন রতি মাত্রায় সেবন করিলে, অর্শোরোগ, মুখরোগ, নাসারোগ, চক্ষুরোগ, উগ্রপীড়াদায়ক গুহ্যজরোগ, প্লীহা, গ্রহণী, গুল্ম, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়॥ ৩১—৪০

মহোদয়প্রত্যয়সারঃ।

রসগ্রস্তসমুদ্গীর্ণগন্ধকস্য পলত্রয়ম্।
মৃতশুল্বাভ্রতীক্ষ্ণানাং কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্॥ ৪১॥
পলং হিঙ্গুলচূর্ণস্য মাক্ষিকস্য পলত্রয়ম্।
পলং কম্পিল্লকস্যাপি বিষস্যার্দ্ধপলং তথা॥ ৪২॥
সপ্তাহং মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং দত্বা চূর্ণোদকং মুহুঃ।
ততস্তদ্গোলকং কৃত্বা সপ্তাহং চাতপে ক্ষিপেৎ॥ ৪৩॥
গুড়চূর্ণং শিলাচূর্ণং লিম্পেদঙ্গুলিকাঘনম্।
ত্রিপলং গন্ধকং দত্বা ক্রৌঞ্চ্যামথ চ গোলকম্॥ ৪৪॥
গোলকস্যোপরিষ্টাচ্চ ক্ষিপেত্তালপলত্রয়ম্।
সংরুধ্যাতিপ্রযত্নেন দদ্যাদ্গজপুটং খলু॥ ৪৫॥
স্বাঙ্গশীতলমাহৃত্য গোলকং লেপনৈঃ সহ।
বিচূর্ণ্য সপ্তবারং হি বিষতিন্দুকলোদ্ভবৈঃ॥ ৪৬॥
দ্রবৈরথাতপে শুষ্কং ক্ষিপেদ্ব্যয়ে করণ্ডকে।
ত্রিংশদংশেন বৈক্রান্তভস্ম তস্মিন্ বিনিক্ষিপেৎ॥ ৪৭॥
অয়ং হি নন্দীশ্বরসংপ্রদিষ্টো রসো বিশিষ্টঃ খলু রোগহন্তা।
নিঃশেষরোগেন্দ্রহতপ্রতাপো মহোদয়প্রত্যয়সারনামা॥ ৪৮॥
হন্যাচ্চ সর্ব্বগুদাময়ান্ ক্ষয়গদং কুষ্ঠং চ মন্দাগ্নিতাং
শূলাধ্মানমদং কফং শ্বসনতামুন্মাদকাপস্মৃতী।
সর্ব্বা বাতরুজো মহাজ্বরগণান্ নানাপ্রকারাংস্তথা
বাতশ্লেষ্মভবং মহাময়চয়ং দুষ্টগ্রহণ্যাময়ম্॥ ৪৯॥

গন্ধক প্রথমতঃ পারদ কর্ত্তৃক গ্রাসিত ও উদ্গীরিত করিয়া, সেই গন্ধক তিনপল (২৪ তোলা), জারিত পারদ, অভ্র, তাম্র ও লৌহ প্রত্যেক এক কর্ষ (২ তোলা), হিঙ্গুল চূর্ণ এক পল (৮ তোলা) স্বর্ণমাক্ষিক তিন পল (২৪ তোলা), কমলাগুঁড়ি একপল (৮ তোলা) ও মিঠাবিষ অর্দ্ধপল (৪ তোলা), এই সকল দ্রব্যে চূণের জল দিয়া সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে এবং গোলক প্রস্তুত করিয়া সপ্তাহকাল রৌদ্রে তাহা শুষ্ক করিবে। তৎপরে সেই গোলকের উপরে গুড়, চূর্ণ ও মনঃশিলা চূর্ণদ্বারা অঙ্গুলি পরিমিত ঘন লেপ দিবে। একটি মূষার মধ্যে সেই গোলক স্থাপন করিয়া তাহার উপরে তিন পল হরিতাল চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং মূষাটি যত্নপূর্ব্বক রুদ্ধ করিবে। অতঃপর গজপুটে তাহা পাক করিয়া, শীতল হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ সহ গোলকগুলি চূর্ণ করিয়া, তাহাতে সাতবার কুঁচিলার রসের ভাবনা দিবে ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, তাহার সহিত ত্রিংশৎ অংশ অর্থাৎ ত্রিশ ভাগের একভাগ বৈক্রান্ত ভস্ম মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই মহোদয়প্রত্যয়সার নামক উৎকৃষ্ট রস নন্দীশ্বর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। ইহা বহুরোগনাশক এবং সর্ব্বরোগ নিঃশেষরূপে নিবারণ করিতে বিশেষ সমর্থ। সর্ব্ববিধ অর্শোরোগ, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, শূল, আধ্মান, কফ, শ্বাস, উন্মাদ, অপস্মার, সকল প্রকার বায়ুরোগ, নানাপ্রকার উৎকট জ্বর রোগ, বাতশ্লেষ্মজনিত প্রবল রোগ সমূহ ও দূষিত গ্রহণী, এই ঔষধ দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪১—৪৯

কনকসুন্দরঃ।

শুদ্ধরসং ধৌতমাক্ষীকং কান্তাভ্রং নাগহাটকম্।
পৃথগ্ভটেন সংতুল্যং সর্ব্বতুল্যং চ গন্ধকম্॥ ৫০॥
দত্বা বিম্বাধরে যন্ত্রে পুটেদারণ্যকোৎপলৈঃ।
সাঙ্গশীতলমুদ্ধৃত্য ত্র্যষণেন বিমিশ্রয়েৎ॥ ৫১॥
অর্শোব্যাধৌ কটীশূলে চক্ষুঃশূলে চ দারুণে।
সন্নিপাতে ক্ষয়ে শ্বাসে কাসে মন্দানলে জ্বরে॥ ৫২॥
কর্ণশূলে শিরঃশূলে দন্তশূলে প্রয়োজয়েৎ।
পীনসে প্লীহ্নি হৃচ্ছূলে গৃধ্রসিবাতে চ দারুণে॥ ৫৩॥
একাঙ্গে বা ধনুর্ব্বাতে কম্পবাতে চ মূর্চ্ছিতে।
জ্বরাংশ্চ বিষমান্ সর্ব্বান্ হন্তি রোগাননেকধা॥ ৫৪॥
সেবিতঃ পথ্যযোগেন রসঃ কনকসুন্দরঃ।
গুঞ্জামাত্রং দদীতাস্য যথাযুক্তানুপানতঃ॥ ৫৫॥

ঘৃতেন সংযুক্তো বাতে মধুনা পৈত্তিকে জ্বরে।
পিপ্পল্যা শ্লৈষ্মিকে দেয়ঃ পিত্তোত্থে চ চন্দনম্ ॥ ৫৬ ॥
ত্র্যূষণে শ্লেষ্মবাতোত্থে বাতপিত্তে ঘৃতং স্মৃতম্।
শ্লেষ্মপিত্তে চার্দ্রকেণ নিম্বুকেন সান্নিপাতিকে ॥ ৫৭ ॥
ফলত্রয়েণ শূলেষু বিষমেষু জ্বরেষথ।
আর্দ্রকেণাথবা দত্যাদ্বহ্নিমান্দ্যে বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥
অভিষ্যন্দে শিরঃশূলে খায়রাবোলসংযুতম্।
পক্ষিমাংসরসাযুক্তং কফবাতে চ মূর্চ্ছিতে ॥ ৫৯ ॥
একাঙ্গে চ ধনুর্বাতে ক্ষীরযুক্তং চ পীনসে।
পাণ্ডুরোগে ক্ষয়ে কাসে মরিচাজ্যেশ্চ কামলে ॥ ৬০ ॥
অজমোদাবিড়ঙ্গৈশ্চ নাভিশূলেঽগ্নিমান্দ্যকে।
কৃষ্ণজ্বরেঽরুচৌ দেয়ঃ কদলীফলসংযুতঃ ॥
বোলেনার্দ্ধকটীশূলে ভাষিতং নাগবোধিনা ॥ ৬১ ॥

শোধিত পারদ, শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, জারিত কান্তলৌহ, অভ্র, সীসক ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান গন্ধক, একত্র মিশ্রিত করিয়া, নিশিন্দার রসে বনঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া, তাহার সহিত ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অর্শোরোগে, কটীশূলে, দারুণ চক্ষুঃশূলে, সন্নিপাত দোষে, ক্ষয় রোগে, শ্বাসরোগে, কাসরোগে, অগ্নিমান্দ্যে, জ্বরে, কর্ণশূলে, শিরঃশূলে, দন্তশূলে, পীনসরোগে প্লীহায়, হৃৎশূলে, উৎকট গ্রন্থিবাতে, একাঙ্গ বাতে, ধনুঃস্তম্ভে, কম্পবাতে ও মূর্চ্চারোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই কনকসুন্দর রস সেবন করিয়া উপযুক্ত পথ্য সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়। ইহা এক রতি মাত্রায় উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। বাতজ জ্বরে ঘৃতের সহিত, পিত্তজ জ্বরে মধুর সহিত বা রক্তচন্দনের সহিত, শ্লেষ্মজ্বরে পিপুলের সহিত, বাতশ্লেষ্মজ রোগে ত্রিকটুর সহিত, বাতপৈত্তিক রোগে ঘৃতের সহিত, শ্লেষ্মপিত্তজ রোগে আদার সহিত, সান্নিপাতিক রোগে নিসিন্দার সহিত, শূলরোগে ও বিষমজ্বরে ত্রিফলার সহিত এবং অগ্নিমান্দ্যে আদার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিষ্যন্দ ও শিরঃশূলে খদির ও গন্ধবোলসহ, কফবাতে ও মূর্চ্ছারোগে পাক্ষমাংসের রস সহ, একাঙ্গবাত ধনুঃস্তম্ভ ও পীনসরোগে দুগ্ধ সহ, পাণ্ডুরোগ ক্ষয় কাস ও কামলারোগে ঘৃত ও মরিচসহ, নাভিশূল ও অগ্নিমান্দ্যে অজমোদা (বনযমানী) ও বিড়ঙ্গসহ, কৃষ্ণজ্বর ও অরুচিতে কদলীফল সহ এবং অর্দ্ধকটীশূলে গন্ধবোল সহ প্রয়োগ করিতে নাগবোধী উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৫০—৬১

তীক্ষ্ণমুখঃ।

নাগং পারদকং চৈকং [illegible] গন্ধকং তোলয়েৎ
[illegible] চ [illegible] পক্ব রসানুমর্দ্দয়েৎ।
সর্ব্বং ত্রিদিবসান্তং [illegible] ভাবনা।
[illegible] ॥ ৬২ ॥
[illegible] উড়ুম্বরৈশ [illegible] জলৈ-
[illegible]
অর্শাংসি [illegible]
কুষ্মাণ্ড ফলং [illegible] ॥ ৬৩ ॥

জারিত সীসক একপল, পারদ একপল, গন্ধক তিন পল এবং ত্রিলবণ অর্থাৎ সৈন্ধব বিট্ ও সচললবণ মিলিত পাঁচ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আকন্দের রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে পুটপাক করিয়া, পুনর্ব্বার তাহাতে ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকী হরীতকী ও বহেড়া, চিতামূল ও বেতসের রস এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের পাঁচ দিন করিয়া পঁচিশ দিন ভাবনা দিবে। এই ঔষধ তিন রতি মাত্রায় গুড়ের জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। উক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে, তক্র ও ঘৃতের সহিত অন্নভোজন হিতকর। এই ঔষধ সেবন কালে, কুষ্মাণ্ড ফল, কলাই, পায়স, অতিরিক্ত ব্যায়াম ও সূর্য্যতাপ পরিত্যাগ করিতে বাসুদেব মুনি উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৬২।৬৩

রসেন্দ্রসেবী [illegible]
[illegible]
[illegible] রসনন্দিতেভ্য
[illegible] ॥ ৬৪ ॥

পারদ, স্বর্ণ তাম্র, ত্রিফলা, হরিতাল, গন্ধবোল, মুগমাংসী, লৌহ, মণ্ডুর, অভ্র, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সকল দ্রব্য ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে, তাহাও তীক্ষ্ণমুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাও অর্শোরোগে প্রযোজ্য ॥৬৪

অর্শঃকুঠারঃ।

শ্রেষ্ঠাদন্তীগ্নিযুগ্মাত্রিকটুকহলিনীপীলুকুম্ভং বিপক্বং
প্রস্থে মূত্রস্য সম্যক্পয়সি রসপলং দ্বে পলে গন্ধকস্য।
লৌহস্য ত্রীণি তাম্রাৎ কুড়বমথ রজং ক্ষারয়োশ্চাপি পঞ্চ
ক্ষিপ্ত্বা স্থাল্যাং পচেৎ তু জ্বলতি দহনতশ্চৈষ অর্শঃকুঠারঃ ॥৬৫

মেদা, দন্তীমূল চিতামূল, ভেলা, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ঈশলাঙ্গলা, পীলু ও তেউড়ীমূল এই সমস্ত দ্রব্য চারিসের গোমূত্র ও উপযুক্ত পরিমিত সীজের আঠার সহিত পাক করিয়া, তাহাতে পারদ একপল, গন্ধক দুই পল, লৌহ তিনপল, তাম্র এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) এবং মিলিত সাচীক্ষার যবক্ষার পাঁচ পল প্রক্ষেপ দিবে। চূর্ণবৎ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহা অর্শোরোগ নাশক ॥ ৬৫

ত্রৈলোক্যতিলকঃ।

শুদ্ধকৃষ্ণাভ্রকং সত্ত্বং শোধিতং কাচটঙ্কণম্।
রেতয়িত্বা রজঃ কৃত্বা ভর্জয়িত্বা ঘৃতেন তৎ ॥ ৬৬ ॥
অষ্টাংশশঙ্খকোপেতং পুটেদ্বারত্রয়ং ততঃ।
ত্রিবারং নৃপবর্ত্তেন লুঙ্গস্বরসযোগিনা ॥ ৬৭ ॥
চতুর্বারং চ বর্ষাভূবাসামৎস্যাক্ষিকারসৈঃ।
গুগ্গুলুত্রিফলাক্বাথৈস্ত্রিংশদ্বারাণি যত্নতঃ ॥ ৬৮ ॥
তুল্যাংশরসগন্ধোত্থকজ্জল্যাষ্টাংশভাগয়া।
পুটেৎ পঞ্চাশতং বারান্ মর্দ্দয়েচ্চ পুটে পুটে ॥ ৬৯ ॥
শোধিতং ঘৃতভাবিতং কান্তং লৌহং চ যুক্তিতঃ।
পুটেদষ্টাংশদরদৈঃ সংযুতং লকুচাম্বুনা ॥ ৭০ ॥
দশবারং তথা সম্যক্ তারং শুদ্ধং মনোহরম্।
তথা বিংশতিবারানি বলিনা মান্দ্যদ্রবৈঃ ॥ ৭১ ॥
দশবারানি তাপ্যেন কৃষ্ণাগোঘৃতযোগিনা।
উভয়ং সমভাগং তৎ পুটেন্নিম্বুভিকারসৈঃ ॥ ৭২ ॥
রসগন্ধোত্থকজ্জল্যা দশবারং পুটেৎ পুনঃ।
তস্মিন্নষ্টাংশভাগেন ক্ষিপেদ্বৈক্রান্তভস্মকম্ ॥ ৭৩ ॥
রাজাবর্ত্তং কলাংশেন সমভাগেন পপটী।
তৎ সর্ব্বং পরিমর্দ্যাথ ভাবয়িত্বার্দ্রকাম্বুনা ॥ ৭৪ ॥
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি ভৃঙ্গদস্বরসেন বা।
ভৃঙ্গরাজরসেনাপি চিত্রমূলরসেন চ ॥ ৭৫ ॥
বোষগঙ্গাকিনীকন্দেভূমৌষধ্যুদ্ভবেন চ।
পটচূর্ণমতঃ কৃত্বা ক্ষিপেচ্ছুদ্ধকরণ্ডকে ॥ ৭৬ ॥
ত্রৈলোক্যতিলকঃ সোঽয়ং খ্যাতঃ সর্ব্বরসোত্তমঃ।
সর্ব্বব্যাধিহরঃ শ্রীমান্ শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭৭ ॥
উদাবর্ত্তং চ বিড়বন্ধং বাধাং চ জঠরোদ্ভবাম্।
লোহলং মন্দবুদ্ধিত্বং শূলিত্বমপি বধ্যতাম্ ॥ ৭৮ ॥
স্ত্রীরোগানশেষাংশ্চ শূলং নানাবিধং তথা।
পরিণামাখ্যশূলং চ তথা ভিন্দ্যাৎ সমুৎকটম্ ॥ ৭৯ ॥
রক্তগুল্মং চ নারীণাং রজঃশূলং চ দুঃসহম্।
অনুপানং চ পথ্যং চ তত্তদ্রোগানুরূপতঃ ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণ অভ্রের সত্ত্ব, শোধিত কাচ ও সোহাগা, এই সকল রেতীকরণ করিয়া (উখা দ্বারা ঘসিয়া) চূর্ণ করিবে এবং ঘৃতের সহিত ভর্জ্জন করিবে; তৎপরে অষ্টাংশ পরিমিত শঙ্খ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া তিনবার পুট দিবে। তারপর রাজাবর্ত্ত মিশ্রিত করিয়া এবং মাতুলুঙ্গ (টাবা) লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তিনবার পুটপাক করিবে। ইহার পর পুনর্নবা, বাসক ও মৎস্যাক্ষীর (হিঞ্চাশাক) রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারিবার; গুগ্গুলু ও ত্রিফলার কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া ত্রিশবার; অষ্টমাংশ পরিমিত পারদ-গন্ধকের কজ্জলী সহ মর্দ্দন করিয়া পঞ্চাশ বার; অষ্টমাংশ পরিমিত কান্তলৌহের ভস্ম ঘৃতে মর্দ্দিত করিয়া তাহার সহিত এবং হিঙ্গুল ও মান্দাররসের সহিত মর্দ্দন করিয়া দশবার; রৌপ্য ও মনঃশিলার সহিত মর্দ্দন করিয়া দশবার; গন্ধক ও মৎস্যাক্ষী (হিঞ্চে) শাকের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বিংশতিবার, সমভাগ কৃষ্ণাগাভীর ঘৃতের সহিত মিশ্রিত স্বর্ণমাক্ষিক ও নিসিন্দার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া দশবার; এবং পারদ-গন্ধকজাত কজ্জলীর সহিত মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার দশবার পুট দিবে। অতঃপর তাহার সহিত বৈক্রান্ত ভস্ম অষ্টমাংশ ও রাজাবর্ত্ত ষোড়শ অংশ এবং

সমপরিমিত পর্পটী মিশ্রিত করিবে। তৎপরে যথাক্রমে আদার রস, গুলঞ্চের রস, ভূ-কদম্বের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, চিতামূলের রস, ত্রিকটুর ক্বাথ, গঞ্জাকিনীকন্দের (গাজরের) রস ও পরিশেষে পুনর্ব্বার আদার রসের ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই সর্ব্বরস-শ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যতিলক সর্ব্বব্যাধিনাশক। স্বয়ং শম্ভু এই ঔষধ কীর্ত্তন করিয়াছেন। উদাবর্ত্ত, মলরোধ, উদরব্যথা, রক্তপিত্ত, মন্দবুদ্ধিতা, শূলরোগ, বন্ধ্যাতা, সূতিকারোগ, পরিণামশূল, উৎকট রক্তগুল্ম ও স্ত্রীদিগের রজঃশূল ইহা দ্বারা নিবারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ ও উপযুক্ত পথ্য প্রদান করিবে॥ ৬৬ - ৮০

কুস্তুম্বুরুপত্রাণি কাঞ্জিকেনৈব পাচয়েৎ।
শাকবদ্ভক্ষয়েন্নিত্যমর্শোরোগপ্রশান্তয়ে॥ ৮১॥
দেবদাল্যাশ্চ বীজন্তু সৈন্ধবেন সুচূর্ণিতম্।
আরনালেন লেপোঽয়ং মূলরোগনিকৃন্তনঃ॥ ৮২॥
কাঞ্চনীকুসুমং চূর্ণং শঙ্খচূর্ণং মনঃশিলা।
গজপিপ্পলিকাতোয়লেহো হ্যর্শঃকুঠারকঃ॥ ৮৩॥
দেবদাল্যাঃ কষায়েণ হ্যর্শোঘ্নং শৌচমাচরেৎ।
গুদনিঃসরণং চাথ শান্তিমায়াতি নান্যথা॥ ৮৪॥
আরনালেন সংপিষ্টা সবীজা কটুতুম্বিকা।
সগুড়া হন্তি লেপেন দুর্নামানি সমূলতঃ॥ ৮৫॥
পীলুতৈলেন সংলিপ্তা বর্ত্তিকা গুদমধ্যগা।
হাতয়ত্যার্শসাং শীঘ্রং সকলাং বেদনাং ক্বচিৎ॥ ৮৬॥
অর্কক্ষীরং স্নুহীকাণ্ডং কটুকালাবুপত্রকম্।
করঞ্জং ছাগমূত্রেণ লেপঃ স্রাব্যার্শসাং হিতঃ।
শিগ্রুমূলার্কজৈঃ পত্রৈর্লেপনং হিতমর্শসাম্॥ ৮৭॥
ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তসূনোর্বাগ ভট্টাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়েঽর্শোরোগচিকিৎসিতং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

অর্শোহরযোগ।—কুস্তুম্বুরুবৃক্ষের কোমল পল্লব কাঁজির সহিত পাক করিয়া, নিত্য শাকের ন্যায় ভক্ষণ করিলে, অর্শোরোগ প্রশমিত হয়। দেবদালীর (ঘোষার) বীজ ও সৈন্ধবলবণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। কাঞ্চনফুল, শঙ্খচূর্ণ ও মনঃশিলা গজপিপ্পলীর ক্বাথের সহিত লেহন করিলে, অর্শঃ বিনষ্ট হয়। দেবদালীর (ঘোষার) ক্বাথ দ্বারা শৌচ করিলে অর্শঃ ও গুদভ্রংশ নিবারিত হয়; কাঁজির সহিত সবীজ তিতলাউ পেষণ করিয়া এবং তাহার সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া, লেপ দিলে অর্শঃ নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হয়। একটি বর্ত্তিতে পীলুতৈল মাখাইয়া, তাহা গুহ্যদ্বারে প্রবেশিত করিলে, অর্শোজন্য বেদনা বিনষ্ট হয়। আকন্দের আঠা, সীজের মজ্জা, তিক্ত অলাবুর পাতা ও করঞ্জ ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লেপ দিলে অর্শের স্রাব নিবারিত হয়। শজিনার মূল ও আকন্দের পত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও অর্শোরোগের নিবারণ হইয়া থাকে॥ ৮১—৮৭

ইতি রসরত্নসমুচ্চয়ে অর্শোরোগ-চিকিৎসিত নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

অথ উদাবর্ত্তাদিচিকিৎসিতম্ ।

অথোদাবর্ত্তচিকিৎসা ।

রুক্ষৈঃ কোদ্রবজীর্ণমুদ্গচণকৈঃ ক্রুদ্ধোঽনিলোঽধোবহন্-
রুদ্ধা বর্ত্ম মলং বিশোষ্য কুরুতে বিণ্মূত্রসঙ্গং ততঃ ।
হৃৎপৃষ্ঠোদরবস্তিমস্তকরুজঃ সশ্বাসকাসং জ্বরং
গচ্ছন্নূর্দ্ধমসৌ হি নূনমনিশং কোপাদুদাবর্ত্তয়েৎ ॥ ১ ॥

নিদান ও লক্ষণ ।—রুক্ষ দ্রব্য, কোদ ধান্য, পুরাতন মুগ ও ছোলা প্রভৃতি অতিরিক্ত ভোজন করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া অধোদিকে বিচরণ পূর্ব্বক মলপথ রুদ্ধ করে, মল শুষ্ক করে এবং মলমূত্রের নীরোধ করে। তাহাতে হৃদয়, পৃষ্ঠ, উদর, বস্তি ও মস্তকে বেদনা হয়, এবং শ্বাস কাস ও জ্বর উপস্থিত হয়। এই রোগে অধোমাগ রুদ্ধ হওয়ায় কুপিত বায়ু নিরন্তর উর্দ্ধমার্গে গমন করিতে থাকে এবং মলমূত্রাদিও উপরের দিকে আবর্ত্তন করে ॥ ১

—

উদাবর্ত্তহরং ঘৃতম্ ।

কঙ্কুষ্ঠহিঙ্গুসিন্ধুত্থত্রিবৃদ্দন্তীবচাভয়াঃ ।
চিত্রকস্ত তু মূলং চ চূর্ণীকৃত্য পচেদ্ঘৃতম্ ॥ ২ ॥
চতুর্গুণে গবাং ক্ষীরে যুক্তং সূক্ক্ষীরমাত্রয়া ।
উদাবর্ত্তোদরানাহান্ হন্তি পানেন সর্ব্বথা ॥

কঙ্কুষ্ঠ, হিং, সৈন্ধব, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, বচ, হরীতকী ও চিতামূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগ, গোদুগ্ধ চতুর্গুণ এবং সীজের আঠা উপযুক্ত মাত্রা। এই সকলের সহিত যথানিয়মে গব্যঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে উদাবর্ত্ত, উদররোগ ও আনাহরোগ নিবারিত হয় ॥ ২—৩

—

অথাতিসারচিকিৎসা ।

অত্যম্বুপানতিলপিষ্টবিরূঢকক্ষ-
শুষ্কামিষাধ্যশনবন্ধমলগ্রহাদ্যৈঃ ।
ক্রুদ্ধোঽনিলোঽতিসরণায় চ কল্পিতোঽগ্নিং
হত্বা মলং শিথিলয়ন্নপি তোয়ধাতূন্ ॥ ৪ ॥

নিদান ও লক্ষণ ।—অতিশয় জলপান, এবং তিলপিষ্ট, অঙ্কুরিত শস্য, রুক্ষ দ্রব্য ও শুষ্ক মাংস ভোজন, অধ্যশন অর্থাৎ ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, বেগধারণ, মলরোধ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া জঠরাগ্নির বিনাশ এবং মলের ও জলীয় ধাতু সমূহের শিথিলতা উৎপাদন পূর্ব্বক তাহা অতিমাত্র নিঃসারিত করে ॥ ৪

—

দর্দ্দুররসঃ ।

সুশক্ততীক্ষ্ণচূর্ণং তু রসেন্দ্রসমভাগিকম্ ।
কাঞ্চনাররসৈর্ঘৃষ্টং সর্ব্বাতীসারনাশনম্ ॥ ৫ ॥
পিষ্টঃ সমেন তীক্ষ্ণেন কাঞ্চনারাম্বুমর্দ্দিতঃ ।
পুটপাকোঽতিসারঘ্নঃ সূতোঽয়ং দর্দ্দুরাহ্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

তীক্ষ্ণ লৌহ ভস্ম ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ ও কাঞ্চনার বৃক্ষের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ অতিসার নিবারিত হয়। অথবা তীক্ষ্ণ লৌহ ও পারদ সমভাগে লইয়া কাঞ্চনার বৃক্ষের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। ইহাও অতিসার নাশক। এই উভয় ঔষধের নাম দর্দ্দুর রস ॥ ৫।৬

—

আনন্দভৈরবঃ।

হিঙ্গুলং বৎসনাভং চ মরিচং টঙ্কণং কণা।
মর্দ্দয়েৎ সমভাগং চ রসো আনন্দভৈরবঃ ॥ ৭ ॥
গুঞ্জৈকাং বাৰ্দ্ধগুঞ্জাং বা বলং জ্ঞাত্বা প্রদাপয়েৎ।
মধুনা লেহয়েচ্চানু কুটজস্য ফলং ত্বচম্ ॥ ৮ ॥
চূর্ণিতং কর্ষমাত্রং তু ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ।
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং গব্যাজ্যং তক্রমেব বা ॥ ৯ ॥
পিপাসায়াং জলং শীতং বিজয়া চ হিতা নিশি ॥ ১০ ॥

হিঙ্গুল, বৎসনাভ (মিঠা) বিষ, মরিচ, সোহাগা ও পিপুল, প্রত্যেক সমভাগ; একত্র মর্দ্দন করিলে, আনন্দভৈরব রস প্রস্তুত হয়। রোগির বলানুসারে একরতি বা অৰ্দ্ধরতি মাত্রায় এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করাইয়া কুড়্‌চির ছালের বা বীজের চূর্ণ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করাইলে, ত্রিদোষজনিত অতিসার নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক দধি, গব্যঘৃত ও তক্রের সহিত অন্ন পথ্য দেওয়া যায়। পিপাসাকালে শীতল জল পান করিতে দিবে। রাত্রিকালে কিঞ্চিৎ সিদ্ধি পান করিলে, অতিসারে উপকার হইয়া থাকে ॥ ৭—১০

সুধাসাররসঃ।

পৃথক্ পলমিতৌ গন্ধাশ্মসূতৌ কৃত্বাথ কজ্জলীম্।
দ্রাবিতাং নিক্ষিপেত্তত্র পালিকং গগনচন্দ্রিকম্ ॥ ১১ ॥
কাষ্ঠেনালোড্য তৎ সম্যক্ ক্ষিপেৎ কুটজপত্রকে।
পুনঃ সংচূর্ণ্য যত্নেন ভাবয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ১২ ॥
বালতিন্দুফলদ্রাবৈঃ ক্ষীরৈরৌদুম্বরৈস্তথা।
অবল্গুজরসৈশ্চাপি দুগ্ধিনীস্বরসৈস্তথা ॥ ১৩ ॥
পুটপক্বস্য বালস্য দাড়িমস্য রসৈঃ শুভৈঃ।
কৃষ্ণকাম্বোজিকামূলরসৈঃ কুটজবল্কলৈঃ ॥ ১৪ ॥
তুল্যাংশং বিশ্বগান্ধারীচূর্ণং দ্বিপলিকং ক্ষিপেৎ।
মুস্তাবৎসকদীপ্যাগ্নিমোচসারং সজীরকম্ ॥ ১৫ ॥
বৎসনাভং চ কর্ষাংশং প্রত্যেকং তত্র নিক্ষিপেৎ।
বিচূর্ণ্য ভাবয়েদ্ভূয়ঃ শুণ্ঠীক্বাথেন সপ্তধা ॥ ১৬ ॥
ইত্থং সিদ্ধো রসঃ পিষ্ট্বা করণ্ডে বিনিবেশয়েৎ।
সুধাসার ইতি খ্যাতঃ সুধারসসমো গুণৈঃ ॥ ১৭ ॥
দীপনঃ পাচনো গ্রাহী হৃদ্যো রুচিকরস্তথা।
দোষত্রয়াতিসারং চ দুষ্টং ভেষজান্তরৈঃ ॥ ১৮ ॥
আমং চৈবামরক্তং চ জ্বরাতীসারমেব চ।
সাতিসারাং বিসূচীং চ প্রতিহন্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৯ ॥
মান্যমানব্যতিক্রান্তিরিব পুণ্যফলোদয়ম্ ॥ ১৯ ॥
পিষ্টবিশ্বাদকল্কেন বিধায় খলু চক্রিকাম্ ॥ ২০ ॥
নিক্ষিপেৎ স্বেদনীযন্ত্রে পক্ত্বার্দ্ধঘটিকাবধি।
আকৃষ্য তজ্জলৈরেবং সংপ্রমথ্য হরেদ্রসম্ ॥ ২১ ॥
সুধাসাররসং তত্র ক্ষিপ্ত্বা ধান্যকসম্মিতম্।
পূর্ব্বোদিতেষু রোগেষু প্রদদীত ভিষগ্বরঃ ॥ ২২ ॥
গোতক্রেণাজদধ্না বা পথ্যং দেয়ং হিতং মিতম্।
বালরম্ভাফলং শুণ্ঠীফলং বিল্বফলং তথা ॥
আমপেশী চ মধুকং বৃন্তাকং চ প্রশস্যতে ॥ ২৩ ॥
মদ্যাতিসারং গ্রহণীং চ [illegible]
মন্দাগ্নিমানন্দমরোচকং [illegible]
নিহন্তি সদ্যো বহ্নিমপাকে
বিচিত্রপ্রয়োগেণ রসোত্তমোঽয়ম্ ॥ ২৪ ॥
সাম্যস্থলীমুখাবদ্ধে বস্ত্রে [illegible] নিধায় চ।
[illegible] স্বেদনীযন্ত্রমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
ইদমেব কুন্দযন্ত্রম্।

পারদ একপল ও গন্ধক একপল, একত্র কজ্জলী করিয়া দ্রবীভূত করিবে, এবং তাহাতে নিশ্চন্দ্র অভ্রভস্ম একপল নিক্ষেপ করিয়া কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা আলোড়িত করিবে। কুড়্‌চিপত্রে সেই দ্রবীভূত পদার্থ ঢালিয়া, পুনর্ব্বার তাহা চূর্ণ করিবে। তৎপরে তাহাতে কচি গাবফলের রস, যজ্ঞডুমুরের আঠা, সোন্দালছালের রস, দুগ্ধিনীর (ক্ষীরুই) স্বরস, কাঁচা দাড়িম পুটপক্ক করিয়া তাহার রস, কৃষ্ণ কাম্বোজিকার (গুঞ্জার বা হাকুচের) মূলের রস ও কুড়্‌চির ছালের রস দ্বারা ভাবনা দিবে; এবং শুঁঠচূর্ণ একপল, কণ্টকারীচূর্ণ একপল, মুতা, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, মোচরস, জীরা ও মিঠাবিষ প্রত্যেক দুইতোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া পুনর্ব্বার শুঁঠের ক্বাথের সাতবার ভাবনা দিবে। এইরূপে ঔষধ প্রস্তুত হইলে পেষণ করিয়া তাহা উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই সুধাসাররস নামক ঔষধ সুধারস-স্বরূপ। ইহা অগ্নির উদ্দীপক, পাচক, মল-রোধক, প্রীতিজনক ও রুচিকর। মাননীয় ব্যক্তির অবমাননা যেমন পুণ্যনাশক, সেইরূপ এই ঔষধও ত্রিদোষজনিত ও অন্যান্য ঔষধের অসাধ্য অতিসার, আমাতিসার, আম-রক্ত, জ্বরাতিসার ও বিসূচিকা রোগের

দুই রতি বা তিন রতি মাত্রায় লেহন করিতে দিবেন। শূলরোগে বিশেষতঃ গুল্মরোগে বিচক্ষণ বৈদ্য এই ঔষধ জয়পাল চূর্ণের সহিত অথবা শুণ্ঠচূর্ণ ও গব্যঘৃতের সহিত সেবন করাইবেন। এই ঔষধ সেবনকালে ককারাদি নাম বর্জ্জিত, রুচিকর ও বলকারক পথ্য ভোজন করা আবশ্যক। সন্নিপাতদোষে আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করাইবে। গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত সংস্কৃত গুগ্‌গুলু সেবন এই অবস্থায় প্রশস্ত ॥ ২—১৪

রাজমৃগাঙ্কঃ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃততাম্রস্য ভাগৈকং শিলাগন্ধকতালকম্ ॥ ১৫ ॥
প্রতিভাগদ্বয়ং শুদ্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
বরাটান্ পূরয়েত্তেন অজাক্ষীরেণ টঙ্কণম্ ॥ ১৬ ॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাণ্ডে তান্নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্ ॥ ১৭ ॥
রসো রাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ।
দশপিপ্পলিকাক্ষৌদ্রৈর্মরিচৈকোনবিংশতিঃ ॥
সঘৃতৈর্দাপয়িত্বাথ রোগরাজপ্রশান্তয়ে ॥ ১৮ ॥

পারদভস্ম ৩ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, জারিত তাম্র ১ একভাগ, এবং মনঃশিলা, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেক দুইভাগ; এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই চূর্ণ, কয়েকটি কড়ির মধ্যে পূরিয়া, ছাগদুগ্ধ সহ সোহাগা পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সেই কড়ির মুখ রুদ্ধ করিবে। অতঃপর কড়িগুলি দুইটি ভাণ্ড মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, গজপুটে দগ্ধ করিবে। আপনা হইতে শীতল হইলে সেই ঔষধ চূর্ণ করিবে। এই রাজমৃগাঙ্ক রস মধু ও দশটি পিপুল, কিংবা ঘৃত ও উনিশটি মরিচের চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া, চারি রতি পরিমাণে রাজযক্ষ্মা শান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে ॥ ১৫-১৮

শঙ্খেশ্বরঃ।

শঙ্খস্য বলয়ান্নিষ্কং চতুর্নিষ্কং বরাটকম্।
নিষ্কার্দ্ধং নীলতুত্থস্য সর্ব্বতুল্যং তু গন্ধকম্ ॥ ১৯ ॥
গন্ধতুল্যং মৃতং নাগং নাগতুল্যং মৃতং রসম্।
টঙ্কণং মৃততুল্যং স্যান্মূর্দ্ধং পাচ্যং মৃগাঙ্কবৎ ॥ ২০ ॥
রাজযক্ষ্মহরঃ সোঽয়ং নাম্না শঙ্খেশ্বরো মতঃ ॥ ২১ ॥

শঙ্খ একনিষ্ক (চারি মাষা), বরাট (কড়ি) চারিনিষ্ক (ষোল মাষা), নীলতুঁতে অর্দ্ধনিষ্ক (দুই মাষা), এবং গন্ধক, সীসক ভস্ম, পারদ ভস্ম ও সোহাগা প্রত্যেক সাড়ে পাঁচ নিষ্ক (২২ মাষা); এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া রাজমৃগাঙ্কের ন্যায় কড়ির মধ্যে পূরণ করিবে এবং গজপুটে পাক করিবে। ইহার নাম শঙ্খেশ্বর রস। ইহা রাজযক্ষ্মনাশক এবং রাজমৃগাঙ্কবৎ প্রযোজ্য ॥ ১৯—২১

মৃগাঙ্কপোট্টলী।

শঙ্খনাভিং গবাং ক্ষীরৈঃ পেষয়েন্নিষ্কষোড়শ।
তেন মূষা প্রকর্ত্তব্যা তন্মধ্যে ভস্মসূতকম্ ॥ ২২ ॥
নিষ্কার্দ্ধং গন্ধকাৎ ত্রীণি চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।
রুদ্ধা তদ্বৈষ্টয়েদ্বস্ত্রে মৃত্তিকাং লেপয়েদ্বহিঃ ॥ ২৩ ॥
শোষ্যং গজপুটে পাচ্যং মূষয়া সহ চূর্ণয়েৎ।
গুঞ্জৈকমনুপানেন ক্ষয়ং হন্তি মৃগাঙ্কবৎ ॥ ২৪ ॥

ষোড়শনিষ্ক শঙ্খনাভি গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিবে। সেই মূষার মধ্যে অর্দ্ধনিষ্ক জারিত পারদ ও তিন নিষ্ক গন্ধক চূর্ণ নিঃক্ষেপ করিবে এবং মুখ রুদ্ধ করিয়া, মৃত্তিকা ও বস্ত্রদ্বারা বাহিরে প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে তাহা গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে সেই ঔষধ মূষাসহ চূর্ণ করিয়া, রাজমৃগাঙ্কের ন্যায় অনুপান সহ একরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, ক্ষয় রোগ নিবারিত হয় ॥ ২২—২৪

মাতুলুঙ্গস্য মূলানি লাজচূর্ণং সসৈন্ধবম্।
পিপ্পলীমধুনা যুক্তং খাদেদ্বান্তিপ্রশান্তয়ে ॥ ২৫ ॥
রজনীশঙ্খপূগং চ নিষ্কৈকং বান্তিনাশনম্।
নিষ্কার্দ্ধং টঙ্কণং বাথ কাচমাচীদ্রবৈঃ পিবেৎ ॥ ২৬ ॥
সুগন্ধাং বা পিবেৎ খাদেৎ সর্ব্ববান্তিপ্রশান্তয়ে।
অলক্তকরসং ক্ষৌদ্রে রক্তবান্তিহরং পিবেৎ ॥ ২৭ ॥

যোগ—মাতুলুঙ্গ (টাবা) লেবুর মূল, খইয়ের চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ, মধু ও পিপুল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বমন নিবারিত হয়। হরিদ্রাচূর্ণ, শঙ্খভস্ম ও সুপারি চূর্ণ প্রত্যেক এক এক নিষ্ক (চারি মাষা) একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমনের শান্তি হয়। অথবা অর্দ্ধ নিষ্ক (দুই মাষা), সোহাগার খই কাকমাচীর রসের সহিত সেবন করিবে। সুগন্ধা তুলসীর রস পান করিলেও সর্ব্ববিধ বমন প্রশমিত হয়। আল্‌তার জল মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রক্তবমন নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৫—২৭

হেমগর্ভপোট্টলী।

দ্বিনিষ্কং ভস্ম সূতস্য নিষ্কৈকং স্বর্ণভস্মকম্।
শুদ্ধগন্ধকনিষ্কৌ দ্বৌ মর্দ্দয়েৎ চিত্রকদ্রবৈঃ ॥ ২৮ ॥
দ্বিযামান্তে বিশোষ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ।
বরাটান্ মৃন্ময়ে ভাণ্ডে রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ ॥ ২৯ ॥
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ পোট্টলীং হেমগর্ভিতাম্।
মৃগাঙ্কবচ্চতুর্গুঞ্জং ভক্ষিতং রাজযক্ষ্মনুৎ ॥
স্বয়মগ্নিরসং খাদেৎ ত্রিনিষ্কং রাজযক্ষ্মনুৎ ॥ ৩০ ॥

জারিত পারদ দুই নিষ্ক (৮ মাষা), স্বর্ণভস্ম একনিষ্ক (৪ মাষা), শোধিত গন্ধক দুই নিষ্ক, এইসকল দ্রব্য চিতামূলের ক্বাথ সহ দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে সেই ঔষধ, কয়েকটি বরাটিকার (কড়ীর) মধ্যে পূরণ করিয়া, মৃন্ময় ভাণ্ডে সেই বরাটিকাগুলি রুদ্ধ করিবে এবং গজপুটে পাক করিবে। আপনা হইতে শীতল হইলে সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই হেমগর্ভপোট্টলীরস চারি রতি মাত্রায় রাজমৃগাঙ্ক রসের নিয়মানুসারে সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত স্বয়মগ্নি— রসও তিন নিষ্ক (১২ মাষা) পরিমাণে সেবন করিলে রাজযক্ষ্মার শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২৮-৩০

পঞ্চামৃতরসঃ।

ভস্ম সূতাভ্রলোহানাং শিলাজতু বিষং সমম্।
গুড়ূচীত্রিফলাক্বাথৈঃ সংস্কৃতং গুগ্‌গুলুং তথা ॥ ৩১ ॥
মৃতং নেপালতাম্রং চ সূতস্থানে নিযোজয়েৎ।
একীকৃত্য দ্বিগুঞ্জং তদ্ভক্ষয়েদ্রাজযক্ষ্মনুৎ ॥ ৩২ ॥
পঞ্চামৃতরসো নাম হন্যুপানং চ পূর্ব্ববৎ।
হরেৎ ক্ষীরাজগন্ধাভ্যাং জয়ন্তী বা ক্ষয়াময়ম্ ॥ ৩৩ ॥

পারদ ভস্ম, অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম, শিলাজতু, মিঠাবিষ, গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথে শোধিত গুগ্‌গুলু এবং জারিত তাম্র প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া, দুই রতি মাত্রায় পূর্ব্বোক্ত রাজমৃগাঙ্কের অনুপান সহ সেবন করিলে, রাজযক্ষ্মা প্রশমিত হয়। ইহা পঞ্চামৃত রস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জয়ন্তী অজগন্ধা (বনযমানী) ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয় ॥ ৩১—৩৩

তুল্যং পারদগন্ধকং ত্রিকটুকং তাভ্যাং রজঃ কম্বুজং
তৈস্তুল্যং চ ভবেৎ কপর্দভসিতং স্যাৎ পারদাৎ টঙ্কণম্।
পাদাংশং সকলৈঃ সমানমরিচং লিহ্যাৎ ক্রমাৎ সাজ্যকং
যাবন্নিষ্কমিতং ভবেৎ প্রতিদিনং মাসাৎ ক্ষয়ঃ শাম্যতি ॥৩৪॥

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, ত্রিকটু চূর্ণ দুইভাগ, কম্বুজ (শঙ্খভস্ম) চারিভাগ, কড়িভস্ম ও সোহাগার খই প্রত্যেক চতুর্থাংশ (সিকিভাগ) এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান মরিচ; এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, এক মাসে ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়। অল্প অল্প করিয়া এই ঔষধের মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া এক নিষ্ক (চারি মাষা) পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে ॥ ৩৪

লোকেশ্বররসঃ।

রসস্য ভস্মনা হেম পাদাংশেন প্রকল্পয়েৎ।
গন্ধকং দ্বিগুণং দত্ত্বা মর্দয়েচ্চিত্রকাম্বুনা ॥ ৩৫ ॥
চরাচরান্তে সংপূর্য্য টঙ্কণেন নিরুধ্য চ।
ভাণ্ডে চূর্ণপ্রলিপ্তেঽথ ক্ষিপ্ত্বা রুন্ধীত মৃৎস্নয়া ॥ ৩৬ ॥
শোষয়িত্বা পুটেদ্‌গর্ত্তেঽরত্নিমাত্রেঽপরাহ্ণকে।
স্বাঙ্গশীতলমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়িত্বাথ বিন্যসেৎ ॥ ৩৭ ॥
এষ লোকেশ্বরো নাম পুষ্টিবীর্য্যবিবর্দ্ধনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাজ্যং মরিচৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৩৮ ॥

খাদেৎ পরময়া ভক্ত্যা লোকেশে সর্ব্বদর্শিনি।
অঙ্গকার্শ্যেঽগ্নিমান্দ্যে চ কাসহিক্কে রসো হ্যয়ম্ ॥৩৯॥
মরিচৈর্ঘৃতসংযুক্তৈঃ প্রদাতব্যো দিনত্রয়ম্।
লবণং বর্জয়েত্তত্র সাজ্যং সদধি ভোজনম্ ॥ ৪০ ॥
একবিংশদ্দিনং যাবন্মরিচং সঘৃতং পিবেৎ।
পথ্যং মৃগাঙ্কবদ্দেয়ং শয়ীতোত্তানপাদতঃ ॥ ৪১ ॥

অথবা—পারদভস্ম একভাগ, স্বর্ণভস্ম চতুর্থাংশ (সিকিভাগ), গন্ধক দুইভাগ; একত্র চিতামূলের ক্বাথ সহ মর্দ্দন করিয়া, কড়ির মধ্যে পূরণ করিবে এবং সোহাগা দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিবে। পরে একটি ভাণ্ডের মধ্যদেশে চূর্ণ লেপন করিয়া, সেই ভাণ্ডে কড়িগুলি নিহিত করিবে ও মৃত্তিকা দ্বারা তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে। অতঃপর অপরাহ্ণ সময়ে অরত্নি পরিমিত গর্ত্তে পুটপাক করিবে এবং শীতল হইলে, ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার নাম লোকেশ্বর রস; ইহা পুষ্টিকর ও বীর্য্য-বর্দ্ধক। সর্ব্বদর্শী লোকেশ মহাদেবের প্রতি পরম ভক্তি সহকারে, এই ঔষধ ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি রতি পরিমাণে সেবন করিবে। দেহের কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও হিক্কা রোগে ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত এই ঔষধ তিন দিন সেবন করিয়া, একুশ দিন পর্য্যন্ত ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ সেবন করিবে এবং লবণ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঘৃত ও দধির সহিত অন্ন ভোজন করিবে। রাজমৃগাঙ্ক রসের ন্যায় অন্যান্য পথ্যও ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ সেবনের পরে উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিবে ॥ ৩৫--৪১

বমনে সংপ্রবৃত্তে তু গুড়ূচীদ্রবমাহরেৎ।
মধুনা পায়য়েৎ সার্দ্ধং দগ্ধবৃন্তাকমাশয়েৎ ॥ ৪২ ॥
স্নানং শীতলতোয়েন মূর্দ্ধ্নি ধারাং বিনিক্ষিপেৎ।
জাতে শ্লেষ্মবিকারে তু কদলীফলমাহরেৎ ॥ ৪৩ ॥
ভৃষ্ট্বা তন্মরিচৈঃ সার্দ্ধং ভোজয়েৎ শ্লেষ্মনুত্তয়ে।
আর্দ্রকং মধুমিশ্রং বা গুড়ার্দ্রকমথাপি বা ॥ ৪৪ ॥
ভৃষ্ট্বা কুস্তুম্বরীমাষান্নিস্তুষাংশ্চূর্ণয়েত্ততঃ।
শর্করাঘৃতমিশ্রং তদদ্যাদরুচিশান্তয়ে ॥ ৪৫ ॥
ভৃষ্ট্বা কুস্তুম্বরীং সম্যগ্ ঘৃতে শর্করয়া পিবেৎ।
এলাং মরিচসংযুক্তাং যাবদ্বান্তিঃ প্রশাম্যতি ॥ ৪৬ ॥
অজমোদং বিড়ঙ্গং চ পিষ্ট্বা তক্রেণ পায়য়েৎ।
কৃমিকোপপ্রশান্ত্যর্থং ক্বাথং বাতঘ্নমুস্তয়োঃ ॥ ৪৭ ॥
সংস্কৃত্য ভুঞ্জিকাং বহ্নৌ বিরেকে চ প্রয়োজয়েৎ।
ঈষদ্ভৃষ্ট্বা জয়াচূর্ণং মধুনা খাদয়েন্নিশি ॥ ৪৮ ॥
অঙ্গতোদে ঘৃতেনাঙ্গং মর্দ্দয়িত্বোষ্ণবারিণা।
স্নাপয়েদ্রোগিণং বৈদ্যো লোকনাথং চ সংস্মরেৎ ॥৪৯॥

বমনের প্রবৃত্তি হইলে, গুলঞ্চের রস মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে এবং দগ্ধ বার্ত্তাকু ভোজন করাইবে। শীতল জলে স্নান করাইবে, মস্তকে শীতল জলের ধারা প্রদান করিবে। তাহাতে শ্লেষ্মবিকার উপস্থিত হইলে, কাঁচা কদলীফল ভাজিয়া মরিচের সহিত ভোজন করাইবে; অথবা মধুমিশ্রিত আদা কিংবা গুড় ও আদা ভোজন করাইয়া শ্লেষ্মশান্তি করিতে হইবে। অরুচি হইলে, ধনে ও মাষকলাই ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। বমন যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রশমিত না হইবে, ততক্ষণ বড় এলাচ ও মরিচের চূর্ণ লেহন করাইবে। ক্রিমিদোষ থাকিলে, অজ-মোদা (বনযমানী) ও বিড়ঙ্গ তক্রের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে; এবং এরণ্ডমূল ও মুতার ক্বাথসহ ভুঞ্জিকা পাক করিয়া পান করিতে দিবে। বিরেচন হইলে, ঈষদ্ভৃষ্ট সিদ্ধির চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, রাত্রিতে সেবন করাইবে। গাত্রে সূচীবেধবৎ বেদনা হইলে, অঙ্গে ঘৃত মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল দ্বারা রোগীকে স্নান করাইবে। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, চিকিৎসকও সর্ব্বদা লোক-নাথ মহাদেবকে স্মরণ করিবেন ॥ ৪২--৪৯

বৈদ্যনাথরসঃ।

শঙ্খস্য বলয়ং নিষ্কং চতুর্নিষ্কং বরাটিকাঃ।
কর্ষাংশং নীলং তুত্থঞ্চ তাল গন্ধাশ্মটঙ্কণম্ ॥ ৫০ ॥
তুত্থং নাগং রসং চার্দ্ধং নিষ্কাংশং পূর্ব্ববৎ পুটেৎ।
বরাটচূর্ণমগুরকল্পিতালেপনে পচেৎ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্দ্ধমাষং মরিচার্দ্ধমাষং
তাম্বূলবল্লীরসভাবিতং চ।
তৎপত্রলিপ্তং মধুনাবলিহ্যাৎ
ধার্য্যং নবীনেন ঘৃতেন বাপি ॥ ৫২ ॥
নাড়ীমার্গে নির্গতে চাল্পমল্পং
পথ্যং ভোজ্যং লোকনাথোপদিষ্টম্।
যামে যামে চৈবমামণ্ডলান্তাৎ
সিদ্ধং সদ্যঃ শোষজিদ্বৈদ্যনাথঃ ॥ ৫৩ ॥

শঙ্খভস্ম এক নিষ্ক (চারি মাসা), কড়িভস্ম চারি নিষ্ক (১৬ মাসা), নীল তুথক, হরিতাল, গন্ধক, সোহাগা, তুঁতে ও সীসক প্রত্যেক এক কর্ষ (২ তোলা), পারদ অর্দ্ধনিষ্ক (১ তোলা), এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কপর্দ্দক চূর্ণ ও মণ্ডুর লেপিত মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ অর্দ্ধমাষা ও মরিচচূর্ণ অর্দ্ধমাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পানের রসের ভাবনা দিবে এবং পানপত্রে সেই ঔষধ লিপ্ত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। অথবা নূতন ঘৃতের সহিত মিশাইয়া সেবন করিবে। ভুক্ত ঔষধ শরীরে প্রসৃত হইলে, লোকনাথরসোক্ত সুপথ্য অন্নাদি অল্প অল্প কারয়া ৪৮ দিন পর্য্যন্ত প্রতিপ্রহরে আহার করিবে। এই বৈদ্যনাথ রস সদ্যঃ শোষ রোগ-নাশক ॥ ৫০—৫৩

লোকনাথঃ।

অর্দ্ধার্দ্ধনিষ্কৌ রসতুত্থভাগৌ
পৃথক্পৃথগ্‌গন্ধকটঙ্ককর্ষম্।
শঙ্খস্য কর্ষং মৃততাম্রতো দ্বৌ
বরাটিকানাং নবসংপুটস্থান্ ॥ ৫৪ ॥
পক্ত্বা পচেদকদলদ্রবার্দ্রান্
ভূয়োহর্দ্ধভাগেন করীষকাণাম্।
অস্যার্দ্ধপাদং মরিচার্দ্ধভাগং
গন্ধাশ্মনিষ্কং চ ঘৃতেন লিহ্যাৎ ॥ ৫৫ ॥
অশ্নীয়াৎ পূর্ব্ববৎ পথ্যং বাসরাণ্যেকবিংশতিঃ।
লোকনাথো রসো নাম্না রোগরাজনিকৃন্তনঃ ॥ ৫৬ ॥

পারদ ও তুত্থক প্রত্যেক অর্দ্ধ নিষ্ক (এক তোলা), গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক এক কর্ষ (দুই তোলা), শঙ্খভস্ম এক কর্ষ এবং জারিত তাম্র দুইকর্ষ (৪ তোলা); এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, কপর্দ্দক মধ্যে পূরণ করিবে; তৎপরে তাহা মূষারুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। অতঃপর তাহা আকন্দ পত্রের রসসহ মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধভাগ বনঘুঁটে দ্বারা পাক করিবে। এই ঔষধের অষ্টমাংশের সহিত অর্দ্ধ-ভাগ মরিচচূর্ণ ও একনিষ্ক (২ তোলা) গন্ধক মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতের সহিত একুশদিন উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিবে। পূর্ব্ববৎ পথ্য ভোজন করিবে। এই লোকনাথ রস রোগরাজ নাশক অর্থাৎ যক্ষ্মরোগের নিবারক ॥ ৫৪—৫৬

প্রাণনাথঃ।

অয়োরজো বিংশতিনিষ্কমানং
বিভাবিতং ভৃঙ্গরসাঢকেন।
ধত্তূরভার্ঙ্গীত্রিফলারসার্দ্ধ-
তুল্যাংশতাপ্যং বিপচেৎ পুটেষু ॥ ৫৭ ॥
সূতং চ নিষ্কং সমভাগতুত্থং
গন্ধোপলো দ্বৌ চতুরো বরাটান্।
পক্ত্বা পুটাগ্নৌ সমলোহচূর্ণান্
পচেত্তথা পূর্ব্বরসেন মিশ্রান্ ॥ ৫৮ ॥
চূর্ণেঽস্মিন্ মরিচাঃ সপ্ত তুত্থটঙ্কণয়োর্দশ।
সংসৃজেত্তৎপৃথঙ্নিষ্কান্ প্রাণনাথাহ্বয়োদিতঃ ॥৫৯ ॥
অর্দ্ধপাদো রসাভক্ষ্যঃ কেবলাদ্রাজযক্ষ্মিভিঃ।
শোষোদরার্শোগ্রহণীকরগুল্মাদ্যুপদ্রবৈঃ ॥ ৬০ ॥

বিংশতি নিষ্ক (৮০ মাষা) পরিমিত জারিত লৌহে এক আঢ়ক ভৃঙ্গরাজ রসের এবং অর্দ্ধ আঢ়ক পরিমিত ধুতুরার রসের, বামুনহাটীর ক্বাথের ও ত্রিফলার ক্বাথের ভাবনা দিয়া, তাহার সহিত স্বর্ণমাক্ষিক বিংশতি নিষ্ক, পারদ এক নিষ্ক, তুত্থক এক নিষ্ক, গন্ধক দুইনিষ্ক ও কপর্দ্দক ভস্ম চারি নিষ্ক মিশ্রিত করিবে এবং যথানিয়মে পুটপাক করিবে। তৎপরে ঐ ঔষধ চূর্ণ করিয়া, মরিচ সাত নিষ্ক, এবং তুঁতে ও সোহাগা দশ নিষ্ক তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ প্রাণনাথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার অর্দ্ধপাদ অর্থাৎ অষ্টমাংশ পরিমিত ঔষধ ক্রমে

ক্রমে সেবন করিলে, শোষ, উদর, অর্শঃ, গ্রহণী, জ্বর ও গুল্মাদি উপদ্রবযুক্ত রাজযক্ষ্মা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়॥ ৫৭—৬০

বজ্ররসঃ।

কর্ষং খর্পরসত্ত্বস্য ষণ্মাষে হেম্নি বিদ্রুতে।
ষন্নিষ্কসূতং গন্ধাশ্মন্যষ্টনিষ্কে প্রবেশিতম্॥ ৬১॥
প্রবালমুক্তাফলয়োশ্চূর্ণং হেমসমাংশয়োঃ।
ক্রমাদ্দ্বিত্রিচতুর্নিষ্কং মৃতায়ঃ সীসভাস্করম্॥ ৬২॥
চাঙ্গের্য্যম্লেন যামাংস্ত্রীন্মর্দ্দিতং চূর্ণিতং পৃথক্।
দ্বৌ নিষ্কৌ নীলবটক-ব্যোমায়স্কান্ততালকাৎ॥ ৬৩॥
অঙ্কোল্লকঙ্গুনীবীজতুত্থেভ্যশ্চতুরঃ পৃথক্।
অষ্টৌ চ টঙ্কণক্ষারাদ্বরাটানাং চ বিংশতিঃ॥ ৬৪॥
মহাজম্বীরনীরস্য প্রস্থদ্বন্দ্বেন পেষয়েৎ।
এতদষ্টশরাবস্থং শুদ্ধং খার্য্যা তুষস্য চ॥ ৬৫॥
করীষভারে চ পচেদথ মাষদ্বয়ং ততঃ।
এতাবদ্গান্ধকাৎ পাদং মরিচাদ্ভাবিতাদপি॥ ৬৬॥
মধুনালোড়িতং লিহ্যাত্তাম্বূলীপত্রলেপিতম্।
গতেঽস্য ঘটিকামাত্রে প্রতিযামং চ পথ্যভুক্॥ ৬৭॥
নো চেদুদ্দীপিতো বহ্নিঃ ক্ষণাদ্ধাতূন্ পচত্যতঃ।
দিনমেকং নিষেব্যৈনং ত্যাজ্যান্যামণ্ডলাত্ত্যজেৎ॥ ৬৮॥
ততঃপরং যথেষ্টাশী দ্বাদশাব্দং সুখী ভবেৎ।
একমেকং দিনং ভুক্ত্বা বর্ষে বর্ষে মহারসম্॥ ৬৯॥
বর্ষাদৌ চ ত্যজেত্ত্যাজ্যং দ্বাদশাব্দাং জরাং জয়েৎ।
এষ বজ্ররসো নাম ক্ষয়পর্ব্বতভেদনঃ॥ ৭০॥

খর্পরসত্ত্ব এক কর্ষ (২ তোলা), জারিত স্বর্ণ ৬ ছয় মাষা, পারদ ৬ নিষ্ক (২৪ মাষা), গন্ধক ৮ নিষ্ক (৩২ মাষা), প্রবালভস্ম ও মুক্তাভস্ম প্রত্যেক ৬ ছয় মাষা, লৌহভস্ম ২ দুই নিষ্ক (৮ মাষা), সীসকভস্ম ৩ নিষ্ক (১২ মাষা) ও তাম্রভস্ম ৪ চারি নিষ্ক (১৬ মাষা), এই সকল দ্রব্য আমরুলের রসের সহিত তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে; তৎপরে তাহার সহিত নীলবড়ী, অভ্রভস্ম, অয়স্কান্ত ভস্ম ও হরিতাল ২ নিষ্ক (৮ মাষা), অঙ্কোর (দেবদারু বা আঁকোড়), কঙ্গুনীবীজ ও তুত্থক প্রত্যেক ৪ চারি নিষ্ক (১৬ মাষা), সোহাগা ৮ আট নিষ্ক (৩২ মাষা) ও কড়িভস্ম ২০ বিংশতি নিষ্ক (৮০ মাষা); এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, ক্রমশঃ দুই প্রস্থ (৮সের) জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। অতঃপর তুষ এক খারী (১২৮ সের) ও বনঘুঁটে একভার (এক সহস্রপল) দ্বারা দুই মাসকাল পাক করিতে হইবে। পাকশেষে ঔষধের চতুর্থাংশ পরিমিত গন্ধক ও মরিচ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া তাম্বূলপত্রে লেপন পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হইবে। ঔষধ সেবনের এক ঘটিকা পর হইতে প্রতি প্রহরে এক একবার পথ্য ভোজন করিতে দিবে, নতুবা জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া, ক্ষণকালমধ্যে ধাতু-সমূহ পরিপাক করিতে পারে। এই ঔষধ একদিন মাত্র সেবন করিয়া, ৪৮ দিন পর্য্যন্ত পরিত্যজ্য কুপথ্য সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে, তৎপরে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করিবে। এইরূপ নিয়মে এই ঔষধ সেবন করিলে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত নীরোগ থাকা যায়। এই মহারস বর্ষের আদিকালে একদিন মাত্র সেবন করিয়া নির্দ্দিষ্টকালে কুপথ্য ভোজন পরিত্যাগ করিলে দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত জরা আক্রমণ করিতে পারে না। এই বজ্ররস নামক ঔষধ ক্ষয়রোগরূপ পর্ব্বত বিনাশ করে॥ ৬১—৭০

মহাবীরঃ।

নিষ্কৌ দ্বৌ তুত্থভাগস্য রসাদেকং সুসংস্কৃতাৎ।
নিষ্কং বিষস্য দ্বৌ তীক্ষ্ণাৎ কর্ষাংশং গন্ধমৌক্তিকাৎ॥ ৭১॥
অগ্নিপর্ণীহরিলতাভৃঙ্গাদ্রেস্থরসারসৈঃ।
মর্দ্দিতং লাঙ্গলীকন্দপ্রলিপ্তে সংপুটে পচেৎ॥ ৭২॥
অর্দ্ধপাদং চ পোটলাং কাকিন্যৌ দ্বে বিষস্য চ।
লিহেন্মরিচচূর্ণং চ মধুনা পোটলীসমম্॥ ৭৩॥
ক্ষয়গ্রহণ্যতীসারবহ্নিদৌর্ব্বল্যকাসিনাম্।
পাণ্ডুগুল্মবতাং শ্রেষ্ঠো মহাবীরো হিতো রসঃ॥ ৭৪॥
অতিস্থূলস্য পুযাসৃক্কফানুবমতঃ ক্ষয়ে।
ন যোজয়েৎ ক্ষীররসান্ বিরুদ্ধোপক্রমস্ততঃ॥ ৭৫॥

তুঁতে ২ দুই নিষ্ক (৮ মাষা), শোধিত পারদ ১ এক নিষ্ক (৪ মাষা), মিঠাবিষ ১ এক

নিষ্ক (৪ মাষা), তীক্ষ্ণ লোহভস্ম ২ দুই নিষ্ক (৮ মাষা), এবং গন্ধক ও মুক্তাভস্ম প্রত্যেক ২ দুই তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য অগ্নিপর্ণী (আগিয়া), হরিলতা, ভৃঙ্গরাজ, আদা ও তুলসীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বিষলাঙ্গলিয়াকন্দ লিপ্ত মূষামধ্যে রুদ্ধ করিবে এবং গজপুটে পাক করিবে। মধু ও মরিচ চূর্ণের সহিত এই ঔষধ দুই রতি মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ক্ষয়, গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, পাণ্ডু ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়। এই মহাবীর রস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিস্থূল ব্যক্তির এবং ক্ষয়রোগে রক্ত-পূয বমনকারীর ইহা বিশেষ উপকারক। এই ঔষধ সেবনকালে সংযোগ বিরুদ্ধ বলিয়া দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করিবে না ॥ ৭১—৭৫

পঞ্চামৃতপর্পটী।

সুবর্ণং রজতং তাম্রং সত্ত্বাভ্রং কান্তলোহকম্।
ক্রমবৃদ্ধমিদং সর্ব্বং শাণেয়ৌ নাগবঙ্গকৌ ॥ ৭৬ ॥
দ্রাবয়িত্বৈকতঃ সর্ব্বং রেণুয়িত্বা ততশ্চরেৎ।
পৃথক্‌পলমিতং গন্ধং শিলালং বিনিধায় চ ॥ ৭৭ ॥
সর্ব্বং খল্বে বিনিক্ষিপ্য মর্দ্দয়েদম্লবর্গতঃ।
তাপ্যং নীলাঞ্জনং তালং শিলাগন্ধং চ চূর্ণিতম্ ॥ ৭৮ ।
দত্ত্বা দত্ত্বা পুটেত্তাবদ্‌যাবদ্বিংশতিবারকম্।
লোহাদ্দ্বিগুণসূতেন ততো দ্বিগুণগন্ধতঃ ॥ ৭৯ ॥
বিধায় কজ্জলীং শ্লক্ষ্ণাং ক্ষিপ্ত্বা তাং লৌহপাত্রকে।
দ্রাবয়েদ্বদরাঙ্গারৈর্ম্মৃদুভিশ্চাথ নিক্ষিপেৎ ॥ ৮০ ॥
হেমাদিপঞ্চলোহানাং ভস্ম চাথ বিলোড়য়েৎ।
অথ তৎ কদলীপত্রে গোময়স্থে বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৮১ ॥
পত্রেণানেন সংছাদ্য চিপিটীং কুরু যত্নতঃ।
তস্যোপরি ক্ষিপেৎ সদ্যো গোময়ং স্তোকমেব চ ॥৮২॥
স্বতঃশীতং সমাহৃত্য পুনশ্চূর্ণং বিধায় চ।
নিক্ষিপদূর্দ্ধদণ্ডায়াং পলিকায়াং ততঃপরম্ ॥ ৮৩ ॥
পূর্ব্ববদ্বদরাঙ্গারৈর্ম্মৃদুভির্দ্রাবয়েচ্ছনৈঃ।
তুল্যালকশিলাগন্ধং পলার্দ্ধবিষভাবিতম্ ॥ ৮৪ ॥
পূর্ব্ববদ্বটিকাতুল্যং তস্মাদল্পং মুহুর্মুহুঃ।
জারয়েৎ পলিকামধ্যে যথা দহ্যেন্ন পর্পটী ॥ ৮৫ ॥
পলিকেতি বিনির্দ্দিষ্টা স্নেহক্ষেপণযন্ত্রিকা।
জীর্ণে তালাদিকে চূর্ণে পটচূর্ণং বিধীয়তাম্ ॥ ৮৬ ॥
পূতীকরঞ্জবট্‌কোলব্যাঘ্রীশৌভাঞ্জনাব্দিভিঃ।
এতৈঃ পঞ্চপলৈঃ ক্বাথং ষোড়শাংশাবশেষিতম্ ॥৮৭ ॥
তেন ক্বাথেন সংস্বেদ্য শোষয়েৎ সপ্তধা হি তাম্।
বিবতিন্দুফলোদ্ভূতৈ রসৈর্নিগুণ্ডিকারসৈঃ ॥ ৮৮ ॥
বিভাব্য পলিকামধ্যে ক্ষিপ্ত্বা বদরবহ্নিনা।
ঈষৎ প্রস্বেদনং কৃত্বা স্থাপয়েদতিযত্নতঃ ॥ ৮৯ ॥
উক্তা ভৈরবনাথেন স্যাৎ পঞ্চামৃতপর্পটী।
ব্যোষাজ্যসহিতা লীঢ়া গুঞ্জাবীজেন সম্মিতা ॥ ৯০ ॥
সর্ব্বলক্ষণসংপূর্ণং বিনিহন্তি ক্ষয়াময়ম্।
শ্বাসং কাসং বিসূচীং চ প্রমেহমুদরাময়ম্ ॥ ৯১ ॥
অরোচকং চ দুঃসাধ্যং প্রসেকং ছর্দ্দিহৃদ্ভবম্।
অধিকং গুদরোগং চ শূলকুষ্ঠাদ্যশেষতঃ ॥ ৯২ ॥
বাতজ্বরং চ বিড়্‌বন্ধং গ্রহণীং কফজান্ মদান্।
একদ্বন্দ্বত্রিদোষোত্থান্ রোগানন্যান্ মহাগদান্ ॥ ৯৩ ॥
অগ্নিমান্দ্যং বিশেষেণ রসোঽয়ং পরমো মতঃ।
এবং সমূহ্য দাতব্যো রসোঽয়ং ভিষগুত্তমৈঃ ॥ ৯৪ ॥
তত্তদ্রোগহরৈর্যোগৈস্তত্তদ্রোগানুপানতঃ।
ক্ষয়াদিসর্ব্বরোগঘ্নী স্যাৎ পঞ্চামৃতপর্পটী ॥৯৫ ॥
তৈলসর্ষপবিল্বাম্লকারবেল্লকুষ্মাণ্ডকম্।
ত্যজেৎ পারাবতং মাংসং বৃন্তাকং কুক্কুটং তথা ॥৯৬॥

স্বর্ণ ১ এক তোলা, রৌপ্য ২ দুই তোলা, তাম্র ৩ তোলা, অভ্রসত্ত্ব ৪ চারি তোলা, কান্ত-লৌহ ৫ পাঁচ তোলা এবং সীসক ও বঙ্গ প্রত্যেক এক শাণ (অর্দ্ধতোলা) ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র দ্রবীভূত করিবে। শীতল হইলে বালুকার মত চূর্ণ করিবে। গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক এক পল (৮ তোলা); এই সমুদায় খলে ফেলিয়া অম্লবর্গের সহিত মর্দ্দন করিবে ; এবং স্বর্ণমাক্ষিক, নীলাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা ও গন্ধক চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া বিংশতিবার পুট দিবে। এই সমস্ত ধাতুদ্রব্যের দ্বিগুণ পরিমিত পারদ ও পারদের দ্বিগুণ গন্ধক একত্র মসৃণ কজ্জলী করিবে। তৎপরে সেই কজ্জলী লৌহ পাত্রে কুলকাষ্ঠের মৃদু অগ্নিতে দ্রবীভূত করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত ধাতুদ্রব্যের ভস্ম তাহাতে নিঃক্ষেপ করিয়া আলোড়িত করিবে এবং গোময়ের উপর কদলীপত্র পাতিয়া তাহার উপর সেই দ্রবীভূত পদার্থ ঢালিবে ও কদলীপত্রাচ্ছাদিত গোময়-পোটুলীর চাপ দিয়া তাহা চেপিটরূপে অর্থাৎ পর্পটাকারে পরিণত করিবে। শীতল হইলে, সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া, ঊর্দ্ধদণ্ডবিশিষ্ট পলিকায়

(পলায়) নিঃক্ষেপ ও দ্রাবিত করিবে এবং তাহার সমপরিমিত হরিতাল মনঃশিলা ও গন্ধক এবং অর্দ্ধ পল পরিমিত মিঠাবিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, সেই পলাতেই তাহা এরূপভাবে জারিত করিবে, যেন দগ্ধ হইয়া না যায়। স্নেহপদার্থ উৎক্ষেপণার্থ যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাই পলিকা (পলা) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত হরিতালাদি পদার্থ জীর্ণ হইলে তাহা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। ডহরকরঞ্জ, ষট্‌কোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও মরিচ), কণ্টকারী ও শজিনা-মূল এই সকল দ্রব্য পাঁচ পল, যোলগুণ জল সহ সিদ্ধ করিয়া যোড়শাংশ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথ দ্বারা সাত-বার ভাবনা দিয়া, তৎপরে বিষতিন্দুক ফলের (কুঁচিলার) রস ও নিসিন্দার রস দ্বারা ভাবনা দিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার পলিকার মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া, কুলকাষ্ঠের অগ্নিতে ঈষৎ স্বিন্ন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিবে॥ ৭৬—৮৯

এই পঞ্চামৃত পর্পটী ভৈরবনাথ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। এই ঔষধ এক রতি পরিমাণে ত্রিকটু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন ক্ষয়রোগ, শ্বাস, কাস, বিসূচিকা, প্রমেহ, উদরাময়, অরুচি, দুঃসাধ্য কফস্রাব, বমন, হৃদ্রোগ, প্রবল অর্শঃ, শূল, কুষ্ঠ, বাতজ্বর, মলরোধ, গ্রহণী, কফজ মদরোগ, এবং একদোষজ দ্বিদোষজ ও সান্নিপাতিক অন্যান্য উৎকট রোগসমূহ, বিশেষতঃ অগ্নিমান্দ্য রোগ নিবারিত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রোগ-সমূহে তত্তদ্ রোগনাশক অনুপানের সহিত ইহা প্রয়োগ করিবেন। এই পঞ্চামৃত পর্পটী ক্ষয়াদি সর্ব্বরোগ নাশক। এই ঔষধ সেবন কালে, তৈল, সর্ষপ, বেল, অম্ল, কারবেল্ল (করেলা), কুসুমশাক, পারাবতমাংস, কুক্কুট মাংস ও বেগুণ এই সকল দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে॥ ৯০—৯৬

যুক্তং গন্ধকপিষ্ট্যাঽয়স্তালকং গন্ধমাক্ষিকম্।
যুক্ত্যা ভস্মগতং নীতং তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥ ৯৭॥
রাজাবর্ত্তো রসঃ শুল্বং মধুকং ঘৃতপাচিতম্।
মধ্বাজ্যশর্করাযুক্তং হন্তি সর্ব্বান্ মদাত্যয়ান্॥৯৮॥
রাজাবর্ত্তো রসঃ শুল্বং সূতগর্ভে নিযোজিতম্।
যষ্টীমধুরসৈঘৃষ্টং ঘৃতমধ্যে বিপাচিতম্॥ ৯৯॥
মধ্বাজ্যশর্করাযুক্তং হন্তি সর্ব্বান্ মদাত্যয়ান্॥১০০॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রাজযক্ষ্মারুচিপ্রসেকবম্যিহৃদ্রোগতৃষ্ণামদাত্যয়-প্রকরণং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

যোগ।—গন্ধকপিষ্টির সহিত লৌহভস্ম, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক মিশ্রিত করিয়া পুটপাকে তাহা ভস্মীভূত করিবে। ইহা তৃষ্ণা ও বমি নিবারক। রাজাবর্ত্ত, রসসিন্দূর, তাম্রভস্ম ও যষ্টিমধু একত্র করিয়া, ঘৃতের সহিত পাক করিবে। এই ঔষধ ঘৃত মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ মদাত্যয়রোগ প্রশমিত হয়। অথবা রাজাবর্ত্ত, রসসিন্দূর ও পারদসহ জারিততাম্র একত্র মিশ্রিত করিয়া যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিবে; তৎপরে ঘৃতের সহিত পাক করিবে। ইহাও ঘৃত মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ মদাত্যয় প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৯৭—১০০

ইতি রাজযক্ষ্মা-অরুচি-প্রসেক-বমন-হৃদ্রোগ-তৃষ্ণা-মদাত্যয়প্রকরণ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ অর্শশ্চিকিৎসিতম।

গুদস্য বহিরন্তর্ব্বা জায়ন্তে চর্ম্মকীলকাঃ।
সর্ব্বরোগকরাঃ পুংসামর্শাংসীতি হি বিশ্রুতাঃ ১ ॥
রুধিরস্রাবিণস্তেষাং পিত্তজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বাতজা নিঃসহোত্থানা উদাবর্ত্তং প্রকুর্ব্বতে।
শ্বয়থুং শ্লেষ্মজাঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বং কুর্য্যুস্ত্রিদোষজাঃ ॥ ২ ॥

লক্ষণ।—গুহ্যদ্বারের বাহিরে বা ভিতরে যে চর্ম্মকীলক (মাংসাঙ্কুর) উৎপন্ন হয়, তাহাই অর্শঃ নামে অভিহিত হয়। অর্শঃ হইতে সমুদয় রোগই উৎপন্ন হইতে পারে। যে সকল অর্শঃ হইতে রক্তস্রাব হয়, তাহারা পিত্তজ; এবং যাহারা পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হইয়া উদাবর্ত্ত উপস্থিত করে, তাহারা বাতজ অর্শঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ অর্শঃ শোথজনক এবং ত্রিদোষজ অর্শঃ, বাতজাদি সমুদায় অর্শের লক্ষণপ্রকাশক ॥ ১—২

অর্শঃকুঠারঃ।

শুদ্ধসূতং পলৈকং তু দ্বিপলং শুদ্ধগন্ধকম্ ॥ ৩ ॥
মৃতং তাম্রং মৃতং লৌহং প্রত্যেকং তু পলত্রয়ম্।
ত্র্যূষণং লাঙ্গলী দন্তী পীলুকং চিত্রকং তথা ॥ ৪ ॥
প্রত্যেকং দ্বিপলং যোজ্যং যবক্ষারঃ চ টঙ্কণম্।
উভৌ পঞ্চপলৌ যোজ্যৌ সৈন্ধবং পলপঞ্চকম্ ॥ ৫ ॥
দ্বাত্রিংশৎপলগোমূত্রং স্নুহীক্ষীরং চ তৎসমম্।
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ স্থাল্যাং সর্ব্বং যাবৎ সুপিণ্ডিতম্ ॥৬॥
মাষদ্বয়ং সদা খাদেদ্রসো হ্যর্শঃকুঠারকঃ।
তক্রেণ দাড়িমাম্ভোভিঃ পক্বকন্দেন্‌ পথ্য তৎ ॥ ৭ ॥

শোধিত পারদ এক পল (৮ তোলা), শোধিত গন্ধক দুই পল (১৬ তোলা), জারিত তাম্র ও লৌহ প্রত্যেক তিনপল (২৪ তোলা); শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিষলাঙ্গলী, দন্তীমূল, পীলুবীজ ও চিতামূল প্রত্যেক দুই পল (১৬ তোলা); যবক্ষার ও সোহাগা উভয়ে পাঁচপল (প্রত্যেক ২০ তোলা); সৈন্ধব পাঁচ পল, গোমূত্র বত্রিশ পল এবং সীজের আটা বত্রিশ পল; এই সমুদায় একত্র একটি হাঁড়িতে স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পিণ্ডীকৃত করিবে। এই ঔষধের নাম অর্শঃকুঠার। ইহা দুই মাষা পরিমাণে, তক্র (ঘোল), দাড়িমের রস বা দগ্ধ ওলের সহিত সেবন করিবে ॥ ৩—৭

বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং জীরনাগরম্।
মরিচং পিপ্পলী কুষ্ঠং পথ্যাবহ্ন্যজমোদকম্ ॥ ৮ ॥
ক্রমোত্তরগুণং চূর্ণং সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং গুড়ম্।
কর্ষং চোষ্ণজলেনানুপিবেদ্বাতার্শসাং জয়েৎ ॥ ৯ ॥

অর্শোহর যোগ।—বচ একভাগ, হিং দুই ভাগ, বিড়ঙ্গ তিনভাগ, সৈন্ধব চারিভাগ, জীরা পাঁচভাগ, শুঁঠ ছয় ভাগ, মরিচ সাত ভাগ, পিপুল আটভাগ, কুড় নয় ভাগ, হরীতকী দশ ভাগ, চিতামূল এগার ভাগ, বন-যমানী বার ভাগ ও গুড় সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ; সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিবে। দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিয়া উষ্ণজল অনুপান করিলে, বাতজ অর্শঃ প্রশমিত হয় ॥ ৮—৯

মৃতসূতাভ্রহেমার্কতীক্ষ্ণমুণ্ডং সগন্ধকম্।
মণ্ডূরং মাক্ষিকং তুল্যং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দিনম্ ॥ ১০ ॥
অন্ধমূষাগতং পাচ্যং ত্রিদিনং তুষবহ্নিনা।
চূর্ণিতং সিতয়া মাষং খাদেৎ পিত্তার্শসাং জয়েৎ ॥১১॥

জারিত পারদ, অভ্র, স্বর্ণ, তাম্র, তীক্ষ্ণ লৌহ, মুণ্ড-লৌহ, গন্ধক, মণ্ডূর ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমপরিমিত; এই সমুদায় একত্র ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে এবং মূষারুদ্ধ করিয়া তুষের আগুনে

তিন দিন পাক করিবে। তৎপরে চূর্ণ করিয়া, এক মাষা পরিমাণে চিনির সহিত সেবন করিলে, পিত্তজ অর্শঃ প্রশমিত হয়॥ ১০—১১

মৃতং লোহং চেন্দ্রযবং শুণ্ঠীভল্লাতচিত্রকম্।
বিল্বমজ্জাবিড়ঙ্গানি পথ্যা তুল্যং বিচূর্ণয়েৎ॥ ১২॥
সর্ব্বতুল্যং গুড়ং যোজ্যং কর্ষং ভুক্ত্বার্শসাং জয়েৎ।
শ্লেষ্মার্শসঃ প্রশান্ত্যর্থং দেয়মানন্দভৈরবম্।
মৃততাম্রেণ সংতুল্যং দেয়ং গুঞ্জাত্রয়ং হি তৎ॥ ১৩॥

জারিত লৌহ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, ভেলা, চিতামূল, বেলের মজ্জা (বেলশুঁঠ), বিড়ঙ্গ ও হরীতকী এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান গুড়; একত্র মিশ্রিত করিয়া, দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে শ্লেষ্মজ অর্শঃ নিবারিত হয়। ইহার সহিত সমপরিমিত তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিলে, তাহা আনন্দভৈরব নামে অভিহিত হয়। আনন্দভৈরব তিন রতি মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত॥ ১২—১৩

সর্ব্বলোকাশ্রয়োরসঃ।

শুদ্ধং সূতং পলং গন্ধং গন্ধার্দ্ধং তালতাপ্যকম্॥ ১৪॥
অমৃতং রসকং চৈব তালকার্দ্ধবিভাগিকম্।
এতেষাং কজ্জলীং কুর্য্যাদ্দৃঢ়ং সংমর্দ্দ্য বাসরম্॥ ১৫॥
ত্রিদিনং মর্দ্দয়েচ্চাথ দত্ত্বা নিম্বুজলং খলু।
বটীকৃত্য বিশোষ্যাথ কাচকুপ্যাং নিধাপয়েৎ॥ ১৬॥
নিষ্কতুল্যার্কপত্রেণ পিধায়াস্যং প্রযত্নতঃ।
সার্দ্ধাঙ্গুলমিতোৎসেধং মৃন্ময়া তাং বিলেপ্য চ॥ ১৭॥
ততো ভাণ্ডতৃতীয়াংশে সিকতাপরিপূরিতে।
নিধায় সিকতামূর্দ্ধ্নি সিকতাভিঃ প্রপূরয়েৎ॥ ১৮॥
রুদ্ধাস্যং তদধো বহ্নিং জ্বালয়েৎ সার্দ্ধবাসরম্।
স্বাঙ্গশীতলিতং কাচপুটাদাকৃষ্য তং রসম্॥ ১৯॥
পটচূর্ণং বিধায়াথ তাম্রমভ্রং পলদ্বয়ম্।
পলার্দ্ধমমৃতং চৈব মরিচং চ চতুষ্পলম্।
একীকৃত্য ক্ষিপেৎ সর্ব্বং নারিকেলকরণ্ডকে॥ ২০॥
সাজ্যো গুঞ্জাদ্বিমানো হরতি রসবরঃ সর্ব্বলোকাশ্রয়োঽয়ং
বাতশ্লেষ্মোত্থরোগান্ গুদজনিতগদং শোষপাণ্ড্বাময়ং চ।
যক্ষ্মাণং বাতশূলং জ্বরমপি নিখিলং বহ্নিমান্দ্যং চ গুল্মং
তত্তদ্রোগঘ্নযোগৈঃ সকলগদচয়ং দীপনং তৎক্ষণেন॥ ২১॥

শোধিত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক একপল (৮ তোলা), হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক অর্দ্ধ পল (৪ তোলা), মিঠাবিষ ও রসক প্রত্যেক সিকি পল (২ তোলা); এই সমুদায় একত্র একদিন দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। তৎপরে তিনদিন লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। বটিকা শুষ্ক হইলে, তাহা কাচকূপীতে (বোতলে) পূরণ করিয়া বোতলের মুখ চারিমাষা পরিমিত তাম্রপত্র দ্বারা রুদ্ধ করিবে এবং বোতলের উপরে দেড় অঙ্গুলি পুরু মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে। অতঃপর একটি হাঁড়ীর তৃতীয়াংশ বালুকাপূর্ণ করিয়া, তাহার উপর বোতল বসাইবে এবং বোতলের উপরেও বালুকা দিয়া হাঁড়িটি পূর্ণ করিবে। হাঁড়ীর মুখে আচ্ছাদন দিয়া, তাহার নিম্নে সার্দ্ধদিন অর্থাৎ দেড় দিন অগ্নিজ্বাল দিবে। পাকশেষে আপনা হইতে শীতল হইলে, বোতলের ঔষধ বাহির করিয়া লইবে এবং চূর্ণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিবে। তৎপরে তাহার সহিত তাম্রভস্ম দুই পল, অভ্রভস্ম দুইপল, মিঠাবিষ অর্দ্ধপল (৪ তোলা) ও মরিচ চারিপল (৩· তোলা) মিশ্রিত করিয়া নারিকেল পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই সর্ব্বলোকাশ্রয় রস ঘৃতের সহিত দুই রতি মাত্রায় সেবন করিলে বাত-শ্লেষ্মজনিত রোগসমূহ, অর্শঃ, শোষ, পাণ্ডুরোগ, যক্ষ্মা, বাতজশূল, সর্ব্ববিধজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও গুল্মরোগ প্রশমিত হয়। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে ইহাদ্বারা অন্যান্য রোগও নিবারিত হয়। এই ঔষধ আশু অগ্নিবৃদ্ধি করে॥ ১৪—২১

মূলকুঠারঃ।

অর্শোঘ্নং চূর্ণং বক্ষ্যে পুত্রক শৃণু ভদ্রক।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং বনশূরণচিত্রকম্॥ ২২॥
মরিচং কণ্টকারী চ রক্তপুষ্পী সমাংশকম্।
পলমেকং পৃথক্ সর্ব্বং শ্লক্ষ্ণং দৃষদি পেষয়েৎ॥ ২৩॥
গজাজপশুমূত্রেষু শুভে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ।
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ সর্ব্বং চূর্ণশোষং যথা ভবেৎ॥ ২৪॥
লোণত্রয়ং চ তত্রৈব পলমেকং তু নিক্ষিপেৎ।
অক্ষপ্রমাণবটকান্ কুর্য্যাদেবং পৃথক্ পৃথক্॥ ২৫॥

ত্রিংশদ্দিনানি মতিমানর্শোঘ্নং দীপনং পরম্।
সূততক্রসমাযুক্তং ভোজনং সংপ্রদাপয়েৎ ॥ ২৬ ॥

হে বৎস ! অর্শোনাশক শূরণের (ওলের) বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। পিপুল, পিপুলমূল, বন্যওল, চিতামূল, মরিচ, কণ্টকারী ও রক্তপুষ্পী (পারুল গাছ), প্রত্যেক এক একপল গ্রহণ করিয়া, শিলায় মসৃণভাবে পেষণ করিবে; তৎপরে একটি পরিস্কৃত ভাণ্ডে, হস্তী ছাগ প্রভৃতি পশুমূত্রের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া চূর্ণভাগ অবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে এবং তাহার সহিত সৈন্ধব বিট্ ও সচল লবণ মিলিত একপল মিশ্রিত করিয়া, দুইতোলা মাত্রায় বটক প্রস্তুত করিবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই অর্শোনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক বটক ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিবেন। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে, ঘৃত ও তক্রের সহিত ভোজ্য পদার্থ ভোজন করিতে দিবেন ॥ ২২—২৬

গন্ধকং তারতাম্রং চ কৃত্বা চৈকত্র পিষ্টিকাম্।
তৎসমং চাভ্রকং তীক্ষ্ণং গন্ধকং পঞ্চমাংশকম্ ॥২৭॥
বিষং চ ষোড়শাংশেন দ্বৌ ভাগৌ সূতকস্য চ।
একীকৃত্য প্রযত্নেন জম্বীরদ্রবমর্দ্দিতম্ ॥ ২৮ ॥
ভাজনে মৃন্ময়ে স্থাপ্যং বরাক্কাথেন ভাবয়েৎ।
দশমূলশতাবর্য্যোঃ ক্বাথে পাচ্যং ক্রমেণ হি ॥ ২৯ ॥
অথোদ্ধার্য্য প্রযত্নেন বটিকাং কারয়েদ্বুধঃ।
গুঞ্জাত্রয়প্রমাণেন গুদব্যাধিং চ শূলনুৎ ॥ ৩০ ॥

গন্ধক, রৌপ্য ভস্ম ও তাম্রভস্ম, একত্র মর্দ্দন করিয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিবে এবং তাহার সহিত ঐ সকলের সমপরিমিত অভ্র ও তীক্ষ্ণলৌহ, পঞ্চমাংশ পরিমিত গন্ধক, ষোড়শাংশ পরিমিত মিঠাবিষ ও দুইভাগ পারদ মিশ্রিত করিবে। তৎপরে সেই সকল দ্রব্য জাম্বীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, মৃন্ময়পাত্রে স্থাপন করিবে ও তাহাতে ত্রিফলার ক্বাথের ভাবনা দিবে। অতঃপর ক্রমশঃ দশমূল ও শতমূলীর ক্বাথের সহিত পাক করিবে এবং যথাকালে নামাইয়া তিন রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা অর্শোরোগ ও শূলরোগনাশক ॥ ২৭—৩০

বরনাগং তথা ব্যোমসত্ত্বং শুল্বং চ তীক্ষ্ণকম্।
সর্ব্বমেকত্র বিদ্রাব্য ক্ষিপ্ত্বালং চাল্লমল্লকম্ ॥ ৩১ ॥
চালয়েদনিশং যাবত্তালকং ত্রিগুণং খলু।
ততস্তেন বিমর্দ্দ্যাথ পিষ্টিং কুর্য্যাদ্রসেন হি ॥ ৩২ ॥
ততো ভল্লাতকীবৃক্ষমূলস্থানে খনেচ্চ তাম্।
মাসাদাকৃষ্য তাং পিষ্টিং গব্যদুগ্ধে বিনিক্ষিপেৎ ॥৩৩॥
ততো ভল্লাতকীতৈলং হৃতং পাতালযন্ত্রতঃ।
আয়সে ভাজনে স্নিগ্ধে পিষ্টিকাং বিনিবেশ্য চ ॥ ৩৪ ॥
প্রস্থমাত্রং হি তত্তৈলং জারয়েদতিযত্নতঃ।
তত্তৈলভাবিতৈর্গন্ধৈঃ পুটিত্বা ভস্মতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥
ততঃ কার্ত্তিকমাসোত্থকৌরন্টদলজৈ রসৈঃ।
রসং সংমর্দ্দ্য সংমর্দ্দ্য ঘর্ম্মে সংস্থাপ্য সারয়েৎ ॥৩৬॥
তদ্ভস্ম মেলয়েৎ পূর্ব্বভস্মনা সমভাগিকম্।
বনশূরণনির্গুণ্ডী মহারাষ্ট্রীভকণ্টিকা ॥ ৩৭ ॥
বজ্রবল্লী শিখী চৈষাং রসৈঃ পিষ্ট্বা বিশোষয়েৎ।
ত্রিবারং মার্কবদ্রাবৈর্দ্রাবয়িত্বা বিশোষয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
চূর্ণীকৃত্য প্রযত্নেন ক্ষিপেৎ কাপি করণ্ডকে ॥ ৩৯ ॥
সোঽয়ং মূলকুঠারকো রসবরো দীপাগ্নিবেল্লোত্তমা-
সংযুক্তঃ সঘৃতশ্চ বল্লতুলিতঃ সংসেবিতো নাশয়েৎ।
অর্শাংস্যাননাসিকাক্ষিগুদজাস্যত্যুগ্রপীড়ানি চ
প্লীহানং গ্রহণীং চ গুল্মযকৃতৌ মান্দ্যং চ কুষ্ঠাময়ান্ ॥৪০॥

সীসকভস্ম, অভ্রসত্ত্ব, তাম্র ও তীক্ষ্ণলৌহ প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে অল্প অল্প হরিতাল নিংক্ষেপ করিবে এবং অনবরত নাড়িতে থাকবে, এইরূপে ত্রিগুণপরিমিত হরিতাল ক্রমশঃ মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে তাহার সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডীকৃত করিবে। সেই পিণ্ড ভল্লাতকবৃক্ষের মূলদেশে এক মাসকাল প্রোথিত করিয়া রাখিতে হইবে। মাসান্তে তাহা উদ্ধার করিয়া গব্যদুগ্ধে ডুবাইয়া রাখিবে। তৎপরে স্নিগ্ধ লৌহপাত্র সেই পিণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক পাতাল যন্ত্রে ভেলার তৈল আহরণ করিয়া, একপ্রস্থ (দুই সের) পরিমিত সেই তৈলের ভাবনা তাহাতে দিবে এবং গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভস্মরূপে পরিণত করিবে। অতঃপর পারদ কার্ত্তিক মাসজাত কুলপত্রের রসের সহিত বারংবার মর্দ্দন ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, তাহা জারিত করিবে এবং পূর্ব্বভস্মের সহিত সেই ভস্ম সমপরিমাণে মিশ্রিত করিবে। পরিশেষে

তাহাকে বনওল, নিসিন্দা, কাঁচড়াদাম, গজকর্ণী (কন্দশাক বিশেষ), হাড়যোড়া ও চিতামূলের রসের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে এবং ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত তিনবার মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে ও কোন একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই মূলকুঠার রস যমানী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ ও ঘৃতের সহিত তিন রতি মাত্রায় সেবন করিলে, অর্শোরোগ, মুখরোগ, নাসারোগ, চক্ষুরোগ, উগ্রপীড়াদায়ক গুহ্যজরোগ, প্লীহা, গ্রহণী, গুল্ম, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয় ॥ ৩১—৪০

মহোদয়প্রত্যয়সারঃ ।

রসগ্রস্তসমুদ্গীর্ণগন্ধকস্য পলত্রয়ম্ ।
মৃতসূতাভ্রতাম্রায়ঃ কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪১ ॥
পলং হিঙ্গুলচূর্ণস্য মাক্ষিকস্য পলত্রয়ম্ ।
পলং কম্পিল্লকস্যাপি বিষস্যার্দ্ধপলং তথা ॥ ৪২ ॥
সপ্তাহং মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং দত্ত্বা চূর্ণোদকং মুহুঃ ।
ততস্তদ্গোলকং কৃত্বা সপ্তাহং চাতপে ক্ষিপেৎ ॥৪৩॥
গুড়চূর্ণং শিলাচূর্ণং লিম্পেদঙ্গুলিকাঘনম্ ।
ত্রিপলং গন্ধকং দত্ত্বা মৌষ্যামথ চ গোলকম্ ॥ ৪৪ ॥
গোলকস্যোপরিষ্টাচ্চ ক্ষিপেত্তালপলত্রয়ম্ ।
সংরুধ্যাতিপ্রযত্নেন দদ্যাদ্গজপুটং খলু ॥ ৪৫ ॥
স্বাঙ্গশীতলমাহৃত্য গোলকং লেপনৈঃ সহ ।
বিচূর্ণ্য সপ্তবারং হি বিষতিন্দুফলোদ্ভবৈঃ ॥ ৪৬ ॥
দ্রবৈরথাতপে শুষ্কং ক্ষিপেদ্রুম্যে করণ্ডকে ।
ত্রিংশদংশেন বৈক্রান্তভস্ম তস্মিন্ বিনিক্ষিপেৎ ॥৪৭॥
অয়ং হি নন্দীশ্বরসংপ্রদিষ্টো রসো বিশিষ্টঃ খলু রোগহন্তা ।
নিঃশেষরোগেষ্বহতপ্রতাপো মহোদয়প্রত্যয়সারনামা ॥৪৮॥
হন্যাৎ সর্ব্বগুদাময়ান্ ক্ষয়গদং কুষ্ঠং চ মন্দাগ্নিতাং
শূলাধ্মানগদং কফং শ্বসনতামুন্মাদকাপস্মৃতী ।
সর্ব্বা বাতরুজো মহাজ্বরগদান্ নানাপ্রকারাংস্তথা
বাতশ্লেষ্মভবং মহাময়চয়ং দুষ্টগ্রহণ্যাময়ম্ ॥ ৪৯ ॥

গন্ধক প্রথমতঃ পারদ কর্তৃক গ্রাসিত ও উদ্গীরিত করিয়া, সেই গন্ধক তিনপল (২৪ তোলা), জারিত পারদ, অভ্র, তাম্র ও লৌহ প্রত্যেক এক কর্ষ (২ তোলা), হিঙ্গুল চূর্ণ এক পল (৮ তোলা), স্বর্ণমাক্ষিক তিন পল (২৪ তোলা), কমলাগুঁড়ি একপল (৮ তোলা) ও মিঠাবিষ অর্দ্ধপল (৪ তোলা); এই সকল দ্রব্যে চূণের জল দিয়া সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে এবং গোলক প্রস্তুত করিয়া সপ্তাহকাল রৌদ্রে তাহা শুষ্ক করিবে। তৎপরে সেই গোলকের উপরে গুড়, চূর্ণ ও মনঃশিলা চূর্ণদ্বারা অঙ্গুলি পরিমিত ঘন লেপ দিবে। একটি মূষার মধ্যে সেই গোলক স্থাপন করিয়া তাহার উপরে তিন পল হরিতাল চূর্ণ নিঃক্ষেপ করিবে এবং মূষাটি যত্নপূর্ব্বক রুদ্ধ করিবে। অতঃপর গজপুটে তাহা পাক করিয়া, শীতল হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ সহ গোলকগুলি চূর্ণ করিয়া, তাহাতে সাতবার কুঁচিলার রসের ভাবনা দিবে ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, তাহার সহিত ত্রিংশৎ অংশ অর্থাৎ ত্রিশ ভাগের একভাগ বৈক্রান্ত ভস্ম মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই মহোদয়প্রত্যয়সার নামক উৎকৃষ্ট রস নন্দীশ্বর কর্তৃক উপদিষ্ট; ইহা বহুরোগনাশক এবং সর্ব্বরোগ নিঃশেষ রূপে নিবারণ করিতে বিশেষ সমর্থ। সর্ব্ববিধ অর্শোরোগ, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, শূল, আধ্মান, কফ, শ্বাস, উন্মাদ, অপস্মার, সকল প্রকার বায়ুরোগ, নানাপ্রকার উৎকট জ্বর রোগ, বাতশ্লেষ্মজনিত প্রবল রোগ সমূহ ও দূষিত গ্রহণী, এই ঔষধ দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৪১—৪৯

কনকসুন্দরঃ ।

স্যাদ্রসং ধৌতমাক্ষীকং কান্তাভ্রং নাগহাটকম্ ।
পৃথগ্ভটেন সংতুল্যং সর্ব্বতুল্যং চ গন্ধকম্ ॥ ৫০ ॥
দত্ত্বা বিদ্যাধরে যন্ত্রে পুটেদারণ্যকোৎপলৈঃ ।
সাঙ্গশীতলমুদ্ধৃত্য দ্রবেণ বিমিশ্রয়েৎ ॥ ৫১ ॥
অর্শোব্যাধৌ কটীশূলে চক্ষুঃশূলে চ দারুণে ।
সন্নিপাতে ক্ষয়ে শ্বাসে কাসে মন্দানলে জ্বরে ॥ ৫২ ॥
কর্ণশূলে শিরঃশূলে দন্তশূলে প্রযোজয়েৎ ।
পীনসে প্লীহ্নি হৃচ্ছূলে গ্রন্থিবাতে চ দারুণে ॥ ৫৩ ॥
একাঙ্গে বা ধনুর্ব্বাতে কম্পবাতে চ মূর্চ্ছিতে ।
জরাংশ্চ বিষমান্ সর্ব্বান্ হন্তি রোগাননেকধা ॥ ৫৪ ॥
সেবিতঃ পথ্যযোগেন রসঃ কনকসুন্দরঃ ।
গুঞ্জামাত্রং দদীতাস্য যথাযুক্তানুপানতঃ ॥ ৫৫ ॥

ঘৃতেন সংযুতো বাতে মধুনা পৈত্তিকে জ্বরে।
পিপ্পল্যা শ্লৈষ্মিকে দেয়ং পিত্তোদ্ভূতে চ চন্দনম্ ॥ ৫৬॥
তক্রেণ শ্লেষ্মবাতোত্থে বাতপিত্তে ঘৃতান্বিতম্।
শ্লেষ্মপিত্তে চার্দ্রকেণ নির্গুণ্ড্যা সান্নিপাতিকে ॥৫৭॥
ফলত্রয়েণ শূলেষু বিষমেষু জ্বরেষ্বথ।
আর্দ্রকেণাথবা দত্ত্বাদ্বহ্নিমান্দ্যে বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥
অভিষ্যন্দে শিরঃশূলে গায়ত্রীবোলসংযুতম্।
পক্ষিমাংসসমাযুক্তং কফবাতে চ মূর্চ্ছিতে ॥ ৫৯ ॥
একাঙ্গে চ ধনুর্ব্বাতে ক্ষীরযুক্তং চ পীনসে।
পাণ্ডুরোগে ক্ষয়ে কাসে মরিচাজ্যৈশ্চ কামলে ॥ ৬০ ॥
অজমোদাবিড়ঙ্গৈশ্চ নাভিশূলেঽগ্নিমান্দ্যজিৎ।
রুক্ষজ্বরেঽরুচৌ দেয়ঃ কদলীফলসংযুতঃ ॥
বোলেনার্দ্ধকটীশূলে ভাষিতং নাগবোধিনা ॥ ৬১ ॥

শোধিত পারদ, শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, জারিত কান্তলৌহ, অভ্র, সীসক ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান গন্ধক; একত্র মিশ্রিত করিয়া, বিদ্যাধর যন্ত্রে বনঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া, তাহার সহিত ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অর্শোরোগে, কটীশূলে, দারুণ চক্ষুঃশূলে, সন্নিপাত দোষে, ক্ষয় রোগে, শ্বাসরোগে, কাসরোগে, অগ্নিমান্দ্যে, জ্বরে, কর্ণশূলে, শিরঃশূলে, দন্তশূলে, পীনসরোগে, প্লীহায়, হৃৎ-শূলে, উৎকট গ্রন্থিবাতে, একাঙ্গ বাতে, ধনুঃস্তম্ভে, কম্পবাতে ও মূর্চ্ছারোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই কনকসুন্দর রস সেবন করিয়া উপযুক্ত পথ্য সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়। ইহা একরতি মাত্রায় উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। বাতজ জ্বরে ঘৃতের সহিত, পিত্তজ জ্বরে মধুর সহিত বা রক্তচন্দনের সহিত, শ্লেষ্মজ্বরে পিপুলের সহিত, বাত-শ্লেষ্মজ রোগে তক্রের সহিত, বাতপৈত্তিক রোগে ঘৃতের সহিত, শ্লেষ্মপিত্তজ রোগে আদার সহিত, সান্নিপাতিক রোগে নিসিন্দার সহিত, শূলরোগে ও বিষমজ্বরে ত্রিফলার সহিত এবং অগ্নিমান্দ্যে আদার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিষ্যন্দ ও শিরঃশূলে খদির ও গন্ধবোলসহ, কফবাতে ও মূর্চ্ছারোগে পক্ষিমাংসের রস সহ, একাঙ্গবাত ধনুঃস্তম্ভ ও পীনসরোগে দুগ্ধ সহ, পাণ্ডুরোগ ক্ষয় কাস ও কামলারোগে ঘৃত ও মরিচসহ, নাভিশূল ও অগ্নিমান্দ্যে অজমোদা (বনযমানী) ও বিড়ঙ্গসহ, রুক্ষজ্বর ও অরুচিতে কদলীফল সহ এবং অর্দ্ধকটীশূলে গন্ধবোল সহ প্রয়োগ করিতে নাগবোধী উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৫০—৬১

তীক্ষ্ণমুখঃ।

নাগং পারদগন্ধকং ত্রিলবণং বার্য্যকজং মেলয়েৎ
একৈকং চ পলং পলং ত্রয়মতঃ পঞ্চ ক্রমান্মর্দ্দয়েৎ।
সর্ব্বং তদ্দিবসত্রয়ং তদনু তদ্দত্ত্বা পুটং ভাবনাঃ
কুর্য্যাৎ সত্রিফলাগ্নিবেতসরসৈঃ পঞ্চাধিকা বিংশতিঃ ॥৬২॥
পক্বৈতৎ ক্রমশস্ততো গুড়ভবৈর্দত্তোঽস্য বল্লো জলৈ-
র্হন্ত্যর্শাংস্যখিলানি সুরণঘৃতৈস্তস্যান্নমস্মিন্ হিতম্।
অকেশঃ পরিবর্জ্জ্যতামিতি মুনিঃ শ্রীবাসুদেবোঽবদৎ
কুষ্মাণ্ডীফলমাষপায়সমতিবায়ামমর্কাতপম্ ॥ ৬৩ ॥

জারিত সীসক একপল, পারদ একপল, গন্ধক তিন পল এবং ত্রিলবণ অর্থাৎ সৈন্ধব বিট্ ও সচললবণ মিলিত পাঁচ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আকন্দের রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে পুটপাক করিয়া, পুনর্ব্বার তাহাতে ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকী হরীতকী ও বহেড়া, চিতামূল ও বেতসের রস এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের পাঁচ দিন করিয়া পঁচিশ দিন ভাবনা দিবে। এই ঔষধ তিন রতি মাত্রায় গুড়ের জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে, ওল ও ঘৃতের সহিত অন্নভোজন হিতকর। এই ঔষধ সেবন কালে, কুষ্মাণ্ড ফল, মাষকলাই, পায়স, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও সূর্য্যতাপ পরিত্যাগ করিতে বাসুদেব মুনি উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৬২-৬৩

রসেন্দ্রহেমার্কবরালগোল-
মুরায়সং লোহমলাভ্রগন্ধাঃ।
তাপ্যং চ কন্যারসমর্দ্দিতোঽয়ং
পক্বঃ পুটেস্তীক্ষ্ণমুখোঽর্শসাং স্যাৎ ॥ ৬৪ ॥

পারদ, স্বর্ণ, তাম্র, ত্রিফলা, হরিতাল, গন্ধবোল, মুরামাংসী, লৌহ, মণ্ডুর, অভ্র, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে, তাহাও তীক্ষ্মমুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাও অর্শোরোগে প্রযোজ্য ॥৬৪

অর্শঃকুঠারঃ।

শ্রেষ্ঠাদন্ত্যগ্নিযুগ্মত্রিকটুকহলিনীপীলুকুস্তং বিপক্বং
প্রস্থে মূত্রস্য সম্যক্ পয়সি রসপলং দ্বে পলে গন্ধকস্য।
লৌহস্য ত্রীণি তাম্রাৎ কুড়বমথ রজঃ ক্ষারয়োশ্চাপি পঞ্চ
ক্ষিপ্তা স্থাল্যাং পচেৎ তু জলতি দহনতশ্চূর্ণমর্শঃকুঠারঃ ॥৬৫॥

মৈদা, দন্তীমূল, চিতামূল, ভেলা, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), ঈশলাঙ্গলা, পীলু ও তেউড়ীমূল এই সমস্ত দ্রব্য চারিসের গোমূত্র ও উপযুক্ত পরিমিত সীজের আঠার সহিত পাক করিয়া, তাহাতে পারদ একপল, গন্ধক দুই পল, লৌহ তিনপল, তাম্র এক কুড়ব (অর্দ্ধসের) এবং মিলিত সাচীক্ষার যবক্ষার পাঁচ পল প্রক্ষেপ দিবে। চূর্ণবৎ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহা অর্শোরোগ নাশক ॥ ৬৫

ত্রৈলোক্যতিলকঃ।

শুক্লকৃষ্ণাভ্রকং সত্ত্বং শোধিতং কাচটঙ্কণম্।
রেতয়িত্বা রজঃ কৃত্বা ভর্জ্জয়িত্বা ঘৃতেন তৎ ॥ ৬৬ ॥
অষ্টাংশশঙ্খকোপেতং পুটেদ্বারত্রয়ং ততঃ।
ত্রিবারং নৃপবর্ত্তেন লুঙ্গস্বরসযোগিনা ॥ ৬৭ ॥
চতুর্বারং চ বর্ষাভূবাসামৎস্যাক্ষিকারসৈঃ।
গুগ্‌গুলুত্রিফলাকাথৈস্ত্রিংশদ্বারাণি যত্নতঃ ॥ ৬৮ ॥
তুল্যাংশরসগন্ধোত্থকজ্জল্যাষ্টাংশভাগয়া।
পুটেৎ পঞ্চাশতং বারান্ মর্দ্দয়েচ্চ পুটে পুটে ॥ ৬৯ ॥
শোধিতং রেতিতং কান্তং সত্ত্বং চ ঘৃতমর্দ্দিতম্।
পুটেদষ্টাংশদরদৈঃ সংযুতং লকুচাম্বুনা ॥ ৭০ ॥
দশবারং তথা সম্যক্ তারং শুদ্ধং মনোহ্বয়া।
তথা বিংশতিবারাণি বলিনা মীনদৃগ্রসৈঃ ॥ ৭১ ॥
দশবারাণি তাপ্যেন কৃষ্ণগোঘৃতযোগিনা।
উভয়ং সমভাগং তৎ পুটেন্নির্গুণ্ডিকারসৈঃ ॥ ৭২ ॥
রসগন্ধোত্থকজ্জল্যা দশবারং পুটেৎ পুনঃ।
তস্মিন্নষ্টাংশভাগেন ক্ষিপেদ্বৈক্রান্তভস্মকম্ ॥ ৭৩ ॥
রাজাবর্ত্তকলাংশেন সমভাগেন পর্পটী।
তৎ সর্ব্বং পরিমর্দ্দ্যাথ ভাবয়িত্বার্দ্রকাম্বুনা ॥ ৭৪ ॥
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি ভূকদম্বরসেন বা।
ভৃঙ্গরাজরসেনাপি চিত্রমূলরসেন চ ॥ ৭৫ ॥
ব্যোষগঞ্জাকিনীকন্দৈর্ভূয়োঽপ্যার্দ্রদ্রবেণ চ।
পটচূর্ণমতঃ কৃত্বা ক্ষিপেচ্ছুদ্ধকরণ্ডকে ॥ ৭৬ ॥
ত্রৈলোক্যতিলকঃ সোঽয়ং খ্যাতঃ সর্ব্বরসোত্তমঃ।
সর্ব্বব্যাধিহরঃ শ্রীমান্ শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭৭ ॥
উদাবর্ত্তং চ বিড়্বন্ধং ব্যথাং চ জঠরোদ্ভবাম্।
লোহলং মন্দবুদ্ধিত্বং শূলিত্বমপি বক্ষ্যতাম্ ॥ ৭৮ ॥
স্মৃতিরোগানশেষাংশ্চ শূলং নানাবিধং তথা।
পরিণামাখ্যশূলং চ তথা ভিন্দ্যাৎ সমুৎকটম্ ॥ ৭৯ ॥
রক্তগুল্মং চ নারীণাং রক্তশূলং চ দুঃসহম্।
অনুপানং চ পথ্যং চ তত্তদ্রোগানুরূপতঃ ॥ ৮০ ॥

শুক্ল ও কৃষ্ণ অভ্রের সত্ব, শোধিত কাচ ও সোহাগা, এই সকল রেতীকরণ করিয়া (উখা দ্বারা ঘসিয়া) চূর্ণ করিবে এবং ঘৃতের সহিত ভর্জ্জন করিবে। তৎপরে অষ্টাংশ পরিমিত শঙ্খক তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া তিনবার পুট দিবে। তারপর রাজাবর্ত্ত মিশ্রিত করিয়া এবং মাতুলুঙ্গ (টাবা) লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তিনবার পুটপাক করিবে। ইহার পর পুনর্নবা, বাসক ও মৎস্যাক্ষীর (হিঞ্চাশাক) রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারিবার; গুগ্‌গুলু ও ত্রিফলার কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া ত্রিশবার; অষ্টমাংশ পরিমিত পারদ-গন্ধকের কজ্জলী সহ মর্দ্দন করিয়া পঞ্চাশ বার; অষ্টমাংশ পরিমিত কান্তলৌহের সত্ব ঘৃতে মর্দ্দিত করিয়া তাহার সহিত এবং হিঙ্গুল ও মান্দাররসের সহিত মর্দ্দন করিয়া দশবার; রৌপ্য ও মনঃশিলার সহিত মর্দ্দন করিয়া দশবার; গন্ধক ও মৎস্যাক্ষী (হিঞ্চে) শাকের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বিংশতিবার; সমভাগ কৃষ্ণগাভীর ঘৃতের সহিত মিশ্রিত স্বর্ণমাক্ষিক ও নিসিন্দার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া দশবার; এবং পারদ-গন্ধকজাত কজ্জলীর সহিত মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার দশবার পুট দিবে। অতঃপর তাহার সহিত বৈক্রান্ত ভস্ম অষ্টমাংশ ও রাজাবর্ত্ত ষোড়শ অংশ এবং

সমপরিমিত পর্পটী মিশ্রিত করিবে। তৎপরে যথাক্রমে আদার রস, গুলঞ্চের রস, ভূকদম্বের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, চিতামূলের রস, ত্রিকটুর ক্বাথ, গঞ্জাকিনীকন্দের (গাজরের) রস ও পরিশেষে পুনর্ব্বার আদার রসের ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই সর্ব্বরস-শ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্যতিলক সর্ব্বব্যাধিনাশক। স্বয়ং শম্ভু এই ঔষধ কীর্ত্তন করিয়াছেন। উদাবর্ত্ত, মলরোধ, উদরব্যথা, রক্তপিত্ত, মন্দবুদ্ধিতা, শূলরোগ, বন্ধ্যতা, সূতিকারোগ, পরিণামশূল, উৎকট রক্তগুল্ম ও স্ত্রীদিগের রজঃশূল ইহা দ্বারা নিবারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ ও উপযুক্ত পথ্য প্রদান করিবে ॥ ৬৬—৮০

কুসুম্ভমৃদুপত্রাণি কাঞ্জিকেনৈব পাচয়েৎ।
শাকবদ্ভক্ষয়েন্নিত্যমর্শোরোগপ্রশান্তয়ে ॥ ৮১ ॥
দেবদাল্যাশ্চ বীজন্তু সৈন্ধবেন সুচূর্ণিতম্।
আরনালেন লেপোঽয়ং মূলরোগনিকৃন্তনঃ ॥ ৮২ ॥
কাঞ্চনীকুসুমং চূর্ণং শঙ্খচূর্ণং মনঃশিলা।
গজপিপ্পলিকাতোয়ৈর্লেহো হ্যর্শঃকুঠারকঃ ॥ ৮৩ ॥
দেবদাল্যাঃ কষায়েণ হ্যর্শোঘ্নং শৌচমাচরেৎ।
গুদনিঃসরণং চাথ শান্তিমায়াতি নান্যথা ॥ ৮৪ ॥
আরনালেন সংপিষ্টা সবীজা কটুতুম্বিকা।
সগুড়া হন্তি লেপেন দুর্নামানি সমূলতঃ ॥ ৮৫ ॥
পীলুতৈলেন সংলিপ্তা বর্ত্তিকা গুদমধ্যগা।
যাত্যর্শসাং শীঘ্রং সকলাং বেদনাং ক্বচিৎ ॥ ৮৬ ॥

অর্কক্ষীরং স্নুহীকাণ্ডং কটুকালাবুপত্রকম্।
করঞ্জং ছাগমূত্রেণ লেপঃ স্রাব্যর্শসাং হিতঃ।
শিগ্রুমূলার্কজৈঃ পত্রৈর্লেপনং হিতমর্শসাম্ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তসূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়েঽর্শোরোগচিকিৎসিতং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫॥

অর্শোহরযোগ।—কুসুম্ভবৃক্ষের কোমল পল্লব কাঁজির সহিত পাক করিয়া, নিত্য শাকের ন্যায় ভক্ষণ করিলে, অর্শোরোগ প্রশমিত হয়। দেবদালীর (ঘোষার) বীজ ও সৈন্ধবলবণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। কাঞ্চনফুল, শঙ্খচূর্ণ ও মনঃশিলা গজপিপ্পলীর ক্বাথের সহিত লেহন করিলে, অর্শঃ বিনষ্ট হয়। দেবদালীর (ঘোষার) ক্বাথ দ্বারা শৌচ করিলে অর্শঃ ও গুদভ্রংশ নিবারিত হয়। কাঁজির সহিত সবীজ তিতলাউ পেষণ করিয়া এবং তাহার সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া, লেপ দিলে অর্শঃ নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হয়। একটি বর্ত্তিতে পীলুতৈল মাখাইয়া, তাহা গুহ্যদ্বারে প্রবেশিত করিলে, অর্শোজন্য বেদনা বিনষ্ট হয়। আকন্দের আঠা, সীজের মজ্জা, তিক্ত অলাবুর পাতা ও করঞ্জ ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লেপ দিলে অর্শের স্রাব নিবারিত হয়। শজিনার মূল ও আকন্দের পত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও অর্শোরোগের নিবারণ হইয়া থাকে ॥৮১—৮৭

ইতি রসরত্নসমুচ্চয়ে অর্শোরোগ চিকিৎসিত নামক পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।



অথ উদাবর্ত্তাদিচিকিৎসিতম্ ।

অথোদাবর্ত্তচিকিৎসা ।

কষৈঃ কৌদ্রবজীর্ণমুদ্গাচণকৈঃ ক্রুদ্ধোঽনিলোঽধোবহন্
রুদ্ধা বর্ত্ম মলং বিশোষ্য কুরুতে বিণ্মূত্রসঙ্গং ততঃ ।
হৃৎপৃষ্ঠোদরবস্তিমস্তকরুজঃ সশ্বাসকাসং জ্বরং
গচ্ছন্নূর্দ্ধমসৌ হি নূনমনিশং কোপাদুদাবর্ত্তয়েৎ ॥ ১ ॥

নিদান ও লক্ষণ ।—রুক্ষ দ্রব্য, কোদ ধান্য, পুরাতন মুগ ও ছোলা প্রভৃতি অতিরিক্ত ভোজন করিলে, বায়ু কুপিত হইয়া অধোদিকে বিচরণ পূর্ব্বক মলপথ রুদ্ধ করে, মল শুষ্ক করে এবং মলমূত্রের নীরোধ করে। তাহাতে হৃদয়, পৃষ্ঠ, উদর, বস্তি ও মস্তকে বেদনা হয়, এবং শ্বাস কাস ও জ্বর উপস্থিত হয়। এই রোগে অধোমার্গ রুদ্ধ হওয়ায় কুপিত বায়ু নিরন্তর ঊর্দ্ধমার্গে গমন করিতে থাকে এবং মল-মূত্রাদিও উপরের দিকে আবর্ত্তন করে ॥ ১

উদাবর্ত্তহরং ঘৃতম্ ।

কল্পুষ্ঠহিঙ্গুসিন্ধুত্থত্রিবৃদ্দন্তীবচাভয়াঃ ।
চিত্রকস্য তু মূলং চ চূর্ণীকৃত্য পচেদ্ঘৃতম্ ॥ ২ ॥
চতুর্গুণে গবাং ক্ষীরে যুক্তং সুকৃক্ষীরমাত্রয়া ।
উদাবর্ত্তোদরানাহান্ হন্তি পানেন সর্ব্বথা ॥ ৩ ॥

কল্পুষ্ঠ, হিং, সৈন্ধব, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, বচ, হরীতকী ও চিতামূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগ, গোদুগ্ধ চতুর্গুণ এবং সীজের আঠা উপযুক্ত মাত্রা এই সকলের সহিত যথানিয়মে গব্যঘৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে উদাবর্ত্ত, উদররোগ ও আনাহরোগ নিবারিত হয় ॥ ২—৩

অথাতিসারচিকিৎসা ।

অত্যম্বুপানতিলপিষ্টবিরূঢ়রূক্ষ-
শুষ্কামিষাধ্যশনবদ্ধমলগ্রহাদ্যৈঃ ।
ক্রুদ্ধোঽনিলোঽতিসরণায় চ কল্পিতোঽগ্নিং
হত্বা মলং শিথিলয়ন্নপি তোয়ধাতূন্ ॥ ৪ ॥

নিদান ও লক্ষণ ।—অতিশয় জলপান, এবং তিলপিষ্ট, অঙ্কুরিত শস্য, রুক্ষ দ্রব্য ও শুষ্ক মাংস ভোজন, অধ্যশন অর্থাৎ ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, বেগধারণ, মলরোধ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া জঠরাগ্নির বিনাশ এবং মলের ও জলীয় ধাতু সমূহের শিথিলতা উৎপাদন পূর্ব্বক তাহা অতিমাত্র নিঃসারিত করে ॥ ৪

দর্দুররসঃ ।

সুশ্লক্ষ্ণতীক্ষ্ণচূর্ণং তু রসেন্দ্রসমভাগিকম্ ।
কাঞ্চনাররসৈর্ঘৃষ্টং সর্ব্বাতীসারনাশনম্ ॥ ৫ ॥
পিষ্টঃ সমেন তীক্ষ্ণেন কাঞ্চনারাম্বুমর্দ্দিতঃ ।
পুটপাকোঽতিসারঘ্নঃ স্মৃতোঽয়ং দর্দুরাহ্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

তীক্ষ্ণ লৌহ ভস্ম ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ কাঞ্চনার বৃক্ষের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ অতিসার নিবারিত হয়। অথবা তীক্ষ্ণ লৌহ ও পারদ সমভাগে লইয়া কাঞ্চনার বৃক্ষের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। ইহাও অতিসার নাশক। এই উভয় ঔষধের নাম দর্দ্দুর রস ॥ ৫—৬

আনন্দভৈরবঃ ।

হিঙ্গুলং বৎসনাভং চ মরিচং টঙ্কণং কণা ।
মর্দ্দয়েৎ সমভাগং চ রসো হ্যানন্দভৈরবঃ ॥ ৭ ॥
গুঞ্জৈকাং বার্দ্ধগুঞ্জাং বা বলং জ্ঞাত্বা প্রদাপয়েৎ ।
মধুনা লেহয়েচ্চানু কুটজস্য ফলং ত্বচম্ ॥ ৮ ॥
চূর্ণিতং কর্ষমাত্রং তু ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ ।
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং গব্যাজ্যং তক্রমেব বা ॥ ৯ ॥
পিপাসায়াং জলং শীতং বিজয়া চ হিতা নিশা ॥ ১০ ॥

হিঙ্গুল, বৎসনাভ (মিঠা) বিষ, মরিচ, সোহাগা ও পিপুল, প্রত্যেক সমভাগ ; একত্র মর্দ্দন করিলে, আনন্দভৈরব রস প্রস্তুত হয়। রোগির বলানুসারে একরতি বা অর্দ্ধরতি মাত্রায় এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করাইয়া কুড়চির ছালের বা বীজের চূর্ণ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করাইলে, ত্রিদোষজনিত অতিসার নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক দধি, গব্যঘৃত ও তক্রের সহিত অন্ন পথ্য দেওয়া যায়। পিপাসাকালে শীতল জল পান করিতে দিবে। রাত্রিকালে কিঞ্চিৎ সিদ্ধি পান করিলে, অতিসারে উপকার হইয়া থাকে ॥ ৭—১০

সুধাসাররসঃ ।

পৃথক্পলিকগন্ধাশ্মসূতসঞ্জাতকজ্জলীম্ ।
প্রদ্রাব্য নিক্ষিপেদ্ব্যোম পলিকং গতচন্দ্রিকম্ ॥ ১১ ॥
কাষ্ঠেনালোড্য তৎ সর্ব্বং ক্ষিপেৎ কুটজপত্রকে ।
পুনঃ সংচূর্ণ্য যত্নেন ভাবয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ১২ ॥
বালতিন্দূফলদ্রাবৈঃ ক্ষীরৈরৌদুম্বরৈস্তথা ।
অরলুত্বগ্রসৈশ্চাপি দুগ্ধিনীস্বরসৈস্তথা ॥ ১৩ ॥
পুটপাকস্য বালস্য দাড়িমস্য রসৈঃ শুভৈঃ ।
কৃষ্ণকাম্বোজিকামূলরসৈঃ কুটজবল্কলৈঃ ॥ ১৪ ॥
তুল্যাংশবিশ্বগান্ধারীচূর্ণং দ্বিপলিকং ক্ষিপেৎ ।
মুস্তাবৎসকদীপ্যাগ্নিমোচসারং সজীরকম্ ॥ ১৫ ॥
বৎসনাভং চ কর্ষাংশং প্রত্যেকং তত্র নিক্ষিপেৎ ।
বিচূর্ণ্য ভাবয়েদ্ভূয়ঃ শুণ্ঠীক্বাথেন সপ্তধা ॥ ১৬ ॥
ইত্থং সিদ্ধো রসঃ পিষ্টঃ করণ্ডে বিনিবেশয়েৎ ।
সুধাসার ইতি খ্যাতঃ সুধারসসমদ্যুতিঃ ॥ ১৭ ॥
দীপনঃ পাচনো গ্রাহী হৃদ্যো রুচিকরস্তথা ।
দোষত্রয়াতিসারং চ দুর্জ্জয়ং ভেষজান্তরৈঃ ॥ ১৮ ॥
আমাং চৈবামরক্তং চ জ্বরাতীসারমেব চ ।
সাতিসারাং বিসূচীং চ প্রতিবধ্নাতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৯ ॥
মান্যমানব্যতিক্রান্তিরিব পুণ্যফলোদয়ম্ ॥ ১৯ ॥
পিষ্টবিশ্বাব্দকল্কেন বিধায় খলু চক্রিকাম্ ॥ ২০ ॥
নিক্ষিপেৎ স্বেদনীযন্ত্রে পক্ত্বার্দ্ধঘটিকাবধি ।
আকৃষ্য তজ্জলৈরেবং সংপ্রমর্দ্য হরেদ্রসম্ ॥ ২১ ॥
সুধাসাররসং তত্র ক্ষিপ্ত্বা ধান্যকসম্মিতম্ ।
পূর্ব্বোদিতেষু রোগেষু প্রদদীত ভিষগ্বরঃ ॥ ২২ ॥
গোতক্রেণাজদধ্না বা পথ্যং দেয়ং হিতং মিতম্ ।
বালরম্ভাফলং গুর্ব্বীফলং বিল্বফলং তথা ॥
আম্রপেশী চ মধুকং বৃন্তাকং চ প্রশস্যতে ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বাতিসারং গ্রহণীং চ হিক্কাং
মন্দাগ্নিমানাহমরোচকং চ ।
নিহন্তি সদ্যো বিহিতামপাকে
দ্বিত্রিপ্রয়োগেণ রসোত্তমোঽয়ম্ ॥ ২৪ ॥
সাম্বুস্থালীমুখাবদ্ধে বস্ত্রে পাক্যং নিধায় চ ।
পিধায় পচ্যতে যত্র স্বেদনীযন্ত্রমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
ইদমেব কুন্দযন্ত্রম্ ॥

পারদ একপল ও গন্ধক একপল, একত্র কজ্জলী করিয়া দ্রবীভূত করিবে ; এবং তাহাতে নিশ্চন্দ্র অভ্রভস্ম একপল নিঃক্ষেপ করিয়া কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা আলোড়িত করিবে। কুড়চিপত্রে সেই দ্রবীভূত পদার্থ ঢালিয়া, পুনর্ব্বার তাহা চূর্ণ করিবে। তৎপরে তাহাতে কচি গাবফলের রস, যজ্ঞডুমুরের আঠা, সোন্দালছালের রস, দুগ্ধিনীর (ক্ষীরুই) স্বরস, কচি দাড়িম পুটপক্ক করিয়া তাহার রস, কৃষ্ণ কাম্বোজিকার (গুঞ্জার বা হাকুচের) মূলের রস ও কুড়চির রস দ্বারা ভাবনা দিবে ; এবং শুঁঠচূর্ণ একপল, কণ্টকারীচূর্ণ একপল ; মুতা, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, মোচরস, জীরা ও মিঠাবিষ প্রত্যেক দুইতোলা তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া পুনর্ব্বার শুঁঠের ক্বাথের সাতবার ভাবনা দিবে। এইরূপে ঔষধ প্রস্তুত হইলে পেষণ করিয়া তাহা উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই সুধাসাররস নামক ঔষধ সুধারস-স্বরূপ। ইহা অগ্নির উদ্দীপক, পাচক, মলরোধক, প্রীতিজনক ও রুচিকর। মাননীয় ব্যক্তির অবমাননা যেমন পুণ্যনাশক, সেইরূপ এই ঔষধও ত্রিদোষজনিত ও অন্যান্য ঔষধের অসাধ্য অতিসার, আমাতিসার, আমরক্ত, জ্বরাতিসার ও বিসূচিকা রোগের

তৎক্ষণাৎ প্রতিরোধক। শুঁঠ ও মুতা পেষণ করিয়া তাহার চাকী প্রস্তুত করিবে, এবং সেই চাকী স্বেদনীযন্ত্রে অর্দ্ধদণ্ড কাল স্বিন্ন করিয়া, সেই জলের সহিত এই সুধাসার রস একধান মাত্রায় মর্দ্দন পূর্ব্বক, চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহে প্রয়োগ করিবেন। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে, গব্যতক্র বা ছাগ দধির সহিত উপযুক্ত মাত্রায় পথ্য প্রদান করিবে। কচি কলা, গুর্ব্বীফল, কাঁচাবেল, আম্রপেশী (আম্সী), যষ্টিমধু ও বেগুন, এই সকল দ্রব্যও এই ঔষধ সেবনকালে হিতকর। এই উৎকৃষ্ট রস দুই তিনবার প্রয়োগ করিলেই, সর্ব্ববিধ অতিসার, গ্রহণী, হিক্কা, অগ্নিমান্দ্য, আনাহ ও অরুচি প্রভৃতি সদ্যঃ নিরাকৃত হয়। জলপূর্ণ হাঁড়ীর মুখে কাপড় বান্ধিয়া, তাহার উপর পাচ্য পদার্থ স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর আচ্ছাদন দিয়া, পাক করা হয়, ইহাকেই স্বেদনীযন্ত্র কহে। ইহার অপর নাম কুন্দযন্ত্র॥ ১১—২৫

লোকেশ্বরঃ।

দ্বৌ ভাগৌ গন্ধকস্যাষ্টৌ শঙ্খচূর্ণস্য যোজয়েৎ।
একমেব রসস্যাংশমর্কক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ ॥ ২৬ ॥
চিত্রকস্য দ্রবেণৈব শোষয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
একীকৃত্য রসেনাথ ক্ষারং দত্ত্বা তদর্দ্ধকম্ ॥ ২৭ ॥
অর্কক্ষীরেণ কুর্ব্বীত গোলকানথ শোষয়েৎ।
নিরুধ্য চূর্ণলিপ্তেহথ ভাণ্ডে দদ্যাৎ পুটং তথা ॥ ২৮ ॥
লোকনাথরসো হ্যেষ গ্রহণীরোগকৃন্তনঃ ॥ ২৯ ॥
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাস্য মরীচাজ্যসমন্বিতম্।
দদীত দধিভক্তং চ পথ্যং লোকেশ্বরে তথা ॥ ৩০ ॥

গন্ধক দুইভাগ, শঙ্খভস্ম আটভাগ, এবং পারদ একভাগ, একত্র আকন্দের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া, বারংবার (সাতবার) তাহা চিতামূলের কাথে ভাবিত ও শুষ্ক করিবে। তৎপরে সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধাংশ পরিমিত যবক্ষার তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, আকন্দের আঠার সহিত মর্দ্দন করিবে এবং গোলক প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে। অতঃপর চূর্ণলিপ্ত ভাণ্ড মধ্যে সেই গোলকগুলি রুদ্ধ করিয়া, পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই লোকেশ্বর রস গ্রহণীরোগনাশক। ইহা চারিরতি মাত্রায় মরিচ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। দধির সহিত অন্ন পথ্য আবশ্যক ॥ ২৬—৩০

লোকনাথঃ।

মৃতপারদভাগৈকং চত্বারঃ শুদ্ধগন্ধকাৎ।
যামং চ মর্দ্দয়েৎ খল্বে তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ ॥ ৩১ ॥
টঙ্কণং তু গবাং ক্ষীরৈঃ পিষ্ট্বা তেন মুখং লিপেৎ।
বরাটীনাং প্রযত্নেন রুদ্ধ্বা ভাণ্ডে পুটে পচেৎ ॥ ৩২ ॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণ্যা বরাটিকাঃ।
লোকনাথরসো নাম্না ক্ষৌদ্রৈর্গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
নাগরাতিবিষামুস্তাদেবদারুবচান্বিতম্।
কষায়মনুপানং স্যাদ্বাতাতীসারনাশনঃ ॥ ৩৪ ॥

জারিত পারদ একভাগ ও শোধিত গন্ধক চারিভাগ, একত্র এক প্রহরকাল খলে মর্দ্দন করিয়া, তাহা কতকগুলি কড়ির মধ্যে পূরণ করিবে এবং গোদুগ্ধের সহিত সোহাগা পেষণ করিয়া, তদ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে কড়িগুলি ভাণ্ডমধ্যে রুদ্ধ করিয়া পুট দিবে। শীতল হইলে ভাণ্ডমধ্য হইতে ঔষধ পূর্ণ কড়িগুলি সংগ্রহ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই লোকনাথ রস চারি রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিয়া শুঁঠ, আতইচ, মুতা, দেবদারু ও বচের কাথ অনুপান করিবে। ইহা বাতাতিসারনিবারক ॥ ৩১—৩৪

যম্নিক্কতৈলম্।

যম্নিক্কং তিলতৈলস্য নিষ্কং জম্বীরজং রসম্।
লবণং পঞ্চগুঞ্জং চ অঙ্গুল্যা মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্ ॥
আমবাতাতিসারঘ্নং লিহেৎ পথ্যং চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৫ ॥

তিল তৈল ছয় নিষ্ক (২৪ মাষা), জামীরের রস এক নিষ্ক (৪ মাষা), সৈন্ধব পাঁচ রতি; এই সমস্ত একত্র অঙ্গুলি দ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া লেহন করিলে, এবং পূর্ব্বোক্ত পথ্য সেবা করিলে আম-বাতাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫

নাগসুন্দরঃ ।

নাগভস্মরসব্যোমগন্ধৈরর্দ্ধপলোন্মিতৈঃ ।
কুর্বীত কজ্জলীং শ্লক্ষ্ণাং প্রক্ষিপেত্তদনন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥
দ্বিপলোন্মিতরালায়াং দ্রুতায়াং পরিমিশ্রিতাম্ ॥ ৩৭ ॥
মৃষ্টৈর্ন্যক্ষাক্ষসিন্ধূত্থবচাব্যোষবিজীরকৈঃ ।
সপথ্যাবিজয়াদীপ্যৈস্তুল্যাংশৈরবচূর্ণিতৈঃ ॥ ৩৮ ॥
মেলয়েৎ প্রাক্তনং কল্কং ভাবয়েত্তদনন্তরম্ ।
মহানিম্বত্বচাসারৈঃ কাম্বোজীমূলজদ্রবৈঃ ॥ ৩৯ ॥
রসৈর্নাগবলায়াশ্চ গুড়ূচ্যাশ্চ ত্রিধা ত্রিধা ।
ততশ্চ গুটিকা কার্য্যা বদরাস্থিপ্রমাণতঃ ॥ ৪০ ॥
হন্ত্যাদেব হি নাগসুন্দররসো বল্লোন্মিতঃ সেবিতো
নানাতীসরণাময়ং গুদপরিভ্রংশং তথা বিম্বিশম্ ॥ ৪১ ॥

সীসক ভস্ম, পারদ, অভ্র ও গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধ পল; একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে দুই পল পরিমিত ধুনা দ্রবীভূত করিয়া তাহার সহিত ঐ কজ্জলী মিশ্রিত করিবে। তৎপরে বট, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ, বচ, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী, সিদ্ধি ও যমানী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দুই পল পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। অতঃপর তাহাতে মহানিম্ব ছালের, কাম্বোজী (গুঞ্জা) মূলের, গোরক্ষচাকুলের ও গুলঞ্চের রসের তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির মত বটিকা করিবে। এই নাগসুন্দর রস তিন রতি মাত্রায় সেবন করিলে, নানাবিধ অতিসার, গুদভ্রংশ ও প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগ নিবারিত হয় ॥ ৩৬—৪১

গ্রহণীলক্ষণম্ ।

মলং সংরুদ্ধ্য সংগৃহ্য কদাচিদ্‌যদি রেচয়েৎ ।
অরুচিঃ শ্বয়থুর্মান্দ্যং গ্রহণীরোগলক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥

গ্রহণীরোগলক্ষণ।—মল রুদ্ধ থাকিয়া মধ্যে মধ্যে যদি অধিক মলস্রাব হয় এবং ক্রমশঃ অরুচি, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে গ্রহণীরোগ বলা যায় ॥ ৪২

গ্রহণ্যাং বজ্রকপাটঃ ।

মৃতসূতাভ্রকং গন্ধং যবক্ষারং সটঙ্কণম্ ।
বচা জয়া সমং সর্ব্বং জয়ন্তীভৃঙ্গজদ্রবৈঃ ॥ ৪৩ ॥
সজম্বীরৈস্ত্র্যহং মর্দ্যং শোষয়েৎ তং চ গোলকম্ ।
মন্দবহ্নৌ শনৈঃ স্বেদ্যং যামার্দ্ধং লোহপাত্রকে ॥ ৪৪ ॥
রসসাম্যে প্রতিবিষা দেয়া মোচরসস্তথা ।
ভাবয়েদ্বিজয়াদ্রাবৈঃ শোষ্যং পেষ্যং চ সপ্তধা ॥
রসো বজ্রকপাটোঽয়ং নিষ্কার্দ্ধং মধুনা লিহেৎ ॥ ৪৫ ॥

জারিত পারদ, অভ্রভস্ম, শোধিত গন্ধক, যবক্ষার, সোহাগা, বচ ও সিদ্ধি প্রত্যেক সমভাগ, এই সমস্ত একত্র জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও জামীরের রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে ও তাহা শুষ্ক করিবে। তৎপরে সেই গোলক গুলি লৌহ পাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নি-জ্বালে অর্দ্ধ প্রহর কাল স্বিন্ন করিবে। অতঃপর তাহার সহিত পারদের সমপরিমিত আতইচ ও মোচরস মিশ্রিত করিয়া, সাতবার সিদ্ধির ক্বাথের ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিবে ও শুষ্ক করিবে। এই বজ্রকপাট রস অর্দ্ধ নিষ্ক (২ মাষা) মাত্রায় মধুর সহিত গ্রহণী-রোগে লেহন করিবে ॥ ৪৩—৪৫

অগ্নিকুমারঃ ।

দগ্ধাং কপর্দিকাং পিষ্ট্বা ত্র্যূষণং টঙ্কণং বিষম্ ।
গন্ধকং শুদ্ধসূতং চ তুল্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ ॥ ৪৬ ॥
মর্দ্দয়েদ্ভক্ষয়েন্মাষং মরিচাজ্যং লিহেদনু ।
নিহন্তি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রৌদনং হিতম্ ॥ ৪৭ ॥

কপর্দ্দক ভস্ম, ত্রিকটু, সোহাগা, মিঠাবিষ, গন্ধক ও শোধিত পারদ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমাণে সেবন করিবে এবং তৎপরে ঘৃত ও মরিচ লেহন করিবে। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে তক্র ও অন্ন পথ্য ভোজন করিবে। এই ঔষধ গ্রহণীরোগ নিবারণ করে ॥ ৪৬—৪৭

বহ্নিশুণ্ঠী বিড়ং বিল্বং লবণং পেষয়েৎ সমম্ ।
পিবেদুষ্ণাম্ভসা চাম্লং বাতোত্থাং গ্রহণীং জয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
দগ্ধশম্বূকসিন্ধূত্থং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ লেহয়েৎ ।
নিষ্কৈকৈকং নিহন্ত্যাশু গ্রহণীরোগমুৎকটম্ ॥ ৪৯ ॥

যোগ।—চিতামূল, শুঁঠ, বিট্‌লবণ, বেল-শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র পেষণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, বাতজ গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। শম্বূক-ভস্ম ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, এক নিষ্ক (চারি মাষা) মাত্রায় লেহন করিলে, উৎকট গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়॥ ৪৯

কনকসুন্দরঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী টঙ্কণং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ॥ ৫০॥
মর্দয়েদ্‌যামমাত্রং তু চণমাত্রং বটীকৃতম্।
ভক্ষয়েদ্‌গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥ ৫১॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতিসারং চ নাশয়েৎ।
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং গব্যাজং তক্রমেব বা॥ ৫২॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগা, মিঠাবিষ ও ধূতুরাবীজ, প্রত্যেক সমভাগ; একত্র সিদ্ধির ক্বাথের সহিত এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া, চণক পরিমাণ বটিকা করিবে। এই কনকসুন্দর রস সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও তীব্র অতিসার নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে দধি ও অন্ন, অথবা গব্য ও ছাগ দুগ্ধের তক্রের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে॥ ৫০—৫২

রসাভ্রগন্ধাঃ ক্রমবৃদ্ধভাগা জয়ারসেন ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্যাঃ।
গদ্যাণকার্দ্ধং মধুনা সমেতং দদীত পথ্যং দধিভক্তকং চ॥৫৩
সৌবর্চ্চলং জীরকধান্যযুগ্মং
জয়াযবানীকণনাগরং চ।
কপিত্থসারেণ সমং প্রগৃহ্য
দদীত তক্রং নিশি তীব্র পিত্তে॥ ৫৪॥
গদ্যাণমাত্রং মধুখণ্ডযুক্তং
তক্রেণ যুক্তং ত্বরুচিপ্রশান্ত্যৈ।
বাতপ্রধানে চ কফপ্রধানে
রাত্রৌ কষায়ং কুটজস্য দদ্যাৎ॥ ৫৫॥
কৃশানুজাজীদ্বয়মাক্ষিকেণ কটুত্রয়েণাপি যুতং তনুগ্নম্।
চাঙ্গেরিকাজীরকযুগ্মধান্যং দুগ্ধেন্দুশাকায় দদীত দধ্না॥৫৬॥

যোগ।—পারদ এক ভাগ, অভ্রভস্ম দুই ভাগ, গন্ধক তিন ভাগ, একত্র সিদ্ধির ক্বাথের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধ গদ্যাণক অর্থাৎ চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিবে; এবং দধি ও অন্ন পথ্য প্রদান করিবে। সচল লবণ, জীরা, ধনে, তম্বুল ধনে, সিদ্ধি, যমানী, পিপুল, শুঁঠ ও কয়েদ্‌বেল প্রত্যেক সমভাগ; এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া তীব্র পিত্তবিকারে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় তক্রের সহিত রাত্রিকালে সেবন করাইবে। অরুচি শান্তির জন্য মধু বা খাড়গুড় মিশ্রিত তক্রের সহিত সেবন করিতে দিবে। বাতপ্রধান ও কফপ্রধান গ্রহণীতে কুটজের ক্বাথ রাত্রিকালে সেবন করাইবে। চিতামূল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা মধুর সহিত এবং ত্রিকটু চূর্ণ দধির সহিত সেবন করাইবে। চাঙ্গেরী (আমরুল), জীরা, কৃষ্ণজীরা ও ধনে এই সকল দ্রব্য ব্যঞ্জনার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ৫৩—৫৬

চণ্ডসংগ্রহগদৈককপাটঃ।

হিঙ্গুলোত্থিতমহেশ্বরবীজং পাতযন্ত্রবিধিনা হরণীয়ম্।
গন্ধটঙ্কণমৃতাভ্রকতুল্যং কোকিলাক্ষরসতঃ চাশ্মখল্লে॥ ৫৭॥
মর্দনীয়মভিধারণযুক্তে ধূমহীনদহনোপরিসংস্থে।
যাবদেব জলশোষণদক্ষো জীরকার্দ্রকযুতেন স বল্লঃ॥ ৫৮॥
সংগ্রহজ্বরমতিসৃতিগুল্মানর্শসাং চ বিনিহন্তি সমূহম্।
বাসুদেবকথিতো রসরাজশ্চণ্ডসংগ্রহগদৈককপাটঃ॥ ৫৯॥

পাতনযন্ত্রে হিঙ্গুল হইতে পারদ আহরণ করিয়া সেই পারদ এবং গন্ধক, সোহাগা ও অভ্রভস্ম প্রত্যেক সমভাগ; একত্র লৌহ খলে কুলেখাড়ার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, নির্ধূম অগ্নির উপরে স্থাপন পূর্ব্বক জলীয়াংশ শোষণ করিয়া লইবে। তৎপরে জীরার ক্বাথ ও আদার রসের সহিত এই ঔষধ তিন রতি মাত্রায় সেবন করিলে, সংগ্রহগ্রহণী, জ্বর, অতিসার, গুল্ম ও অর্শোরোগ সমূহ নিবারিত হয়। এই চণ্ডসংগ্রহগদৈককপাট নামক রসরাজ বাসুদেব কর্ত্তৃক কথিত॥ ৫৭—৫৯

লঘুসিদ্ধাভ্রকঃ।

সমাংশং রসগন্ধাভ্রদরদং চ বিশোধিতম্।
লোহখল্লে বিনিক্ষিপ্য গবাজ্যেন সমন্বিতম্ ॥ ৬০ ॥
মর্দ্দকেনাপি লৌহেন মর্দ্দয়েদ্দিবসদ্বয়ম্।
দ্রোণীচুল্ল্যাং ন্যসেৎ খল্বং সাঙ্গারায়াং প্রযত্নতঃ ॥ ৬১ ॥
ইতি সিদ্ধো রসেন্দ্রোঽয়ং লঘুসিদ্ধাভ্রকো মতঃ।
বল্লতুল্যো রসো জীরবারিণা সহিতঃ প্রগে ॥ ৬২ ॥
পীতো হরতি বেগেন গ্রহণীমতিদুর্দ্ধরাম্।
অতিসারং মহাঘোরং সাতিসারং জ্বরং তথা ॥ ৬৩ ॥
পাচনো দীপনো হৃদ্যো গাত্রলাঘবকারকঃ।
নাগার্জ্জুনেন কথিতঃ সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ ॥ ৬৪ ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্রভস্ম ও শোধিত হিঙ্গুল, প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত লৌহখল্লে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গব্য ঘৃতের সহিত দুইদিবস লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া, অঙ্গারপূর্ণ দ্রোণী বা চুল্লীর উপর স্থাপন পূর্ব্বক শুষ্ক করিবে। এইরূপে এই লঘুসিদ্ধাভ্রক রস প্রস্তুত হইলে, জীরার কাথের সহিত তিন রতি মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে, দুনিবার গ্রহণী, উৎকট অতিসার এবং জ্বরাতিসার রোগ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। ইহা পাচক, অগ্নির উদ্দীপক, রুচিকর এবং দেহের লঘুতাকারক। এই সদ্যঃপ্রত্যয়কারক ঔষধ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক কথিত ॥ ৬০—৬৪

সর্ব্বারোগ্যবটী।

রসং পলমিতং তুল্যশুদ্ধনাগেন সংযুতম্।
দ্রাবয়িত্বায়সে পাত্রে সতৈলে নিক্ষিপেৎ ক্ষিতৌ ॥৬৫॥
ততো দ্রুতে বিনিক্ষিপ্য গন্ধকে তদ্বিলোড্য চ।
পুনরায়সপাত্রে তৎ ক্ষিপ্ত্বা প্রদ্রাব্য নিক্ষিপেৎ ॥৬৬ ॥
তত্তুল্যং জারয়েত্তালং পুনঃ সংচূর্ণ্য পূর্ব্ববৎ।
তত্তুল্যাং জারয়েৎ সম্যক্কুনটীং পরিশোধিতাম্ ॥ ৬৭॥
তত্তুল্যং চূর্ণিতং তস্মিন্ ক্ষিপেন্নাগং নিরুত্থকম্।
তাবদেব মৃতং তাপ্যং সর্ব্বমেকত্র তৎসমম্ ॥ ৬৮ ॥
তীক্ষ্ণাঽঃ খর্পরং ব্যোম হিঙ্গুলং চ শিলাজতু।
পৃথক্কর্ষাংশমানেন ষট্কোলং কটুফলং মিশী ॥ ৬৯॥
দীপ্যকং চ চতুর্জাতং রেণুকোশীরবেত্রকম্।
তুম্বরুং ভার্গিকাং রাস্নাং কক্কোলং চোরপুষ্পকম্ ॥৭০॥
রিঙ্গণীং চিরতিক্তং চ বীজান্যুন্মত্তকস্য চ।
পলদ্বয়ং চ লাঙ্গল্যাঃ সর্ব্বেষাং দ্বাদশাংশকম্ ॥ ৭১ ॥
বৎসনাভং সিতং ভূরি বিনিক্ষিপ্য ততঃ পরম্।
ত্রিফলানাং দশানাঞ্চ মূলানাং কষায়েণ ততঃ পরম্ ॥ ৭২ ॥
জয়ন্ত্যার্দ্রকবাসানাং মার্কবস্য রসৈস্তথা।
ভাবয়িত্বা চ কর্ত্তব্যা বটকাশ্চণকোন্মিতাঃ ॥ ৭৩ ॥
একৈকা বটিকা সেব্যা কুর্য্যাত্তীব্রতরাং ক্ষুধাম্।
বিসূচীং সর্ব্বতো হিক্কাং সেব্যং স্বাদু চ শীতলম্ ॥৭৪॥
সামাং চ গ্রহণীং সদাঙ্গতুদনং শোথোৎকটং পাণ্ডুতা-
মার্ত্তিং বাতকফত্রিদোষজনিতাং শূলং চ গুল্মাময়ম্।
হিক্কাধ্মানবিসূচিকাং চ কসনং শ্বাসার্শসোঃ বিদ্রধিং
সর্ব্বারোগ্যবটী ক্ষণাদ্বিজয়তে রোগাংস্তথান্যানপি ॥ ৭৫ ॥

এক পল পারদ ও এক পল শোধিত সীসক একত্র তৈলযুক্ত লৌহপাত্রে দ্রবীভূত করিয়া, তাহা মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিবে এবং তৎপরে তাহা দ্রবীভূত গন্ধকে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সহিত আলোড়িত করিবে। অতঃপর তাহাতে হরিতাল চূর্ণ এক পল মিশ্রিত করিয়া একবার শোধিত মনঃশিলা এক পল, দিয়া পূর্ব্ববৎ জারিত করিবে। পরে নিরুত্থ সীসক ভস্ম এক পল, জারিত স্বর্ণমাক্ষিক এক পল, তীক্ষ্ণ লৌহ ভস্ম এক পল, খর্পর ভস্ম এক পল, অভ্র ভস্ম এক পল, হিঙ্গুল এক পল, শিলাজতু এক পল, এবং পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, কট্ফল, মউরী, যমানী, বড় এলাচ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, রেণুকা, বেণামূল, বিড়ঙ্গ, তম্বুল, বামুনহাটী, রাস্না, কক্কোল, চোরপুষ্পী, কুড়, কেণ্টমুতা, চিরাতা ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক দুই তোলা, ঈষলাঙ্গলা দুই পল; সর্ব্বসমষ্টির দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ মিঠাবিষ এবং ভূরি পরিমিত (দ্বিগুণ) চিনি, এই সকল দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ত্রিফলার ও দশমূলের কাথ, এবং জয়ন্তী আদা বাসক ও ভৃঙ্গরাজের রসের ভাবনা দিবে এবং চণকপরিমিত বটিকা করিবে। এই সর্ব্বারোগ্যবটী প্রত্যহ এক একটি সেবন করিলে, তীব্র ক্ষুধা হয় এবং বিসূচিকা, হিক্কা, অপক্ব

গ্রহণী, গাত্রে সূচীবেধবৎ বেদনা, উৎকট শোথ, পাণ্ডু, বাতজ কফজ ও ত্রিদোষজ শূল, গুল্ম, হিক্কা ও আধ্মানযুক্ত বিসূচিকা, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, বিদ্রধি ও অন্যান্য রোগ সমূহ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়, ঔষধ সেবনের পর স্বাদু ও শীতল দ্রব্য পথ্য দিবে ॥ ৬৫—৭৫

গ্রহণীগজকেশরী।

রসগন্ধকয়োঃ কৃত্বা কজ্জলীং তুল্যভাগয়োঃ।
দ্রাবয়িত্বায়সে পাত্রে রসতুল্যং বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৭৬ ॥
চরাচরভবং ভস্ম তত্র মাক্ষিকসংভবম্।
গন্ধপাষাণসহিতং পাত্রে লোহময়ে ক্ষিপেৎ ॥ ৭৭ ॥
তৎ কাষ্ঠেন বিলোড্যাথ নিক্ষিপেৎ কদলীদলে।
তত আচ্ছাদ্য সংচূর্ণ্য নিধায়ায়সভাজনে ॥ ৮০ ॥
অক্ষমাত্রং ক্ষিপেদ্ভস্ম তত্র মাক্ষিকসংভবম্।
সম্যঙ্ নিশ্চন্দ্রতাং নীতং ব্যোমভস্ম পলোন্মিতম্ ॥৮১॥
বিষং বিষাং চ গন্ধারীং মোচসারং সজীরকম্।
সর্ব্বং সমাংশকং কৃত্বা রসে চার্দ্ধাংশতঃ ক্ষিপেৎ ॥৮২॥
সর্ব্বমেতন্মর্দ্দয়িত্বা ভাবয়েদগ্নিমন্থতঃ।
জয়ন্ত্যাশ্চ মহারাষ্ট্র্যা গঞ্জিকায়াশ্বগন্ধয়া ॥ ৮৩ ॥
পঞ্চকোলকষায়ৈশ্চ কুর্য্যাচ্চূর্ণং ততঃ পরম্।
ইতি সিদ্ধো রসঃ সোঽয়ং গ্রহণীগজকেশরী ॥ ৮৪ ॥
নামতো নন্দিনা প্রোক্তঃ কষ্মতশ্চ সুধানিধিঃ
বল্লেন প্রমিতশ্চায়ং রসঃ শুণ্ঠ্যা ঘৃতাক্তয়া ॥ ৮৫ ॥
সেবিতো গ্রহণীং হন্তি সৎসঙ্গ ইব বিগ্রহম্।
পথ্যমত্র প্রদাতব্যং স্বল্পাজ্যং দধিতক্রযুক্ ॥ ৮৬ ॥
হিতং মিতং চ বিশদং লঘু গ্রাহি রুচিপ্রদম্।
পাচনো দীপনোঽত্যর্থমামঘ্নো রুচিকারকঃ ॥ ৮৭ ॥
তত্তদৌষধযোগেন সর্ব্বাতীসারনাশনঃ।
বধ্নাত্যপি মলং শীঘ্রং নাধ্মানং কুরুতে নৃণাম্ ॥৮৮॥

সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া, লৌহপাত্রে তাহা দ্রবীভূত করিবে এবং তাহাতে পারদের সমান কপর্দ্দক ভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম ও গন্ধক নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা আলোড়িত করিয়া কদলীপত্রে নিঃক্ষেপ করিবে এবং কদলীপত্রাচ্ছাদিত মৃৎ-পোটলী দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। তৎপরে সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া লৌহ খলে স্থাপন পূর্ব্বক, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম দুই তোলা, নিশ্চন্দ্র অভ্রভস্ম এক পল, এবং মিঠাবিষ, আতইচ, ভুরালভা, মোচরস ও জীরা প্রত্যেক পারদের অর্দ্ধাংশ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে; এবং তাহাতে জয়ন্তী, কাঁচড়া, সিদ্ধি, অশ্বগন্ধা ও পঞ্চকোলের কাথের ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে। এইরূপে এই গ্রহণীগজকেশরী রস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা নন্দিপ্রোক্ত এবং কার্য্যতঃ সুধাসম উপকারী। তিন রতি মাত্রায় এই ঔষধ শুঁঠচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, সৎসঙ্গ দ্বারা গ্রহদোষের ন্যায় গ্রহণী-রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন কালে অল্প ঘৃত, দধি ও তক্রের সহিত হিতকর, পরিষ্কৃত, লঘুপাক, মলরোধক ও রুচিকর অন্ন পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিতে দিবে। এই ঔষধ পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, অত্যন্ত আম নাশক, রুচিকর ও উপযুক্ত ঔষধ সহ সেবিত হইলে সর্ব্ববিধ অতিসারনাশক। ইহা দ্বারা শীঘ্র মলরোধ হয় অথচ আধ্মান উপস্থিত হয় না ॥ ৭৬—৮৮

শীঘ্রপ্রভাবঃ।

পারদং গন্ধকং ব্যোম তীক্ষ্ণং তালং মনঃশিলা।
সৌবীরমঞ্জনং শুদ্ধং বিমলং চ সমাংশকম্ ॥ ৮৯ ॥
এভিঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা স্বল্পতৈলেন ভর্জ্জয়েৎ।
গ্রন্থিকং জীরকং চিত্রং দীপ্যকং মুস্তকং বিষম্ ॥ ৯০ ॥
বালাম্রং বালবিল্বং চ মোচসারং সমাংশকম্।
বিচূর্ণ্য পূর্ব্ববৎ কল্কং তদর্দ্ধেন বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৯১ ॥
পুনর্ব্বিমর্দ্দয়েদ্দৃঢ়াদেকরূপং ভবেদ্যথা।
ভাবয়েৎ সপ্ত বারাণি পঞ্চকোলকষায়তঃ ॥ ৯২ ॥
অরলুত্বগ্রসেনাপি দশ বারাণি ভাবয়েৎ।
অনেন ক্রমযোগেন রসো নিষ্পাদ্যতে হ্যয়ম্ ॥ ৯৩ ॥
জক্ষো বিশ্বঘ্নাধুনা স হি রসঃ শীঘ্রপ্রভাবাভিধো
নিষ্কার্দ্ধপ্রমিতো মহাগ্রহণিকারোগেঽতিসারাময়ে।
আধ্মানে গ্রহণীভবে রুচিহৃতে বাতে চ মন্দানলে
মুক্তে চাপি মলে পুনশ্চলমলাশঙ্কাসু হিক্কাসু চ ॥ ৯৪ ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, হরিতাল, মনঃশিলা, সৌবীরাঞ্জন ও শোধিত বিমল, এই সমস্ত সমভাগে গ্রহণ ও একত্র মর্দ্দন করিয়া তৈলের সহিত অল্প ভর্জ্জিত করিবে; তৎপরে

তাহার সহিত পিপুলমূল, জীরা, চিতামূল, যমানী, মুতা, মিঠাবিষ, কচি আম্র (আমের কেশী), বেলশুঁঠ ও মোচরস প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। অতঃপর তাহাতে পঞ্চকোলের ক্বাথ দ্বারা সাতবার এবং শোণাছালের রস দ্বারা দশবার ভাবনা দিবে। এইরূপে এই রস প্রস্তুত করিয়া, শুঁঠ ও মুতার ক্বাথের সহিত অর্দ্ধনিষ্ক মাত্রায়, প্রয়োগ করিলে, উৎকট গ্রহণী, অতিসার, গ্রহণীজনিত আধ্মান, অরুচি, বায়ুবিকার, অগ্নিমান্দ্য, মলভেদ বা মলভেদের আশঙ্কা ও হিক্কা নিবারিত হয়॥ ৮৯—৯৪

পোট্টলীরসঃ।

কপর্দ্দভুস্মং রসগন্ধকঞ্চ
লৌহং মৃতং টঙ্কণকং চ তুল্যম্।
জয়ারসৈনৈকদিনং বিমর্দ্য
চূর্ণেন সংলেপ্য পুটেত ভাণ্ডে।
দদীত তাং পোট্টলিকাং চ দোষ-
ত্রয়প্রধানগ্রহণীনিবৃত্ত্যৈ॥ ৯৫॥

কপর্দ্দিকভস্ম, পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম ও সোহাগা, প্রত্যেক সমভাগ; একত্র সিদ্ধির রস ও চূণের জলের সহিত এক একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া পুট দিবে। ত্রিদোষজনিত গ্রহণী নিবারণের জন্য এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে॥ ৯৫

বহ্নিজ্বালাবটী।

নষ্টপিষ্টৌ চতুর্মাষমেকৈকং রসগন্ধয়োঃ।
অভ্রকং মাষমানং চ মাতুলুঙ্গাম্লমর্দ্দিতম্॥ ৮৬॥
শোধিতং সপ্তধা চৈব দ্বিমাষং ত্র্যূষণং পৃথক্॥ ৮৬॥
ত্রিশূলী ভৃঙ্গং চাঙ্গেরী সাতলা তীক্ষ্ণপর্ণিকা।
শ্বেতাপরাজিতা কন্যা মৎস্যাক্ষী গ্রীষ্মসুন্দরা॥ ৯৮॥
করিণী কর্ণমোটী চ রুদন্তীচিত্রকার্দ্রকাৎ।
ধত্তূরকাকমাচীভ্যাং মুসল্যাশ্চ পৃথগ্রসৈঃ॥ ৯৯॥
মর্দ্দিতং দ্বিপলৈঃ কুর্য্যাদ্বটিকা মাষসম্মিতা।
গ্রহণ্যাং পর্ণখণ্ডেন ব্যোষযুক্তা নিষেবিতা॥ ১০০॥
অরুচিং রাজযক্ষ্মাণং মন্দাগ্নিং সূতিকাগদান্।
শময়েদ্বটিকা নাম্না বহ্নিজ্বালেতি গীয়তে॥ ১০১॥

পারদ চারিমাষা ও গন্ধক চারিমাষা একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহার পিষ্টি প্রস্তুত করিবে, এবং তাহার সহিত অভ্র একমাষা মিশ্রিত করিয়া মাতুলুঙ্গ লেবুর রসের সহিত সাতদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহাতে দুইমাষা ত্রিকটু চূর্ণ নিঃক্ষেপ করিয়া ভৃঙ্গরাজ, আমরুল, চর্ম্মকষা, তীক্ষ্ণপর্ণী, শ্বেত অপরাজিতা, ঘৃতকুমারী, হিঞ্চাশাক, গীমেশাক, রাখালশসা, বাব্‌লাছাল, রুদন্তী, চিতামূল, আদা, ধুতূরা, কাকমাচী ও তালমূলীর রস প্রত্যেকের দুইপলের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া, একমাষা পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ পানের রস ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে, গ্রহণী, অরুচি, রাজযক্ষ্মা, অগ্নিমান্দ্য ও সূতিকারোগ নিবারিত হয়। ইহা বহ্নিজ্বালা নামে অভিহিত॥ ৯৬—১০১

বজ্রধরঃ।

রসগন্ধকতাম্রাভ্রং ক্ষারাংস্ত্রীন্ বরুণাব্দম্।
অপামার্গস্য চ ক্ষারং লবণং দ্বিদ্বিমাষকম্॥ ১০২॥
শার্ঙ্গেষ্ঠ্যা হস্তিশুণ্ড্যাশ্চ রসৈঃ পিষ্টং পচেৎ পুটে।
ভক্ষয়িত্বা ততো গুঞ্জাং গ্রহণ্যাং কাঞ্জিকং পিবেৎ॥ ১০৩
পক্তিশূলে চ কাসে চ মন্দাগ্নাবার্দ্রকদ্রবম্।
অম্লপিত্তে চ ধারোষ্ণং ক্ষীরং বজ্রধরো হ্যয়ম্॥ ১০৪॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, বরুণছাল, বাসকমূল, অপামার্গক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক দুইমাষা; এই সমস্ত একত্র আমরুল ও হাতিশুঁড়ার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। এই ঔষধ একরতি মাত্রায় সেবন করিয়া, গ্রহণীরোগে কাঁজি অনুপান করিবে। পরিণামশূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্যে আদার রস, এবং অম্লপিত্তে ধারোষ্ণ দুগ্ধ অনুপান করিতে দিবে॥ ১০২—১০৪

গ্রহণীকপাটঃ।

রসেন্দ্রগন্ধাতিবিষাভ্রকাভং ক্ষারদ্বয়ং মোচরসো বচা চ।
জয়া চ জম্বীররসেন পিষ্টং পিণ্ডীকৃতং স্যাৎ গ্রহণীকপাটঃ॥১০৫
তস্যাষ্টমাষান্ মধুনা প্রভাতে
শম্বূকভস্মাজ্যমধূনি লিহ্যাৎ।
সক্ষীরিণীজীরকমাগিমন্থ-
তীক্ষ্ণানি চাদৌ দধিভোজনং চ॥ ১০৬॥

পারদ, গন্ধক, আতইচ, হরীতকী, অভ্র, যবক্ষার, সাচীক্ষার, মোচরস, বচ ও সিদ্ধি প্রত্যেক সমভাগ; একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডীভূত করিবে। মধুর সহিত এই গ্রহণীকপাট আট মাসা (উপযুক্ত) পরিমাণে লেহন করিয়া, শম্বূকভস্ম ঘৃত ও মধু লেহন করিবে অথবা ক্ষীরিণী, জীরা, সৈন্ধব ও সর্ষপচূর্ণ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে দধিমিশ্রিত অন্ন ভোজন আবশ্যক॥১০৫—১০৬

মুস্তাবৎসকপাঠাগ্নিবিল্বাগ্নপ্রতিবিষাবিষম্।
ধাতকীমোচনির্য্যাসশ্চূতাস্থি গ্রহণীহরম্॥ ১০৭॥
[ইতি গ্রহণীপ্রকরণম্।]

মুতা, কুড়চি, আকনাদি, চিতামূল, ত্রিকটু আতইচ, মিঠাবিষ, ধাইফুল, মোচরস ও আমের আঁটির মজ্জা, এই সকল দ্রব্য গ্রহণী-রোগ নাশক॥ ১০৭

অজীর্ণচিকিৎসা।

বিরেকো জঠরে শূলো বমনং চ মুহুর্মুহুঃ।
হস্তপাদাদিসঙ্কোচঃ সর্ব্বাজীর্ণস্য লক্ষণম্॥ ১০৮॥

লক্ষণ।—বিরেচন, জঠরে শূলবেদনা, বারংবার বমন ও হস্তপদাদির সঙ্কোচ, এই কয়েকটি সকলপ্রকার অজীর্ণের (বিসূচিকার) সাধারণ লক্ষণ॥ ১০৮

অজীর্ণকণ্টকঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সর্ব্বং সমবিচূর্ণিতম্।
মরিচং সর্ব্বতুল্যাংশং কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ॥ ১০৯॥
মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
বটীং গুঞ্জাত্রয়ং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে॥ ১১০॥
অজীর্ণকণ্টকঃ সোঽয়ং রসো হন্তি বিসূচিকাম্।
বারিণা তিলপর্ণ্যাশ্চ মূলং পিষ্ট্বা পিবেদনু॥ ১১১॥

শোধিত পারদ, মিঠাবিষ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, এবং মরিচ সর্ব্বসমষ্টির সমান; এই সকল দ্রব্যে একুশবার কণ্টকারীফলের রসের ভাবনা দিয়া, তিনরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। সর্ব্ববিধ অজীর্ণশান্তির জন্য এই অজীর্ণকণ্টক রস জলসহ সেবন করিয়া, তিলপর্ণীমূল পেষণপূর্ব্বক তাহা অনুপান করিবে। এই ঔষধ বিসূচিকা নিবারক॥ ১০৯—১১১

বিধ্বংসনামা রসঃ।

বিমর্দ্দ্য গন্ধোপলটঙ্কণেন
সংভাব্য বারানথ সপ্ত জাত্যাঃ।
তোয়ৈঃ ফলানামথ চৈব সিদ্ধো
বিধ্বংসনামা শমনো বিসূচ্যাঃ॥ ১১২॥
অমুষ্য গুঞ্জা নব দাপনীয়া
হন্তং বিসূচীং সিতয়া সমেতাঃ।
তক্রৌদনং স্যাদিহ ভোজনায়
পথ্যং চ শাকং কিল বাস্তকস্য॥ ১১৩॥

পারদ, গন্ধক ও সোহাগা সমুদায় সমভাগ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহাতে সাতবার জায়ফলের ও ত্রিফলার কাথের ভাবনা দিবে। এই বিধ্বংস রস নামক ঔষধ বিসূচিকা নিবারক। বিসূচিকা নিবারণের জন্য ইহা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া নয় রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে, ঘোলের সহিত অন্ন এবং বেতোশাক পথ্য প্রদান করিবে॥ ১১২—১১৩

অগ্নিকুমারঃ।

রসগন্ধটঙ্কভসিতং সমাংশকং
পরিমর্দ্দ্য জাতিফলসপ্তভাবিতম্।
সিতয়োপযুজ্য নবরক্তিকোন্মিতং
মথিতান্নভুক্ বিজয়তে বিসূচিকাম্॥ ১১৪॥

পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ ও একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে

সাতবার জায়ফলের ক্বাথের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া নয়রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘোলের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা বিসূচিকা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১১৪

অগ্নিকুমারঃ।

হংসপাদীরসৈঃ পিষ্টং রসগন্ধকয়োঃ পলম্।
কোলং চ বিষচূর্ণস্য বালুকাযন্ত্রপাচিতম্ ॥ ১১৫ ॥
শাণং বিনস্যার্দ্ধপলং মরিচস্য বিমিশ্রয়েৎ।
দীপনোঽগ্নিকুমারোঽয়ং গ্রহণ্যাং চ বিশেষতঃ ॥১১৬॥
স বাতশ্লেষ্মজান্ রোগান্ ক্ষণাদেবাপকর্ষতি।
সন্নিপাতজ্বরশ্বাসক্ষয়কাসাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ ১১৭ ॥

(দ্বিতীয় অগ্নিকুমার)। পারদ ও গন্ধক উভয়ে একপল, একত্র হংসপাদীর (গোয়ালেলতার) রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত মিঠাবিষ চূর্ণ দুইতোলা মিশ্রিত করিবে এবং বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। তৎপরে মিঠাবিষ অর্দ্ধতোলা ও মরিচচূর্ণ অর্দ্ধপল তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই অগ্নিকুমার রস অগ্নির উদ্দীপক, গ্রহণীরোগের বিশেষ উপকারক, বাতশ্লেষ্মজ রোগ সমূহের আশুনিবারক এবং সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, ক্ষয় ও কাসরোগের শান্তিকারক ॥ ১১৫—১১৭

বড়বাগ্নিরসঃ।

টঙ্কণং মরিচং তুত্থং পৃথক্ কর্ষত্রয়ং ভবেৎ।
সুন্দরং দ্বাদশং নিষ্কং ত্রিংশন্নিষ্কময়োমলম্ ॥ ১১৮ ॥
কাণ্ডপত্মারসে ঘৃষ্টং পুটপক্বং বরারসে।
মার্কবস্বরসে ঘৃষ্টং সপ্তকৃত্বস্ত্বয়োমলম্ ॥ ১১৯ ॥
চূর্ণাস্ত্বেতানি সংযোজ্য স্থাপয়েচ্ছুদ্ধভাজনে।
শুদ্ধদেহো নরস্তস্য পানং যদ্ভোজনোত্তরম্ ॥ ১২০ ॥
অত্যাৎ পথ্যাং ততঃ স্বল্পং ততস্তাম্বুলভাগ্ ভবেৎ।
উদরাগ্নির্নরস্যাস্য বড়বাগ্নিসমো ভবেৎ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন রসায়নময়ং নৃণাম্ ॥ ১২১ ॥

ত্রিশ নিষ্ক অর্থাৎ দশ তোলা মণ্ডুরে, বামুনহাটীর রস, ত্রিফলার ক্বাথ ও ভৃঙ্গরাজের রসের সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া পুটপাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত সোহাগার খই, মরিচ ও তুঁতে প্রত্যেক তিন কর্ষ (৬ তোলা) ও গীমেশাক চূর্ণ দ্বাদশ নিষ্ক (৪ তোলা) মিশ্রিত করিয়া, পরিষ্কৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। বমন বিরেচনাদি দ্বারা রোগী শুদ্ধ-দেহ হইয়া, ভোজনের পর এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে এবং তৎকালে সুপথ্যসেবী হইবে। ঔষধ সেবনের পর তাম্বুল চর্ব্বণ করিবে। এই ঔষধ সেবনে মনুষ্যগণের জঠরাগ্নি বড়বাগ্নির ন্যায় উদ্দীপ্ত হয়। অধিক কি, ইহা মনুষ্যদিগের রসায়ন স্বরূপ ॥ ১১৮—১২১

বরাটবরাটীলক্ষণম্।

পীতবর্ণা গুরুঃ স্নিগ্ধা পৃষ্ঠতো গ্রন্থিলামলা।
চরাচরেতি সা প্রোক্তা বরাটী নন্দিনা খলু ॥ ১২২ ॥
সার্দ্ধনিষ্কমিতা শ্রেষ্ঠা মধ্যমা নিষ্কমানিকা।
পাদোননিষ্কমানা চ কনিষ্ঠাত্র বরাটিকা ॥ ১২৩ ॥
নিষ্কলাশ্চ ততো ন্যূনাঃ পুংবরাটাশ্চ পিত্তলাঃ।
দত্ত্বা দত্ত্বা গুণান্ ভূয়ো বিকারান্ কুর্ব্বতে চিতে ॥১২৪॥

কপর্দ্দক লক্ষণ।—যে কপর্দ্দক পীতবর্ণ, লঘু (পাতলা), স্নিগ্ধ, পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থিবিশিষ্ট ও নির্ম্মল, সেই কপর্দ্দকই নন্দী কর্ত্তৃক চরাচর নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেড় নিষ্ক (৬ মাষা) পরিমিত কপর্দ্দক উৎকৃষ্ট, এক নিষ্ক (৪ মাষা) পরিমিত কপর্দ্দক মধ্যম এবং নিষ্ক অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ অল্প পরিমিত কপর্দ্দক নিকৃষ্ট। বৃদ্ধ কপর্দ্দক তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। পুংজাতীয় কপর্দ্দক পিত্তবর্দ্ধক। কোন কোন অবস্থায় গুণপ্রদ হইলেও, ইহা বহুবিধ বিকার জনক ॥ ১২২—১২৪

বৈশ্বানরপোট্টলী।

শুদ্ধৌ সূতবলী চরাচররজঃ কর্ষাংশতঃ কজ্জলীং
কৃত্বা গোপয়সা বিমর্দ্দ্য দিবসং রুদ্ধা চ মূষোদরে।
সিদ্ধঃ কুক্কুটপুটে স্বতশ্চ শিশিরঃ পিষ্টঃ করণ্ডে স্থিতঃ
স্যাদ্বৈশ্বানরপোট্টলীতি কথিতস্তীব্রাগ্নিদীপ্তিপ্রদঃ ॥ ১২৫ ॥

একোনবিংশতেশ্চূর্ণৈর্মরিচানাং ঘৃতান্বিতৈঃ।
দেয়োহয়ং বল্লমানেন বযোবলমপেক্ষ্য তম্॥ ১২৬॥
গিলেদ্গলবিশুদ্ধ্যর্থং দধিভক্তমনুত্তমম্।
কবলত্রয়মানেন দুর্গন্ধোদ্গারশান্তয়ে॥ ১২৭॥
মধ্যন্দিনে ততো ভোজ্যং ঘৃততক্রোপদংশযুক্।
রাত্রৌ চ পয়সা সার্দ্ধং যদ্বা রোগানুসারতঃ॥ ১২৮॥
বিদাহি বিদলং ভূরিলবণং তৈলপাচিতম্।
বিল্বং চ কারবেল্লং চ বৃন্তাকং কাঞ্জিকং ত্যজেৎ॥১২৯॥
ইয়ং হি পোট্টলী প্রোক্তা সিঙ্ঘনেন মহীভৃতা।
মন্দাগ্নিপ্রভবাশেষরোগসংঘাতঘাতিনী॥ ১৩০॥
সিঙ্ঘণস্তাপি নির্দ্দিষ্টা ভৈরবানন্দযোগিনা।
লোকনাথোক্তপোট্টল্যা উপচারা ইহ স্মৃতাঃ॥ ১৩১॥
পোট্টল্যো দীপনাঃ স্নিগ্ধা মন্দাগ্নৌ নিতরাং হিতাঃ ১৩

পারদ, গন্ধক ও কপর্দ্দক ভস্ম প্রত্যেক এক কর্ষ (২ তোলা) একত্র গোদুগ্ধের সহিত এক দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া কুম্ভীপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে পরিষ্কৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই বৈশ্বানর পোট্টলী নামক ঔষধ জঠরাগ্নির তীব্র দীপ্তি-কারক॥ ১২৫

রোগির বলাবল বিবেচনাপূর্ব্বক এই ঔষধ তিন রতি মাত্রায় উনিশটি মরিচের চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কণ্ঠ-বিশুদ্ধি ও দুর্গন্ধ উদ্গার শান্তির জন্য তিন কবল দধি মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিবে। তৎপরে মধ্যাহ্নে ঘৃত তক্র ও উপদংশ (চাটনি) সহ এবং রাত্রিতে দুগ্ধের সহিত, কিংবা রোগা-নুসারে উপযুক্ত পদার্থ সহ পথ্য ভোজন করিবে। বিদাহী (অম্লপাক জনক), অধিক লবণ ও তৈল সহ পাক করা দাইল, বেল, করেলা, বেগুন ও কাঁজি, এই সকল দ্রব্য এই ঔষধ সেবন কালে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। অগ্নিমান্দ্যজনিত বিবিধ রোগ বিনাশের জন্য এই পোট্টলী সিঙ্ঘণ রাজ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিল। সিঙ্ঘণরাজ ভৈরবানন্দ যোগীর নিকট ইহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লোকনাথ পোট্টলী সেবন কালে যে সকল আহারাদি ব্যবহার করিতে হয়, এই পোট্টলী সেবন কালেও তৎসমুদায় ব্যবহার করা আবশ্যক। সাধারণতঃ সকল পোট্টলীই অগ্নির উদ্দীপক, স্নিগ্ধ এবং অগ্নিমান্দ্যের বিশেষ উপকারক॥ ১২৬—১৩২

বড়বামুখী গুটিকা।

শুল্বাভ্রায়সভস্ম-বেল্লহলিনীব্যোষাম্বুনিম্বচ্ছদৈঃ
সংযুক্তৈশ্চ হরিদ্রয়া সমভবৈঃ সার্দ্ধং সশুভ্রাম্বুদৈঃ।
ভৃঙ্গাম্ভোবিষতিন্দুকার্দ্রকরসৈঃ সংপিষ্য গুঞ্জামিতা
সংশুষ্কা বড়বামুখীতি গুটিকা নাম্নোদিতা তারয়া॥ ১৩৩
ক্ষিপ্রং ক্ষুৎপরিবোধিনী খলু মতা সর্ব্বাময়ধ্বংসিনী
শ্লেষ্মব্যাধিবিধূননী কসনহৃচ্ছ্বাসাপহা শূলনুৎ।
ক্ষুদ্বৈষম্যহরা চ গুল্মশমনী মূলাত্তিমূলহরা
শোফব্যাধিহরাত্র কিং বহুগিরা সর্ব্বাময়োৎসাদনী॥১৩৪॥

জারিত তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, ঈশ-লাঙ্গলিয়া, ত্রিকটু, বালা, নিমছাল, হরিদ্রা ও মিঠাবিষ প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজ, বালা, কুচিলা ও আদার রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক এক রতি পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে। ভগবতী তারা এই ঔষধ বড়বামুখী নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা শীঘ্র ক্ষুধা-বর্দ্ধক, সর্ব্বরোগ নাশক, শ্লেষ্মরোগ নিবারক বিশেষতঃ কাস, হৃদ্রোগ, শ্বাস ও শূলরোগের শান্তিকারক, ক্ষুধার বিষমতা নিবারক, গুল্ম-নাশক, অর্শোনিবারক, শোথরোগনাশক, অধিক কি ইহা সমুদায় রোগেরই বিনাশক॥ ১৩৩।১৩৪

ক্রব্যাদরসঃ।

দ্বিপলং গন্ধকং শুদ্ধং দ্রাবয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
পারদং পলমানেন মৃতশুল্বায়সং পুনঃ॥ ১৩৫॥
তোলমানেন সংক্ষিপ্য পঞ্চাঙ্গুলদলে ক্ষিপেৎ।
ততো বিচূর্ণ্য যত্নেন নিক্ষিপায়সভাজনে॥ ১৩৬॥
চুল্ল্যাং নিবেশ্য যত্নেন জ্বালয়েন্মৃদুবহ্নিনা।
পাত্রমাত্রং হি জম্বীররসং সম্যগ্বিজারয়েৎ॥ ১৩৭॥
সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলোত্থৈঃ ক্বাথৈঃ সাম্লবেতসৈঃ।
ভাবনাঃ খলু কর্ত্তব্যাঃ পঞ্চাশৎপ্রমিতাস্ততঃ॥ ১৩৮॥
ভৃষ্টটঙ্কণচূর্ণেন তুল্যেন সহ যোজয়েৎ।
তদর্দ্ধং কৃষ্ণলবণং সর্ব্বতুল্যং মরীচকম্॥ ১৩৯॥

সপ্তধা ভাবয়েৎ পশ্চাচ্চণকক্ষারবারিণা।
ততঃ সংচূর্ণ্য সংশুষ্কং কূপিকাজঠরে ক্ষিপেৎ ॥ ১৪০ ॥
অত্যর্থং গুরুমাংসানি গুরুভোজ্যান্যনেকশঃ।
ভুক্ত্বা চ কণ্ঠপর্য্যন্তং চতুর্বল্লমিতং রসম্ ॥ ১৪১ ॥
পট্বম্লতক্রসহিতং পিবেত্তদনুপানতঃ।
ক্ষিপ্রং তজ্জীর্য্যতে ভুক্তং জায়তে দীপনং পুনঃ ॥ ১৪২ ॥
রসঃ ক্রব্যাদনামায়ং প্রোক্তো মন্থানভৈরবে।
সিঙ্ঘণক্ষৌণিপালস্য ভূরিমাংসপ্রিয়স্য চ।
দিষ্টো গ্রামং সমাসাদ্য ভৈরবানন্দযোগিনা ॥ ১৪৩ ॥
কুর্য্যাদ্দীপনমুদ্ধতং চ পচনং দুষ্টামসংশোষণং
তুন্দস্থৌল্যনিবর্হণং গরহরং মূলাস্তিশূলাপহম্।
গুল্মপ্লীহবিনাশনং গ্রহণিকাবিধ্বংসনং স্রংসনং
বাতগ্রন্থিমহোদরাপহরণং ক্রব্যাদনামা রসঃ ॥ ১৪৪ ॥

শোধিত গন্ধক দুই পল দ্রবীভূত করিয়া, তাহাতে এক পল পারদ ও এক তোলা পরিমিত জারিত তাম্র ও লৌহ নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক তাহা পুনর্ব্বার এরণ্ডপত্রের রসে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিবে এবং লৌহপাত্রে রাখিয়া চুল্লীতে স্থাপন পূর্ব্বক এক আঢ়ক (৮ সের) জামীরের রসের সহিত মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া, তাহাতে পঞ্চকোল ও অম্লবেতসের ক্বাথের পঞ্চাশবার ভাবনা দিবে। পরিশেষে তাহাতে সোহাগার খই সম ভাগ, কৃষ্ণলবণ (বিট্‌লবণ) অর্দ্ধভাগ ও মরিচ সমুদায়ের সমান একত্র মিশ্রিত করিয়া, সাতবার চণকাম্লের ভাবনা দিবে শুষ্ক হইলে, চূর্ণ করিয়া বোতলের মধ্যে রাখিয়া দিবে। অত্যন্ত গুরুপাক মাংস অথবা অপর কোন গুরুপাক ভোজ্য আকণ্ঠ ভোজন করিয়া, এই ঔষধ চারি ব (১২ রতি) মাত্রায় লবণ ও অম্লতক্রের সহিত সেবন করিলে এবং তাহা অনুপান করিলে শীঘ্র সেই ভুক্তপদার্থ জীর্ণ হইয়া অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়। মন্থানভৈরব নামক গ্রন্থে এই ক্রব্যাদ রস নামক ঔষধ কথিত আছে। অতি মাংসপ্রিয় সিঙ্ঘাণ ভূপতিকে এই ঔষধ উপদেশ করিয়া, ভৈরবানন্দ যোগী একখানি গ্রাম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ক্রব্যাদরস অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাচক, দুষ্ট আম নিবারক, স্থূলতা নাশক, বিষ নিবারক, অর্শোনাশক, শূলাপহ, গুল্ম, প্লীহা ও গ্রহণীদোষ নাশক, বিরেচক, বাতগ্রন্থিবিনাশক, এবং উদররোগ নিবারক ॥ ১৩৫—১৪৪

রাজশেখরবটী।

ভাগো মৃতরসস্যৈকো বৎসনাভাংশকদ্বয়ম্।
রসতুল্যং শিবাচূর্ণং গন্ধকং ত্র্যূষণং তথা ॥ ১৪৫ ॥
বিচূর্ণ্যাতিপ্রযত্নেন ভাবয়েৎ সপ্তধা রসম্।
তাম্বূলীপত্রতোয়েন স্বর্ণধত্তূরজদ্রবৈঃ।
পিষ্ট্বা চণমিতাঃ কুর্য্যাচ্ছায়াশুষ্কাস্তু গোলিকাঃ ॥ ১৪৬ ॥
উষ্ণাম্ভোযুতরাজশেখরবটী মন্দাগ্নিনির্নাশিনী
নানাকারমহাজ্বরার্ত্তিশমনী নিঃশেষমূলাপহা।
পাণ্ডুব্যাধিমহোদরার্ত্তিশমনী শূলান্তকৃৎ পাচনী
শোফঘ্নী পবনার্ত্তিনাশনপটুঃ শ্লেষ্মাময়ধ্বংসিনী ॥ ১৪৭ ॥

জারিত পারদ একভাগ, মিঠাবিষ দুইভাগ, এবং হরীতকী চূর্ণ গন্ধক ও ত্রিকটু প্রত্যেক এক ভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে সাতবার করিয়া পানের রসের ও কনক-ধুতূরার রসের ভাবনা দিবে। তৎপরে চণক পরিমিত বটিকা করিয়া, সেই গুলি ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই রাজশেখর বটী উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, নানাকৃতি উৎকট জ্বর, শূল, শোথ, বায়ুরোগ ও শ্লেষ্মরোগ সমূহ নিবারিত হয়। ইহা পরিপাচক ॥ ১৪৫—১৪৭

অগ্নিকুমারঃ।

শুদ্ধং সূতং বিষং গন্ধং ক্ষিক্ষারং পটুপঞ্চকম্।
দশকং তুল্যতুল্যাংশং ভর্জ্জিতা বিজয়া নবা ॥ ১৪৮ ॥
দশানাং তুল্যভাগা সা তদর্দ্ধং শিগ্রুমূলকম্।
তৎসর্ব্বং বিজয়াদ্রাবৈঃ শিগ্রুচিত্রকভৃঙ্গজৈঃ ॥ ১৪৯ ॥
দ্রাবৈর্দিনত্রয়ং মর্দ্দ্যং রুদ্ধ্বা ভাণ্ডে পচেল্লঘু।
দীপাগ্নিনা তু যামৈকং শুষ্কং যাবৎ সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৫০ ॥
সপ্তধা চার্দ্রকদ্রাবৈর্ভাবয়েচ্চূর্ণয়েত্তিবক্।
দীপকোঽগ্নিকুমারোঽয়ং নিষ্কৈকং মধুনা লিহেৎ ॥ ১৫১
প্রতিকর্ষং গুড়ং শুণ্ঠী অনুপানং চ দীপনম্ ॥ ১৫২ ॥

শোধিত পারদ, মিঠাবিষ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ; এবং সর্ব্বসমষ্টির সমান ভর্জ্জিত নূতন

সিদ্ধি ও সমষ্টির অর্দ্ধপরিমিত শজিনামূল, এই-সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, সিদ্ধির কাথ, শজিনামূলের রস, চিতামূলের রস ও ভৃঙ্গরাজের রস সহ তিন দিন করিয়া মর্দ্দন করিবে এবং ভাণ্ডমধ্যে রুদ্ধ করিয়া, প্রদীপ শিখায় এক প্রহর পাক করিবে। শুষ্ক হইলে তাহা নামাইয়া, তাহাতে আদার রসের ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই অগ্নিকুমার রস অগ্নির দীপ্তি-কারক। ইহা এক নিষ্ক (৪ মাষা) মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিয়া, দুইতোলা পরিমিত গুড় ও শুঁঠচূর্ণ অনুপান করিবে ॥ ১৪৮—১৫২

অমৃতবটী ।

কুষ্ঠগন্ধবিষব্যোষত্রিফলাপারদৈঃ সমৈঃ ।
ভৃঙ্গাম্বুমর্দ্দিতা মুদ্গমানামৃতবটী শুভা।
অজীর্ণশ্লেষ্মবাতঘ্নী দীপনী রুচিবর্দ্ধনী ॥ ১৫৩ ॥

কুড়, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী বহেড়া) ও পারদ প্রত্যেক সমভাগ ; একত্র ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, মুদ্গ পরিমিত বটিকা করিবে। এই অমৃতবটী অজীর্ণ, শ্লেষ্ম-দোষ ও বায়ুনাশক, এবং অগ্নির উদ্দীপক ও রুচিকর ॥ ১৫৩

রাক্ষসরসঃ ।

তাম্রং পারদগন্ধকৌ ত্রিকটুকং তীক্ষ্ণং চ সৌবর্চ্চলং
খল্বে মর্দ্দ্য দৃঢ়ং বিধায় সিকতাকুম্ভেঽষ্টযামং ততঃ।
খিন্নং তস্য চ রক্তশাকিনিভবং ক্ষারং সমং মেলয়েৎ
সর্ব্বং ভাবিতমাতুলুঙ্গজরসৈর্নাম্না রসো রাক্ষসঃ ॥১৫৪
মন্দাগ্নৌ সততং দদৌত মুনয়ে প্রাতঃ পুরা শঙ্করঃ
সৌখ্যোঽস্মৈ চ্যবনায় মন্দহতভুগ্বর্য্যায় নষ্টৌজসে।
তেনাদায় সমস্তলোকগুরবে সূর্য্যায় তস্মৈ দদে
মর্ত্ত্যানামপি চাস্য দানসময়ে গুঞ্জাষ্টকং বর্দ্ধয়েৎ ॥১৫৫॥

তাম্রভস্ম, পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), তীক্ষ্ণ লৌহ ও সচল লবণ ; সমভাগে এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে আট প্রহর পাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত সমপরিমিত রক্তশাকিনীর ক্ষার মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে মাতুলুঙ্গ (টাবা) লেবুর রসের ভাবনা দিবে। পুরাকালে ভগবান্ শঙ্কর এই রাক্ষস রস, অগ্নিমান্দ্যগ্রস্ত ও ওজোহীন চ্যবন ঋষিকে তাঁহার স্বাস্থ্যবিধান জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে সর্ব্বলোকগুরু ভগবান্ সূর্য্য তাঁহার নিকট হইতে এই ঔষধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যদিগকে এই ঔষধ আট রতি মাত্রায় সেবন করাইতে হয় ॥ ১৫৪—১৫৫

জীবনরসঃ ।

রসগন্ধৌ সিন্ধুকণাটঙ্কণমভয়াগ্নিহিঙ্গাবল্লীকতকফলম্ ।
ক্রমশোত্তরং চ নিচূর্ণিতয়া বৃহতীরসসংযুতভাবনয়া ॥১৫৬॥
আর্দ্রকহিঙ্গুপুনর্নবপূতিচ্ছিন্নরসৈঃ ক্রমশস্তু ভাবনয়া।
তস্য কলাংশবিষং চ বিমিশ্রং তদ্রসং মাষসমানবটী যা ॥১৫৭
সর্ব্বমজীর্ণং কফমারুৎপাণ্ডুশোফহলীমককামলাশূলম্ ।
নাশয়তে হ্যুদরাগ্নিকরোঽহং দীপনং চ জীবননাম-
রসেন্দ্রঃ ॥ ১৫৮ ॥

পারদ এক ভাগ, গন্ধক দুইভাগ, সৈন্ধব তিনভাগ, পিপুল চারিভাগ, সোহাগা পাঁচ ভাগ, হরীতকী ছয় ভাগ, চিতামূল সাত ভাগ, হিঙ্গাবল্লী (যবক্ষার) আট ভাগ, কতক (নির্ম্মল) ফল ৯ ভাগ ; এইসকল দ্রব্যের চূর্ণে ক্রমশঃ বৃহতী, আদা, হিং, পুনর্নবা, করঞ্জ ও গুলঞ্চের রসের ভাবনা দিবে এবং তাহাতে পারদের ষোড়শাংশ (ষোল ভাগের এক ভাগ) মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে। মাষকলাই পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, ইহাদ্বারা সকল প্রকার অজীর্ণ, কফ, বায়ু, পাণ্ডু, শোথ, হলীমক, কামলা ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়। এই জীবন রস জঠরাগ্নির বৃদ্ধিকারক ও দীপ্তিকর ॥ ১৫৬—১৫৮

বড়বানলঃ।

শুল্বং তালকগন্ধকৌ জলনিধেঃ ফেনাগ্নিগর্ভাশয়ং
কান্তায়োলবণানি হেমপবয়া নীলাঞ্জনং তুথকম্।
ভাগো দ্বাদশকো রসস্থ তু দিন বজ্রাম্বুঘৃষ্টঃ শনৈঃ
সিদ্ধোঽয়ং বড়বানলো গজপুটে রোগানশেষান্ জয়েৎ ॥১৫৯

তাম্রভস্ম, হরিতাল, গন্ধক, সমুদ্রফেন, শমীবৃক্ষ, কান্তলৌহ, পঞ্চলবণ, স্বর্ণ, হীরক, নীলাঞ্জন ও তুঁতে, প্রত্যেক একভাগ, এবং পারদ দ্বাদশভাগ; একত্র সীজের রসের সহিত এক দিন মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এই বড়বানল রস অশেষ রোগনাশক ॥ ১৫৯

অগ্নিজননী বটী।

কণনাগরগন্ধকপারদসগরলং মরিচং সমভাগযুতম্।
লকুচস্থ রসৈশ্চণকপ্রমিতা গুটিকা জনয়ত্যচিরাদনলম্ ॥১৬০॥

পিপুল, শুঁঠ, গন্ধক, পারদ, মিঠাবিষ ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র মান্দারের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা আশু অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ১৬০

সর্ব্বরোগান্তকা বটী।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধমজমোদং ফলত্রয়ম্।
সর্জীক্ষারং যবক্ষারং বহ্নিসৈন্ধবজীরকম্ ॥ ১৬১ ॥
সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গানি সামুদ্রং ত্র্যূষণং সমম্।
বিষমুষ্টিঃ সর্ব্বতুল্যা জম্বীরাম্লেন মর্দ্দিতম্ ॥১৬২॥
মরিচাভাং বটীং খাদেদ্বহ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে।
পথ্যা শুণ্ঠী গুড়ং চানু পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা ॥১৬৩॥
অগ্নিমান্দ্যে বটী খ্যাতা সর্ব্বরোগকুলান্তকা।

শোধিত পারদ, মিঠাবিষ, গন্ধক, বনযমানী, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), সাচীক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধব লবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, সামুদ্র লবণ ও ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বসমষ্টির সমান কুঁচিলা এই সমস্ত একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, মরিচ-প্রমাণ বটিকা করিবে। অগ্নিমান্দ্য শান্তির জন্য এই বটিকা সেবন করিয়া, হরীতকী শুঁঠ ও পুরাতন গুড় অর্দ্ধপল মাত্রায় অনুপান করিবে। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্যনাশক বলিয়া কীর্ত্তিত হইলে ইহা সর্ব্বরোগন ॥ ১৬১—১৬৩

অগ্নিকরম্।

মৃতং তাম্রং কণাতুল্যং চূর্ণং ক্ষৌদ্রবিমিশ্রিতম্ ॥ ১৬৪
নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েন্নিত্যং নষ্টবহ্নিপ্রদীপ্তয়ে।
আর্দ্রকস্য রসং ক্ষৌদ্রে পলমাত্রং ভবেদনু।
যথেষ্টং ঘৃতমাংসাশী শক্তো ভবতি পাবকঃ ॥ ১৬৫ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্থ সুনোর্বাগ্ভটাচার্য্যস্থ কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয় উদাবর্ত্তাতিসারগ্রহণীবিসূচীবহ্নিমান্দ্য-চিকিৎসিতং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

জারিত তাম্র ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, অর্দ্ধ নিষ্ক (দুই মাষা) মাত্রায় মধুর সহিত নিত্য সেবন করিলে, নষ্টবহ্নি পুনরুদ্দীপ্ত হয়। আদার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া এক পল মাত্রায় সেবন করিলে, জঠরাগ্নি যথেষ্ট ঘৃত মাংস জীর্ণ করিতেও সমর্থ হয় ॥ ১৬৪—১৬৫

ইতি উদাবর্ত্ত-অতিসার-গ্রহণী-বিসূচী-অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসিত নামক ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মর্য্যাদি-চিকিৎসিতম্ ।

অশ্মরীচিকিৎসা ।

কটৌ কুক্ষিপ্রদেশে চ শূলং প্রথমতো ভবেৎ ।
পশ্চাদ্রোধো জলমূত্রমশ্মরীরোগলক্ষণম্ ॥ ১ ॥

অশ্মরী লক্ষণ ।—প্রথমতঃ কটীতে ও কুক্ষি-দেশে বেদনা উপস্থিত হইয়া, পশ্চাৎ মূত্ররোধ হয় এবং মূত্রমার্গ জ্বালা করে ; ইহাই অশ্মরী-রোগের সাধারণ লক্ষণ ॥ ১

পাষাণভেদী রসঃ ।

রসং দ্বিগুণগন্ধেন মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ ।
বস্থুঃ পুনর্নবা বাসা শ্বেতা গ্রাহ্যা প্রযত্নতঃ ॥ ২ ॥
তদ্দ্রবৈর্ভাবয়েদেনং প্রত্যেকং তু দিনত্রয়ম্ ।
পকং মূষাগতং শুষ্কং স্বেদয়েজ্জলযন্ত্রতঃ ॥ ৩ ॥
পাষাণভেদী নামায়ং নিযুঞ্জীতাস্য বল্লযুক্ ।
গোপালকর্কটীবীজং ভূম্যামলকমূলিকা ॥ ৪ ॥
কুলত্থকাথতোয়েন পিষ্ট্বা তদনুপায়য়েৎ ॥ ৫ ॥
গোক্ষুরস্য কষায়ং চ সঘৃতং পায়য়েন্নিশি ।
পাণ্ডুরফলমূলং চ ভূম্যামলকমূলিকা ॥ ৬
বংশস্য পেটিকায়াশ্চ মূলং পিষ্ট্বা জলং পিবেৎ ।
শুক্রপিণ্ডাকপিচ্ছালী-চূর্ণমুষ্ণেন বারিণা ॥
পিবন্ বিমুচ্যতে রোগান্মূত্রকৃচ্ছ্রাৎ সুদারুণাৎ ॥ ৭ ॥

পারদ একভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে বকফুলের পাতা, পুনর্নবা, বাসক ও শ্বেত অপরাজিতার রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে মূষারুদ্ধ করিয়া পাক করিবে এবং তৎপরে জলযন্ত্রে স্বিন্ন করিবে। এই পাষাণ-ভেদীরস তিন রতি মাত্রায় সেবন করিয়া, কুলত্থের ক্বাথের সহিত রাখালশশার বীজ ও ভুঁই আমলার মূল পেষণ পূর্ব্বক তাহা অনুপান করিবে।

এই ঔষধ সেবনের পরে রাত্রিকালে গোক্ষুরের ক্বাথ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। অথবা ধব বৃক্ষের ফল ও মূল, ভুঁই আমলার মূল, বাঁশের মূল ও পেটারি মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। কিংবা শুক্র শিলারস ও ছিলিহিণ্টের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। এইরূপে দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ২—৭

শতাবরীরসে পিষ্ট্বা তুত্থসূতার্কপিষ্টিকা ।
পাচিতা কটুতৈলেন মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রশস্যতে ॥ ৮ ॥

তুঁতে পারদ ও তাম্র ভস্ম একত্র শতমূলীর রসের সহিত পেষণ করিয়া পিষ্টী প্রস্তুত করিবে এবং তাহা সর্ষপতৈলের সহিত পাক করিবে এই ঔষধ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে প্রশস্ত ॥ ৮

পাষাণভেদকরসঃ ।

রসেন সিতবর্ষাভ্বা রসং দ্বিগুণগন্ধকম্ ॥ ৯ ॥
ঘৃষ্টং পচেচ্চ মূষায়াং দ্বৌ মাষৌ তস্য ভক্ষয়েৎ ।
পাতালকর্কটীমূলং কুলত্থোদৈঃ পিবেদনু ॥ ১০ ॥
গোকণ্টকাদাভদ্রামূলক্বাথং পিবেন্নিশি ।
অয়ং পাষাণভিন্নাম্না রসঃ পাষাণভেদকঃ ॥ ১১ ॥

পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র শ্বেত পুনর্নবার রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষা রুদ্ধ করিয়া পাক করিবে। দুই মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিবে, এবং কুলত্থ ক্বাথের সহিত পাতালকর্কটীর মূল পেষণ করিয়া অনুপান করিবে। রাত্রিকালে গোক্ষুর ও গাম্ভারীমূলের ক্বাথ পান করিবে। এই পাষাণ ভেদক রস পাষাণ ভেদ করিতে সমর্থ ॥ ৯—১১

গোক্ষুরবীজসমুত্থং চূর্ণমবিক্ষীরসমাযুক্তম্।
রসবরমিশ্রং পিবতশ্চূর্ণীভূত্বাশ্মরী পততি ॥ ১২ ॥

যোগ।—গোক্ষুরবীজের চূর্ণ ও পারদ (রসসিন্দুর) মেষদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অশ্মরী চূর্ণ হইয়া নির্গত হইয়া যায় ॥ ১২

ত্রিবিক্রমঃ।

মৃততাম্রমজাক্ষীরৈঃ পাচ্যং তুল্যং গতে দ্রবে।
তত্তাম্রং শুদ্ধসূতং চ গন্ধকং চ সমং সমম্ ॥ ১৩ ॥
নির্গুণ্ডুগুত্থদ্রবৈর্মর্দ্দ্যং দিনং তদ্গোলমন্ধ্যেৎ।
যামৈকং বালুকাযন্ত্রে পাচ্যং যোজ্যং দ্বিগুঞ্জকম্ ॥১৪॥
বীজপূরস্য মূলং তু সজলং চানুপায়য়েৎ।
রসস্ত্রিবিক্রমো নাম্না মাসেকেনাশ্মরীপ্রণুৎ ॥ ১৫ ॥

জারিত তাম্র ও ছাগদুগ্ধ উভয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পাক করিবে। শুষ্ক হইলে সেই তাম্র, শোধিত পারদ ও গন্ধক সমুদায় সমভাগ একত্র নিসিন্দারসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে, সেই গোলক শুষ্ক হইলে, বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর কাল পাক করিবে। তৎপরে দুই রতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করাইয়া, টাবালেবুর মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া অনুপান করাইবে। এই ত্রিবিক্রম রস নামক ঔষধ একমাস সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয় ॥ ১৩—১৫

আনন্দভৈরবী।

তিলাপামার্গকাণ্ডং চ কারবেল্ল্যা যবস্য চ।
পলাশকাষ্ঠসংযুক্তং সর্ব্বং তুল্যং দহেৎ পুটে ॥ ১৬ ॥
তন্নিষ্কৈকমজামূত্রৈর্বটীং চানন্দভৈরবীম্।
পায়য়েদশ্মরীং হন্তি সপ্তরাত্রান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তিলনাল, অপামার্গ বৃক্ষ, কারবেল্ল (করেলা) লতা, যবের নাল ও পলাশের কাষ্ঠ প্রত্যেক সমভাগ; পুটপাকে দগ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ সকল পদার্থের ভস্ম এক এক নিষ্ক (চারিমাষা) পরিমাণে একত্র ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই আনন্দ ভৈরবী এক সপ্তাহ কাল সেবন করিলে, অশ্মরী নিশ্চিতই বিনষ্ট হয় ॥ ১৬—১৭

পাডূরফলিকামূলং জলেনৈবাশ্মরীহরম্।
মধুনা চ যবক্ষারং লীঢ়ং স্যাদশ্মরীহরম্ ॥ ১৮ ॥

যোগ।—পাণ্ডুর ফলী বৃক্ষের মূল জল সহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে, অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয়। মধুর সহিত যবক্ষার লেহন করিলেও অশ্মরীর উপশম হইয়া থাকে ॥ ১৮

লঘুলোকেশ্বরঃ।

মৃতসূতস্য ভাগৈকং চত্বারঃ শুদ্ধগন্ধকাৎ।
পিষ্ট্বা বরাটকং তেন রসপাদং চ টঙ্কণম্ ॥ ১৯ ॥
ক্ষীরৈঃ পিষ্ট্বা মুখং রুদ্ধ্বা তাসাং তাংশ্চান্ধ্যেৎ পুটেৎ।
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ লঘুলোকেশ্বরো রসঃ ॥ ২০ ॥
চতুর্গুঞ্জারসশ্চায়ং মরিচৈকোনবিংশতিঃ।
জাতিমূলপলৈকং তু অজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ ॥
শর্করাভাবিতং চানুপীত্বা কৃচ্ছ্রহরং ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥

জারিত পারদ একভাগ, শোধিত গন্ধক চারিভাগ; একত্র মর্দ্দন করিয়া কতকগুলি কড়ীর মধ্যে তাহা পূরণ করিবে, এবং পারদের চতুর্থাংশ পরিমিত সোহাগা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কড়ীর মুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে তাহা পুটপাকে দগ্ধ করিবে এবং শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। এই লঘু-লোকেশ্বর রস চারি রতি মাত্রায় একুশটি মরিচের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে; এবং জাতীমূল একপল (৮ তোলা) ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া অনুপান করাইবে। ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয় ॥ ১৯—২১

বিদারীং গোক্ষুরং যষ্টিং কসেরুং চ সমং পচেৎ ॥২২॥
তং কষায়ং পিবেৎ ক্ষৌদ্রং রসভস্মযুতং তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রহরং খ্যাতং সপ্তাহাৎ পিত্তসংভবম্ ॥ ২৩ ॥
তিলাপামার্গকদলীপলাশযবকাণ্ডকান্।
দগ্ধ্বা তদ্ভস্ম তোয়েন বস্ত্রপূতং চ কারয়েৎ ॥ ২৪ ॥
তং পচেত্তোয়শোষান্তং ততশ্চূর্ণং দ্বিগুঞ্জকম্।
দাপয়েদবিমূত্রেণ শর্করাকৃচ্ছ্রহৃদ্ভবেৎ ॥ ২৫ ॥

যোগ।—ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও কেশুর প্রত্যেক সমভাগ, একত্র যথানিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার সহিত মধু ও উপযুক্ত মাত্রায় পারদ ভস্ম মিশ্রিত করিবে। ইহা এক সপ্তাহ কাল সেবন করিলে, পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২২—২৩

তিল, অপামার্গ, কদলী, পলাশ ও যব এই সকলের শাখা (ডাঁটা) দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম জলে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং অবশিষ্ট জলাংশ অগ্নিজ্বালে শুষ্ক করিবে। সেই চূর্ণ মেষমূত্রের সহিত দুই রতি মাত্রায় সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়॥ ২৪—২৫

হরিদ্রাগুড়কর্ষৈকং চারনালেন বা পিবেৎ।
বন্ধ্যাকর্কোটকীকন্দং ভক্ষ্যং ক্ষৌদ্রসিতাযুতম্।
অশ্মরীং হন্তি নো চিত্রং রহস্যং হি শিবোদিতম্॥২৬॥

হরিদ্রা ও গুড় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, কাঁজির সহিত দুই তোলা মাত্রায় পান করিলে, অথবা, বন্ধ্যাকর্কোটকীর (তিতকাঁকড়ীর) মূল, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়—ইহা বিচিত্র নহে, যেহেতু ইহা শিববাক্য॥ ২৬

প্রমেহচিকিৎসা।

শোষস্তাপোঽঙ্গকার্শ্যং চ বহুমূত্রত্বমেব চ।
অস্বাস্থ্যং সর্ব্বগাত্রেষু মূত্রমেহস্য লক্ষণম্॥ ২৭॥

প্রমেহ লক্ষণ।—অঙ্গশোষ বা মুখশোষ, তাপ, অঙ্গের কৃশতা, বহুমূত্র, এবং সর্ব্বগাত্রে অস্বাস্থ্য এইগুলি মূত্রমেহের সাধারণ লক্ষণ॥ ২৭

রসস্য ভস্মনা তুল্যং বঙ্গভস্ম সমাহরেৎ।
মধুনা লেহয়েৎ প্রাজ্ঞো বাতমেহপ্রশান্তয়ে॥ ২৮॥

যোগ।—পারদ ভস্ম ও বঙ্গভস্ম সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে, বাতজ প্রমেহ প্রশমিত হয়॥ ২৮

মুদ্গামূলকযূষেণ পথ্যং দেয়ং সতক্রকম্।
তিলপিণ্ডীং চ তক্রেণ পক্ত্বা দদ্যান্ন হিঙ্গুকম্॥ ২৯॥
ঘৃতং বহু ন দদ্যাচ্চ তিলতৈলেন ভোজয়েৎ।
মার্কণ্ডীচূর্ণমাদায় সগুড়ং খাদয়েন্নিশি॥ ৩০॥

মুগ ও মূলার যূষ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত এবং ঘোলের সহিত ভোজ্য পদার্থ ভোজন করিবে। ঘোলের সহিত তিলপিণ্ড (তিল বাটা) পাক করিয়া ভোজন করিবে। প্রমেহরোগে হিঙ্গুভোজন নিষিদ্ধ। অধিক ঘৃত ভোজনও ইহাতে কর্ত্তব্য নহে। ভোজ্য পদার্থ তিলতৈল দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ভোজন করা আবশ্যক। মার্কণ্ডীর (কাঁকরোলের) চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে সেবন করিবে॥ ২৯—৩০

তাম্রেণ তুর্য্যভাগেন কুর্ব্বীত রসপিষ্টিকাম্।
গোক্ষুরস্য দ্রবে চৈব নিক্ষিপেৎ সপ্তকদ্বয়ম্॥৩১॥
নিম্বুমধ্যে বিনিক্ষিপ্য স্বেদয়েৎ কাঞ্জিকেঽহনি।
নিম্ব্বন্তরে বিনিক্ষিপ্য বক্ত্রে সংধারয়েন্নিশি॥ ৩২॥

চারিভাগ তাম্র ভস্মের সহিত একভাগ পারদের পিষ্টী প্রস্তুত করিয়া, তাহা গোক্ষুরের কাথে দুই সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে সেই পিষ্টী লেবুর মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, একদিন কাঁজিতে সিদ্ধ করিবে। অতঃপর সেই পিষ্টী অপর একটি লেবুর মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, রাত্রিকালে তাহা মুখে ধারণ করিবে॥ ৩১—৩২

রক্তমেহেঽপি ভস্মৈব বঙ্গস্য মধুনা চরেৎ।
শুক্রমেহপ্রশান্ত্যর্থং হরিদ্রাচূর্ণসংযুতম্॥ ৩৩॥
মধুমেহাপনুত্ত্যর্থং সামলার্জ্জুনচূর্ণকম্।
বঙ্গভস্মসমাযুক্তং খাদয়েচ্ছর্করান্বিতম্॥ ৩৪॥

বঙ্গভস্ম রক্তমেহে মধু মিশ্রিত করিয়া, শুক্রমেহ শান্তির জন্য হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, এবং মধুমেহ নিবারণের জন্য ভুঁই আমলা, অর্জ্জুনছাল ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে॥ ৩৩—৩৪

শাল্মলীং ক্রৈত্রিমাদায় পায়য়েন্মধুনা সহ।
বোলবদ্ধং রসং জগ্ধ্বা রক্তমেহাদ্বিমুচ্যতে॥ ৩৫॥
বীজকস্য কষায়ং চ পিবেদম্লু সবোলকম্।
শ্লেষ্মাতমূলজকাথং সঘৃতং নিশি পায়য়েৎ॥ ৩৬॥
কুষ্মাণ্ডস্য রসং বেলখণ্ডযুক্তং তু পায়য়েৎ।
স্ত্রিয়ং বা রুধিরস্রাবামামদ্বক্কেন পায়য়েৎ॥ ৩৭॥
তুবরীমূলমুদ্ধৃত্য সম্যক্শর্করয়ান্বিতম্॥ ৩৮॥

শিমুলমূলের রস মধুর সহিত পান করিলে, অথবা গন্ধবোলসহ পারদ সেবন করিলে, রক্তমেহ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এইরূপ পারদ সেবনের পরে পিয়াশালের কষায় গন্ধবোল মিশ্রিত করিয়া অনুপান করিবে। রাত্রিকালে শ্লেষ্মাতক মূলের (চাল্‌তামূলের) ক্বাথ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। কুষ্মাণ্ডের রস বিড়ঙ্গ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রমেহ রোগ; এবং কুষ্মাণ্ডরস কাঁচাদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, স্ত্রীগণের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। অড়হরের মূল পেষণ পূর্ব্বক চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও প্রমেহ এবং প্রদর রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫—৩৮

চন্দ্রপ্রভাগুটিকা।

বোলং জাতিফলং মধূকযুগলং সারং তথা খাদিরং
কর্পূরামলকীসটীবস্তসুতাঘোণ্টাম্লসারস্থিরাঃ।
কাসীসং ভববীজদাড়িমসহা সর্ব্বং সমং কল্পিতং
প্রত্যেকং দধিদুগ্ধলাঙ্গলিরসৈস্তদ্বস্ত মুদ্গস্য চ ॥ ৩৯ ॥
রসেন ভাবিতং তস্য গুটিকা সংপ্রকল্পিতা।
জয়েচ্চন্দ্রপ্রভা নাম তীব্রান্ মেহাদিকান্ গদান্ ॥ ৪০ ॥

গন্ধবোল, জাতীফল, যষ্টিমধু, মউলসার, খদিরসার, কর্পূর, আমলকী, শটী, শতমূলী, শেয়াকুল, অম্লবেতস, শালপানি, হিরাকস, পারদ, দাড়িম ও মুগানী বা মাষানী প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্যে দধি, দুগ্ধ, বিষলাঙ্গলিয়া, তিতলাউ ও মুগের রসের ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা তীব্র মেহরোগ বিনষ্ট করে ॥ ৩৯ ৪০

প্রমেহগজসিংহঃ।

চাণ্ডালীরাক্ষসীপুষ্পরসমধ্বাজ্যটঙ্কণম্।
রসং সমাংশোপরসং সমং হেম্না বিমর্দ্দিতম্ ॥ ৪১ ॥
সমাংশং পূতিলৌহং বা মূষায়াং বিপচেৎ ক্রমাৎ।
প্রমেহগজসিংহোঽয়ং রসঃ ক্ষৌদ্রৈর্দ্বিমাষকম্ ॥ ৪২ ॥

চাণ্ডালী (লিঙ্গিনী) ও রাক্ষসীর (চোরপুষ্পী) মূলের রস, মধু, ঘৃত, সোহাগা, পারদ, উপরসসমূহ অর্থাৎ গন্ধক, হীরক, বৈক্রান্ত, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, খর্পর, তুত্থক, বিমল, স্বর্ণমাক্ষিক, হিরাকস, কান্তপাষাণ, কপর্দ্দক, রসাঞ্জন, হিঙ্গুল, রমাটী, শঙ্খ, সীসক, সোহাগা ও শিলাজতু, স্বর্ণ এবং পূতিলৌহ (মণ্ডুর); এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। এই প্রমেহগজসিংহ রস নামক ঔষধ মধুর সহিত ক্রমশঃ দুই মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিবে ॥ ৪১।৪২

মহাবিদ্যাগুটিকা।

মর্দ্দিতং কিংশুকরসৈঃ কান্তনাগাভ্রপারদম্।
কষায়ৈঃ স্বিন্নং নাকুল্যা বালুকাযন্ত্রপাচিতম্ ॥ ৪৩ ॥
রাজাবর্ত্তশিলাধাতুতাপ্যমণ্ডূরমাক্ষিকৈঃ।
তুত্থবৈক্রান্তকাসীসৈঃ সনৈঃ সর্ব্বৈরিমৈঃ সমম্ ॥ ৪৪ ॥
আধারী কৃষ্ণমূলা তু কপিত্থশ্রাবণী হিমম্ ॥ ৪৪ ॥
নারিকেলস্য মূলানাং মুস্তাচন্দনসারয়োঃ ॥ ৪৫ ॥
কাকজম্বুপ্রসূনানাং রসৈঃ সহ বিমর্দ্দয়েৎ।
গুটিকাং ভক্ষয়েত্তস্য মাষদ্বিতয়সম্মিতাম্ ॥ ৪৬ ॥
ধাত্রীরসং চানুপিবেন্নাকুলীচূর্ণমাত্রয়া।
রাত্রৌ ধাত্রীরসং দেয়ং মহাবিদ্যা প্রমেহজিৎ ॥ ৪৭ ॥

কান্তলৌহ, সীসক, অভ্র ও পারদ এই সকল দ্রব্য পলাশের রসে ও গন্ধনাকুলীর ক্বাথের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত রাজাবর্ত্ত, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডুর, রৌপ্যমাক্ষিক, তুত্থক, বৈক্রান্ত ও হীরাকস প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিবে এবং আধারী, কৃষ্ণ অনন্তমূল, কয়েদবেল, মুণ্ডিরী, বেণামূল, নারিকেল মূল, মুতা, শ্বেতচন্দন ও কাকজম্বুফুলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, দুই মাষা পরিমাণে গুটিকা করিবে। এই মহাবিদ্যা গুড়িকা, আমলকীর রস ও গন্ধনাকুলীর চূর্ণের সহিত সেবন করিবে; এবং রাত্রিকালে আমলকীর রস পান করিবে। ইহা প্রমেহ রোগনাশক ॥ ৪৩—৪৭

মেহধ্বান্তবিবস্বান্‌।

বীর্য্যং পুরারের্ব্বলিমভ্রসংজ্ঞং
জম্বীরনীরৈণ বিমর্দ্দ্য ভস্ম।
রসার্দ্ধভাগেন দদীত শুল্বং
সর্ব্বং ততো গোপয়সা বিমর্দ্দ্য ॥ ৪৮ ॥
খর্জ্জরমৎস্যণ্ডিকহংসপাদী-
দ্রাক্ষেণ সত্ত্বেন গুড়ূচিকায়াঃ।
মাংসীশিবাকর্কটরুচ্যদন্তী-
বীজৈস্তদীয়ৈঃ সলিলৈর্বিভাব্য ॥ ৪৯ ॥
ততো রসঃ সিধ্যতি বল্লমস্য
শুক্রপ্রমেহে সতি শাল্মলীনাম্‌।
মূলাম্বুনা বা কুসুমাম্বুনা বা
দদ্যাৎ পয়োভক্তকমত্র যোজ্যম্‌॥
ক্ষৌদ্রেণ দুর্নাম্নি তথাশ্মরীষু
গবাং পয়োভির্নিখিলপ্রমেহে ॥ ৫০ ॥

পারদ, গন্ধক ও অভ্রভস্ম প্রত্যেক এক ভাগ; একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধভাগ তাম্রভস্ম তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহাতে খর্জ্জূর, মৎস্যণ্ডী (হিঞ্চে শাক), হংসপাদী (থুলকুড়ি), দ্রাক্ষা, গুড়ূচীসত্ত্ব, জটামাংসী, হরীতকী, কাঁঠ্‌ আমলা, নির্ম্মলীফল ও দন্তীবীজ ইহাদের কাথের ভাবনা দিবে। এইরূপে এই রস প্রস্তুত হইলে, তিন রতি মাত্রায় তাহা প্রয়োগ করিবে। শুক্রমেহে শিমুলমূলের বা শিমুলফুলের রসের সহিত প্রয়োগ করিয়া, দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য প্রদান করিতে হইবে। অর্শোরোগে মধুর সহিত এবং অশ্মরীরোগে ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ প্রমেহ রোগে গোমূত্রের সহিত প্রয়োগ করা আবশ্যক ॥ ৪৮—৫০

রসাভ্রকৌ তুত্থসমানভাগৌ
জম্বীরনীরৈস্ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্য ॥ ৫১ ॥
কুর্ব্বীত মূষাং কুহরে নিবেশ্য
বহ্নৌ ততস্তস্য পুটানি সপ্ত।
বীজাহ্বমুস্তাক্ষযুগৈশ্চতস্রঃ
স্যুর্ভাবনা দ্বে ককুভাৎ ত্রিবারম্‌ ॥ ৫২ ॥
যষ্টীসিতাকেতকজীররম্ভা-
খর্জ্জূরিকাজাতিদলৈঃ প্রতিস্বম্‌।
এবং হি সিদ্ধস্য রসস্য বল্লো
মধুপ্রযুক্তঃ সহসা শিশূনাম্‌ ॥ ৫৩ ॥
সংতাপশোষৌ বলহীনতাং চ
তৃষাং চ বাসাসলিলৈঃ প্রমেহান্‌।
নিবর্ত্তয়েদ্বাসরসপ্তকেন
দুগ্ধৌদনং স্যাদিহ ভোজনায় ॥ ৫৪ ॥
নীরেণ বব্বূলনবপ্রবালা-
স্ত্রিষেব্য তৈঃ শর্করয়া সমন্বিতৈঃ।
সর্ব্বপ্রমেহান্‌ বিনিহন্তি দত্তো
দিনত্রয়ং বিংশতিবৎসরস্য ॥ ৫৫ ॥
অন্নং সসর্পিঃ সসিতং প্রযোজ্যং
দিনানি সপ্ত ত্রিগুণানি চাত্র।
বরামধুভ্যাং সহিতস্য যস্য
পঞ্চাধিকা বৎসরবিংশতিঃ স্যাৎ ॥ ৫৬ ॥
হৈয়ঙ্গবীনেন গবাং চ পথ্যং
ত্রিঃসপ্তসংখ্যানি দিনানি কার্য্যম্‌ ॥
প্রস্বিন্নগোধূমরসেন হস্তি
স ত্রিংশদব্দস্য দিনত্রয়েণ ॥ ৫৭ ॥
অন্নং সসর্পিঃ সগুড়ং হি দেয়ং
মধ্বিক্ষুখণ্ডৈস্ত্রিদিনং বিধাতুম্‌।
অঙ্গানি সম্যগ্বিনিদাঘসংঘ-
গতানি খানি স্ফুটনং দদীত ॥ ৫৮ ॥
চিঞ্চাগুড়াভ্যাং ঘৃতমন্নমস্মিন্‌
দ্রাক্ষাদিনীরেণ বিমিশ্রিতঃ সন্‌।
দিনত্রয়ং লঙ্ঘনজং বিশোষং
বিনাশয়েদ্দোস্তনিকাসিতাভ্যাম্‌ ॥ ৫৯ ॥
পথ্যং দেয়মুমাশম্ভো বাসুদেবেন নির্ম্মিতে।
পাতুং জগন্তি কৃপয়া মেহধ্বান্তবিবস্বতি ॥ ৬০ ॥

অন্যবিধ।—পারদ ও অভ্র সমানভাগ, তুঁতে উভয়ের সমান; এই সমস্ত জামীরের রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষা রুদ্ধ করিয়া, যথাক্রমে সাতবার পুটপক করিবে। তৎপরে তাহাতে মাতুলুঙ্গ মুতা ও বহেড়ার কাথের চারিবার, অর্জ্জুনছালের কাথের তিনবার এবং যষ্টিমধু, চিনি, কেতকী, জীরা, রম্ভা, খর্জ্জূর ও জাতীপত্রের রস ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা তিনবার ভাবনা দিবে। এইরূপে এই রস প্রস্তুত হইলে, তাহা তিন রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। শিশুদিগের সন্তাপ, শোষ, বলহীনতা ও তৃষ্ণারোগে ইহা মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে, সহসা সেই সকল রোগের নিবারণ হয়। বাসকের রসের সহিত ইহা সেবন করিয়া

দুগ্ধান্ন পথ্য ভোজন করিলে, সাতদিন মধ্যে প্রমেহ রোগ প্রশমিত হয়। অথবা বাবলার নূতন পল্লবের রস ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন দিন সেবন করিলে, বিংশতি বৎসরের পুরাতন সর্ব্ববিধ প্রমেহ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা সেবনের পর একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত ঘৃত ও চিনি মিশ্রিত অন্ন পথ্য ভোজন করা আবশ্যক। প্রমেহ পঞ্চবিংশতি বৎসরের পুরাতন হইলে, ত্রিফলা চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিয়া, একুশদিন পর্য্যন্ত সদ্যোজাত গব্যঘৃতের সহিত পথ্য ভোজন কর্ত্তব্য। গোধূমের ক্বাথের সহিত তিন দিন এই ঔষধ সেবন করিলে, ত্রিশবৎসরের পুরাতন প্রমেহ নিবারিত হয়। ইহাতে ঘৃত ও গুড় মিশ্রিত অন্ন পথ্য দেওয়া উচিত। অঙ্গ সন্তপ্ত হইলে এবং দেহচ্ছিদ্র সকল স্ফুটিত (ফাটা ফাটা) হইলে, মধু ও ইক্ষুরসের সহিত এই ঔষধ তিন দিন সেবন করিয়া, তেঁতুল ও গুড়ের সহিত এবং দ্রাক্ষাদি ক্বাথের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপে তিন দিন এই ঔষধ সেবন করিয়া, দ্রাক্ষা ও চিনির সহিত পথ্য ভোজন করিলে, লঙ্ঘনজনিত দেহশোষও নিবারিত হইয়া থাকে। বাসুদেব নির্ম্মিত এই মেহধ্বান্তবিবস্বান নামক ঔষধ জগতের কল্যাণার্থ হরপার্ব্বতী প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫১—৬০

ভীমপরাক্রমঃ।

নাগং কপালমধ্যে ক্ষিপ্ত্বা চাগ্নিং বিশোধয়েৎ ক্রমশঃ।
চিঞ্চাকবচক্ষারং স্বল্পং স্বল্পং বিকীর্য্য কুন্তলেন ॥ ৬১ ॥
ভাগং পারদসীসং ঘৃষ্ট্বা ঘৃষ্ট্বা বিচূর্ণিতং সম্যক্।
তিলমানমাদিমধুনা তরবটবীজৈর্ম্মিশ্রিতং ক্রমশঃ ॥
মেহগণার্ত্তিবিনাশং সপিটকং কুষ্ঠমনিলং চ ॥ ৬২ ॥

প্রথমতঃ একখানি কটাহে করিয়া সীসক অগ্নিজ্বালে চড়াইবে, গলিয়া গেলে তাহাতে অল্প অল্প তেঁতুলছালের ভস্ম নিঃক্ষেপ করিয়া অনবরত হাতা দ্বারা নাড়িবে। তৎপরে ভস্মীভূত হইলে, সেই সীসক একভাগ ও পারদ একভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। এক তিল হইতে মাত্রা আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ সহ্যানুসারে ইহার মাত্রা বৃদ্ধি পূর্ব্বক, মধু ও কাশ্মীরদেশীয় তরবট নামক বীজের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ প্রমেহ এবং কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয় ॥ ৬১—৬২

কান্তাভ্রমণ্ডুরহরীতকীনাং বিচূর্ণিতানাং ক্রমশঃ শরাংশম্।
রসেন ভূতাংশমথো শরাংশং দ্বাত্রিংশদষ্টোত্তরমুত্তমায়াঃ ॥৬৩
শ্লক্ষং মৃদিত্বা গুলিকাং বিধায়
তক্রেণ পীতং তলপোটকস্য।
বীজং চ তেষাং দ্বিগুণং প্রকল্প্য
মেহাময়ানাশু জয়েৎ প্রমেহী ॥৬৪ ॥

যোগ।—কান্তলৌহ, অভ্র, মণ্ডুর ও হরীতকী প্রত্যেকের চূর্ণ পাঁচ ভাগ, পারদ পাঁচ ভাগ এবং ত্রিফলার চূর্ণ চল্লিশ ভাগ; এই সমুদায় একত্র উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় দ্বিগুণ পরিমিত তলপোটকের বীজ ও তক্রের সহিত সেবন করিলে, প্রমেহরোগী রোগমুক্ত হইতে পারে ॥ ৬৩ - ৬৪

* কাসীসং কৃষ্ণনাগং ক্ষিতধররুধিরং নীলমভ্রং সুকান্তং
হেমাঙ্গং ভূমিসারং সলিলরিপুদলং মেহতিষ্যারিবীজম্।
গোরেখা চালিমেদঃ ক্ষিতিরুহসহিতং শ্বেতগুঞ্জাঙ্ঘ্রিবীজং
কাপিত্থাস্থ্যগ্নিমিশ্রং ক্ষিতিফলসহিতং রোহিণী চাক্ষমিশ্রম্ ॥৬৫
সর্ব্বং সংপিষ্য তোয়ে করিবিজয়ভুবা মোদকানক্ষমাত্রান্ *
কুর্য্যাত্তক্রেণ দেয়ং ক্ষপয়তি নিখিলং মূত্ররোগং ত্রিরাত্রাৎ।
সপ্তাহাৎ কল্পনাশং তৃষমতিবহুলাং হন্তি পক্ষাদ্বিধত্তে
মাসাৎ সর্ব্বাঙ্গবৃদ্ধিং মুনিভিরভিহিতো মেহিনাং গুহ্যযোগঃ॥৬৬

হীরাকস, কৃষ্ণ সীসক, ক্ষিতিধর রুধির (শিলাজতু), কৃষ্ণ অভ্র, কান্তলৌহ, স্বর্ণ ভস্ম, ভূমিসার, সলিলরিপুর (পানার) পত্র, হরিদ্রা, তিষ্যা (আমলকী), অরিবীজ (খদিরসার), গোরেখা (সোমরাজীবীজ), বাবলা, ক্ষিতিরুহ ও শ্বেত গুঞ্জার মূল ও বীজ, কপিত্থের রস, ক্ষিতিফল, কটকী ও বহেড়া; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে বহেড়া ও সিদ্ধির ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া, দুই তোলা মাত্রায় মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক তক্রের সহিত তিন দিন

সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ মূত্ররোগ নিবারিত হয়। সপ্তাহ কাল সেবন করিলে রোগমুক্তি, এক পক্ষ কাল সেবন করিলে অতি প্রবল তৃষ্ণারোগ প্রশমিত হয়। এক মাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে, সমুদায় অঙ্গের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মুনিগণ প্রমেহরোগীর কল্যাণার্থ এই গুহ্যযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন॥ ৬৩-৬৬

ভীমপরাক্রমরসঃ।

তুল্যাভ্যাং রসগন্ধাভ্যাং কৃত্বা কজ্জলিকাং ত্র্যহম্।
দ্রাবয়িত্বায়সে পাত্রে মৃদুনা বদরাগ্নিনা॥ ৬৭॥
নিরুত্থমষ্টমাংশেন সীসভস্ম বিনিক্ষিপেৎ।
সংমিশ্রং কদলীপত্রে নিক্ষিপ্য তদনন্তরম্॥ ৬৮॥
আকৃষ্য পরিপিষ্ট্বাথ সীসভস্মপ্রমাণতঃ।
কান্তাভ্রসত্ত্বয়োর্ভস্ম রাজাবর্ত্তকভস্ম চ॥ ৬৯॥
পরিসিদ্ধং সগোমূত্রং শিলাধাতুং নিধায় চ।
খল্বে নিক্ষিপ্য তৎ সর্ব্বং যত্নেন পরিমর্দ্দয়েৎ॥ ৭০॥
তুল্যগুঞ্জাকুলীবীজচূর্ণকল্কোত্থবারিণা।
কতকাষ্ঠিত্বক্কষায়েণ নিম্বপত্ররসেন চ॥ ৭১॥
ততঃ সংশোষ্য সংচূর্ণ্য ক্ষিপ্ত্বা লৌহস্য ভাজনে।
ত্রিফলানাং কষায়েণ সপ্তধা পরিভাবয়েৎ॥ ৭২॥
আকুলীবীজবর্ব্বুরনির্য্যাসৌ ভৃষ্টচূর্ণিতৌ।
সমৌ রসসমৌ কৃত্বা রসেন সহ মর্দ্দয়েৎ॥ ৭৩॥
ইতি সিদ্ধরসঃ সোঽয়ং ভবেদ্ভীমপরাক্রমঃ।
নামতঃ সর্ব্বমেহঘ্নো দৃষ্টপ্রত্যয়কারকঃ॥ ৭৪॥
বল্লদ্বয়মিতো গ্রাহ্যো জলৈঃ পর্য্যুষিতৈঃ সহ।
পথ্যং মেহোচিতং দেয়ং বর্জ্জ্যং সর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥৭৫॥

সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক একত্র তিন দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। তৎপরে লৌহ পাত্রে করিয়া, কুলকাঠের অগ্নিতে তাহা দ্রবীভূত করিবে এবং অষ্টমাংশ পরিমিত নিরুত্থ সীসক-ভস্ম তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কদলীপত্রে ঢালিয়া ও কদলীপত্র বেষ্টিত মৃত্তিকাপোট্‌লীর চাপ দিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া, সীসকের সমপরিমিত কান্তলৌহ অভ্র ও রাজাবর্ত্ত ভস্ম এবং গোমূত্র-শোধিত শিলাজতু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। তুল্যপ্রমাণ গুঞ্জাবীজ ও আকুলীবীজের কল্ক মিশ্রিত জল, কতকমূলের ক্বাথ, নিম্বপত্রের রস এই সমুদায় দ্রব্যের সহিত ঐ সকল ঔষধ খলে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে, পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে এবং ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে। পরিশেষে আকুলীবীজ ও বাবলার নির্য্যাস (আটা) ভর্জ্জিত করিয়া চূর্ণ করিবে এবং সেই চূর্ণ রসতুল্য পরিমাণে রসের সহিত মিশ্রিত করিবে। এইরূপে ভীমপরাক্রম রস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্ববিধ মেহরোগ নাশক। ইহার ফল প্রত্যক্ষীকৃত। দুই বল্ল অর্থাৎ ছয় রতি মাত্রায় এই ঔষধ পর্য্যুষিত জলের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধ সেবন কালে মেহোচিত পথ্য ভোজন এবং অপথ্য পরিত্যাগ করা আবশ্যক॥ ৬৭—৭৫

সঞ্জীবনঃ।

পলমাত্রং রসং শুদ্ধং বরনাগসমন্বিতম্।
নিক্ষিপ্য পাতনাযন্ত্রে ত্রিংশদ্বারাণি পাতয়েৎ॥ ৭৬॥
সমাহরেদ্রসং সম্যক্ পাতনাযন্ত্রকে মৃতম্।
মৃতে রসে ক্ষিপেত্তুল্যং ভূপালাবর্ত্তভস্মকম্॥ ৭৭॥
নিরুত্থং ত্রপুভস্মাপি নিক্ষিপেদষ্টমাংশতঃ।
ততো নিম্বদলদ্রাবৈস্ত্রিংশদ্বারং হি ভাবয়েৎ॥ ৭৮॥
ততঃ সংশোষ্য সংচূর্ণ্য ক্ষিপেদ্বরকরণ্ডকে॥ ৭৯॥
সঞ্জীবনোঽয়ং খলু বল্লমানো
নিশাকুলীচূর্ণযুতঃ সতক্রঃ।
নিহন্তি সর্ব্বানপি মেহরোগান্
নৃণাং নিতান্তং কুরুতে ক্ষুধাং চ॥ ৮০॥

একপল শোধিত পারদ ও সীসক একত্র মিশ্রিত করিয়া, পাতনযন্ত্রে ত্রিশবার পাতিত করিবে। তৎপরে সেই মৃত পারদ সংগ্রহ করিয়া, তাহার সহিত সমপরিমিত রাজাবর্ত্ত ভস্ম এবং অষ্টমাংশপরিমিত বঙ্গ ভস্ম মিশ্রিত করিবে এবং নিম্বপত্রের রস দ্বারা ত্রিশবার ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। তিন রতি মাত্রায় এই সঞ্জীবন রস, হরিদ্রা ও আকুলীবীজ চূর্ণ এবং তক্রের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ মেহরোগ নিবারিত হয় ও অত্যন্ত ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়॥ ৭৬-৮০

মেহমর্দ্দনঃ।

শুদ্ধসীসোদ্ভবং ভস্ম নির্ব্যূঢ়ং ব্যোম্নি সপ্তধা।
ততো বিচূর্ণ্য তন্মধ্যে কান্তভস্ম সমং ক্ষিপেৎ ॥ ৮১ ॥
গোমূত্রকশিলাধাতুদ্রবেণ পরিমর্দ্দয়েৎ।
শোষয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ ক্ষিপেন্নাগকরণ্ডকে ॥ ৮২ ॥
মেহমর্দ্দননামায়ং দিষ্টো ভালুকিনা খলু।
গুঞ্জাদ্বয়মিতো দেয়ো নিম্বামলকসংযুতঃ ॥ ৮৩ ॥
নিহন্তি সকলান্ মেহান্ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতান্।
তত্তদ্রোগহরৈর্দ্রব্যৈঃ সর্ব্বরোগনিবর্হণঃ।
রোগানুরূপং দাতব্যং পথ্যমত্র যথোচিতম্ ॥ ৮৪ ॥

সাতবার অভ্র সহ মারিত সীসকের ভস্ম চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত সমপরিমিত কান্ত-লৌহ ভস্ম মিশ্রিত করিবে। অতঃপর গোমূত্র ও শিলাজতুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে এবং সীসক পাত্রে সেই ঔষধ রাখিয়া দিবে। এই মেহমর্দ্দন রস ভালুকির উপদিষ্ট। ইহা দুই রতি মাত্রায় নিম ও আমলকীর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উপদ্রব সংযুক্ত সকল প্রকার মেহরোগ নিবারিত হয়। তত্তদ্ রোগনাশক দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা সকল রোগই প্রশমিত হইয়া থাকে। ঔষধ সেবন কালে রোগানুরূপ পথ্য ভোজন আব-শ্যক ॥ ৮১—৮৪

রামবাণরসঃ।

ত্রপুণা নিহতং তারং স্বর্ণং নাগহতং তথা।
মৃতসূতং তয়োস্তুল্যং মর্দ্দয়েদ্দিবসত্রয়ম্ ॥ ৮৫ ॥
আকুলীমূলজৈঃ ক্বাথৈঃ শোষয়িত্বা মুহুর্ম্মুহুঃ।
তাপ্যবৈক্রান্তরাড়্বর্ত্তভস্ম সর্ব্বসমং ক্ষিপেৎ ॥ ৮৬ ॥
বিমর্দ্দ্য বল্লিনা সর্ব্বং বোঢ়া তুষপুটৈঃ পচেৎ।
আকুলীবীজবর্ব্বুরক্বথিতৈর্ভাবয়েৎত্রিধা ॥ ৮৭ ॥
তং রসং পরিচূর্ণ্যাথ স্থাপয়েৎ কূপিকোদরে।
গুড়ূচীসত্বসংযুক্তো বল্লতুল্যো রসস্ত্বয়ম্ ॥ ৮৮ ॥
নিহন্তি সকলং মেহং মোহধ্বান্তমিবেশ্বরঃ।
বাণবদ্রামচন্দ্রস্য সজ্জনস্যেব ভাবিতম্ ॥ ৮৯ ॥
ন যাতি জাতু মেহিত্বং রামবাণো রসোত্তমঃ ॥ ৯০ ॥

বঙ্গের সহিত মারিত রৌপ্য একভাগ এবং সীসকের সহিত মারিত স্বর্ণ এক ভাগ ও জারিত পারদ দুইভাগ, একত্র আকুলীমূলের রসের সহিত তিনদিন মর্দ্দন করিয়া বারং-বার শুষ্ক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত স্বর্ণমাক্ষিক, বৈক্রান্ত ও রাজাবর্ত্ত ভস্ম প্রত্যেক সমষ্টির সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, এবং তুষপুটে ছয় বার পাক করিবে। পরিশেষে আকুলীবীজ ও বাবলার ক্বাথের তিনবার ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া কূপিকামধ্যে রাখিবে। এই রস তিন রতি মাত্রায় গুলঞ্চের সত্বের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রামবাণ দ্বারা মোহান্ধকার নাশের ন্যায় সকল প্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হয়। এই রামবাণ রস সেবন করিলে, আর কখনও মেহরোগাক্রান্ত হইতে হয় না ॥ ৮৫—৯০

রাজমৃগাঙ্করসঃ।

সুবর্ণং রজতং কান্তং তাম্রং ত্রপু সসীসকম্।
ভস্মীকৃত্য চ তৎ সর্ব্বং ক্রমবৃদ্ধ্যা কৃতাংশকম্ ॥ ৯১ ॥
ব্যোমসত্বভবং ভস্ম সর্ব্বৈস্তুল্যং প্রকল্পয়েৎ।
কজ্জলীং সূতরাজস্য সর্ব্বৈরেতৈঃ সমাংশিকাম্ ॥ ৯২ ॥
প্রদ্রাব্য লোহভস্মাথ পূর্ব্বভস্ম বিনিক্ষিপেৎ।
কাষ্ঠেনালোড্য তৎ সর্ব্বং সদ্রবং হি সমাহরেৎ ॥ ৯৩ ॥
ততো বিচূর্ণ্য তৎ সর্ব্বং সপ্তবারং বিভাবয়েৎ।
আকুলীবীজসংভূতক্বাথলেহেন যত্নতঃ ॥ ৯৪ ॥
রুদ্ধং তন্মল্লমূষায়াং সর্ব্বং সংস্বেদয়েচ্ছনৈঃ।
ইতি সিদ্ধো রসেন্দ্রোঽয়ং চূর্ণিতঃ পটগালিতঃ ॥ ৯৫ ॥
কান্তপাত্রস্থিতৈ রাত্রৌ জলৈস্ত্রিফলসংযুতৈঃ।
বল্লত্রয়মিতঃ প্রাতর্দ্দাতব্যো মেহরোগিণাম্ ॥ ৯৬ ॥
মৃগচারিমুনীন্দ্রেণ মেহব্যূহবিনাশনঃ।
নির্দ্দিষ্টোঽয়ং রসো রাজমৃগাঙ্ক ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৭ ॥
দীপনঃ পাচনো বৃষ্যো গ্রহণীপাণ্ডুনাশনঃ।
তাপঘ্নো রুচিকৃৎ সর্ব্বরোগঘ্নো যোগসংবৃতঃ ॥ ৯৮ ॥

স্বর্ণভস্ম একভাগ, রৌপ্য ভস্ম দুইভাগ, কান্তলৌহভস্ম তিনভাগ, তাম্রভস্ম চারিভাগ, বঙ্গভস্ম পাঁচভাগ, সীসকভস্ম ছয়ভাগ, অভ্রভস্ম

এই ছয়টি দ্রব্যের সমান এবং পারদের কজ্জলী সর্ব্বসমষ্টির সমান। প্রথমতঃ লৌহ-ভস্ম দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে অন্যান্য ভস্ম নিঃক্ষেপ করিবে এবং কাষ্ঠদ্বারা আলোড়ন করিবে। দ্রব থাকিতে থাকিতে সমুদ্রায় দ্রব্য খলে ঢালিয়া শুষ্ক হইলে তাহা চূর্ণ করিবে। তৎপরে তাহাতে আকুলীবীজের ক্বাথদ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া মল্লমূষায় রুদ্ধ করিবে এবং ধীরে ধীরে স্বিন্ন করিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া লইবে। রাত্রিতে কান্তলৌহপাত্রে ত্রিফলা ভিজাইয়া, প্রাতঃ-কালে সেই জলের সহিত এই ঔষধ তিন বল্ল (নয় রতি) মাত্রায় মেহরোগীকে প্রয়োগ করিবে। মেহকুলবিনাশক এই রস মৃগচারী মুনীন্দ্র কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিল, এইজন্য ইহা রাজমৃগাঙ্ক নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা অগ্নির উদ্দীপক, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ নাশক, সন্তাপনিবারক, রুচিকর, এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বরোগনাশক ॥ ৯১—৯৮

গন্ধক সাধিত রাজাবর্ত্ত ভস্ম, রাজাবর্ত্ত ভস্ম সাধিত অভ্রসত্ব ও কান্তলৌহ-ভস্ম প্রত্যেক এক ভাগ; অভ্রসত্ব ও অন্যান্য মারক দ্রব্যের সহিত মারিত পারদ সমষ্টির সমান, এবং পারদের সমান গন্ধক। প্রথমতঃ পারদ ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, তৎপরে তাহার সহিত অন্যান্য ভস্ম মিশ্রিত করিয়া তিনদিন মর্দ্দন করিবে। অতঃপর মূষারুদ্ধ করিয়া পাঁচ আঢ়ক শালিধান্যের তুষদ্বারা পুটপাক করিবে। পরিশেষে আকুলী-মূল বাবলার বীজ ও গুঞ্জার মূলের কষায় দ্বারা আটবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে ও বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। এই ঔষধ মেহ নাশক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, দুরাত্মার উপকারের ন্যায় মেহ রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়। এই সর্ব্বরোগ নাশক রস সকল ঔষধের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ধার্ম্মিক জন-গণের মধ্যে দয়াবান্ মানবের ন্যায় মেহনাশক ঔষধ সমূহের মধ্যে পরিগণিত ইহা নন্দীকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৯৯—১০৬

মেহহরঃ।

রাজাবর্ত্তস্য রত্নস্য ভস্ম গন্ধকসাধিতম্।
হতং চ ভস্মনা তেন বনসত্বং চ কান্তকম্ ॥ ৯৯ ॥
নিহতং তেন সূতং চ তত্তন্মারণকৈঃ সহ।
সূত্বতুল্যেন সূতেন তাবতা গন্ধকেন চ ॥ ১০০ ॥
কজ্জল্যা কৃতয়া সার্দ্ধং পূর্ব্বভস্ম নিয়োজয়েৎ।
ত্রিদিনং মর্দ্দয়িত্বা তু মূষায়াং বিনিরুধ্য চ ॥ ১০১ ॥
পঞ্চাঢ়কমিতৈঃ শালিতুষৈশ্চ পুটমাচরেৎ।
সাঙ্গশীতং সমাহৃত্য ভাবয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ১০২ ॥
আকুলীমূলবর্ব্বুরবীজগুঞ্জাজটোদ্ভবৈঃ।
কষায়ৈরষ্টবারাণি পটচূর্ণং বিধায় তৎ ॥ ১০৩ ॥
বিনিক্ষিপেৎ করণ্ডান্তে যত্নেন স্থাপয়েত্ততঃ।
ততঃ মেহহরৈর্দ্রব্যৈঃ সংযুক্তো রসরাড়য়ম্ ॥ ১০৪ ॥
নিহন্তি সকলান্ রোগান্ দুরাত্মোপকৃতীরিব।
অয়ং হি সর্ব্বরোগঘ্নো ভেষজেষু প্রশস্যতে ॥ ১০৫ ॥
ধার্ম্মিকেষ্বিব সর্ব্বেষু দয়াবানিব মানবঃ।
রসোঽয়ং নন্দিনা দিষ্টঃ প্রদিষ্টো মেহহারিষু ॥ ১০৬ ॥

উদয়ভাস্করঃ।

পারদং ভাগমেকং তু গন্ধকং টঙ্কণং তথা।
অভ্রকং লোহমেবং তু ভাগমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০৭ ॥
শিলাধাতুস্তথা ভাগমম্লবেতসভাগকম্।
কটূফলং ভাগমেকং তু বঙ্গেন সহ যোজয়েৎ ॥ ১০৮ ॥
রসং চ পঞ্চমূত্রেণ দিনানি ত্রীণি মর্দ্দয়েৎ।
সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য জম্বীররসসংযুতম্ ॥ ১০৯ ॥
মর্দ্দয়েদ্দিনচত্বারি খল্বকে বুদ্ধিমান্ ভিষক্।
মৃত্তিকালেপনং কুর্য্যাৎ মাংসীগোক্ষুরসংযুতম্ ॥ ১১০ ॥
মর্দ্দয়েচ্চ যথাযোগ্যং দিনানামেকবিংশতিম্।
পুটমধ্যে পরিস্থাপ্য কুক্কুটীমাত্রকে দহেৎ ॥ ১১১ ॥
শীতলং তং সমাদায় ভাবয়েচ্চ যথাক্রমম্।
কুমারীচিত্রকব্যোষজা ত্রিফলহিমাবলী ॥ ১১২ ॥
বিষমুষ্টিং নখং চাম্লবেতসং পরিমর্দ্দয়েৎ।
শোষং কৃত্বা যথাযোগ্যং দিনমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১৩
তং শুষ্কং বল্লমাত্রং তু দাপয়েদ্বুদ্ধিমান্ ভিষক্।
মেহস্য মধুনা যুক্তং প্রযোজ্যং ভিষজাং বরৈঃ ॥ ১১৪ ॥

শর্করার্দ্রকসংযুক্তং রক্তপিত্তে প্রযোজয়েৎ।
ত্রিংশদ্দিনানি দাতব্যং শূলে চ ত্রিফলাজলৈঃ ॥ ১১৫ ॥
মধুনা চাতিসারস্য শ্বাসকাসস্য শর্করা।
ক্ষীরেণ চাগ্নিমান্দ্যস্য তৈলকাঞ্জিকসংযুতম্।
সিদ্ধনাথেন সংপ্রোক্তো নাম্না হৃদয়ভাস্করঃ ॥ ১১৬ ॥

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, অম্লবেতস, কট্‌ফল ও বঙ্গ প্রত্যেক এক একভাগ, পঞ্চমূত্রের সহিত তিন দিন, প্রথমে পারদ মর্দ্দন করিবে। পরে সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জামীরের রসের সহিত চারিদিন, এবং জটামাংসী ও গোক্ষুরের ক্বাথের সহিত একুশ দিন মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে রুদ্ধ করিবে এবং কুক্কুটী পুটে পাক করিবে। শীতল হইলে, যথাক্রমে তাহাতে ঘৃতকুমারী, চিতামূল, ত্রিকটু, জায়ফল, হিয়াবলী (সোনাক্ষীরুই), কুঁচিলা, নখী, অম্লবেতস ইহাদের ভাবনা দিয়া এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। শুষ্ক হইলে, এই ঔষধ তিন রতি মাত্রায় মেহরোগ নাশের জন্য মধুর সহিত, রক্তপিত্ত নিবারণ জন্য চিনি ও আদার রস সহ, শূলরোগে ত্রিফলার জলের সহিত, অতিসারে মধুসহ; শ্বাস কাসে চিনি ও দুগ্ধের সহিত এবং অগ্নিমান্দ্যে তৈল ও কাঁজির সহিত, ত্রিশদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসক প্রয়োগ করিবেন। এই উদয়ভাস্কর রস সিদ্ধনাথ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ॥ ১০৭—১১৬

হিমাংশুঃ।

পিষ্ট্বা কার্পাসতক্রে রসধরণদৃশা তুল্যনাগং কপিত্থাৎ
নির্য্যাসং পঞ্চনিষ্কং নিহিতশতদলারাতিবীজং চ পশ্চাৎ।
পিণ্ডান্ কৃত্বাথ তেন প্রতিদিনমথ তৎ পিণ্ডমেকং কপিত্থাৎ
নির্য্যাসং পাদনিষ্কং মথিতমধুযুতং মেহজালং রুণদ্ধি ॥ ১১৭

পারদ অর্দ্ধতোলা, ও সীসক অর্দ্ধতোলা, একত্র কার্পাসবীজ ও তক্রের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত কপিত্থ-নির্য্যাস ও শতদলারাতি (দন্তী) বীজ প্রত্যেক পাঁচ নিষ্ক (২০ মাষা) মিশ্রিত করিয়া, পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ সেই পিণ্ড একটি এবং কপিত্থ-নির্য্যাস একমাষা একত্র মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া সেবন করিলে, মেহরোগ সমূহ নিবারিত হয় ॥ ১১৭

রসস্য কর্ষমাদায় খল্বে নিক্ষিপ্য বুদ্ধিমান্।
রক্তাগস্ত্যপ্রসূনস্য স্বরসেন বিমর্দ্দয়েৎ ॥ ১১৮ ॥
সপ্তবারং তথা সাধু শ্বেতদূর্ব্বারসেন চ।
নিষ্কদ্বয়ং টঙ্কণং চ কর্ষং খাদিরসারতঃ ॥ ১১৯ ॥
কর্পূরং রসতুল্যং চ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
যাবচ্চিক্কণতাং যাতি যুক্ত্যা চন্দনবারিণা ॥ ১২০ ॥
হরেণুমাত্রান্ বটকান্ ছায়ায়াং পরিশোষিতান্।
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত মধ্যাহ্নে চ বিশেষতঃ ॥ ১২১ ॥
নিশায়াং চ বিশেষেণ সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ।
এতদ্ধি মেহসুদ্দ্ব্যং মুখশোষহরং পরম্ ॥ ১২২ ॥
সোমরোগহরং সর্ব্বপিটিকানাশনং পরম্ ॥ ১২৩ ॥

দুইতোলা পারদ রক্ত বকফুলের পাতার রসের সহিত খলে মর্দ্দন করিবে এবং ঐ পত্রের রস ও শ্বেত দূর্ব্বার রসদ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে। তৎপরে সোহাগা দুই নিষ্ক (৮ মাষা), খদির সার দুইতোলা ও কর্পূর দুইতোলা তাহাতে নিঃক্ষেপপূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া চিক্কণ করিবে। পরিশেষে উপযুক্ত ঘৃষ্ট চন্দনের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুদ্গপ্রমাণ বটিকা করিবে এবং বটিকা গুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিশেষতঃ মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে সেবন করিলে, মেহরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা মুখশোষনিবারক, সোমরোগ নাশক এবং সর্ব্ববিধ পিটিকা (পিড়কা) নিবারক ॥ ১১৮—১২৩

বসন্তকুসুমাকরঃ।

দ্বিভাগৌ হেমভূতেশ্চ গগনং চাপি তৎসমম্।
লোহস্য চ ত্রয়ো ভাগাশ্চত্বারো রসভস্মনঃ ॥ ১২৪ ॥
বঙ্গভস্ম ত্রিভাগং স্যাৎ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
প্রবালং মৌক্তিকং চৈব রসসাম্যেন যোজয়েৎ ॥ ১২৫ ॥
ভাবনা গব্যদুগ্ধেন ইক্ষুবাসারসেন চ।
হরিদ্রাবারিজেনৈব মোচাকন্দরসেন চ ॥ ১২৬ ॥
শতপত্ররসেনৈব মালত্যাঃ কুসুমেন চ।
উশীরদ্বয়নীরেণ সপ্ত সপ্ত চ সংখ্যয়া ॥ ১২৭ ॥

পশ্চান্মৃগমদা ভাব্যং সুসিদ্ধো রসরাড্ভবেৎ।
কুসুমাকরবিখ্যাতো বসন্তপদপূর্ব্বকঃ॥ ১২৮॥
গুঞ্জামাত্রং হ্নদীতাস্তু মধুনা সর্ব্বমেহজিৎ।
ক্ষয়কাসতৃষাশ্বাসরক্তপিত্তবিষার্ত্তিজিৎ।
সিতাচন্দনসংযুক্তশ্চাম্লপিত্তাদিরোগনুৎ॥ ১২৯॥

স্বর্ণভস্ম দুইভাগ, অভ্রভস্ম দুইভাগ, লৌহ ভস্ম তিনভাগ, পারদভস্ম চারিভাগ, বঙ্গ ভস্ম তিনভাগ, প্রবাল চারিভাগ ও মুক্তাভস্ম চারি ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহাতে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকের রস, হরিদ্রার রস, কদলীমূলের রস, পদ্মফুলের রস, মালতী ফুলের রস, বেণামূল ও উশীরের রস, এই সকলের সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া,পরিশেষে মৃগনাভির ভাবনা দিবে। এই বসন্তকুসুমাকর নামক রস এক রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ মেহরোগ এবং ক্ষয়, কাস, তৃষ্ণা, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নিবারিত হয়। চিনি ও চন্দনের সহিত অম্লপিত্তাদি রোগে ইহা প্রয়োগ করা আবশ্যক॥ ১২৪—১২৯

মেহারিঃ।

পারদভস্মশিলাজতুকৃষ্ণালোহমল ত্রিফলাকুলিবীজম্।
তাপ্যনিশারজকোপলকান্তব্যোষরজঃ খপুরশ্চ কপিত্থাৎ॥১৩০॥
সর্ব্বমিদং পরিচূর্ণ্য সমাংশং ভাবিতভৃঙ্গরসং দিবসাদৌ।
বিংশতিবারমিদং মধুলেহং বিংশতিমেহহরং হরদিষ্টম্॥১৩১॥

পারদভস্ম, শিলাজতু, পিপুল, মণ্ডূর, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী ও বহেড়া), আকুলীবীজ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিদ্রা, কান্তপাষাণ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল ও মরিচ), সুপারি ও কপিত্থ প্রত্যেক সমভাগ, এই সমস্ত দ্রব্যে বিংশতিবার ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিবে। মধুর সহিত এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়। ইহা মহাদেবোক্ত ঔষধ॥ ১৩০—১৩১

সূতং বাহুমিতং বলিং শশিমিতং সংমর্দ্দ্য তৎ কজ্জলীং
কৃত্বা কৃষ্ণহিরণ্যতোয়সহিতং সংমর্দ্দ্য যত্নং পুনঃ।
কূপ্যামভ্রককালিকাং সুপিহিতাং মৃৎস্নাংশুকৈঃ সপ্তভিঃ
সংবেষ্ট্য ত্রিদিনং বিশোষ্য লবণাপূর্ণে ক্ষিপেদ্ভাণ্ডকে॥১৩২
দদ্যাৎ যামচতুষ্টয়ে তু শিশিরাং ভিত্ত্বা চ তাং কূপিকাং
তং সূতং দ্বিলবং লবং চ গগনং লোহং লবং মর্দ্দয়েৎ।
সিদ্ধো বল্লমিতঃ সিতা চ মধুনা বৎসাদনীসত্ত্বতো
নো চেৎ ক্ষৌদ্রকণাযুতশ্চ তরসা সর্ব্বপ্রমেহান্ জয়েৎ॥১৩৩
রোগাধীশ্বরপাণ্ডুকামলহরিদ্রাভবপিত্তোদ্ভবান্
সর্ব্বাংশ্চ প্রদরানয়ান্ বিজয়তে মেহারিনামা রসঃ॥১৩৪॥

অন্যবিধ।—পারদ দুইভাগ ও গন্ধক একভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। সেই কজ্জলী কৃষ্ণ হিরণ্যের জলের (কালধুতুরার রস) সহিত এক দিন মর্দ্দন করিয়া, একটি কূপীর মধ্যে তাহা নিহিত করিবে এবং কূপীর মুখে অভ্রখণ্ডদ্বারা আচ্ছাদন দিবে। কূপীর উপরে বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা সাতবার লেপন দিয়া তিনদিন শুষ্ক করিবে এবং লবণপূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে স্থাপিত করিয়া চারি প্রহর কাল পাক করিবে। শীতল হইলে কূপিকা ভাঙ্গিয়া তন্মধ্য হইতে পারদ সংগ্রহ করিবে। সেই পারদ দুইভাগ, অভ্র একভাগ ও লৌহ একভাগ একত্র মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ছয় রতি মাত্রায়, মধু চিনি ও গুলঞ্চের সত্ত্ব সহ, তাহার অভাবে মধু ও পিপুল চূর্ণের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ প্রমেহ রোগ নিরাকৃত হয়। রোগরাজ (যক্ষ্মা), পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা, পিত্তজনিত রোগ সমূহ এবং প্রদর রোগও মেহারি নামক রসদ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৩২—১৩৪

মেহবদ্ধরসঃ।

ভস্মসূতং মৃতং কান্তং মুণ্ডভস্ম শিলাজতু।
তাপ্যং শুদ্ধং শিলাব্যোষং ত্রিফলাঙ্কোলবীজকম্॥১৩৫॥
কপিত্থরজনীচূর্ণং সমং সংভাব্য ভৃঙ্গিনা।
ত্রিংশদ্বারং বিশোষ্যাথ মধুযুক্তং লিহেৎ সদা॥
নিষ্কমাত্রং হরেৎ মেহান্ মেহবদ্ধো রসো মহান্॥ ১৩৬

জারিত পারদ, জারিত কান্ত লৌহ, জারিত মুণ্ড লৌহ, শিলাজতু, শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী ও বহেড়া), অঙ্কোল বীজ, কপিত্থচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ প্রত্যেক

সমভাগ; এই সকল দ্রব্যে ত্রিশবার ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিয়া তাহা শুষ্ক করিবে। এই মেহ বদ্ধ নামক ঔষধ এক নিষ্ক (চারি মাষা) মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে, মেহ রোগ নিবারিত হয়॥ ১৩৫—১৩৬

মহানিম্বস্য বীজানি ষন্নিষ্কং পেষিতানি তু।
পলং তণ্ডুলতোয়েন ঘৃতনিষ্কদ্বয়েন চ॥
একীকৃত্য পিবেচ্চানু হন্তি মেহং চিরন্তনম্॥ ১৩৭॥

যোগ।—ছয় নিষ্ক (২৪ মাষা) মহানিম্বের বীজ, একপল (৮ তোলা) পরিমিত তণ্ডুল জলের সহিত পেষণ করিয়া, দুই নিষ্ক (৮ মাষা) ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অতি পুরাতন মেহরোগও বিনষ্ট হয়॥ ১৩৭

হরিশঙ্কররসঃ।

মৃতং সূতাভ্রকং তুল্যং ধাত্রীফলনিজদ্রবৈঃ॥ ১৩৮॥
সপ্তাহং ভাবয়েৎ খল্বে রসোঽয়ং হরিশঙ্করঃ।
মাষমেকাং বটীং খাদেন্নীলমেহপ্রশান্তয়ে॥ ১৩৯॥
পূর্ব্বযোগানুপানং স্যাদসাধ্যং সাধয়েৎ ক্ষণাৎ॥১৪০॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীমেহসোমরোগপিটিকা-চিকিৎসিতং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

জারিত পারদ ও অভ্র সমপরিমিত, একত্র আমলকীর রসের সহিত সপ্তাহকাল মর্দ্দন করিয়া একমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। নীলমেহ শান্তির জন্য এই ঔষধ সেবন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত যোগ অনুপান করিলে, অসাধ্য মেহ রোগও প্রশমিত হয়॥ ১৩৮—১৪০

ইতি রসরত্নসমুচ্চয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি চিকিৎসিত নামক সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ বিদ্রধ্যাদিচিকিৎসিতম্।

অথ বিদ্রধিচিকিৎসা।

অন্নৈরধ্যুষিতোষ্ণশুষ্করূক্ষৈরন্যৈরসৃগ্‌দূষণৈ-
র্বক্রৈর্বা শয়নাদিভিস্তনুভৃতামন্তর্বহির্বোত্থিতঃ।
মেদস্ত্বক্‌পলকণ্ডরাস্থিরুধিরং গাঢ়ং প্রদুষ্য কৃতো
বৃত্তঃ স্যাদথবায়তোঽধিকরুজঃ শোথস্ত্বসৌ বিদ্রধিঃ॥১॥

বিদ্রধি লক্ষণ।—পর্য্যুষিত, উষ্ণ, শুষ্ক ও রুক্ষ অন্ন ভোজন করিলে, অথবা অন্যান্য রক্তদুষ্টি কারক দ্রব্য ভোজন করিলে, এবং বক্রভাবে শয়নাদি করিলে; শরীরিগণের শরীরের মধ্যে বা বাহিরে মেদঃ, ত্বক্, মাংস, কণ্ডরা, অস্থি ও রক্ত অত্যন্ত দূষিত হইয়া, বৃত্তাকার বা দীর্ঘাকার অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্রধি কহে॥ ১

সর্ব্বেশ্বরপর্প টী।

রসোপরসলোহানি কার্ষিকাণি পৃথক্ পৃথক্।
তেষু লোহানি সর্ব্বাণি পাষাণাঃ কঠিনাস্তথা॥ ২॥
ঘনসত্ত্বং চ তৎ সর্ব্বং ভস্মীকৃত্য প্রযোজয়েৎ।
রত্নানি বল্লতুল্যানি ভস্মীকৃত্য চ সর্ব্বশঃ॥ ৩॥
এভ্যশ্চতুর্গুণঃ সূতো গন্ধস্তস্মাচ্চতুর্গুণঃ।
কৃত্বা কজ্জলিকাং তাভ্যাং ক্ষিপেল্লোহস্য ভাজনে॥৪॥
প্রদ্রাব্য বদরাঙ্গারৈর্নিক্ষিপেত্তদনন্তরম্।
রসোপরসলোহানাং রত্নানামপি সর্ব্বশঃ॥ ৫॥
চূর্ণং ভস্ম চ নিক্ষিপ্য কাষ্ঠেনালোড্য মেলয়েৎ।
ততশ্চ ষোড়শাংশেন মিশ্রয়িত্বারুণং বিষম্॥ ৬॥
গোময়োপরি নিক্ষিপ্য নিক্ষিপেৎ কদলীদলে।
পত্রেণান্যেন রম্ভায়াঃ সমাচ্ছাদ্য প্রযত্নতঃ॥ ৭॥
করাভ্যাং চিপিটীকৃত্য ক্ষিপেদুপরি গোময়ম্।
ততঃ শীতং সমাকৃষ্য চূর্ণয়িত্বা চ পর্পটীম্॥ ৮॥

বিনিক্ষিপেৎ করণ্ডান্তঃ সংপূজ্য রসভেষজম্।
সর্ব্বেশ্বরাভিধানেয়ং পর্পটী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৯ ॥
সর্ব্বলোকহিতার্থায় নন্দিনেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
রক্তিযুক্তসমানেয়ং মরিচার্দ্রসমন্বিতা ॥ ১০ ॥
বিদ্রধৌ ষট্‌প্রকারায়াং দেয়া ব্রধ্নেষু সপ্তসু।
ক্ষয়রোগেষু সর্ব্বেষু পাণ্ডুরোগে বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥
গ্রহণীরোগভেদেষু গুল্মেষ্বষ্টবিধেষু চ।
মূলরোগেষ্বর্শঃসু প্লীহার্থে যকৃদাময়ে ॥ ১২ ॥
প্রমেহে সোমরোগে চ প্রদরে জঠরার্ত্তিষু।
বিশেষেণ চ মন্দাগ্নৌ সর্ব্বেষ্বাবর্ত্তকেষু চ ॥ ১৩ ॥
অনুক্তেষ্বপি রোগেষু তত্তদৌচিত্যযোগতঃ।
রসোঽয়ং খলু দাতব্যঃ শিবতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ১৪ ॥
যৎ যৎ দ্রব্যমসাত্ম্যং হি জনানামুপজায়তে।
তৎ সর্ব্বং সাত্ম্যমায়াতি রসস্যাস্য নিষেবণাৎ ॥ ১৫ ॥
পীতং হালাহলং তোয়ং পর্ব্বতাগ্রে বরোদ্ধৃতম্।
সলিলং তৈলতুল্যং নির্জ্জলং স্যাৎ সুবারিণা।
দুঃসাধ্যো বিদ্রধির্মাসাচ্ছান্তিমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।

প্রথমতঃ রস, উপরস, ধাতু, কঠিন (খড়ি), পাষাণ ও ঘন সত্ত্ব দ্রব্য সমূহ প্রত্যেক দুই তোলা পরিমাণে, এবং রত্ন সমূহ তিনরতি পরিমাণে গ্রহণ করিবে। ইহাদের মধ্যে রস ও উপরস ব্যতীত অন্য দ্রব্য সকল ভস্ম করিবে। ঐ সমুদায় দ্রব্যের চতুর্গুণ পারদ এবং পারদের চতুর্গুণ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া, লৌহ পাত্রে স্থাপন করিবে এবং কুলকাঠের অঙ্গারাগ্নি দ্বারা তাহা দ্রবীভূত করিবে। তৎপরে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত রস, উপরস, ধাতু ও রত্নের ভস্ম ও চূর্ণ এবং ষোড়শাংশ পরিমিত রক্ত দারুমুজ বিষ নিঃক্ষেপ করিয়া কাষ্ঠদ্বারা আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে এবং গোময়ের উপর কদলীপত্র পাতিয়া তাহাতে সেই গালিত দ্রব্য ঢালিবে এবং কদলী পত্রাচ্ছাদিত একটী গোময় পোটলীর চাপ দিয়া চেপটা করিবে। শীতল হইলে, পর্পটী চূর্ণ করিয়া রস দেবতার অর্চ্চনা পূর্ব্বক করণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা সর্ব্বেশ্বরপর্পটী নামে অভিহিত। সর্ব্বলোক হিতের জন্য নন্দী ইহা উপদেশ করিয়াছিলেন। এই ঔষধ একরতি মাত্রায় মরিচচূর্ণ ও আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ছয় প্রকার বিদ্রধি রোগে প্রয়োগ করিবে। সপ্তবিধ ব্রধ্নরোগে, সর্ব্ববিধ ক্ষয়রোগে বিশেষতঃ পাণ্ডুরোগে, গ্রহণীরোগে, অষ্টবিধ গুল্মে, সর্ব্ববিধ মূলরোগে (অর্শোরোগে), প্লীহা ও যকৃৎ রোগে, প্রমেহে, সোমরোগে, প্রদরে, উদররোগে, অগ্নিমান্দ্যে, উদাবর্ত্তে এবং অনুক্ত অন্যান্য রোগে উপযুক্ত অনুপান সহ এই শিবতুল্য শক্তিশালী ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। যে সকল দ্রব্য মনুষ্যগণের অসাত্ম্য অর্থাৎ অনুপকারী, সেই সমস্ত দ্রব্যও এই রস সেবনে সাত্ম্য হয়। এই ঔষধ সেবনে দুঃসাধ্য বিদ্রধি রোগও একমাস মধ্যে নিশ্চিত নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২—১৬

বরুণাবল্কলক্বাথৈর্হিঙ্গুকাসীসসৈন্ধবম্।
শিলাজতুসমাযুক্তমসাধ্যং বিদ্রধিং জয়েৎ ॥ ১৭ ॥
ক্বাথং শিগ্রুত্বচোত্থঞ্চ হিঙ্গুসৈন্ধবচূর্ণিতৈঃ।
সংযুক্তং পায়য়েচ্ছান্ত্যৈ বিদ্রধিরোগপীড়িতম্ ॥ ১৮ ॥

যোগ।—বরুণছালের ক্বাথের সহিত হিং, হীরাকস, সৈন্ধব ও শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অসাধ্য বিদ্রধি রোগও নিবারিত হয়। শজিনাছালের ক্বাথ হিং ও সৈন্ধব চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বিদ্রধি রোগের শান্তি হয় ॥ ১৭—১৮

হরিদ্রাকন্দমঙ্কোলতণ্ডুলং গন্ধকং গুড়ম্।
মূলানি চ মহাভয্যাঃ পৃথগর্দ্ধপলান্বিতম্ ॥ ১৯ ॥
তুত্থং চ পঞ্চপলিকং নারীস্তন্যেন পেষিতম্।
লিপ্তং মূলাঙ্ক্যা মূষাসু ধমনাৎ সত্ত্বমাহরেৎ ॥ ২০ ॥
শস্তং ক্ষাররসেঽথ তৎ পোটল্যাঃ পচনাদনু।
ঘৃতেনাবর্ত্তিতে তস্মিন্নিষ্কদ্বিতয়সংমিতে ॥ ২১ ॥
প্রবেশিতং নিষ্করসং মহাজম্বীরনীরতঃ।
অম্লপিষ্টং শরাবান্তর্লিপ্তং মৃদ্বস্ত্রমুদ্রিতম্ ॥ ২২ ॥
অধরোত্তরদত্তানাং ভ্রষ্টানামাঢ়কে স্থিতম্।
বালুকানাং তথাভূতৈঃ থারীপরিমিতৈস্তুষৈঃ ॥ ২৩ ॥
পক্কং শীতং কৃতং ক্ষুদ্রমস্থৌ নিষ্কাণি খর্পরাৎ।
চত্বারি সুরভং স্থূলং যনবর্ত্তুলনীরুজাম্ ॥ ২৪ ॥
পীতাভানাং সগর্ভস্বাম্বরাট্টানাং চ ষোড়শ।
অম্লস্য সার্দ্ধপ্রস্থেন শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি পাত্রয়োঃ ॥ ২৫ ॥
জম্বীরমূলিকাকল্কেনান্তর্লিপ্তানি লিপ্তয়োঃ।
পচেচ্ছুষ্ককরীষাণামর্দ্ধভারেণ সূতকম্ ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণবর্ণোঽনুপক্বোঽসৌ সুপকঃ শঙ্খপাণ্ডুরঃ।
কাচশঙ্খময়ে পাত্রে ধারণীয়ঃ সুরক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥
পুটচূর্ণবশাৎ সর্ব্বানাময়ান্ বিনিযচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
ইতি বিদ্রধিচিকিৎসা।

হরিদ্রা কন্দ, অঙ্কোলবীজ, গন্ধক, গুড় ও মহাভরীর (বচবিশেষ) মূল প্রত্যেক অর্দ্ধপল, এবং তুঁতে পাঁচ পল; একত্র স্তনদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, অন্ধমূষায় লেপনপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া তাহার সত্ত্ব আহরণ করিবে। দুই নিষ্ক (আট মাষা) পরিমিত সেই সত্ত্ব ঘৃতের সহিত আবর্ত্তিত করিয়া, তাহার সহিত এক নিষ্ক পারদ মিশ্রিত করিবে। তৎপরে তাহা জামীরের রসের সহিত পেষণ করিয়া একখানি শরার মধ্যদেশে লেপন করিবে এবং আর একখানি শরার আচ্ছাদন দিয়া উপরে মৃত্তিকামিশ্রিত বস্ত্রদ্বারা লেপন দিবে। সেই ঔষধ পূর্ণ শরা একটি পাত্রে রাখিয়া তাহার নীচে ও উপরে আঢ়ক পরিমিত চালুনীচালিত বালুকা দিতে হইবে এবং চারি দ্রোণ (৪০৯৬ পল) পরিমিত তুষদ্বারা তাহা দগ্ধ করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলে, ঔষধ চূর্ণ করিয়া, আট নিষ্ক (৩২ মাষা) খর্পর ও চারি নিষ্ক বড় এলাচ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং ১৬ যোলটি দৃঢ়, বর্ত্তুলাকৃতি, অক্ষত ও পীতাভ কপর্দ্দক মধ্যে নিহিত করিবে। অতঃপর দেড় প্রস্থ (তিন সের) কাঁজির সহিত জামীরের মূল পেষণ করিয়া, সেই কল্ক দ্বারা দুই খানি পাত্রের মধ্য ভাগ লিপ্ত করিবে, এবং সেই পাত্রদ্বয়ের মধ্যে কপর্দ্দক গুলি রুদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধ ভার (সহস্র পল) শুষ্ক গোময়দ্বারা দগ্ধ করিবে। ঔষধ সুপক্ক হইলে, শঙ্খের ন্যায় শ্বেত বর্ণ হয়, কিন্তু সুপক্ক না হইলে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। পাকশেষে কাচপাত্রে বা শঙ্খপাত্রে সেই ঔষধ রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ পুটপাক ও চূর্ণাদি ক্রিয়াবশে সর্ব্বরোগ নাশ করে॥ ১৯—২৮ ॥

অথ বৃদ্ধিচিকিৎসা।

চূর্ণং দারুহরিদ্রায়া গবাং মূত্রৈস্ত্রিনিষ্ককম্ ॥ ২৯ ॥
চিরং চিরোত্থিতাং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিং ন সংশয়ঃ।
রসো বাতারিনামা যঃ সোঽত্র দেয়ঃ পিবেদনু ॥ ৩০ ॥
এরণ্ডতৈলকর্ষৈকং গবাং ক্ষীরং পলদ্বয়ম্।
অণ্ডবৃদ্ধিহরং খ্যাতং মাসমাত্রান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

তিন নিষ্ক (১২ মাষা) পরিমিত দারু-হরিদ্রা চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিলে, বহুকাল জাত অন্ত্রবৃদ্ধিও প্রশমিত হয়। বাতারি রস নামক ঔষধ এই রোগে সেবন করিয়া, এই যোগ অনুপান রূপে প্রয়োগ করা আবশ্যক। দুইতোলা মাত্রায় এরণ্ডতৈল ২ পল গব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, এক মাস পান করিলে, কোষবৃদ্ধির উপশম হয় ॥ ২৯—৩১ ॥

বাতারিঃ।

রসভাগো ভবেদেকো দ্বিগুণো গন্ধকো মতঃ।
ত্রিভাগা ত্রিফলা গ্রাহ্যা চতুর্ভাগ চ চিত্রকঃ ॥ ৩২ ॥
গুগ্‌গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদেরণ্ডস্নেহমর্দ্দিতঃ।
ক্ষিপ্ত্বাত্র পূর্ব্বকং চূর্ণং পুনস্তেনৈব মর্দ্দয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
গুটিকাং কর্ষমাত্রাং তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি।
নাগরৈরণ্ডমূলানাং ক্বাথং তদনু পায়য়েৎ ॥ ৩৪ ॥
অভ্যজ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্।
বিরেকে তেন সংজাতে স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
বাতারিসংজ্ঞকো হ্যেষ রসো নির্বাতসেবিতঃ।
মাসেন সুখয়ত্যেব ব্রহ্মচর্য্যপুরঃসরঃ ॥
বিজয়াগুটিকাং রাত্রৌ স্বল্পমাত্রাং চ ভক্ষয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

পারদ এক ভাগ, গন্ধক দুইভাগ, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী বহেড়া) তিন ভাগ, চিতামূল চারিভাগ ও গুগ্‌গুলু পাঁচভাগ। প্রথমতঃ এরণ্ডতৈলের সহিত গুগ্‌গুলু মর্দ্দিত করিয়া, তৎপরে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ নিঃক্ষেপ করিবে এবং এরণ্ডতৈলের সহিত পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া দুইতোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে সেই গুড়িকা একটি সেবন করিয়া, শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের কাথ অনুপান করিবে। তৎপরে পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল অভ্যঙ্গ করিয়া স্বেদ প্রদান করিতে

হইবে। ইহাদ্বারা বিরেচন হইয়া গেলে, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিবে। এই বাতারিরস নামক ঔষধ একমাস কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও নিবাতস্থানে বাস করিয়া সেবন করিলে, ব্রাধ্নরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়। এই ঔষধ সেবন কালে, সিদ্ধির গুড়িকা অল্প মাত্রায় রাত্রিতে সেবন করা আবশ্যক ॥ ৩২—৩৬ ॥

কর্ষৈকং তিলতৈলং তু পলৈকং চার্দ্রকদ্রবম্।
যঃ পিবেৎ প্রাতরুত্থায় তস্যান্ত্রবৃদ্ধিরুত্তবেৎ ॥ ৩৭ ॥

তিলতৈল দুইতোলা ও আদার রস এক-পল (৮ তোলা) একত্র মিশ্রিত করিয়া যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে পান করে, তাহার অন্ত্র-বৃদ্ধি বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

গোমূত্রৈরণ্ডতৈলং চ ছাগমাংসরসং তথা।
ত্রিফলাকাথতুল্যাংশং তৈলশেষং বিপাচয়েৎ।
তত্তৈলং তু পিবেৎ কর্ষমন্ত্রবৃদ্ধিপ্রশান্তয়ে ॥ ৩৮ ॥

সমপরিমিত গোমূত্র, ছাগ মাংসের কাথ ও ত্রিফলার কাথের সহিত এরণ্ডতৈল পাক করিয়া, তৈলভাগ অবশেষ রাখিবে। এই তৈল দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারিত হয় ॥ ৩৮

দধ্যারনালমদিরামাতুলুঙ্গরসৈঃ সমৈঃ ॥ ৩৯ ॥
তাম্রচূড়রসেস্তুল্যং তৈলং বা ঘৃতমেব বা।
স্নেহশেষং পচেৎ সর্ব্বং তৎপিবেদন্ত্রবৃদ্ধিজিৎ ॥ ৪০ ॥

দধির মাত, কাঁজি, মদ্য, ছোলঙ্গলেবুর রস ও কুক্কুট মাংসের কাথ সহ সমপরিমিত তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া, স্নেহ ভাগ অবশেষ রাখিবে। সেই তৈল বা ঘৃত অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারণার্থ উপযুক্ত পরিমাণে পান করিবে ॥ ৩৯-৪০

অন্ত্রবৃদ্ধিহরং পানে ময়ূরাত্তিত্তিরাদ্রসম্।
বর্ত্তকং কুক্কুটং পক্ত্বা তদ্রসং পানভোজনে ॥ ৪১ ॥
যোজয়েদন্ত্রবৃদ্ধ্যাদৌ শমমাপ্নোতি নান্যথা ॥ ৪২ ॥
ইতি বৃদ্ধিচিকিৎসা।

ময়ূর, তিত্তির, বর্ত্তক (বটের) ও কুক্কুট-মাংস পাক করিয়া, সেই মাংস রস পান করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয় ॥ ৪১—৪২

অথ গুল্মচিকিৎসা।

উদ্গারবাহুল্যপুরীষবন্ধতৃপ্ত্যক্ষমত্বান্ত্রবিকূজনানি।
আটোপমাধ্মানমপক্তিশক্তিরাসন্নগুল্মস্য বদন্তি চিহ্নম্ ॥ ৪৩ ॥

লক্ষণ।—অধিক উদ্গার, মলবদ্ধতা, ভুক্ত অবস্থার ন্যায় ভোজনে অনিচ্ছা, দুর্ব্বলতা, অন্ত্রকূজন, উদরে বেদনার সহিত গুড় গুড় শব্দ, আধ্মান ও অপরিপাক, এই গুলি গুল্মরোগ প্রকাশের পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৪৩

গন্ধকাদিপোট্টলী [illegible]ঃ।

গন্ধকং তালকং তাপ্যং শিলাঞ্চ পিপ্পলীকৃতে।
কষায়ে ভাবয়েৎ সুস্থাঃ ক্ষীরে মূত্রে চ সপ্তশঃ ॥
নিষ্কার্দ্ধমস্যাঃ পোট্টল্যাঃ স্যাদর্দ্ধং সাজ্যমাক্ষিকম্।
প্রযোজ্যং সযকৃৎপ্লীহ্নি পঞ্চকোলপলাশিনা ॥ ৪৪ ॥

গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্যে পিপ্পলীর কাথ, সীজের আটা ও গোমূত্রের সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে এই পোট্টলী অর্দ্ধ নিষ্ক (দুই মাষা) মাত্রায় অর্দ্ধভাগ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, গুল্ম প্লীহা ও যকৃৎ রোগে প্রয়োগ করিবে। ঔষধ সেবনান্তে পল পরিমিত (উপযুক্ত মাত্রায়) পঞ্চকোলের কাথ পান করিতে দিবে ॥ ৪৪

বর্ষাভূঃ কারবী শৌণ্ডী সূচীবচপলাশকঃ * ॥ ৪৫ ॥
† তিলাক্ষিহবুষাবাণানিশাকর্কন্ধুসূরিকা।
রক্তাগস্ত্যেন্দুরেখাব্দনীলজ্যোতিরয়ে মৃতম্ ॥ ৪৬ ॥
বল্কলং বহুবল্লর্য্যাঃ কৃষ্ণকাম্বোজিকাফলম্।
গবাক্ষীরজনীকৃষ্ণানিম্ববেল্লকটিল্লকম্ ॥ ৪৭ ॥
মানিকাংশং পৃথক্চূর্ণং তুল্যং ভূশর্করাঘৃতম্।
ত্রিফলাবীজতৈলেন ভাবিতং কর্ষসংমিতম্ ॥ ৪৮ ॥
প্রাহ্নে ঘৃতেন মধ্যাহ্নে গুড়েন মধুনা নিশি।
পাদং পাদার্দ্ধমাত্রং বা পোট্টল্যাশ্চ রজো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥
হৈয়ঙ্গবীনশাল্যন্নকৃষ্ণগোক্ষীরবৎ পুনঃ।
এবং বর্ষত্রয়ং কুর্য্যাৎ স্যাবলীপলিতোজ্ঝিতঃ ॥ ৫০ ॥
প্রত্যহং মণ্ডলং খাদেৎ পথ্যং ত্যক্ত্বা ততঃপরম্।
ইষ্টাহারবিহারী চ সংস্রায়ুর্ভবেৎ পরম্ ॥ ৫১ ॥

শ্বেত পুনর্নবা, কৃষ্ণজীরা, শৌণ্ডী (পিপুল), কুশ, বচ, নীলঝাঁটী, তিল, বহেড়া, কচিশিমুল,

* সূচীবচকিলাসনমিতি বা পাঠঃ।
† তিলাক্ষিযুতমাবাণা ইতি পাঠান্তরম্।

হরিদ্রা, কুল, স্বরিকা (রাইসর্ষপ), রক্ত অগস্ত্য, সোমরাজী, অভ্র, নীলজ্যোতিঃ, লৌহ, চিতামূলের ছাল, কৃষ্ণবর্ণ কুঁচফল, রাখালশশা, হরিদ্রা, পিপুল, নিমছাল, বিড়ঙ্গ, কঠি ক প্রত্যেক একসের ; এই সকল দ্রব্যে ভূশর্করা, ঘৃত ও ত্রিফলাবীজের তৈলের ভাবনা দিবে। এই ঔষধ দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রাতঃকালে ঘৃতের সহিত একতোলা মাত্রায়, মধ্যাহ্নে গুড়ের সহিত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ও রাত্রিতে মধুর সহিত চারি আনা মাত্রায় সেবন করিবে। সদ্যোজাত ঘৃত, শালিধান্যের অন্ন, কৃষ্ণাগাভীর দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য ভোজন করিবে। এবং অপথ্য পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে তিন বৎসর ইষ্ট আহার বিহারশীল হইয়া ঔষধ সেবন করিলে, বলী পলিত বিনষ্ট হয় এবং সহস্র বৎসর পরমায়ু হয় ॥ ৪৫—৫৬

বঙ্গেশ্বরঃ।

ভস্মসূতং বঙ্গভস্ম পলৈকৈকং প্রকল্পয়েৎ।
গন্ধকং মৃততাম্রং চ প্রত্যেকং চ পলং পলম্ ॥ ৫২ ॥
অর্কক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যং সর্ব্বং তদ্গোলকীকৃতম্।
রুদ্ধ্বা তদ্ভূধরে পাচ্যং পুটেনৈকেন সমুদ্ধরেৎ ॥ ৫৩ ॥
এষ বঙ্গেশ্বরো নাম প্লীহগুল্মোদরাপহঃ ॥ ৫৪ ॥
ঘৃতৈর্গুঞ্জাদ্বয়ং লেহ্যং নিষ্কং শ্বেতপুনর্নবা।
গবাং মূত্রৈঃ পিবেচ্চানু রজনীং বা গবাং জলৈঃ ॥৫৫॥

জারিত পারদ, বঙ্গভস্ম, গন্ধক ও জারিত তাম্র প্রত্যেক এক পল, একত্র আকন্দ আঠার সহিত এক দিন মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে। শুষ্ক হইলে ভূধর যন্ত্রে পুটপাক করিবে। এই বঙ্গেশ্বর রস দুই রতি মাত্রায় ঘৃতের সহিত লেহন করিবে এবং চারিমাষা শ্বেত পুনর্নবা বা হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত অনুপান করিবে। ইহা প্লীহা গুল্ম ও উদররোগের শান্তি-কারক ॥ ৫২—৫৫

শিখিবাড়বঃ।

পঞ্চাঙ্গদেবদাল্যাস্ত চূর্ণকর্ষং শিবাম্বুনা।
মাসমাত্রং পিবেদ্যস্ত প্লীহা তস্য করোতি কিম্ ॥৫৬ ॥

যোগ।—ত্বক্-পত্র-পুষ্প-ফল-মূল সমন্বিত দেবদালী ঘোষার চূর্ণ দুইতোলা মাত্রায় হরী-তকীর জলের সহিত একমাস কাল যে ব্যক্তি সেবন করে, প্লীহা দ্বারা তাহার কি অনিষ্ট হইবে ॥ ৫৬

লবণং রজনী রাজী প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্।
চূর্ণিতং নিক্ষিপেদ্ভাণ্ডে শততক্রপলান্বিতে ॥ ৫৭ ॥
ত্রিদিনং মুদ্রিতং রক্ষেৎ পশ্চাৎ পঞ্চপলং সদা।
পীত্বা বিনাশয়েৎ প্লীহং ত্রিঃসপ্তাহান্ন সংশয়ঃ ॥৫৮ ॥

সৈন্ধব লবণ, হরিদ্রা, রাজী (রাঁইসরিষা) প্রত্যেক পাঁচ:পল ; এই সমস্ত দ্রব্য একশত পল অর্থাৎ সাড়ে বারসের তক্রের সহিত একটি ভাণ্ডে মুখ রুদ্ধ করিয়া তিন দিন রাখিয়া দিবে। তৎপরে সেই তক্র পাঁচ পল মাত্রায় তিন সপ্তাহ কাল সেবন করিলে নিশ্চয়ই প্লীহা বিনষ্ট হয় ॥ ৫৭—৫৮

সমূলপত্রমেরণ্ডং রুদ্ধ্বা ভাণ্ডে পুটে পচেৎ।
তৎকর্ষং পলগোমূত্রৈঃ পীতং প্লীহবিনাশনম্ ॥ ৫৯ ॥

এরণ্ডের মূল ও পত্র একটি ভাণ্ডের মধ্যে পূরণ করিয়া দগ্ধ করিবে ; সেই ভস্ম দুইতোলা মাত্রায় একপল গোমূত্রের সহিত পান করিলে, প্লীহা বিনষ্ট হয় ॥ ৫৯

শরপুঙ্খার্কয়োর্মূলং চিরং দন্তৈশ্চ চর্বিতম্।
গিলিতং নাশয়েৎ প্লীহং যবাগূপানমাচরেৎ ॥ ৬০ ॥

শরপুঙ্খা ও আকন্দের মূল দন্তদ্বারা ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া গিলিয়া খাইলে, এবং যথাকালে যবাগূ আহার করিলে, প্লীহা বিনষ্ট হয় ॥ ৬০

বজ্রক্ষারং তু কর্ষৈকং ভক্ষ্যং প্লীহবিনাশনম্।
কাঞ্চনীমূলচূর্ণং তু নিষ্কমাত্রং তথা পিবেৎ ॥ ৬১ ॥
সুরয়া কাঞ্জিকৈর্বাথ হন্তি প্লীহং চিরন্তনম্।
প্লীহ্নাং পৃষ্ঠদেশে তু রক্তস্রাবং চ কারয়েৎ।
অর্কক্ষীরং সসিন্ধূত্থং ক্ষিপেত্তত্র রুজাপহম্ ॥ ৬২ ॥

দুইতোলা বজ্রক্ষার, অথবা চারিমাষা কাঞ্চনীমূলের চূর্ণ সুরা বা কাঁজির সহিত সেবন করিলে, প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্লীহার পৃষ্ঠদেশে রক্তস্রাব করিয়া, আকন্দের আঠা ও

সৈন্ধব লবণ লেপন করিলে সেই স্থানের বেদনা নষ্ট করিবে ॥ ৬১—৬২

শিখিবাড়বো রসঃ।

মারিতং সূততাম্রাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্।
মর্দ্দয়িত্বার্দ্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযুতৈর্দিনম্ ॥ ৬৩ ॥
ত্রিগুঞ্জং ভক্ষয়ন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন চ।
বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোঽয়ং শিখিবাড়বঃ ॥ ৬৪ ॥
বিড়ঙ্গং দাড়িমং হিঙ্গু সৈন্ধবৈলাসুবর্চ্চলম্।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট্বা কর্ষৈকং সুরয়া সহ ॥ ৬৫ ॥
বাতগুল্মহরং দেয়মনুপানং সুখাবহম্ ॥ ৬৬ ॥

মারিত পারদ, জারিত তাম্র, অভ্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিয়া তিন রতি মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবন করিলে, বাতগুল্ম বিনষ্ট হয়। ইহার নাম শিখিবাড়ব রস। এই ঔষধ সেবনের পরে বিড়ঙ্গ, দাড়িম, হিঙ্গু, সৈন্ধব, এলাচ, সুবর্চ্চল লবণ এই কয়েকটি দ্রব্য মাতুলুঙ্গ রসের সহিত পেষণ করিয়া দুই তোলা মাত্রায় মদ্যের সহিত মিশাইয়া অনুপান করিবে ॥ ৬৩—৬৬

দীপ্তামরঃ।

শুদ্ধং সূতং সমং গন্ধং সূতাংশং মৃততাম্রকম্।
শাকবৃক্ষোত্থপঞ্চাঙ্গদ্রবৈর্মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম্ ॥ ৬৭ ॥
দিনং সর্পাক্ষিজৈর্দ্রাবৈ রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।
পঞ্চধা ভূধরে চাথ চূর্ণং জৈপালতুল্যকম্।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েচ্চাজ্যৈঃ পিত্তগুল্মপ্রশান্তয়ে ॥ ৬৮ ॥
দ্রাক্ষাহরীতকীক্বাথমনুপানং প্রকল্পয়েৎ।
রসো দীপ্তামরো নাম পিত্তগুল্মং নিযচ্ছতি ॥ ৬৯ ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ; শাকবৃক্ষের (সেগুণ গাছের) ছালের ও এরগুমূলের রস সহ তিন দিন ও গন্ধনাকুলীর রস সহ একদিন মর্দ্দন করিয়া, মূষারুদ্ধ করিবে এবং গজপুটে অথবা ভূধরযন্ত্রে পাঁচবার পাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত সমভাগ জয়পাল চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া দুই রতি মাত্রায় সেবন করিবে এবং দ্রাক্ষা ও হরীতকীর ক্বাথ অনুপান করিবে। ইহা পিত্তগুল্মনাশক ॥ ৬৭—৬৯

বিদ্যাধরঃ।

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃততাম্রং মনঃশিলাম্।
শুদ্ধং সূতং চ তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েদ্দিনম্ ॥ ৭০ ॥
পিপ্পল্যাস্তু কষায়েণ ভাবয়েৎ স্নুগ্ভবেন চ।
নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈগুল্মং প্লীহং বিনাশয়েৎ ॥ ৭১ ॥
রসো বিদ্যাধরো নাম গোমূত্রং চ পিবেদনু ॥ ৭২ ॥

গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, জারিত তাম্র, মনঃশিলা ও শোধিত পারদ প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র একদিন মর্দ্দন করিয়া, পিপ্পলীর কাথ ও সীজের আটা দ্বারা ভাবনা দিবে। দুই মাষা মাত্রায় এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া, গোমূত্র অনুপান করিলে, গুল্ম ও প্লীহা বিনষ্ট হয়। ইহার নাম বিদ্যাধর রস ॥ ৭০—৭২

রক্তোদরকুঠারঃ।

তিলক্বাথো গুড়ং চাজ্যং ব্যোষভার্গীরজোন্বিতম্।
পানং রক্তভবে গুল্মে নষ্টপুষ্পে তু যোষিতঃ ॥ ৭৩ ॥
দেবদারুকণাভার্গীশুণ্ঠীকরঞ্জবল্কলম্।
চূর্ণং তিলানাং ক্বাথেন রক্তগুল্মহরং ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

যোগ।— রক্তজনিত গুল্মে এবং স্ত্রীদিগের রজোরোধ হইলে, গুড়, ঘৃত, ত্রিকটু চূর্ণ ও বামুনহাটীর চূর্ণ সহ তিলের ক্বাথ পান করিবে। তিলের ক্বাথ সহ দেবদারু, পিপুল, বামুনহাটী, শুঁঠ ও (নাটা) করঞ্জছালের চূর্ণ পান করিলে, রক্তগুল্ম প্রশমিত হয় ॥ ৭৩—৭৪

পারদং শিখিতুত্থঞ্চ জৈপালং পিপ্পলী সমম্।
আরগ্বধফলান্মজ্জা সস্নীদুগ্ধেন ভাবয়েৎ।
সূক্ষ্মমাত্রাং বটীং খাদেৎ স্ত্রীণাং হন্যাজ্জলোদরম্ ॥ ৭৫ ॥
চিঞ্চাফলরসং চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্।
রক্তোদরং হরেৎ সৈব কঠিনং রেচয়েদনু ॥ ৭৬ ॥

পারদ, তুত্থক (তুঁতে), জয়পাল, পিপুল ও সোন্দাল মজ্জা প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত একত্র সীজের আঠা সহ মর্দ্দন করিয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে, স্ত্রীগণের রক্তগুল্ম ও জলোদর রোগ নিবারিত হয়। ইহা বিরেচক। ঔষধ সেবনের পরে

তেঁতুলের রস অনুপান এবং যথাকালে দধি ও অম্ল ভোজন করিতে হইবে॥ ৭৫—৭৬

বৈশ্বানররসঃ।

বিষ্ণুক্রান্তা চ জৈপালং লাঙ্গলী সুরদারিকা।
যবচিঞ্চাম্বুসারেণ তাসাং দ্বিগুণগন্ধকম্॥ ৭৭॥
পক্ষং বিমর্দিতং সূতং স্বেদয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
গুল্মে গুঞ্জাত্রয়ং চাস্য সোষ্ণাম্বুঘৃতসৈন্ধবম্॥ ৭৮॥
বাতজে কফজে দিহ্যান্মধ্বার্দ্রকসমন্বিতম্।
সসিতামাক্ষিকং পৈত্তে সোঽয়ং বৈশ্বানরো রসঃ॥৭৯

অপরাজিতা, জয়পাল, ঈশলাঙ্গলী, দেবদারু ও পারদ, প্রত্যেক একভাগ; এবং সমষ্টির দ্বিগুণ গন্ধক, একত্র যব ও তেঁতুলের ক্ষারজল সহ এক পক্ষকাল মর্দ্দন করিয়া, মৃদু অগ্নিতে স্বিন্ন করিবে। এই বৈশ্বানর রস বাতজ-গুল্মে তিনরতি মাত্রায় ঘৃত সৈন্ধব ও উষ্ণ জলের সহিত, কফজ-গুল্মে মধু ও আদার রসের সহিত এবং পিত্তজগুল্মে চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে॥ ৭৭—৭৯

অগ্নিকুমারঃ।

নেপালবেগন্ধরসত্রয়াণাং
ফলত্রয়স্যাপি কটুত্রয়স্য।
মূত্রোগবাং ষোড়শভাগমানে
ভাগান্নবৈকত্র দিনত্রয়ঞ্চ॥৮০
বিমদ্য তেষাং বদরপ্রমাণাং
বদ্ধা বটীমুষ্ণজলানুপানাৎ।
একত্র যুক্তা সহসা নিহন্তি
সা রেচয়িত্বা মলজালমাদৌ॥৮১॥
গুল্মং যকৃৎপাণ্ডুবিবন্ধশূলং
মান্দ্যং জ্বরং চাথ জলোদরঞ্চ।
অগ্নেঃ কুমারঃ সহসা নিহন্তা-
দুদ্দীপিতো দীপ ইবান্ধকারম্॥

তাম্র, গন্ধক, পারদ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, এই নয়টি দ্রব্য প্রত্যেক একভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য ষোলভাগ গোমূত্রের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিয়া, কুল প্রমাণ বটী করিবে। এই বটী সেবন করিয়া উষ্ণজল অনুপান করিলে, মলসমূহের বিরেচন হইয়া গুল্ম, যকৃৎ, পাণ্ডু, মলবিবন্ধ, শূল, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও জলোদর নিবারিত হয়। উদ্দীপিত প্রদীপ যেমন অন্ধকার নষ্ট করে, সেইরূপ এই অগ্নিকুমার রসও সহসা পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের নিবারণ করিয়া থাকে॥ ৮০-৮২

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ প্রাণেশ্বরো রসঃ।

শুদ্ধমভ্রং রসং গন্ধং মেলয়িত্বা সমাংশকম্।
তালমূলীরসৈর্ম্মর্দ্যং কল্কং সম্পাদয়েচ্ছুভম্॥ ৮৩॥
তৎকল্কং কূপিকামধ্যে কৃত্বা বক্ত্রং নিরুন্ধয়েৎ।
কঠিন্যা মুখমাচ্ছাদ্য মৃদা খর্পরসংজ্ঞয়া॥ ৮৪॥
কূপিকাং লেপয়েৎ সর্ব্বাং শোষয়েদাতপে খরে।
কূপিকাং ভূগতায়াং চ কৃত্বা তাং পুটয়েত্ততঃ॥ ৮৫॥
কূপিকাং মর্দ্দয়েৎ কৃৎস্নাং খটিন্যা সহ সংযুতাম্।
ত্রিভিঃ ক্ষারৈস্ত তচ্চূর্ণং পঞ্চভির্লবণৈস্তথা॥ ৮৬॥
ত্র্যূষণং ত্রিফলা হিঙ্গু পুরমিন্দ্রযবাস্তথা।
গুঞ্জাকিনী তথা চিত্রমজমোদা যবানিকা॥ ৮৭॥
এতানি সমভাগানি সমাদায় বিচূর্ণয়েৎ।
যোজয়েৎ সহ সূতেন ততঃ সিধ্যতি সূতবঃ॥ ৮৮॥
সিদ্ধসূতস্য চূর্ণেন মাষং সর্ব্বরুজাপহম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥ ৮৯॥
উষ্ণোদকানুপানং তু পায়য়েচ্চুলুকত্রয়ম্।
ভক্ষয়েদেকবারং তু দ্বিবারং ন কথঞ্চন॥ ৯০॥
দিনমধ্যে বারমেকং দাতব্যো ভিষজা রসঃ।
শীতোদকং সকৃদ্দেয়ং তৃড়ভাবেঽপ্যহর্নিশম্॥ ৯১॥
ভোজনে বর্জ্জয়েত্তত্র শাকাম্লং দ্বিদলং তথা।
তৈলাভ্যঙ্গং ব্রহ্মচর্য্যং বর্জ্জয়েচ্ছয়নং দিবা॥ ৯২॥
হিতং তৎ সেবয়েৎ পথ্যমহিতং চ বিবর্জ্জয়েৎ।
অনেনৈব প্রকারেণ যোজয়েৎ প্রতিবাসরম্॥ ৯৩॥
যস্ত্বচেতনতাং যাতি সন্নিপাতী কথঞ্চন।
তস্য নাতিপ্রযোক্তব্যো রসো যত্নাস্তিষগ্বরৈঃ॥ ৯৪॥
দেবাগ্নিঋষিবিপ্রাংশ্চ কুমারীযোগিনীগণান্।
পূজয়িত্বা যথাশক্তি সেব্যঃ প্রাণেশ্বরো রসঃ॥ ৯৫॥
গুল্মং ত্বাষ্টবিধং বাতং শূলং চ পরিণামজম্।
সন্নিপাতজ্বরং চৈব প্লীহানমপকর্ষতি॥ ৯৬॥
কামলাং পাণ্ডুরোগং চ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং তথা।
শিববৎ সেবিতো হন্তি রসঃ প্রাণেশ্বরস্ত্বয়ম্॥ ৯৭॥

শোধিত অভ্র, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত একত্র তালমূলী রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। সেই কল্ক

একটি কূপিকার মধ্যে নিহিত করিবে এবং খটিকা দ্বারা তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া, কূপিকাগাত্র মৃত্তিকা ও খাপরা দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে ও তীব্র আতপে তাহা শুষ্ক করিবে। তৎপরে সেই কূপিকা ভূগর্ত্তে প্রোথিত করিয়া পুট দিবে। পাকশেষে কূপিকার মুখ সংলগ্ন খটিকা (খড়ি) সহ কূপিকাটি চূর্ণ করিবে; এবং তাহার সহিত যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সচল, বিট্, পাঙ্গা ও করকচ), শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হিং, গুগ্গুলু, ইন্দ্রযব, গুঞ্জাকিনী (কুঁচ), চিতামূল, বনযমানী ও যমানী এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এক মাষা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সমুদায় রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনের পরে দুই গণ্ডূষ উষ্ণজল অনুপান করিবে। ইহা প্রত্যহ একবার মাত্র সেব্য; কদাচ দুইবার সেবন করাইবে না। অতএব চিকিৎসক দিনের মধ্যে একবার করিয়া ইহা সেবন করাইবেন। পিপাসা না থাকিলেও সর্ব্বদা রোগীকে শীতল জল পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। শাক, অম্ল ও দাইল ভোজন এবং তৈলাভ্যঙ্গ, ব্রহ্মচর্য্য ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইবে। হিতকর পথ্যসেবা ও অহিতকর আহার-বিহারাদি বর্জ্জন করিবে। এইরূপে কিছুদিন প্রত্যহ এই ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। যে সন্নিপাত রোগীর সংজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে এই ঔষধ অধিক প্রয়োগ করিবে না। প্রথমে দেবতা, অগ্নি, ঋষি, বিপ্র, কুমারী ও যোগিনীগণের যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া, ঔষধ সেবন আরম্ভ করিবে। এই প্রাণেশ্বর রস সেবন করিলে, অষ্টবিধ গুল্ম, বাতজশূল, পরিণাম শূল, সন্নিপাত জ্বর, প্লীহা, কামলা, পাণ্ডুরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীরোগ, নিবারিত হয়। ইহা শিবের ন্যায় মঙ্গলকারক ॥ ৮৩—৯৭

গুল্মনাশনঃ ।

গন্ধকং রসতুল্যং চ দ্বিভাগং সৈন্ধবস্য চ।
ত্রিভাগং টঙ্কণং প্রোক্তং চতুর্ভাগং চ তুত্থকম্ ॥ ৯৮ ॥
পঞ্চমং তু বরাটং স্যাৎ ষড়্ভাগং শঙ্খমেব চ।
বহ্নিমূলকষায়েণ চিরবিল্বরসেন চ ॥ ৯৯ ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাত্র প্রত্যেকং তু পুটত্রয়ম্।
তৎসমং মারিচং চূর্ণং শাণার্দ্ধং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥ ১০০ ॥
পঞ্চগুল্মং ক্ষয়ং শ্বাসং মন্দাগ্নিং চাশু নাশয়েৎ ॥ ১০১

গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক একভাগ, সৈন্ধব দুইভাগ, সোহাগা তিনভাগ, তুঁতে চারিভাগ, কপর্দ্দিকভস্ম পাঁচভাগ ও শঙ্খভস্ম ছয়ভাগ, চিতামূলের ক্বাথসহ, করঞ্জের রসসহ এবং আদার রসের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া প্রত্যেকের দ্বারা তিনবার পুটপাক করিবে। তৎপরে এই ঔষধ চারি আনা মাত্রায় সমভাগ মরিচ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। পঞ্চবিধ গুল্ম, ক্ষয়, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য, ইহাদ্বারা আশু নিবারিত হয় ॥ ৯৮—১০১

অথ শূল-চিকিৎসা ।

অগ্নিমুখঃ ।

মৃতসূতাভ্রকং তাম্রং গন্ধকং চাম্লবেতসম্।
বিষং ফলত্রয়ং তুল্যং সর্ব্বং মর্দ্দ্যং দিনাবধি ॥ ১০২ ॥
বিষমুষ্টির্জয়া বাসা বিজয়া রক্তশাকিনী।
বৃহতী চ মহারাষ্ট্রী ধত্তূরঃ পদ্মপত্রকঃ ॥ ১০৩ ॥
নাগবল্লী শমী জম্বু ভাব্যমেভির্দ্রবৈস্ত্র্যহম্।
সমাংশং পঞ্চলবণং দত্ত্বার্দ্রকরসেন চ ॥ ১০৪ ॥
দিনং পেষ্যং ততঃ কুর্য্যাদ্বটিকাং চণমাত্রকাম্।
ভক্ষয়েদ্বাতশূলার্ত্তঃ সোঽয়মগ্নিমুখো রসঃ ॥ ১০৫ ॥

জারিত পারদ, অভ্র, তাম্র, গন্ধক, অম্লবেতস (থৈকল), মিঠাবিষ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র একদিন মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে কুঁচিলা, জয়া (জয়ন্তী), বাসক, সিদ্ধি, রক্তশাকিনী, বৃহতী, মহারাষ্ট্রী, ধুতুরা, পদ্মপত্র, পান, শমীপত্র ও জামপত্র, এই সকলের রস দ্বারা তিনদিন ভাবনা দিবে। তৎপরে

সমপরিমিত পঞ্চ লবণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া আদার রসসহ একদিন মর্দ্দন করিবে; এবং চণক পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। বাতশূলার্ত্ত রোগী এই অগ্নিমুখ রস সেবন করিবে ॥ ১০২—১০৫

হরীতকী প্রতিবিষা হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং বচা।
কলিঙ্গেন্দ্রযবাস্তুল্যং পায়য়েদুষ্ণবারিণা ॥ ১০৬ ॥
কর্ষৈকমনুপানং স্যাদ্বাতশূলহরং পরম্।
চিঞ্চাক্ষারং জলৈঃ পীতং শূলং শান্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৭

যোগ।—হরীতকী, আতইচ, হিং, সৌবর্চ্চল, বচ, কলিঙ্গ (পূতিকরঞ্জ) ও ইন্দ্রযব এই সকলের চূর্ণ দুইতোলা মাত্রায় উষ্ণজলসহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে দুই তোলা তেঁতুলের ক্ষারজল অনুপান করিবে। ইহাতে বাতজশূল শান্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৬—১০৭

ত্রিনেত্রঃ।

খণ্ডিতং হারিণং শৃঙ্গং স্বর্ণং শুল্বং মৃতং রসম্।
দিনৈকং চার্দ্রকদ্রাবৈর্ম্মর্দ্দ্যং রুদ্ধা পচেৎ পুটে ॥
ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ সোঽয়ং মাষং মধ্বাজ্যকৈর্লিহেৎ ॥১০৮॥
সৈন্ধবং জীরকং হিঙ্গু মধ্বাজ্যাভ্যাং লিহেদনু।
পক্তিশূলহরং খ্যাতং মাসমাত্রান্ন সংশয়ঃ ॥ ১০৯ ॥

হরিণশৃঙ্গের চূর্ণ, জারিত স্বর্ণ ও তাম্র এবং পারদ একদিন আদার রসসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। এই ত্রিনেত্র রস একমাষা মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। তৎপরে সৈন্ধব, জীরা ও হিং, মধু ও ঘৃতের সহিত অনুলেহন করিবে। একমাসকাল এই ঔষধ সেবন করিলে, পক্তিশূল নিবারিত হয় ॥ ১০৮—১০৯

টঙ্কণং মূর্চ্ছিতং সূতং যবক্ষারং সমং সমম্ ॥ ১১০ ॥
চূর্ণিতং ভক্ষয়েন্মাষং মধুনা পাক্তশূলনুৎ।
জম্বুমাংসাজ্যয়োর্যূষমনুপানং পিবেৎ সদা ॥ ১১১ ॥

যোগ।—সোহাগা, মূর্চ্ছিত পারদ ও যবক্ষার প্রত্যেক সমভাগ; একত্র চূর্ণ করিবে। ইহা মধুর সহিত একমাষা মাত্রায় লেহন করিয়া, ঘৃতের সহিত জম্বূ (শৃগাল) মাংসের যূষ অনুপান করিলে, পক্তিশূল প্রশমিত হয় ॥ ১১০—১১১

চিন্তামণিঃ।

সূতং চ গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্দ্য
কোরণ্টনিম্বুখরসৈর্দ্দিনং ত্বৎ।
চিঞ্চোত্থবং ক্ষাররসেন চৈকং
দিনং চ গোলং রবিসংপুটস্থম্ ॥ ১১২ ॥
লিপ্ত্বা মৃদা শুষ্কমতীব কৃত্বা
সামুদ্রযন্ত্রেণ পুটং দদীত।
উদ্ধৃত্য শীতং রসপাদভাগং
প্রক্ষিপ্য গন্ধং বিপচেন্মনাক্ চ ॥ ১১৩ ॥
বিষং চ দত্ত্বা রসপাদভাগং
লোহস্য পাত্রে তু কৃশানুতোয়ৈঃ।
রসস্তু চিন্তামণিরেষ উক্তো
বাতারিতৈলেন সমাক্ষিকেণ।
বল্লেন মানং প্রদদীত চাম্লং
তৈলং চ শীতং পরিবর্জ্জয়েচ্চ ॥ ১১৪ ॥
হন্তি গুল্মং সহাধ্মানং
তূনীং প্রতিতূনীমপি ॥ ১১৫ ॥

পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র এক দিন কোরণ্ট (কুল) ও লেবুর রসের সহিত এবং তেঁতুলের ক্ষার জলে মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে। পরে তাম্রপুটে সেই গোলক রুদ্ধ করিয়া, তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিবে ও শুষ্ক করিবে। তৎপরে তাহা সামুদ্রযন্ত্রে পুটপাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত পারদের চতুর্থাংশ গন্ধক ও মিঠাবিষ মিশ্রিত করিয়া, লৌহপাত্রে চিতামূলের কাথসহ ঈষৎ পাক করিবে। এই চিন্তামণি রস মধু ও এরণ্ড তৈলের সহিত তিন রতি মাত্রায় সেবন করিবে এবং অম্লদ্রব্য, তৈল ও শীতল দ্রব্য সেবন পরিত্যাগ করিবে। ইহাদ্বারা গুল্ম, তূনী ও প্রতিতূনী রোগ নিবারিত হয় ॥ ১১২—১১৫

শূলকেশরী।

শুদ্ধং সূতং দ্বিধা গন্ধং যামৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্।
দ্বয়োস্তুল্যং শুদ্ধতাম্রং সংপুটে তন্নিরোধয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
ঊর্দ্ধাধো লবণং দত্ত্বা মৃদ্ভাণ্ডে ধারয়েদ্ভিষক্।
রুদ্ধা গজপুটে পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১১৭ ॥

সংপুটং চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুঞ্জকম্।
ভক্ষয়েৎ সর্ব্বশূলার্ত্তো হিঙ্গু শুণ্ঠী চ জীরকম্ ॥ ১১৮ ॥
বচামরিচজং চূর্ণং কর্ষমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
অসাধ্যং নাশয়েচ্ছূলং রসঃ স্যাচ্ছূলকেসরী ॥১১৯ ॥

শোধিত পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র এক প্রহরকাল দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত উভয়ের সমপরিমিত অর্থাৎ তিন ভাগ তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিবে ও তাহা পুটরুদ্ধ করিবে। একটি ভাণ্ডমধ্যে উর্দ্ধ ও অধোভাগে লবণ দিয়া তন্মধ্যে ঔষধপূর্ণ মূষা স্থাপন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ দুইরতি মাত্রায় পানের সহিত সেবন করিয়া, হিং, শুঁঠ, জীরা, বচ ও মরিচের চূর্ণ দুইতোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত অনুপান করিবে। এই শূলকেসরী রস অসাধ্য শূলরোগও বিনষ্ট করে ॥ ১১৬—১১৯

বন্ধ্যালাঙ্গলিকামূলং শঙ্খং তু দ্বিগুণং তয়োঃ।
ত্রযাণাং ভাবয়েচ্চূর্ণং ত্র্যহং জম্বীরজদ্রবৈঃ ॥ ১২০ ॥
রুদ্ধা গজপুটে পচ্যাত্তৎক্ষারং মরিচৈর্ঘৃতৈঃ।
কর্ষমাত্রং পিবেচ্ছূলী তৎক্ষণাৎ সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১॥

যোগ।—রাখাল শশার ও ঈশলাঙ্গলার মূল এক একভাগ, শঙ্খভস্ম দুইভাগ; এই তিনটি দ্রব্যে তিনদিন জামীরের রসের ভাবনা দিয়া তাহা পুটরুদ্ধ করিবে ও গজপুটে পাক করিবে। এই ক্ষার দুইতোলা মাত্রায় ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে, তৎক্ষণাৎ শূল-বেদনার শান্তি হয় এবং রোগী স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করে ॥ ১২০—১২১

মৃতোত্থাপনঃ।

অভ্রং তাম্রং তথা লোহং প্রত্যেকং সংস্কৃতং পলম্।
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥ ১২২ ॥
আজ্যে পলদ্বাদশকে দুগ্ধে তৎস্বরসংখ্যকে।
পক্ত্বা তত্র ক্ষিপেচ্চূর্ণং সুপূতং ঘনতন্তুনা ॥ ১২৩ ॥
বিড়ঙ্গত্রিফলাবহ্নিত্রিকটুনাং তথৈব চ।
পিষ্ট্বা পলোন্মিতানেতান্ যথা সংমিশ্রতাং নয়েৎ ॥১২৪
ততঃ পিষ্ট্বা শুভে ভাণ্ডে স্থাপয়েত্তদ্বিচক্ষণঃ।
আত্মনঃ শোভনে চাহ্নি পূজয়িত্বা গুরুং রবিম্ ॥ ১২৫ ॥
ঘৃতেন মধুনা মস্তোঃ পায়য়েন্মাষকাধিকম্।
অষ্টৌ মাষান্ ক্রমেণৈব বর্দ্ধয়েৎ তু সমাহিতঃ ॥ ১২৬ ॥
অনুপানং চ দুগ্ধেন নারিকেলোদকেন বা।
জীর্ণশর্করশাল্যন্নমুদ্গমাংসরসাদয়ঃ ॥ ১২৭ ॥
রসপানাবিরুদ্ধানি দ্রব্যাণ্যন্যানি যোজয়েৎ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলং চ আমবাতং কটিগ্রহম্ ॥ ১২৮ ॥
গুল্মশূলং শিরঃশূলং যকৃৎপ্লীহানশেষতঃ।
অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কাসং শ্বাসং বিচর্চিকাম্ ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রং চ যোগেনানেন সাধয়েৎ ॥ ১২৯ ॥

জারিত অভ্র, তাম্র ও লৌহ প্রত্যেক একপল (৮ তোলা); বারপল দুগ্ধ ও বার পল ঘৃতের সহিত তাহা পাক করিবে। দুগ্ধ ঘন ও তন্তু বিশিষ্ট হইয়া উঠিলে, তাহাতে বিড়ঙ্গ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ইহাদের প্রত্যেকর চূর্ণ একপল নিঃক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবে এবং পরিষ্কৃত ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। স্ব স্ব শুভদিনে গুরু ও সূর্য্যের পূজা করিয়া ঘৃত, মধু বা মস্তের সহিত একমাষা এই ঔষধ সেবন করিবে। এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আট মাষা পর্য্যন্ত ইহার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ঔষধ সেবনের পরে দুগ্ধ ও নারিকেল জল অনুপান করিবে এবং পুরাতন শালিধান্যের অন্ন, শর্করা, মুদগ-যূষ ও মাংসরস পথ্য ভোজন করিবে। পারদের অবিরুদ্ধ অন্যান্য পথ্য দ্রব্যও ভোজন করিতে পারা যায়। ইহাদ্বারা হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, আমবাত, যকৃৎ, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, বিচার্চ্চিকা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নিবারিত হয় ॥ ১২২—১২৯

ক্ষারতাম্রম্।

রসেন তাম্রস্য দলানি লিপ্ত্বা
গন্ধেন তাম্রং দ্বিগুণেন পশ্চাৎ।
বস্ত্রেণ বদ্ধাথ সমুদ্রজেন
ক্ষারত্রয়েণাপি চ বেষ্টয়িত্বা ॥ ১৩০ ॥

মৃদা চ সংলিপ্য পুটং দদীত
দলানি তাম্রস্য বিচূর্ণয়েত।
ধত্তূরচিত্রার্দ্রকটুত্রয়ৈশ্চ
বিমর্দ্দয়েত্তৃদিনপ্রমাণম্॥ ১৩১॥
কলাপ্রমাণেন বিষং চ দত্ত্বা
বল্লং দদীতাস্য চ বাতশূলে॥ ১৩২॥

পারদ এক ভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পারদের সমান তাম্রপাত্র লিপ্ত করিবে। এবং সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগার সহিত বস্ত্রখণ্ডে বান্ধিয়া তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, পুট পাক করিয়া, তাম্র পত্রগুলি চূর্ণ করিবে এবং ধুতূরার রস, চিতামূলের কাথ, আদার রস ও ত্রিকটুর কাথ সহ তিনদিন মৰ্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ষোড়শাংশ পরিমিত মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ তিনরতি মাত্রায় বাতজ শূলে প্রয়োগ করিবে॥ ১৩০—১৩২॥

শূলান্তকঃ।

ভস্মসূতস্য শুদ্ধাপি পলমেকং পৃথক্ পৃথক্।
তাম্রভস্মপলে দ্বে তু গন্ধকস্য পলত্রয়ম্॥ ১৩৩॥
হরিতালস্য কর্ষাংশং বিমলং হেমমাক্ষিকম্।
পলার্দ্ধং হলিনীকন্দং নাগবঙ্গৌ পলার্দ্ধকৌ॥ ১৩৪॥
চতুষ্পলং তু ত্রিবৃতমেতৎসর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
ভূধাত্রীস্বরসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তধা ভিষক্॥ ১৩৫॥
তথা দন্তীরসৈর্ব্বল্লং দত্ত্বাদার্দ্রকবারিণা।
তেন কোষ্ঠে বিশুদ্ধে তু দধিভক্তং তু ভোজয়েৎ।
সর্ব্বাণি শূলানি হরেদ্রসঃ শূলান্তকো মতঃ॥ ১৩৬॥

জারিত পারদ এক পল (৮ তোলা), অভ্রভস্ম একপল, তাম্রভস্ম দুই পল, গন্ধক তিন পল, হরিতাল, বিমল ভস্ম ও স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম প্রত্যেক দুই তোলা, লাঙ্গলীবিষ অৰ্দ্ধপল (৪ তোলা), সীসকভস্ম ও বঙ্গভস্ম প্রত্যেক অৰ্দ্ধ পল এবং তেউড়ীমূলের চূর্ণ চারি পল (৩২ তোলা); এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া, তাহাতে ভুঁই আমলার রসের ও দন্তীরসের সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত তিন রতি মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাদ্বারা বিরেচন হইয়া কোষ্ঠ শোধিত হইলে, দধি ও অন্ন ভোজন করিবে। এই শূলান্তক রস সৰ্ব্ববিধ শূল-নিবারক॥ ১৩৩—১৩৬॥

অগ্নিমুখঃ।

পারদং মাক্ষিকং তাম্রং কৃষ্ণাভ্রং গন্ধকত্রয়ম্।
মাণিমন্থং বিষং হিঙ্গু ত্বগ্নিশাকাম্লকাঞ্চনান্॥ ১৩৭॥
রক্তমারীষনির্গুণ্ডীমহারাষ্ট্রাটরূষকম্।
জয়াজয়ন্তীনির্য্যাসৈস্তথা চ বিষতিন্দুকান্॥ ১৩৮॥
মর্দ্দিতং কুক্কুটপুটে পচেদগ্নিমুখাহ্বয়ঃ।
অষ্টগুঞ্জামিতঃ সোঽয়ং প্রয়োজ্যঃ সাজ্যনাগরঃ॥ ১৩৯॥
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোষ্ণাম্বুযুতো বা গুল্মশূলজিৎ॥ ১৪০॥

পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, কৃষ্ণাভ্র, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, সৈন্ধবলবণ, মিঠাবিষ, হিং, চিতামূল, মহাদা, কাঞ্চনছাল, রক্ত নটেশাক, নিসিন্দা, মহারাষ্ট্রী, বাসক ও বিষতিন্দুক (কুঁচিলা) এই সকল দ্রব্য জয়া (সিদ্ধি) ও জয়ন্তীর রস সহ মৰ্দ্দন করিয়া কুক্কুটপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ ঘৃত ও শুঁঠ চূর্ণের সহিত অথবা হিং, সৌবৰ্চ্চল লবণ ও উষ্ণজলের সহিত আটরতি মাত্রায় সেবন করিলে গুল্ম ও শূলরোগ প্রশমিত হয়॥ ১৩৭—১৪০॥

ত্রিনেত্রঃ।

রসতাম্রগন্ধকানাং ত্রিগুণোত্তরবর্দ্ধিতাংশানাম্।
অম্লেন মর্দ্দিতানাং পুটপক্কানাং নিষেবিতং ভস্ম॥ ১৪১॥
গুঞ্জাপ্রমাণমার্দ্রকসিন্ধুত্থচূর্ণসংযুক্তম্।
এরণ্ডতৈলমাক্ষিকমথবা পটুহিঙ্গুজীরকোপেতম্॥ ১৪২॥
শময়তি শূলমশেষং তত্তদ্রসভাবিতং বহুশঃ।
উপচূর্ণৈরনুপানৈস্তৈস্তৈঃ সহিতং কফানিলার্ত্তিহরম্॥ ১৪৩॥
এতচ্চ হরিণশৃঙ্গং মৃতকাঞ্চনটঙ্কণোপেতম্।
সঘৃতমধু পক্তিশূলং শময়তি শূলং ত্রিনেত্ররসঃ॥ ১৪৪॥

পারদ একভাগ, তাম্র তিন ভাগ ও গন্ধক নয় ভাগ একত্র অম্লদ্রব্যের সহিত মৰ্দ্দন করিয়া পুটপাকে ভস্ম করিবে। এক রতি মাত্রায় এই ঔষধ আদার রস ও সৈন্ধব লবণের সহিত, অথবা এরণ্ড তৈল ও মধুর সহিত কিংবা

সৈন্ধব হিং ও জীরার সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার শূলরোগ নিবারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন শূলরোগে তত্তৎশূলনিবারক দ্রব্যের রসে ভাবিত করিয়া এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপান ও উপচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, কফ ও বায়ুর বেদনা নিবারিত হয়। হরিণশৃঙ্গ, জারিত স্বর্ণ ও সোহাগার চূর্ণ এবং মধু ও ঘৃতের সহিত এই ত্রিনেত্র রস সেবন করিলে, পক্তিশূলের শান্তি হইয়া থাকে॥ ১৪১—১৪৪॥

উদয়ভাস্করঃ ।

তোলতুল্যং রসং শুদ্ধং গন্ধকং তচ্চতুর্গুণম্।
বিধায় কজ্জলীং শ্লক্ষ্ণাং ততো নিম্বুকবারিণা ॥ ১৪৫ ॥
কল্কং কুর্ব্বীত সংখল্বে যাবদ্যামচতুষ্টয়ম্।
দ্বিতোলমথ তাম্রস্য তনুপত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥ ১৪৬ ॥
কল্কেন তেন নিম্বুকরসেনাপ্লাব্য খল্বকে।
স্থাপয়েদাতপে তীব্রে পিণ্ডীকৃত্য ততঃ পরম্ ॥ ১৪৭ ॥
মূষামধ্যে নিরুধ্যাথ কুক্কুটাখ্যৈস্ত্রিভিঃ পুটৈঃ।
পচেচ্চুল্ল্যাং বনিক্ষিপ্য চুল্লীপরিমিতোপলৈঃ ॥ ১৪৮ ॥
তত আকৃষ্য সংমর্দ্দ্য করণ্ডে তং বিনিক্ষিপেৎ।
রসোঽয়ং সর্ব্বরোগঘ্নো নৃণামুদয়ভাস্করঃ ॥ ১৪৯॥
হন্তি শূলানি সর্ব্বাণি তমাংসীব দিবাকরঃ।
পর্ণখণ্ডিকয়া সার্দ্ধং দেয়শ্চেত্তাপরে জগুঃ ॥
পথ্যং রোগোচিতং দেয়ং রসস্যানুচিতং ত্যজেৎ ॥১৫০

পারদ এক তোলা ও গন্ধক চারি তোলা একত্র মসৃণ কজ্জলী করিয়া লেবুর রসের সহিত তাহা চারিপ্রহর কাল খলে মর্দ্দন করিবে। দুই তোলা সূক্ষ্ম তাম্র পত্র, সেই কজ্জলীকল্ক ও লেবুর রস দ্বারা আপ্লাবিত করিয়া, খলে স্থাপন পূর্ব্বক তীব্র রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। অতঃপর পিণ্ডাকৃতি করিয়া মূষারুদ্ধ করিবে, এবং চুল্লীপূর্ণ করিয়া বনঘুঁটে দিবে ও তন্মধ্যে কুক্কুটপুটে পাক করিবে। এইরূপে তিনবার কুক্কুটপুট দিবে। শীতল হইলে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া চূর্ণ করিবে ও উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই উদয়ভাস্কর রস মানবগণের সর্ব্বরোগনাশক। সূর্য্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন এই ঔষধও সেইরূপ সর্ব্ববিধ শূলরোগ বিনষ্ট করে। এই ঔষধ পানের সহিত প্রয়োগ করিতে অপর পণ্ডিতগণ উপদেশ করিয়া থাকেন। রোগের উপযুক্ত পথ্য সেবা ও পারদের অনুপযুক্ত দ্রব্যাদির পরিত্যাগ করা আবশ্যক ॥ ১৪৫—১৫০ ॥

শূলগজকেসরী ।

পলপ্রমাণসূতেন বলিনা দ্বিগুণেন চ।
শুদ্ধত্রিপলতালেন কৃত্বা কজ্জলিকাং ত্র্যহম্ ॥ ১৫১ ॥
পলমানেন কর্ত্তব্যং শুদ্ধতাম্রস্য সংপুটম্।
পিধানপাত্রসংপ্রস্তুতলপাত্রাত্মবান্ খলু ॥ ১৫২ ॥
কজ্জলীং সংপুটস্যান্তর্নিদধ্যাত্তদনন্তরম্।
অধস্তাদুপরিষ্টাচ্চ সংপুটস্যাক্ষিপেৎ খলু ॥ ১৫৩ ॥
আকণ্ঠং পটুচূর্ণং তং নিধায় চ নিরুধ্য চ।
বিশোষ্য গজসংজ্ঞেন পুটেন পুটয়েত্ততঃ ॥ ১৫৪ ॥
পটচূর্ণং বিধায়াথ সিন্ধুমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
পথ্যার্দ্রকরসোপেতো বল্লমানেন সেবিতঃ ॥ ১৫৫ ॥
রসো নিঃশেষশূলঘ্নঃ স্যাচ্ছূলগজকেসরী ॥ ১৫৬ ॥

পারদ একপল, গন্ধক দুইপল ও শোধিত হরিতাল তিনপল একত্র তিন দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। তৎপরে একপল তাম্রপত্রের পুট (আধার ও আচ্ছাদনী) প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ঐ কজ্জলী নিহিত করিবে এবং একটি পাত্রে সেই তাম্রপুট স্থাপন করিয়া তাহার ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দিয়া সেই পাত্র পূর্ণ করিবে। পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিতে হইবে। শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে পুট সহ ঔষধ চূর্ণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং সৈন্ধব লবণের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া দিবে। তিন রতি মাত্রায় এই শূলগজকেসরী রস হরীতকী ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে, শূলরোগ নিঃশেষরূপে নিবারিত হয় ॥ ১৫১—১৫৬ ॥

ক্ষারতাম্রম্ ।

পলমিতমৃতশুল্বং তন্মিতং গন্ধচূর্ণং
বসুমিতপলমানং তিন্তিণীক্ষারচূর্ণম্ ।
ত্রয়মিদমভিদিষ্টং ক্ষারতাম্রাখ্যমেতৎ
হরতি সকলশূলং পীতমুষ্ণোদকেন ॥ ১৫৭ ॥

জারিত তাম্র একপল, গন্ধক চূর্ণ একপল, তেঁতুলের ক্ষার চূর্ণ আটপল, এই তিনদ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে, ক্ষারতাম্র নামে অভিহিত হয়। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, সকল প্রকার শূলরোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৫৭ ॥

তাম্রাষ্টকম্ ।

হিঙ্গু ব্যোষং মধুকরুচকং তিন্তিণীক্ষারতাম্রং
সর্ব্বং চৈতন্মসৃণমৃদিতং পীতমুষ্ণোদকেন ।
ক্ষিপ্রং শূলং ক্ষপয়তি নৃণাং তীব্রপীড়াসমেতং
ধ্বান্তং ভানোরিব সমুদয়ঃ সাধু তাম্রাষ্টকং হি ॥১৫৮॥

হিং ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), যষ্টিমধু, সচললবণ, তেঁতুলের ক্ষার ও তাম্রভস্ম এই আটটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। এই তাম্রাষ্টক সেবন করিলে, সূর্যোদয়ে অন্ধকার নাশের ন্যায় তীব্র যন্ত্রণাযুক্ত শূল রোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয় ॥ ১৫৮ ॥

বড়বানলগুটিকা ।

তালং তাপ্যং কনককুনটীকান্তগন্ধার্কসূতৈ-
স্তুল্যাংশৈস্তৈররুণমধুরং দীপ্যকং সর্ব্বতুল্যম্ ।
এতৈঃ সর্ব্বৈস্ত্রিকটু চ সমং কজ্জলীকৃত্য সর্ব্বং
হিঙ্গুগ্রস্তোভির্মুনিমিতদিনৈর্ভাবয়েৎ সপ্তকৃত্বঃ ॥ ১৫৯ ॥
জয়ন্ত্যাঃ কাচমাচ্যাশ্চ নির্গুণ্ড্যাশ্চার্দ্রকস্য চ ।
স্বরসৈর্ভাবয়েৎ পিষ্ট্বা সকৃদেব দিনে দিনে ।
কর্ত্তব্যা মরিচৈস্তুল্যাশ্ছায়াশুষ্কাশ্চ গোলিকাঃ ॥ ১৬০ ॥
হন্ত্যেষা বড়বানলাখ্যগুটিকা সংসেবিতোষ্ণাম্বুনা
সর্ব্বং শূলগদং কৃমিং চ সকলং বৈষম্যবৃত্তিং ক্ষুধঃ ।
মন্দাগ্নিং গ্রহণীগদং শ্বয়থুরুক্পাণ্ডুং চ গুল্মার্শসী
বাতশ্লেষ্মগদং তথোদররুজং শ্বাসং চ কাসং জ্বরম্ ॥ ১৬১॥

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, মনঃশিলা, কান্তলৌহ, গন্ধক, তাম্র, পারদ, প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান যমানী, যমানীচূর্ণ সহ সর্ব্বচূর্ণ সম ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ); এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, হিঙ্গু মিশ্রিত জল দ্বারা সাত দিন সাতবার এবং জয়ন্তী, কাকমাচী, নিসিন্দা ও আদার রসে এক এক দিন ভাবনা দিবে ও মরিচের ন্যায় বটিকা করিয়া তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বড়বানল গুটিকা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, সকল প্রকার শূলরোগ, সর্ব্ববিধ ক্রিমি, ক্ষুধার বৈষম্য, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীরোগ, শোথ, পাণ্ডু, গুল্ম, অর্শঃ, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ সমূহ, উদররোগ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৫৯—১৬১ ॥

অগ্নিকুমারঃ ।

রসগন্ধকয়োঃ কৃত্বা কজ্জলীং তুল্যভাগয়োঃ ।
পাদাংশমমৃতং দত্ত্বা শুক্তিভস্ম কলাংশকম্ ॥ ১৬২ ॥
হংসপাদীরসৈঃ সম্যঙ্মর্দ্দয়িত্বা দিনত্রয়ম্ ।
স্থূলগোলং ততঃ কৃত্বা পরিশোষ্য খরাতপে ॥ ১৬৩ ॥
নিরুধ্য বালুকাযন্ত্রে ক্রমপুষ্টেন বহ্নিনা ।
পচেদেকমহোরাত্রং ততঃ শীতং বিচূর্ণ্য চ ॥ ১৬৪ ॥
তুল্যাংশমমৃতং দত্ত্বা মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ ।
বিলিপ্য স্থালিকামধ্যে ততোঽন্যস্থালিকোদরে ॥ ১৬৫॥
পলার্দ্ধমমৃতং ক্ষিপ্ত্বা রসস্থালীং চ তন্মুখে ।
ন্যুব্জাং দত্ত্বা দৃঢ়ং রুদ্ধ্বা চুল্ল্যামারোপ্য যত্নতঃ ॥১৬৬॥
যামং প্রজ্বালয়েদগ্নিং বিচূর্ণ্য তদনন্তরম্ ।
করণ্ডকে বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েদতিযত্নতঃ ॥ ১৬৭ ॥
রসো হ্যগ্নিকুমারাখ্যো দিষ্টো মন্থানভৈরবে ॥ ১৬৮ ॥
হন্যাদত্যগ্নিমান্দ্যং জ্বরহরমখিলং
বাতজাতং ক্ষয়ার্ত্তিং
শোফাঢ্যং পাণ্ডুরোগং কফজনিতগদান্
প্লীহগুল্মং গুদার্ত্তিম্ ।
সর্ব্বাঙ্গীণং চ শূলং জঠরভবরুজং
খঞ্জতাং পঙ্গুলত্বং
সর্ব্বাংশ্চাসাধ্যরোগান্ হরিরিব
দুরিতং রক্তগুল্মং বধূনাম্ ॥ ১৬৯

সমপারমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহার সহিত চতুর্থাংশ পরিমিত মিঠাবিষ ও ষোড়শাংশ শুক্তিভস্ম মিশ্রিত

করিবে ; এবং হংসপাদীর (খুলকুড়ির) রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিয়া স্থূল গোলক প্রস্তুত করিবে ও তাহা তীব্র রৌদ্র তাপে শুষ্ক করিবে। তৎপরে সেই গোলক মূষারুদ্ধ করিয়া, এক অহোরাত্র ক্রমবর্দ্ধিত অগ্নিজ্বালে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত সমপরিমিত মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে এবং আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। অতঃপর একখানি শরার মধ্যভাগে ঐ ঔষধ লেপন করিবে এবং অন্য একটি হাঁড়ীতে চারিতোলা মিঠাবিষ রাখিয়া তাহার মুখে ঔষধ লিপ্ত শরাখানি উবুড় করিয়া বসাইবে ও সংযোগস্থল উত্তমরূপে বন্ধ করিবে। একটি চুল্লীতে ঐ হাঁড়ী বসাইয়া তাহার নিম্নে এক প্রহর তীব্র অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। তৎপরে সেই ঔষধ ও মিঠাবিষ একত্র চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। মন্থানভৈরব গ্রন্থে এই ঔষধ অগ্নিকুমাররস নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অগ্নিকুমার রস সেবনে, অগ্নিমান্দ্য, সর্ব্ববিধ জ্বর, বায়ুরোগ সমূহ, ক্ষয়রোগ, শোথ, পাণ্ডু, কফজ রোগ সকল, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, সর্ব্বাঙ্গগত শূল, উদরাময়, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব, স্ত্রীগণের রক্তগুল্ম এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ অসাধ্য রোগসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৬২-১৬৯

শম্বূকং ত্র্যূষণং পঞ্চ লবণানি মৃতায়সম্।
সমাংশং পেষয়েন্মূত্রৈঃ কৃষ্ণাজস্য দিনাবধি ॥ ১৭০ ॥
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রং তু পরিণামাখ্যশূলনুৎ।
ইন্দ্রবারুণিকামূলং কটুত্রয়সমাযুতম্ ॥ ১৭১ ॥
পিবেদুষ্ণাম্বুনা হন্তি শূলমত্যন্তদুঃসহম্।
ভূদারুবটমূলং চ শূলজিৎ সোষ্ণবারিণা ॥ ১৭২ ॥
সদ্যোভবং হরেচ্ছূলং লবণং বারুনালকৈঃ।
ঘৃতেন সৈন্ধবং বাহথ উষ্ণতোয়ৈঃ সুবর্চ্চলম্ ॥ ১৭৩ ॥

যোগ।—শম্বুক ভস্ম, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সচল, বিট্, পাঙ্গা ও করকচ), এবং জারিত লৌহ প্রত্যেক সমভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র একদিন কৃষ্ণবর্ণ ছাগের মূত্র সহ মর্দ্দন করিয়া, দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে, পরিণামশূল নিবারিত হয়। রাখাল শশার মূল ও ত্রিকটুর চূর্ণ সমপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অতি দুঃসহ শূলরোগও প্রশমিত হয়। উপযুক্ত মাত্রায় ভূদারু ও বটের মূল উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে শূলরোগ বিনষ্ট হয়। কাঁজির সহিত অথবা ঘৃতের সহিত সৈন্ধব লবণ কিংবা উষ্ণ জলের সহিত সুবর্চ্চল লবণ পান করিলে, সদ্যোজাত শূল নিবারিত হয় ॥ ১৭০—১৭৩

ক্ষারবটী।

অমৃতং মেঘভস্মাথ শঙ্খং চিঞ্চা সুভাস্করম্।
ক্রমাদ্দ্বিগুণিতং কৃত্বা তত্তুল্যং চ কটুত্রিকম্ ॥ ১৭৪ ॥
তুলসীভৃঙ্গরাজস্য মাতুলিঙ্গার্দ্রকদ্রবৈঃ।
ভাবিতং বহুশশ্চূর্ণং রজো বা গুলিকাপি বা ॥১৭৫॥
গুঞ্জামাত্রং তু সেবেত গুল্মশূলান্ বিনাশয়েৎ।
মন্দাগ্নিং গ্রহণীমর্শো গুল্মশূলমরোচকম্।
এষা ক্ষারবটী নাম কৃশদেহেষু যুজ্যতে ॥ ১৭৬ ॥

মিঠাবিষ একভাগ, অভ্রভস্ম দুইভাগ, শঙ্খ-ভস্ম চারিভাগ, তেঁতুলক্ষার আটভাগ, তাম্রভস্ম ষোলভাগ ও ত্রিকটু সর্ব্ব সমষ্টির সমান ; এই সকল দ্রব্যে তুলসী, ভৃঙ্গরাজ, মাতুলুঙ্গ ও আদার রসের ভাবনা দিয়া চূর্ণ বা বটিকা করিবে। এক রতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্মশূল, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অর্শঃ, গুল্মশূল ও অরোচক নিবারিত হয়। এই ক্ষার-বটী কৃশদেহের বিশেষ উপকারী ॥ ১৭৪—১৭৬

অথ কার্শ্য-চিকিৎসা।

অমৃতার্ণবঃ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
সর্ব্বাংশমমৃতাসত্ত্বং সিতামধ্বাজ্যমিশ্রিতম্ ॥ ১৭৭ ॥
দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্বে মাষৈকং ভক্ষয়েৎ সদা।
কৃশানাং কুরুতে পুষ্টিং রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ ॥ ১৭৮ ॥
অশ্বগন্ধাপলার্দ্ধং চ গবাং ক্ষীরৈঃ পিবেদনু ॥ ১৭৯ ॥

জারিত পারদ তিনভাগ, স্বর্ণভস্ম একভাগ ও গুলঞ্চের চিনি সর্ব্ব সমষ্টির সমান, এই সকল দ্রব্য চিনি মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া একদিন মর্দ্দন করিবে। এই অমৃতার্ণব রস একমাষা মাত্রায় সেবন করিয়া, চারিতোলা অশ্বগন্ধা গব্যদুগ্ধের সহিত অনুপান করিলে কৃশ ব্যক্তি পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে॥ ১৭৭—১৭৯

পূর্ণচন্দ্রঃ।

মৃতসূতাভ্রলোহং বৈ শিলাজতু বিড়ঙ্গকম্।
তাপ্যং ক্ষৌদ্রঘৃতং তুল্যমেকীকৃত্য বিমর্দ্দয়েৎ॥১৮০॥
পূর্ণচন্দ্ররসো নাম্না মাষৈকং ভক্ষয়েৎ সদা।
শাল্মলীপুষ্পচূর্ণঞ্চ ক্ষৌদ্রৈঃ কর্ষং পিবেদনু॥ ১৮১॥
দুর্ব্বলো বলমাপ্নোতি মাসেকেন যথা শশী।
কৃশানাং বৃংহণং দেয়ং সর্ব্বং পানান্নভেষজম।
নিদ্রা চৈব দিবা রাত্রৌ ছাগমাংসাশনং তথা॥ ১৮২॥

জারিত পারদ, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক সমভাগ; সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিবে। এই পূর্ণচন্দ্ররস একমাষা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিবে। দুইতোলা মাত্রায় শিমুলের ফুলচূর্ণ মধু সহ মিশ্রিত করিয়া, তাহা অনুপান করিবে। এইরূপে একমাসকাল এই ঔষধ সেবন করিলে, দুর্ব্বল ব্যক্তি শশিকলার ন্যায় ক্রমশঃ বল-লাভ করে। কৃশ ব্যক্তির সর্ব্ববিধ পুষ্টিকর পান-ভোজন, দিবা ও রাত্রিতে নিদ্রা এবং ছাগমাংস ভোজনের ব্যবস্থা করিবে॥ ১৮০—১৮২

অথ স্থৌল্য-চিকিৎসা।

বড়বাগ্নিমুখঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতং তাম্রং তালং বোলং সমং সমম্।
অর্কক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্য ক্ষৌদ্রৈর্লেহং দ্বিগুঞ্জকম্॥১৮৩॥
বড়বাগ্নিমুখো নাম স্থৌল্যং তুন্দং নিযচ্ছতি॥ ১৮৪॥
পলং ক্ষৌদ্রং পলং তোয়মনুপানং পিবেৎ সদা।
তত্রাদৌ পঞ্চকর্ম্মাণি লঙ্ঘনাদ্যৈরুপাচরেৎ।
আর্দ্রকং মধুনা খাদেন্মেদোনিলকফান্ জয়েৎ॥ ১৮৫॥

শোধিত পারদ, জারিত তাম্র, হরিতাল ও গন্ধবোল প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য আকন্দ আঠার সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, মধুর সহিত দুইরতি মাত্রায় লেহন করিবে। এই বড়বাগ্নিমুখ শীঘ্র স্থৌল্য ও তুন্দ (ভুঁড়ি) বিনষ্ট করে। এই ঔষধ সেবনের পরে একপল মধু ও একপল জল একত্র মিশ্রিত করিয়া অনুপান করিবে। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম প্রয়োগ করিয়া, লঙ্ঘনাদি উপচার করিতে হইবে। মধু ও আদার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মেদঃ, বায়ু ও কফের শান্তি হয়॥ ১৮৩—১৮৫

অগ্নিকুমারঃ।

গন্ধকেন দ্বিকর্ষেণ শুদ্ধসূতেন তাবতা॥ ১৮৬॥
বিধায় কজ্জলীং সূক্ষ্মামেকবাসরমর্দ্দনাৎ।
কর্ষমাত্রং বিষং দত্ত্বা মর্দ্দয়িত্বা ইদং পুনঃ॥ ১৮৭॥
হংসপাদীরসৈস্তৈর্ব্বা স্তোকং স্তোকং মুহুর্মুহুঃ।
কুড়বার্দ্ধমিতৈঃ পশ্চাদ্গোলং কৃত্বা বিশোষ্য চ॥১৮৮॥
কাচকূপ্যাং বিনিক্ষিপ্য শুদ্ধে নাড়ীং বিধায় চ।
দেবীশাস্ত্রে পুনঃ প্রোক্তং বিষং কর্ষং বিচূর্ণিতম্॥১৮৯॥
ঊর্দ্ধাধো গোলকানাং হি কাচকূপ্যাং বিনিক্ষিপেৎ।
নিক্ষিপেৎ কজ্জলীং মধ্যে যতশ্চাগ্র্যং প্রজায়তে॥১৯০
ততশ্চ দ্ব্যঙ্গুলোৎসেধাং মৃদা কূপীং বিলিপ্য তাম্।
বিশোষ্য বালুকাযন্ত্রে যন্ত্রবর্গপ্রকাশিতে॥ ১৯১॥
অধোমুখীং ঘটীং ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপেদুপরি বালুকাম্।
নিরুধ্য ভাণ্ডবক্ত্রঞ্চ চুল্ল্যামারোপ্য যত্নতঃ॥ ১৯২॥
বহ্নিং প্রজ্বালয়েৎ সার্দ্ধং দিনং ক্রমবিবর্দ্ধিতম্।
স্বাঙ্গশীতলমাকৃষ্য সহ তাম্রেণ মর্দ্দয়েৎ॥ ১৯৩॥
পলার্দ্ধং মরিচং সূক্ষ্মং কর্ষার্দ্ধং বৎসনাভকম্।
বিনিক্ষিপ্য বিমর্দ্দ্যাথ ক্ষিপেদ্ রম্যকরণ্ডকে॥ ১৯৪॥
নন্দিনা তু সমুদ্দিষ্টং রসতুল্যং মরীচকম্।
বৎসনাভং তু কর্ষাংশং মিশ্রয়েত বিচূর্ণ্য তৎ॥ ১৯৫॥
নির্দ্দিষ্টোঽগ্নিকুমারকো রসবরো দেব্যা তথা নন্দিনা
সেব্যো বৈদ্যযশঃপ্রভূতফলদশ্চানাহবিধ্বংসনঃ।
সদ্যঃ পাচনদীপনো রুচিকরঃ শীঘ্রং তথাষ্ঠীলিকাং
সামাং চ গ্রহণীং হরেৎ কফরুজঃ কণ্ঠাময়ধ্বংসনঃ॥ ১৯৬॥
বল্যো ভোজনতোয়ভক্ষ্যসুখদঃ শ্রেষ্ঠো রসানাং প্রভু-
র্মন্দাগ্নিং কফবাতজং ক্ষয়গদং নিঃশেষশূলাময়ান্।
শ্বাসং কাসগদং তথা কফরুজং জূর্ত্তিং চ পাণ্ডুং তথা
শোফং বাতগদং তথা খলু রতীতুল্যোঽর্দ্ধপর্ণান্বিতঃ॥ ১৯৭

কণয়া সিতয়াজ্যেন দাতব্যোঽসৌ মহারসঃ।
প্রত্যষ্ঠীলাদিরোগেষু জলকূর্ম্মগদেষু চ।
নন্দিনা তু পুনঃ প্রোক্তস্তত্তদ্রোগহরৌষধৈঃ।
নিহন্তি সকলান্ রোগান্ দুষ্পত্নীব মনোরথান্॥ ১৯৮॥
রসজনিতবিদাহে শীততোয়াভিষেকো
মলয়জঘনসারালেপনং মন্দবাতঃ।
তরুণদধি সিতাক্তং নারিকেলীফলাম্ভো
মধুরশিশিরপানং শীতমন্যচ্চ শস্তম্॥ ১৯৯॥
সৌভাগ্যং মেঘনাদাঙ্ঘ্রি,সিতামধুকচন্দনম্।
তুষোদকেন দাতব্যং সর্ব্বস্মিন্ রসবৈকৃতে॥ ২০০॥
ছর্দ্দ্যাং তৃষ্ণায় দাতব্যং কপিত্থং বা সিতান্বিতম্।
কুমারীশীতলেপশ্চ সর্ব্বাঙ্গীণঃ প্রশস্যতে॥ ২০১॥
ক্ষীরং মধুসিতোপেতং ক্বাথো বাঽমৃতবন্ধুকঃ।
উপচারা অমী সর্ব্বে প্রশস্তা রসতাপিনাম্॥ ২০২॥
রসস্যাগ্নিকুমারস্য প্রভাবং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
গিরিজা নন্দিকেশো বা যদ্বা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ২০৩॥

শোধিত গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক চারিতোলা একত্র একদিন মর্দ্দন করিয়া সূক্ষ্ম কজ্জলী করিবে ও দুইতোলা মিঠাবিষ তাহাতে নিঃক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে অর্দ্ধ কুড়ব (একপোয়া) পরিমিত থুলকুড়ির রস অল্প অল্প করিয়া বারংবার তাহাতে দিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার গোলক প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে এবং একটি কাচ-কূপীতে (বোতলে) তাহা পূর্ণ করিয়া, বোতলের মুখে তাম্রনির্ম্মিত একটি নল দিতে হইবে। বোতলের মধ্যে গোলক পূর্ণ করিবার সময়ে গোলকের নীচে ও উপরে মিঠাবিষ চূর্ণ দুইতোলা দিয়া মধ্যস্থলে কজ্জলীর গোলক দিবার উপদেশ তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। গোলকপূর্ণ বোতলের গাত্রে দুই অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিতে হইবে। তৎপরে বালুকাযন্ত্র মধ্যে অধোমুখে বোতলটি বসাইয়া তাহার উপরে বালুকা দিতে হইবে এবং ভাণ্ডের মুখ উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া, তাহা চুল্লীর উপর রাখিবে। দেড় দিনকাল তাহাতে ক্রমবর্দ্ধিত অগ্নিজ্বাল দিয়া, শীতল হইলে তাম্রনলসহ ঔষধ গোলক চূর্ণ করিবে, এবং তাহার সহিত মরিচের সূক্ষ্মচূর্ণ চারিতোলা ও মিঠাবিষ একতোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ঔষধ প্রস্তুত হইলে তাহা পরিষ্কৃত পাত্রে রাখিয়া দিবে। নন্দীর উপদেশ—মরিচচূর্ণ পারদের সমান এবং মিঠাবিষ দুইতোলা ইহাতে মিশ্রিত করিতে হইবে। ভগবতী পার্ব্বতী ও নন্দী কর্ত্তৃক এই অগ্নিকুমার নামক উৎকৃষ্ট রস উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা প্রয়োগ করিয়া বৈদ্যগণ প্রভূত যশোলাভ করেন। ইহা আনাহনাশক, সদ্যঃপরিপাচক, অগ্নির দীপ্তিকর ও রুচিকর। ইহাদ্বারা অষ্ঠীলা, আমগ্রহণী, কফরোগ ও কণ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। ইহা বলকারক, পান-ভোজনে সুখপ্রদ, সকল রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও প্রভূতশক্তিশালী। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, কফজ ও বাতজ ক্ষয়রোগ, শূলরোগ, শ্বাস, কাস, কফরোগ, জূর্ত্তি (জ্বর), পাণ্ডু, শোথ ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়। একরতি মাত্রায় অর্দ্ধখণ্ড পর্ণের সহিত, অথবা পিপুলচূর্ণ, চিনি ও ঘৃতের সহিত এই মহারস প্রয়োগ করিতে হয়। প্রত্যষ্ঠীলা, জলোদর ও কূর্ম্মোদর প্রভৃতি রোগে তত্তদ্রোগনাশক ঔষধের সহিত ইহা প্রয়োগ করা আবশ্যক। নন্দী বলেন—দুষ্টা পত্নী দ্বারা মনোরথ বিনাশের ন্যায় এই ঔষধ দ্বারা সকল রোগই নিবারিত হইয়া থাকে। এই রস সেবন করিয়া দাহ উপস্থিত হইলে শীতল জলে স্নান, গাত্রে চন্দন ও কর্পূর অনুলেপন, মৃদু বায়ু সেবন, চিনি মিশ্রিত নূতন দধি, ডাবের জল, মধুর রসযুক্ত শীতল পানীয় এবং অন্যান্য শীতল উপচার প্রশস্ত। যে কোন প্রকার রসসেবনে যে কোন বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহাতে সোহাগা, নটে শাকের মূল, চিনি, যষ্টিমধু ও চন্দন এই সকল দ্রব্য তুষোদকের (কাঁজির) সহিত সেবন করিতে দিবে। বমি বা তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে, চিনি মিশ্রিত কয়েদবেল ভোজন করাইবে এবং সর্ব্বাঙ্গে ঘৃতকুমারীর শীতল প্রলেপ দিবে। মধু ও চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ এবং গুলঞ্চ ও পিয়াশালের ক্বাথ পান প্রভৃতি উপচার সমূহও

রসসন্তপ্ত-রোগির পক্ষে প্রশস্ত। ভগবতী পার্ব্বতী, মহাদেব ও নারায়ণ ইঁহারাই কেবল এই অগ্নিকুমার রসের প্রভাব বিশেষরূপে অবগত আছেন॥ ১৮৬—২০৩

অথাম্লপিত্ত-চিকিৎসা।

অম্লোদ্গারবমী হস্তপাদহৃৎকুক্ষিদাহত।
অম্লপিত্তে মুখং তিক্তং ভবেচ্ছূলমরোচকম্॥ ২০৪॥
অম্লপিত্তে তু বমনং তদন্তে মৃদুরেচনম্।
ঊর্দ্ধগং বমনৈর্হন্যাদধোগং রেচনৈর্জয়েৎ॥ ২০৫॥
তিক্তভূয়িষ্ঠমাহারং পানং চাপি প্রকল্পয়েৎ।
অম্লপিত্তে চ বমনং পটোলারিষ্টবারিভিঃ।
বিরেচনং ত্রিবৃচ্চূর্ণং মধুধাত্রীফলৈর্ভবেৎ॥ ২০৬॥

অম্ল উদ্গার, বমি, হস্ততলে পদতলে হৃদয়ে ও কুক্ষিতে দাহ, মুখে তিক্তাস্বাদ, শূল ও অরুচি, এই লক্ষণ গুলি অম্লপিত্তে প্রকাশ পায়। অম্লপিত্তে প্রথমতঃ বমন ও তৎপরে মৃদু বিরেচন প্রয়োগ আবশ্যক। ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তের বমন দ্বারা এবং অধোগ অম্লপিত্তের বিরেচন দ্বারা চিকিৎসা করিবে। পান-ভোজনার্থ তিক্তরস-প্রধান দ্রব্য ব্যবস্থা করিবে। অম্লপিত্তে বমন করাইবার জন্য পটোল ও নিমছালের ক্বাথ এ ং বিরেচনার্থ তেউড়ীচূর্ণ, মধু ও আমলকী ফলের সহিত প্রয়োগ করা আবশ্যক॥২০৪ ২০৬

লীলাবিলাসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধং মৃতং তাম্রাভ্ররৌপ্যকম্।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্যামং কৃত্বা লঘুপুটে পচেৎ॥ ২০৭॥
অক্ষধাত্রীহরীতক্যঃ ক্রমবৃদ্ধ্যা বিপাচয়েৎ।
জলেনাষ্টগুণেনৈব গ্রাহ্যমষ্টাবশেষিতম্॥ ২০৮॥
অনেন ভাবয়েৎ সর্ব্বং পূর্ব্বং সূতং পুনঃপুনঃ।
পঞ্চবিংশতিবারং চ তাবতা ভৃঙ্গজৈর্দ্রবৈঃ॥ ২০৯॥
শুষ্কং তচ্চূর্ণিতং খাদেৎ পঞ্চগুঞ্জং মধুপ্লুতম্।
রসো লীলাবিলাসোঽয়মম্লপিত্তং নিযচ্ছতি॥ ২১০॥

শোধিত পারদ ও গন্ধক এবং জারিত তাম্র, অভ্র ও রৌপ্য প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত একত্র এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। তৎপরে বহেড়া একভাগ, আমলকী দুইভাগ ও হরীতকী তিন ভাগ একত্র আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং সেই জল দ্বারা পঞ্চবিংশতি বার পূর্ব্বোক্ত ঔষধে ভাবনা দিবে। অতঃপর ভৃঙ্গরাজ রসের পঁচিশবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে। এই লীলাবিলাস রস মধুর সহিত পাঁচরতি মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২০৭—২১০

কুষ্মাণ্ডখণ্ডম্।

কুষ্মাণ্ডস্য রসস্য সৎপলশতং তুল্যং গবাং ক্ষীরকং
ধাত্রীচূর্ণপলাষ্টকং লঘু পচেদ্যাবৎকৃতঃ পিণ্ডিতম্।
ধাত্রীতুল্যসিতং পলার্দ্ধমমৃতং তল্লেহকং লেহয়েৎ
খ্যাতং কুষ্মাণ্ডখণ্ডং ক্ষপয়তি নিতরামম্লপিত্তং নচান্যৎ॥২১১

কুষ্মাণ্ডের জল একশত পল (১২॥০ সাড়ে বার সের), দুগ্ধ একশত পল ও আমলকীর চূর্ণ আটপল (/১ এক সের), চিনি আট পল ও মিঠাবিষ ৪ চারি তোলা; এই সমস্ত একত্র মৃদু অগ্নিজালে পাক করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। এই কুষ্মাণ্ডখণ্ড নামক অবলেহ লেহন করিলে, অম্লপিত্ত রোগ নিশ্চয়ই নিবারিত হয়॥ ২১১

তাম্রদ্রুতিঃ।

পলং নেপালশুল্বস্য পত্রাণি সুতনূনি চ।
কৃত্বা কণ্টকবেধ্যানি কারয়েত্তদনন্তরম্॥ ২১২॥
কর্ষৈকং দ্বিগুণং গ্রাহ্যং ক্রমাৎ সূতকগন্ধয়োঃ।
মর্দ্দিতব্যং শিলাখল্বে রসৈর্দ্দন্তশঠস্য বৈ॥ ২১৩॥
তৎকল্কং পঙ্কবৎ কৃত্বা তেন পর্ণানি সর্ব্বশঃ।
লেপয়িত্বা শিলাখল্বে স্থাপয়েদাতপে খরে॥ ২১৪॥
যামৈকেন সমুদ্ধৃত্য দ্রবীভবতি নান্যথা।
বান্তিং বিরেচনং কৃত্বা শুদ্ধকায়ো যথাবিধি॥ ২১৫॥
পূজয়িত্বা সুরান্ বৈদ্যান্ বিপ্রান্ হেমাম্বরাদিভিঃ।
তং সূতং মধুসর্পির্ভ্যাং রক্তিকামাষকাদিভিঃ॥ ২১৬॥
লীঢ়্বা তত্র পিবেত্তক্রং ধান্যাম্লকমথাপি বা।
জীর্ণে সায়ং সমশ্নীয়াচ্ছাল্যন্নং তু পুরাতনম্॥ ২১৭॥
সেব্যমানং নিহন্ত্যেতদম্লপিত্তং সুদারুণম্।
কাসং ক্ষয়ং তথা শোষমর্শাংসি গ্রহণীং তথা॥ ২১৮॥
কামলাং পাণ্ডুরোগং চ কুষ্ঠান্যেকাদশৈব চ।
রক্তপিত্তং সখাজিত্যং শূলং চৈবোদরাণি চ॥ ২১৯॥

বাতরোগং প্রতিশ্যায়ং বিদ্রধিং বিষমজ্বরম্।
সততাভ্যাসযোগেন বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥ ২২০॥
তাম্রবৎ কুরুতে দেহং সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতম্।
জীবেদ্বর্ষশতং সোগ্রং দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ॥ ২২১॥

এক পল তাম্রের কণ্টকবেধ্য সূক্ষ্ম পত্র প্রস্তুত করিবে। পরে পারদ দুই তোলা ও গন্ধক চারিতোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহা দন্ত-শঠের জামীরের (মতান্তরে আমরুলের) রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক সেই কল্ক তাম্র পত্রে লেপন করিবে ও তাহা শিলাখণ্ডে স্থাপন করিয়া এক প্রহর কাল তীব্র রৌদ্রে রাখিয়া দিবে; তাহাতে তাম্রপত্র গুলি দ্রবীভূত হইবে। প্রথমতঃ যথাবিধি বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়া, দেবতা বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ ও বস্ত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করিবে। তৎপরে সেই দ্রবীভূত তাম্র এক রতি হইতে আরম্ভ করিয়া এক মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায়, মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিবে এবং তক্র (ঘোল) অথবা কাঁজি অনুপান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হওয়ার পরে সন্ধ্যাকালে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপে এই ঔষধ সেবন করিলে দারুণ অম্লপিত্ত, কাস, ক্ষয়, শোষ, অর্শঃ, গ্রহণী, কামলা, পাণ্ডু, একাদশ বিধ কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, খালিত্য (টাক্), শূল, উদর, বাতরোগ, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি), বিদ্রধি ও বিষমজ্বর নিবারিত হয়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইহা সেবন করিলে, দেহ বলিপলিতাদি বিহীন ও সর্ব্বব্যাধিবর্জ্জিত হয়, তাম্রবৎবর্ণ প্রকাশ পায় এবং দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় দীপ্তকান্তি বিশিষ্ট হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকিতে পারা যায়॥ ২১২—২২১

অথ পিত্তে।

দশসারপিত্তান্তকরসঃ।

মৃতসূতাভ্রমুণ্ডার্কতীক্ষ্ণমাক্ষিকতালকম্।
গন্ধকং চ ভবেৎ তুল্যং যষ্টীদ্রাক্ষামৃতাদ্রবৈঃ॥ ২২২॥
জলমণ্ডপিকাবাসাদ্রবৈঃ ক্ষীরবিদারিজৈঃ।
দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্বে সিতাক্ষৌদ্রযুতা বটী॥ ২২৩॥
নিষ্কমাত্রং নিহন্ত্যাশু পিত্তং পিত্তজ্বরং ক্ষয়ম্।
দাহং তৃষ্ণাং ভ্রমং শোষং বেগাৎ পিত্তান্তকো রসঃ॥২২৪
সিতাক্ষীরং পিবেচ্চানু যষ্টীং সিতান্বিতাং জলৈঃ।
পিবেদ্বা পিত্তশান্ত্যর্থং শীততোয়েন চন্দনম্॥ ২২৫॥
যষ্টী দ্রাক্ষা ফলং ধাত্র্যা এলাচন্দনবালকম্।
মধুকপুষ্পং খর্জ্জূরং দাড়িমং পেষয়েৎ সমম্॥ ২২৬॥
সর্ব্বতুল্যা সিতা যোজ্যা পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
দশসারমিদং খ্যাতং সর্ব্বপিত্তবিকারজিৎ॥ ২২৭॥
মেহতৃষ্ণারতীশ্চৈব দাহং মূর্চ্ছাজ্বরং জয়েৎ॥ ২২৮॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে বিদ্রধিবৃদ্ধিগুল্মযকৃৎপ্লীহশূলকার্শ্যস্থৌল্যা-ষ্ঠীলাপ্রত্যষ্ঠীলাজলকূর্ম্মরসবৈকৃতানাহাম্লপিত্ত-পিত্তচিকিৎসা নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

জারিত পারদ, অভ্র, মুণ্ড লৌহ, তাম্র, তীক্ষ্ণ লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও গন্ধক, প্রত্যেক সমভাগ; এই সমুদায় একত্র যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, জলমণ্ডপিকা (পানা), বাসক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের সহিত এক একদিন মর্দ্দন করিয়া (চারি মাষা মাত্রায়) বটিকা করিবে। চিনি ও মধুর সহিত এই পিত্তান্তক রস সেবন করিলে পিত্তদুষ্টি, পিত্তজ্বর, ক্ষয়, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শোষ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনের পরে দুগ্ধ ও চিনি, অথবা শীতল জলের সহিত চিনিমিশ্রিত যষ্টিমধুর চূর্ণ কিংবা চন্দন, এই সকল দ্রব্য অনুপান করিলে পিত্তের শান্তি হইয়া থাকে। যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, আমলকী, এলাচ, রক্তচন্দন, বালা, মউলফুল, খর্জ্জুর ও দাড়িম প্রত্যেক একভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি তোলা মাত্রায় তাহাও সেবন করা আবশ্যক। এই জন্যই ইহা দশসারপিত্তান্তক রস নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্ববিধ পিত্তবিকারনাশক এবং মেহ, তৃষ্ণা, অরতি, দাহ, মূর্চ্ছা ও জ্বর নিবারিত করিয়া থাকে॥ ২২২—২২৮

ইতি বিদ্রধিপ্রভৃতিরোগ-চিকিৎসা নামক অষ্টাদশ অধ্যায়।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।



অথ উদরাদিচিকিৎসিতম্ ।

উদরং সজলং যস্য সদোষং বলিবর্জ্জিতম্ ।
শ্বয়থুঃ পাদয়োঃ শোফঃ স্যাজ্জলোদরলক্ষণম্ ॥ ১ ॥
উদরং বাতসংপূর্ণং সব্যথং চ কৃশাঙ্গতা ।
মুহুর্মুহুঃ শ্বসিত্যেব তদ্বাতোদরলক্ষণম্ ॥ ২ ॥

লক্ষণ ।—উদরে জল সঞ্চিত হইয়া, উদর বলি (মাংস সঙ্কোচ) শূন্য হয়, তাহাতে বাতাদি দোষের প্রকোপ থাকে এবং পদদ্বয়ে ও অন্যান্য অবয়বে শোথ উপস্থিত হয়, এইগুলি জলোদর রোগের লক্ষণ। বাতোদরে—উদর বায়ু-পূর্ণ ও ব্যথাযুক্ত, অঙ্গ কৃশ, এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ॥ ১-২

বিনোদবিদ্যাধরঃ ।

শ্রীমৃতলোহরসগন্ধশিলালতাম্র-
ব্যোষাগ্নিকুষ্ঠমুসলীবিষদীপ্যচূর্ণম্ ।
নিম্বূকনীরলুলিতং গুটিকীকৃতং তৎ
উক্তং নিশাসু মধুনা সকলোদরঘ্নম্ ॥ ৩ ॥

মতান্তরে—

রসেন্দ্রবলিটঙ্কণৈঃ সজয়পালবীজৈঃ সমৈ-
রসঃ সুমৃদিতো ভবেৎ খলু বিনোদবিদ্যাধরঃ ।
পয়োগুড়যুতো হরেৎ সকলরেচনীয়াময়ান্
জ্বরং চ জঠরাময়ান্ গুদগদং সশূলং নৃণাম্ ॥ ৪ ॥
সম্যগ্বিরেচনাভাবে মুদ্গকাথং পিবেদনু ।
ভেদাধিক্যে পিবেত্তক্রং বর্ব্বুরাণাং ত্বচো রসম্ ॥৫॥

অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, হরিতাল, তাম্র, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), চিতামূল, কুড়, তালমূলী, মিঠাবিষ ও যমানী প্রত্যেক সমভাগ ; এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। রাত্রিকালে মধুর সহিত ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার উদর রোগ নিবারিত হয়।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা ও জয়পালবীজ প্রত্যেক সমান ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিলে, তাহা বিনোদবিদ্যাধর নামে অভিহিত হয়। দুগ্ধ ও গুড়ের সহিত ইহা সেবন করিলে, সকল প্রকার বিরেচনসাধ্য রোগ, বিশেষতঃ জ্বর, উদররোগ, অর্শঃ ও শূলরোগ নিবারিত হয়। সম্যক্ বিরেচন না হইলে, মুদ্গযূষ অনুপান করিবে এবং অধিক ভেদ হইলে, তক্র বা বাবলাছালের রস পান করিতে হইবে ॥৪-৫

মৃত্যুঞ্জয়ঃ ।

অষ্টৌ নিস্তুষদন্তিবীজমপি চেচ্ছুণ্ঠ্যাস্ত্রয়ো গন্ধকাৎ
দ্বৌ চ দ্বৌ মরিচস্য টঙ্কণরসং চৈকৈকভাগং পৃথক্ ।
গুঞ্জামাত্রমিদং সুরেচনকরং দেয়ং চ শীতাম্বুনা
শোথং গুল্মজলোদরং প্রশময়েৎ প্লীহাময়ঘ্নং পরম্ ॥ ৬ ॥
হিঙ্গুলং ত্র্যূষণং পঞ্চলবণং শতপুষ্পিকাম্ ।
সমভাগমিদং সর্ব্বং পটচূর্ণং সমাচরেৎ ॥ ৭ ॥
তৎসমৌ রসগন্ধৌ চ কৃত্বা কজ্জলিকাং শুভাম্ ।
সর্ব্বমেকত্র সংমেল্য মর্দ্দয়েদ্দিবসত্রয়ম্ ॥ ৮ ॥
অয়ং মৃত্যুঞ্জয়ো নাম্না রসঃ শীঘ্রফলপ্রদঃ ।
কথিতো অর্য্যলার্য্যেণ সন্নিপাতহরঃ পরম্ ॥ ৯ ॥
সন্নিপাতে প্রযোক্তব্যো রক্তিকাপঞ্চমাত্রিকঃ ।
চিত্রকার্দ্রকসিন্ধুত্থকটুভির্ব্বা সমন্বিতঃ ॥ ১০ ॥
শীততোয়ং ত্রিদোষার্ত্তং নির্ব্বাতে শায়য়েত তম্ ॥ ১১ ॥
পথ্যং দধ্যোদনং দেয়ং যাচমানায় নান্যথা ॥
গুণো ন জায়তে যস্য তস্য দেয়ো রসঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥
হন্যাদ্বাতগদং তথা কফগদং মন্দানলত্বং জ্বরং
শূলং সর্ব্বমহাময়ান্ জঠরজাং পীড়াং যকৃৎপাণ্ডুতাম্ ।
শোফং গুল্মরুজং তথা গ্রহণিকাং প্লীহাময়ং বিগ্রহং
বাস্তিং গুল্মকৃতাং সকাসমভিতঃ শ্বাসং চ হিক্কামপি ॥১৩

নিস্তুষ দন্তীবীজ আটভাগ, শুঁঠ তিনভাগ, গন্ধক দুইভাগ, মরিচ দুইভাগ, সোহাগা

একভাগ ও পারদ একভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, একরতি মাত্রায় শীতল জলের সহিত সেবন করিলে সুন্দর বিরেচন হইয়া শোথ, গুল্ম, জলোদর ও প্লীহরোগ বিনষ্ট হয় ॥

অগ্নিবৃদ্ধি—যবক্ষার, সাচীক্ষার, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), পঞ্চ লবণ (সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, পাঙ্গা, করকচ) ও শুল্‌ফা প্রত্যেক সমভাগ, এই সমস্ত উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাঁপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এক এক ভাগ পারদ ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। তৎপরে তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তিন দিন মর্দ্দন করিবে। এই মৃত্যুঞ্জয় রস শীঘ্র ফলপ্রদ। ইহা বিশেষরূপে সন্নিপাতনাশক। মর্য্যলার্য্য কর্ত্তৃক এই ঔষধ উপদিষ্ট হইয়াছে। সন্নিপাতে চিতামূলের ক্বাথ, আদার রস, সৈন্ধবলবণ বা ত্রিকটু চূর্ণের সহিত এই ঔষধ পাঁচরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। ত্রিদোষার্ত্ত রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইয়া, পিপাসাকালে জলপান করিতে দিবে এবং নির্ব্বাত স্থানে শয়ন করাইয়া রাখিবে। আহার করিতে চাহিলে, দধিমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে ; অন্যথা দিবে না। একমাত্রা ঔষধ সেবনে উপকার বোধ না হইলে, পুনর্ব্বার ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। বাতজ রোগ, কফজ রোগ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, উদররোগ, যকৃৎ, পাণ্ডুরোগ, শূল, গুল্ম, গ্রহণী, প্লীহা, মলরোধ, গুল্মজনিত বমন, কাস, শ্বাস ও হিক্কারোগ ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় ॥ ৮—১৩

আদৌ সর্ব্বোদরাণাং চ দেয়মুক্তং বিরেচনম্।
গোমূত্রৈর্ব্বাহথ গোক্ষীরৈর্যোজ্যমেরণ্ডতৈলকম্ ॥ ১৪ ॥
কর্ষমাত্রং প্রযত্নেন শুদ্ধে দেয়ো রসঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥

উদররোগিকে প্রথমতঃ গোমূত্র বা গোদুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল দুই তোলা পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। তৎপরে দেহ শুদ্ধ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে ॥ ১৪।১৫

ত্রৈলোক্যসুন্দরঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃতাভ্রং সৈন্ধবং বিষম্।
কৃষ্ণজীরং বিড়ঙ্গং চ গুড়ূচীসত্ত্বচিত্রকম্ ॥ ১৬ ॥
এলা চৈব যবক্ষারং প্রত্যেকং শুদ্ধসার্দ্ধকম্।
দিনং নির্গুণ্ডিকাদ্রাবৈর্বীজপূররসৈর্দিনম্ ॥ ১৭ ॥
মর্দ্দয়েচ্ছোষয়েৎ সোঽয়ং রসস্ত্রৈলোক্যসুন্দরঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং ঘৃতৈর্লেহো বাতোদরকুলান্তকঃ ॥ ১৮ ॥
পলমেকং চিত্রমূলং দ্বিগোমূত্রৈশ্চতুর্জলৈঃ।
পাচ্যং যাবত্তবেৎ কল্কং ঘৃতং কল্কং চ যোজয়েৎ ॥ ১৯ ॥
বল্লৈকং চ যবক্ষারং ক্ষিপ্ত্বা পক্ত্বা চ তারয়েৎ।
তৎকর্ষৈকং পিবেচ্চানু স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজয়েৎ ॥ ২০ ॥

শোধিত পারদ ও গন্ধক এক একভাগ এবং জারিত অভ্র, সৈন্ধব, মিঠাবিষ, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চসত্ত্ব, চিতামূল, বড় এলাচ ও যবক্ষার প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ ; এই সকল দ্রব্য নিসিন্দার রস ও ছোলঙ্গলেবুর রসসহ এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। ইহার নাম ত্রৈলোক্যসুন্দর রস। দুইরতি মাত্রায় এই ঔষধ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বাতোদর রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়। চিতামূল একপল (৮ তোলা), দ্বিগুণ গোমূত্র ও চতুর্গুণ জলের সহিত পাক করিয়া কল্কবৎ করিবে। তৎপরে সেই কল্কের সহিত চতুর্গুণ ঘৃত পাক করিবে এবং পাকশেষে ৩ রতি যবক্ষার তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া দুইতোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পরে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিবে ॥ ১৬—২০

মহাবহ্নিঃ।

চতুঃ সূতস্য গন্ধোঽষ্টৌ রজনী ত্রিফলা শিবা।
প্রত্যেকং চ দ্বিভাগং স্যাত্ত্র্যূষজীরকদন্তিকাঃ ॥ ২১ ॥
প্রত্যেকমষ্টভাগং স্যাদেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
জয়ন্তীস্নুক্পয়োভৃঙ্গবহ্নিবাতারিতৈলকৈঃ ॥ ২২ ॥
প্রত্যেকেন ক্রমাদ্ভাব্যং সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্।
মহাবহ্নিরসো নাম নিষ্কমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ ॥ ২৩ ॥
বিরেচনং ভবেত্তেন তক্রভক্তং সসৈন্ধবম্।
দিনান্তে ভোজয়েৎ পথ্যং বর্জয়েচ্ছীতলং জলম্ ॥ ২৪ ॥
নাভ্যুত্তরে জলস্রাবং কুর্য্যাদ্ধন্তি জলোদরম্ ॥
সর্ব্বোদরহরং যোজ্যং গুড়নাগরয়োঃ পলম্ ॥ ২৫ ॥

পারদ চারিভাগ, গন্ধক আটভাগ, হরিদ্রা, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক দুইভাগ, হরীতকী চারিভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা ও দন্তী-মূল প্রত্যেক আটভাগ; এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে; এবং তাহাতে জয়ন্তীর রস, সিজের আঠা, ভৃঙ্গরাজ রস, চিতামূলের ক্বাথ ও এরণ্ডতৈলের সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই মহাবহ্নিরস চারি মাষা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইবে। অপরাহ্নে তক্র ও সৈন্ধবের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। শীতল জল পান ত্যাগ করিবে। নাভির নীচে জল স্রাব (ট্যাপ) করাইবে। ইহা দ্বারা জলোদর রোগ বিনষ্ট হয়। গুড় ও শুঁঠের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া আট তোলা মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ববিধ উদররোগ প্রশমিত হয় ॥ ২১—২৫

বজ্রক্ষারঃ।

সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারং সুবর্চ্চলম্।
টঙ্কণং সর্জ্জিকাক্ষারস্তুল্যং চূর্ণং বিভাবয়েৎ ॥ ২৬ ॥
অর্কক্ষীরৈঃ স্নুহীক্ষীরৈরাতপে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্।
অর্কপত্রং লিপেত্তেন রুদ্ধ্বা চান্তঃপুটে পচেৎ ॥ ২৭ ॥
তৎ ক্ষারং চূর্ণয়িত্বাথ ত্র্যূষণং ত্রিফলারজঃ।
জীরকং রজনীবহ্নিচব্যকং স্যাৎ সমং সমম্ ॥ ২৮ ॥
ক্ষারার্দ্ধমেতদর্দ্ধং চ একীকৃত্য প্রয়োজয়েৎ।
অগ্নিমান্দ্যেঽজীর্ণেষু ভক্ষ্যং নিষ্কদ্বয়ং দ্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥
বাতাধিকে জলৈঃ কোষ্ণৈর্ঘৃতৈঃ পিত্তাধিকে হিতম্।
কফে গোমূত্রসংযুক্তমারনালৈস্ত্রিদোষজে ॥ ৩০ ॥
বজ্রক্ষারমিদং সিদ্ধং স্বয়ং প্রোক্তং পিনাকিনা।
সর্ব্বোদরেষু গুল্মেষু শোফশূলেষু যোজয়েৎ ॥ ৩১ ॥

সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, কাচলবণ, যবক্ষার, সুবর্চ্চললবণ, সোহাগা ও সর্জ্জিকাক্ষার, প্রত্যেক সমভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া তাহাতে আকন্দের আঠার ও সীজের আঠার তিনদিন করিয়া ভাবনা দিবে ও শুষ্ক করিবে। তৎপরে সেই ঔষধ আকন্দপত্র দ্বারা বাঁধিয়া তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিবে ও শুষ্ক করিবে। অতঃপর তাহা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার চূর্ণ করিবে এবং তাহার সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, জীরা, হরিদ্রা, চিতামূল ও চই প্রত্যেক ক্ষারের অর্দ্ধভাগ মিশ্রিত করিবে। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে এই ঔষধ দুই নিষ্ক (আট মাষা) মাত্রায় দিবসে দুইবার করিয়া সেবন করিবে। বায়ুর আধিক্য থাকিলে জলের সহিত, পিত্তাধিক্যে ঈষদুষ্ণ ঘৃতের সহিত, কফের আধিক্যে গোমূত্র সহ এবং ত্রিদোষের আধিক্যে কাঁজির সহিত ইহা সেবন করিতে হইবে। এই সিদ্ধ বজ্রক্ষার স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। সর্ব্ববিধ উদররোগ, গুল্মরোগ, শোথরোগ ও শূলরোগেও এই ঔষধ যথা নিয়মে প্রয়োগ করিবে ॥ ২৬—৩১

খদিরং দেবকাষ্ঠঞ্চ কর্ষং গোমূত্রতঃ পিবেৎ।
উদরং পাণ্ডুরোগং চ হন্তি শূলং চ প্লীহকম্ ॥ ৩২ ॥
দিনৈকং পিপ্পলীচূর্ণং স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
নিষ্কং জলোদরং হন্তি মহিষীমূত্রতঃ পিবেৎ ॥ ৩৩ ॥

যোগ।—খদির ও দেবদারু চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা দুই তোলা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত পান করিলে উদররোগ, পাণ্ডু, শূল ও প্লীহা বিনষ্ট হয়। পিপ্পলী চূর্ণে সীজের আঠার ভাবনা দিয়া চারি মাষা মাত্রায়, মহিষী মূত্রের সহিত পান করিলে জলোদররোগ নষ্ট হয় ॥ ৩২—৩৩

বৈশ্বানরঃ।

রসগন্ধকতাম্রাণি শিলাজিৎকান্তলৌহকম্ ॥ ৩৪ ॥
ত্রিকটুশ্চিত্রকং কুষ্ঠং নির্গুণ্ডী মুসলী বিষম্।
অজমোদশ্চ সর্ব্বেষাং দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
চূর্ণীকৃত্য ততঃ সর্ব্বং নিম্বক্বাথেন ভাবয়েৎ।
একবিংশৎপ্রকারেণ ভৃঙ্গরাজেন সপ্তধা ॥ ৩৬ ॥
মধুনা গুটিকাং শুষ্কাং রজন্যাং তু প্রপায়য়েৎ।
বৈশ্বানরাভিধো যোগো জলোদরবিশোষণঃ ॥ ৩৭ ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, শিলাজতু, কান্তলৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, কুড়, নিসিন্দা, তালমূলী, মিঠাবিষ ও বনযমানী প্রত্যেক দুই ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া,

তাহাতে একুশবার নিমের ক্কাথের এবং সাতবার ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিবে॥ যথাকালে বটিকা করিয়া শুষ্ক করিবে। এই বটিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে প্রয়োগ করিবে। এই বৈশ্বানর নামক ঔষধ জলোদর রোগের শোষণকারক॥ ৩৪—৩৭

সূর্য্যপ্রভাগুটিকা।

ভার্গীবহ্নিজয়াযুগাভ্রকদলী পাঠা বচা রোচনা
চব্যং পত্রকচিত্রকং ত্রিকটুকং ক্ষারদ্বয়ং গন্ধকম্।
ত্রায়ন্তীহরবীজকেসরিবিষদ্বন্দ্বং লবঙ্গং কণা
কুষ্ঠং শঙ্খফলং ফলত্রয়যুতং ফেনঃ সমুদ্রাদপি॥ ৩৮॥
ব্রহ্মবীজং লতাবীজং বালবিল্বং বিরূঢ়কম্।
লবণানি তথা পঞ্চ জাত্যাদিকুসুমাষ্টকম্॥ ৩৯॥
বাতারিতৈলেনৈতেষাং কল্পিতা ভিষজাং বরৈঃ।
এষা সূর্য্যপ্রভা নাম গুটিকাগ্নিপ্রদীপনী॥ ৪০॥

বামুনহাটী, চিতামূল, জয়ন্তী, সিদ্ধি, অভ্র, কদলী আকনাদী, বচ, গোরোচনা, চই, তেজপত্র, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, গন্ধক, বলাডুমুর, পারদ, কেসরী (রক্তশজিনা), দুই প্রকার বিষ, লবঙ্গ, পিপুল, কুড়, শঙ্খফল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, সমুদ্রফেন, পলাশবীজ, লতাবীজ, বেলশুঁঠ, বিরূঢ়ক (অঙ্কুরিত ধান্য), পঞ্চলবণ ও জাতী প্রভৃতি অষ্ট প্রকার কুসুম এই সকল দ্রব্য এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে চিকিৎসকগণ প্রয়োগ করিবেন। এই সূর্য্যপ্রভা গুড়িকা অগ্নিবর্দ্ধক॥ ৩৮—৪০

উদয়মার্ত্তণ্ডরসঃ।

পলোন্মিতস্য শুল্বস্য সূক্ষ্মপত্রাণি কারয়েৎ।
তৎসমং গন্ধকং দত্বা খল্বে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ॥ ৪১॥
জম্বীররসসংযুক্তং দিনং ঘর্ম্মে নিধাপয়েৎ।
ততঃ শুল্বে দ্রবীভূতে রসকর্ষং নিযোজয়েৎ॥ ৪২॥
তৎ সিদ্ধমুদরে যোজ্যং শোফে চৈব ভগন্দরে।
নাম্না তূদয়মার্ত্তণ্ডরস এষ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪৩॥

একপল তাম্রের সূক্ষ্মপাত করিবে, তত্তুল্য গন্ধক ও উপযুক্ত পরিমাণে জামীরের রস সহ তাহা খলে স্থাপন পূর্ব্বক একদিন রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। তাম্র দ্রবীভূত হইলে দুই তোলা পারদ তাহাতে নিঃক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবে। এই উদয়মার্ত্তণ্ড রস উদররোগে, শোথে ও ভগন্দরে প্রয়োগ করিবে॥ ৪১—৪৩

অথ পাণ্ডুরোগচিকিৎসা।

বিবর্ণতা শরীরে স্যাচ্ছ্বয়থুঃ কার্শ্যমেব হি।
সত্ত্বহানিরথালস্যং পাণ্ডুরোগস্য লক্ষণম্॥ ৪৪॥

লক্ষণ।—শরীরে বিবর্ণতা, শোথ, কৃশতা, বলহানি ও আলস্য, এই কয়েকটি পাণ্ডুরোগের লক্ষণ॥ ৪৪

হংসমণ্ডূরঃ।

মণ্ডূরং মর্দ্দয়েচ্ছ্লক্ষ্ণং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।
ত্র্যূষণং ত্রিফলামুস্তাবিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ॥ ৪৫॥
দার্ব্বীং গ্রন্থীং দেবদারুং তুল্যং তুল্যং বিচূর্ণয়েৎ।
ঘৃতং মণ্ডূরতুল্যং চ পাকান্তে মিশ্রয়েত্ততঃ॥ ৪৬॥
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রং চ জীর্ণান্তে তক্রভোজনম্।
পাণ্ডুরোগং হলীমং চ উরুস্তম্ভং চ কামলাম্॥
অর্শাংসি হন্তি নো চিত্রং হংসমণ্ডূরকাহ্বয়ম্॥ ৪৭॥

একভাগ সূক্ষ্ম চূর্ণ মণ্ডুর আটগুণ গোমূত্রের সহিত পাক করিবে। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, গেঁঠেলা ও দেবদারু প্রত্যেক একভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। পাকশেষে মণ্ডুরের সমান ঘৃত মিশ্রিত করিবে। এই হংসমণ্ডুর দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে তক্রের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডুরোগ, হলীমক, উরুস্তম্ভ, কামলা ও অর্শোরোগ প্রশমিত হয়॥ ৪৫—৪৭

কালবিধ্বংসনঃ।

শুদ্ধসূতং হেমতারং তাম্রতুল্যং চ মর্দ্দয়েৎ।
জম্বীরনীরসংযুক্তমাতপে মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥ ৪৮॥
সর্ব্বতুল্যং পুনঃ সূতং পিষ্ট্বা পিষ্টং প্রকল্পয়েৎ।
ধত্তূরফলমধ্যে তু দোলাযন্ত্রে ত্র্যহং পচেৎ॥ ৪৯॥

ধত্তুরোত্থদ্রবৈরেব যন্ত্রং পূর্য্যং পুনঃপুনঃ।
আদায় বন্ধয়েদ্যন্ত্র ইষ্টকাযন্ত্রগং ক্ষিপেৎ ॥ ৫০ ॥
জম্বীরৈর্গন্ধকং পিষ্ট্বা অধশ্চোর্দ্ধং চ দাপয়েৎ।
তুল্যং পুনঃপুনর্দ্দেয়ং রুদ্ধা লঘুপুটে পচেৎ ॥ ৫১ ॥
ষড়্‌গুণে গন্ধকে জীর্ণে তত্তুল্যং মৃতলৌহকম্।
দত্ত্বা মর্দ্দ্যং দিনৈকং চ কণ্টকার্য্যা দ্রবৈর্দিনম্ ॥ ৫২ ॥
রুদ্ধাথ করীষাগ্নিস্থং কপোতাখ্যপুটে পচেৎ।
পুনর্মর্দ্দ্যং পুনর্ভাব্যং ত্রিবারং পূর্ব্বজৈর্দ্রবৈঃ ॥ ৫৩ ॥
বৃহত্যুত্থরসৈস্তদ্বত্রিধা মর্দ্দ্যং পুটেৎস্ত্রিধা।
বহ্ন্যর্কনক্তমালানাং পৃথগ্‌দ্রাবৈর্দ্বিধা দ্বিধা ॥ ৫৪ ॥
মর্দ্দ্যং রুদ্ধা পুটেত্তদ্বদ্দশাংশং বৎসনাভকম্।
দত্ত্বা তস্মিন্বিচূর্ণ্যাথ গুঞ্জামাত্রং প্রযোজয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
কালবিধ্বংসনো নাম রসঃ পাণ্ড্বাময়াপহঃ।
অভয়াস্তু গবাং মূত্রৈঃ পিষ্ট্বা চানু প্রদাপয়েৎ ॥ ৫৬ ॥

শোধিত পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রত্যেক সমভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া একদিন রৌদ্রে রাখিবে। পরে সমুদায় দ্রব্যের সমপরিমিত পারদ তাহার সহিত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। সেই পিণ্ড ধুতুরাফলের মধ্যে নিহিত করিয়া তিনদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। দোলাযন্ত্র ধুতুরার রস দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে এবং তাহা শুষ্ক হইয়া গেলে পুনঃপুনঃ ধুতুরার রস দ্বারা যন্ত্র পূর্ণ করিবে। তিনদিন পাকের পরে সেই পিণ্ড ইষ্টকাযন্ত্রে নিহিত করিবে, এবং জামীরের রসসহ গন্ধক পেষণ করিয়া, পিণ্ডের সমপরিমিত সেই গন্ধক পিণ্ডটির নীচে ও উপরে দিতে হইবে। তৎপরে যথাবিধি ইষ্টকাযন্ত্র রুদ্ধ করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। এইরূপে ছয়বার পাক করিয়া ছয়গুণ গন্ধক জীর্ণ করিতে হইবে। অতঃপর তাহার সহিত সমপরিমিত জারিত লৌহ মিশ্রিত করিয়া, একদিন কণ্টকারীর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মুষারুদ্ধ করিয়া কপোত পুটে ঘুঁটের আগুনে দগ্ধ করিবে। তৎপরে [illegible]বার মর্দ্দন করিবে এবং কণ্টকারী রসের [illegible]হতীরসের ভাবনা দিবে। এইরূপে তিনবার [illegible] ও পুট দিয়া, [illegible]চিতামূল, আকন্দ ও [illegible] রস দ্বারা দুইবার করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক [illegible] করিয়া একবার পুটপাক করিবে। পরিশেষে দশমাংশ বৎসনাভ বিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই কালবিধ্বংসন রস এক রতি মাত্রায় সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবনের পরে গোমূত্রসহ হরীতকী পেষণ করিয়া অনুপান করিবে ॥ ৫০-৫৬

পঞ্চাননঃ।

মৃতং কান্তং সুবর্ণং চ শুল্বতারাভ্রভস্মকম্।
পৃথগক্ষমিতং সর্ব্বং পটচূর্ণং কৃতং মুহুঃ ॥ ৫৭ ॥
রসগন্ধককজ্জল্যা তুল্যয়া সহ মর্দ্দিতম্।
সার্দ্ধদ্বিপলমানেন তাপ্যচূর্ণেন মর্দ্দয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
দ্বিপলং মূষিকামধ্যে বিনিক্ষিপ্যালচূর্ণকম্।
ততস্তু কজ্জলীং ক্ষিপ্ত্বা মনোহ্বাং তাবতীং ক্ষিপেৎ ॥৫৯॥
ততো নিরুধ্য যত্নেন পরিশোষ্য পুটেন্নিশি।
পুটেন গজসংজ্ঞেন স্বতঃ শীতং বিচূর্ণয়েৎ ॥ ৬০ ॥
চতুর্গুণেন গন্ধেন নির্ম্মিতাং রসকজ্জলীন্।
ক্ষিপ্ত্বা পূর্ব্বরসে ভৃঙ্গবারিণা পরিমর্দ্দয়েৎ ॥ ৬১ ॥
পচেৎ ক্রোড়পুটেনৈব দশবারমতঃ পরম্।
এবং তালককজ্জল্যা দশবারং পুনঃপুনঃ ॥ ৬২ ॥
ততশ্চ মৃতবৈক্রান্তভস্মনা চ কলাংশতঃ।
ততো বিচূর্ণ্য যত্নেন করণ্ডান্তর্বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৬৩ ॥
অয়ং পঞ্চাননো নাম দেবরাজেন কীর্ত্তিতঃ।
শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বরসেন্দ্রেষু মহারসসমো গুণৈঃ ॥ ৬৪ ॥
পথ্যাশৃরণশুণ্ঠীভিঃ সঘৃতাভির্নিষেবিতঃ।
সর্ব্বান্ পাণ্ডুগদান্ হন্তি কৃতঘ্ন ইব সৎকৃতিম্ ॥ ৬৫ ॥
যক্ষ্মাণং জঠরং হলীমকরুজং বাতাস্ত্রবিড়্‌বন্ধনং
কুষ্ঠং চ গ্রহণীং জ্বরাতিসরণং শ্বাসং চ কাসারুচী।
শ্লেষ্মব্যাধিমশেষতো গলগদান্দুর্নাম মন্দাগ্নিতাং
মেহং গুল্মরুজং চ কিং বহুগিরা হন্ত্যাদগদাংশ্চাপরান্ ॥৬৬॥
সেব্যমানে রসে চাস্মিন্বিস্নমেকং চ বর্জয়েৎ।
স্বস্থঃ সর্ব্বং সমশ্নীয়াদ্গদী পথ্যং গদাপহম্ ॥ ৬৭ ॥

জারিত কান্তলৌহ, স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য ও অভ্র প্রত্যেক দুই তোলা সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক দুই তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে ও পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুহের সহিত মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে তাহার সহিত ২০ কুড়ি তোলা স্বর্ণ মাক্ষিকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পরিশেষে একটি মুষা মধ্যে দুই পল (১৬ তোলা) হরিতাল চূর্ণ রাখিয়া, তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত ঔষধ সমুহের কজ্জলী এবং তদুপরি

দুইপল মনঃশিলা চূর্ণ নিঃক্ষেপপূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া মূষার উপরে মৃত্তিকার লেপ দিবে ও শুষ্ক করিবে। রাত্রিকালে গজপুটে তাহা পাক করিবে। শীতল হইলে তাহা চূর্ণ করিবে। অতঃপর একভাগ পারদ ও চারিভাগ গন্ধক একত্রে কজ্জলী করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সহ মিশ্রিত করিয়া মাতুলুঙ্গলেবুর রসে মর্দ্দন করিবে ও ক্রোড়পুটে পাক করিবে। এইরূপে হরিতাল কজ্জলীর সহিত দশবার পাক করিয়া, ষোড়শাংশ পরিমিত জারিত বৈক্রান্ত তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্তপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই পঞ্চানন রস দেবরাজ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। ইহা সমুদায় রসেন্দ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহারসসম গুণবান্। উপযুক্ত মাত্রায়, এই ঔষধ হরীতকী গুল ও শুঁঠের চূর্ণ এবং ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, কৃতঘ্ন দ্বারা সৎকার্য্যের ন্যায় পাণ্ডুরোগসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অধিক কি বলিব ? রাজযক্ষ্মা, উদররোগ, হলীমকরোগ, বাতরোগ, মলবদ্ধতা, কুষ্ঠ, গ্রহণী, জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, অরুচি, শ্লেষ্মজ ব্যাধি, গলরোগ, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, গুল্মরোগ এবং অন্যান্য রোগ সমূহও নিবারিত হয়। এই রস সেবন কালে একমাত্র বিল্বভোজন পরিত্যাগ করিতে হয়। স্বস্থ ব্যক্তি সকল দ্রব্যই ভোজন করিতে পারিবেন। রোগী সেই সেই রোগানুসারে পথ্য দ্রব্য ভোজন করিবে॥৫৭-৬৭

আরোগ্যসাগররসঃ।

একৈকপলগন্ধাশ্মরসসংভবকজ্জলীম্।
তস্যা মধ্যে দ্বিপলিকং তাপ্যং তালং পলোন্মিতম্॥৬৮
পলমাত্রং মনোহ্বাং চ পলমভ্রকভস্মকম্।
সুখস্পর্শস্য কর্ষং চ নিক্ষিপ্য পরিমর্দ্দ্য চ॥৬৯॥
মূষামধ্যে বিনিক্ষিপ্য পিনদ্ধাস্তমুখীং ততঃ।
পত্রেণ শুদ্ধতাম্রস্য নির্দ্দলেন ত্রিকর্ষিণা॥৭০॥
মূষাং মৃৎস্নঃ সবস্ত্রাভিঃ পরিরুধ্য যথা দৃঢ়ম্।
পরিশোষ্য গিরণ্ডৈশ্চ পুটেদ্গজপুটেন হি॥৭১॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য খোটীভূতং বিচূর্ণয়েৎ।
গন্ধতালশিলাচূর্ণৈঃ সহিতং স্বল্পচূর্ণকম্॥৭২॥
পুটেৎ ক্রোড়পুটে চৈব দশবারং ততঃপরম্।
ক্ষিপেদ্বিংশতিভাগেন বৈক্রান্তং ভস্মতাং গতম্॥৭৩॥
বিমর্দ্দ্য গোলকং কৃত্বা ক্ষিপেদ্রৌপ্যাকরণ্ডকে।
আরোগ্যসাগরো নাম রসোঽতিগুণবত্তরঃ॥৭৪॥
হন্যাৎ পাণ্ডুমরোচকং গুদগদং বাতং চ পিত্তং কফং
গুল্মাধ্মানকশোফরোগমথ চ শ্বাসং শিরোঽর্ত্তিং বমিম্।
অত্যর্থানলমন্দতাং গুরুমুদাবর্ত্তং বিচিত্রং জ্বরান্
রোগানপ্যপরান্ রতিদ্বয়মিতঃ স্বতো মরীচাজ্যবান্॥৭৫॥

একপল পারদ ও একপল গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহার সহিত স্বর্ণমাক্ষিক দুইপল, হরিতাল একপল, মনঃশিলা একপল, অভ্র ভস্ম একপল ও সুখস্পর্শ (জারিত লৌহ) দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ছয় তোলা তাম্রপত্র দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিয়া,তন্মধ্যে ঐ ঔষধ রুদ্ধ করিবে এবং মূষার উপরে মৃত্তিকা ও বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে চাপড়া ঘুঁটের আগুনে গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে পিণ্ডীভূত ঔষধ চূর্ণ করিবে ও তাহার সহিত গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা সমপরিমাণে মর্দ্দন করিয়া ক্রোড়পুটে পাক করিবে। এইরূপে দশবার পাক করিয়া বিংশতিভাগের একভাগ বৈক্রান্তভস্ম তৎসহ মর্দ্দন করিবে ও গোলক প্রস্তুত করিয়া রৌপ্যপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই আরোগ্যসাগর নামক রস অতিশয় উপকারী। পাণ্ডু, অরুচি, অর্শঃ, বায়ুবিকৃতি, পিত্তবিকৃতি, কফবিকৃতি, গুল্ম, আধ্মান (পেটফাঁপা), শোথ, শ্বাস, শিরোরোগ, বমি, অত্যন্ত অগ্নিমান্দ্য, উৎকট উদাবর্ত্ত, নানা প্রকার জ্বর ও অন্যান্য রোগসমূহ ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ দুই রতি মাত্রায় ঘৃত ও মরিচচূর্ণের সহিত সেবন করিতে হয়॥ ৬৮—৭৫

পাণ্ডুহারীহরীতকী।

তাম্রভস্ম রসভস্ম গন্ধকং বৎসনাভমথ তুল্যভাগতঃ।
বহ্নিতোয়পরিমর্দ্দিতং পচেদ্যামপাদমথ মন্দবহ্নিনা
রক্তিকাযুগলমানতো ভবেচ্ছোকপাণ্ডুমনপরশোষণঃ।

তাম্রভস্ম, পারদভস্ম, গন্ধক ও মিঠাবিষ প্রত্যেক সমভাগ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চিতামূলের ক্বাথের সহিত মর্দন করিয়া, দুইদণ্ডকাল মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। দুইরতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, শোথ ও পাণ্ডু রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৭৬—৭৭

কোরণ্টো ভৃঙ্গরাজশ্চ শতাবরিপুনর্নবৌ।
এতে সপ্তপলা গ্রাহ্যাঃ প্রত্যেকং সূক্ষ্মচূর্ণিতাঃ ॥ ৭৮ ॥
এতৎক্বাথে পচেৎ সম্যগ্‌ হরীতক্যাঃ শতত্রয়ম্।
ষষ্ট্যধিকং ততঃ শুষ্কং গব্যদুগ্ধেন পাচয়েৎ ॥ ৭৯ ॥
শোষয়িত্বা শনৈর্হৃত্বা বটিকাভিঃ প্রপূরয়েৎ।
রসস্য ত্রিপলং দত্ত্বা গন্ধকে ত্রিপলাত্মকে ॥ ৮০ ॥
পক্ত্বাথ পাচয়েৎ পাত্রে চূর্ণয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
গুড়ূচীসত্ত্বমাদায় শুষ্কং সত্ত্বং পলাত্মকম্ ॥ ৮১ ॥
চূর্ণয়িত্বা ততঃ সর্বং মধুনা গুটিকাঃ কিরেৎ।
তাস্তু সূত্রে সমাবদ্ধা মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ ॥
একৈকাং ভক্ষয়েন্নিত্যং শুষ্কপাণ্ডুবিনাশিনীম্ ॥ ৮২ ॥

কোরণ্ট (কুল), ভৃঙ্গরাজ, শতমূলী, পুনর্নবা প্রত্যেক সাতপল (৫৬ তোলা) এই সমস্ত একত্র কুট্টিত করিয়া উপযুক্ত জলের সহিত পাক করিবে ; এবং সেই ক্বাথের সহিত ৩৬০ তিনশত ষাটটি হরীতকী পাক করিয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার গব্য দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া শোষণ করিবে। সেই সমস্ত হরীতকী একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। তিনপল পারদ ও তিনপল গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া, একটি পাত্রে পাক করিবে ও তাহা চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ এবং গুলঞ্চের সত্ত্ব বাহির করিয়া সেই শুষ্ক সত্ত্ব একপল ও উপযুক্ত পরিমিত মধু, পূর্ব্বোক্ত হরীতকীর উপর বিকীর্ণ করিয়া দিবে। পরিশেষে সেই হরীতকীগুলি সূত্রে গ্রথিত করিয়া মধুভাণ্ডে নিঃক্ষেপ করিয়া রাখিবে। এই হরীতকী প্রত্যহ এক একটি সেবন করিলে, শুষ্ক পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৮—৮২

পিত্তপাণ্ডুরিগুটিকা।

রসস্য ভাগাশ্চত্বারো লোহস্য দ্বৌ প্রকীর্তিতৌ।
ত্রিমুস্তাবিড়ঙ্গানাং ত্রিকটুত্রিফলস্য চ ॥ ৮৩ ॥
ভাগাস্ত্বেনেকশো গ্রাহ্যাঃ কুটজস্য তথাপরঃ।
চূর্ণয়িত্বা ততঃ সর্বং মধুনা গুটিকাঃ কিরেৎ ॥
একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ পিত্তপাণ্ডুপ্রশান্তয়ে ॥ ৮৪ ॥

পারদ চারিভাগ, লৌহ দুইভাগ, চিতামূল, মুতা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও কুড়চিছাল প্রত্যেক এক ভাগ, একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক একটি গুড়িকা সেবন করিলে পিত্তজ পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় ॥ ৮৩—৮৪।

ত্রৈলোক্যসুন্দরঃ।

রসগন্ধকলোহাভ্রগুড়ূচীসত্ত্বসূকরঃ।
ত্রিফলাশিগ্রুমূলানি ভৃঙ্গসারেণ ভাবয়েৎ ॥ ৮৫ ॥
ত্রৈলোক্যসুন্দরঃ সোঽয়ং সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করঃ।
মৃগাঙ্কবৎপথ্যভুক্‌ পাণ্ডুশোষং নিযচ্ছতি ॥ ৮৬ ॥
যুতঃ কিঞ্চিদ্‌ঘৃতক্ষৌদ্রগুড়তিত্তিরিগুগ্‌গুলৈঃ।
ত্রিনেত্রাখ্যো রসো যোজ্যঃ শোষে তোয়ানুপানতঃ ॥ ৮৭

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, গুড়ূচীসত্ত্ব (গুলঞ্চের চিনি), সূকর (বারাহীকন্দ বা গেঁঠেলা), আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও শজিনামূল প্রত্যেক সমভাগ ; এই সকল দ্রব্যে ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিবে। ইহার নাম ত্রৈলোক্যসুন্দর রস। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে এবং মৃগাঙ্করসোক্ত পথ্য ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু ও শোষরোগ নিবারিত হয়। ত্রৈলোক্যসুন্দর রসের সহিত ঘৃত, মধু, গুড়, তিত্তিরিরস বা গুগ্‌গুলু সংযুক্ত করিলে উহা ত্রিনেত্রাখ্য নামে অভিহিত হয়। শোষরোগে ইহা জলের সহিত প্রয়োগ করিবে ॥ ৮৫—৮৭

বিজয়াগুটিকা।

পলত্রয়ং হরীতক্যাশ্চিত্রকস্য পলত্রয়ম্।
এলাত্বক্‌পত্রমুস্তানাং ভাগোঽর্দ্ধপলিকো মতঃ ॥ ৮৮ ॥
রেণুকার্দ্ধপলং প্রোক্তং তদর্দ্ধং নাগকেশরম্।
ব্যোষং চ পিপ্পলীমূলং ত্রিবৃং চ পলমাত্রকম্। ৮৯ ॥

রসঃ পলো মহাগন্ধঃ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
পুরাতনে গুড়ে পক্কে তুলার্দ্ধে তদ্বিনিক্ষিপেৎ॥ ৯০॥
হিমস্পর্শন্তু গৃহ্লীয়াদ্ঘৃতেনাক্তা করং বুধঃ।
বদরাস্থিপ্রমাণেন বিজয়াগুটিকা মতা॥ ৯১॥
নিশায়াং খাদয়েদেনাং শোফপাণ্ডুবিনাশনীম্।
টঙ্কণং মেঘনাদং চ ভক্ষয়েদ্বিষশান্তয়ে॥ ৯২॥

হরীতকী তিন পল, চিতামূল তিন পল, এলাচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও মুতা প্রত্যেক অর্দ্ধ পল, রেণুকা অর্দ্ধপল, নাগকেশর দুই তোলা; শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল ও মিঠাবিষ প্রত্যেক এক পল, পারদ একপল ও গন্ধক এক পল; সমুদায় দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য অর্দ্ধ তুলা (৴৬।০ সের) পুরাতন গুড়ের সহিত গুড়পাক বিধানে পাক করিবে। গুড় হিমস্পর্শ হইলে হস্ত ঘৃতাক্ত করিয়া গুড়-মিশ্রিত ঔষধের বদরাস্থি পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বিজয়াগুড়িকা কহে। রাত্রিকালে এই ঔষধ একটি করিয়া সেবন করিলে শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। বিষদোষ শান্তির জন্য, এই ঔষধ সেবনের পরে সোহাগা ও মেঘনাদ (কাঁটানটের) রস অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ৮৮—৯২

জয়পালরসঃ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালং চ গুগ্গুলুম্।
সমাংশমাজ্যসংযুক্তং গুটিকাং কারয়েন্মিতাম্॥ ৯৩॥
একৈকাং খাদয়েদ্বৈদ্যঃ শোফপাণ্ডুপনুত্তয়ে॥ ৯৪॥

পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম, জয়পাল বীজ ও গুগ্গুলু প্রত্যেক সমভাগ, এই সমস্ত একত্র ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা করিবে। শোথ ও পাণ্ডুরোগ শান্তির জন্য চিকিৎসক ইহার এক একটি গুড়িকা প্রয়োগ করিবেন। ৯৩—৯৪

দেবদাল্যাস্তু পঞ্চাঙ্গং চূর্ণং ক্ষীরৈশ্চ বা জলৈঃ।
নিষ্কমাত্রং পিবেন্নিত্যং মাসাৎ পাণ্ডুগদাপহম্॥ ৯৫॥

দেবদালীর পত্রপুষ্পাদি পঞ্চ অঙ্গের চূর্ণ চারিমাষা মাত্রায়, দুগ্ধ বা জলের সহিত এক মাস পান করিলে পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়॥ ৯৫

কামলা।

দগ্ধমাংসরুধিরাস্রপিত্ততঃ কামলা ভ্রমতৃষাবিদাহিনী।
পীতনেত্রমলবত্ত্যুপেক্ষয়া শোফযুগ্ভবতি কুম্ভকামলা॥৯৬
ইতি কামলালক্ষণম্।

কামলা লক্ষণ।—পাণ্ডুরোগে মাংস ও রক্ত অধিক বিদগ্ধ হইলে, অথবা রক্তপিত্ত-রোগের পরিণামে কামলা রোগ উৎপন্ন হয়। তাহাতে ভ্রম, তৃষ্ণা, অম্লপাক এবং নেত্র ও মলাদির পীতবর্ণতা হইয়া থাকে। উপেক্ষা করিলে ইহা ক্রমশঃ কুম্ভকামলারোগে পরিণত হয়। তাহাতে শোথ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৯৬

অপামার্গং শমীমূলং পিষ্ট্বা তক্রেণ পায়য়েৎ।
কামলাং শ্বয়থুং পাণ্ডুং কর্ষমাত্রং নিযচ্ছতি॥ ৯৭॥
তীক্ষ্ণমাক্ষিককান্তাভ্রশুল্বসূতকতালকম্।
দেবদালীস্বরসৈঃ পিষ্টং বালুকাযন্ত্রমূর্চ্ছিতম্॥ ৯৮॥
অমৃতোৎপলকহ্লারকন্দদ্রাক্ষাসমন্বিতম্।
পিষ্টং যষ্ট্যম্ভসা ক্ষৌদ্রসিতাভ্যাং কামলাপ্রণুৎ॥ ৯৯॥

যোগ।—অপামার্গ ও শমীবৃক্ষের মূল তক্রের সহিত পেষণ করিয়া দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিলে কামলা, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। তীক্ষ্ণ-লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, কান্ত-লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ; একত্র মর্দ্দন করিয়া দেবদালী ঘোষার রসের সহিত পেষণ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে; পাকের পর তাহার সহিত গুলঞ্চ, উৎপল কন্দ, কহ্লার কন্দ ও দ্রাক্ষা এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় যষ্টিমধুর কাথ মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়॥ ৯৭—৯৯

ত্রিযোনিঃ।

তাম্রস্য তুর্য্যভাগেন রসেনোৎপ্লুত্য লেপয়েৎ।
নিম্বুদ্রাবেণ সংযোজ্য সূর্য্যতাপে বিনিক্ষিপেৎ॥১
ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা পাচয়েদতিযত্নতঃ।
মৎস্যাক্ষীমভিতো দত্ত্বা মৃন্ময়া সংনিরুধ্য চ॥
যামদ্বয়ং তু পক্বং চ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥ ১০১
গুঞ্জামাত্রং দদীতাস্য সাভয়ং গুড়সংযুতম্।
ত্রিযোন্যাখ্যো রসো হ্যেষ শোফপাণ্ডুপনোদনঃ

এক ভাগ পারদ (কজ্জলী) লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারিভাগ সূক্ষ্ম তাম্রপত্রে তাহা লেপন করিবে এবং সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিবে। তৎপরে দুইখানি শরার মধ্যে সেই তাম্রপত্র নিহিত করিয়া তাহার নীচে ও উপরে গন্ধক এবং চারিপার্শ্বে হিঙ্গাশাক দিয়া শরার উপরে মৃত্তিকার লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে দুই প্রহরকাল গজপুটে তাহা পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ত্রিযোনি রস একরতি মাত্রায়, গুড় ও হরীতকী চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শোথ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয় ॥ ১০০—১০২

মুস্তাদিচূর্ণম্।

মুস্তামৃতাচিত্রকযষ্টিপিপ্পলী-
বিড়ঙ্গশুণ্ঠীত্রিফলৈর্যথোত্তরম্।
চূর্ণং সহায়োরজসা চ সংযুতং
সমাক্ষিকং পাণ্ডুগদাপহং পরম্॥ ১০৩ ॥

মুতা একভাগ, গুলঞ্চ দুইভাগ, চিতামূল তিনভাগ, যষ্টিমধু চারিভাগ, পিপুল পাঁচভাগ, বিড়ঙ্গ ছয়ভাগ, শুঁঠ সাতভাগ, আমলকী আট ভাগ, হরীতকী নয়ভাগ, বহেড়া দশভাগ; এই সকল চূর্ণের সহিত লৌহভস্ম একভাগ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায়, মধুসহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় ॥ ১০৩

কামেশ্বরঃ।

পলং সূতং পলং গন্ধং বজ্রী পথ্যা ত্রয়ং ত্রয়ম্।
মুস্তৈলাপত্রকাণাং চ প্রতি সার্দ্ধং পলং ক্ষিপেৎ ॥১০৪॥
ত্র্যূষণং পিপ্পলীমূলং বিষং চৈব পলং পলম্।
নাগকেশরকর্ষৈকং রেণুকার্দ্ধপলং তথা ॥ ১০৫ ॥
পুরাতনগুড়েনৈব তুলার্দ্ধেন বিপাচয়েৎ।
মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রাবৈর্যামৈকন্তং ঘৃতেন চ ॥ ১০৬ ॥
গুটিকাং বদরাভাং তু কারয়েদ্ভক্ষয়েন্নিশি।
শোথপাণ্ডুহরঃ সোঽয়ং রসঃ কামেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥১০৭॥

পারদ একপল, গন্ধক এক পল, মনসাসীজ হরীতকী প্রত্যেক তিন পল, মুতা, এলাচ ও তেজপত্রের চূর্ণ প্রত্যেক দেড়পল (১২ তোলা); শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল ও মিঠাবিষ প্রত্যেক এক পল; নাগকেশর দুইতোলা ও রেণুকা অর্দ্ধপল (চারি তোলা), এই সকল দ্রব্য অর্দ্ধতুলা (৴৬।০ সের) পুরাতন গুড়ের সহিত পাক করিবে। পাকের পর ঘৃতকুমারীর রস ও ঘৃত তাহাতে মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর মর্দ্দন করিবে এবং বদর প্রমাণ গুড়িকা করিবে। রাত্রিকালে এই কামেশ্বর রস এক একটি সেবন করিলে শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৪—১০৭

কংসেন পিষ্টঃ শিলয়া সহিতঃ পাচিতো রসঃ।
হন্তাভ্যাং তীক্ষ্ণতাম্রাভ্যাং যুতো হন্তি হলীমকম্ ॥১০৮॥

যোগ।— সমপরিমিত কাংস্যভস্ম ও মনঃশিলার সহিত পারদ পাক করিয়া, তাহার সহিত জারিত তীক্ষ্ণ লৌহ ও তাম্রভস্ম একভাগ মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, হলীমক রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০৮—১১০

সিন্দূরভূষণঃ।

শুদ্ধসূতং চ সিন্দূরং পলৈকৈকং বিমর্দ্দয়েৎ।
বাসারসেন যামৈকং তেন কুর্য্যাচ্চ চক্রিকাম্ ॥ ১০৯॥
সুপক্বাং কারয়েন্মূষামুত্তানাং দ্বাদশাঙ্গুলাম্।
তন্মধ্যে গন্ধকং শুদ্ধং ক্ষিপেৎ পলচতুষ্টয়ম্ ॥ ১১০ ॥
পূর্ব্বোক্তাং চক্রিকাং তত্র ক্ষিপ্ত্বা তু প্রপুটেল্লঘু।
জীর্ণে গন্ধে সমুদ্ধৃত্য চক্রিকাং তাং বিচূর্ণয়েৎ ॥১১১॥
চূর্ণাদ্দশগুণং যোজ্যং মৃতলোহং চ মর্দ্দয়েৎ।
লশুনেন দশাংশেন চণমাত্রা বটীঃ ক্রিয়েৎ ॥
বাতপাণ্ডুহরঃ সিদ্ধো রসঃ সিন্দূরভূষণঃ ॥ ১১২ ॥
পিবেচ্চানু হপামার্গস্তৈরণ্ড চ মূলিকাম্।
তক্রেঃ পিষ্ট্বাথ কর্ষৈকং হন্তি পাণ্ডুং সকামলম্ ॥১১৩॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপণ্ডিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্ব্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে উদরপাণ্ডুশোফকামলাকুম্ভকামলা-হলীমকচিকিৎসিতং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

শোধিত পারদ ও সিন্দুর প্রত্যেক এক-পল, বাসকের রসের সহিত এক প্রহরকাল

মর্দ্দন করিয়া চাকী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত চ্যাপ্টা মুষা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে চারিপল শোধিত গন্ধক নিঃক্ষেপ করিয়া তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত চাকী নিহিত করিবে এবং লঘুপুটে পাক করিবে। গন্ধক জীর্ণ হইলে সেই চাকীগুলি চূর্ণ করিবে এবং চূর্ণের দশগুণ জারিত লৌহ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দশাংশ লশুনের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক চণকপরিমিত বটী করিবে। এই সিন্দূরভূষণ নামক সিদ্ধরস বাতজনিত পাণ্ডুরোগ নাশক। এই ঔষধ সেবনের পরে অপামার্গ মূল ও এরণ্ডমূল তক্রের সহিত পেষণ করিয়া দুইতোলা মাত্রায় অনুপান করিবে। ইহা পাণ্ডু ও কামলারোগ নাশ করে॥ ১১১—১১৫

ইতি উদরাদি রোগ চিকিৎসা নামক একোনবিংশ অধ্যায়।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।



অথ বিসর্পাদি-চিকিৎসিতম্।

অথ বিসর্পকুষ্ঠশ্বিত্র-চিকিৎসা।

কান্তগন্ধকতীক্ষ্ণাভ্রবিষতাপ্যসমন্বিতঃ।
…কোটিকাকন্দে পক্বঃ সূতো বিসর্পজিৎ॥ ১॥

যোগ।—কান্তলৌহ, গন্ধক, তীক্ষ্ণ লৌহ, অভ্র মিঠাবিষ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক একভাগ; এই সকল দ্রব্যের সহিত একভাগ পারদ, একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তিৎকাঁকরোলের কন্দ মধ্যে নিহিত করিয়া পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে বিসর্পরোগ নিবারিত হয়॥ ১

এরণ্ডতুম্বিনীনিম্ববাকুচীচক্রমর্দ্দকম্।
তিক্তকোশাতকীবীজমঙ্কোলশ্চঞ্চুবীজকম্॥ ২॥
গোমূত্রদধিদুগ্ধৈস্তু ভাবয়েত্তিলজেন চ।
মূত্রেণাজাপ্রসূতেন তৈলং পাতালযন্ত্রজম্॥ ৩॥
বিসর্পং নাশয়ত্যাশু শ্বেতকুষ্ঠং চ তৎক্ষণাৎ॥ ৪॥

এরণ্ডবীজ, তিতলাউ বীজ, নিম্ব বীজ, সোমরাজী বীজ, চাকুন্দেবীজ, তিক্ত কোশাতকী বীজ, অঙ্কোলবীজ ও চঞ্চুবীজ (চেঁচড়া) এই সকল বীজে গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, তিলের ক্বাথ ও ছাগী মূত্রের ভাবনা দিয়া পাতাল যন্ত্রে তাহার তৈল নিষ্কাশিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বিসর্প ও শ্বেতকুষ্ঠ আশু নিবারিত হয়॥ ২—৪

এরণ্ডতুম্বীকটুনিম্বচক্র-
মর্দ্দোত্থবীজানি চ সোমরাজী।
অঙ্কোলবীজানি সমানি কৃত্বা
পাতালযন্ত্রেণ সুতৈলমেষাম্॥
প্রগৃহ্য তেনাথ বিমর্দ্দয়ীত-
বিসর্পকাদীন্ কুতং প্রশান্তি॥ ৫॥

এরণ্ডবীজ, তিতলাউবীজ, নিমবী… চাকুন্দেবীজ, সোমরাজী বীজ ও অঙ্কোল… প্রত্যেক সমভাগ; একত্র পাতাল যন্ত্রে … করিয়া তাহার তৈল নিষ্কাশিত করিবে। … তৈল মর্দ্দন করিলেও বিসর্পাদি রোগ… হয়॥ ৫

পাদয়োঃ স্বরথুস্তোদো গলস্ত্যঙ্গুলয়ো যদি।
নাসিকাস্বরয়োর্ভঙ্গো গলৎকুষ্ঠস্য লক্ষণম্॥ …

গলৎ কুষ্ঠ লক্ষণ।—পদদ্বয়ে শোথ, সূচী-বেধবৎ বেদনা, অঙ্গুলি সকল গলিত হওয়া, নাসিকা ভঙ্গ ও স্বরভঙ্গ এই গুলি গলৎকুষ্ঠের লক্ষণ ॥৬

সর্ব্বেষাং কুষ্ঠিনামাদৌ পঞ্চকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ৭ ॥
পক্ষে পক্ষে চ বমনং মাসি মাসি বিরেচনম্।
ষণ্মাসে চ শিরামোক্ষো নস্যং সপ্তদিনান্তরে ॥
ইদং চিরস্থিতে কার্য্যং কুষ্ঠে স্বল্পেঽল্পশঃ ক্রিয়া ॥ ৮ ॥

চিকিৎসা —সকল প্রকার কুষ্ঠ রোগেই প্রথমতঃ বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্ম প্রয়োগ করা আবশ্যক। তৎপরে প্রতি পক্ষ অর্থাৎ পনের দিন অন্তরে বমন, মাসান্তরে বিরেচন, ছয়মাস অন্তরে রক্তমোক্ষণ ও সাতদিন অন্তরে নস্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বহুদিনজাত কুষ্ঠরোগে এই সকল ক্রিয়া আবশ্যক। রোগ অল্প হইলে ঐ সকল চিকিৎসাই অল্প করিয়া প্রযোজ্য ॥ ৭--৮

বিপচেদ্গন্ধকমধ্যে ঘনপিষ্টীং শুল্বপিষ্টীং বা।
সঙ্কোচা গোলকোঽয়ং শময়তি বাতোত্থকুষ্ঠানি ॥৯॥

যোগ।—অভ্রের পিণ্ড অথবা তাম্রের পিণ্ড গন্ধক মধ্যে পাক করিবে; তৎপরে তাহার গোলক প্রস্তুত করিবে। ইহা বাতজ কুষ্ঠের উপশমকারক ॥ ৯

রুমলাভ্রকসঙ্কোচো ঘৃতগন্ধকপাচিতঃ ॥ ১০ ॥
ব্যোষাগ্নিবেল্লত্বঙ্‌মুস্তাব্যাধিঘাতবিষৈঃ সমঃ।
ত্রিগুণঃ প্রাণদো রেণুঃ পঞ্চাংশো মৃতকাঞ্চনঃ ॥ ১১ ॥
বদরাস্থিমিতো মূত্রেণাজেন গুটিকীকৃতঃ।
নাশনঃ পিত্তকুষ্ঠানামেকবিংশতিবাসরাৎ ॥ ১২ ॥

মরুদেশজ অভ্রের গোলক গন্ধক ও ঘৃতের হিত পাক করিবে। পরে তাহার সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ভেলা, বিড়ঙ্গ, দারুচিনি, মুতা, সোন্দাল ও মিঠাবিষ প্রত্যেক একভাগ; ...কর চূর্ণ তিনভাগ ও জারিত স্বর্ণ পাঁচভাগ ... করিবে এবং ছাগমূত্রের সহিত মর্দ্দন কোলাস্থিপ্রমাণ (কুল আঁটির মত) করিবে। একুশদিন পর্য্যন্ত এই সেবন করিলে পিত্তজকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া ॥ ১০—১২

কনকাভ্রকসঙ্কোচৈস্তৈলগন্ধকপাচিতঃ।
বিষব্যোষাব্দবেল্লত্বক্ তুল্যস্ত্রিগুণচিত্রকঃ ॥
গুঞ্জামানোঽজমূত্রেণ পিণ্ডিতঃ শ্লেষ্মকুষ্ঠনুৎ ॥ ১৩ ॥

স্বর্ণ ও অভ্রের পিণ্ড তৈল ও গন্ধকের সহিত পাক করিয়া তাহার সহিত মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, বিড়ঙ্গ ও দারুচিনি প্রত্যেক একভাগ এবং চিত্রামূল তিনভাগ মিশ্রিত করিবে এবং ছাগমূত্রের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক একরতি মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শ্লেষ্মকুষ্ঠ নাশক ॥ ১৩

তীক্ষ্ণাভ্রহেমসঙ্কোচৈস্তৈলগন্ধকপাচিতঃ ॥ ১৪ ॥
তালতাপ্যবিশালাগ্নিবোলপাঠাজটাবিষৈঃ।
শৃঙ্গীটঙ্কণযষ্ট্যাহ্বসিন্ধুবারৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ১৫ ॥
রসেন শৃঙ্গবেরস্য বদ্ধো বদরসন্নিভঃ।
ছায়াবিশোষিতঃ কুষ্ঠং নিহন্যাৎ সন্নিপাতজম্ ॥ ১৬ ॥

তীক্ষ্ণ লৌহ, অভ্র ও স্বর্ণের পিণ্ড তৈল ও গন্ধকের সহিত পাক করিয়া তাহার সহিত হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, রাখালশশার মূল, ভেলা, গন্ধবোল, আকনাদিমূল, মিঠাবিষ, শৃঙ্গীবিষ (সেঁকো), সোহাগা, যষ্টিমধু ও নিসিন্দা প্রত্যেক একভাগ মিশ্রিত করিবে। তৎপরে আদার রসের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক কোল প্রমাণ গুড়িকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহার দ্বারা সন্নিপাতজ কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয় ॥ ১৩—১৬

বিজয়বটিকা।

রেণুকা পিপ্পলীমূলং বাকুচী বিষতিন্দুকম্।
অশ্বগন্ধা পলাশাস্থি ব্যোষাদিনবকং বচা ॥ ১৭ ॥,
বিশালা গন্ধকং কুষ্ঠং সপ্তাহ্বো * রসভস্ম চ।
গুড়েন গুটিকাং কুর্য্যাৎ সমেন মধুমিশ্রিতান্ ॥ ১৮ ॥
তাং ভক্ষয়েৎ সিতাসর্পিঃক্ষীরশাল্যন্নভুগ্‌ভবেৎ।
যবৌদনং বা ভুঞ্জানো ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ ॥ ১৯ ॥
খাদেত্তাপে সিতাধাত্রীসর্পির্নাগবলারজঃ।
বটিকা বিজয়াখ্যেয়ং সপ্তকুষ্ঠান্নিষচ্ছতি ॥ ২০ ॥

রেণুকা, পিপুলমূল, সোমরাজী, বিষতিন্দুক (কুঁচিলা), অশ্বগন্ধা, পলাশবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ভেলা, বিড়ঙ্গ, গুড়ত্বক, মুতা, সোন্দাল, বিষ, বচ, রাখালশশা, গন্ধক, কুড়, ছাতিমছাল

* সপ্তকমিতি বা পাঠঃ।

ও পারদভস্ম এই সমস্ত সমভাগ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়কা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধু ঘৃত ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। তৎপরে দুগ্ধের সহিত শালি-তণ্ডুলের অন্ন অথবা যবের অন্ন ভোজন করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ) করিবে। ঔষধ সেবনে সন্তাপ বোধ হইলে, চিনি, ধনে, ঘৃত ও গোরক্ষচাকুলের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এই বিজয়বটিকা সপ্তবিধ কুষ্ঠ নাশ করে॥ ১০—২০

সর্ব্বেশ্বরঃ।

পালিকং তাম্রগন্ধাভ্রং কর্ষাংশং লৌহপারদম্।
স্নুহ্যর্কক্ষীরপাঠা লজ্জবীরোশীরবারিভিঃ॥ ২১॥
মর্দ্দিতং বালুকাযন্ত্রে স্বেদয়েদ্দিবসত্রয়ম্।
কর্ষং কণায়া নিষ্কং চ বিষস্যাস্মিন্ বিনিক্ষিপেৎ॥
এষ সর্ব্বেশ্বরঃ সূতো গুঞ্জামাত্রঃ প্রসুপ্তিজিৎ॥ ২২॥

জারিত তাম্র, অভ্র ও গন্ধক প্রত্যেক এক পল (৮ তোলা), লৌহভস্ম ও পারদ প্রত্যেক দুই তোলা; এই সকল দ্রব্য সীজের আঠা আকন্দের আঠা এবং আকনাদি, আলি (বিছুটি), জামীর ও বেণামূলের রস বা কাথ সহ মর্দ্দন করিয়া তিনদিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে পিপুলচূর্ণ দুইতোলা ও মিঠা-বিষ চারিমাষা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই সর্ব্বেশ্বর রস এক রতি মাত্রায় সেবন করিলে প্রসুপ্তি অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানের অভাব নিবারিত হয়॥ ২১—২২

গন্ধো রসশ্চ কটুতৈলশৃতো মৃতোঽর্কঃ
ব্যোষাগ্নিবেল্লবিষমেষভয়াবচাভিঃ।
জ্বালামুখীরসবিমর্দ্দিতমাক্ষিকাঢ্যঃ
পিণ্ডীকৃতঃ শময়তি স্থিরসপ্তকুষ্ঠম্॥ ২৩॥

অন্যবিধ।—সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে এবং সর্ষপ তৈলের সহিত সিদ্ধ ও জারিত তাম্র ১ ভাগ তাহাতে মিশাইবে। পরে তাহার সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ভেলা, বিড়ঙ্গ, মিঠাবিষ, অভ্র, হরীতকী ও বচ এই সকলের চূর্ণ এক এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া, জ্বালামুখীর (ভেলার) রসের সহিত মর্দ্দন ও মধু মিশ্রণপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, দীর্ঘকাল জাত সপ্তবিধ কুষ্ঠ নিবারিত হয়॥ ২৩

প্রতাপলঙ্কেশ্বরঃ।

বিপাদিকাঘ্নং রসগন্ধটঙ্গণং
সতাম্রকুষ্ঠায়সপিপ্পলীরজঃ।
বিমর্দ্দিতং কাঞ্চনপত্রবারিণা
প্রতাপলঙ্কেশ্বরসংজ্ঞিতো রসঃ॥ ২৪॥

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, কুড়, লৌহ ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র কাঞ্চন-পত্রের রসসহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে বিপাদিকারোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম প্রতাপ লঙ্কেশ্বর রস॥ ২৪

স্নুহ্যাঃ কুড়বং পয়সঃ প্রস্থং দুগ্ধস্য নারিকেলস্য।
গন্ধকনিশয়োঃ কর্ষং পারদকর্ষং চ সাধু সংযোজ্যম্॥ ২৫
খরতরকিরণাতাপাৎ পক্বং তৈলং বিলেপিতং প্রাজ্ঞৈঃ।
কুষ্ঠকিটিমেহপহন্তি প্রবলং চ সমীরণং হন্যাৎ॥ ২৬॥

যোগ।—সীজের আঠা এক কুড়ব (অর্দ্ধ-সের), দুগ্ধ এক প্রস্থ (চারিসের), নারিকেল জল একপ্রস্থ, গন্ধক দুইতোলা, হরিদ্রা দুইতোলা ও পারদ দুই তোলা, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া তীব্র রৌদ্রতাপে পাক করিবে। এই তৈল লেপন করিলে, কুষ্ঠ, কিটিম কুষ্ঠ ও প্রবল বায়ুদোষ প্রশমিত হয়॥ ২৫—২৬

মর্দ্দিতো মূলকক্ষারস্যার্দ্রকস্য চ বারিণা।
সামুদ্রগন্ধপাষাণঃ পিষ্টঃ সিধ্মং বিলেপনাৎ॥ ২৭॥

মূলার ক্ষারজল ও আদার রসের সহিত সমুদ্রফেন বা সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক পেষণ করিয়া লেপন করিলে সিধ্মকুষ্ঠ নিবারিত হয়॥ ২৭

বরাটিপিষ্টী জম্বীরনীরার্দ্রা বাতপে ধৃতা।
ময়ূরমোক্ষকক্ষারং মেষশৃঙ্গীরসো রসঃ॥ ২৮
ত্রিক্ষারদ্বিনিশাব্যোষস্তুল্যং লেপেন দদ্রুজিৎ।
চতুর্থাংশেন তাম্রস্য ভস্মনা সক্তুকেন চ॥ ২৯

কৃত্বাবাপো হরেৎ কুষ্ঠং চর্ম্মাখ্যং পর্পটীরসঃ।
মেঘনাদামৃতানীলীগদাঃ কৃষ্ণতিলা মধু॥ ৩০ ॥
অশ্বমেধামৃতং চৈতৈর্যুক্তা গন্ধককজ্জলী।
উদ্বর্ত্তনেন ষণ্মাসাদ্গজচর্ম্মবিনাশনী॥ ৩১ ॥

জামীরের রসের সহিত কপর্দ্দক পেষণ করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। পরে তাহার সহিত অপামার্গের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, মেষশৃঙ্গীর রস, পারদ এবং যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও তাম্র মিশ্রিত করিবে। ইহা লেপন করিলে দদ্রুরোগ বিনষ্ট হয়।

শক্তুর সহিত চতুর্থাংশ পরিমিত তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিয়া এবং তাহাতে পর্পটীরস প্রক্ষেপ দিয়া উদ্বর্ত্তন করিলে চর্ম্মকুষ্ঠ নিবারিত হয়। মেঘনাদ (কাঁটানটে), গুলঞ্চ, নীলবৃক্ষ, কুড়, কৃষ্ণতিল, মধু, অশ্বমেধ (করবীর), অমৃত (বিষ),গন্ধক ও কজ্জলী, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উদ্বর্ত্তন করিলে ছয়মাসে গজচর্ম্মনামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়॥ ২৮—৩১

রসগন্ধকতাপ্যার্কশিলাজত্বম্লবেতসম্।
অষ্টমাংশগুড়ং সাজ্যমাক্ষিকং স্যাচ্ছতারুষি॥ ৩২ ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, শিলাজতু ও অম্লবেতস, এই সকল দ্রব্য অষ্টমাংশ গুড় এবং ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে শতারুঃ (বহুচ্ছিদ্রবিশিষ্ট ব্রণ) প্রশমিত হয়॥ ৩২

হেমমাক্ষিকগন্ধাশ্মতীক্ষ্ণকান্তাভ্রকং সমম্।
দ্বিগুণং হরবীর্য্যং চ দশমাংশং চ সক্তুকম্॥ ৩৩ ॥
মঞ্জিষ্ঠাদিকষায়েণ বালুকাযন্ত্রপাচিতম্।
কৃষ্ণবর্ণৈকসংকাশমিদং ভস্মৈব কুষ্ঠজিৎ॥ ৩৪ ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, তীক্ষ্ণ লৌহ, কান্তলৌহ, [illegible]ভ্র প্রত্যেক সমভাগ, পারদ দুইভাগ এবং [illegible] দশমাংশ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মঞ্জিষ্ঠা[illegible]র সহিত মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক [illegible]র। কৃষ্ণবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত হইলে, উপযুক্ত [illegible] ইহা প্রয়োগ করিবে। এই ভস্ম কুষ্ঠরোগ [illegible]॥ ৩৩--৩৪

মঞ্জিষ্ঠাঘনদারুকুষ্ঠখদিরশ্রেষ্ঠাবচাবাকুচী-
পাঠাপর্পটরাজবৃক্ষকটুকাযষ্ট্যাহ্বমূর্ব্বানিশা।
ভার্গীকিটিমারবেল্লরবকং নিম্বামৃতাবৎসকং
কাকোলী সদুরালভা চ পরমঃ কুষ্ঠক্ষয়ঘ্নো গণঃ॥৩৫॥

মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, দেবদারু, কুড়, খদির, শ্রেষ্ঠা (ত্রিফলা), বচ, সোমরাজী, আকনাদী, ক্ষেৎপাপড়া, সোন্দাল, কটুকী, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, হরিদ্রা, বলাডুমুর, কিটিমার (ধুস্তুর), বিড়ঙ্গ, বাসক, নিম, গুলঞ্চ, কুটজ, কাকোলী ও দুরালভা, এই দ্রব্যগণ কুষ্ঠ ও ক্ষয় রোগের বিশেষ উপকারক॥ ৩৫

আরগ্বধরসো গুঞ্জাবাকুচীগন্ধকত্রয়ৈঃ।
সরসৈঃ কঙ্গুণীতৈলং জয়েৎসিধ্মমুদুম্বরম্॥ ৩৬ ॥
বিপক্বা কটুতৈলেন পামাঘ্নদ্ গন্ধপিষ্টিকা॥ ৩৭॥

সোন্দালের রস, গুঞ্জা, সোমরাজী, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা এবং পারদ এই সকল দ্রব্যের সহিত কঙ্গুণী তৈল পাক করিবে। এই তৈল পামা ও উড়ুম্বর কুষ্ঠের উপশম কারক। কটু তৈলের সহিত গন্ধক পাক করিয়া, সেই গন্ধক পিষ্টি লেপন করিলেও, পামারোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৬--৩৭

তালেশ্বরঃ।

হরিতালপলে দ্বে দ্বে দ্রংক্ষণে রসগন্ধয়োঃ।
কুকুটীপত্রসারেণ পিষ্টং তাম্রময়োরজঃ॥ ৩৮ ॥
পঞ্চশো মর্দ্দিতং ধাত্রীকুকুটীরসমাক্ষিকৈঃ।
বর্ষাভূচিত্রপত্রাঢ্যং মূষাগর্ভে নিবেশিতম্॥ ৩৯ ॥
পাচিতং ভূধরে সংস্থঃ পর্ণখণ্ডেন ভক্ষয়েৎ।
হিঙ্গুজম্বীরবাতারিতৈলৈঃ পবনপীড়িতৈঃ॥ ৪০ ॥
মাধুকসারসিন্ধুত্থবচাব্যোষৈর্দ্ধতৌজসি।
শোফে ভক্তাম্বুনা কুষ্ঠে ঘৃতেন পয়সাথবা॥ ৪১ ॥
ধারোষ্ণেনার্দ্রকস্যাস্তু কামলায়াং রসেন চ।
রসস্তালেশ্বরাখ্যোঽয়ং সর্ব্বকুষ্ঠহরঃ পরঃ॥ ৪২ ॥

হরিতাল দুই পল, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক দুই দ্রংক্ষণ (চারি তোলা), এবং তাম্রভস্ম ও লৌহভস্ম, একত্র কুকুটীপত্রের (সুষুণী শাকের) রসের সহিত পেষণ করিয়া, পুনর্ব্বার আমলকী রস, কুকুটীরস, মধু, পুনর্নবা রস ও চিতার

পাতার রস সহ পাঁচবার মর্দ্দন করিবে এবং মূষাগর্ভে রুদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় একখণ্ড পানের সহিত সেবন করিবে। বায়ুরোগার্ত্ত ব্যক্তি হিং জামীরের রস ও এরণ্ড তৈলের সহিত; ওজঃক্ষয়-রোগে মউলসার, সৈন্ধব, বচ ও ত্রিকটু চূর্ণের সহিত; শোথে কাঁজীর সহিত; কুষ্ঠে ঘৃত অথবা ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত এবং কামলারোগে আদার রসের সহিত এই তালেশ্বররস প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগনাশক॥ ৩৮—৪২

মহাতালেশ্বরঃ।

তালতাপ্যশিলাটঙ্করসেন্দ্রলবণং সমম্।
তালকাদ্দ্বিগুণং তাম্রং মৃতং তদ্বচ্চ গন্ধকম্॥ ৪৩॥
অম্লেন পঞ্চশঃ পিষ্টং জম্বীরস্য পুটে পচেৎ।
মদনেন বমিং কুর্য্যাদ্বিরেকং পথ্যয়াপি চ॥ ৪৪॥

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, সোহাগা, পারদ ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক একভাগ; এবং জারিত তাম্র ও গন্ধক প্রত্যেক দুইভাগ; একত্র জামীরের রসের সহিত পাঁচবার মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ মদনফল চূর্ণের সহিত সেবন করিলে বমন এবং হরীতকী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইয়া কুষ্ঠ রোগের শান্তি হয়॥ ৪৩--৪৪

লৌহচূর্ণস্য চত্বারো ভাগাঃ সিন্দূরসস্য ষট্।
অষ্টৌ নেপালতাম্রস্য গন্ধকেন হতস্য চ॥ ৪৫॥
জম্বীরাম্লেন তৎসর্ব্বং মর্দ্দিতং পুটপাচিতম্।
একত্রিংশাংশগরলং মাষাদ্বিতয়সম্মিতম্॥ ৪৬॥
শুদ্ধঃ সংশোধনং কুর্ব্বন্মধ্যে মধ্যে চ ভক্ষয়েৎ।
সন্নিপাতে মধুকেন ব্যোষেণ পবনে হিতঃ॥ ৪৭॥
গ্রহণীকামলাপাণ্ডুগুল্মার্শাংসি হলীমকম্।
ক্ষয়ং চ শময়ত্যেষ মহাতালেশ্বরো রসঃ॥ ৪৮॥

অন্যবিধ।—জারিত লৌহ চারিভাগ, রসসিন্দূর বা সিদ্ধ পারদ ছয় ভাগ এবং গন্ধক জারিত তাম্র আট ভাগ, একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পাকের পর একত্রিশ অংশ মিঠাবিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। বমন বিরেচনাদি প্রয়োগ দ্বারা প্রথমে রোগির দেহ সংশোধন করিয়া, এই ঔষধ দুই মাষা মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাত রোগে মউলসারের কাথসহ এবং বায়ুর আধিক্যে ত্রিকটু চূর্ণসহ এই ঔষধ প্রযোজ্য। এই মহাতালকেশ্বর রস গ্রহণী, কামলা, পাণ্ডু, গুল্ম, অর্শঃ, হলীমক ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত করে॥ ৪৫—৪৮

সর্ব্বকুষ্ঠান্তকতৈলম্।

কৃষ্ণাভ্রকং বলিবসাং নীলজ্যোতীরসং রসম্।
কঙ্গুণীনিম্বকার্পাসতৈলং চাঽয়সি মর্দ্দয়েৎ।
তজ্জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি বহিরন্তশ্চ সেবিতম্॥ ৪৯॥

কৃষ্ণ অভ্র, গন্ধক, নীলকান্ত ও পারদ সমুদায় সমভাগ, একত্র কঙ্গুণীবীজ, নিম্ববীজ ও কার্পাস বীজের তৈল সহ লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে এবং বাহিরে প্রলেপ দিবে। ইহা সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট করে॥ ৪৯

কুষ্ঠবিধ্বংসনো লেপঃ।

রসটঙ্কণগন্ধার্কপিপ্পলীকুষ্ঠচন্দনম্।
কুষ্ঠবিধ্বংসনো লেপো মাতুলুঙ্গাম্বুমর্দ্দিতঃ॥ ৫০॥

পারদ, সোহাগা, গন্ধক, তাম্র, পিপুল, কুড় ও চন্দন এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া মাতুলুঙ্গ রসের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫০

কনকসুন্দরঃ।

সমতুলকনকোত্থব্যোমসত্ত্বোত্থপিষ্টীং
দ্বিগুণবলিসমেতাং গোলমধ্যে বিপাচ্য
ত্রিকটুদহনবেল্লৈর্ব্বৎসনাভার্দ্ধভাগৈ-
রসসমনবশৃঙ্গীদারুযুক্তৈঃ সমস্তৈঃ॥ ৫১
অজসলিলবিপিষ্টৈর্গুঞ্জয়া তুল্যগোলঃ
কুপিতকফসমুত্থং হন্তি কুষ্ঠং গরিষ্ঠম্।
তদপরমথ বাতশ্লেষ্মজত্বগ্বিকারং
গুদগদমপি সর্ব্বং হন্তি মান্দ্যং হুতাগ্নেঃ
হৃষ্টেন শম্ভুনা দিষ্টঃ সোঽয়ং কনকসুন্দরঃ।
ত্বগ্বিকারবিনাশায় কুবেরায় মহাত্মনে॥ ৫৩॥

স্বর্ণভস্ম এক ভাগ, অভ্রভস্ম এক ভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে ও তাহা গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ভেলা, বিড়ঙ্গ, পারদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দেবদারু প্রত্যেক একভাগ এবং মিঠাবিষ অর্দ্ধভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাগমূত্রের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক এক গুঞ্জা পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কুপিত কফ জনিত প্রবল কুষ্ঠ, বাতশ্লেষ্ম জনিত চর্ম্মরোগ, সর্ব্ববিধ অর্শোরোগ ও উৎকট অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। মহাত্মা কুবেরের ত্বগ্‌বিকার বিনাশের জন্য পরিতুষ্ট মহাদেব এই কনকসুন্দর রস তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৫১—৫৩

হরিবলাঙ্কুশঃ।

ঘনভবমৃতসত্ত্বং কান্তলোহার্কভস্ম
ত্রিগুণরসসমেতং তুল্যগন্ধেন যুক্তম্।
সমতুলকৃতমেভিষ্টঙ্কণং তাপ্যচূর্ণং
হরিবলমথ রোগং খণ্ডসংজ্ঞং মনোজ্ঞম্ ॥ ৫৪ ॥

অভ্রভস্ম, কান্তলৌহভস্ম, তাম্রভস্ম প্রত্যেক একভাগ, পারদ তিনভাগ, গন্ধক তিনভাগ এবং সোহাগা ও স্বর্ণমাক্ষিক সর্ব্বসমষ্টির সমান; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৪

ত্রিপুরান্তকঃ।

রসসমমৃতশৃঙ্গী শৃঙ্গবেরং বিড়ঙ্গং
মধুকদহনপাঠাসিন্ধুবারং চ বন্ধ্যা।
ত্রিফলকনকবীজং ঋদ্ধিবৃদ্ধী নিশে দ্বে
ছগলসলিলপিষ্টং সর্ব্বমেতেন জাতা ॥ ৫৫ ॥
লঘুবদরজবীজস্থূলগোলী নরাণাং
হরতি পবনপিত্তশ্লেষ্মজাতকুষ্ঠম্ ॥ ৫৬ ॥
কত্রিপুরয়া পূর্ব্বং রসোঽয়ং ত্রিপুরান্তকঃ।
ত্রিদোষোত্থকুষ্ঠঘ্নং কৃপানিঘ্নমনস্কয়া ॥ ৫৭ ॥

পারদ, জারিত শৃঙ্গীবিষ (সেঁকো), শুঁঠ, যষ্টিমধু, ভেলা, আকনাদি, নিসিন্দা, শশা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ধুতুরাবীজ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া ছোট কুলবীজের ন্যায় গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে বাতজ পিত্তজ ও কফজ কুষ্ঠ নিবারিত হয়। পূর্ব্বকালে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী কৃপা পরবশ হৃদয়ে সর্ব্বদোষজাত কুষ্ঠরোগনাশক এই ত্রিপুরান্তক রস উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫—৫৭

বিশ্বহিতঃ।

রসেন্দ্রলিপ্ততাম্রস্য পলং গন্ধকমাবিতম্।
তত্তাম্রং পলমাত্রং হি পলমাত্রং হি যাবকম্ ॥ ৫৮ ॥
পলং চূর্ণিতশুদ্ধালং মর্দ্দয়েত্তু দিনত্রয়ম্।
হন্তি সিদ্ধো রসঃ প্রোক্তো নাম্না বিশ্বহিতো হিতঃ ॥
বল্লাভ্যাং তুলিতঃ সেব্যো মরীচঘৃতসংযুতঃ ॥ ৫৯ ॥

তাম্র পত্রে পারদ লেপন করিয়া গন্ধকের সহিত তাহা জারিত করিবে। তৎপরে সেই মারিত তাম্র এক পল (৮ তোলা), যাবক (লাক্ষা) একপল, শুদ্ধ হরিতাল চূর্ণ এক পল, একত্র তিন দিন মর্দ্দন করিলে বিশ্বহিত রস প্রস্তুত হয়। দুই বল্ল অর্থাৎ ছয় রতি মাত্রায়, ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হইবে ॥ ৫৮—৫৯

নির্গুণ্ডীতৈলমধ্বাজ্যকুমারীশাল্মলীরসঃ।
যবো গন্ধকপিষ্টশ্চ লেপঃ কুষ্ঠক্ষয়াপহঃ ॥ ৬০ ॥
মহানিম্বস্য সারেণ মর্দ্দিতাং গন্ধপিষ্টিকাম্।
অমৃতাবাকুচীকান্তাত্রিফলাচূর্ণসংযুতাম্ ॥ ৬১ ॥
ভক্ষয়েদায়সে ন্যস্তাং কুষ্ঠে পাণিতলোন্মিতাম্।
সা কুর্য্যাল্লেপনাৎ কান্তিং ষণ্মাসাদ্বৃদ্ধিমায়ুষঃ ॥ ৬২ ॥

লেপ—নিসিন্দা, তৈল, মধু, ঘৃত, ঘৃতকুমারী, শিমুল মূলের রস, যব ও গন্ধক একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়।

মহানিম্ব সারের রসের সহিত লৌহপাত্রে গন্ধক মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত গুলঞ্চ, সোমরাজী, প্রিয়ঙ্গু, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার চূর্ণ এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিবে ও গাত্রে লেপন করিবে। ছয় মাস পর্য্যন্ত এইরূপে এই

ঔষধ ব্যবহার করিলে, কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া কান্তি ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়॥ ৬০—৬২

পলিকং ব্যোষসূতাগ্নিগন্ধকং সফলত্রয়ম্।
কাকোদুম্বরিকাক্ষীরৈর্ম্মর্দ্দিতং গুটিকীকৃতম্॥ ৬৩॥
মাষপ্রমাণং সক্ষৌদ্রং কুষ্ঠার্শঃশ্বাসকাসজিৎ॥ ৬৪॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, পারদ, ভেলা, গন্ধক, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য কাকডুমুরের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে কুষ্ঠ, অর্শঃ, শ্বাস ও কাসরোগ নিবারিত হয়॥ ৬৩।৬৪

কুষ্ঠকুঠাররসঃ।

রসস্য কর্ষঃ কর্ষৌ দ্বৌ গন্ধকাৎ কজ্জলং তয়োঃ।
তিলপর্ণালিমুণ্ডীনাং স্বরসৈঃ কৃতভাবনম্॥ ৬৫॥
কর্ষকর্ষবচাধাত্রীকণাতীক্ষ্ণকৃমিচ্ছিদান্।
শাণং বিষস্য কর্ষার্দ্ধং জীরকস্য সিতস্য চ॥ ৬৬॥
পলার্দ্ধং মৃততাম্রস্য তথা শুণ্ঠ্যাশ্চ মর্দ্দিতম্।
ভৃঙ্গাম্ভসি ঘটে স্নিগ্ধে পচেচ্চণকসংমিতাঃ॥ ৬৭॥
বটিকাঃ কুষ্ঠবিশ্বাগ্নিত্রিফলাসৈন্ধবান্বিতাঃ।
কুর্য্যাৎ কুষ্ঠকুঠারাখ্যো রসোঽয়ং সর্ব্বকুষ্ঠজিৎ॥ ৬৮॥

পারদ দুই তোলা ও গন্ধক চারি তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া, তাহাতে তিলপর্ণা (রক্তচন্দন), অলিমুণ্ডীর (কুঁচমূলের) রস দ্বারা ভাবনা দিবে। তৎপরে বচ, আমলকী, পিপুল, তীক্ষ্ণ (সর্ষপ) ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক দুই তোলা, মিঠাবিষ অর্দ্ধতোলা, শ্বেতজীরা এক তোলা, জারিত তাম্র চারিতোলা ও শুঁঠ চারি তোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত স্নিগ্ধ হাঁড়ীতে পাক করিবে এবং পাকশেষে কুড়, শুঁঠ, ভেলা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সৈন্ধবচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া চণকপরিমিত বটিকা করিবে। এই কুষ্ঠকুঠাররস সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগনাশক॥ ৬৫—৬৮

গুঞ্জাচিত্রকশঙ্খচূর্ণরজনী ভল্লাতকং লাঙ্গলী
স্নুক্‌ক্ষীরোত্তমকন্যকা ঘনরবা ধূমোদ্গমঃ সূতকঃ।
গোমূত্রৈড়গজং বিড়ঙ্গমরিচং সক্ষৌদ্রখারীজলং
পামাদদ্রুবিচর্চ্চিকাকিটিমজিৎ কণ্ডুঘ্নমুদ্বর্ত্তনাৎ॥ ৬৯॥

উদ্বর্ত্তন।—গুঞ্জা, চিতামূল, শঙ্খভস্ম, হরিদ্রা, ভেলা, ঈশলাঙ্গলাবিষ, সীজের আঠা, ঘৃতকুমারী, ঘনরবা (অপামার্গ), ধূমোদ্গম পারদ, গোমূত্র, চাকুন্দেবীজ, বিড়ঙ্গ, মরিচ, মধু ও খারীজল এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দিত করিয়া উদ্বর্ত্তন করিলে পামা, দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, কিটিম ও কণ্ডু বিনষ্ট হয়॥ ৬৯

বজ্রশেখরঃ।

বিষ্ণুক্রান্তা ঘনরসঃ সর্পাক্ষী শঙ্খপুষ্পিকা।
গোজিহ্বা ক্ষীরিণী নীলী ব্রহ্মবৃক্ষো রুদন্তিকা॥ ৭০॥
নিচুলঃ কাকমাচী চ রসৈরেষাং বিমর্দ্দিতম্।
পক্বং তুষকরীষাগ্নৌ রসদ্বিগুণগন্ধকম্॥ ৭১॥
পর্পটীরসবৎ পক্বং খসত্ত্বেনারুণেন চ।
পৃথগ্‌গন্ধকতুল্যেন তাপ্যেন চ রসাঙ্‌ঘ্রিণা॥ ৭২॥
কৃতাবাপং বরী মুণ্ডীহস্তিকর্ণাম্লতালিকাঃ।
মূর্ব্বাবিদার্য্যাশ্চ রসৈর্ম্মর্দ্দিতং ঘৃতমিশ্রিতম্॥ ৭৩॥
কষায়ে দশমূলস্য বিপক্বং লেহতাং গতম্।
রসতুল্যাত্রিজাতাগ্নিব্যোষযষ্ট্যাহ্বসংযুতম্॥ ৭৪॥
স্নিগ্ধভাণ্ডগতং কুষ্ঠী ক্ষয়ী চ কৃতশোধনঃ।
মঞ্জিষ্ঠাদিকষায়স্য কৃত্বা মাসং নিষেবণম্॥
মাসপ্রমাণং সেবেত রসোঽয়ং বজ্রশেখরঃ॥ ৭৫॥

একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া অপরাজিতা, ঘনরস (মূর্ব্বা), গন্ধনাকুলী, শঙ্খপুষ্পী, গোজিয়া, স্বর্ণক্ষীরী (ক্ষীরুই), নীলবৃক্ষ, পলাশ, রুদন্তী (লতাবিশেষ), জলবেতস ও কাকমাচী এই সকল দ্রব্যের রস সহ মর্দ্দন করিবে এবং তুষ ও বনঘুঁটের আগুনে পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে। তৎপরে অভ্রভস্ম দুইভাগ ও স্বর্ণমাক্ষিক এক চতুর্থাংশ (সিকি ভাগ) তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে, এবং শতমূলী, মুণ্ডিরী, হস্তিকর্ণ পলাশ, গুলঞ্চ, আলি (বিছুটি), মূর্ব্বা ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস সহ মর্দ্দন করিবে। অতঃপর ঘৃত মিশ্রিত করিবে এবং দশমূলের কাথ সহ পাক করিয়া অবলেহবৎ করিবে। পাকশেষে পারদের সমপরিমিত এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি, ভেলা (চিতা),

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যষ্টিমধুর চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। কুষ্ঠরোগী ও ক্ষয়রোগী প্রথমতঃ বমন বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া এক মাষা মাত্রায়, মঞ্জিষ্ঠাদিগণের কাথ সহ এই বজ্রশেখর রস একমাস কাল সেবন করিবে ॥ ৭০—৭২

কুষ্ঠবিদ্রাবণতৈলম্।

দ্বাত্রিংশৎপলবাকুচীশৃতজলদ্রোণাৎ ত্রিশেষে চতু-
র্বিংশত্যা দনুজস্থ কান্তরসয়োনিষ্কৈঃ পৃথক্পঞ্চভিঃ।
তাম্বূলীরসমর্দ্দিতোস্তুলভবপ্রস্থং শৃতং চিক্কণে
পাকে সত্যবতার্য্য কল্কসহিতং ধান্যে দ্বিপক্ষং ক্ষিপেৎ ॥ ৭৬
তৎক্ষীরান্নাশিনা পীতং লিপ্তং কুষ্ঠকুলান্তকম্।
শ্বিত্রং দাহজমশ্বেতং রূপমুগ্রং চ লুম্পতি ॥ ৭৭ ॥ *

সোমরাজী ৩২ বত্রিশ পল (৪ সের), এক দ্রোণ অর্থাৎ ৬৪ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ ষোল সের অবশেষ রাখিবে। এই কাথ এবং হিঙ্গুল ২৪ চব্বিশ নিষ্ক (৯৬ মাষা), কান্তলৌহ ৫ পাঁচ নিষ্ক (২০ মাষা) ও পারদ ৫ পাঁচ নিষ্ক, একত্র পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেই কল্কের সহিত তিল তৈল ৪ চারি সের পাক করিবে। পাকশেষে কল্ক সহ ঐ তৈল ধান্যরাশির মধ্যে একপক্ষকাল রাখিয়া দিবে। দুগ্ধান্নভোজী হইয়া এই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে এবং গাত্রে লেপন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ শ্বিত্র (ধবল) ও অগ্নিদগ্ধজনিত অঙ্গ শ্বেতবর্ণতা বিনষ্ট হয় ॥ ৭৬।৭৭

দদ্রুকুষ্ঠবিদ্রাবণরসঃ।

রসগন্ধকতাপ্যালকান্তকৃষ্ণাভ্রভস্মকম্।
হিঙ্গুলং মধুকং কুষ্ঠং সর্ব্বং সমবিভাগিকম্ ॥ ৭৮ ॥
অম্লবেতসতোয়েন ত্রিদিনং পরিমর্দ্দয়েৎ।
বিশোষ্যাজ্যমধুভ্যাং চ মৃদিত্বা ত্রিদিনং পুনঃ ॥ ৭৯ ॥
দত্ত্বা জীর্ণং গুড়ং তুল্যং কোলাস্থিপ্রমিতা বটীঃ।
ছায়াশুষ্কাঃ প্রকুর্ব্বীত শম্ভুমগ্রে চ পূজয়েৎ ॥ ৮০ ॥
ইয়ং হি পঙ্কাঙ্গকৃতাভিধানা নাগার্জ্জুনোক্তা গুটিকা চ নূনম্।
সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি বিচর্চ্চিকাং চ দদ্রূণি বিদ্রাবয়তি ক্ষণেন ॥৮১॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, কান্ত-লৌহ, কৃষ্ণাভ্র, হিঙ্গুল, যষ্টিমধু ও কুড় সমুদায় সমভাগ একত্র অম্লবেতসের রস সহ তিনদিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে; তৎপরে ঘৃত ও মধুর সহিত পুনর্ব্বার তিন দিন মর্দ্দন করিবে। পরিশেষে সমপরিমিত পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া কোলাস্থি প্রমাণ (কুলের আঁটির মত) বটিকা করিবে এবং ছায়ায় শুষ্ক করিবে। প্রথমতঃ মহাদেবের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করিবে। নাগার্জ্জুনোক্ত এই গুড়িকা অল্পকাল মধ্যে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, বিচর্চ্চিকা ও দদ্রু রোগ বিনষ্ট করে ॥ ৭৮—৮১

মাণিক্যতিলকরসঃ।

রসগন্ধকতাপ্যালকান্ততীক্ষ্ণাভ্রভস্মকম্।
হিঙ্গুলং মধুকং কুষ্ঠং সর্ব্বং সমবিভাগিকম্ ॥ ৮২ ॥
শতমূলীনিজদ্রাবৈর্মঞ্জিষ্ঠাদিকষায়তঃ।
ত্রিদিনং ত্রিদিনং সম্যক্ পরিমর্দ্য বিশোষ্য চ ॥ ৮৩ ॥
ততস্তু পক্বমূষায়াং সংনিরুধ্য তিযত্নতঃ।
প্রক্ষিপ্য বালুকাযন্ত্রে প্রপুটেদ্দিবসদ্বয়ম্ ॥ ৮৪ ॥
মাণিক্যতিলকো নাম রসো নাসত্যকীর্ত্তিতঃ।
এষ কুষ্ঠং হরত্যাশু সন্মিত্রং বৈ হৃদ্ব্যথাম্ ॥ ৮৫ ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, কান্তলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, অভ্র, হিঙ্গুল, যষ্টিমধু ও কুড় সমুদয় সমভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র শতমূলীর রস ও মঞ্জিষ্ঠাদি গণোক্ত দ্রব্যের কাথ সহ তিনদিন করিয়া মর্দ্দন ও শুষ্ক করিবে। তৎপরে পক্ব মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, সাবধানে দুইদিন কাল বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এই মাণিক্যতিলক রস সেবন করিলে, সন্মিত্র দ্বারা হৃদ্ব্যথার ন্যায় কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮২—৮৫

পরহিতরসঃ।

শ্বেতপাঠা জটা শ্বেতা শ্বেতা চৈব পুনর্নবা।
পিষ্ট্বা জলেন তৎকল্কৈঃ প্রকুর্য্যাদন্ধমূষিকাম্ ॥ ৮৬ ॥
স্থালীমধ্যে চ তাং ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপেৎ সংশোধিতং রসম্।
ক্ষিপেদুপরি সংশোধ্য দ্বাঙ্গুলিপ্রমিতং পটু ॥ ৮৭ ॥

পিধানং [illegible] সংনিরুধ্যাতিযত্নতঃ ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদ্বহ্নিং পিধানস্যামবু নিক্ষিপেৎ ॥ ৮৮ ॥
যামত্রিতয়পর্য্যন্তং জাতেহথ শিশিরে ততঃ ।
ক্রোড়কেশৈঃ সমাকৃষ্য মৃতং পারদমাহরেৎ ॥ ৮৯ ॥
ন চেদেতাবতা ভস্ম পুনরেব পুটেদ্রসম্ ॥ ৯০ ॥
তদ্ভস্মাতিবিষং বিষং কৃমিহরং ব্যোষোত্তমা গন্ধজং
চূর্ণং দ্বাদশহাটকং খলু গুড়ো দ্বাত্রিংশদংশোন্মিতঃ ।
তৎসর্ব্বং পরিচূর্ণিতং প্রতিদিনং বল্লৈশ্চতুর্ভির্মিতং
চেত্থং হন্তি সমস্তরোগনিবহং নাগং গরুত্মানিব ॥ ৯১
বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠঘ্নো রসোহয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ ।
খ্যাতঃ পরহিতো নাম্না ভানুনা ভূরিভানুনা ॥ ৯২ ॥

শ্বেত আকনাদি মূল, শ্বেত অপরাজিতা মূল ও শ্বেত পুনর্নবার মূল একত্র পেষণ করিয়া, সেই কল্ক দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিবে। একটি হাড়ীর মধ্যে সেই মূষা স্থাপন করিয়া মূষামধ্যে শোধিত পারদ রাখিবে এবং তাহার উপর দুই অঞ্জলি লবণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া হাড়ীর উপর আচ্ছাদন দিবে ও সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। আচ্ছাদনের উপর জল এবং হাড়ীর নীচে তিন প্রহর কাল অগ্নিজ্বাল দিবে। শীতল হইলে পারদ বাহির করিয়া দেখিবে, যদি তাহা ভস্ম না হয়, তবে ঐরূপে পুনর্ব্বার তাহার পুট-পাক করিতে হইবে। অতঃপর সেই পারদ ভস্ম, আতইচ মিঠাবিষ, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মনছাল ও গন্ধকের চূর্ণ দ্বাদশ হাটক (১২ তোলা) এবং পুরাতন গুড় ৩২ বত্রিশ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ চারি বল্ল (১২ রতি) মাত্রায় সেবন করিলে, গরুড় কর্ত্তৃক সর্পকুলের ন্যায় সমুদায় রোগ বিশেষতঃ সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ নিবারিত হয়। মহাতেজস্বী ভানু মুনি এই পরহিত নামক রস উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৮৬—৯২

তালকেশ্বরঃ ।

বীর্য্যং পুরারেরিহ নাগতুল্যং
ভাগদ্বয়ং চাপ্যথ তালকস্য ।
শুদ্ধেন নাগেন রসো বিশুদ্ধো
বিমর্দ্দনীয়ো হরিতালকং চ ॥ ৯৩ ॥
মূত্রং গবাং ষোড়শভাগমানং
নিধায় ভাণ্ডেহথ পিধায় তস্মিন্ ।
দীপাগ্নিনা তৎপরিশোষ্য সর্ব্বং
মূত্রং ততস্তালকশুদ্ধতা স্যাৎ ॥ ৯৪ ॥
ততস্তু জম্বীররসেন সর্ব্বং
বিমর্দ্দনীয়ং ত্রিদিনং ত্রিবারম্ ।
ভাব্যং কুমার্য্যাঃ সলিলেন ভৃঙ্গ-
বজ্রাহ্বকন্দেন চ বারযুগ্মম্ ॥ ৯৫ ॥
কুষ্ঠে দদীতাস্য রসস্য বল্ল-
ত্রয়ং রসৈরার্দ্রকজৈর্ব্বিজেতুম্ ।
শাখাসু পক্বমপো প্রসুপ্তিং
স্ফুটং চ মত্যাদপ মণ্ডলানি ॥ ৯৬ ॥
গবাং পয়ঃ শর্করয়া সমেতং
শুক্রাতিরেকে সতি সংনিষেব্যম্ ।
ভগন্দরং হন্তি সিতামধুভ্যাং
বৃষং চ বুঞ্জং ত্রিফলারসেন ॥ ৯৭
গুড়ার্দ্রকাভ্যাং গজচর্ম্মসিধ্ম-
বিচর্চিকাস্ফোটবিসর্পদদ্রূন্ ।
নিহন্তি পাণ্ডুং বিবিধাং বিপাদীং
সরক্তপিত্তং কটুকীসিতাভ্যাম্ ॥ ৯৮ ॥
রোগেষু সর্ব্বেষ্বপি বাসরাণি
ন সপ্তসংখ্যানি বদাঃ প্রদেয়ঃ ।
রসপ্রয়োগাবসিতৌ প্রযুজ্যা
ক্বাথং পিবেচ্ছিন্নরুহাসনোত্থম্ ॥ ৯৯ ॥
মাসদ্বয়ং মুস্তাযুতামৃতায়াঃ
পথ্যাং ততস্ত্রিবৃতাং ভজেত ।
অঙ্গানি পক্বানি গলোন্মিতানি
দদ্যাদরিষ্টস্য তথাচকানাম্ ॥ ১০০ ॥
ক্বাথেন যুক্তং মধুরৌদনং চ
পথ্যায় দুগ্ধেন তথাপবর্গে
রসাবসানে সিতয়া সমেতাং
পাদোন্মিতামামলকীং প্রদদ্যাৎ ॥ ১০১ ॥
অন্নং সমুদ্গাং সঘৃতং নিযোজ্যং
মাসদ্বয়ং স্যাদথবা ত্রিমাসম্ ।
রসপ্রয়োগাবসিতৌ প্রযুজ্যা-
দঙ্গানি পঞ্চ স্তবনিম্বজানি ॥ ১০২ ॥
পাদোন্মিতানীহ চ মাসযুগ্মং
পথ্যায় দুগ্ধোদনমাদদীত ।
স্যাত্তালকেশ্বরসপ্রয়োগে
তক্রং চ মাংসং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

পারদ এক ভাগ, সীসক একভাগ ও হরিতাল দুই ভাগ, প্রথমতঃ শোধিত সীসক ও শোধিত পারদ একত্র মর্দ্দন করিয়া, তৎপরে তাহার সহিত হরিতাল মর্দ্দিত করিবে। ষোড়শ

ভাগ গোমূত্রের সহিত হরিতাল ভাণ্ডে রুদ্ধ ও তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া দীপাগ্নিতে জ্বাল দিয়া শুষ্ক করিতে হইবে, এইরূপে হরিতাল শোধিত হইলে, তাহাই গ্রহণ করিবে। অতঃপর ঐ তিন দ্রব্য তিন দিনে তিন বার জামীরের রসের সহিত, এবং দুইবার করিয়া ঘৃতকুমারীর রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও বজ্রকন্দের (বন্যওল) রসের সহিত মর্দ্দন করিবে ও শুষ্ক করিবে। কুষ্ঠরোগ শান্তির জন্য এই ঔষধ তিন বল্ল (৯ রতি) মাত্রায় আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিবে। ত্বকের পকতা ও সুপ্তি (স্পর্শজ্ঞানাভাব), মন্যাস্তম্ভ ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন সকল ইহা দ্বারা নিবারিত হয়। অতিরিক্ত শুষ্কতা উপস্থিত হইলে, গোদুগ্ধ ও চিনির সহিত ইহা প্রয়োগ করিবে। চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে উদুম্বর কুষ্ঠ, ত্রিফলাক্বাথের সহিত সেবনে কৃষ্ণবর্ণ কুষ্ঠ, গুড় ও আদার রসের সহিত সেবনে গজচর্ম্মবৎ কুষ্ঠ, সিধ্ম, বিচর্চ্চিকা, স্ফোটক, বিসর্প ও দদ্রু; এবং কট্‌কী ও চিনির সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু, বিবিধ বিপাদিকা ও রক্তপিত্তরোগ প্রশমিত হয়। সকল রোগেই এই রস একুশ দিন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা আবশ্যক। রসপ্রয়োগের পরও সুপ্তি থাকিলে, গুলঞ্চ ও অসন ছালের ক্বাথ পান করিতে হইবে। উড়ুম্বর কুষ্ঠে এই ঔষধ সেবনের পরও দুই মাস পর্য্যন্ত মুদ্গযূষ ও ঘৃতের সহিত অন্ন পথ্য করিবে। কৃষ্ণ কুষ্ঠে অথবা গাত্রচর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইলে, নিমের অথবা অড়হরের পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ মূল ছাল পত্র ফুল ও ফল সমুদায়ে একপল (৮ তোলা) উপযুক্ত জলের সহিত ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিবে এবং ঘৃত মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিবে। সর্ব্বসাধারণতঃ এই রস সেবনের পরে তিনভাগ চিনি ও একভাগ আমলকীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন এবং মুদ্গযূষ ও ঘৃত মিশ্রিত অন্ন ভোজন করা আবশ্যক। দুই মাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে গাত্রের চিহ্ন দূরীভূত হয়। অথবা রসসেবনের পরে দুই মাষ পর্য্যন্ত প্রাব দারুহৃত হইলে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ অঙ্গের ক্বাথ পান এবং দুগ্ধান্ন ভোজন কর্ত্তব্য। এই তালকেশ্বর রস সেবন কালে তক্র (ঘোল) ও মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে॥ ৯৭—১০৩

খগেশ্বরঃ।

পলেন প্রমিতঃ সূতঃ পলেন প্রমিতা বসা।
খগঃ পলমিতঃ সর্ব্বং মর্দ্দয়েদর্জ্জুনদ্রবৈঃ॥ ১০৪॥
গোলীকৃত্য বিশোষ্যাথ গোলং কূপ্যাং নিরুধ্য চ।
ততস্তাং সুদৃঢ়ে ভাণ্ডে মূষাং ক্ষিপ্ত্বা নিরুধ্য চ॥ ১০৫॥
পচেৎ সার্দ্ধদিনং পশ্চাৎ স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণয়েৎ।
খগেশ্বরো রসো বল্লপ্রমিতঃ কুটজান্বিতঃ॥ ১০৬॥
শ্বেতকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু শ্বাসকাসগদানপি।
সঘৃতঃ পিত্তজং কুষ্ঠং মধুনা মেহমেব চ॥
পথ্যং দোষানুরূপেণ বৃদ্ধেন মুনিনোদিতম্॥ ১০৭॥

পারদ একপল (৮ তোলা) গন্ধক একপল ও (খগ) অভ্র এক পল, একত্র অর্জ্জুন ছালের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে এবং শুষ্ক হইলে তাহা মূষামধ্যে রুদ্ধ করিবে। তৎপরে সেই মূষা দৃঢ় ভাণ্ড মধ্যে রুদ্ধ করিয়া দেড় দিন পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ সংগ্রহ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই খগেশ্বর রস তিন রতি মাত্রায় কুটজের সহিত সেবন করিলে, শ্বেত কুষ্ঠ ও শ্বাস-কাস আশু নিবারিত হয়। ঘৃতের সহিত সেবনে পিত্তজ কুষ্ঠ এবং মধুসহ সেবন করিলে মেহরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ঔষধ সেবন কালে দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃদ্ধ মুনি কর্ত্তৃক এই ঔষধ উপদিষ্ট॥ ১০৪—১০৭

কুষ্ঠনাশনঃ।

সূতভস্ম বিনিষ্কং স্যাদ্গন্ধকং চ চতুষ্পলম্।
সাৰ্দ্ধং চতুষ্পলং চিত্রং চতুর্ব্বিংশৎপলং ভবেৎ॥ ১০৮॥
বাকুচীবীজচূর্ণস্ত দ্বাদশৈব মরীচকম্।
সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য নিষ্কদ্বিতয়সংমিতম্॥ ১০৯॥
মধুনা লেহয়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনঃ॥ ১১০॥

পারদ দুই নিষ্ক (৮ মাষা), গন্ধক চারি পল, চিতামূল সাড়ে চারি পল (৩৬ তোলা), সোমরাজীবীজ চূর্ণ ২৪ চব্বিশ পল ও মরিচচূর্ণ বার পল; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, দুই নিষ্ক (৮ মাষা) মাত্রায় মধুর সহিত প্রাতঃকালে লেহন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১০৮—১১০

আরোগ্যবর্দ্ধনীগুটিকা।

রসগন্ধকলোহাভ্রশুল্বভস্ম সমাংশকম্।
ত্রিফলা দ্বিগুণা প্রোক্তা ত্রিগুণং চ শিলাজতু॥ ১১১॥
চতুগুর্ণং পুরং শুদ্ধং চিত্রমূলং চ তৎসমম্।
তিক্তা সর্ব্বসমা জ্ঞেয়া সর্ব্বং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ॥ ১১২॥
নিম্ববৃক্ষদলাম্ভোভির্ম্মর্দ্দ্যং দ্বি দিনাবধি।
ততশ্চ বটিকা কার্য্যা রাজকোলফলোপমা॥ ১১৩॥
মণ্ডলং সেবিতা সৈষা হন্তি কুষ্ঠমশেষতঃ।
বাতপিত্তকফোদ্ভূতান্ জ্বরান্নানাপ্রকারজান্॥ ১১৪॥
দেয়া পঞ্চদিনে জাতে জ্বরে রোগে বটী শুভা।
পাচনী দীপনী পথ্যা হৃদ্যা মেদোবিনাশিনী॥ ১১৫॥
মলশুদ্ধিকরী নিত্যং দুর্দ্ধর্ষং ক্ষুৎপ্রবর্দ্ধিনী।
বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বরোগেষু শস্যতে॥ ১১৬॥
আরোগ্যবর্দ্ধনী নাম্না গুটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
সর্ব্বরোগপ্রশমনী শ্রীনাগার্জ্জুনযোগিনা॥ ১১৭॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও তাম্রভস্ম প্রত্যেক সমভাগ; আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেক তিনভাগ, শিলাজতু তিনভাগ, শোধিত গুগ্গুলু চারিভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ এবং কট্‌কী সর্ব্বসমষ্টির সমান; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া নিম্বপত্রের রসের সহিত দুই দিন মর্দ্দন করিবে; এবং রাজকোল ফলের (বড় কুলের) ন্যায় বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে মণ্ডল কুষ্ঠ ও অন্যান্য বহুবিধ কুষ্ঠ, এবং বাতপিত্তকফজনিত নানাপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়। জ্বররোগে পাঁচ দিন গত হইলে, এই শুভকরী বটী প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা পাচক, অগ্নির উদ্দীপক, পথ্য অর্থাৎ স্রোতঃশুদ্ধিকারক, রুচিকর, মেদোনাশক, মলশোধক এবং অত্যন্ত ক্ষুধাবৰ্দ্ধক। অধিক কি, ইহা সমুদায় রোগেই প্রশস্ত। আরোগ্যবর্দ্ধনীনামক এই সর্ব্বরোগনাশক গুটিকা মহাযোগী নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট॥ ১১১-১১৭

নারায়ণঃ।

রসভস্মসমানেন গন্ধকেন সমন্বিতম্।
তুল্যভাগপুরোপেতং তুল্যত্রিফলয়ান্বিতম্॥ ১১৮॥
বাতারিতৈলসংযুক্তং সেবিতং চ পলোন্মিতম্। *
মাসেন নাশয়েৎ কুষ্ঠং দুঃসাধ্যমপি দেহিনাম্॥ ১১৯॥
ক্ষয়ং ভগন্দরং শূলং মূলং গুল্মং চ পাণ্ডুতাম্।
গ্রহণীং চ মহাঘোরাং মন্দাগ্নিমপি দুস্তরম্॥ ১২০॥
এবংবিধান্ মহারোগান্ বিনিহন্তি ন সংশয়ঃ।
শ্লেষ্মরোগান্ হরেৎ সর্ব্বান্ রসো নারায়ণাভিধঃ॥ ১২১॥

পারদভস্ম, গন্ধক, গুগ্গুলু, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেক সমভাগ, একত্র এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, একপল পর্য্যন্ত (পাঠান্তরে ১ তোলা) মাত্রায় একমাস কাল সেবন করিলে, দুঃসাধ্য কুষ্ঠরোগ, ক্ষয়রোগ, ভগন্দর, শূল, অর্শোরোগ, গুল্ম, পাণ্ডু, উৎকট গ্রহণী ও দুঃসাধ্য অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি মহারোগ সমূহ নিশ্চিতই নিবারিত হয়। এই নারায়ণ রস শ্লেষ্মরোগসমূহও বিনাশ করিয়া থাকে॥ ১১৮-১২১

মেদিনীসাররসঃ।

পলত্রয়ং মৃতং লৌহং মৃতং শুল্বং পলত্রয়ম্।
ভৃঙ্গরাজপুনর্নবাত্রিফলাকষিতৈঃ পৃথক্॥ ১২২॥
পুটেস্ত্রিবারং যত্নেন ততস্তস্মিন্ বিনিক্ষিপেৎ।
অভ্রমকাঞ্জিকং [illegible] পচেত্তাম্রচতুষ্টয়ম্॥ ১২৩॥
ততশ্চ তুল্যগন্ধেন পুটানাং বিংশতিং পচেৎ।
পলমাত্রং মৃতং সূতং রুদ্রাংশমমৃতং তথা॥ ১২৪॥
কটুত্রয়ং সমং সর্ব্বৈঃ পিষ্ট্বা সম্যগ্বিধারয়েৎ
রসোঽয়ং মেদিনীসারো নন্দিনা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১২৫॥
সেবিতো বল্লমানেন ঘৃতত্রিকটুকান্বিতঃ।
হন্তি কুষ্ঠানি সর্ব্বাণি খিত্রাণি বিবিধানি চ॥ ১২৬॥
গুল্মং প্লীহাময়ং হিক্কাং শূলরোগচয়ং তথা।
উদাবর্ত্তং মহাবাতং কফং মন্দানলং তথা॥ ১২৭॥
গলগ্রহং মদোন্মাদং কর্ণবক্ত্রাময়ং তথা।
সপাদিকং বিষং ঘোরং ব্রণং লূতাভগন্দরম্।
বিদ্রধিং চান্ত্রবৃদ্ধিং চ শিরোরোগং চ নাশয়েৎ॥ ১২৮॥

* সেবাঃ কর্ষমিত্যস্তমিতি বা পাঠঃ।

জারিত লৌহ ও জারিত তাম্র প্রত্যেক তিন পল, একত্র ভৃঙ্গরাজের রস গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্কাথের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া তিন বার পুটপাক করিবে। তৎপরে অতিশয় অম্ল কাঁজির সহিত চারি প্রহরকাল পাক করিয়া, সমপরিমিত গন্ধকের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ক্রমশঃ বিংশতিবার পুটপাক করিবে। পাকের পরে জারিত পারদ একপল, মিঠাবিষ একাদশ পল ও ত্রিকটু চূর্ণ (শুঁঠ পিপুল মরিচ) সর্ব্বসমষ্টির সমান, তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। এই মেদিনীসাররস নন্দী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। ইহা তিন রতি মাত্রায়, ঘৃত ও ত্রিকটু চূর্ণের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, নানাপ্রকার শ্বিত্র, গুল্ম, প্লীহা, হিক্কা, শূল, উদাবর্ত্ত, মহাবাত, কফ, অগ্নিমান্দ্য, গলগ্রহ, মদাত্যয়, উন্মাদ, কর্ণরোগ, দন্তরোগ, সর্পাদি বিষজন্তু রোগ, ব্রণ, লূতাবিষ, ভগন্দর, বিদ্রধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও শিরোবেদনা বিনষ্ট হয়॥ ১২২—১২৮

জন্তুঘ্নীগুটিকা।

হৃতগন্ধৌ সমৌ তাভ্যাং মণ্ডূরং সপ্তমাংশতঃ।
বিধায় কজ্জলীমাখুকর্ণ্যা সংমর্দ্দয়েদ্দ্ব্যহম্॥ ১২৯॥
ততো মণ্ডূরমানেন ক্ষুদ্রদীপ্যং বিনিক্ষিপেৎ।
আরুষ্করকষায়েণ দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥ ১৩০॥
ব্রহ্মবীজং সমুদ্রস্থ ফলং জাতীফলং তথা।
বিষতিন্দুকবীজং চ তাপ্যং সর্ব্বং সমাংশকম্॥ ১৩১॥
বিড়ঙ্গং সমমেতৈশ্চ সূক্ষ্মচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।
রসতুল্যং হি তচ্চূর্ণং রসেন সহ মেলয়েৎ॥ ১৩২॥
বাসা চ নিম্বত্বক্ বংশো বেলন্ত্যোষাম্বুদং তথা।
এষাং ক্কাথেন সপ্তাহং ত্র্যহং মূর্ব্বাঢ়কে রসে॥ ১৩৩॥
ভাবয়িত্বা চণপ্রায়াঃ কর্ত্তব্যা বটিকাঃ শুভাঃ।
অশ্বনিম্বাদিজক্কাথে প্রদত্তৈকা বটী শুভা॥ ১৩৪॥
পাচয়েজ্জঠরাজ্জন্তূন্ সর্ব্বদেহগতান্ হরেৎ।
গুহ্যকৃমীন্ হন্ত্যাশু দ্বিত্রিবারপ্রয়োগতঃ॥ ১৩৫॥

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ ও মণ্ডূর সাতভাগ, একত্র কজ্জলী করিয়া ইন্দুরকাণীর রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ক্ষুদ্র যমানী সাতভাগ মিশ্রিত করিয়া ভেলার ক্কাথের সহিত একদিন মর্দ্দন করিবে। অতঃপর ব্রহ্মবীজ, সমুদ্রফল, জায়ফল, বিষতিন্দুকবীজ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক এক এক ভাগ, বিড়ঙ্গ সর্ব্বচূর্ণসম; এই সমুদায় চূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া বাসক, নিমছাল, বাঁশের নীল, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু ও মুতা এই সকলের ক্কাথ সহ সাত দিন এবং মূর্ব্বা ও অড়হরের রসসহ তিন দিন মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটিকা এক একটি, ঘোড়া নিমের ক্কাথ সহ দুই তিনদিন সেবন করিলেই সর্ব্বদেহগত, জঠরগত ও গুহ্যজাত ক্রিমি সকল আশু নিপতিত হইয়া থাকে॥ ১২৯—১৩৫

ধন্বন্তরিরসঃ।

হৃতগন্ধাকসৌভাগ্যকঙ্কুষ্ঠং রক্তচন্দনম্।
কণা চৈতানি তুল্যানি মর্দ্দয়েল্লুঙ্গবারিণা॥ ১৩৬॥
একাহমথ সংশোষ্য স্থাপয়েদতিযত্নতঃ।
রসো নিঃশেষকুষ্ঠঘ্নো ধন্বন্তরিরিতি স্মৃতঃ॥ ১৩৭॥
নির্দ্দিষ্টঃ শম্ভুনা সর্ব্বরোগভীতিবিনাশনঃ।
পথ্যাঘৃতযুতো বায়ুং সিন্ধুবিশ্বাগ্নিতোঽপি বা॥ ১৩৮॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, সোহাগা, কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা, রক্তচন্দন ও পিপুল সমুদায় সমভাগ; একত্র মাতুলুঙ্গলেবুর রসের সহিত এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। এই ধন্বন্তরি রস সেবনে কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়। সর্ব্বরোগভীতিনাশক এই ঔষধ শম্ভুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট। হরীতকীচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত অথবা সৈন্ধব ও শুঁঠচূর্ণের সহিত সেবন করিলে বায়ুরোগ প্রশমিত হয়॥ ১৩৬—১৩৮

বজ্রধাররসঃ।

বজ্রং তালং হেমাং চ ভস্ম গোজ্জাং সমং সমম্।
সর্ব্বাংশং তালকং তুল্যং শিগ্রুধত্তূরজদ্রবৈঃ॥ ১৩৯॥
মর্দ্দ্যাঃ স্নুক্কনকজৈঃ ক্ষীরৈর্দিনৈকং চাথ ভাবয়েৎ।
সপ্তাহং বাকুচীতৈলৈস্তন্মাষৈকং তু ভক্ষয়েৎ॥ ১৪০॥
বজ্রধারো রসঃ খ্যাতঃ সর্ব্বকুষ্ঠনিকৃন্তনঃ॥ ১৪১॥
মুসলীবাকুচীবীজং নিম্বভীমলতুল্যকম্।
মধ্বাজ্যাভ্যাং লিহেৎ কর্ষমনু স্যাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ॥ ১৪২॥

হীরা (?), পারদ, অভ্রভস্ম ও স্বর্ণভস্ম প্রত্যেক সমভাগ; এবং হরিতাল সর্ব্বসমষ্টির সমান; এই সকল দ্রব্য শজিনা ও ধুতুরার রস এবং সীজের আঠা ও আকন্দের আঠার সহিত এক এক দিন ভাবিত করিয়া, সোমরাজীবীজের তৈলদ্বারা সপ্তাহ কাল ভাবিত করিতে হইবে। এই বজ্রসার রস এক মাষা পরিমাণে সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে, তালমূলী, সোমরাজী বীজ ও নিসিন্দার মূল চূর্ণ সমুদায় সমভাগ, একত্র মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, দুই তোলা মাত্রায় অনুপানরূপে লেহন করিবে। ১৩৯—১৪২

মহাতালেশ্বরঃ।

তালং তাপ্যং শিলা সূতং শুদ্ধং সৈন্ধবটঙ্কনম্।
সমাংশং চূর্ণয়েৎ খল্বে সূতাদ্দ্বিগুণগন্ধকম্॥ ১৪৩॥
গন্ধতুল্যং মৃতং তাম্রং জম্বীরৈর্দ্দিনপঞ্চকম্।
মর্দ্দ্যং ষড়্ভিঃ পুটৈঃ পাচ্যং ভূধরে সংপুটোদরে॥ ১৪৪
পুটে পুটে দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যঃ সর্ব্বমেতৎ তু ষট্পলম্।
দ্বিপলং মারিতং তাম্রং লোহভস্ম চতুষ্পলম্॥ ১৪৫
জম্বীরাম্লেন্স্তু তৎ সর্ব্বং দিনং মর্দ্দ্যং পুটেল্লঘু।
ত্রিংশদংশং পুরং চাস্মিন ক্ষিপ্ত্বা সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ॥ ১৪৬
মহিষ্যাজ্যেন সংমিশ্রং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
মধ্বাজ্যৈর্ব্বাকুচীচূর্ণং কর্ষমাত্রং লিহেদনু॥ ১৪৭॥
সর্ব্বকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু মহাতালেশ্বরো রসঃ॥ ১৪৮।

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, সৈন্ধব ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, এবং গন্ধক ও তাম্রভস্ম প্রত্যেক দুইভাগ, একত্র খলে চূর্ণ করিবে ও জামীরের রসের সহিত পাঁচ দিন মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে ছয়বার ভূধরযন্ত্রে পুটপাক করিবে। প্রত্যেক পুটেই জামীরের রসের সহিত পাঁচ দিন করিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপরে ঐ পুটপক্ব ঔষধ ছয়পল, জারিত তাম্র দুইপল ও লৌহভস্ম চারি পল, একত্র জামীরের রসের সহিত এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া, লঘু পুটে পাক করিবে, পরে ত্রিশ ভাগ গুগ্গুলু ইহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই মহাতালেশ্বর দুই মাষা মাত্রায়, মহিষের ঘৃতের সহিত সেবন করিবে এবং সোমরাজীচূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই তোলা মাত্রায় অনুলেহন করিবে। এই মহাতালেশ্বর রস সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়॥ ১৪৩—১৪৮

কুষ্ঠকুঠাররসঃ।

সূতভস্মসমং গন্ধং মৃতায়স্তাম্রগুগ্গুলুঃ।
ত্রিফলা বিষমুষ্টিশ্চ চিত্রকশ্চ শিলাজতু॥ ১৪৯॥
ইত্যেবং চূর্ণিতং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং নিষ্কষোড়শ।
চতুঃষষ্টিকরঞ্জস্য বীজচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৫০॥
চতুঃষষ্টি মৃতং তাম্রং মধ্বাজ্যাভ্যাং বিলোড়য়েৎ।
স্নিগ্ধভাণ্ডগতং খাদেদ্দ্বিনিষ্কং সর্ব্বকুষ্ঠজিৎ॥ ১৫১॥
রসঃ কুষ্ঠকুঠারোঽয়ং গলৎকুষ্ঠনিকৃন্তনঃ।
পথ্যং তু মধুরং দেয়ং তদভাবে গুড়োদনম্॥ ১৫২॥
পাতালগরুড়ীমূলং মধুপুষ্পী চ ধান্যকম্।
সিতয়া ভক্ষয়েৎ কর্ষমতিতাপপ্রশান্তয়ে॥
লিহ্যান্নাগবলামূলং মধ্বাজ্যৈর্বাতিতাপনুৎ॥ ১৫৩॥

জারিত পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, শোধিত গুগ্গুলু, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, বিষমুষ্টি (কুচিলা), চিতামূল, শিলাজতু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ষোড়শ নিষ্ক (৬৪ মাষা), করঞ্জবীজ চূর্ণ ৬৪ নিষ্ক, এবং জারিত তাম্র ৬৪ নিষ্ক, একত্র মধু ও ঘৃতের সহিত আলোড়িত করিয়া, স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। দুই নিষ্ক (৮ মাষা) মাত্রায় এই কুষ্ঠকুঠার রস সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ ও গলিত কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনের পর যথাকালে মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে, তাহার অভাবে গুড় মিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইতে হইবে। ঔষধ সেবনে সন্তাপ হইলে পাতালগরুড়ীর মূল, মউরী, ধনে ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। অথবা নাগবলার (গোরক্ষচাকুলের) মূল চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে অতি সন্তাপ প্রশমিত হইবে॥ ১৪৯—১৫৩

বজ্রতৈলম্।

বজ্রীক্ষীরং রবিক্ষীরং ধত্তূর' চিত্রকদ্রবম্।
মহিষীবিড়্ভবং দ্রাবং সর্ব্বাংশং তিলতৈলকম্॥ ১৫৪॥
পচেত্তৈলাবশেষং তু তত্তৈলং প্রস্থমাত্রকম্।
গন্ধকাগ্নিশিলাতালং বিড়ঙ্গাতিবিষাবিষম্॥ ১৫৫॥
তিক্তকোশাতকী কুষ্ঠং বচা মাংসী কটুত্রয়ম্।
দারুহরিদ্রা যষ্ট্যাহ্বং সর্জ্জীক্ষারং চ জীরকম্॥ ১৫৬॥
দেবদারু চ কর্ষাংশং চূর্ণং তৈলে বিনিক্ষিপেৎ।
বজ্রতৈলমিদং খ্যাতং মর্দ্দনাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ॥ ১৫৭॥

সীজের আঠা, আকন্দের আঠা, ধুতুরার রস, চিতামূলের কাথ, মহিষ বিষ্ঠার রস ও তিল তৈল, সমুদায় একপ্রস্থ (৴৪ চারি সের)। যথাবিধি একত্র পাক করিয়া তৈলভাগ অবশেষ রাখিবে। তৎপরে সেই তৈলের সহিত গন্ধক, চিতামূল, মনঃশিলা, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মিঠাবিষ, তিক্ত কোশাতকী (ঘোষা), কুড়, বচ, জটামাংসী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, সাজীক্ষার, জীরা ও দেবদারু প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এই বজ্রতৈল মর্দ্দন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ১৫৪—১৫৭

স্বর্ণক্ষীররসঃ।

ক্ষিপ্ত্বা তক্রঘটে পচাৎ কাবনীপলপঞ্চকম্।
তক্রে জীর্ণে সমুদ্ধৃত্য পুনঃক্ষীরঘটে পচেৎ॥ ১৫৮॥
ক্ষীরে জীর্ণে সমুদ্ধৃত্য জলৈঃ প্রক্ষাল্য শোষয়েৎ।
তচ্চূর্ণিতং পঞ্চমূলং মরিচানাং পলদ্বয়ম্॥ ১৫৯॥
বল্লৈকং মূর্চ্ছিতং সূতমেকীকৃত্য তু ভক্ষয়েৎ।
নিষ্কৈকং সুপ্তকুষ্ঠার্ত্তঃ স্বর্ণক্ষীররসো হ্যয়ম্॥ ১৬০॥

স্বর্ণক্ষীরী পাঁচ পল, এক ঘট (৬৪ সের) তক্রে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। তক্র শুষ্ক হইয়া গেলে, এক ঘট (৬৪ সের) দুগ্ধে সেই স্বর্ণক্ষীরী পুনর্ব্বার পাক করিবে। দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গেলে, জল দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে সেই স্বর্ণক্ষীরীর চূর্ণ এবং পঞ্চমূল ও মরিচের চূর্ণ প্রত্যেক দুই পল, এই সকলের সহিত মূর্চ্ছিত পারদ তিন রতি মিশ্রিত করিবে। এই স্বর্ণক্ষীর রস এক নিষ্ক (চারি মাষা) পরিমাণে সেবন করিলে সুপ্ত কুষ্ঠ নিবারিত হয়॥ ১৫৮—১৬০

মহাভল্লাতকতৈলম্।

যত্নাদ্দ্বিখণ্ডিতং কুর্য্যাদ্ভল্লাতশতপঞ্চকম্।
ক্ষিপ্ত্বা পচাচ্ছনৈর্ব্বহ্নৌ তৈলে দ্বাদশতক্রকে॥ ১৬১॥
যাবত্তরন্তি তে পক্ত্বা তত্তৈলং পাচয়েৎ পুনঃ।
মধুপাকে তু সংপ্রাপ্তে হ্যবতার্য্য তু তৎক্ষণাৎ॥ ১৬২॥
সর্ব্বকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু মহাভল্লাততৈলকম্॥ ১৬৩॥

পাঁচ শতটি ভেলা কাটিয়া দুইখণ্ড করিবে, তৎপরে দ্বাদশ পল (৴।।০ সের) তিল তৈলের সহিত সেই ভেলা মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ভেলাগুলি ভাসিয়া উঠিলে তৈল ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার সেই তৈল পাক করিবে এবং মধুবৎ ঘন হইলে নামাইবে। এই মহাভল্লাতক তৈল সেবন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ১৬১-১৬৩

ত্রৈলোক্যবিজয়তৈলম্।

রসং গন্ধঃ বিষং তালং স্বর্ণক্ষীরী রুদন্তিকা।
করণ্টেন সংচূর্ণ্য প্রতিনিষ্কং দ্বয়ং দ্বয়ম্॥ ১৬৪॥
ক্ষিপেত্তস্মিন্ বিশেষ্যাথ ত্রমাৎ নিষ্কং সদা লিহেৎ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং তৈলং সর্ব্বকুষ্ঠহরং ধ্রুবম্॥ ১৬৫॥

পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, হরিতাল, স্বর্ণক্ষীরী ও রুদন্তীলতা, এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেক দুই নিষ্ক (৮ মাষা) জামীরের রসে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত মহাভল্লাতক তৈল সহ ঐ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহাই ত্রৈলোক্যবিজয় তৈল। প্রত্যহ চারি মাষা মাত্রায় এই তৈল লেহন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়॥ ১৬৪।১৬৫

মহামার্ত্তণ্ডতৈলম্।

শাকনিম্বাঙ্কোলবহ্নিরাজবৃক্ষাক্ষসংভবম্।
গর্ভশুষ্কং শুভং খণ্ডং নারিকেলং প্রিয়ালকম্॥ ১৬৬॥
বাতারিচক্রমর্দ্দস্য বীজং বাকুচিজং তথা।
সমং পাতালযন্ত্রেণ তৈলং গ্রাহ্যং প্রযত্নতঃ॥ ১৬৭॥
প্রস্থৌ দ্বৌ তিলতৈলস্য কুষ্ঠচূর্ণং পলদ্বয়ম্।
স্বর্ণক্ষীরীপলৈকং চ ক্ষিপ্ত্বা পক্ত্বাহবতারয়েৎ॥ ১৬৮॥

পূর্ব্বতৈলে [illegible]স্থ তৈলীভূতে বিনিক্ষিপেৎ।
মহামার্ত্তণ্ড[illegible]ইদং লেপাৎ কুষ্ঠং নিযচ্ছতি ॥ ১৬৯
অতিকণ্ডুং ক্রিমিং পাকং স্ফোটকানি চ নাশয়েৎ ॥১৭০

সেগুন, নিম, অঙ্কোল, চিতা, সোন্দাল, অক্ষ ও সীজ, ইহাদের বীজ এবং অভ্যন্তরে শুষ্ক ও খণ্ডীকৃত নারিকেল এবং পিয়ালবীজ, এরণ্ডবীজ, চাকুন্দেবীজ ও সোমরাজীবীজ, সমুদায় সমভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাতাল যন্ত্রে তাহার তৈল গ্রহণ করিবে। অতঃপর তিলতৈল দুইপ্রস্থ (৮ সের), দুইপল কুড়চূর্ণ ও একপল স্বর্ণক্ষীরী চূর্ণের সহিত পাক করিবে। পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত তৈল চারিপ্রস্থের (১৬ সেরের) সহিত এই তৈল মিশ্রিত করিবে। ইহারই নাম মহামার্ত্তণ্ড তৈল। এই তৈল লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ, অতিরিক্ত কণ্ডু, ক্রিমি, অবয়ব বিশেষের পাক ও স্ফোটক নিবারিত হয় ॥ ১৬৬—১৭০

কুষ্ঠং চ কাঞ্চনীতৈলৈর্দ্দ্যাৎ লেপং সুঘর্ষিতম্ ॥ ১৭১ ॥
কুমারীসৈন্ধবং লেপ্যং শুষ্ককণ্ডুহরং পরম্।
সৈন্ধবেন মহামুণ্ডীলেপো হন্তি বিপাদিকাম্ ॥ ১৭২ ॥
শিলাশস্তু বীজং বরা কুষ্ঠগন্ধং
মরীচং তথা জীরকং দেবধূপম্।
নিশা সর্পিষা মর্দ্দিতং মন্দবারে
হরেৎ কোঠকণ্ডুব্রণস্ফোটগণ্ডান্ ॥ ১৭৩ ॥

স্বর্ণক্ষীরী তৈলের সহিত কুড় ঘর্ষণ করিয়া অথবা ঘৃতকুমারীর রস ও সৈন্ধব একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা লেপন করিলে শুষ্ক কণ্ডু বিনষ্ট হয়। সৈন্ধবের সহিত মহামুণ্ডী লেপন করিলে, বিপাদিকা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। মনঃশিলা, পারদ, ত্রিফলা, কুড়, গন্ধক, মরিচ, জীরা, ধুনা ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া শনিবারে মর্দ্দন করিলে কোঠ, কণ্ডু, ব্রণ, স্ফোটক ও গণ্ড বিনষ্ট হয় ॥ ১৭১—১৭৩

কুষ্ঠান্তপর্পটী।

পলৈকং শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং শুদ্ধগন্ধকম্।
গন্ধতুল্যং মৃতং তাম্রং সূতাংশং মর্দ্দয়েদ্বিষম্ ॥ ১৭৪ ॥
সর্ব্বতুল্যং পুনর্গন্ধং দত্বা কিঞ্চিদ্বিশোষয়েৎ।
ঘৃতাভ্যক্তে লোহপাত্রে পচ্যাদ্যাবদ্দ্রবীভবেৎ ॥ ১৭৫ ॥
রম্ভাপত্রে পটে বাহথ পাতয়েৎ পর্পটীং তদা।
মাষৈকং চূর্ণিতং খাদেদ্গজচর্ম্ম নিযচ্ছতি ॥
নিষ্কৈকং বাকুচীচূর্ণং লেহয়েদনুপানকম্ ॥ ১৭৬ ॥

শোধিত পারদ একপল, শোধিত গন্ধক দুইতোলা, জারিত তাম্র দুইতোলা, মিঠাবিষ দুইতোলা এবং পুনর্ব্বার সর্ব্বসমষ্টির সমান গন্ধক, একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিবে। তৎপরে ঘৃতাভ্যক্ত লোহপাত্রে সেই সকল পদার্থ দ্রবীভূত করিবে এবং কদলীপত্রে কিংবা বস্ত্রখণ্ডে ঢালিয়া ও কদলী-পত্রাচ্ছাদিত মৃৎপোট্টলীর চাপ দিয়া তাহা পর্পটীরূপে পরিণত করিবে। এই ঔষধ চূর্ণ করিয়া এক মাষা মাত্রায় সেবন করিয়া চারি মাষা পরিমিত সোমরাজী চূর্ণ অনুপানরূপে লেহন করিলে, গজচর্ম্মাকৃতি কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭৪—১৭৬

কাসীসবদ্ধো রসঃ।

পলং রসং হি কাসীসৈঃ তুঙ্গং পঞ্চগুণৈঃ সহ।
মর্দ্দয়েদ্যামপর্য্যন্তমর্জ্জুনস্য ত্বচো রসৈঃ ॥ ১৭৭ ॥
শরাবসংপুটে রুদ্ধ্বা পুটেৎ ক্রোড়পুটেন হি।
রসঃ কাসীসবদ্ধোঽয়ং মধুনা বল্লতুল্যকঃ ॥ ১৭৮ ॥
শাণবাকুচিকাযুক্তঃ সেবিতো হন্তি নিশ্চিতম্।
ত্রিভির্ম্মাসৈঃ কিলাসং হি দদ্রূণ্যপি বিশেষতঃ ॥১৭৯॥

একপল পারদ পাঁচগুণ অর্থাৎ পাঁচপল হিরাকস, একত্র অর্জ্জুন ছালের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া, শরাব পুটে (দুই খানি শরার মধ্যে) রুদ্ধ করিবে এবং ক্রোড়পুটে পাক করিবে। এই হিরাকস বদ্ধ পারদ তিন রতি মাত্রায় মধু ও অর্দ্ধতোলা সোমরাজী চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, তিন মাসের মধ্যে দদ্রু ও কিলাসরোগ নিশ্চিতই নিবারিত হয় ॥ ১৭৭—১৭৯

সর্ব্বেশ্বরঃ।

শুদ্ধসূতং চতুর্গন্ধং খল্বে যামং বিমর্দ্দয়েৎ।
মৃততাম্রাভ্রলোহানি হিঙ্গুলং চ পলং পলম্ ॥ ১৮০ ॥
সুবর্ণং রজতং চৈব প্রত্যেকং দশনিষ্ককম্।
মাষৈকং মৃতবজ্রং চ তালসত্ত্বং পলদ্বয়ম্ ॥ ১৮১ ॥
জম্বীরোন্মত্তবাসাভিঃ স্নুহ্যর্কবিষমুষ্টিভিঃ।
মর্দ্দ্যং হয়ারিজৈর্দ্রাবৈঃ প্রত্যেকং তু দিনং দিনম্ ॥১৮২॥
এবং সপ্তদিনং মর্দ্দ্যং তদ্গোলং বস্ত্রবেষ্টিতম্।
বালুকাযন্ত্রগং স্বেদ্যং ত্রিদিনং লঘুনাগ্নিনা ॥ ১৮৩ ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ সূক্ষ্মং পলৈকং যোজয়েদ্বিষম্।
দ্বিপলং পিপ্পলীচূর্ণং মিশ্রং সর্ব্বেশ্বরো রসঃ ॥ ১৮৪ ॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈঃ সুপ্তিমণ্ডলকুষ্ঠজিৎ।
বাকুচী-দেবদার্ব্বোস্তু কর্ষমাত্রং সুচূর্ণিতম ॥ ১৮৫ ॥
লিহেদেরণ্ডতৈলেন অনুপানং সুখাবহম।
গুগ্গুলুং যোগরাজং বা যোজ্যং মণ্ডলশান্তয়ে ॥ ১৮৬ ॥

শোধিত পারদ একভাগ ও গন্ধক চারিভাগ একত্র এক প্রহর কাল খলে মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত জারিত তাম্র, অভ্র, লৌহ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক এক পল; স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক দশ নিষ্ক (৪০ মাষা), জারিত হীরক একমাষা ও হরিতাল সত্ত্ব দুই পল একত্র মিশ্রিত করিবে এবং জামীরের রস, ধুতুরার রস, বাসকের রস, সীজের আটা, আকন্দের আটা, বিষমুষ্টির রস ও করবীরের রস সহ এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। এইরূপে সাতদিন মর্দ্দনের পর গোলক (পিণ্ড) প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহা বেষ্টন করিবে এবং বালুকাযন্ত্রে মৃদু অগ্নিতে তিন দিন পাক করিবে। পাকের পর ঔষধপিণ্ড সংগ্রহ পূর্ব্বক সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে এবং তাহার সহিত মিঠাবিষ একপল ও পিপুল চূর্ণ দুই পল মিশ্রিত করিবে। এই সর্ব্বেশ্বর রস দুই রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, অবয়বের সুপ্তি (স্পর্শজ্ঞানহানি) ও মণ্ডলকুষ্ঠ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পরে সোমরাজী ও দেবদারু চূর্ণ এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই তোলা মাত্রায় অনুপানরূপে লেহন করিলে, বিশেষ উপকার হয়। মণ্ডল কুষ্ঠে যোগরাজ গুগ্গুলুও অনুপানরূপে ব্যবহার করান যাইতে পারে ॥ ১৮০—১৮৬

অথ শ্বিত্রলক্ষণম্।

শ্বিত্রং তু কৃষ্ণমরুণং মরুদস্রগামি
পিত্তেন রোমশতনং চ বিদাহিতাং চ।
মাংসাশ্রিতং বহুসিতং কফতঃ সকণ্ডু
মেদোগতং বলবদেব যথোত্তরং স্যাৎ ॥ ১৮৭ ॥

শ্বিত্র লক্ষণ।—বাতজ রক্তজ ও পিত্তজ শ্বিত্ররোগ কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ হয়, সেই স্থানের লোম উঠিয়া যায় এবং জ্বালা উপস্থিত হইয়া থাকে। মাংসাশ্রিত শ্বিত্র অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, কফজনিত শ্বিত্রে কণ্ডু হয় এবং মেদোগত শ্বিত্রে শ্বেতবর্ণতা ও কণ্ডুর আধিক্য হইয়া থাকে ॥ ১৮৭

শ্বিত্রারিঃ।

কাসীসরসগন্ধানি মর্দ্দয়েৎ খুরসারসৈঃ।
সংপুটে পুটয়েদত্বা চাঙ্গেরীমধরোত্তরম্ ॥ ১৮৮ ॥
সর্ব্বমেতচ্চ সংচূর্ণ্য তণ্ডুলান্ দশ সপ্ত বা।
আরভ্য বর্দ্ধয়েদ্যাবৎ পঞ্চষষ্টিক্রমেণ হি ॥ ১৮৯ ॥
অনুপানায় মধ্বাজ্যং দধ্যাজ্যং নবনীতকম্।
ধাত্র্যার্দ্রকরসশ্চৈব তিন্দুকং কদলীফলম্ ॥ ১৯০ ॥
শ্বিত্রারিসংজ্ঞিতো হ্যেষ শ্বিত্রকুষ্ঠনিসূদনঃ ॥ ১৯১ ॥

হিরাকস, পারদ ও গন্ধক (সমুদায় সমভাগ) একত্র তুলসীপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। শরাব পুটে নীচে ও উপরে আমরুল শাক দিয়া এই ঔষধ রুদ্ধ করিবে এবং পুটপাক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ সাতটি বা দশটি চাউলের সমান পরিমাণে সেবন আরম্ভ করিয়া সহ্যানুসারে ক্রমশঃ ৬৫ পঁয়ষট্টি চাউল পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অনুপানার্থ মধু ও ঘৃত, দধি ও ঘৃত, নবনীত, আমলকীর রস, আদার রস, তিন্দুক (গাব) অথবা কদলীফল প্রয়োগ করিবে। এই শ্বিত্রারি-রস শ্বিত্রকুষ্ঠরোগের নিবারক ॥ ১৮৮—১৯১

নিম্বপত্রং নিশাকৃষ্ণাবাকুচীবীজকং সমম্।
চূর্ণয়িত্বা পিবেদ্দুগ্ধৈঃ প্রভাতে শ্বিত্রনাশনম্ ॥ ১৯২ ॥
রসগন্ধকতুত্থার্কং বাকুচীকাথমর্দ্দিতম্।
সেবিতং সোমতৈলেন শ্বিত্রকুষ্ঠং নিযচ্ছতি ॥ ১৯৩ ॥

যোঁ... ...পত্র, হরিদ্রা, পিপুল ও সোমরাজীবীজ প্রত্যেক সমভাগ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হয়। পারদ, গন্ধক, তুঁতে ও তাম্রভস্ম সমুদায় সমভাগ, সোমরাজীর কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সোমতৈলের সহিত সেবন করিলে, শ্বিত্রকুষ্ঠ নিবারিত হয়॥ ১৯২।১৯৩

চন্দ্রপ্রভাবটিকা।

পিষ্ট্বা নিম্বুকগোময়ূরসলিলৈঃ সার্দ্ধো রসো গন্ধকা-ন্-
মূষায়াং ঘননাদপিণ্ডসহিতং পক্বং করীষে তিলান্।
বাকুচ্যাশ্চ ফলানি গোজলকৃতা চন্দ্রপ্রভেতি শ্রুতা
শ্বিত্রং তক্রভুজো নিহন্তি বটিকা ক্ষারাম্লতৈলং ত্যজেৎ॥১৯৪

পারদ দেড়ভাগ ও গন্ধক একভাগ, একত্র লেবুর রস, গোমূত্র ও অপামার্গ পত্রের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক তণ্ডুলীয় শাকের পিণ্ডমধ্যে নিহিত করিবে, পরে সেই পিণ্ড মূষারুদ্ধ করিয়া, বনঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। তৎপরে তিল ও সোমরাজীবীজ চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা করিবে। এই বটিকা সেবন করিয়া তক্র সহ অন্ন ভোজন করিলে, শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনকালে ক্ষার ও অম্ল পদার্থ এবং তৈল পরিত্যাগ করা আবশ্যক॥ ১৯৪

রসদ্বিগুণগন্ধকং ত্রিগুণতাম্রলিপ্তং পচেদ্-
গৃহীতমনু কজ্জলীং খদিরবাকুচীনিম্বজৈঃ।
রসৈঃ পুটবিপাচিতং সমলয়াকষায়ং পিবেৎ
কিলাসমরুণং সিতং জয়তি শুদ্ধতক্রাশিনঃ॥ ১৯৫॥

অন্যবিধ।—পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ ও তাম্র তিনভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া খদির সোমরাজী ও নিমছালের কাথদ্বারা ভাবনা দিবে। তৎপরে পুটপাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে এবং সোমরাজী কষায় অনুপান করিবে। ঔষধ সেবনের পরে যথাকালে তক্রসহ অন্ন ভোজন করিবে। এই ঔষধদ্বারা কিলাস, অরুণ ও শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৯৫

উদয়াদিত্যো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দ্দিনম্।
তদ্গোলং হণ্ডিকামধ্যে তাম্রপাত্রেণ রোধয়েৎ॥ ১৯৬॥
সূতকাদ্দ্বিগুণেনৈব * শুদ্ধেনাধোমুখেন বৈ।
পার্শ্বে ভস্ম নিধায়াথ পাত্রোর্দ্ধং গোময়ং জলম্॥ ১৯৭॥
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদাতব্যং চুল্ল্যাং যামদ্বয়ং পচেৎ।
চণ্ডাগ্নিনোদ্ধৃত্য ততঃ স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণয়েৎ॥ ১৯৮॥
কাকোদুম্বরিকাবহ্নিত্রিফলারাজবৃক্ষকম্।
বিড়ঙ্গং বাকুচীবীজং কাথয়েত্তেন ভাবয়েৎ॥ ১৯৯॥
দিনৈকমুদয়াদিত্যো রসো ভক্ষ্যো দ্বিগুঞ্জকঃ।
খদিরস্য কষায়েণ বাকুচীবীজচূর্ণকম্॥ ২০০॥
তুল্যং মৃদ্বগ্নিনা পিণ্ডং জাতং যাবৎ পচেদ্বুধঃ।
ত্রিনিষ্কং তদ্বিনিষ্কারৈঃ ... খেবা ত্রৈফলৈরনু॥ ২০১॥
ত্রিদিনান্তে ভবেৎ স্ফোটঃ সপ্তাহে বা ন সংশয়ঃ।
নীলীং গুঞ্জাং চ কাসীসং ধত্তূরং হংসপাদিকাম্॥২০২
... তাম্রপর্ণী তুল্যাং পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ
স্ফোটস্থানে প্রশান্ত্যর্থং সপ্তরাত্রং পুনঃপুনঃ॥
শ্বেতকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥ ২০৩॥

শোধিত পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে, এবং সেই পিণ্ডটি একটি হাড়ীর মধ্যে রাখিয়া, পারদের দ্বিগুণ (বা ত্রিগুণ) পরিমিত তাম্রপত্র দ্বারা পিণ্ডটি আচ্ছাদিত করিয়া আচ্ছাদনপত্রের সংযোগস্থল রুদ্ধ করিবে এবং তাহার চারিপার্শ্বে ভস্ম নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে তাহার উপর গোময় জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিয়া তীব্র অগ্নিজ্বালে উনুনের উপর দুইপ্রহর কাল পাক করিবে। শীতল হইলে সমস্ত ঔষধ চূর্ণ করিয়া, তাহাতে কাকডুমুর, চিতামূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, সোন্দাল, বিড়ঙ্গ ও সোমরাজী বীজের কাথদ্বারা এক এক দিন ভাবনা দিবে। এই উদয়াদিত্য রস দুই রতি মাত্রায় সেবন করিবে; এবং খদিরের কাথ ও সোমরাজী বীজের চূর্ণ উভয় সমভাগ, একত্র মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত করিবে ও সেই পিণ্ড তিন

* ত্রিগুণেনৈবেতি বা পাঠঃ।

নিষ্ক (১২ মাষা) মাত্রায় লইয়া যথোপযুক্ত আকন্দের আঠা বা ত্রিফলার কাথ সহ মিশ্রিত করিয়া অনুপান করিবে। এইরূপ করিলে, তিনদিন বা সাতদিন পরে নিশ্চিতই গাত্রে স্ফোটক উৎপন্ন হইবে। তখন স্ফোটক শান্তির জন্য নীলগাছ, গুঞ্জা, হিরাকস, ধূতুরা, হংসপাদী (গোয়ালেলতা), সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে) ও মঞ্জিষ্ঠা সমভাগে পেষণ করিয়া স্ফোটকের উপর লেপন করিতে হইবে। সাতদিন পর্য্যন্ত এই প্রলেপ ব্যবহার করিলে, স্ফোটকগুলি বিনষ্ট হইবে এবং সাধ্য অসাধ্য সকল প্রকার শ্বিত্ররোগও নিবারিত হইবে ॥ ১৯৬—২০৩

অল্পং শ্বেতং নিঘৃষ্যাদৌ রক্তমণ্ডলপল্লবৈঃ।
শিলাপামার্গভস্মাপি লিপ্তং শ্বিত্রং বিনাশয়েৎ ॥ ২০৪ ॥
লেপো বাঽঙ্কোলতৈলেন কাঞ্চন্যা কাঞ্জিকেন বা।
গুঞ্জাফলাগ্নিমূলং চ লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠজিৎ ॥ ২০৫ ॥

যোগ।—শ্বিত্ররোগ অল্প হইলে, প্রথমতঃ সেই সকল স্থান রক্ত মণ্ডলের (লাল লজ্জালু বা লাল আকন্দ) পল্লবদ্বারা ঘর্ষণ করিবে, তৎপরে সেইস্থানে মনঃশিলা ও অপামার্গ ভস্ম লেপন করিবে; ইহাদ্বারা শ্বিত্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গুঞ্জাফল ও চিতামূল, অঙ্কোল তৈল, স্বর্ণক্ষীরীর আঠা অথবা কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলেও শ্বেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥২০৪।২০৫

শ্বেতারিঃ

সূতে পলে ভূধরযন্ত্রমধ্যে
সংজারয়েদ্গান্ধপলং ততশ্চ।
সূতেন গন্ধস্য পলত্রয়ং চ
দত্ত্বাঽথ নিম্বূথরসৈর্ব্বিমর্দ্দ্য ॥ ২০৬ ॥
স্বরাংশিকাবাকুচিকাগ্নিভৃঙ্গ-
কোরণ্টনীরৈঃ পরিমর্দ্দয়েত।
ততো দিনৈকং কটুতুম্বিনীরৈ-
স্মস্থং ততঃ কাচসুকূপিকান্তঃ ॥ ২০৭ ॥ *
নিক্ষিপ্য ভাণ্ডে সিকতোদরান্তর্যামদ্বয়ং স্বেদয় তং ততশ্চ।
দদীত বল্লদ্বয়মস্য কৃষ্ণপর্ণেন সার্দ্ধং ত্বথবা তদর্দ্ধম্ ॥ ২০৮ ॥

পলাশমূলং ত্বনুপায়য়ীত
তক্রেণ সার্দ্ধং চ দদীত পথ্যম্।
উষ্ণে ক্ষিপেত্তৈলবিমর্দ্দিতং চ
স্ফোটা যদি স্যুঃ সহসা চ গাত্রে ॥ ২০৯ ॥
ফলত্রয়ং গন্ধকভৃঙ্গকৃষ্ণ-
তিলোত্থতৈলং কটুতুম্বিনী চ।
ভল্লাততৈলং কটুনিম্ববীজং
সর্ব্বং সমানং পরিভাবয়েত ॥ ২১০ ॥
ত্রিঃসপ্তকং ভৃঙ্গরসৈঃ কৃতোঽয়ং
শ্বেতারিযোগঃ সমুপৈতি সিদ্ধিম্।
পলার্দ্ধমানেন দদীত চামুং
সিতাঘৃতাক্তং দিনজন্মকালে ॥ ২১১ ॥
বিবর্জয়েৎ শূরণমাষমাংস-
বৃন্তাকমুদ্গানি কষায়কাদি ॥ ২১২ ॥
† কুমার্গজং তূণিরপক্ষসাগরৈ-
র্ব্বরুষ্টিকাভাস্বরলোকভাষয়া।
কল্কীকৃতং যন্মধুনা চ সংযুতং
করোতি তারং ভ্রমরপ্রভং চ তৎ ॥ ২১৩ ॥

একপল পারদ ও একপল গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া, ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। গন্ধক জীর্ণ হইলে, সেই পারদ একপল এবং গন্ধক তিনপল একত্র মিশ্রিত করিয়া লেবুর রস, সোমরাজীর কাথ, চিতামূলের কাথ, ভৃঙ্গরাজের রস ও কোরণ্টের (কুলছালের) কাথ ও তিত-লাউএর জল প্রত্যেক সাতভাগ; এই সকল দ্রব পদার্থের সহিত এক একদিন মর্দ্দন করিবে। পরিশেষে কাচকূপীর (বোতলের) (পাঠান্তরে কাঞ্চন কূপিকার) মধ্যে তাহা পূরণ করিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে সেই বোতল নিহিত করিবে এবং দুই প্রহর কাল পাক করিবে। এই ঔষধ দুইবল্ল (৬ রতি অথবা) তাহার অর্দ্ধ মাত্রায় অর্থাৎ ৩ রতি পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ পানের সহিত প্রয়োগ করিবে এবং তক্রের সহিত পলাশমূল অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে ও উপযুক্ত পথ্য ভোজনের ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ সেবনে রোগী উষ্ণার্ত্ত হইলে, তাহাকে তৈল মর্দ্দন করাইবে। ইহাতে সহসা যদি গাত্রে স্ফোটক নির্গত হয়, তবে ত্রিফলা,

* কাঞ্চনকূপিকায়ামিতি বা পাঠঃ।

† কুমার্গজেতীসুরপক্ষসাগরৈর্বরুষ্টিকাভাস্বরলোক-ভাষয়া। ইতি পাঠান্তরম্।

গন্ধক, ধুস্তূর, কৃষ্ণতিলোথ তৈল, তিতলাউ, ভল্লাতক তৈল ও নিমবীজ প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্যে একুশবার ভৃঙ্গরাজরসের ভাবনা দিয়া এই ঔষধ চারিতোলা মাত্রায় (উপযুক্ত পরিমাণে) ঘৃত ও চিনির সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন কালে ওল, মাষকলাই, মাংস, বেগুণ, মুগ ও কষায় দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বকুচিকা ৫ ভাগ, আকন্দ ২ ভাগ ও ব্রাহ্মী ৪ ভাগ মধুতে মাড়িয়া প্রলেপ দিলে রৌপ্যবৎ শুভ্র শ্বিত্র ভ্রমরকৃষ্ণ হইয়া থাকে ॥ ২০৬—২১৩

গন্ধকাশ্বত্থরুচকশ্বেতশূরণটঙ্কণাঃ।
তিলপুষ্পং চ তৎক্ষারঃ সপ্তধা গোজলাপ্লুতঃ ॥ ২১৪ ॥
তৎকর্ষং মধুনা শ্বিত্রী তৈলাভ্যাঙ্গং খরাতপে।
বিকৃতে প্রতীতা হেবং স্ফোটাঃ স্যুস্তন্বরোদকৈঃ ॥ ২১৫॥
সিঞ্চেত্তু যদি নালিম্পেৎ নিশাতন্দুলতালকৈঃ।
গোতক্র-কোদ্রবান্নাশী সপ্তাহাচ্ছিত্রজিৎ খলু ॥ ২১৬ ॥

শ্বিত্রে যোগ।—

গন্ধক, অশ্বত্থ, রুচক, শ্বেতশূরণ (ওল), সোহাগা, তিলপুষ্প ও তিলের ক্ষার, এই সকল দ্রব্য সাতবার গোমূত্রদ্বারা আপ্লুত করিয়া শুষ্ক করিবে এবং দুই তোলা মাত্রায় মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিয়া এক প্রহর কাল তীব্ররৌদ্রে অবস্থান করিবে। এইরূপে গাত্রে স্ফোটক নির্গত হইলে স্ফোটকের উপর ত্রিফলার জল সেচন করিবে এবং হরিদ্রা, তণ্ডুল ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিবে। গব্য তক্রের সহিত কোদোধান্যের অন্ন পথ্য দিবে। সপ্তাহকাল এইরূপ করিলে শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১৪—২১৬

উদুম্বরস্য মূলানি চিত্রমূলং চ নিম্বজম্‌।
অবল্গুজস্য বীজানি চূর্ণয়িত্বা বিচক্ষণঃ ॥ ২১৭ ॥
উষ্ণেন বারিণাঽক্ষাংশং সেবিতং ক্ষীরভোজিনা।
ক্রিমিজালং শ্বেতকুষ্ঠং সহসা তদ্বিনির্হরেৎ ॥ ২১৮ ॥

শ্বিত্রে যোগ।—

যজ্ঞডুমুরের মূল, চিতার মূল, নিমের মূল ও সোমরাজীর বীজ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দুইতোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিবে এবং দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য ভোজন করিবে। ইহাদ্বারা ক্রিমিসমূহ ও শ্বেত কুষ্ঠ অতিশীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২১৭।২১৮

কুষ্ঠারিতৈলম্‌।

অঙ্কোলনিম্বনিগুণ্ডীপত্রকাষ্ঠাদ্যথোচিতম্‌।
পাতালযন্ত্রবিধিনা তৈলং শ্বিত্রনিবর্হণম্‌ ॥ ২১৯ ॥
নারিকেলং হরিদ্রে দ্বে বাকুচী বচয়া সহ।
অক্ষশৃঙ্গক্ষ ভল্লাতং শাককাষ্ঠং চ কাঞ্চনম্‌ ॥ ২২০ ॥
এতানি সমভাগ্যানি তৈলং পাতালযন্ত্রতঃ।
সংগৃহ্য লেপযেত্তেন কুষ্ঠাষ্টাদশনাশনম্‌ ॥ ২২১ ॥

অঙ্কোল নিম ও নিসিন্দা ইহাদের পত্র ও কাষ্ঠ যথাযোগ্য সংগ্রহ করিয়া, পাতালযন্ত্রে তাহার তৈল নিষ্কাশিত করিবে। সেই তৈল শ্বিত্ররোগ নাশক।

নারিকেল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা সোমরাজীবীজ, বচ, বহেড়া, অগুরু, ভেলা, শাক কাষ্ঠ (সেগুণ কাষ্ঠ) ও কাঞ্চন কাষ্ঠ, সমুদায় সমভাগ; পাতালযন্ত্রে এই সকল দ্রব্যের তৈল নিষ্কাশিত করিয়া, সেই তৈল লেপন করিলে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২১৯—২২১

অথ ক্রিমি-লক্ষণম্‌।

জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগঃ শ্বসনং ভ্রমঃ।
ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণম্‌ ॥ ২২২ ॥

ক্রিমিলক্ষণ।—জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্‌রোগ, শ্বাস, ভ্রম, ভোজনে অনিচ্ছা ও অতিসার, এই সমস্ত লক্ষণ ক্রিমিরোগ জন্মিলে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২২২

অথ কৃমি-চিকিৎসা।

অজমোদা করঞ্জাস্থি ক্ষীরিণীং রসগন্ধকম্‌।
আখুপর্ণীরসৈঃ খাদেৎ সতাম্রং কৃমিশূলনুৎ ॥ ২২৩ ॥

অজমোদা, করঞ্জবীজ, শেয়ালকাঁটা, পারদ, গন্ধক ও তাম্রভস্ম এই সমুদায় ইন্দুরকানীর

রসে মাড়িয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, ক্রিমি ও ক্রিমিজনিত শূল নিবারিত হয়॥ ২২৩

অগ্নিতুণ্ডরসঃ।

রসগন্ধাজমোদানাং কৃমঘ্নব্রহ্মবীজয়োঃ।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চভাগান্ সবিষতিন্দুকান্॥ ২২৪॥
সংচূর্ণ্য মধুনা সর্ব্বং গুটিকাং কৃমিনাশিনীম্।
খাদয়িত্বাঽনু তোয়ং চ মুস্তানাং কৃমিশান্তয়ে॥ ২২৫॥
আখুপর্ণীকষায়ং চ শর্করাং পিব সর্ব্বথা।
কৃমিজ্বরোপশান্ত্যর্থং খণ্ডামলকভুগ্‌ভবেৎ॥ ২২৬॥
স জন্তুর্ব্বং পর্পটী চ সুহীরসং পিবেদনু।
সুহীরসং বিনা কশ্চিজ্জন্তুর্ন চ্ছেত্তুমর্হতি॥ ২২৭॥
উদরাধ্মানন্নুত্ত্যর্থং রসো হোম নিগদ্যতে।
অগ্নিতুণ্ডেতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বোদরগদাপহঃ॥ ২২৮॥

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, বনযমানী তিনভাগ, বিড়ঙ্গ চারিভাগ, ব্রহ্মবীজ পাঁচভাগ ও বিষতিন্দুক (কুঁচিলা) একভাগ, এই সকলের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে গুড়িকা করিবে। ক্রিমিরোগ শান্তির জন্য এই গুড়িকা সেবন করিয়া মুতার কাথ অনুপান করিবে। এই ঔষধ সেবনের পরে ইন্দুরকাণীর কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, এবং আমলকীখণ্ড সেবন করিলেও ক্রিমি ও জ্বর প্রশমিত হয়। অথবা পর্পটীরস সেবন করিয়া সীজের রস অনুপান করিবে। সীজের রস ক্রিমি নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই অগ্নিতুণ্ডরস উদরাধ্মান ও উদরাময় নাশের জন্য বিখ্যাত ঔষধ॥ ২২৪—২২৮

কীটমর্দ্দো রসঃ।

রসস্তু নিষ্কমাদায় গন্ধকং তৎসমং কুরু।
তাম্রং দেহি তদৰ্দ্ধং চ পঞ্চাঙ্গশাকবারিণা॥ ২২৯॥
মৰ্দ্দ্যাদেকদিনং রাত্রৌ ক্ষিপেত্তত্রৈব যত্নতঃ।
ক্ষীরিণীক্বাথমাদায় তথা কুরু দিনান্তরে॥ ২৩০॥
দত্ত্বা লঘুপুটং পঞ্চ জয়পালান্ বিমর্দ্দয়েৎ
দেহি গুঞ্জাদ্বয়ং চাস্য সাজ্যং শূলচ্ছিদে তথা॥ ২৩১॥

পারদ চারিমাষা, গন্ধক চারিমাষা এবং তাম্র দুইমাষা, একত্র সেগুনের মূল বল্কল পত্র পুষ্প ও ফলের রস সহ এক অহোরাত্র মর্দ্দন করিয়া, স্বর্ণক্ষীরীর কাথ সহ পুনরায় একদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে লঘুপুটে পাক করিয়া পাঁচটি জয়পাল বীজের চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ দুই রতি মাত্রায় ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ক্রিমি শূল বিনষ্ট হয়॥ ২২৯—২৩১

অজমোদাপলাশাস্থিক্ষীরিণীরসগন্ধকম্।
আখুপর্ণীরসৈঃ খাদেৎ সতাম্রং কৃমিশূলবান্॥ ২৩২॥
মধুমিশ্রনিম্বপত্ররসসত্ত্বযুতো যদা সূতঃ।
কৃমিসংঘাতান্নাশয়তি ত্রিভিরহোভিরসৌ॥ ২৩৩॥

যোগদ্বয়।—

বনযমানী, পলাশের বীজ, স্বর্ণক্ষীরী, পারদ, গন্ধক ও তাম্রভস্ম সমুদায় সমভাগ; একত্র ইন্দুরকাণীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, ক্রিমি শূলবিশিষ্ট রোগী উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিবে।

মধু ও নিমপত্রের সত্ত্বসহ তিনদিন রসসিন্দুর সেবন করিলে, ক্রিমি সমূহ বিনষ্ট হয়॥ ২৩২।২৩৩

শুদ্ধসূতং চেন্দ্রযবমজমোদা মনঃশিলা।
পলাশবীজং তুল্যাংশং দেবদাল্যা দ্রবৈর্দ্দিনম্॥ ২৩৪॥
মৰ্দ্দয়েদ্ভক্ষয়েন্নিত্যমাখুপর্ণীকষায়কম্।
সিতাযুতং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতো ভবত্যলম্॥ ২৩৫॥

ক্রিমিপাতন যোগ।—

শোধিত পারদ, ইন্দ্রযব, অজমোদা (বনযমানী), মনঃশিলা ও পলাশবীজ সমুদায় সমভাগ; একত্র দেবদালীর (ঘোষাবিশেষের) রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিবে; এবং ইন্দুরকাণীর রস বা কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা নিশ্চিতই ক্রিমি সকল পতিত হইয়া যায়॥ ২৩৪—২৩৫

কীটমর্দ্দরসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধমজমোদা বিড়ঙ্গকম্।
বিষমুষ্টিব্রহ্মবীজং ক্রমবৃদ্ধিযুতং ভবেৎ॥ ২৩৬॥

* মধুমিশ্রং নিম্বদলং পলাশেন্দ্রযবাদপি।
ক্রিমিদোষান্ নাশয়তি ত্রিভিরেব দিনৈস্তথা॥ পাঠান্তরম্

চূর্ণয়েন্মধুনা লেহ্যং নিষ্কৈকং কৃমিজিদ্ভবেৎ।
কীটমর্দ্দো রসো নাম মুস্তাতোয়ং পিবেদনু॥ ২৩৭॥
ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে বিসর্পকুষ্ঠশ্বিত্রক্রিমিচিকিৎসা নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

শোধিত পারদ একভাগ, শোধিত গন্ধক দুইভাগ, অজমোদা তিনভাগ, বিড়ঙ্গ চারিভাগ, বিষমুষ্টি পাঁচভাগ ও ব্রহ্মবীজ (বামুনহাটীর বীজ) ছয়ভাগ, এই সকলের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া, চারিমাষা মাত্রায় লেহন করিবে এবং মুতার কাথ অনুপান করিবে। এই কীটমর্দ্দ রস সেবন করিলে ক্রিমিরোগ নিবারিত হয়॥ ২৩৬।২৩৭

ইতি রসরত্নসমুচ্চয়ে বিসর্পাদিচিকিৎসিতনামক বিংশতিতম অধ্যায়।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ বাতব্যাধ্যাদি-চিকিৎসিতম্।

বাতব্যাধ্যশ্মরীকুষ্ঠমেহোদরভগন্দরাঃ।
অর্শাংসি গ্রহণী ত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১॥
তত্রানেকেঽনিলগদাঃ শীতবাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
হিমবন্তি হি গাত্রাণি রোমাঞ্চজ্বরিতানি চ॥
শিরোঽক্ষিবেদনালস্যং শীতবাতস্য লক্ষণম্॥ ২॥

বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদর, ভগন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণী, এই আটটি মহারোগ বলিয়া অভিহিত। এই সকলের মধ্যে বাতব্যাধি শীতবাত প্রভৃতি ভেদে বহুবিধ। গাত্রের শীতলতা, রোমাঞ্চ, জ্বর, শিরোবেদনা, অক্ষিবেদনা ও আলস্য, এই কয়েকটি শীতবাতের লক্ষণ॥ ১।২

বাতারিঃ।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো মতঃ।
ত্রিভাগা ত্রিফলা গ্রাহ্যা চতুর্ভাগশ্চ চিত্রকঃ॥ ৩॥
গুগ্‌গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদেরণ্ডস্নেহমর্দ্দিতঃ।
ক্ষিপ্‌্বাত্র পূর্ব্বকং চূর্ণং পুনস্তেনৈব মর্দ্দয়েৎ॥ ৪॥
গুটিকাং কর্ষমাত্রাং তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি।
নাগরৈরণ্ডমূলানাং ক্বাথং তদনু পায়য়েৎ॥ ৫॥
অভ্যজ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্।
বিরেকে তেন সংজাতে স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজয়েৎ॥ ৬॥
বাতারিসংজ্ঞকো হ্যেষ রসো নির্ব্বাতসেবিতঃ।
মাসেন সুখয়ত্যেব ব্রহ্মচর্য্যপুরঃসরম্॥ ৭॥
বিজয়াগুটিকাং রাত্রৌ স্বল্পমাত্রাং চ ভক্ষয়েৎ॥ ৮॥

পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী বহেড়া) তিনভাগ, চিতামূল চারিভাগ, গুগ্‌গুলু পাঁচভাগ; প্রথমে গুগ্‌গুলু এরণ্ড তৈলে মর্দ্দিত করিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সকল মিশাইবে এবং এরণ্ড তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া, দুইতোলা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। প্রাতঃকালে এই গুড়িকা সেবন করিয়া, শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ অনুপান করিবে এবং পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করিবে। বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিবে। বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান এবং ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রীসংসর্গত্যাগ) অবলম্বন পূর্ব্বক এই বাতারি রস সেবন করিতে হইবে। রাত্রিকালে অল্পমাত্রায় বিজয়া গুটিকা সেবন করা আবশ্যক। এক মাসকাল এই ঔষধ সেবন করিলে বাতব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করা যায়॥ ৩—৮

শীতারিঃ ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য পুনর্নবাবহ্নিরসৈর্বিমর্দ্য ।
পক্বার্কপত্রোত্থরসেন পশ্চাদ্বিপাচয়েদষ্টগুণেন যত্নাৎ ॥ ৯ ॥
রসার্দ্ধভাগেন বিষং চ দত্ত্বা
বিপাচয়েদ্বহ্নিজলৈঃ ক্ষণং তৎ ।
শীতারিসংজ্ঞো হি রসোহয়মস্য
বল্লং তদর্দ্ধং যদি বার্দ্রকেণ ॥
মরীচচূর্ণেন ঘৃতপ্লুতেন
সেবেত মাসং সঘৃতং চ পথ্যম্ ॥ ১১ ॥

পারদ এক ভাগ ও গন্ধক দুইভাগ, পুনর্নবার রস ও চিতামূলের কাথ সহ মর্দ্দন করিয়া, আট গুণ পাকা আকন্দপত্রের রস সহ পুনর্ব্বার পাক করিবে। পরিশেষে পারদের অর্দ্ধভাগ মিঠাবিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, বিচক্ষণ চিতামূলের কাথ সহ পাক করিবে। এই শীতারি রস তিন রতি বা দেড় রতি মাত্রায় আদার রস অথবা মরিচচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, একমাস কাল সেবন করিবে এবং ঘৃতমিশ্রিত অন্ন পথ্য করিবে ॥ ৯।১০

অঙ্গেষু তোদনং প্রায়ো দাহং স্পর্শং ন বিন্দতি ।
মণ্ডলানি চ দৃশ্যন্তে স্পর্শবাতস্য লক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

স্পর্শবাত লক্ষণ।—অঙ্গে সূচীবেধের ন্যায় বেদনা, দাহ, স্পর্শজ্ঞানহানি ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্নের আবির্ভাব, এইগুলি স্পর্শবাতের লক্ষণ ॥ ১২

সর্ব্বেশ্বরঃ ।

কর্ষমাত্রং রসস্য স্যাল্লোহহিঙ্গুলয়োরপি ।
তাম্রাভ্রগগনয়োশ্চাপি গন্ধকস্য পলং মতম্ ॥ ১৩ ॥
ব্যোষগন্ধকতাম্রাণাং * প্রত্যেকং তু পলং পলম্ ।
নিম্বুদ্রাবেণ সংমর্দ্দ্য ভাবয়েৎ সপ্তধা পৃথক্ ॥ ১৪ ॥
হেমার্কস্নুকৃপয়োবাসাহয়ারিবিষমুষ্টিভিঃ ।
পিণ্ডিতং বালুকাযন্ত্রে স্বেদয়েদ্দিবসদ্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥
কর্ষমাত্রং তু পিপ্পল্যা নিষ্কমাত্রং বিষস্য চ ।
সংচূর্ণ্য দাপয়েদত্র সর্ব্বেশ্বররসাখ্যকে ॥ ১৬ ॥
গুঞ্জামাত্রং দদীতাস্য স্পর্শবাতাপনুত্তয়ে ॥ ১৭ ॥

পারদ, লৌহ, হিঙ্গুল, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক দুই তোলা; এবং গন্ধক ২ পল, তাম্র ও ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) প্রত্যেক একপল (৮ তোলা); এই সকল দ্রব্য একত্র লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহাতে স্বর্ণক্ষীরী, আকন্দ ও সীজের আঠা এবং বাসক করবীর ও বিষমুষ্টির (কুঁচিলার) রসের সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে পিণ্ডাকৃতি করিয়া বালুকাযন্ত্রে দুইদিন পাক করিবে; এবং পাকের পর পিপুলচূর্ণ দুই তোলা ও মিঠাবিষ চারিমাষা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এই সর্ব্বেশ্বর রস এক রতি মাত্রায় সেবন করিলে, স্পর্শবাত নিবারিত হয় ॥ ১৩—১৭

অর্কেশ্বরঃ ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং প্রমর্দ্দ্য
তাম্রস্য চক্রেণ সুতাপিতেন ।
আচ্ছাদ্য ভূত্যা তু ততঃ প্রযত্নাৎ
চক্রাবিলগ্নং তু রসং প্রগৃহ্য ॥ ১৮ ॥
বিচূর্ণ্য দত্ত্বাহথ দশার্কদুগ্ধৈঃ
পুটেত বহ্নিত্রিফলাজলৈশ্চ ।
সংভাবিতোহর্কেশ্বর এষ সূতো
গুঞ্জাদ্বয়ং চাস্য ফলত্রয়েণ ॥
দদীত মাসত্রিতয়েন সুপ্ত-
বাতাদ্বিমুক্তো হি ভবেদ্ধিতাশী ॥ ১৯ ॥

পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া, উত্তপ্ত চক্রাকৃতি তাম্রপত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিবে। এবং তদুপরি ভস্মের আচ্ছাদন দিবে। পুটপাক করিয়া সেই তাম্রপত্রলগ্ন পারদ সংগ্রহ করিবে। তৎপরে সেই পারদ চূর্ণ করিয়া, আকন্দের আঠা এবং চিতামূল ও ত্রিফলার কাথের দশবার করিয়া ভাবনা দিয়া পুটপাক করিবে। এই অর্কেশ্বর রস দুইরতি মাত্রায় ত্রিফলার কাথের সহিত তিন মাস সেবন করিয়া, হিতকর আহার করিলে সুপ্তবাত বিনষ্ট হয় ॥ ১৮।১৯

তারং রসেনাষ্টগুণং জয়াং চ
বিমর্দ্দ্য বল্লাদ্গুলিকাং গুড়েন ।
নিবধ্য তাং সেবয় মাসমুগ্রং
দিনোদয়ে স্পর্শবিকারমুক্ত্যৈ ॥ ২০ ॥

* ব্যোষগন্ধকতারাণামিতি কচিৎ পাঠঃ ।

* বিচূর্ণ্য তদ্ দ্বাদশধার্কদুগ্ধৈরিতি পাঠান্তরম্ ।

মূলং পিবেদ্রাজতরোঃ শরীরং
মাসদ্বয়ং তেন বিলেপয়েত ॥ ২১ ॥
যদ্বা সুচূর্ণীকৃতচক্রমর্দ্দ-
বীজং সুগোমূত্রপরিপ্লুতং চ।
অর্কস্নুহীক্ষীরনিশাদ্বয়েন
যুক্তং ভজেন্মণ্ডলনাশনায় ॥ ২২ ॥

যোগ।—একভাগ পারদ ও আটভাগ রৌপ্য (মতান্তরে হরিতাল) এবং আটভাগ জয়া (সিদ্ধি) একত্র গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে দুই মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে, স্পর্শবাতরোগ নিবারিত হয়। রাজতরুর (সোন্দাল) মূল উপযুক্ত মাত্রায় পেষণ করিয়া পান করিলে, এবং ঐ মূল গাত্রে লেপন করিলে, দুই মাস মধ্যে স্পর্শবাত বিনষ্ট হয়। চাকুন্দেবীজের চূর্ণ, আকন্দের আঠা, সীজের আঠা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, মণ্ডলচিহ্ন বিনষ্ট হয় ॥ ২০—২২

স্পর্শবাতান্তকৃদ্বটিকা।

অষ্টৌ ভাগা রসস্য স্যুর্বিষতিন্দোর্দ্দশৈব চ।
গন্ধকস্য দশ দ্বৌ চ কটুত্রিফলয়োস্ত্রয়ঃ ॥
বহ্নিচক্রকমুস্তানাং বচাশ্বগন্ধয়োরপি ॥ ২৩ ॥
রেণুকাবিষকুষ্ঠানাং পিপ্পলীমূলনাগয়োঃ।
একৈকস্তু ভবেদ্ভাগ দ্রব্যা ভাব্যাস্তথৈব চ ॥ ২৪ ॥
চতুর্বিংশদ্গুড়স্যাশ্চ বটিকা চণকাকৃতিঃ। *
ক্রমশোঽনুসেবেত স্পর্শবাতাপনুত্তয়ে ॥ ২৫ ॥

পারদ আটভাগ, বিষতিন্দু (কুচিলা) দশ ভাগ, গন্ধক বার ভাগ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) ও ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী বহেড়া) প্রত্যেক তিন ভাগ; এবং চেলা, চিতামূল, মুতা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুকা, মিঠা-বিষ, কুড়, পিপুলমূল ও নাগকেশর প্রত্যেক এক ভাগ, এই সকল দ্রব্য চব্বিশ ভাগ গুলঞ্চের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। স্পর্শবাত শান্তির জন্য এই বটিকা প্রত্যহ সেবন করিতে হইবে ॥ ২৩—২৫

* একৈকস্তু ভবেদ্ভাগ একঃ কল্পোঽয়সস্তথা। চতুর্বিংশদ্ গুড়স্যাত্র বটিকা চণকাকৃতিঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

স্পর্শবাতারিতৈলম্।

ত্রিগন্ধকং তুত্থকমশ্বগন্ধা-
হয়ারিনাগাশৃতিবায়সীনাম্।
মূলানি সংচূর্ণ্য সুভাণ্ডকে চ
তৈলং ক্ষিপেত্তেন চতুর্গুণেন ॥ ২৬ ॥
পক্কার্কপত্রোত্থরসেন পশ্চাদ্
বিপাচয়েদষ্টগুণেন যত্নাৎ।
তৎ স্পর্শবাতায় ভবেদ্ধি তৈলং
বিলেপয়েত্তেন চ তৎপ্রদেশম্ ॥ ২৭ ॥
হিমাবতীক্কাথবিপাচিতং চ
স্পর্শপ্রণাশায় দদেত্ত্রিগন্ধকম্ ॥ ২৮ ॥

গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে, অশ্বগন্ধা মূল, করবীর মূল, নাগবলা মূল ও বায়সী (কাকমাচী) মূল এই সকলের চূর্ণ একভাগ, এবং পাকা আকন্দপত্রের রস আট ভাগ, এই সমুদায়ের সহিত চারিভাগ তৈল পাক করিয়া, স্পর্শবাতরোগ শান্তির জন্য, সেই সেই স্থানে ঐ তৈল মালিশ করিবে। অথবা গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা এবং হিমাবতী ক্কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল স্পর্শজ্ঞান-শূন্য স্থানে মালিশ করিবে ॥ ২৬—২৮

হিমাবতীকন্দবিলেপনাচ্চ
স্পর্শপ্রদেশঃ ক্ষয়মেতি সত্যাৎ।
যবানিকাসিদ্ধঘৃতেন পশ্চাৎ
স্পর্শপ্রণাশাদ্বিলেপয়েত ॥ ২৯ ॥
অর্কোত্থদুগ্ধেন বিলেপনাচ্চ
স্ফোটা ভবেত্তস্য ততঃ প্রদেশঃ।
ঘৃতেন চোক্তেন বিলেপনাদ্বা-
স্পর্শো লয়ং যাতি চ তৎক্ষণেন ॥ ৩০ ॥
যদ্বা হলীস্বরণকং সিতাশ্চ
স্পর্শাস্তকঃ স্যাৎ খলু লেপনেন।
আদৌ শিরামোক্ষণতো রসেন্দ্র-
বিলেপনং চাপি নিয়োজয়ন্তি ॥ ৩১ ॥

যোগ।—হিমাবতীর কন্দ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও স্পর্শহানিরোগ বিনষ্ট হয়। যোয়ানের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত স্পর্শজ্ঞান শূন্য স্থানে লেপন করিবে। স্পর্শজ্ঞান-শূন্য স্থানে আকন্দের আঠার প্রলেপ

দিলে, প্রথমতঃ সেইস্থানে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তৎপরে সেই সকল স্ফোটকের উপর পূর্ব্বোক্ত ঘৃত মালিশ করিবে, তাহাতে স্পর্শ-জ্ঞানহানি বিনষ্ট হইবে। অথবা লাঙ্গলীবিষ, ওল ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে; তাহাতেও স্পর্শবাত বিনষ্ট হয়। প্রথমতঃ শিরামোক্ষণ করিয়া তৎপরে সেই স্থানে পারদ লেপন করিলেও স্পর্শবাত নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৯—৩১

গন্ধাশ্মগর্ভরসঃ।

গন্ধং রসেনাষ্টগুণং বিমর্দ্দ্য
কৃশানুতোয়েন বিপাচয়েৎ তু।
মৃদ্বগ্নিনা লোহময়ে চ পাত্রে
বিষেণ পশ্চাদথ সিদ্ধিমেতি॥ ৩২॥
গন্ধাশ্মগর্ভো হি রসোঽস্য সর্ব্ব-
স্পর্শপ্রণুত্ত্যৈ ভজ বল্লযুগ্মম্।
সক্ষীরমন্নং সঘৃতং চ ভোজ্যং
বর্জ্জ্যং চ সর্ব্বং পরিবর্জ্জনীয়ম্॥ ৩৩॥

পারদ একভাগ ও গন্ধক আটভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া, চিতামূলের কাথসহ লৌহ পাত্রে মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে এবং তৎপরে তাহার সহিত একভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে। এই গন্ধাশ্মগর্ভরস দুই বল্ল (৬রতি) মাত্রায় সেবন করিয়া ঘৃতমিশ্রিত অন্ন দুগ্ধসহ পথ্য করিবে এবং পরিত্যজ্য আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করিবে॥ ৩২।৩৩

গন্ধাশ্মগর্ভরসঃ।

গন্ধকং চূর্ণিতং কৃত্বা সূক্ষ্মবস্ত্রেণ বধ্য চ।
ভাণ্ডে গোদুগ্ধকং দত্বাচ্ছাদ্যাথো খর্পরেণ চ॥ ৩৪॥
অগ্নিং প্রজ্বালয়েদূর্দ্ধং পশ্চাচ্ছীতং সমুদ্ধরেৎ।
গন্ধকাষ্টমভাগেন রসং দত্বাঽথ পাচয়েৎ॥ ৩৫॥
মৃদ্বগ্নিনা শীতভূমাবুত্তার্য্যোত্তার্য্য বহুতঃ।
যাবদ্গন্ধকরূপস্য পূর্ব্বস্য হ্যন্যথা ভবেৎ॥ ৩৬॥
সপ্তগুঞ্জং দদীতাস্য যাবৎ স্যাদেকবিংশতিঃ।
প্রত্যহং তু হরীতক্যা গুঞ্জা দেয়ৈকবিংশতিঃ॥ ৩৭॥
সক্ষীরং সঘৃতং চান্নং ভোজয়ীত সশর্করম্।
নির্ব্বাতে চাবতিষ্ঠেত কম্পস্পর্শাপনুত্তয়ে॥
গন্ধাশ্মগর্ভসংজ্ঞোঽয়ং যোগিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৮॥

অষ্টবিধ।—গন্ধক চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে তাহা বান্ধিবে, এবং গোদুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ডে রাখিয়া উপরে খর্পর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপরে অগ্নিজ্বাল দিবে। ইহাতে গন্ধক দ্রবীভূত হইবে। পরে শীতল হইলে সেই গন্ধক সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত গন্ধকের অষ্টমাংশ পরিমিত পারদ মিশ্রিত করিবে; এবং মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। শীতল হইলে পুনর্ব্বার পাক করিয়া পুনর্ব্বার শীতল করিবে। এইরূপে যতক্ষণ গন্ধকের রূপ বিকৃতি না হয়, ততক্ষণ পুনঃপুনঃ শীতল করিয়া পাক করিবে। এই ঔষধ সাত রতি হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশতি রতি পর্য্যন্ত মাত্রায়, একবিংশতি রতি হরীতকীচূর্ণের সহিত প্রত্যহ সেবন করিবে। ঘৃত এবং দুগ্ধ ও চিনির সহিত অন্ন পথ্য করিবে এবং নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান করিবে। ইহাদ্বারা কম্পবাত ও স্পর্শবাত নিবারিত হয়। এই গন্ধাশ্মগর্ভনামক ঔষধ যোগিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট॥ ৩৪—৩৮

স্পর্শবাতারিরসঃ।

পলাশবীজোত্থরসেন সূতং
গন্ধেন যুক্তং পরিমর্দ্দয়ীত।
শ্লক্ষ্ণীকৃতে তদ্বিষমুষ্টিবীজং
সংযোজনীয়ং চ কলাপ্রমাণম্॥ ৩৯॥
মাসত্রয়ং নিষ্কমিতং প্রযত্নাৎ
তৎ স্পর্শনুত্ত্যৈ খলু সেবয়েত॥ ৪০॥

পলাশবীজের রসে গন্ধক ও পারদ মর্দ্দন করিবে, এবং মসৃণ হইলে তাহার সহিত ষোড়শাংশ পরিমিত বিসমুষ্টির (কুঁচিলার) বীজ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ চারিমাষা মাত্রায় তিনমাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে, স্পর্শ-জ্ঞানহানির উপশম হইয়া থাকে॥ ৩৯।৪০

অথ রক্তবাতলক্ষণম্।

পাদয়োশ্চ ভবেত্তাপঃ শ্বয়থুশ্চ প্রজায়তে।
রক্তচ্ছায়া শরীরে চ রক্তবাতস্য লক্ষণম্॥ ৪১॥

রক্তবাতলক্ষণ।—পদদ্বয়ে দাহ ও শোথ এবং শরীরে রক্তবর্ণ আভা প্রকাশিত হইলে, তাহাকেই রক্তবাতলক্ষণ কহে॥ ৪১

ত্রিযোনিরসগুঞ্জৈকাং প্রথমং দাপয়েদ্ভিষক্।
হরীতক্যামলক্যৌ চ গুড়ূচীং কটুকাং তথা॥ ৪২॥
পঞ্চাঙ্গানি চ নিম্বস্য চূর্ণয়িত্বা চ দাপয়েৎ।
কোকিলাক্ষস্য মূলানি গুড়ূচীনাগরং তথা॥ ৪৩॥
ক্বাথয়িত্বা রজন্যাঞ্চ পায়য়েদতিশীতলম্।
অগ্রে শিরাবিমোক্ষার্থং যবচিঞ্চাবিরেচনম্॥ ৪৪॥
বান্তিমঙ্কোলবীজেন দেবদালীজলেন বা।
স্মরণং মাষবৃন্তাকং রাজিকাদি বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৫॥

চিকিৎসা। এই রোগে প্রথমতঃ ত্রিযোনি রস এক রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। হরীতকী, আমলকী, গুলঞ্চ, কটুকী ও নিমের পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ মূল, বল্কল, পত্র, ফুল ও ফল এই সকলের চূর্ণ করিয়া তাহা সেবন করিতে দিবে। অথবা কুলেখাড়ার মূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই সকলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহা রাত্রিতে পান করাইবে। ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে শিরামোক্ষণ কর্ত্তব্য; তৎপূর্ব্বে যবক্ষার ও চিঞ্চাক্ষার (তেঁতুল ক্ষার) সেবন করাইয়া বিরেচন ও অঙ্কোলবীজের ক্বাথ বা দেবদালীর (ঘোষাবিশেষের) ক্বাথ দ্বারা বমন করান আবশ্যক। ওল, মাষকলাই, বেগুন ও রাই সর্ষপাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য বর্জ্জন করিবে॥ ৪২-৪৫

অথামবাত-লক্ষণম্।

কট্যাং ব্যথা ভবেন্নিত্যং সন্ধিষু শ্বয়থুর্ভবেৎ।
উত্থানেঽপ্যসমর্থত্বমামবাতস্য লক্ষণম্॥ ৪৬॥

আমবাত লক্ষণ।—কটীদেশে নিত্য ব্যথা, সন্ধি স্থান সমূহে শোথ, এবং উত্থান শক্তিরও অভাব, এই গুলি আমবাতের লক্ষণ॥ ৪৬

এরণ্ডতৈলসংযুক্তং বাতারিরসমেব চ।
আমবাতপ্রশান্ত্যর্থং দদীতোষ্ণেন বারিণা॥ ৪৭॥
আমানিলস্যাস্য রসোঽনিলারিশ্চৈরণ্ডতৈলেন সকৌশিকেন।
কটুত্রয়েণাপি সগন্ধকেন বল্লৈকমানং পরিসেবয়েত॥ ৪৮॥
আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এবাগ্রণীর্হন্তা এরণ্ডস্নেহকেসরী॥ ৪৯॥

চিকিৎসা।—আমবাত শান্তির জন্য এরণ্ড তৈল মিশ্রিত বাতারি রস উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অনিলারি রস এরণ্ড তৈলের সহিত অথবা গুগ্‌গুলুর সহিত কিংবা ত্রিকটু চূর্ণের সহিত অথবা গন্ধকের সহিত তিন রতি মাত্রায় সেবন করিতে দিলেও আমবাতের শান্তি হয়। একমাত্র এরণ্ডতৈলরূপ সিংহই শরীর-বনচারী আমবাত-রূপ গজেন্দ্রের নিধনকর্ত্তা॥ ৪৭—৪৯

অথাপস্মার-লক্ষণম্।

মূর্চ্ছা শরীরস্য ভবেদকস্মাদ্
গাত্রেষু কম্পশ্চ মুখে চ ফেনঃ।
এবং ত্বপস্মারগদং বিদিত্বা
নিয়োজয়েৎ পর্পটিকাখ্যসূতম্॥ ৫০॥

অপস্মার লক্ষণ।—অকস্মাৎ মূর্চ্ছা, গাত্র-কম্প এবং মুখ হইতে ফেননির্গম, এই সকল লক্ষণ দ্বারা অপস্মার রোগ অবগত হইয়া, তাহাতে পর্পটীরস প্রয়োগ করিবে॥ ৫০

পর্পটীরসগুঞ্জে দ্বে ব্রাহ্মীরসসমন্বিতে।
দাদয়েদ্রোগিণং বৈদ্যোঽপস্মারানিলশান্তয়ে॥ ৫১॥
ব্রাহ্মীশুণ্ঠীবচাকুষ্ঠং নীলোৎপলসসৈন্ধবম্।
পিপ্পলীমপি সংচূর্ণ্য ব্রাহ্মাদ্রাবেণ ভাবয়েৎ॥ ৫২॥
সপ্তধা নবনীতেন পচেৎ ক্ষিপ্ত্বা ঘৃতং শুচৌ।
বরাহকর্ণরক্তেন কর্কোট্যা নস্যমাচরেৎ॥ ৫৩॥
শুষ্কাং গবাক্ষীমাদায় ঘৃষ্টং কাংস্যং চ কম্বলম্।
গোঘৃতেনায়সং পিষ্ট্বাঽপ্যাগতে নস্যমাচরেৎ॥ ৫৪॥
শ্বেতাপরাজিতাবীজং বিজয়াবীজমেব চ।
নরমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং দদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ॥ ৫৫॥
উন্মত্তকগুনোঽস্থীনি ঘৃষ্ট্বা তেনৈব বা কুরু।
শ্বেতাপরাজিতাবীজং কর্ণে বদ্ধা সদা বুধঃ॥
নিগুণ্ডীমূলকং জগ্ধ্বা অপস্মরাদ্বিমুচ্যতে॥ ৫৬॥

চিকিৎসা—অপস্মারবায়ু শান্তির জন্য পর্পটী রস দুই রতি মাত্রায় ব্রাহ্মীরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, চিকিৎসক রোগিকে তাহা সেবন করাইবেন। ব্রাহ্মী, শুঁঠ, বচ, কুড়, নীলোৎপল, সৈন্ধব ও পিপুল চূর্ণ করিয়া, ব্রাহ্মীরস ও নবনীত দ্বারা সাতবার করিয়া তাহাতে ভাবনা

দিবে ; তৎপরে পরিষ্কৃত পাত্রে ঘৃতের সহিত তাহা পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। অপস্মার বেগ উপস্থিত হইলে, কর্কোটীর (পীতঘোষার) চূর্ণ বরাহ কর্ণের রক্তসহ মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। অথবা শুষ্ক গবাক্ষীর (ইন্দ্রবারুণীর) চূর্ণ, লৌহভস্ম ও কম্বল (মেষলোম) গব্য ঘৃতের সহিত কাংস্য পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। কিংবা শ্বেত অপরাজিতার বীজ ও সিদ্ধিবীজ নরমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, চিকিৎসক তাহারই নস্য প্রয়োগ করিবেন। উন্মত্ত কুকুরের অস্থি ঘর্ষণ করিয়া, তাহার নস্য প্রয়োগ করিলেও অপস্মার বেগ প্রশমিত হয়। অপস্মার শান্তির জন্য শ্বেত অপরাজিতার বীজ কর্ণে বান্ধিয়া রাখিবে ; এবং নিসিন্দার মূল পেষণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করাইবে ॥ ৫১—৫৬

অথোন্মাদলক্ষণম্।

বহু কৃত্বা প্রলাপৈশ্চ বিস্মৃতিঃ কার্য্যবস্তুষু।
হন্তি ধাবতি সর্ব্বত্রোন্মাদবাতস্য লক্ষণম্ ॥ ৫৭ ॥

উন্মাদ লক্ষণ।—বহু প্রলাপ ভাষণ, কর্ত্তব্য বিষয়ে বিস্মৃতি এবং অন্য ব্যক্তিকে প্রহার করা ও সর্ব্বত্র দৌড়াইয়া বেড়ান, এই গুলি উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ ॥ ৫৭

পর্পটীরসগুঞ্জাষ্টৌ ধত্তূরবীজপঞ্চকম্।
গোঘৃতেন চ সংযোজ্য খাদেদুন্মাদশান্তয়ে ॥ ৫৮ ॥
সঘৃতং মাষমণ্ডং বা পায়য়েদ্ ঘৃতদুগ্ধকম্।
নিম্বতৈলং সমুদ্ধৃত্য স্বভ্যজ্যাপাদমস্তকম্ ॥ ৫৯ ॥
গুর্ব্বন্নং প্রায়শো দদ্যাচ্ছুষ্কশাকং চ বর্জ্জয়েৎ।
বদ্ধাঽপি রক্ষয়েত্তাবদ্যাবচ্ছান্তিং স গচ্ছতি ॥
মাহেশ্বরাখ্যধূপং চ দাপয়েৎ সন্ততং নিশি ॥ ৬০ ॥

চিকিৎসা।—উন্মাদ রোগ শান্তির জন্য পর্পটীরস আট রতি ও ধুতুরাবীজ পাঁচটি গব্যঘৃতের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে এবং গব্যঘৃত মিশ্রিত মাষমণ্ড বা ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে। রোগির আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গে নিমের তেল অভ্যঙ্গ করাইবে। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। শুষ্ক শাক ভোজন পরিত্যাগ করাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত রোগের শান্তি না হয়, ততদিন রোগিকে বান্ধিয়া রাখিবে। রাত্রিকালে রোগির গাত্রে মাহেশ্বর ধূপ প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৮—৬০

মাহেশ্বরধূপঃ।

শ্রীবেষ্ট দারুবাহ্লীকং মুস্তাকটুকরোহিণী।
সর্ষপা নিম্বপত্রাণি মদনস্য ফলং বচা ॥ ৬১ ॥
বৃহত্যৌ সর্পনির্ম্মোকঃ কার্পাসাস্থিযবাস্তুষাঃ।
গোশৃঙ্গং খররোমাণি বর্হিপিচ্ছং বিড়ালবিট্ ॥ ৬২ ॥
ছাগরোমঘৃতং চৈব বস্তমূত্রেণ ভাবিতম্।
এষ মাহেশ্বরো ধূপঃ সর্ব্বগ্রহনিবারণঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীবেষ্ট (নবনীত খোটী), দেবদারু, বাহ্লীক (কুঙ্কুম), মুতা, কটকী, সর্ষপ, নিমপত্র, মদনফল, বচ, বৃহতী, কণ্টকারী, সাপের খোলস, কাপাসের বীজ, যব, তুষ, গরুর শিং, গর্দ্দভের লোম, ময়ূরের পুচ্ছ, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগের লোম ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ছাগমূত্রের ভাবনা দিবে। ইহাকেই মাহেশ্বর ধূপ কহে। ইহা সমুদায় গ্রহদোষনিবারক ॥ ৬১—৬৩

অথৈকাঙ্গবাত-লক্ষণম্।

একস্মিন্ দেহদেশে চ তোদঃ কার্শ্যং চলাস্থতা।
হিমস্পর্শশ্চ দৃশ্যেতৈকাঙ্গবাতস্য লক্ষণম্ ॥ ৬৪ ॥

একাঙ্গ বাতলক্ষণ।—শরীরের একাঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, কৃশতা, চঞ্চলতা ও শীতস্পর্শ এই সকল প্রকাশ পাইলে, তাহাকে একাঙ্গবাতের লক্ষণ বলা যায় ॥ ৬৪

পর্পটীরসগুঞ্জাষ্টৌ বক্ষ্যমাণং চ গুগ্গুলুম্।
কর্ষার্দ্ধং খাদয়েৎ সাজ্যমেকাঙ্গানিলশান্তয়ে ॥ ৬৫ ॥
এরণ্ডবহ্নিশুণ্ঠীনাং গুড়ূচ্যাশ্চ কষায়কম্।
অনুপানায় দাতব্যং চণকক্বাথমেব চ ॥ ৬৬ ॥
নলিকাযন্ত্রযোগেন সর্জ্জতৈলং সমুদ্ধরেৎ।
তদভ্যঙ্গপ্রয়োগেণ বাতো দুষ্টঃ প্রশাম্যতি ॥ ৬৭ ॥

একাঙ্গ বাত শান্তির জন্য, পর্পটীরস আট রতি ও বক্ষ্যমাণ (পরবর্ত্তী) গুগ্গুলু এক

তোলা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে; এবং এরণ্ডমূল, চিতামূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠের কাথ বা ছোলার কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাই অনুপান করিতে দিবে।

নলিকা যন্ত্র যোগে সর্জ্জ তৈল (ধূনার তৈল) নিষ্কাশিত করিয়া, সেই তৈল অভ্যঙ্গ করাইলে, দুষ্ট বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৬৫—৬৭

অর্দ্ধাঙ্গবায়ৌ শতাবর্য্যাদিচূর্ণম্।

শতাবরী গুড়ূচী চ সারণা গোক্ষুরঃ কণা।
শতাহ্বা দীপ্যকা রাস্না অশ্বগন্ধাশ্বমারকঃ॥ ৬৮॥
কচূরো নাগরশ্চৈতে চূর্ণনীয়াঃ সমাংশকাঃ।
এতৈঃ সর্ব্বৈঃ সমো গ্রাহ্যো গুগ্‌গুলুর্মহিষাক্ষকঃ॥ ৬৯॥
প্রমর্দ্দ্য ঘৃতেনাদৌ পূর্ব্বচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং কর্ষাদ্ধাং গুলিকাং চরেৎ॥ ৭০॥

শতমূলী, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, গোক্ষুর, পিপুল, শুল্‌ফা, যমানী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, করবীর, কচুর ও শুঁঠ, এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগ এবং মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু সর্ব্বসমষ্টির সমান; প্রথমতঃ শোধিত গুগ্‌গুলু ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে, তৎপরে তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সমূহ মিশ্রিত করিয়া ঘৃত সহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। এক তোলা মাত্রায় এই ঔষধ অদ্ধাঙ্গবাত প্রভৃতি বাতব্যাধি সমূহে প্রয়োগ করিবে॥ ৬৮—৭০

যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ। *

(গ্রন্থান্তরেঽস্য পিপ্পল্যাদিগুগ্‌গুলুরিতিসংজ্ঞা।)
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পাঠাবিড়ঙ্গেন্দ্রযবহিঙ্গুভার্গীবচান্বিতৈঃ॥ ৭১॥
সর্ষপাতিবিষাজাজীরেণুকাকৃষ্ণজীরকৈঃ।
গজকৃষ্ণাজমোদাভ্যাং কটুকামূর্ব্বামিশ্রিতৈঃ॥ ৭২॥
সমভাগান্বিতৈঃ সর্ব্বৈস্ত্রিফলা দ্বিগুণা ভবেৎ।
ত্রিফলাসহিতৈরেতৈঃ সমভাগস্তু গুগ্‌গুলুঃ॥ ৭৩॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং মধুনা চ পরিপ্লুতম্।
যোগরাজমিমং বিদ্বান্ ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥ ৭৪॥
অর্শাংসি বাতগুল্মং চ পাণ্ডুরোগমরোচকম্।
নাভিশূলমুদাবর্ত্তং প্রমেহং বাতশোণিতম্॥ ৭৫॥
কুষ্ঠং ক্ষয়মপস্মারং হৃদ্রোগং গ্রহণীগদম্।
মহান্তমগ্নিসাদং চ শ্বাসকাসভগন্দরম্॥ ৭৬॥
রেতোদোষাশ্চ যে পুংসাং যোনিদোষাশ্চ যোষিতাম্।
নিহন্ত্যাদাশু তান্ সর্ব্বান্ দুর্ব্বারান্ন চ সংশয়ঃ॥ ৭৭॥
এষ নিষ্পরিহারেঽহন্তি পানভোজনমৈথুনে।
সততাভ্যাসযোগেন বলীপলিতনাশনঃ॥
সর্ব্বব্যাধিবিনির্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতত্রয়ম্॥ ৭৮॥
ক্ষীরাজ্যরসভুক্তান্নাং দোষধাতুমলোচিতম্।
বুভুক্ষিতো মাত্রয়াঽন্নমদ্যাদ্‌গুগ্‌গুলুসেবকঃ॥ ৭৯॥
দার্ব্বীকাথেন মেহং জয়তীত্যাদি।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, হিং, বামুনহাটী, বচ, সর্ষপ, আতইচ, জীরা, রেণুকা, কৃষ্ণজীরা, গজপিপ্পলী, বনযমানী, কটকী ও মূর্ব্বামূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী বহেড়া) চূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ এবং গুগ্‌গুলু ত্রিফলা সহ সমুদায় দ্রব্যের সমান, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মধু মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই যোগরাজ গুগ্‌গুলু কহে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই গুগ্‌গুলু উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শঃ, বাতগুল্ম, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, নাভিশূল, উদাবর্ত্ত, কুষ্ঠ, ক্ষয়, অপস্মার, হৃদ্রোগ, গ্রহণী রোগ, প্রবল অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, ভগন্দর, এবং পুরুষের শুক্রদোষ ও স্ত্রীদিগের যোনিদোষ প্রভৃতি সমুদায় দুর্নিবার রোগ নিশ্চিতই শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন কালে পান ভোজন ও মৈথুন বিষয়ে কোন রূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিলে, বলি ও পলিত (কেশপক্বতা) নিবারিত হয় এবং সর্ব্বব্যাধিমুক্ত হইয়া ত্রিশতবর্ষ জীবিত থাকে। এই গুগ্‌গুলু সেবনের পর যথাকালে বুভুক্ষু হইয়া পরিমিত মাত্রায় দোষ ধাতু ও মলানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক দুগ্ধ ঘৃত ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে॥ ৭১—৭৯

যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ। (মতান্তরম্)

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যবানী কারবী তথা।
বিড়ঙ্গান্যজমোদশ্চ জীরকং সুরদারু চ॥ ৮০॥

চব্যোলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং লাক্ষা গোক্ষুরধান্তকম্।
ত্রিফলামুস্তকং ব্যোষং গুড়ূচীরং যবাগ্রজম্ ॥ ৮১ ॥
তালীসপত্রং পত্রং চ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
এতানি সমভাগানি তাবন্মাত্রং চ গুগ্গুলুম্ ॥ ৮২ ॥
সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ।
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রং চ বাতরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥ ৮৩ ॥
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারসেবনাৎ।
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ ॥ ৮৪ ॥
আমবাতাঢ্যবাতাদীন্ কৃমিদুষ্টব্রণানি চ।
প্লীহগুল্মোদরানাহদুর্নামানি বিনাশয়েৎ ॥ ৮৫ ॥
অগ্নিং চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিবলং তথা ॥ ৮৬ ॥

অন্যবিধ।—চিতামূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, দেবদারু, চৈ, এলাচ, সৈন্ধব, কুড়, লাক্ষা, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা (হরীতকী আমলকী, বহেড়া), মুতা, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), গুড়ত্বক্, বেণামূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ এবং গুগ্গুলু সর্ব্বসমষ্টির সমান, একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। এই যোগরাজ গুগ্গুলু দুই তোলা বা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। সেবনকালে কোনরূপ বিশেষ নিয়ম পালনের প্রয়োজন নাই। এই যোগরাজ গুগ্গুলু অমৃততুল্য। ইহার দ্বারা আমবাত, উরুস্তম্ভ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ ও অর্শঃ বিনষ্ট হয়; অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং তেজঃ ও বল বর্দ্ধিত হয় ॥ ৮০—৮৬ ॥

বড়বানলঃ।

শুদ্ধং তালগন্ধকৌ জলনিধেঃ ফেনোঽগ্নিগর্ভাশয়ঃ
কান্তায়োলবণানি হেমবচয়োর্নীলাঞ্জনং তুত্থকম্।
ভাগো দ্বাদশকো রসস্য তদিদং বজ্রাম্বুঘৃষ্টং শনৈঃ
সিদ্ধোঽয়ং বড়বানলো গজপুটে রোগানশেষান্ জয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
আর্দ্রকস্য দ্রবেণায়ং দশবারানি ভাবয়েৎ।
দিনদ্বয়ং চিত্রকস্য দ্রাবেণৈব তু ভাবয়েৎ ॥ ৮৮ ॥
পাদাংশমমৃতং দত্ত্বা চিত্রদ্রাবৈঃ ক্ষণং পচেৎ।
মাত্রয়া যোজয়েচ্চানু দশমূলশৃতং পয়ঃ ॥ ৮৯ ॥
বাতশ্লেষ্মপ্রধানে চ দদ্যাৎ ত্র্যুষণচিত্রকম্।
স্বেদং চ কটুতুম্বিন্যা প্রযুঞ্জীতাতিযত্নতঃ ॥ ৯০ ॥
দাহে চ ব্যজনং কুর্য্যাচ্ছীতবাতং চ বর্জয়েৎ ॥ ৯১ ॥

তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, সমুদ্রফেন, অগ্নিগর্ভাশয় (অগ্নিজার বৃক্ষ, সমুদ্রজ বৃক্ষবিশেষ), কান্তলৌহ, লবণ, স্বর্ণ, বচ, নীলাঞ্জন ও তুত্থক প্রত্যেক একভাগ, এবং পারদ বার ভাগ; এই সকল দ্রব্য সীজের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে আদার রস দ্বারা দশবার ও চিতামূলের কাথ দ্বারা দুইদিন ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। পরিশেষে মিঠাবিষ একচতুর্থাংশ মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া, চিতার রসের সহিত কিছুক্ষণ পাক করিবে। এই সিদ্ধ বড়বানলরস উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া দশমূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ অনুপান করিতে হইবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান রোগে ত্রিকটু ও চিতামূল অনুপান প্রশস্ত। ইহাতে যত্নপূর্ব্বক তিতলাউএর স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। দাহ হইলে বাহিরের শীতল বায়ু বর্জ্জন করিয়া পাখার বাতাস করিবে ॥ ৮৭—৯১

মার্ত্তণ্ডেশ্বরঃ।

সমতাপ্যযুতং শুদ্ধং পলবিংশতিমানকম্।
প্রধ্মাতং হি চতুর্বারং গওয়িত্বা ততশ্চরেৎ ॥ ৯২ ॥
তত্তুল্যং মাক্ষিকোপেতং পুটেদ্বিংশতিবারকম্ ॥ ৯৩ ॥
গন্ধকেন পুটেত্তাবদ্যাবৎ পলমিতং ভবেৎ।
ক্ষিপেৎ পলমিতং তত্র গন্ধকেন হতং রসম্ ॥ ৯৪ ॥
শাণমাত্রং মৃতং বজ্রং সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
ইতি সিদ্ধো রসেন্দ্রোঽয়ং মার্ত্তণ্ডেশ্বরনামবান্ ॥ ৯৫ ॥
কীর্ত্তিতো লোকনাথেন লোকানাং হিতকাম্যয়া।
মরীচঘৃতসংযুক্তঃ সেবিতো মণ্ডলার্দ্ধতঃ ॥ ৯৬ ॥
বাতাদ্যষ্টমহারোগান্ শ্বাসকাসযুতং ক্ষয়ম্।
হলীমকং চ পাণ্ডুং চ জ্বরানপি সুদুস্তরান্ ॥ ৯৭ ॥
ইত্যাদিকগদান্ সর্ব্বান্ বিনাশয়তি নিশ্চিতম্ ॥
করোতি দীপনং তীব্রং দাবানলশতোপমম্ ॥ ৯৮ ॥
সন্নিপাতং ভস্মত্যাশু ব্যোষার্দ্রকসমন্বিতঃ।
সকৃৎসৌখ্যকরো নৃণাং স্ত্রীণাং বন্ধ্যত্বনাশনঃ ॥ ৯৯ ॥

স্বর্ণমাক্ষিক ও তাম্র প্রত্যেক ২০ পল, এই উভয় দ্রব্য চারিবার অগ্নিতে আধ্মাত করিয়া চূর্ণ করিবে, এবং মধুর সহিত মাড়িয়া

২০ বার পুট দিবে। পরে সমপরিমিত গন্ধকের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বারংবার পুটপাকে দগ্ধ করিয়া, একপল অবশেষ রাখিবে। তৎপরে গন্ধক জারিত পারদ এক পল ও জারিত হীরক অর্দ্ধতোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মার্ত্তণ্ডেশ্বর নামক এই উৎকৃষ্ট রস লোক সমূহের মঙ্গল কামনায় আচার্য্য লোকনাথ উপদেশ করিয়াছেন। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় ২৪ দিন মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, বাতব্যাধি প্রভৃতি অষ্টবিধ মহারোগ, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, হলীমক, পাণ্ডু ও দুঃসাধ্য জ্বর প্রভৃতি সমুদায় রোগ নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা শতদাবাগ্নির ন্যায় জঠরানল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিকটুচূর্ণ ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত রোগ প্রশমিত হয়। সর্ব্বরোগে ইহা আরোগ্যপ্রদ এবং স্ত্রীগণের বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারণকারী॥ ৯২—৯৯

চতুঃসুধারসঃ।

সমভাগে শুদ্ধে হেম্নি নির্ব্যূঢ়ং তাপ্যমুত্তমম্।
শতধা শতধা রৌপ্যে শুল্বে চ শতবারকম্॥ ১০০॥
ইত্থং সিদ্ধমিদং বীজং পৃথগক্ষপ্রমাণতঃ।
সমাবর্ত্ত্য তদেকত্র রসে পঞ্চপলাত্মকে॥ ১০১॥
বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ জারয়েদতিযত্নতঃ।
তপ্তে খল্বে রসং দত্ত্বা বীজং নিষ্কমিতং তথা॥ ১০২॥
মর্দ্দয়েদতিযত্নেন ভবেত্তাবদ্দিনত্রয়ম্।
পূর্ব্বোক্তকচ্ছপে যন্ত্রে বক্ষ্যমাণবিড়ান্বিতে॥ ১০৩॥
বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বীজমেবমশেষতঃ।
বলিকাসীসকব্যোমকাঙ্ক্ষাসৌবর্চ্চলৈঃ সমৈঃ॥ ১০৪॥
চক্রাঙ্গীরসসংভিন্নৈঃ শতধা বিড়মত্র তুৎ।
এবং জারিতসূতেন পলমাত্রেণ তাবতা॥ ১০৫॥
গন্ধকেন চ কর্ত্তব্যা সুস্নিগ্ধা বরকজ্জলী।
লোহপাত্রে ঘৃতোপেতাং দ্রাবয়েত্তাং তু কজ্জলীম্॥ ১০৬॥
তুল্যসত্ত্বাভ্রভসিতং ক্ষিপ্ত্বা সংমিশ্র্য সর্ব্বশঃ।
রম্ভাপত্রে বিনিক্ষিপ্য কুর্য্যাৎ পর্পটিকাং শুভাম্॥ ১০৭॥
বিচূর্ণ্য পর্পটীং সম্যগ্বৈক্রান্তং ত্রিংশদংশতঃ।
নিক্ষিপ্য হিঙ্গুতোয়েন শতধা পরিভাবিতম্॥ ১০৮॥
নিরুধ্য মল্লমূষায়াং স্বেদয়েদতিযত্নতঃ।
পুনঃ সংচূর্ণ্য যত্নেন করণ্ডে বিনিবেশয়েৎ॥ ১০৯॥

সমপরিমিত স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রের সহিত স্বর্ণমাক্ষিক শতবার করিয়া আপ্লাপিত করিবে। তৎপরে সেই বীজ দুইতোলা, পাঁচপল পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নিম্নোক্ত নিয়মে জারিত করিবে। তপ্ত খল্বে পারদ ও নিষ্কমিত বীজ বারংবার দিয়া তিনদিন মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত গন্ধক, হিরাকস, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও সৌবর্চ্চল লবণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিবে এবং চক্রাঙ্গীর (হিঞ্চেশাকের) রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া শতবার কচ্ছপযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপে জারিত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক এক পল একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে এবং তাহার সহিত সমপরিমিত অভ্রভস্ম মিশাইবে। তৎপরে লৌহপাত্রে ঘৃত সহ তাহা গালিত করিয়া, কদলীপত্রে ঢালিয়া ও কদলীপত্রাচ্ছাদিত মৃৎপোটলীর চাপ দিয়া পর্পটী করিবে। পরিশেষে সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত বৈক্রান্তভস্ম ত্রিশ ভাগের এক ভাগ মিশ্রিত করিবে, এবং হিঙ্গুর জল দ্বারা শতবার তাহাতে ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে মল্লমূষায় রুদ্ধ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক তাহা পাক করিবে, এবং চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে॥ ১০০—১০৯

হন্ত্যাৎ সকলমরুদ্গদান্ ক্ষয়গদং পাণ্ডুং চ নষ্টাগ্নিতাং
নির্বীর্য্যত্বমরোচকং ত্বজরণং শূলং চ গুল্মাদিকম্।
অষ্টৌ চৈব মহাগদান্ প্রতিতরাং ব্যাধিং সশোষং ক্ষণাৎ
ভুক্তো মুদ্গমিতশ্চতুঃসুধরসঃ স্বস্তোচিতো ভূভুজাম্॥ ১১০॥
মূলকং বর্জয়েদস্মিন্ রসে নান্যৎ তু কিঞ্চন।
ত্রিবারং বা দ্বিবারং বা বুভুক্ষাং জনয়েদ্ধ্রুবম্॥ ১১১॥

এই ঔষধ সেবনে, সর্ব্ববিধ বাতব্যাধি, ক্ষয়রোগ, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, বীর্য্যহানি, অরুচি, অপরিপাক, শূল, গুল্ম, শোষ ও অষ্টবিধ মহারোগ অল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হয়। মুদ্গ পরিমাণে এই ঔষধ প্রযোজ্য। এই ঔষধ সেবন কালে স্বস্বোচিত আহার করিতে পারা যায়; কেবল মূলক ভক্ষণ নিষিদ্ধ। তিনবার বা দুইবার ঔষধ সেবনের পরেই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে॥ ১১০।১১১

সর্ব্ববাতারিঃ।

গন্ধকাদ্দ্বিগুণং তালং তালকাদ্দ্বিগুণা শিলা।
শিলয়া দ্বিগুণং তাপ্যং তাপ্যাচ্চ দ্বিগুণং রসম্ ॥১১২॥
মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বমেকত্র যাবৎ স্যাদ্দিনসপ্তকম্।
সর্ব্বস্যাষ্টমভাগেন দত্ত্বা রক্তামৃতং শুভম্ ॥ ১১৩ ॥
বিষতিন্দুকজৈর্দ্রাবৈঃ পিষ্ট্বা গোলকমাচরেৎ।
বিশোষ্য বালুকাযন্ত্রে অগ্ন্যেদ্দিবসদ্বয়ম্ ॥ ১১৪ ॥
স্বাঙ্গশীতলমুদ্ধৃত্য তুল্যহিঙ্গ্বষ্টকান্বিতম্।
ভাবয়েদ্বীজপূরস্য সপ্তবারং রসেন হি ॥ ১১৫ ॥
সপ্তবারং রসৈঃ শুণ্ঠ্যাশ্চিত্রমূলস্য বারিণা।
ইতি সিদ্ধো রসেন্দ্রোঽয়ং সর্ব্ববাতারিসংজ্ঞকঃ ॥ ১১৬ ॥
ঘৃতেন সংহিতো লীঢো বল্লদ্বয়মিতো নৃভিঃ।
নিহন্ত্যশীতিবাতাত্তাংশ্চ গুল্মানষ্টবিধানপি ॥ ১১৭ ॥
চতুর্ব্বিধং চ মন্দাগ্নিং শূলানুদরজান্ ক্রিমীন্।
আধ্মানং চ তথা হিক্কাং মূঢ়বাতং চ বিড়্গ্রহম্ ॥ ১১৮ ॥

গন্ধক একভাগ, হরিতাল দুইভাগ, মনঃশিলা চারিভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক আটভাগ এবং পারদ ষোল ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র সাত দিন পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত সমষ্টির অষ্টমাংশ রক্ত দারমুজ মিশ্রিত করিবে এবং কুঁচিলার কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে। শুষ্ক হইলে বালুকাযন্ত্রে দুই দিন তাহা পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সমপরিমিত হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ (ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিং প্রত্যেক সমভাগ) তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং মাতুলুঙ্গ লেবুর রস, শুঁঠের কাথ ও চিতামূলের কাথ দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই সর্ব্ববাতারি রস দুই বল্ল (ছয় রতি) মাত্রায় ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ইহা দ্বারা অশীতি বাতব্যাধি, অষ্টবিধ গুল্ম, চতুর্ব্বিধ অগ্নিমান্দ্য, শূল, কোষ্ঠজ ক্রিমি, আধ্মান, হিক্কা, মূঢ়বাত ও মলবদ্ধতা নিবারিত হয় ॥ ১১২—১১৮

বাতবিধ্বংসনঃ।

মৃতমভ্রকসত্ত্বং হি কাংস্যং শুল্বং চ মাক্ষিকম্।
গন্ধকং তালকং সর্ব্বং ভাগোত্তরবিবর্দ্ধিতম্ ॥ ১১৯ ॥
কজ্জলীকৃত্য তৎ সর্ব্বং বাতারিস্নেহসংযুতম্।
মর্দ্দয়েৎ সপ্তদিবসং গোলীকৃত্য তু যত্নতঃ ॥ ১২০ ॥
নিম্বুদ্রবেণ সংপিষ্ট-তালকস্কেন লেপয়েৎ।
অর্দ্ধাঙ্গুলদলং চৈব পরিশোষ্য প্রযত্নতঃ ॥ ১২১ ॥
প্রপচেদ্বালুকাযন্ত্রে যামানাং দ্বাদশাবধি।
পটচূর্ণং বিধায়ৈতদ্ভাবয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ১২২ ॥
পঞ্চকোলকচিত্রাগ্নিবরুণাদিকষায়তঃ।
দশমূলকষায়েণ শৃঙ্গবেররসেন চ ॥ ১২৩ ॥
রক্তামৃতং কলাংশেন দত্ত্বা নিষ্পিষ্য যত্নতঃ।
স্থূলকোলাস্থিতুলিতাং ছায়াশুষ্কাং বটীং কিরেৎ ॥১২৪॥
তত্তদ্রোগহরৈর্দ্রব্যৈর্নৃণাং দেয়া সদা হিতা।
হন্ত্যাদশীতিধা ভিন্নান্ বাতজাতান্ মহাগদান্ ॥ ১২৫ ॥
গুল্মানষ্টবিধাংশ্চাপি শূলানষ্টবিধানপি।
জঠরস্য রুজা সর্ব্বাস্তথা চ মলনিগ্রহম্ ॥ ১২৬ ॥
আধ্মানকমথানাহং বিসূচীং মন্দবহ্নিতাম্।
আমদোষানশেষাংশ্চ গুল্মং ছর্দ্দিং চ তৃড্‌ভ্রমম্ ॥ ১২৭ ॥
গ্রহণীং শ্বাসকাসৌ চ ক্রিমিরোগমশেষতঃ।
হন্যাৎ সর্ব্বাঙ্গসদনং মন্যাস্তম্ভঞ্চ বাজিনাম্ ॥ ১২৮ ॥
জ্বরে চৈবাতিসারে চ মূত্ররোগে ত্রিদোষজে।
পথ্যং রোগানুরূপেণ দাপনীয়ং ভিষগ্বরৈঃ ॥ ১২৯ ॥
শ্রীমতা নন্দিনাপ্রোক্তো বাতবিধ্বংসনো রসঃ।
ক্ষুধার্থিভিঃ সদা সেব্যঃ সর্ব্বাহারপরৈর্নরৈঃ ॥ ১৩০ ॥

জারিত অভ্র একভাগ, কাংস্যভস্ম দুইভাগ, তাম্রভস্ম তিন ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক চারিভাগ, গন্ধক পাঁচ ভাগ ও হরিতাল ছয় ভাগ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া, এরণ্ডতৈলের সহিত সাত দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। তৎপরে সেই গোলকের উপরে অর্দ্ধাঙ্গুল স্থূল করিয়া লেবুর রসে পিষ্ট হরিতালের প্রলেপ দিবে ও শুষ্ক করিয়া, বালুকাযন্ত্রে বার প্রহর তাহা পাক করিবে। অতঃপর সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহাতে পঞ্চকোল, চিতামূল, বরুণাদিগণ ও দশমূল ইহাদের প্রত্যেকের কাথের এবং আদার রসের একবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরিশেষে রক্ত শঙ্খবিষ ষোল ভাগের একভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কুল আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। তত্তৎ রোগনাশক উপযুক্ত অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, অশীতিপ্রকার বাতব্যাধি, অষ্টবিধ গুল্ম ও শূল, সর্ব্ব-

বিধ জঠর রোগ, মলরোধ, আধ্মান, আনাহ, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য, নানাবিধ আমদোষ, দুর্নিবার বমন, গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, অঙ্গগ্লানি এবং অশ্বগণের মন্যাস্তম্ভ নিবারিত হয়। জ্বর, অতিসার ও ত্রিদোষজনিত অর্শো-রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ সেবনের পর রোগানুসারে উপযুক্ত পথ্য ব্যবস্থা করিবে। এই বাতবিধ্বংসনরস শ্রীমান্ নন্দি কর্তৃক উপদিষ্ট। সর্ব্ববিধ গুরুপাক আহারের পরেও এই ঔষধ সেবন করিলে, প্রচুর ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১১৯—১৩০

বৃকোদরগুটিকা।

সূতগন্ধকতীক্ষ্ণাভ্রৈঃ সতাপ্যৈঃ সমভাগিকৈঃ।
রসাংশমপরং সর্ব্বং ষট্কোলং জীরকদ্বয়ম্॥ ১৩১॥
সৌবর্চ্চলং সসিন্ধূত্থং বিড়ঙ্গং চ হরীতকী।
অম্লবেতসকং সর্ব্বং বীজপূররসমর্দ্দিতম্॥ ১৩২॥
গুটিকাস্তেন কর্ত্তব্যাঃ কোলাস্থিমাত্রকাঃ॥ ১৩৩॥
যোগিন্যা বহুবার্ত্তিনামযুতয়া ত্রৈলোক্যবিখ্যাতয়া
নির্দ্দিষ্টা হি বৃকোদরীতি গুটিকা সোষ্ণাম্বুনা সেবিতা।
নিঃশেষানিলদোষশেষজরুজঃ শ্লেষ্মামরোগোদ্ভবং
মন্দাগ্নিং গ্রহণীং চতুর্ব্বিধমহাজীর্ণঞ্চ তূর্ণং জয়েৎ॥ ১৩৪॥

পারদ, গন্ধক, তীক্ষ্ণলোহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক এবং ষট্কোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও মরিচ), জীরা, কৃষ্ণজীরা, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, হরীতকী ও অম্লবেতস প্রত্যেক সমভাগ, একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া কুল আঁটির মত গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ত্রিলোকবিখ্যাত বহুবার্ত্তিনী যোগিনী কর্তৃক এই গুটিকা উপদিষ্ট। উষ্ণ জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বায়ুরোগ সমূহ, শ্লেষ্মরোগ সমূহ, আমদোষজরোগ, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীরোগ ও চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ শীঘ্র বিনষ্ট হয়॥ ১৩১—১৩৪

প্রভাবতী বটী।

হেমাভ্রালকতীক্ষ্ণতাপ্যকমলং সূর্য্যং সমং সপ্তকং
সূতং চ দ্বিগুণং বিশোধনবধূমুখহিসৌভাঞ্জনৈঃ।
পাঠাসুরণসিন্দুবারবিজয়ৈরেরণ্ডবৈর্ম্মর্দ্দিতং
তৈলৈঃ কাঙ্গুণিজৈশ্চ গন্ধকযুতাং কল্কাদ্ বটীং কল্পয়েৎ॥ ১৩৫
প্রভাবতীতি কথিতাহর্দ্রকদ্রাবৈর্নিষেবিতা।
ততশ্চানু পিবেত্তোয়ং দশমূলপ্রসাধিতম্॥ ১৩৬॥
সপিপ্পলীকং পিবতো জলং জয়ে-
ন্মরুদ্বিকারানুদরাণ্যপস্মৃতিম্॥ ১৩৭॥

স্বর্ণ, অভ্র, হরিতাল, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণ-মাক্ষিক, কমল (প্রবাল) ও তাম্র প্রত্যেক এক ভাগ, এবং পারদ দুই ভাগ, একত্র নাগবল্লী (পান), সীজ, চিতামূল, শজিনা, আকনাদি, ওল, নিসিন্দা, সিদ্ধি ও এরণ্ডমূল ইহাদের যথাযোগ্য রস ও ক্বাথ এবং প্রিয়ঙ্গুর তৈল সহ এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহার সহিত গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। এই প্রভাবতী বটিকা আদার রসের সহিত সেবন করিয়া, পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত দশমূলের ক্বাথ অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার বায়ুরোগ, উদররোগ ও অপস্মার নিবারিত হয়॥ ১৩৫—১৩৭

বিজয়ভৈরব-তৈলম্।

ধাত্ম্যাম্লপিষ্টসুরভিত্রয়সূতলিপ্ত-
তৈলাক্তদীপ্তপটবর্ত্তিমুখাৎ প্রবৃত্তম্।
কম্পোত্তরান্ জয়তি পানবিলেপনাভ্যাং
বাতাময়ান্ বিজয়ভৈরবনামতৈলম্॥ ১৩৮॥
উক্তং চ। রসতালশিলাগন্ধং দিনং সংচূর্ণ্য কাঞ্জিকৈঃ।
লিপ্ত্বা বস্ত্রৈঃ কৃতাং বর্ত্তিং তৈলাক্তাং জ্বালয়েৎ পুনঃ॥ ১৩৯
তদ্ভূতং গৃহ্নীয়াত্তৈলমধঃপাত্রে ধৃতে সতি।
তত্তৈললেপিতং পত্রং নাগবল্ল্যাশ্চ ভক্ষয়েৎ॥ ১৪০॥
বাহুকম্পং শিরঃকম্পমেকাঙ্গং জানুকম্পনম্।
নাশয়েত্তক্ষণাল্লেপাত্তৈলং বিজয়ভৈরবম্॥ ১৪১॥

সুরভিত্রয় অর্থাৎ দারুচিনি, এলাচ ও তেজপত্র এবং পারদ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র কাঁজির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিয়া সেই বস্ত্রখণ্ডের বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। শুষ্ক হইলে তাহা তৈল সিক্ত করিয়া

প্রজ্বালিত করিবে এবং সেই বর্ত্তি-নিঃসৃত তৈলবিন্দু গ্রহণ করিবে। এই বিজয়ভৈরব তৈল পান ও লেপন করিলে, বাতব্যাধি নিবারিত হয়॥ ১৩৮

অন্যবিধ।—পারদ, হরিতাল, মনঃশিলা ও গন্ধক এই সকলের চূর্ণ একত্র কাঁজীর সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহা দ্বারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে এবং সেই বস্ত্রের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক হইলে তাহা প্রজ্বালিত করিবে ও বর্ত্তি-নিঃসৃত তৈল সংগ্রহ করিবে। পানের পত্রে এই বিজয় ভৈরব তৈল উপযুক্ত মাত্রায় লেপন করিয়া ভক্ষণ করিলে, বাহুকম্প, শিরঃকম্প, একাঙ্গ-বাত ও জানুকম্প নিবারিত হয়॥ ১৩৯—১৪১

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।

তীক্ষ্ণায়স্কান্তগোদন্তমাক্ষিকৈর্মর্দ্দিতো রসঃ।
সমাংশগন্ধকঃ পক্বো হণ্ডিকাযন্ত্রমধ্যগঃ॥ ১৪২॥
ব্যোষাগ্নিমন্থসুরসাকন্দশৃঙ্গ্যভয়াবিষৈঃ।
সমৈঃ সমং ত্র্যহং মুণ্ডীনিগুণ্ডীরসপিণ্ডিতঃ॥ ১৪৩॥
সেবিতঃ শময়েদ্বাতান্নাম্না স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।
বিশেষাদ্বাতরক্তং চ দ্বিবল্লং চার্দ্রকৈর্দ্দদেৎ॥ ১৪৪॥

তীক্ষ্ণলৌহ, অয়স্কান্ত, গোদন্ত বিষ, স্বর্ণ মাক্ষিক, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দিত করিয়া হণ্ডিকাযন্ত্র মধ্যে পাক করিবে, তাহার সহিত সমপরিমিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গণিয়ারি, সুরসা (তুলসী), কন্দ (ওল), কাঁকড়াশৃঙ্গী, হরীতকী ও মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে এবং মুণ্ডিরী ও নিসিন্দার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। এই স্বচ্ছন্দ ভৈরব রস দুই বল্ল (ছয় রতি) মাত্রায় আদার রসের সহিত সেবন করিলে, বায়ুরোগ, বিশেষতঃ বাতরক্ত প্রশমিত হয়॥ ১৪২—১৪৪

বড়বানলঃ।

সূতহাটকবজ্রার্ককান্তভস্ম সমাক্ষিকম্।
তালং নীলাঞ্জনং তুত্থমব্ধিফেনং সমাংশকম্॥ ১৫০॥

বেপথুলক্ষণম্।—সর্ব্বাঙ্গকম্পঃ শিরসো বায়ুর্বেপথুসংজ্ঞকঃ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

পঞ্চানাং লবণানাং তু ভাগৈকৈকং বিমর্দ্দয়েৎ।
বজ্রীক্ষীরৈর্দিনৈকং তু রুদ্ধা তং ভূধরে পচেৎ॥ ১৫১॥
মাষৈকং চার্দ্রকদ্রাবৈর্লেহয়েদ্বড়বানলম্।
পিপ্পলীমূলজং ক্বাথং সপিপ্পল্যনুপায়য়েৎ।
ধনুর্ব্বাতং দণ্ডবাতং শৃঙ্খলাবাতকম্পনুৎ॥ ১৫২॥

পারদ, স্বর্ণভস্ম, হীরকভস্ম, তাম্রভস্ম, কান্ত লৌহ ভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, নীলাঞ্জন, তুত্থক ও সমুদ্রফেন প্রত্যেক সমভাগ এবং পঞ্চলবণ অর্থাৎ সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, পাঙ্গা ও করকচ প্রত্যেক একভাগ একত্র সীজের আঠার সহিত এক দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। এই বড়বা-নল রস এক মাষা মাত্রায় আদার রসের সহিত লেহন করিয়া, পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত পিপ্পলীমূলের কাথ অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা ধনুঃস্তম্ভ, দণ্ডাপতানক, শৃঙ্খলাবাত (যাহাতে শিরাসমূহে শৃঙ্খলের ন্যায় গ্রন্থিযুক্ত হয়) ও কম্পবাত প্রশমিত হয়॥ ১৫০—১৫২

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।

শুদ্ধং সূতং মৃতং লৌহং তাপ্যগন্ধকতালকম্।
পথ্যাগ্নিনির্গুণ্ডীত্র্যূষণং টঙ্কণং বিষম্॥ ১৫৩॥
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্বে দিনং নির্গুণ্ডিকারসৈঃ।
মুণ্ডীদ্রাবৈর্দিনৈকং তং দ্বিগুঞ্জং বটকীকৃতম্॥ ১৫৪॥
ভক্ষয়েৎ সর্ব্ববাতার্ত্তো নাম্না স্বচ্ছন্দভৈরবঃ॥ ১৫৫॥

শোধিত পারদ, জারিত লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, গণিয়ারি, নিসিন্দা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা ও মিঠাবিষ সমুদায় সমভাগ ; একত্র নিসিন্দারসের সহিত একদিন ও মুণ্ডিরীরসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া দুই রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। এই স্বচ্ছন্দভৈরব রস সেবন করিলে, সকল প্রকার বাতজরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৫৩—১৫৫

ষড়ঙ্গগুগ্গুলুঃ।

রাস্নামৃতাদেবদারুশুণ্ঠীবাতারিতৈলকম্।
গুগ্গুলুং সর্ব্বতুল্যাংশং কুট্টয়েদ্ঘৃতবাসিতম্॥
কর্ষাংশং ভক্ষয়েচ্চানু খ্যাতঃ ষড়ঙ্গগুগ্গুলুঃ॥ ১৫৬॥

রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, শুঁঠ ও এরণ্ডতৈল সমভাগ এবং গুগ্‌গুলু সর্ব্বসমষ্টির সমান ; একত্র এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাকেই ষড়ঙ্গগুগ্‌গুলু কহে ॥ ১৫৬

ধূমসারং বরা যষ্টী টঙ্কণং পত্রকং বিষম্।
তুল্যং গুঞ্জাদ্বয়ং খাদেদামবাতপ্রশান্তয়ে ॥ ১৫৭ ॥

যোগ।—গৃহধূম, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, সোহাগা, তেজপত্র ও মিঠাবিষ সমুদায় সমভাগ. একত্র মিশ্রিত করিয়া আমবাত শান্তির জন্য দুই রতি মাত্রায় ইহা সেবন করিবে ॥ ১৫৭

আনন্দভৈরবঘৃতম্।

এরণ্ডতৈলং ত্রিফলা গোমূত্রং চিত্রকং বিষম্।
সর্পিষা সহিতং পক্ত্বা সর্ব্বাঙ্গং তেন মর্দ্দয়েৎ ॥ ১৫৮ ॥
ত্বগ্বাতঘ্নং মহাশ্রেষ্ঠং দেয়ং চানন্দভৈরবম্।
লশুনং সৈন্ধবং তৈলমনুপানং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৫৯

এরণ্ডতৈল, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী ও বহেড়া), গোমূত্র, চিতামূল ও মিঠাবিষ এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেই ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে। এই আনন্দ ভৈরব ঘৃত ত্বগ্‌গত বাতরোগ নিবারণে উৎকৃষ্ট। এই ঘৃত মর্দ্দনের পরে লশুন, সৈন্ধব লবণ ও তিলতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে ॥ ১৫৮।১৫৯

নির্গুণ্ডীমূলচূর্ণং তু কর্ষং তৈলেন লেহয়েৎ।
সন্ধিবাতঃ কটীবাতঃ কম্পবাতশ্চ শাম্যতি ॥ ১৬০ ॥
রক্তৈরণ্ডমূলস্য কর্ষং গৃহ্য জলৈঃ পিবেৎ।
সর্ব্ববাতহরং শ্রেষ্ঠং ভগ্নবাতে বিশেষতঃ ॥ ১৬১ ॥
ইন্দ্রবারুণিকামূলং মাগধীগুড়সংযুক্তম্।
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রং তু সন্ধিবাতহরং ভবেৎ ॥ ১৬২ ॥
মৃতং সূতং মৃতং তীক্ষ্ণং মর্দ্দয়েৎ কটুকীদ্রবৈঃ।
চণমাত্রাং বটীং খাদেৎ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গবাতনুৎ ॥ ১৬৩ ॥

যোগ।—নিসিন্দার মূলচূর্ণ দুই তোলা, তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, সন্ধিবাত, কটীবাত ও কম্পবাত প্রশমিত হয়। রক্ত এরণ্ডের মূল দুইতোলা মাত্রায়, জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ বাতরোগে বিশেষতঃ ভগ্নবাতে উৎকৃষ্ট। রাখাল শশার মূল, পিপুল ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সন্ধি-বাত বিনষ্ট হয়। জারিত পারদ ও জারিত তীক্ষ্ণলৌহ উভয় দ্রব্য সমভাগ ; একত্র কট্‌কীর কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া চণক (ছোলা) পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গবাত ও একাঙ্গবাত বিনষ্ট হয় ॥ ১৬০—১৬৩

ত্র্যম্বকেশ্বররসঃ।

সূতকস্য পলং পঞ্চ পলৈকং তাম্রচূর্ণকম্।
জম্বীরাণাং দ্রবৈঃ পিষ্টং সূততুল্যং চ গন্ধকম্ ॥ ১৬৪ ॥
নাগবল্লীদলৈঃ পিষ্টং তাম্রপিষ্টং প্রকল্পয়েৎ।
রুদ্ধা লঘুপুটৈঃ পচ্যাদ্ভূধরে যামপঞ্চকম্ ॥ ১৬৫ ॥
আদায় চূর্ণয়েত্তু ত্র্যোষ্যং সমৈঃ সমমিশ্রিতৈঃ।
অঙ্গাঙ্গকম্পাপহতো ভক্ষয়েচ্চ দ্বিগুঞ্জকম্ ॥ ১৬৬ ॥

পারদ পাঁচ পল, তাম্রভস্ম একপল ও গন্ধক পাঁচপল, একত্র জামীরের রস ও পানের রস সহ পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে এবং তাহা মুষারুদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে লঘুপুটে পাঁচ প্রহর কাল পাক করিবে। তৎপরে সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত ত্রিকটু চূর্ণ (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের চূর্ণ) ঔষধের সমপরিমাণ মিশ্রিত করিবে। ইহা দুই রতি মাত্রায় সর্ব্বাঙ্গবাত ও কম্পবাত রোগে সেবন করিতে দিবে ॥ ১৬৪-১৬৬

গগনগর্ভা বটী।

সূতাভ্রং তীক্ষ্ণতাম্রঞ্চ মৃতং তালকগন্ধকম্।
ভাগীশুণ্ঠীবচাধান্যকম্পিল্লং চাভয়াবিষম্ ॥ ১৬৭ ॥
মর্দ্দ্যং পর্পটকদ্রাবৈর্নিষ্কৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীম্।
বাতশ্লেষ্মহরা হ্যস্য বটী গগনগর্ভিতা ॥ ১৬৮ ॥

জারিত পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, বামুনহাটী, শুঁঠ, বচ, ধনে, কমলাগুঁড়ি, হরীতকী ও মিঠাবিষ প্রত্যেক সমভাগ : এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ক্ষেৎপাপড়ার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারিমাসা মাত্র

বটিকা করিবে। এই গগনগর্ভা বটী প্রত্যহ একটি করিয়া সেবন করিলে, শীঘ্র বাতশ্লেষ্মজনিত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৬৭।১৬৮

বাতগজাঙ্কুশঃ।

মৃতং সূতং মৃতং লোহং গন্ধকং তালমাক্ষিকম্ *।
পথ্যাশৃঙ্গীবিষং ব্যোষমগ্নিমন্থঞ্চ টঙ্কণম্॥
তুল্যাংশং খল্বে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনির্গুণ্ডিজৈর্দ্রবৈঃ॥ ১৬৯॥
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে॥
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু রসো বাতগজাঙ্কুশঃ॥ ১৭০॥

জারিত পারদ, জারিত লৌহ, গন্ধক, হরিতাল (পাঠান্তরে তাম্র), স্বর্ণমাক্ষিক, হরীতকী, আতইচ, মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গণিয়ারি ও সোহাগা সমুদায় সমভাগ, মুণ্ডিরী ও নিসিন্দার রসের সহিত এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া, দুই রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। সর্ব্ববিধ বাতরোগ নিবারণের জন্য এই বাতগজাঙ্কুশ রস প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা সাধ্য ও অসাধ্য সমস্ত বাতরোগই প্রশমিত হয়॥ ১৬৯।১৭০

অথ বাতরক্ত-লক্ষণম্।

সন্ধিষ্বনিলরক্তাভ্যাং শোফোহন্তর্ব্বহিরাশ্রয়ঃ।
ছর্দ্দিজ্বরারুচিকরো ভবেদ্বাতাস্রসংজ্ঞকঃ॥ ১৭১॥

বাতরক্ত লক্ষণ।—যে রোগে বায়ু ও রক্ত দ্বারা সন্ধিস্থান সমূহে বাহ্য ও আভ্যন্তর শোথ, এবং বমন, জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতরক্ত কহে।

ত্রিনেত্রাখ্যং রসং খাদেদ্বাতশোণিতপীড়িতঃ।
বাতাস্রজিচ্ছূলগজকেসর্য্যুদয়ভাস্করঃ॥ ১৭২॥
পূর্ব্বোক্তা পর্পটী যোজ্যা সর্ব্বেষ্বাবরণেষু চ।
সর্ব্বরোগহিতা চৈব নাম্না সর্ব্বেশ্বরী শুভা॥ ১৭৩॥

বাতরক্তরোগী ত্রিনেত্র রস সেবন করিবে। শূলগজকেশরী ও উদয়ভাস্কর রসও বাতরক্ত নাশক। পূর্ব্বোক্ত পর্পটীরস সকল প্রকার আবরক বাতরক্তে প্রযোজ্য। সর্ব্বেশ্বরী নামক ঔষধও বাতরক্তে হিতকর; যেহেতু সমুদায় রোগেই তাহা বিশেষ উপকারক॥ ১৭১—১৭৩

চন্দ্রাবলেহঃ।

এলায়াশ্চ তুলা গ্রাহ্যা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টং তু শর্করার্দ্ধতুলাং ক্ষিপেৎ॥ ১৭৪॥
শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ গোক্ষীরং চাঢ়কং পৃথক্।
লেহবৎসাধিতে তস্মিন্ দ্রাক্ষামধুকপিপ্পলীঃ॥ ১৭৫॥
ত্রিজাতকঞ্চ খর্জ্জুরং চন্দনদ্বয়সারিবা।
মুস্তাপদ্মকহ্রীবেরধাত্রী চোৎপলচোরকম্॥ ১৭৬॥
এতেষাং পলমাদায় স্বর্ণক্ষীর্য্যাশ্চতুষ্পলম্।
ক্ষৌদ্রপ্রস্থেন সংযুক্তং লেহয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥ ১৭৭॥
পিত্তোন্মাদবিকারেষু শিরোভ্রমণমূর্চ্ছিতে।
হস্তপাদাঙ্গদাহে চ পিত্তরক্তান্তরাবৃতৌ॥
ছর্দ্দিকাসক্ষয়ে পাণ্ডৌ চন্দ্রবচ্চন্দ্রভাষিতম্॥ ১৭৮॥

বড়এলাচ একতুলা (১২॥০ সাড়ে বার সের) একদ্রোণ অর্থাৎ ৬৪ চৌষট্টিসের জলের সহিত পাক করিয়া, ৮ আটসের জল অবশিষ্ট থাকিতে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে তাহাতে অর্দ্ধ তুলা (৬।০ সওয়া ছয়সের) চিনি, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস ১৬ ষোলসের, এবং গব্যদুগ্ধ ১৬ ষোলসের নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। উপযুক্ত সময়ে দ্রাক্ষা, পিপুল, যষ্টিমধু, গুড়ত্বক্, এলাচ, তেজপত্র, খর্জ্জুর, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, আমলকী, নীলোৎপল ও চোরপুষ্পী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একপল (৮ আট তোলা) এবং স্বর্ণক্ষীরী চারিপল তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ২ দুইসের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে। চন্দ্র কর্ত্তৃক অন্ধকার নাশের ন্যায়, এই ঔষধ দ্বারা পিত্তজ উন্মাদরোগ, শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছা, হস্ত পদ ও অঙ্গের দাহ, পিত্তরক্তবিকৃতি, বমন, কাস, ক্ষয় ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়; এই জন্য ইহা চন্দ্রাবলেহ নামে অভিহিত হইয়াছে॥ ১৭৪—১৭৮

* তাম্রমাক্ষিকমিতি বা পাঠঃ।

ঐলেয়কসর্পিঃ।

ঐলেয়কস্য স্বরসে ঘৃতং ক্ষীরং সমং পচেৎ।
চন্দনং মধুকং দ্রাক্ষা মধূকঞ্চ সিতা তুগা॥ ১৭৯॥
ঐলেয়কমিদং সর্পিঃ সর্ব্বপিত্তবিকারজিৎ।
বাতপিত্তবিকারঘ্নং শিরোভ্রমণকম্পনুৎ॥ ১৮০॥

এলবালুকার স্বরস অভাবে কাথ, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেক সমভাগ; এবং কল্কার্থ—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মউল, চিনি ও বংশলোচন, সমুদায়ে ঘৃতের চতুর্থাংশ; যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঐলেয়ক ঘৃত সর্ব্ববিধ পিত্তবিকারনাশক, বাতপিত্তরোগনিবারক এবং শিরোঘূর্ণন ও কম্প নিবারক॥ ১৭৯।১৮০

ঐলেয়কস্য স্বরসে সক্ষীরাং শর্করাং পিবেৎ।
কাথং বা শর্করাযুক্তং শিরোভ্রমণকম্পনুৎ॥ ১৮১॥

যোগ।—এলবালুকার স্বরস দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া, অথবা এলবালুকার কাথ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শিরোঘূর্ণন ও কম্প নিবারিত হয়॥ ১৮১

ঐলেয়কতৈলম্।

ঐলেয়কস্য স্বরসমাঢকং তু ভিষগ্বরঃ।
কুমার্য্যাঃ স্বরসং শুদ্ধং চতুষ্প্রস্থং তু কারয়েৎ॥ ১৮২॥
আমলক্যাঃ শতাবর্য্যা রসং প্রস্থদ্বয়ং পৃথক্।
তৈলাঢকসমাযুক্তং ক্ষীরদ্রোণবিমিশ্রিতম্॥ ১৮৩॥
চোচং মলয়জং বারি সরলং কুমুদোৎপলম্।
দ্বে মেদে মধুকং দ্রাক্ষা তুগাক্ষীরী মধূলিকা॥ ১৮৪॥
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভকাবুভৌ।
মৃগনাভ্যজগন্ধা চ শশাঙ্কশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮৫॥
এতেষাং চার্দ্ধপলিকং শ্লক্ষ্ণং চূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমালোড্য মন্দমন্দাগ্নিনা পচেৎ॥ ১৮৬॥
মুহূর্ত্তে শুভনক্ষত্রে নববস্ত্রেণ পীড়য়েৎ।
শিরোনেত্রবিকারেষু নস্যবৎ কর্ণযোজিতম্॥ ১৮৭॥
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনালেপৈঃ শিরোভ্রমণকম্পনুৎ।
অঙ্গদাহং শিরোদাহং নেত্রদাহঞ্চ দারুণম্॥ ১৮৮॥
বিসর্পকবিকারাংশ্চ মূর্দ্ধ্নি জাতান্ বহূন্ ব্রণান্।
আস্যশোষং ভ্রমঞ্চৈব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
ঐলেয়কমিদং তৈলং প্রশস্তং পিত্তরোগিণাম্॥ ১৮৯॥

এলবালুকার স্বরস বা কাথ ১৬ সের, ঘৃতকুমারীর স্বরস চারিপ্রস্থ (১৬ সের), আমলকী ও শতমূলীর স্বরস দুই প্রস্থ (৴৮ সের), তিল তৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ চৌষট্টিসের। কল্কার্থ—গুড়ত্বক্, শ্বেতচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, কুমুদফুল, নীলোৎপল, মেদা, মহামেদা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, মধূলিকা (যষ্টিমধু), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মৃগনাভি, বনযমানী ও কর্পূর, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ অর্দ্ধপল (৪ চারি তোলা); যথানিয়মে মৃদু অগ্নিজ্বালে শুভ নক্ষত্রযুক্ত সময়ে পাক করিয়া, নূতন বস্ত্রে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। শিরোরোগে ও নেত্ররোগে এই তৈল নস্য ও কর্ণ পূরণ রূপে প্রয়োগ করিবে। এই তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন ও আলেপন করিলে শিরোঘূর্ণন, কম্প, অঙ্গদাহ, মস্তকদাহ, উৎকট নেত্রদাহ, বিসর্প, মস্তকের ব্রণ, মুখশোষ ও ভ্রমরোগ আশু নিবারিত হয়। এই ঐলেয়ক তৈল পিত্তরোগে প্রশস্ত॥ ১৮২-১৮৯

ঐলেয়কামৃতপ্রাশঃ।

ঐলেয়কং সমূলঞ্চ মুদ্গপর্ণী তথৈব চ।
শতাবরী বিদারী চ বারাহীকন্দমেব চ॥ ১৯০॥
মধুকঞ্চ মধূকঞ্চ তুগাক্ষীরী চ গোস্তনী।
এতানি দ্বিপলাংশানি চূর্ণীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্॥ ১৯১॥
সরলং চন্দনং চোচমুৎপলং কুমুদং জলম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী দ্বে মেদে জীবকর্ষভৌ॥ ১৯২॥
এতেষাং চার্দ্ধপলিকং প্রত্যেকং শর্করাযুতম্।
ঐলেয়কং বিদারী চ বারাহী মুদ্গপর্ণিকা॥ ১৯৩॥
এতেষাং স্বরসে শুদ্ধে শতাবর্য্যাশ্চ ভাবিতম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য ছায়াশুষ্কং তু সপ্তধা॥ ১৯৪॥
ইক্ষ্বামলকয়োঃ ক্ষৌদ্রৈর্ভাবিতং সপ্তধা পুনঃ।
পয়সা তু পিবেৎ প্রাতঃ সপাগ্নিবলবান্নরঃ॥ ১৯৫॥
অঙ্গদাহং শিরোদাহং রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
শিরোহক্ষিকম্পভ্রমণমিত্যাদিকগদান্ জয়েৎ॥ ১৯৬॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্ব্বাগ্ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে শীতবাতস্পর্শবাতরক্তবাতামবাতাপস্মারোন্মাদৈকাঙ্গবাতসন্ধিবাতভগ্নকম্পবাতরক্তশিরোভ্রমণচিকিৎসা নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

এলবালুকা, এলবালুকার মূল, মুদ্গপর্ণী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বারাহীকন্দ, যষ্টিমধু, মউল, বংশলোচন ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক দুইপল; এবং সরলকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, গুড়ত্বক্, নীলোৎপল, কুমুদপুষ্প, বালা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক ও চিনি প্রত্যেক অর্দ্ধপল (৪ চারি তোলা) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এলবালুক', ভূমিকুষ্মাণ্ড, বারাহী কন্দ, মুদ্গপর্ণী ও শতমূলীর স্বরসের সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে ইক্ষুরস, আমলকীর রস ও মধু প্রত্যেকের দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে; এই ঔষধ অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অঙ্গদাহ, মস্তকের দাহ, উৎকট রক্তপিত্ত, শিরঃকম্প, নেত্রকম্প ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়॥ ১৯৭—১৯৬

ইতি রসরত্নসমুচ্চয়ে শীতবাতাদিচিকিৎসা নামক একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ বন্ধ্যাদি-চিকিৎসিতম্।

ভেদা বন্ধ্যাবলানাং হি নবধা পরিকীর্ত্তিতা।
তত্রাদিবন্ধ্যা প্রথমা পাপকর্ম্মবিনির্ম্মিতা॥ ১॥
রক্তেন চ পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈঃ পঞ্চধা ভবেৎ।
ভূতদেবাপচারৈশ্চ ত্রিধা বন্ধ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২॥
পুমানপি ভবেদ্বন্ধ্যো দে বৈরেতৈশ্চ শুক্রতঃ।
গর্ভস্রাবী স্মৃতা পূর্ব্বং মৃতবৎসা দ্বিতীয়কা॥ ৩॥
তৃতীয়া স্ত্রীপ্রসূতিঃ স্যাৎ কাকবন্ধ্যা সকৃৎপ্রসূঃ॥ ৪॥

নিদান।—স্ত্রীগণের বন্ধ্যারোগ নয় প্রকার কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পাপকর্ম্ম দ্বারা এক প্রকার; রক্তদোষ, বাতাদি পৃথক্ তিন দোষ ও মিলিত তিন দোষ এই পঞ্চবিধ কারণ হইতে পাঁচ প্রকার, এবং ভূতাবেশ, দেবনিগ্রহ ও আহার বিহারাদির অপচার এই ত্রিবিধ কারণ হইতে তিন প্রকার; সমুদায়ে এই নয়প্রকার বন্ধ্যারোগ নির্দ্দেশ করা হয়। এই সমস্ত কারণ হইতে এবং শুক্রদোষ হইতে পুরুষও বন্ধ্য হইয়া থাকে। গর্ভস্রাবী, মৃতবৎসা, স্ত্রীপ্রসূতি ও কাকবন্ধ্যা নামক আর চারি প্রকার গর্ভদোষ স্ত্রীলোকদিগের দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের অকালে গর্ভস্রাব হইয়া যায়, তাহাদিগকে গর্ভস্রাবী; যাহাদের যথাকালে প্রসব হইয়াও অল্পকাল মধ্যে সন্তান বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগকে মৃতবৎসা, যাহারা কেবল কন্যা প্রসব করে, তাহাদিগকে স্ত্রীপ্রসূতি এবং যাহারা একবার মাত্র প্রসব করে, তাহাদিগকে কাকবন্ধ্যা বলা যায়॥ ১—৪

জয়সুন্দরঃ।

সুবর্ণং রজতং তাম্রং তাপ্যসত্ত্বঞ্চ বৈকৃতম্।
একৈকং নিষ্কমানেন সংশুদ্ধং পরিমারিতম্॥ ৫॥
এতচ্চতুর্গুণং সূতং সূতাদ্দ্বিগুণগন্ধকম্।
মর্দ্দয়েল্লক্ষ্মণাতোয়ৈর্বন্ধ্যাশীবরসৈরপি॥
কাচকূপ্যাং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা তাম্রপাত্রং মুখে ন্যসেৎ॥ ৬॥
বিলিপ্তেদ্ভিতঃ কূপীমঙ্গুলোৎসেধয়া মৃদা।
বিশোষ্য চ পুটং দত্ত্বা ভূমৌ নিক্ষিপ্য কূপিকাম্॥ ৭॥
গজাখ্যপুটপর্য্যাপ্তিঃ শাণকর্ষমিতোৎপলৈঃ।
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েল্লক্ষ্মণাদ্রবৈঃ॥ ৮॥

সপ্তবারং বিশোষ্যাথ করণ্ডান্তর্বিনিক্ষিপেৎ ।
অশ্বগন্ধারজোযুক্তস্তাম্রগোক্ষীরসংযুতঃ ॥ ৯ ॥
সেবিতো গুঞ্জয়া তুল্যঃ সিতয়া চ রসোত্তমঃ ॥
মাসত্রয়প্রয়োগেণ বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ॥ ১০ ॥
* পুত্রিণীং স্নানশুদ্ধাঞ্চ গলজ্জলকচাম্বরাম্ ।
গব্যাজপয়সা সিদ্ধং তত্তদন্নং হি ভোজয়েৎ ॥ ১১
ঋতাবৃতাবিদং দেয়ং যাবন্মাসত্রয়ং ভবেৎ ।
রসেন্দ্রঃ কথিত সোঽয়ং চম্পকারণ্যবাসিভিঃ ॥ ১২ ॥
পূর্ণামৃতাখ্যযোগীন্দ্রৈর্নামতো জয়সুন্দরঃ ।
সেবিতেঽস্মিন্ রসে স্ত্রীণাং ন ভবেৎ সূতিকাগদঃ ॥ ১৩
ভবেৎ পুত্রশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পণ্ডিতো ভাগ্যমণ্ডিতঃ ॥ ১৪ ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও বৈক্রান্ত, শোধিত ও জারিত এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক নিষ্ক (চারি মাষা), পারদ চারি নিষ্ক (১৬ ষোল মাষা), এবং গন্ধক আট নিষ্ক (৩২ মাষা) ; এই সকল দ্রব্য লক্ষ্মণামূলের কাথ ও বন্ধুজীবকের (বান্ধুলীর) রস সহ মর্দ্দন করিয়া, শুষ্ক হইলে কাচকূপীর (বোতলের) মধ্যে পূরণ করিবে ও তাম্রপাত্র দ্বারা বোতলের মুখ রুদ্ধ করিবে। তৎপরে বোতলের উপর এক অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, ভূগর্ভে গজপুটে তাহা পাক করিতে হইবে। অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের বনঘুঁটে দ্বারা গজপুট পূর্ণ করিবে। পাকের পর শীতল হইলে বোতলমধ্যস্থ ঔষধ চূর্ণ করিবে এবং তাহাতে সাতবার লক্ষ্মণামূলের কাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ এক রতি মাত্রায় অশ্বগন্ধাচূর্ণ চিনি ও তাম্রপাত্রে সিদ্ধ গব্য দুগ্ধের সহিত তিন মাস সেবন করিলে বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়। পুত্রার্থিনী নারী ঋতুস্নানের পর শুদ্ধ হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে ও আর্দ্রকেশে এই ঔষধ সেবন করিয়া গব্যদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ সহ সিদ্ধ তদুপযোগী অন্ন ভোজন করিবে। তিন মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুতেই এইরূপ পথ্য ভোজন করিতে হইবে। চম্পকারণ্যবাসী পূর্ণামৃত নামক যোগীন্দ্র কর্ত্তৃক এই জয়সুন্দর নামক উৎকৃষ্ট রস উপদিষ্ট হইয়াছিল। ইহা সেবন করিলে স্ত্রীগণের সূতিকা রোগ হয় না এবং তাহাদের গর্ভজাত পুত্রও দীর্ঘায়ুঃ পণ্ডিত ও ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে ॥ ৫—১৪

* পুত্রিণ্যৈ স্নানশুদ্ধায়ৈ জরৎকৌশিকচঞ্চুনী ।
গব্যাজ্যেন চ সংসাধ্য তৎ তদানীং হি ভোজয়েৎ ॥
ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

রত্নভাগোত্তরঃ ।

বজ্রং মরকতং পদ্মরাগং পুষ্পঞ্চ নীলকম্ ।
বৈদূর্য্যং বাহুখং গোমেদং মৌক্তিকং বিদ্রুমং তথা ॥ ১৫॥
পঞ্চগুঞ্জামিতং সর্ব্বং রত্নং ভাগোত্তরং পরম্ ।
তত্তচ্ছাস্ত্রোক্তবিধানেন ভস্মীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বস্মাদষ্টগুণিতং ভস্ম বৈক্রান্তসম্ভবম্ ।
তত্তুল্যং তাপ্যজং ভস্ম তদ্বদ্বিমলভস্ম চ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বতস্ত্রিগুণাং তুল্যাং রসগন্ধককজ্জলীম্ ।
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্য ছাগীদুগ্ধেন তদ্দিনম্ ॥ ১৮ ॥
বিধায় পর্পটীং যত্নাৎ পরিচূর্ণ্য প্রযত্নতঃ ।
বন্ধ্যাককোটকীপূর্ণকাথেন পরিমর্দ্দয়েৎ ॥ ১৯ ॥
কানেনোৎপলবিংশত্যা পুটেৎ ষোড়শবারকম্ ।
এবং রসো বিনিষ্পন্নো রত্নভাগোত্তরাভিধঃ ॥ ২০
মহাবন্ধ্যাদিবন্ধ্যানাং সর্ব্বাসাং সন্ততিপ্রদঃ ।
দেবীশাস্ত্রে বিনির্দ্দিষ্টঃ পুংসাং বন্ধ্যত্বরোগনুৎ ॥ ২১ ।
সোঽয়ং পাচনদীপনো গদহরো বৃষ্যস্তথা গর্ভিণী-
সর্ব্বব্যাধিবিনাশনো রতিকরঃ পাণ্ডুপ্রচণ্ডার্ত্তিনুৎ ।
ধন্যো বৃদ্ধিকরশ্চ পুত্রজননঃ সৌভাগ্যকৃদ্‌যোষিতাং
নির্দ্দোষস্মরমন্দিরাময়হরো যোগাদশেষার্ত্তিনুৎ ॥ ২১ ॥

হীরক, মরকত, পদ্মরাগ (পান্না), পুষ্পরাগ (পোখরাজ), নীলকান্ত, বৈদূর্য্য, গোমেদ, মুক্তা ও প্রবাল এই সমস্ত রত্ন প্রত্যেক পাঁচ রতি, তচ্ছাস্ত্রোক্তবিধানানুসারে এই সকলের ভস্ম প্রস্তুত করিবে। তৎপরে বৈক্রান্ত স্বর্ণমাক্ষিক ও বিমল ইহাদের প্রত্যেকের ভস্ম সর্ব্বসমষ্টির আট গুণ এবং সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী সমুদায়ের তিন গুণ ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ছাগ দুগ্ধের সহিত দুই দিন মর্দ্দন করিয়া, তাহার পর্পটী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া, তিৎকাকরোলের কাথের সহিত তাহা মর্দ্দন করিবে এবং কুড়িখানি বনঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিবে। এইরূপ ষোলবার মর্দ্দন ও পুটপাক করিলে, রত্নভাগোত্তর রস সম্পাদিত হয়। দেবীশাস্ত্রোক্ত এই রস প্রবল বন্ধ্যা-

দোষগ্রস্তা নারীদিগের পুত্রোৎপাদক, এবং পুরুষদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষনিবারক। এই ঔষধ পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, সর্ব্বরোগনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভিণীদিগের সমুদায় রোগনিবারক, রতিজনক, পাণ্ডুরোগনাশক, বুদ্ধিজনক, পুত্রোৎপাদক, স্ত্রীগণের সৌভাগ্যজনক, যোনিদোষনিবারক এবং ঔষধ বিশেষের সংযোগানুসারে সকল রোগনাশক ॥ ১৫—২২

চক্রিকাবন্ধঃ।

গন্ধকঃ পলমাত্রশ্চ পৃথগক্ষৌ শিলালকৌ।
ত্রিদিনং মর্দ্দয়িত্বাথ বিদধ্যাৎ কজ্জলীং শুভাম্ ॥ ২৩ ॥
বিসারকারমূষায়াং কজ্জলীং নিক্ষিপেত্ততঃ।
দ্বিপলস্ত চ তাম্রস্ত তন্মুখে চক্রিকাং ন্যসেৎ ॥ ২৪ ॥
সংনিরুধ্যাতিযত্নেন সন্ধিবন্ধে বিশোষিতে।
ততঃ করিপুটার্দ্ধেন পাকং সম্যক্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৫ ॥
স্বতঃশীতং সমুদ্ধৃত্য চক্রিকাং পরিচূর্ণয়েৎ।
স্থাপয়েৎ কূপিকামধ্যে বস্ত্রেণ পরিগালিতম্ ॥ ২৬ ॥
রসোঽয়ং চক্রিকাবন্ধস্তত্তদ্রোগহরৌষধৈঃ।
দাতব্যঃ শূলরোগেষু মূলে গুল্মে ভগন্দরে ॥ ২৭ চ
গ্রহণ্যামগ্নিমান্দ্যে চ বিদ্রধৌ জঠরাময়ে।
নাগোদরে তথোপবিষ্টকে জলকুম্ভকে ॥ ২৮ ॥
স্কন্দেনামন্দকৃপয়া ত্রৈলোক্যত্রাণহেতবে।
চক্রিকাবন্ধনামায়ং প্রসূতরোগদাপহঃ ॥ ২৯ ॥

গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক দুইতোলা, একত্র তিন দিন মর্দ্দন করিয়া সূক্ষ্ম কজ্জলী করিবে এবং সেই কজ্জলী মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, দুইপল তাম্রের চক্রী (চাকী) দ্বারা মূষামুখ আচ্ছাদিত করিবে। সন্ধিস্থান উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক হইলে অর্দ্ধ গজপুটে তাহা পাক করিবে। পাকের পর শীতল হইলে, ঔষধ ও তাম্রচক্রী চূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং কূপীমধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। এই চক্রিকাবন্ধ নামক রস তত্তৎ রোগনাশক ঔষধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। শূল, অর্শঃ, গুল্ম, ভগন্দর, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, বিদ্রধি, উদরাময়, নাগোদর, উপবিষ্টক, জলকুম্ভ ও প্রসূতা স্ত্রীগণের সূতিকারোগ এই ঔষধ দ্বারা নিবারিত হয়। ত্রিলোক রক্ষার জন্য কৃপাবান্ স্কন্দ এই চক্রিকাবন্ধ নামক রস উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ – ২৯

বর্দ্ধমানঃ।

পলার্দ্ধপ্রমিতে স্বর্ণে তাম্রং দত্ত্বাঽক্ষমাত্রকম্।
নির্ব্বাপয়েচ্ছতং বারং নিক্ষিপ্য কপিকচ্ছজে ॥ ৩০ ॥
ততশ্চ সারণাযন্ত্রে সূত্রস্থানসমীরিতে।
সারণাতৈলসংযুক্তং জীর্ণষড়্গুণগন্ধকম্ ॥ ৩১ ॥
রসং হি দ্বিপলং ক্ষিপ্ত্বা সারণাবিধিযোগতঃ।
সারয়িত্বা ততঃ পশ্চাৎ পিষ্টং সূতং প্রযত্নতঃ ॥ ৩২ ॥
সূত্রপ্রোক্তেষ্টিকাযন্ত্রে ত্রেধা বেষ্ট্য চ বাসসা।
মাতুলুঙ্গরসাপিষ্টং চতুর্নিষ্কমিতং ... ॥ ৩৩ ॥
ঊর্দ্ধঞ্চ বিনিধায়াথ জারয়িত্বা চতুর্গুণম্।
তমাদায় রসং সম্যক্ চূর্ণ্য পরিগাল্য চ ॥ ৩৪ ॥
সপ্তাংশেন মৃতং বজ্রং সমং বৈক্রান্তকং মৃতম্।
নিক্ষিপ্য লিঙ্গিকাপত্ররসৈরাপূর্য্য বাসরম্ ॥ ৩৫ ॥
পুটেদ্দ্বাদশবারাণি রুদ্ধা দ্বাদশকোপলৈঃ।
বন্ধুজীবরসেনাথ লক্ষ্মণাস্বরসেন চ ॥ ৩৬ ॥
পুনঃ সংচূর্ণ্য সংপূজ্য যোগিনীপিতৃদেবতাঃ।
পুত্রেচ্ছাপূর্ণনায্যাচ সেবিতশ্চ বিধানতঃ ॥ ৩৭ ॥
ইতি কৃত্ব প্রয়াদ্‌গর্ভং যথা সাভ্যন্তরাৎ খলু।
আদিবর্দ্ধাদিকা বন্ধ্যা যাশ্চান্যা দুষ্টযোনয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রাপ্নুয়ুর্জীবপুত্রং হি ভাগ্যসৌভাগ্যসংযুতম্।
পুংসামপি চ বন্ধ্যাত্বং হরেত্তস্মেব চ ॥ ৩৯ ॥
বীজদোষা বিচিত্রাশ্চ বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥
ব্রহ্মজোতির্মুনিবরমতো বর্দ্ধমানো রসোঽয়ং
বন্ধ্যারোগং হরতি সকলং যোনিদোষানশেষান্।
সূতীরোগানপি বহুবিধান্ দুঃখসাধ্যান্ সমস্তান্
রোগানন্যানপি রসবরো যোগযুক্তো নিহন্তি ॥ ৪১ ॥

স্বর্ণ চারি তোলা ও তাম্র দুই তোলা, প্রথমতঃ শতবার উত্তপ্ত করিয়া আলকুশীর কাথে নির্ব্বাপিত করিয়া লইবে। তৎপরে সূত্রস্থানোক্ত সারণাযন্ত্রে ছয়গুণ গন্ধক, তৈল ও পারদ দুইপল নিক্ষেপ করিবে, এবং সারণাবিধি অনুসারে জারিত করিবে। অতঃপর পিণ্ডীভূত সেই পারদ সূত্রস্থানোক্ত ইষ্টিকা যন্ত্র বদ্ধ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ৩ বার বেষ্টন করিবে। পারদ যন্ত্রবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে মাতুলুঙ্গলেবুর রসসহ পিষ্ট ৪ নিষ্ক গন্ধক তাহার উপর প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি জারিত করিবে। পাক শেষে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ও তাহা

মূলং পিবেদ্রাজতরোঃ শরীরং
মাসদ্বয়ং তেন বিলেপয়েত ॥ ২১ ॥
যদ্বা সুচূর্ণীকৃতচক্রমর্দ্দ-
বীজং সুগোমূত্রপরিপ্লুতং চ।
অর্কস্নুহীক্ষীরনিশাদ্বয়েন
যুক্তং ভজেন্মণ্ডলনাশনায় ॥ ২২ ॥

যোগ।—একভাগ পারদ ও আটভাগ রৌপ্য (মতান্তরে হরিতাল) এবং আটভাগ জয়া (সিদ্ধি) একত্র গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে দুই মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে, স্পর্শবাতরোগ নিবারিত হয়। রাজতরুর (সোন্দাল) মূল উপযুক্ত মাত্রায় পেষণ করিয়া পান করিলে, এবং ঐ মূল গাত্রে লেপন করিলে, দুই মাস মধ্যে স্পর্শবাত বিনষ্ট হয়। চাকুন্দেবীজের চূর্ণ, আকন্দের আঠা, সীজের আঠা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, মণ্ডলচিহ্ন বিনষ্ট হয় ॥ ২০—২২

স্পর্শবাতান্তকৃদ্বটিকা।

অষ্টৌ ভাগা রসস্য স্যুর্ব্বিষতিন্দোর্দ্দশৈব চ।
গন্ধকস্য দশ দ্বৌ চ কটুত্রিফলয়োস্ত্রয়ঃ ॥
বহ্নিচিত্রকমুস্তানাং বচাশ্বগন্ধয়োরপি ॥ ২৩ ॥
রেণুকাবিষকুষ্ঠানাং পিপ্পলীমূলনাগয়োঃ।
একৈকস্তু ভবেদ্ভাগঃ কৃত্বা ভাব্যাস্তথৈব চ ॥ ২৪ ॥
চতুর্বিংশদ্গুড়চ্যাশ্চ বটিকা চণকাকৃতিঃ। *
ক্রমশো বানুসেবেত স্পর্শবাতাপনুত্তয়ে ॥ ২৫ ॥

পারদ আটভাগ, বিষতিন্দু (কুঁচিলা) দশ ভাগ, গন্ধক বার ভাগ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) ও ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী বহেড়া) প্রত্যেক তিন ভাগ; এবং ভেলা, চিতামূল, মুতা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুকা, মিঠা-বিষ, কুড়, পিপুলমূল ও নাগকেশর প্রত্যেক এক ভাগ, এই সকল দ্রব্য চব্বিশ ভাগ গুলঞ্চের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। স্পর্শবাত শান্তির জন্য এই বটিকা প্রত্যহ সেবন করিতে হইবে ॥ ২৩—২৫

* একৈকস্তু ভবেদ্ভাগ একঃ কল্পোঽয়মস্তথা। চতুর্ব্বিংশদ্ গুড়স্যাত্র বটিকা চণকাকৃতিঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

স্পর্শবাতারিতৈলম্।

ত্রিগন্ধকং তুত্থকমশ্বগন্ধা-
হয়ারিনাগাশৃতিবায়সীনাম্।
মূলানি সংচূর্ণ্য সুভাণ্ডকে চ
তৈলং ক্ষিপেত্তেন চতুর্গুণেন ॥ ২৬ ॥
পক্কার্কপত্রোত্থরসেন পশ্চাদ্
বিপাচয়েদষ্টগুণেন যত্নাৎ।
তৎ স্পর্শবাতায় ভবেদ্ধি তৈলং
বিলেপয়েত্তেন চ তৎপ্রদেশম্ ॥ ২৭ ॥
হিমাবতীক্বাথবিপাচিতং চ
স্পর্শপ্রণাশায় দদেত্ত্রিগন্ধম্ ॥ ২৮ ॥

গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে, অশ্বগন্ধা মূল, করবীর মূল, নাগবলা মূল ও বায়সী (কাকমাচী) মূল এই সকলের চূর্ণ একভাগ, এবং পাকা আকন্দপত্রের রস আট ভাগ, এই সমুদায়ের সহিত চারিভাগ তৈল পাক করিয়া, স্পর্শবাতরোগ শান্তির জন্য, সেই সেই স্থানে ঐ তৈল মালিশ করিবে। অথবা গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা এবং হিমাবতী কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল স্পর্শজ্ঞান-শূন্য স্থানে মালিশ করিবে ॥ ২৬—২৮

হিমাবতীকন্দবিলেপনাচ্চ
স্পর্শপ্রদেশঃ ক্ষয়মেতি যত্নাৎ।
যবানিকাসিদ্ধঘৃতেন পশ্চাৎ
স্পর্শপ্রণাশায় বিলেপয়েত ॥ ২৯ ॥
অর্কোত্থদুগ্ধেন বিলেপনাচ্চ
স্ফোটা ভবেত্তস্য ততঃ প্রদেশঃ।
ঘৃতেন চোক্তেন বিলেপনাদ্বা-
স্পর্শো লয়ং যাতি চ তৎক্ষণেন ॥ ৩০ ॥
যদ্বা হলীসূরণকং সিতাশ্চ
স্পর্শাস্তকঃ স্যাৎ খলু লেপনেন।
আদৌ শিরামোক্ষণতো রসেন্দ্র-
বিলেপনংশ্চাপি নিষেজয়ন্তি ॥ ৩১ ॥

যোগ।—হিমাবতীর কন্দ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও স্পর্শহানিরোগ বিনষ্ট হয়। যোয়ানের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত স্পর্শজ্ঞান শূন্য স্থানে লেপন করিবে। স্পর্শজ্ঞান-শূন্য স্থানে আকন্দের আঠার প্রলেপ

দিলে, প্রথমতঃ সেইস্থানে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তৎপরে সেই সকল স্ফোটকের উপর পূর্ব্বোক্ত ঘৃত মালিশ করিবে, তাহাতে স্পর্শ-জ্ঞানহানি বিনষ্ট হইবে। অথবা লাঙ্গলীবিষ, ওল ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে; তাহাতেও স্পর্শবাত বিনষ্ট হয়। প্রথমতঃ শিরামোক্ষণ করিয়া তৎপরে সেই স্থানে পারদ লেপন করিলেও স্পর্শবাত নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৯—৩১

গন্ধাশ্মগর্ভরসঃ।

গন্ধং রসেনাষ্টগুণং বিমর্দ্দ্য
কৃশানুতোয়েন বিপাচয়েৎ তু।
মৃদ্বগ্নিনা লোহময়ে চ পাত্রে
বিষেণ পশ্চাদথ সিদ্ধিমেতি॥ ৩২॥
গন্ধাশ্মগর্ভো হি রসোঽস্য সর্ব্ব-
স্পর্শপ্রণুত্ত্যৈ ভজ বল্লযুগ্মম্।
সক্ষীরমন্নং সঘৃতং চ ভোজ্যং
বর্জ্যং চ সর্ব্বং পরিবর্জনীয়ম্॥ ৩৩॥

পারদ একভাগ ও গন্ধক আটভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া, চিতামূলের কাথসহ লৌহ পাত্রে মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে এবং তৎপরে তাহার সহিত একভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে। এই গন্ধাশ্মগর্ভরস দুই বল্ল (৬রতি) মাত্রায় সেবন করিয়া ঘৃতমিশ্রিত অন্ন দুগ্ধসহ পথ্য করিবে এবং পরিত্যজ্য আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করিবে॥ ৩২।৩৩

গন্ধাশ্মগর্ভরসঃ।

গন্ধকং চূর্ণিতং কৃত্বা সূক্ষ্মবস্ত্রেণ বধ্য চ।
ভাণ্ডে গোদুগ্ধকং দত্বাচ্ছাদ্যাথো খর্পরেণ চ॥ ৩৪॥
অগ্নিং প্রজ্বালয়েদূর্দ্ধং পশ্চাচ্ছীতং সমুদ্ধরেৎ।
গন্ধকাষ্টমভাগেন রসং দত্বাঽথ পাচয়েৎ॥ ৩৫॥
মৃদ্বগ্নিনা শীতভূমাবুত্তার্য্যোত্তার্য্য যত্নতঃ।
যাবদ্গন্ধকরূপস্য পূর্ব্বস্য হ্রস্বতা ভবেৎ॥ ৩৬॥
সপ্তগুঞ্জং দদীতাস্য যাবৎ স্যাদেকবিংশতিঃ।
প্রত্যহং তু হরীতক্যা গুঞ্জা দেয়ৈকবিংশতিঃ॥ ৩৭॥
সক্ষীরং সঘৃতং চান্নং ভোজয়ীত সশর্করম্।
নির্ব্বাতে চাবতিষ্ঠেত কম্পস্পর্শাপনুত্তয়ে॥
গন্ধাশ্মগর্ভসংজ্ঞোঽয়ং যোগিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৮॥

অন্যবিধ।—গন্ধক চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে তাহা বান্ধিবে, এবং গোদুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ডে রাখিয়া উপরে খর্পর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপরে অগ্নিজ্বাল দিবে। ইহাতে গন্ধক দ্রবীভূত হইবে। পরে শীতল হইলে, সেই গন্ধক সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত গন্ধকের অষ্টমাংশ পরিমিত পারদ মিশ্রিত করিবে; এবং মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে। শীতল হইলে পুনর্ব্বার পাক করিয়া পুনর্ব্বার শীতল করিবে। এইরূপে যতক্ষণ গন্ধকের রূপ বিকৃতি না হয়, ততক্ষণ পুনঃপুনঃ শীতল করিয়া পাক করিবে। এই ঔষধ সাত রতি হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশতি রতি পর্য্যন্ত মাত্রায়, একবিংশতি রতি হরীতকীচূর্ণের সহিত প্রত্যহ সেবন করিবে। ঘৃত এবং দুগ্ধ ও চিনির সহিত অন্ন পথ্য করিবে এবং নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান করিবে। ইহাদ্বারা কম্পবাত ও স্পর্শবাত নিবারিত হয়। এই গন্ধাশ্মগর্ভনামক ঔষধ যোগিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট॥ ৩৪—৩৮

স্পর্শবাতারিরসঃ।

পলাশবীজোত্থরসেন সূতং
গন্ধেন যুক্তং পরিমর্দ্দয়ীত।
শ্লক্ষ্ণীকৃতে তদ্বিষমুষ্টিবীজং
সংযোজনীয়ং চ কলাপ্রমাণম্॥ ৩৯॥
মাসত্রয়ং নিষ্কমিতং প্রযত্নাৎ
তৎ স্পর্শনুত্ত্যৈ খলু সেবয়েত॥ ৪০॥

পলাশবীজের রসে গন্ধক ও পারদ মর্দ্দন করিবে, এবং মসৃণ হইলে তাহার সহিত ষোড়শাংশ পরিমিত বিষমুষ্টির (কুঁচিলার) বীজ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ চারিমাষা মাত্রায় তিনমাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে, স্পর্শ-জ্ঞানহানির উপশম হইয়া থাকে॥ ৩৯।৪০

অথ রক্তবাতলক্ষণম্।

পাদয়োশ্চ ভবেত্তাপঃ শ্বয়থুশ্চ প্রজায়তে।
রক্তচ্ছায়া শরীরে চ রক্তবাতস্য লক্ষণম্॥ ৪১॥

রক্তবাতলক্ষণ।—পদদ্বয়ে দাহ ও শোথ এবং শরীরে রক্তবর্ণ আভা প্রকাশিত হইলে, তাহাকেই রক্তবাতলক্ষণ কহে॥ ৪১

ত্রিযোনিরসগুঞ্জৈকাং প্রথমং দাপয়েদ্ভিষক্।
হরীতক্যামলক্যৌ চ গুড়ূচীং কটুকাং তথা॥ ৪২॥
পঞ্চাঙ্গানি চ নিম্বস্য চূর্ণয়িত্বা চ দাপয়েৎ।
কোকিলাক্ষস্য মূলানি গুড়ূচীনাগরং তথা॥ ৪৩॥
ক্বাথয়িত্বা রজন্যাঞ্চ পায়য়েদতিশীতলম্।
অগ্রে শিরাবিমোক্ষার্থং যবচিঞ্চাবিরেচনম্॥ ৪৪॥
বান্তিমঙ্কোলবীজেন দেবদালীজলেন বা।
সূরণং মাষবৃন্তাকং রাজিকাদি বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৫॥

চিকিৎসা। এই রোগে প্রথমতঃ ত্রিযোনি রস এক রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। হরীতকী, আমলকী, গুলঞ্চ, কট্কী ও নিমের পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ মূল, বল্কল, পত্র, ফুল ও ফল এই সকলের চূর্ণ করিয়া তাহা সেবন করিতে দিবে। অথবা কুলখড়ার মূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই সকলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহা রাত্রিতে পান করাইবে। ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে শিরামোক্ষণ কর্ত্তব্য, তৎপূর্ব্বে যবক্ষার ও চিঞ্চাক্ষার (তেঁতুল ক্ষার) সেবন করাইয়া বিরেচন ও অঙ্কোলবীজের ক্বাথ বা দেবদালীর (ঘোষাবিশেষের) ক্বাথ দ্বারা বমন করান আবশ্যক। ওল, মাষকলাই, বেগুন ও রাই সর্ষপাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য বর্জ্জন করিবে॥ ৪২-৪৫

অথামবাত-লক্ষণম্।

কট্যাং ব্যথা ভবেন্নিত্যং সন্ধিষু শ্বয়থুর্ভবেৎ।
উত্থানেঽপ্যসমর্থত্বমামবাতস্য লক্ষণম্॥ ৪৬॥

আমবাত লক্ষণ।—কটীদেশে নিত্য ব্যথা, সন্ধি স্থান সমূহে শোথ, এবং উত্থান শক্তিরও অভাব, এই গুলি আমবাতের লক্ষণ॥ ৪৬

এরণ্ডতৈলসংযুক্তং বাতারিরসমেব চ।
আমবাতপ্রশান্ত্যর্থং দদীতোষ্ণেন বারিণা॥ ৪৭॥
আমানিলস্যাস্য রসোঽনিলারিশ্চৈরণ্ডতৈলেন সকৌশিকেন।
কটুত্রয়েণাপি সগন্ধকেন বল্লৈকমানং পরিসেবয়েত॥ ৪৮॥
আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এবাগ্রণীর্হন্তা এরণ্ডস্নেহকেসরী॥ ৪৯॥

চিকিৎসা।—আমবাত শান্তির জন্য এরণ্ড তৈল মিশ্রিত বাতারি রস উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অনিলারি রস এরণ্ড তৈলের সহিত অথবা গুগ্গুলুর সহিত কিংবা ত্রিকটু চূর্ণের সহিত অথবা গন্ধকের সহিত তিন রতি মাত্রায় সেবন করিতে দিলেও আমবাতের শান্তি হয়। একমাত্র এরণ্ডতৈলরূপ সিংহই শরীর-বনচারী আমবাত-রূপ গজেন্দ্রের নিধনকর্ত্তা॥ ৪৭—৪৯

অথাপস্মার-লক্ষণম্।

মূর্চ্ছা শরীরস্য ভবেদকস্মাদ
গাত্রেষু কম্পশ্চ মুখে চ ফেনঃ।
এবং ত্বপস্মারগদং বিদিত্বা
নিয়োজয়েৎ পর্পটিকাখ্যসূতম্॥ ৫০॥

অপস্মার লক্ষণ।—অকস্মাৎ মূর্চ্ছা, গাত্র-কম্প এবং মুখ হইতে ফেননির্গম, এই সকল লক্ষণ দ্বারা অপস্মার রোগ অবগত হইয়া, তাহাতে পর্পটীরস প্রয়োগ করিবে॥ ৫০

পর্পটীরসগুঞ্জে দ্বে ব্রাহ্মীরসসমন্বিতে।
খাদয়েদ্রোগিণঃ বৈদ্যোঽপস্মারানিলশান্তয়ে॥ ৫১॥
ব্রাহ্মীশুণ্ঠীবচাকুষ্ঠং নীলোৎপলসসৈন্ধবম্।
পিপ্পলীমপি সংচূর্ণ্য ব্রাহ্মীদ্রাবেণ ভাবয়েৎ॥ ৫২॥
সপ্তধা নবনীতেন পচেৎ ক্ষিপ্ত্বা ঘৃতং শুচৌ।
বরাহকর্ণরক্তেন কর্কোট্যা নস্যমাচরেৎ॥ ৫৩॥
শুষ্কাং গবাক্ষীমাদায় পিষ্ট্বা কাংস্যং চ কর্দমম্।
গোঘৃতেনায়সং পিষ্ট্বাঽপস্মারতো নস্যমাচরেৎ॥ ৫৪॥
শ্বেতাপরাজিতাবীজং বিজয়াবীজমেব চ।
নরমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং দদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ॥ ৫৫॥
উন্মত্তকশুনোঽস্থীনি ঘৃষ্ট্বা তেনৈব বা কুরু।
শ্বেতাপরাজিতাবীজং কর্ণে বদ্ধা সদা বুধঃ॥
নির্গুণ্ডীমূলকং জপ্ত্বা অপস্মরাদ্বিমুচ্যতে॥ ৫৬॥

চিকিৎসা।—অপস্মারবায়ু শান্তির জন্য পর্পটী রস দুই রতি মাত্রায় ব্রাহ্মীরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া, চিকিৎসক রোগিকে তাহা সেবন করাইবেন। ব্রাহ্মী, শুঁঠ, বচ, কুড়, নীলোৎপল, সৈন্ধব ও পিপুল চূর্ণ করিয়া, ব্রাহ্মীরস ও নবনীত দ্বারা সাতবার করিয়া তাহাতে ভাবনা

দিবে; তৎপরে পরিষ্কৃত পাত্রে ঘৃতের সহিত তাহা পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। অপস্মার বেগ উপস্থিত হইলে, কর্কোটীর (পীতঘোষার) চূর্ণ বরাহ কর্ণের রক্তসহ মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। অথবা শুষ্ক গবাক্ষীর (ইন্দ্রবারুণীর) চূর্ণ, লৌহভস্ম ও কম্বল (মেষলোম) গব্য ঘৃতের সহিত কাংস্য পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে। কিংবা শ্বেত অপরাজিতার বীজ ও সিদ্ধিবীজ নরমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, চিকিৎসক তাহারই নস্য প্রয়োগ করিবেন। উন্মত্ত কুকুরের অস্থি ঘর্ষণ করিয়া, তাহার নস্য প্রয়োগ করিলেও অপস্মার বেগ প্রশমিত হয়। অপস্মার শান্তির জন্য শ্বেত অপরাজিতার বীজ কর্ণে বান্ধিয়া রাখিবে; এবং নিসিন্দার মূল পেষণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিবে ॥ ৫১—৫৬

অথোন্মাদলক্ষণম্।

বহু কৃত্বা প্রলাপৈশ্চ বিস্মৃতিঃ কার্য্যবস্তুনু।
হন্তি ধাবতি সর্ব্বত্রোন্মাদবাতস্য লক্ষণম্ ॥ ৫৭ ॥

উন্মাদ লক্ষণ।—বহু প্রলাপ ভাষণ, কর্ত্তব্য বিষয়ে বিস্মৃতি এবং অন্য ব্যক্তিকে প্রহার করা ও সর্ব্বত্র দৌড়াইয়া বেড়ান, এই গুলি উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ ॥ ৫৭

পর্পটীরসগুঞ্জাষ্টৌ ধত্তূরাদ্বীজপঞ্চকম্।
গোঘৃতেন চ সংযোজ্য খাদেদুন্মাদশান্তয়ে ॥ ৫৮ ॥
সঘৃতং মাষমণ্ডং বা পায়য়েদ্ ঘৃতদুগ্ধকম্।
নিম্বতৈলং সমুদ্ধৃত্য হ্যভ্যজ্যাপাদমস্তকম্ ॥ ৫৯ ॥
গুর্ব্বন্নং প্রায়শো দদ্যাচ্ছুষ্কশাকং চ বর্জ্জয়েৎ।
বদ্ধাঽপি রক্ষয়েত্তাবদ্যাবচ্ছান্তিং স গচ্ছতি ॥
মাহেশ্বরাখ্যধূপং চ দাপয়েৎ সততং নিশি ॥ ৬০ ॥

চিকিৎসা।—উন্মাদ রোগ শান্তির জন্য পর্পটীরস আট রতি ও ধুস্তুরাবীজ পাঁচটি গব্যঘৃতের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে এবং গব্যঘৃত মিশ্রিত মাষমণ্ড বা ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দিবে। রোগির আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গে নিমের তৈল অভ্যঙ্গ করাইবে। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। শুষ্ক শাক ভোজন পরিত্যাগ করাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত রোগের শান্তি না হয়, ততদিন রোগিকে বান্ধিয়া রাখিবে। রাত্রিকালে রোগির গাত্রে মাহেশ্বর ধূপ প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৮—৬০

মাহেশ্বরধূপঃ।

শ্রীবেষ্টং দারুবাহ্লীকং মুস্তাকটুকরোহিণী।
সর্ষপা নিম্বপত্রাণি মদনস্য ফলং বচা ॥ ৬১ ॥
বৃহত্যৌ সর্পনির্ম্মোকঃ কার্পাসাস্থিযবাস্তুষাঃ।
গোশৃঙ্গং খররোমাণি বর্হিপিচ্ছং বিড়ালবিট্ ॥ ৬২ ॥
ছাগরোমঘৃতং চৈব বস্তমূত্রেণ ভাবিতম্।
এষ মাহেশ্বরো ধূপঃ সর্ব্বগ্রহনিবারণঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীবেষ্ট (নবনীত খোটী), দেবদারু, বাহ্লীক (কুঙ্কুম), মুতা, কটকী, সর্ষপ, নিমপত্র, মদনফল, বচ, বৃহতী, কণ্টকারী, সাপের খোলস, কাপাসের বীজ, যব, তুষ, গরুর শিং, গর্দ্দভের লোম, ময়ূরের পুচ্ছ, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগের লোম ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ছাগমূত্রের ভাবনা দিবে। ইহাকেই মাহেশ্বর ধূপ কহে। ইহা সমুদায় গ্রহদোষনিবারক ॥ ৬১—৬৩

অথৈকাঙ্গবাত-লক্ষণম্।

একস্মিন্ দেহদেশে চ তোদঃ কার্শ্যং চলায়তা।
হিমস্পর্শশ্চ দৃশ্যেতৈকাঙ্গবাতস্য লক্ষণম্ ॥ ৬৪ ॥

একাঙ্গ বাতলক্ষণ।—শরীরের একাঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, কৃশতা, চঞ্চলতা ও শীতস্পর্শ এই সকল প্রকাশ পাইলে, তাহাকে একাঙ্গ-বাতের লক্ষণ বলা যায় ॥ ৬৪

পর্পটীরসগুঞ্জাষ্টৌ বক্ষ্যমাণং চ গুগ্গুলুম্।
কর্ষার্দ্ধং খাদয়েৎ সাজ্যমেকাঙ্গানিলশান্তয়ে ॥ ৬৫ ॥
এরণ্ডবহ্নিশুণ্ঠীনাং গুড়ূচ্যাশ্চ কষায়কম্।
অনুপানায় দাতব্যং চণকক্বাথমেব চ ॥ ৬৬ ॥
নলিকাযন্ত্রযোগেন সর্জ্জতৈলং সমুদ্ধরেৎ।
তদভ্যঙ্গপ্রয়োগেণ বাতো দুষ্টঃ প্রশাম্যতি ॥ ৬৭ ॥

একাঙ্গ বাত শান্তির জন্য, পর্পটীরস আট রতি ও বক্ষ্যমাণ (পরবর্ত্তী) গুগ্গুলু এক

তোলা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে; এবং এরণ্ডমূল, চিতামূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠের ক্বাথ বা ছোলার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাই অনুপান করিতে দিবে।

নলিকা যন্ত্র যোগে সর্জ্জ তৈল (ধুনার তৈল) নিষ্কাশিত করিয়া, সেই তৈল অভ্যঙ্গ করাইলে, দুষ্ট বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৬৫—৬৭

অর্দ্ধাঙ্গবায়ৌ শতাবর্য্যাদিচূর্ণম্।

শতাবরী গুড়ূচী চ সারণী গোক্ষুরঃ কণা।
শতাহ্বা দীপ্যকা রাস্না অশ্বগন্ধাশ্মমারকঃ॥ ৬৮॥
কচূরো নাগরশ্চৈতে চূর্ণনীয়াঃ সমাংশকাঃ।
এতৈঃ সর্ব্বৈঃ সমো গ্রাহ্যো গুগ্গুলুর্মহিষাক্ষকঃ॥ ৬৯॥
খণ্ডয়িত্বা ঘৃতেনার্দ্রং পূর্ব্বচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং কর্ষাদ্ধাং গুলিকাং চরেৎ॥ ৭০॥

শতমূলী, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, গোক্ষুর, পিপুল, শুল্ফা, যমানী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, করবীর, কচূর ও শুঁঠ, এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগ এবং মহিষাক্ষ গুগ্গুলু সর্ব্বসমষ্টির সমান; প্রথমতঃ শোধিত গুগ্গুলু ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে; তৎপরে তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সমূহ মিশ্রিত করিয়া ঘৃত সহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। এক তোলা মাত্রায় এই ঔষধ অর্দ্ধাঙ্গবাত প্রভৃতি বাতব্যাধি সমূহে প্রয়োগ করিবে॥ ৬৮—৭০

• যোগরাজগুগ্গুলুঃ। *

(গ্রন্থান্তরেঽস্য পিপ্পল্যাদিগুগ্গুলুরিতিসংজ্ঞা।)
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পাঠাবিড়ঙ্গেন্দ্রযবহিঙ্গুভার্গীবচান্বিতৈঃ॥ ৭১॥
সর্ষপাতিবিষাজাজীরেণুকাকৃষ্ণজীরকৈঃ।
গজকৃষ্ণাজমোদাভ্যাং কটুকামূর্ব্বামিশ্রিতৈঃ॥ ৭২॥
সমভাগান্বিতৈঃ সর্ব্বৈস্ত্রিফলা দ্বিগুণা ভবেৎ।
ত্রিফলাসহিতৈরেতৈঃ সমভাগস্তু গুগ্গুলুঃ॥ ৭৩॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং মধুনা চ পরিপ্লুতম্।
যোগরাজমিমং বিদ্বান্ ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥ ৭৪॥
অর্শাংসি বাতগুল্মং চ পাণ্ডুরোগমরোচকম্।
নাভিশূলমুদাবর্ত্তং প্রমেহং বাতশোণিতম্॥ ৭৫॥
কুষ্ঠং ক্ষয়মপস্মারং হৃদ্রোগং গ্রহণীগদম্।
মহান্তমগ্নিসাদং চ শ্বাসকাসভগন্দরম্॥ ৭৬॥
রেতোদোষাশ্চ যে পুংসাং যোনিদোষাশ্চ যোষিতাম্।
নিহন্যাদাশু তান্ সর্ব্বান্ দুর্ব্বারান্ন চ সংশয়ঃ॥ ৭৭॥
এষ নিষ্পরিহারোঽস্তি পানভোজনমৈথুনে।
সততাভ্যাসযোগেন বলীপলিতনাশনঃ॥
সর্ব্বব্যাধিবিনির্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতত্রয়ম্॥ ৭৮॥
ক্ষীরাজ্যরসভুক্তান্নাং দোষধাতুমলোচিতম্।
বুভুক্ষিতো মাত্রয়াঽন্নমদ্যাদ্গুগ্গুলুসেবকঃ॥ ৭৯॥
দার্ব্বীকাথেন মেহং জয়ন্তীত্যাদি।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, হিং, বামুনহাটী, বচ, সর্ষপ, আতইচ, জীরা, রেণুকা, কৃষ্ণজীরা, গজপিপ্পলী, বনযমানী, কটুকী ও মূর্ব্বামূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী বহেড়া) চূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ এবং গুগ্গুলু ত্রিফলা সহ সমুদায় দ্রব্যের সমান; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মধু মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই যোগরাজ গুগ্গুলু কহে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই গুগ্গুলু উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শঃ, বাতগুল্ম, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, নাভিশূল, উদাবর্ত্ত, কুষ্ঠ, ক্ষয়, অপস্মার, হৃদ্রোগ, গ্রহণী-রোগ, প্রবল অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, ভগন্দর, এবং পুরুষের শুক্রদোষ ও স্ত্রীদিগের যোনিদোষ প্রভৃতি সমুদায় দুর্নিবার রোগ নিশ্চিতই শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন কালে পান ভোজন ও মৈথুন বিষয়ে কোন রূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিলে, বলি ও পলিত (কেশপক্কতা) নিবারিত হয় এবং সর্ব্বব্যাধিমুক্ত হইয়া ত্রিশতবর্ষ জীবিত থাকে। এই গুগ্গুলু সেবনের পর যথাকালে বুভুক্ষু হইয়া পরিমিত মাত্রায় দোষ ধাতু ও মলানু-সারে বিবেচনা পূর্ব্বক দুগ্ধ ঘৃত ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে॥ ৭১—৭৯

যোগরাজগুগ্গুলুঃ। (মতান্তরম্)

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যবানী কারবী তথা।
বিড়ঙ্গান্যজমোদশ্চ জীরকং সুরদারু চ॥ ৮০॥

চব্যেলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং লাক্ষাগোক্ষুরধান্তকম্।
ত্রিফলামুস্তকং ব্যোষং গুড়ুচীরং যবাগ্রজম্ ॥ ৮১ ॥
তালীসপত্রং পত্রং চ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
এতানি সমভাগানি তাবন্মাত্রং চ গুগ্গুলুম্ ॥ ৮২ ॥
সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ।
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রং চ বাতরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥ ৮৩ ॥
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারসেবনাৎ।
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ ॥ ৮৪ ॥
আমবাতাঢ্যবাতাদীন্ কৃমিদুষ্টব্রণানি চ।
প্লীহগুল্মোদরানাহদুর্নামানি বিনাশয়েৎ ॥ ৮৫ ॥
অগ্নিং চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিবলং তথা ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ।—চিতামূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, দেবদারু, চৈ, এলাচ, সৈন্ধব, কুড়, লাক্ষা, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা (হরীতকী আমলকী, বহেড়া), মুথা, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), গুড়ত্বক, বেণামূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ এবং গুগ্গুলু সর্ব্বসমষ্টির সমান, একত্র ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। এই যোগরাজ গুগ্গুলু দুই তোলা বা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। সেবনকালে কোনরূপ বিশেষ নিয়ম পালনের প্রয়োজন নাই। এই যোগরাজ গুগ্গুলু অমৃততুল্য। ইহার দ্বারা আমবাত, ঊরুস্তম্ভ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ ও অর্শঃ বিনষ্ট হয়; অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং তেজঃ ও বল বর্দ্ধিত হয় ॥ ৮০—৮৬

বড়বানলঃ।

শুল্বং তালগন্ধকৌ জলনিধেঃ ফেনোঽগ্নিগর্ভাশয়ঃ
কান্তায়োলবণানি হেমবচয়োর্নীলাঞ্জনং তুত্থকম্।
ভাগো দ্বাদশকো রসস্য তদিদং বজ্রাম্বুঘৃষ্টং শনৈঃ
সিদ্ধোঽয়ং বড়বানলো গজপুটে রোগানশেষান্ জয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
আর্দ্রকস্য দ্রবেণাথ দশবারাণি ভাবয়েৎ।
দিনদ্বয়ং চিত্রকস্য দ্রাবেণৈব তু ভাবয়েৎ ॥ ৮৮ ॥
পাদাংশমমৃতং দত্ত্বা চিত্রদ্রাবৈঃ ক্ষণং পচেৎ।
মাত্রয়া যোজয়েচ্চানু দশমূলশৃতং পয়ঃ ॥ ৮৯ ॥
বাতশ্লেষ্মপ্রধানে চ দদ্যাৎ ত্র্যূষণচিত্রকম্।
স্বেদং চ কটুতুম্বিন্যা প্রযুঞ্জীতাতিযত্নতঃ ॥ ৯০ ॥
দাহে চ ব্যজনং কুর্য্যাচ্ছীতবাতং চ বর্জয়েৎ ॥ ৯১ ॥

তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, সমুদ্রফেন, অগ্নিগর্ভাশয় (অগ্নিজার বৃক্ষ, সমুদ্রজ বৃক্ষবিশেষ), কান্তলৌহ, লবণ, স্বর্ণ, বচ, নীলাঞ্জন ও তুত্থক প্রত্যেক একভাগ, এবং পারদ বার ভাগ; এই সকল দ্রব্য সীজের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে আদার রস দ্বারা দশবার ও চিতামূলের কাথ দ্বারা দুইদিন ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। পরিশেষে মিঠাবিষ একচতুর্থাংশ মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া, চিতার রসের সহিত কিছুক্ষণ পাক করিবে। এই সিদ্ধ বড়বানলরস উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া দশমূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ অনুপান করিতে হইবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান রোগে ত্রিকটু ও চিতামূল অনুপান প্রশস্ত। ইহাতে যত্নপূর্ব্বক তিতলাউএর স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। দাহ হইলে বাহিরের শীতল বায়ু বর্জ্জন করিয়া পাখার বাতাস করিবে ॥ ৮৭—৯১

মার্ত্তণ্ডেশ্বরঃ।

সমতাপ্যযুতং শুল্বং পলবিংশতিমানকম্।
প্রধ্মাতং হি চতুর্বারং খণ্ডয়িত্বা ততশ্চরেৎ ॥ ৯২ ॥
তত্তুল্যং মাক্ষিকেণৈতৎ পুটেদ্বিংশতিবারকম্ ॥ ৯৩ ॥
গন্ধকেন পুটেত্তাবদ্যাবৎ পলমিতং ভবেৎ।
ক্ষিপেৎ পলমিতং তত্র গন্ধকেন হতং রসম্ ॥ ৯৪ ॥
শাণমাত্রং মৃতং বজ্রং সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
ইতি সিদ্ধো রসেন্দ্রোঽয়ং মার্ত্তণ্ডেশ্বরনামবান্ ॥ ৯৫ ॥
কীর্ত্তিতো লোকনাথেন লোকানাং হিতকাম্যয়া।
মরীচঘৃতসংযুক্তঃ সেবিতো মণ্ডলার্দ্ধতঃ ॥ ৯৬ ॥
বাতাদ্যষ্টমহারোগান্ শ্বাসকাসযুতং ক্ষয়ম্।
হলীমকং চ পাণ্ডুং চ জ্বরানপি সুদুস্তরান্ ॥ ৯৭ ॥
ইত্যাদিকগদান্ সর্ব্বান্ বিনাশয়তি নিশ্চিতম্।
করোতি দীপনং তীব্রং দাবানলশতোপমম্ ॥ ৯৮ ॥
সন্নিপাতং হরত্যাশু ব্যোষার্দ্রকসমন্বিতঃ।
সর্ব্বসৌখ্যকরো নৃণাং স্ত্রীণাং বন্ধ্যত্বনাশনঃ ॥ ৯৯ ॥

স্বর্ণমাক্ষিক ও তাম্র প্রত্যেক ২০ পল, এই উভয় দ্রব্য চারিবার অগ্নিতে আধ্মাত করিয়া চূর্ণ করিবে, এবং মধুর সহিত মাড়িয়া

২০ বার পুট দিবে। পরে সমপরিমিত গন্ধকের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বারংবার পুটপাকে দগ্ধ করিয়া, একপল অবশেষ রাখিবে। তৎপরে গন্ধক জারিত পারদ এক পল ও জারিত হীরক অর্দ্ধতোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মার্ত্তণ্ডেশ্বর নামক এই উৎকৃষ্ট রস লোক সমূহের মঙ্গল কামনায় আচার্য্য লোকনাথ উপদেশ করিয়াছেন। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় ২৪ দিন মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে, বাতব্যাধি প্রভৃতি অষ্টবিধ মহারোগ, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, হলীমক, পাণ্ডু ও দুঃসাধ্য জ্বর প্রভৃতি সমুদায় রোগ নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা শতদাবাগ্নির ন্যায় জঠরানল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ত্রিকটুচূর্ণ ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত রোগ প্রশমিত হয়। সর্ব্বরোগে ইহা আরোগ্যপ্রদ এবং স্ত্রীগণের বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারণকারী ॥ ৯২—৯৯

চতুঃসুধারসঃ।

সমভাগে শুদ্ধে হেম্নি নির্ব্যূঢ়ং তাপ্যমুত্তমম্।
শতধা শতধা রৌপ্যে শুল্বে চ শতবারকম্ ॥ ১০০ ॥
ইত্থং সিদ্ধমিদং বীজং পৃথগক্ষপ্রমাণতঃ।
সমাবর্ত্ত্য তদেকত্র রসে পঞ্চপলাত্মকে ॥ ১০১ ॥
বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ জারয়েদতিযত্নতঃ।
তপ্তে খল্বে রসং দত্বা বীজং নিষ্কমিতং তথা ॥ ১০২ ॥
মর্দ্দয়েদতিযত্নেন ভবেত্যাবদ্দিনত্রয়ম্।
পূর্ব্বোক্তকচ্ছপে যন্ত্রে বক্ষ্যমাণবিড়ান্বিতে ॥ ১০৩ ॥
বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বীজমেবমশেষতঃ।
বলিকাসীসকব্যোমকাঙ্ক্ষীসৌবর্চ্চলৈঃ সমৈঃ ॥ ১০৪ ॥
চক্রাঙ্গীরসসংভিন্নৈঃ শতধা বিড়মত্র তৎ।
এবং জারিতসূতেন পলমাত্রেণ তাবতা ॥ ১০৫ ॥
গন্ধকেন চ কর্ত্তব্যা সুস্নিগ্ধা বরকজ্জলী।
লোহপাত্রে ঘৃতোপেতাং দ্রাবয়েত্তাং তু কজ্জলীম্ ॥ ১০৬ ॥
তুল্যসত্ত্বাভ্রভসিতং ক্ষিপ্ত্বা সংমিশ্র্য সর্ব্বশঃ।
রম্ভাপত্রে বিনিক্ষিপ্য কুর্য্যাৎ পর্পটিকাং শুভাম্ ॥ ১০৭ ॥
বিচূর্ণ্য পর্পটীং সম্যগ্বৈক্রান্তং ত্রিংশদংশতঃ।
নিক্ষিপ্য হিঙ্গুতোয়েন শতধা পরিভাবিতম্ ॥ ১০৮ ॥
নিরুধ্য মল্লমূষায়াং স্বেদয়েদতিযত্নতঃ।
পুনঃ সংচূর্ণ্য যত্নেন করণ্ডে বিনিবেশয়েৎ ॥ ১০৯ ॥

সমপরিমিত স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রের সহিত স্বর্ণমাক্ষিক শতবার করিয়া আপ্যায়িত করিবে। তৎপরে সেই বীজ দুইতোলা, পাঁচপল পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া, নিম্নোক্ত নিয়মে জারিত করিবে। তপ্তখল্বে পারদ ও নিষ্কমিত বীজ বারংবার দিয়া তিনদিন মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত গন্ধক, হিরাকস, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও সৌবর্চ্চল লবণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিবে এবং চক্রাঙ্গীর (হিঞ্চেশাকের) রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া শতবার কচ্ছপযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপে জারিত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক এক পল একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে এবং তাহার সহিত সমপরিমিত অভ্রভস্ম মিশাইবে। তৎপরে লৌহপাত্রে ঘৃত সহ তাহা গালিত করিয়া, কদলীপত্রে ঢালিয়া ও কদলীপত্রাচ্ছাদিত মৃৎপোট্টলীর চাপ দিয়া পর্পটী করিবে। পরিশেষে সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত বৈক্রান্তভস্ম ত্রিশ ভাগের এক ভাগ মিশ্রিত করিবে, এবং হিঙ্গুর জল দ্বারা শতবার তাহাতে ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে মল্লমূষায় রুদ্ধ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক তাহা পাক করিবে, এবং চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে ॥ ১০০—১০৯

হন্ত্যাৎ সর্ব্বানকফানান্ ক্ষয়গদং পাণ্ডুং চ নষ্টাগ্নিতাং
নির্বীর্য্যত্বমরোচকং ত্বজরণং শূলং চ গুল্মাদিকম্।
অষ্টৌ চৈব মহাগদানতিতরাং ব্যাধিং সশোষং ক্ষণাৎ
ভুক্তো মুদ্গমিতশ্চতুঃসুধরসঃ স্বস্থোচিতো ভুভুজাম্ ॥ ১১০ ॥
মূলকং বর্জয়েদস্মিন্ রসে নান্যৎ তু কিঞ্চন।
ত্রিবারং বা দ্বিবারং বা বুভুক্ষাং জনয়েদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১১ ॥

এই ঔষধ সেবনে, সর্ব্ববিধ বাতব্যাধি, ক্ষয়রোগ, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, বীর্য্যহানি, অরুচি, অপরিপাক, শূল, গুল্ম, শোষ ও অষ্টবিধ মহারোগ অল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হয়। মুদ্গ পরিমাণে এই ঔষধ প্রযোজ্য। এই ঔষধ সেবন কালে স্বস্থোচিত আহার করিতে পারা যায়; কেবল মূলক ভক্ষণ নিষিদ্ধ। তিনবার বা দুইবার ঔষধ সেবনের পরেই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে ॥ ১১০।১১১

সর্ব্ববাতারিঃ ।

গন্ধকাদ্দ্বিগুণং তালং তালকাদ্দ্বিগুণা শিলা ।
শিলয়া দ্বিগুণং তাপ্যং তাপ্যাচ্চ দ্বিগুণং রসম্ ॥১১২॥
খল্বয়েৎ সর্ব্বমেকত্র যাবৎ স্যাদ্দিনসপ্তকম্ ।
সর্ব্বস্যাষ্টমভাগেন দত্ত্বা রক্তামৃতং শুভম্ ॥ ১১৩ ॥
বিষতিন্দুকজৈর্দ্রাবৈঃ পিষ্ট্বা গোলকমাচরেৎ ।
বিশোষ্য বালুকাযন্ত্রে অক্ষ্যয়েদ্দিবসদ্বয়ম্ ॥ ১১৪ ॥
স্বাঙ্গশীতলমুদ্ধৃত্য তুল্যহিঙ্গ্বষ্টকান্বিতম্ ।
ভাবয়েদ্বীজপূরস্য সপ্তবারং রসেন হি ॥ ১১৫ ॥
সপ্তবারং রসৈঃ শুণ্ঠ্যাশ্চিত্রমূলস্য বারিণা ।
ইতি সিদ্ধো রসেন্দ্রোঽয়ং সর্ব্ববাতারিসংজ্ঞকঃ ॥ ১১৬ ॥
ঘৃতেন সহিতো লীঢ়ো বল্লদ্বয়মিতো নৃভিঃ ।
নিহন্ত্যশীতিবাতার্ত্তীগুল্মানষ্টবিধানপি ॥ ১১৭ ॥
চতুর্ব্বিধং চ মন্দাগ্নিং শূলানুদরজান্ ক্রিমীন্ ।
আধ্মানং চ তথা হিক্কাং মূত্রবাতং চ বিড়্গ্রহম্ ॥ ১১৮ ॥

গন্ধক একভাগ, হরিতাল দুইভাগ, মনঃশিলা চারিভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক আটভাগ এবং পারদ ষোল ভাগ; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র সাত দিন পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত সমষ্টির অষ্টমাংশ রক্ত দারমুজ মিশ্রিত করিবে এবং কুঁচিলার ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে। শুষ্ক হইলে বালুকাযন্ত্রে দুই দিন তাহা পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সমপরিমিত হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ (ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিং প্রত্যেক সমভাগ) তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং মাতুলুঙ্গ লেবুর রস, শুঁঠের ক্বাথ ও চিতামুলের ক্বাথ দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই সর্ব্ববাতারি রস দুই বল্ল (ছয় রতি) মাত্রায় ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। ইহা দ্বারা অশীতি বাতব্যাধি, অষ্টবিধ গুল্ম, চতুর্ব্বিধ অগ্নিমান্দ্য, শূল, কোষ্ঠজ ক্রিমি, আধ্মান, হিক্কা, মূত্রবাত ও মলবদ্ধতা নিবারিত হয় ॥ ১১২—১১৮

বাতবিধ্বংসনঃ ।

মৃতমভ্রকসত্ত্বং হি কাংস্যং শুল্বং চ মাক্ষিকম্ ।
গন্ধকং তালকং সর্ব্বং ভাগোত্তরবিবর্দ্ধিতম্ ॥ ১১৯ ॥
কজ্জলীকৃত্য তৎ সর্ব্বং বাতারিস্নেহসংযুতম্ ।
মর্দ্দয়েৎ সপ্তদিবসং গোলীকৃত্য তু যত্নতঃ ॥ ১২০ ॥
নিম্বুদ্রবেণ সংপিষ্ট-তালককল্কেন লেপয়েৎ ।
অর্দ্ধাঙ্গুলদলং চৈব পরিশোষ্য প্রযত্নতঃ ॥ ১২১ ॥
প্রপচেদ্বালুকাযন্ত্রে যামানাং দ্বাদশাবধি ।
পটচূর্ণং বিধায়ৈতদ্ভাবয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ১২২ ॥
পঞ্চকোলকচিত্রাঙ্ঘ্রিবরুণাদিকষায়তঃ ।
দশমূলকষায়েণ শৃঙ্গবেররসেন চ ॥ ১২৩ ॥
রক্তামৃতং কলাংশেন দত্ত্বা নিষ্পিষ্য যত্নতঃ ।
স্থূলকোলাস্থিতুলিতাং ছায়াশুষ্কাং বটীং কিরেৎ ॥১২৪॥
তত্তদ্রোগহরৈর্দ্রব্যৈর্নৃণাং দেয়া সদা হিতা ।
হন্ত্যাদশীতিধা ভিন্নান্ বাতজাতান্ মহাগদান্ ॥ ১২৫ ॥
গুল্মানষ্টবিধাংশ্চাপি শূলানষ্টবিধানপি ।
জঠরস্য রুজঃ সর্ব্বাস্তথা চ মলনিগ্রহম্ ॥ ১২৬ ॥
আধ্মানকমথানাহং বিসূচীং মন্দবহ্নিতাম্ ।
আমদোষানশেষাংশ্চ গুল্মং ছর্দ্দিং চ দুর্দ্ধরাম্ ॥ ১২৭ ॥
গ্রহণীং শ্বাসকাসৌ চ কৃমিরোগমশেষতঃ ।
হন্যাৎ সর্ব্বাঙ্গসদনং মন্যাস্তম্ভঞ্চ বাজিনাম্ ॥ ১২৮ ॥
জ্বরে চৈবাতিসারে চ মূলরোগে ত্রিদোষজে ।
পথ্যং রোগানুরূপেণ দাপনীয়ং ভিষগ্বরৈঃ ॥ ১২৯ ॥
শ্রীমতা নন্দিনা প্রোক্তো বাতবিধ্বংসনো রসঃ ।
সুখার্থিভিঃ সদা সেব্যঃ সর্ব্বাহারপরৈর্নরৈঃ ॥ ১৩০ ॥

জারিত অভ্র একভাগ, কাংস্যভস্ম দুইভাগ, তাম্রভস্ম তিন ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক চারিভাগ, গন্ধক পাঁচ ভাগ ও হরিতাল ছয় ভাগ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া, এরণ্ডতৈলের সহিত সাত দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। তৎপরে সেই গোলকের উপরে অর্দ্ধাঙ্গুল স্থূল করিয়া লেবুর রসে পিষ্ট হরিতালের প্রলেপ দিবে ও শুষ্ক করিয়া, বালুকাযন্ত্রে বার প্রহর তাহা পাক করিবে। অতঃপর সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহাতে পঞ্চকোল, চিতামুল, বরুণাদিগণ ও দশমূল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথের এবং আদার রসের একবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরিশেষে রক্ত শঙ্খবিষ ষোল ভাগের একভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কুল আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। তত্তৎ রোগনাশক উপযুক্ত অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, অশীতিপ্রকার বাতব্যাধি, অষ্টবিধ গুল্ম ও শূল, সর্ব্ব-

বিধ জঠর রোগ, মলরোগ, আধ্মান, আনাহ, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য, নানাবিধ আমদোষ, দুর্নিবার বমন, গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, অঙ্গগ্লানি এবং অশ্বগণের মন্যাস্তম্ভ নিবারিত হয়। জ্বর, অতিসার ও ত্রিদোষজনিত অর্শো-রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ সেবনের পর রোগানুসারে উপযুক্ত পথ্য ব্যবস্থা করিবে। এই বাতবিধ্বংসনরস শ্রীমান্ নন্দি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। সর্ব্ববিধ গুরুপাক আহারের পরেও এই ঔষধ সেবন করিলে, প্রচুর ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১১৯—১৩০

বৃকোদরগুটিকা।

সূতগন্ধকতীক্ষ্ণাভ্রৈঃ সতাপ্যৈঃ সমভাগিকৈঃ।
রসাংশসমপরং সর্ব্বং ষট্কোলং জীরকদ্বয়ম্ ॥ ১৩১ ॥
সৌবর্চ্চলং সসিন্ধূত্থং বিড়ঙ্গং চ হরীতকী।
অম্লবেতসকং সর্ব্বং বীজপূরাম্বুমর্দ্দিতম্ ॥ ১৩২ ॥
গুটিকাস্তেন কর্ত্তব্যাঃ কোলাস্থিমাত্রকাঃ ॥১৩৩॥
যোগিন্যা বহুশক্তিনামযুতয়া ত্রৈলোক্যবিখ্যাতয়া
নির্দ্দিষ্টা হি বৃকোদরীতি গুটিকা সোষ্ণাম্বুনা সেবিতা।
নিঃশেষানিলদোষশেষজরুজঃ শ্লেষ্মামরোগোদ্ভবং
মন্দাগ্নিং গ্রহণীং চতুর্ব্বিধমহাজীর্ণঞ্চ তূর্ণং জয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥

পারদ, গন্ধক, তীক্ষ্ণলৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক এবং ষট্কোল (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা-মূল, শুঠ ও মরিচ), জীরা, কৃষ্ণজীরা, সৌব-র্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, হরীতকী ও অম্ল-বেতস প্রত্যেক সমভাগ, একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া কুল আঁটির মত গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ত্রিলোকবিখ্যাত বহুশক্তিনী যোগিনী কর্ত্তৃক এই গুটিকা উপদিষ্ট। উষ্ণ জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বায়ু-রোগ সমূহ, শ্লেষ্মরোগ সমূহ, আমদোষজরোগ, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীরোগ ও চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ শীঘ্র বিনষ্ট হয় ॥ ১৩১—১৩৪

প্রভাবতী বটী।

হেমাভ্রালকতীক্ষ্ণতাপ্যকমলং সূর্য্যং সমং সপ্তকং
সূতং চ দ্বিগুণং বিশোধনবধূসূর্য্যাহ্বিসৌভাঞ্জনৈঃ।
পাঠাসূরণসিন্দুবারবিজয়ৈরেরণ্ডবৈর্ম্মর্দ্দিতং
তৈলৈঃ কাঙ্গুণিজৈশ্চ গন্ধকযুতাং কল্কাদ্ বটীং কল্পয়েৎ॥১৩৫
প্রভাবতীতি কথিতাহগুর্দ্রকদ্রাবৈর্নিষেবিতা।
ততশ্চানু পিবেত্তোয়ং দশমূলপ্রসাধিতম্ ॥ ১৩৬ ॥
সপিপ্পলীকং পিবতো জলং জয়ে-
ন্মরুদ্বিকারানুদরাণ্যপস্মৃতিম্ ॥ ১৩৭ ॥

স্বর্ণ, অভ্র, হরিতাল, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণ-মাক্ষিক, কমল (প্রবাল) ও তাম্র প্রত্যেক এক ভাগ, এবং পারদ দুই ভাগ, একত্র নাগবল্লী (পান), সীজ, চিতামূল, শজিনা, আকনাদি, ওল, নিসিন্দা, সিদ্ধি ও এরণ্ডমূল ইহাদের যথাযোগ্য রস ও ক্বাথ এবং প্রিয়ঙ্গুর তৈল সহ এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহার সহিত গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। এই প্রভাবতী বটিকা আদার রসের সহিত সেবন করিয়া, পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত দশমূলের ক্বাথ অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার বায়ুরোগ, উদররোগ ও অপস্মার নিবারিত হয় ॥ ১৩৫—১৩৭

বিজয়ভৈরব-তৈলম্।

ধান্যাম্লপিষ্টসুরভিত্রয়সূতলিপ্ত-
তৈলাক্তদীপ্তপটবর্ত্তিমুখাৎ প্রবৃত্তম্।
কম্পোত্তরান্ জয়তি পানবিলেপনাভ্যাং
বাতাময়ান্ বিজয়ভৈরবনামতৈলম্ ॥ ১৩৮ ॥
উক্তং চ। রসতালশিলাগন্ধং দিনং সংচূর্ণ্য কাঞ্জিকৈঃ।
লিপ্ত্বা বস্ত্রৈঃ কৃতাং বর্ত্তিং তৈলাক্তাং জ্বালয়েৎ পুনঃ ॥১৩৯
তদ্ভূতং গৃহ্নীয়াত্তৈলমধঃপাত্রে ধৃতে সতি।
তত্তৈললেপিতং পত্রং নাগবল্ল্যাশ্চ ভক্ষয়েৎ ॥ ১৪০ ॥
বাহুকম্পং শিরঃকম্পমেকাঙ্গং জানুকম্পনম্।
নাশয়েত্তৎক্ষণাল্লেপাত্তৈলং বিজয়ভৈরবম্ ॥ ১৪১ ॥

সুরভিত্রয় অর্থাৎ দারুচিনি, এলাচ ও তেজপত্র এবং পারদ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র কাঁজির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিয়া সেই বস্ত্রখণ্ডের বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। শুষ্ক হইলে তাহা তৈল সিক্ত করিয়া

প্রজ্বালিত করিবে এবং সেই বর্ত্তি-নিঃসৃত তৈলবিন্দু গ্রহণ করিবে। এই বিজয়ভৈরব তৈল পান ও লেপন করিলে, বাতব্যাধি নিবারিত হয়॥ ১৩৮

অন্যবিধ।—পারদ, হরিতাল, মনঃশিলা ও গন্ধক এই সকলের চূর্ণ একত্র কাঁজীর সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহা দ্বারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে এবং সেই বস্ত্রের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক হইলে তাহা প্রজ্বালিত করিবে ও বর্ত্তি-নিঃসৃত তৈল সংগ্রহ করিবে। পানের পত্রে এই বিজয় ভৈরব তৈল উপযুক্ত মাত্রায় লেপন করিয়া ভক্ষণ করিলে, বাহুকম্প, শিরঃকম্প, একাঙ্গ-বাত ও জানুকম্প নিবারিত হয়॥ ১৩৯—১৪১

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।

তীক্ষ্ণায়স্কান্তগোদন্তমাক্ষিকৈস্মর্দ্দিতো রসঃ।
সমাংশগন্ধকঃ পক্বো হণ্ডিকাযন্ত্রমধ্যগঃ॥ ১৪২॥
ব্যোষাগ্নিমন্থসুরসাকন্দশৃঙ্গ্যভয়াবিষৈঃ।
সমৈঃ সমং ত্র্যহং মুণ্ডীনিগুণ্ডীরসপিণ্ডিতঃ॥ ১৪৩॥
সেবিতঃ শময়েদ্বাতান্নাম্না স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।
বিশেষাদ্বাতরক্তং চ দ্বিবল্লং চার্দ্রকৈর্দ্দদেৎ॥ ১৪৪॥

তীক্ষ্ণলৌহ, অয়স্কান্ত, গোদন্ত বিষ, স্বর্ণ মাক্ষিক, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দিত করিয়া হণ্ডিকাযন্ত্র মধ্যে পাক করিবে, তাহার সহিত সমপরিমিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গণিয়ারি, সুরসা (তুলসী), কন্দ (ওল), কাঁকড়াশৃঙ্গী, হরীতকী ও মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে এবং মুণ্ডিরী ও নিসিন্দার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। এই স্বচ্ছন্দ ভৈরব রস দুই বল্ল (ছয় রতি) মাত্রায় আদার রসের সহিত সেবন করিলে, বায়ুরোগ, বিশেষতঃ বাতরক্ত প্রশমিত হয়॥ ১৪২—১৪৪

বড়বানলঃ।

সূতহাটকবজ্রার্ককান্তভস্ম সমাক্ষিকম্।
তালং নীলাঞ্জনং তুত্থমব্ধিফেনং সমাংশকম্॥ ১৫০॥
পঞ্চানাং লবণানাং তু ভাগৈকৈকং বিমর্দ্দয়েৎ।
বজ্রীক্ষীরৈর্দ্দিনৈকং তু রুদ্ধা তং ভূধরে পচেৎ॥ ১৫১॥
মাষৈকং চার্দ্রকদ্রাবৈর্লেহয়েদ্বড়বানলম্।
পিপ্পলীমূলজং ক্বাথং সপিপ্পল্যনুপায়য়েৎ।
ধনুর্ব্বাতং দণ্ডবাতং শৃঙ্খলাবাতকম্পনুৎ॥ ১৫২॥

পারদ, স্বর্ণভস্ম, হীরকভস্ম, তাম্রভস্ম, কান্ত লৌহ ভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, নীলাঞ্জন, তুত্থক ও সমুদ্রফেন প্রত্যেক সমভাগ এবং পঞ্চলবণ অর্থাৎ সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, পাঙ্গা ও করকচ প্রত্যেক একভাগ একত্র সীজের আঠার সহিত এক দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। এই বড়বা-নল রস এক মাষা মাত্রায় আদার রসের সহিত লেহন করিয়া, পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত পিপ্পলীমূলের ক্বাথ অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা ধনুঃস্তম্ভ, দণ্ডাপতানক, শৃঙ্খলাবাত (যাহাতে শিরাসমূহে শৃঙ্খলের ন্যায় গ্রন্থিযুক্ত হয়) ও কম্পবাত প্রশমিত হয়॥ ১৫০—১৫২

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।

শুদ্ধং সূতং মৃতং লৌহং তাপ্যাগন্ধকতালকম্।
পথ্যাগ্নিমন্থনিগুণ্ডীত্র্যূষণং টঙ্কণং বিষম্॥ ১৫৩॥
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্বে দিনং নিগুণ্ডিকারসৈঃ।
মুণ্ডীদ্রাবৈর্দ্দিনৈকং তং দ্বিগুঞ্জং বটকীকৃতম্॥ ১৫৪॥
ভক্ষয়েৎ সর্ব্ববাতার্ত্তো নাম্না স্বচ্ছন্দভৈরবঃ॥ ১৫৫॥

শোধিত পারদ, জারিত লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, গণিয়ারি, নিসিন্দা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা ও মিঠাবিষ সমুদায় সমভাগ; একত্র নিসিন্দারসের সহিত একদিন ও মুণ্ডিরীরসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া দুই রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। এই স্বচ্ছন্দভৈরব রস সেবন করিলে, সকল প্রকার বাতজরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৫৩—১৫৫

ষড়ঙ্গগুগ্গুলুঃ।

রাস্নামৃতাদেবদারুশুণ্ঠীবাতারিতৈলকম্।
গুগ্গুলুং সর্ব্বতুল্যাংশং কুট্টয়েদ্ঘৃতবাসিতম্।
কর্ষাংশং ভক্ষয়েচ্চানু খ্যাতঃ ষড়ঙ্গগুগ্গুলুঃ॥ ১৫৬॥

বেপথুলক্ষণম্।—সর্ব্বাঙ্গকম্পঃ শিরসো বায়ুর্বেপথু-সংজ্ঞকঃ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, শুঁঠ ও এরণ্ডতৈল সমভাগ এবং গুগ্‌গুলু সর্ব্বসমষ্টির সমান ; একত্র এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাকেই ষড়ঙ্গগুগ্‌গুলু কহে ॥ ১৫৬

ধূমসারং বরা যষ্টী টঙ্কণং পত্রকং বিষম্ ।
তুল্যং গুঞ্জাদ্বয়ং খাদেদামবাতপ্রশান্তয়ে ॥ ১৫৭ ॥

যোগ ।—গৃহধূম, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, সোহাগা, তেজপত্র ও মিঠাবিষ সমুদায় সমভাগ , একত্র মিশ্রিত করিয়া আমবাত শান্তির জন্য দুই রতি মাত্রায় ইহা সেবন করিবে ॥ ১৫৭

আনন্দভৈরবঘৃতম্ ।

এরণ্ডতৈলং ত্রিফলা গোমূত্রং চিত্রকং বিষম্ ।
সর্পিষা সহিতং পক্ত্বা সর্ব্বাঙ্গং তেন মর্দ্দয়েৎ ॥ ১৫৮ ॥
ত্বগ্বাতঘ্নং মহাশ্রেষ্ঠং দেয়ং চানন্দভৈরবম্ ।
লশুনং সৈন্ধবং তৈলমনুপানং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৫৯

এরণ্ডতৈল, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী ও বহেড়া), গোমূত্র, চিতামূল ও মিঠাবিষ এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেই ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে। এই আনন্দ ভৈরব ঘৃত ত্বগ্‌গত বাতরোগ নিবারণে উৎকৃষ্ট। এই ঘৃত মর্দ্দনের পরে লশুন, সৈন্ধব লবণ ও তিলতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে ॥ ১৫৮।১৫৯

নিগুণ্ডীমূলচূর্ণং তু কর্ষং তৈলেন লেহয়েৎ ।
সন্ধিবাতঃ কটীবাতঃ কম্পবাতশ্চ শাম্যতি ॥ ১৬০ ॥
রক্তৈরণ্ডমূলস্য কর্ষং পিষ্ট্বা জলৈঃ পিবেৎ ।
সর্ব্ববাতহরং শ্রেষ্ঠং ভগ্নবাতে বিশেষতঃ ॥ ১৬১ ॥
ইন্দ্রবারুণিকামূলং মাগধীগুড়সংযুতম্ ।
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রং তু সন্ধিবাতহরং ভবেৎ ॥ ১৬২ ॥
মৃতং সূতং মৃতং তীক্ষ্ণং মর্দ্দয়েৎ কটুকীদ্রবৈঃ ।
চণমাত্রাং বটীং খাদেৎ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গবাতনুৎ ॥ ১৬৩ ॥

যোগ ।—নিসিন্দার মূলচূর্ণ দুই তোলা, তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, সন্ধিবাত, কটীবাত ও কম্পবাত প্রশমিত হয়। রক্ত এরণ্ডের মূল দুইতোলা মাত্রায়, জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ বাতরোগে বিশেষতঃ ভগ্নবাতে উৎকৃষ্ট। রাখাল শশার মূল, পিপুল ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া দুইতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সন্ধিবাত বিনষ্ট হয়। জারিত পারদ ও জারিত তীক্ষ্ণলৌহ উভয় দ্রব্য সমভাগ ; একত্র কট্‌কীর ক্কাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া চণক (ছোলা) পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গবাত ও একাঙ্গবাত বিনষ্ট হয় ॥ ১৬০—১৬৩

ত্র্যম্বকেশ্বররসঃ ।

সূতকস্য পলং পঞ্চ পলৈকং তাম্রচূর্ণকম্ ।
জম্বীরাণাং দ্রবৈঃ পিষ্টং সূততুল্যং চ গন্ধকম্ ॥ ১৬৪ ॥
নাগবল্লীদলৈঃ পিষ্টং তাম্রপিষ্টং প্রকল্পয়েৎ ।
রুদ্ধা লঘুপুটৈঃ পচ্যাদ্ভূধরে যামপঞ্চকম্ ॥ ১৬৫ ॥
আদায় চূর্ণয়েত্তু ত্র্যোষৈঃ সমমিশ্রিতৈঃ ।
অদ্ধাঙ্গকম্পবাতেষু ভক্ষয়েচ্চ দ্বিগুঞ্জকম্ ॥ ১৬৬ ॥

পারদ পাঁচ পল, তাম্রভস্ম একপল ও গন্ধক পাঁচপল, একত্র জামীরের রস ও পানের রস সহ পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে এবং তাহা মূষারুদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে লঘুপুটে পাঁচ প্রহর কাল পাক করিবে। তৎপরে সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত ত্রিকটু চূর্ণ (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের চূর্ণ) ঔষধের সমপরিমাণে মিশ্রিত করিবে। ইহা দুই রতি মাত্রায় সর্ব্বাঙ্গবাত ও কম্পবাত রোগে সেবন করিতে দিবে ॥১৬৪-১৬৬

গগনগর্ভা বটী ।

সূতাভ্রং তীক্ষ্ণতাম্রঞ্চ মৃতং তালকগন্ধকম্ ।
ভার্গী শুণ্ঠীবচাধান্যকম্পিল্লং চাভয়াবিষম্ ॥ ১৬৭ ॥
মর্দ্দ্যং পর্পটকদ্রাবৈর্নিষ্কৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীম্ ।
বাতশ্লেষ্মহরা হ্যাশু বটী গগনগর্ভিতা ॥ ১৬৮ ॥

জারিত পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণলোহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, বামুনহাটী, শুঁঠ, বচ, ধনে, কমলাগুড়ি, হরীতকী ও মিঠাবিষ প্রত্যেক সমভাগ , এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ক্ষেৎপাপড়ার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া চারিমাষা মাত্রায়

বটিকা করিবে। এই গগনগর্ভা বটী প্রত্যহ একটি করিয়া সেবন করিলে, শীঘ্র বাতশ্লেষ্ম-জনিত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৬৭।১৬৮

বাতগজাঙ্কুশঃ।

মৃতং সূতং মৃতং লোহং গন্ধকং তালমাক্ষিকম্ *।
পথ্যাশৃঙ্গীবিষং ব্যোষমগ্নিমন্থঞ্চ টঙ্কণম্॥
তুল্যাং খল্বে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনির্গুণ্ডিজৈর্দ্রবৈঃ। ১৬৯॥
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে॥
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু রসো বাতগজাঙ্কুশঃ॥ ১৭০॥

জারিত পারদ, জারিত লৌহ, গন্ধক, হরিতাল (পাঠান্তরে তাম্র), স্বর্ণমাক্ষিক, হরীতকী, আতইচ, মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গণিয়ারি ও সোহাগা সমুদায় সমভাগ, মুণ্ডিরী ও নিসিন্দার রসের সহিত এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া, দুই রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। সর্ব্ববিধ বাতরোগ নিবারণের জন্য এই বাতগজাঙ্কুশ রস প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা সাধ্য ও অসাধ্য সমস্ত বাতরোগই প্রশমিত হয়॥ ১৬৯।১৭০

অথ বাতরক্ত-লক্ষণম্।

সন্ধিষ্বনিলরক্তাভ্যাং শোফোঽন্তর্ব্বহিরাশ্রয়ঃ।
ছর্দ্দিজ্বরারুচিকরো ভবেদ্বাতাস্রসংজ্ঞকঃ॥ ১৭১॥

বাতরক্ত লক্ষণ।—যে রোগে বায়ু ও রক্ত দ্বারা সন্ধিস্থান সমূহে বাহ্য ও আভ্যন্তর শোথ, এবং বমন, জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতরক্ত কহে।

ত্রিনেত্রাখ্যঃ রসঃ খাদেদ্বাতশোণিতপীড়িতঃ।
বাতাস্রজিচ্ছূলগজকেসরূদয়ভাস্করঃ॥ ১৭২॥
পূর্ব্বোক্তা পর্পটী যোজ্যা সর্ব্বেষাবরণেষু চ।
সর্ব্বরোগহিতা চৈব নাম্না সর্ব্বেশ্বরী শুভা॥ ১৭৩॥

বাতরক্তরোগী ত্রিনেত্র রস সেবন করিবে। শূলগজকেশরী ও উদয়ভাস্কর রসও বাতরক্ত নাশক। পূর্ব্বোক্ত পর্পটীরস সকল প্রকার আবরক বাতরক্তে প্রযোজ্য। সর্ব্বেশ্বরী নামক ঔষধও বাতরক্তে হিতকর; যেহেতু সমুদায় রোগেই তাহা বিশেষ উপকারক॥ ১৭১—১৭৩

চন্দ্রাবলেহঃ।

এলায়াশ্চ তুলা গ্রাহ্যা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টং তু শর্করার্দ্ধতুলাং ক্ষিপেৎ॥ ১৭৪॥
শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ গোক্ষীরং চাঢ়কং পৃথক্।
লেহবৎসাধিতে তস্মিন্ দ্রাক্ষামধুকপিপ্পলীঃ॥ ১৭৫॥
ত্রিজাতকঞ্চ খর্জ্জুরং চন্দনদ্বয়সারিবা।
মুস্তাপদ্মকহ্রীবেরধাত্রী চোৎপলচোরকম্॥ ১৭৬॥
এতেষাং পলমাদায় স্বর্ণক্ষীর্য্যাশ্চতুষ্পলম্।
ক্ষৌদ্রপ্রস্থেন সংযুক্তং লেহয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥ ১৭৭॥
পিত্তোন্মাদবিকারেষু শিরোভ্রমণমূর্চ্ছিতে।
হস্তপাদাঙ্গদাহে চ পিত্তরক্তোত্তরাবুভৌ॥
ছর্দ্দিকাসক্ষয়ে পাণ্ডৌ চন্দ্রবচ্চন্দ্রভাষিতম্॥ ১৭৮॥

বড়এলাচ একতুলা (১২।০ সাড়ে বার সের) একদ্রোণ অর্থাৎ ৬৪ চৌষট্টিসের জলের সহিত পাক করিয়া, ৮ আটসের জল অবশিষ্ট থাকিতে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে তাহাতে অর্দ্ধ তুলা (৬।০ সওয়া ছয়সের) চিনি, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস ১৬ ষোলসের, এবং গব্যদুগ্ধ ১৬ ষোলসের নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। উপযুক্ত সময়ে দ্রাক্ষা, পিপুল, যষ্টিমধু, গুড়ত্বক্, এলাচ, তেজপত্র, খর্জ্জুর, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, আমলকী, নীলোৎপল ও চোরপুষ্পী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একপল (৮ আট তোলা) এবং স্বর্ণক্ষীরী চারিপল তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ২ দুইসের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে। চন্দ্র কর্ত্তৃক অন্ধকার নাশের ন্যায়, এই ঔষধ দ্বারা পিত্তজ উন্মাদরোগ, শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছা, হস্ত পদ ও অঙ্গের দাহ, পিত্তরক্তবিকৃতি, বমন, কাস, ক্ষয় ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়; এই জন্য ইহা চন্দ্রাবলেহ নামে অভিহিত হইয়াছে॥ ১৭৪—১৭৮

* তাম্রমাক্ষিকমিতি বা পাঠঃ।

ঐলেয়কসর্পিঃ।

ঐলেয়কস্য স্বরসে ঘৃতং ক্ষীরং সমং পচেৎ।
চন্দনং মধুকং দ্রাক্ষা মধুকঞ্চ সিতা তুগা ॥ ১৭৯ ॥
ঐলেয়কমিদং সর্পিঃ সর্ব্বপিত্তবিকারজিৎ।
বাতপিত্তবিকারঘ্নং শিরোভ্রমণকম্পনুৎ ॥ ১৮০ ॥

এলবালুকার স্বরস অভাবে কাথ, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেক সমভাগ; এবং কল্কার্থ—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মউল, চিনি ও বংশলোচন, সমুদায়ে ঘৃতের চতুর্থাংশ; যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঐলেয়ক ঘৃত সর্ব্ববিধ পিত্ত-বিকারনাশক, বাতপিত্তরোগনিবারক এবং শিরোঘূর্ণন ও কম্প নিবারক ॥ ১৭৯।১৮০

ঐলেয়কস্য স্বরসে সক্ষারাং শর্করাং পিবেৎ।
কাথং বা শর্করাযুক্তং শিরোভ্রমণকম্পনুৎ ॥ ১৮১ ॥

যোগ।—এলবালুকার স্বরস দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া, অথবা এলবালুকার কাথ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শিরোঘূর্ণন ও কম্প নিবারিত হয় ॥ ১৮১

ঐলেয়কতৈলম্।

ঐলেয়কস্য স্বরসমাঢ়কং তু ভিষগ্বরঃ।
কুমার্য্যাঃ স্বরসং শুদ্ধং চতুষ্প্রস্থং তু কারয়েৎ ॥ ১৮২ ॥
আমলক্যাঃ শতাবর্য্যা রসং প্রস্থদ্বয়ং পৃথক্।
তৈলাঢকসমাযুক্তং ক্ষীরদ্রোণবিমিশ্রিতম্ ॥ ১৮৩ ॥
চোচং মলয়জং বারি সরলং কুমুদোৎপলম্।
দ্বে মেদে মধুকং দ্রাক্ষা তুগাক্ষীরী মধূলিকা ॥ ১৮৪ ॥
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভকাবুভৌ।
মৃগনাভ্যজগন্ধা চ শশাঙ্কশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮৫ ॥
এতেষাং চার্দ্ধপলিকং প্রত্যেকং চূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমালোড্য মন্দমন্দাগ্নিনা পচেৎ ॥ ১৮৬ ॥
মুহূর্ত্তে শুভনক্ষত্রে নববস্ত্রেণ পীড়য়েৎ।
শিরোনেত্রবিকারেষু নস্যবৎ কর্ণযোর্জিতম্ ॥ ১৮৭ ॥
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনালেপৈঃ শিরোভ্রমণকম্পনুৎ।
অঙ্গদাহং শিরোদাহং নেত্রদাহঞ্চ দারুণম্ ॥ ১৮৮ ॥
বিসর্পকবিকারাংশ্চ মূর্দ্ধ্নি জাতান্ বহূন্ ব্রণান্।
আস্যশোষং ভ্রমঞ্চৈব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
ঐলেয়কমিদং তৈলং প্রশস্তং পিত্তরোগিণাম্ ॥ ১৮৯ ॥

এলবালুকার স্বরস বা কাথ ১৬ সের, ঘৃত-কুমারীর স্বরস চারিপ্রস্থ (১৬ সের), আমলকী ও শতমূলীর স্বরস দুই প্রস্থ (৴৮ সের), তিল তৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ চৌষট্টিসের। কল্কার্থ—গুড়ত্বক্, শ্বেতচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, কুমুদফুল, নীলোৎপল, মেদা, মহামেদা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, মধূলিকা (যষ্টিমধু), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মৃগনাভি, বন-যমানী ও কর্পূর, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ অর্দ্ধপল (৪ চারি তোলা); যথানিয়মে মৃদু অগ্নিজ্বালে শুভ নক্ষত্রযুক্ত সময়ে পাক করিয়া, নূতন বস্ত্রে তাহা ছাঁকিয়া লইবে। শিরোরোগে ও নেত্র-রোগে এই তৈল নস্য ও কর্ণ পূরণ রূপে প্রয়োগ করিবে। এই তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন ও আলেপন করিলে শিরোঘূর্ণন, কম্প, অঙ্গদাহ, মস্তকদাহ, উৎকট নেত্রদাহ, বিসর্প, মস্তকের ব্রণ, মুখশোষ ও ভ্রমরোগ আশু নিবারিত হয়। এই ঐলেয়ক তৈল পিত্তরোগে প্রশস্ত ॥১৮২-১৮৯

ঐলেয়কামৃতপ্রাশঃ।

ঐলেয়কং সমূলঞ্চ মুদ্গপর্ণী তথৈব চ।
শতাবরী বিদারী চ বারাহীকন্দমেব চ ॥ ১৯০ ॥
মধুকঞ্চ মধূকঞ্চ তুগাক্ষীরী চ গোস্তনী।
এতানি দ্বিপলাংশানি চূর্ণীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৯১ ॥
সরলং চন্দনং চোচমুৎপলং কুমুদং জলম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী দ্বে মেদে জীবকর্ষভৌ ॥ ১৯২ ॥
এতেষাং চার্দ্ধপলিকং প্রত্যেকং শর্করাযুতম্।
ঐলেয়কং বিদারী চ বারাহী মুদ্গপর্ণিকা ॥ ১৯৩ ॥
এতেষাং স্বরসে শুদ্ধে শতাবর্য্যাশ্চ ভাবিতম্।
এতৎ সর্ব্বং সমালোড্য ছায়াশুষ্কং তু সপ্তধা ॥ ১৯৪ ॥
ইক্ষ্বামলকয়োঃ ক্ষৌদ্রৈর্ভাবিতং সপ্তধা পুনঃ।
পয়সা তু পিবেৎ প্রাতর্যথাগ্নিবলবান্নরঃ ॥ ১৯৫ ॥
অঙ্গদাহং শিরোদাহং রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
শিরোঽক্ষিকম্পভ্রমণানি ত্যাদিকগদান্ জয়েৎ ॥ ১৯৬ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তসূনোর্ব্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে শীতবাতস্পর্শবাতরক্ত-বাতামবাতাপস্মারোন্মাদৈকাঙ্গবাতসন্ধি-বাতভগ্নকম্পবাতরক্তশিরোভ্রমণ-চিকিৎসা নামৈকবিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

এলবালুকা, এলবালুকার মূল, মুদ্গপর্ণী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বারাহীকন্দ, যষ্টিমধু, মউল, বংশলোচন ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক দুইপল; এবং সরলকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, গুড়ত্বক্, নীলোৎপল, কুমুদপুষ্প, বালা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক ও চিনি প্রত্যেক অর্দ্ধপল (৪ চারি তোলা) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এলবালুকা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বারাহী কন্দ, মুদ্গপর্ণী ও শতমূলীর স্বরসের সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে ইক্ষুরস, আমলকীর রস ও মধু প্রত্যেকের দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে; এই ঔষধ অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অঙ্গদাহ, মস্তকের দাহ, উৎকট রক্তপিত্ত, শিরঃকম্প, নেত্রকম্প ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়॥ ১৯০—১৯৬

ইতি রসরত্নসমুচ্চয়ে শীতলাতাদিচিকিৎসা নামক একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ বন্ধ্যাদি-চিকিৎসিতম্।

ভেদা বন্ধ্যাবলানাং হি নবধা পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তত্রাদিবন্ধ্যা প্রথমা পাপকর্ম্মবিনির্ম্মিতা॥ ১॥
রক্তেন চ পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈঃ পঞ্চধা ভবেৎ।
ভূতদেবাপচারৈশ্চ ত্রিধা বন্ধ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২॥
পুমানপি ভবেদ্বন্ধ্যো দোষৈরেতৈশ্চ শুক্রতঃ।
গর্ভস্রাবী স্মৃতা পূর্ব্বং মৃতবৎসা দ্বিতীয়কা॥ ৩॥
তৃতীয়া স্ত্রীপ্রসূতিঃ স্যাৎ কাকবন্ধ্যা সকৃৎপ্রসূঃ॥ ৪॥

নিদান।—স্ত্রীগণের বন্ধ্যারোগ নয় প্রকার কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পাপকর্ম্ম দ্বারা এক প্রকার, রক্তদোষ, বাতাদি পৃথক্ তিন দোষ ও মিলিত তিন দোষ এই পঞ্চবিধ কারণ হইতে পাঁচ প্রকার; এবং ভূতাবেশ, দেবনিগ্রহ ও আহার বিহারাদির অপচার এই ত্রিবিধ কারণ হইতে তিন প্রকার; সমুদায়ে এই নয়প্রকার বন্ধ্যারোগ নির্দ্দেশ করা হয়। এই সমস্ত কারণ হইতে এবং শুক্রদোষ হইতে পুরুষও বন্ধ্য হইয়া থাকে। গর্ভস্রাবী, মৃতবৎসা, স্ত্রীপ্রসূতি ও কাকবন্ধ্যা নামক আর চারি প্রকার গর্ভদোষ স্ত্রীলোকদিগের দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের অকালে গর্ভস্রাব হইয়া যায়, তাহাদিগকে গর্ভস্রাবী; যাহাদের যথাকালে প্রসব হইয়াও অল্পকাল মধ্যে সন্তান বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগকে মৃতবৎসা, যাহারা কেবল কন্যা প্রসব করে, তাহাদিগকে স্ত্রীপ্রসূতি এবং যাহারা একবার মাত্র প্রসব করে, তাহাদিগকে কাকবন্ধ্যা বলা যায়॥ ১—৪

জয়সুন্দরঃ।

সুবর্ণং রজতং তাম্রং নাগাসত্বক বৈকৃতম্।
একৈকং নিষ্কমানেন সংশুদ্ধং পরিমারিতম্॥ ৫॥
এতচ্চতুর্গুণং সূতং সূতাদ্দ্বিগুণগন্ধকম্।
মর্দ্দয়েল্লক্ষ্মণাতোয়ৈর্বন্ধ্যাশীবরসৈরপি॥
কাচকূপ্যাং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা তাম্রপাত্রং মুখে ন্যসেৎ॥ ৬॥
বিলিম্পেদভিতঃ কূপীমঙ্গুলোৎসেধয়া মৃদা।
বিশোষ্য চ পুটং দত্ত্বা ভূমৌ নিক্ষিপ্য কূপিকাম্॥ ৭॥
গজাখ্যপুটপর্য্যাপ্তিঃ শাণকর্ষমিতোৎপলৈঃ।
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েল্লক্ষ্মণাদ্রবৈঃ॥ ৮॥

সপ্তবারং বিশোষ্যাথ করণ্ডান্তর্বিনিক্ষিপেৎ।
অশ্বগন্ধারজোযুক্তস্তাম্রগোক্ষীরসংযুতঃ॥ ৯॥
সেবিতো গুঞ্জয়া তুল্যঃ সিতয়া চ রসোত্তমঃ॥
মাসত্রয়প্রয়োগেণ বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী॥ ১০॥
* পুত্রিণীং স্নানশুদ্ধাঞ্চ গলজ্জলকচাম্বরাম্।
গব্যাজপয়সা সিদ্ধং তত্তদন্নং হি ভোজয়েৎ॥ ১১
ঋতাবৃতাবিদং দেয়ং যাবন্মাসত্রয়ং ভবেৎ।
রসেন্দ্রঃ কথিত সোঽয়ং চম্পকারণ্যবাসিভিঃ॥ ১২॥
পূর্ণামৃতাখ্যযোগীন্দ্রৈর্নামতো জয়সুন্দরঃ।
সেবিতেঽস্মিন্ রসে স্ত্রীণাং ন ভবেৎ সূতিকাগদঃ॥ ১৩
ভবেৎ পুত্রশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পণ্ডিতো ভাগ্যমণ্ডিতঃ॥ ১৪॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও বৈক্রান্ত, শোধিত ও জারিত এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক নিষ্ক (চারি মাষা), পারদ চারি নিষ্ক (১৬ ষোল মাষা), এবং গন্ধক আট নিষ্ক (৩২ মাষা); এই সকল দ্রব্য লক্ষ্মণামূলের ক্বাথ ও বন্ধুজীবকের (বান্ধুলীর) রস সহ মর্দ্দন করিয়া, শুষ্ক হইলে কাচকূপীর (বোতলের) মধ্যে পূরণ করিবে ও তাম্রপাত্র দ্বারা বোতলের মুখ রুদ্ধ করিবে। তৎপরে বোতলের উপর এক অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, ভূগর্ভে গজপুটে তাহা পাক করিতে হইবে। অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের বনঘুঁটে দ্বারা গজপুট পূর্ণ করিবে। পাকের পর শীতল হইলে বোতলমধ্যস্থ ঔষধ চূর্ণ করিবে এবং তাহাতে সাতবার লক্ষ্মণামূলের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ এক রতি মাত্রায় অশ্বগন্ধাচূর্ণ চিনি ও তাম্রপাত্রে সিদ্ধ গব্য দুগ্ধের সহিত তিন মাস সেবন করিলে বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়। পুত্রার্থিনী নারী ঋতুস্নানের পর শুদ্ধ হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে ও আর্দ্রকেশে এই ঔষধ সেবন করিয়া গব্যদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ সহ সিদ্ধ তদুপযোগী অন্ন ভোজন করিবে। তিন মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুতেই এইরূপ পথ্য ভোজন করিতে হইবে। চম্পকারণ্যবাসী পূর্ণামৃত নামক যোগীন্দ্র কর্ত্তৃক এই জয়সুন্দর নামক উৎকৃষ্ট রস উপদিষ্ট হইয়াছিল। ইহা সেবন করিলে স্ত্রীগণের সূতিকা রোগ হয় না এবং তাহাদের গর্ভজাত পুত্রও দীর্ঘায়ুঃ পণ্ডিত ও ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে॥ ৫—১৪

* পুত্রিণ্যৌ স্নানশুদ্ধায়ৈ জরৎকৌশিকচক্ষুষ"।
গব্যাজ্যেন চ সংসাধ্য তৎ তদন্নং হি ভোজয়েৎ॥
ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

রত্নভাগোত্তরঃ।

বজ্রং মরকতং পদ্মরাগং পুষ্পঞ্চ নীলকম্।
বৈদূর্য্যং বাঽথ গোমেদং মৌক্তিকং বিদ্রুমং তথা॥ ১৫॥
পঞ্চগুঞ্জামিতং সর্ব্বং রত্নং ভাগোত্তরং পরম্।
তন্ত্রশাস্ত্রবিধানেন ভস্মীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ১৬॥
সর্ব্বস্মাদষ্টগুণিতং ভস্ম বৈক্রান্তসম্ভবম্।
তত্তুল্যং তাপ্যজং ভস্ম তদ্বদ্বিমলভস্ম চ॥ ১৭॥
সর্ব্বতস্ত্রিগুণাং তুল্যাং রসগন্ধককজ্জলীম্।
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্য ছাগীদুগ্ধেন তদ্দ্ব্যহম্॥ ১৮॥
বিধায় পর্পটীং যত্নাৎ পরিচূর্ণ্য প্রযত্নতঃ।
বন্ধ্যাককোটকীপূর্ণকাথেন পরিমর্দ্দয়েৎ॥ ১৯॥
কানানোৎপলবিংশত্যা পুটেৎ ষোড়শবারকম্।
এবং রসো বিনিষ্পন্নো রত্নভাগোত্তরাভিধঃ॥ ২০
মহাবন্ধ্যাদিবন্ধ্যানাং সর্ব্বাসাং সন্ততিপ্রদঃ।
দেবীশাস্ত্রে বিনির্দ্দিষ্টঃ পুংসাং বন্ধ্যত্বরোগনুৎ॥ ২১॥
সোঽয়ং পাচনদীপনো গদহরো বৃষ্যস্তথা গর্ভিণী-
সর্ব্বব্যাধিবিনাশনো রতিকরঃ পাণ্ডুপ্রচণ্ডার্ত্তিনুৎ।
ধন্যো বুদ্ধিকরশ্চ পুত্রজননঃ সৌভাগ্যকৃদ্যোষিতাং
নির্দ্দোষস্মরনন্দিরাময়হরো যোগাদশঙ্কার্ত্তিনুৎ॥ ২২॥

হীরক, মরকত, পদ্মরাগ (পান্না), পুষ্পরাগ (পোখরাজ), নীলকান্ত, বৈদূর্য্য, গোমেদ, মুক্তা ও প্রবাল এই সমস্ত রত্ন প্রত্যেক পাঁচ রতি, তন্ত্রোক্তবিধানানুসারে এই সকলের ভস্ম প্রস্তুত করিবে। তৎপরে বৈক্রান্ত স্বর্ণমাক্ষিক ও বিমল ইহাদের প্রত্যেকের ভস্ম সর্ব্বসমষ্টির আট গুণ এবং সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী সমুদায়ের তিন গুণ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ছাগ দুগ্ধের সহিত দুই দিন মর্দ্দন করিয়া, তাহার পর্প টী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর সেই পর্প টী চূর্ণ করিয়া, তিৎকাকরোলের কাথের সহিত তাহা মর্দ্দন করিবে এবং কুড়িখানি বনঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিবে। এইরূপে ষোলবার মর্দ্দন ও পুটপাক করিলে, রত্নভাগোত্তর রস সম্পাদিত হয়। দেবীশাস্ত্রোক্ত এই রস প্রবল বন্ধ্যা-

দোষগ্রস্তা নারীদিগের পুত্রোৎপাদক, এবং পুরুষদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষনিবারক। এই ঔষধ পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, সর্ব্বরোগনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভিণীদিগের সমুদায় রোগনিবারক, রতিজনক, পাণ্ডুরোগনাশক, বুদ্ধিজনক, পুত্রোৎপাদক, স্ত্রীগণের সৌভাগ্যজনক, যোনিদোষনিবারক এবং ঔষধ বিশেষের সংযোগানুসারে সকল রোগনাশক॥ ১৫—২২

চক্রিকাবন্ধঃ।

গন্ধকঃ পলমাত্রশ্চ পৃথগক্ষৌ শিলালকৌ।
ত্রিদিনং মর্দ্দয়িত্বাথ বিদধ্যাৎ কজ্জলীং শুভাম্॥ ২৩॥
বিধায় কারমূষায়াং কজ্জলীং নিক্ষিপেত্ততঃ।
দ্বিপলস্য চ তাম্রস্য তন্মুখে চক্রিকাং ন্যসেৎ॥ ২৪॥
সংনিরুধ্যাতিযত্নেন সন্ধিবন্ধে বিশোষিতে।
ততঃ করিপুটার্দ্ধেন পাকং সম্যক্ প্রকল্পয়েৎ॥ ২৫॥
স্বতঃশীতং সমুদ্ধৃত্য চক্রিকাং পরিচূর্ণয়েৎ।
স্থাপয়েৎ কূপিকামধ্যে বস্ত্রেণ পরিগালিতম্॥ ২৬॥
রসোঽয়ং চক্রিকাবন্ধস্তত্তদ্রোগহরৌষধৈঃ।
দাতব্যঃ শূলরোগেষু মূলে গুল্মে ভগন্দরে॥ ২৭॥
গ্রহণ্যামগ্নিমান্দ্যে চ বিদ্রধৌ জঠরাময়ে।
নাগোদরে তথৈবোপবিষ্টক জলকুম্ভকে॥ ২৮॥
স্কন্দেনামন্দকৃপয়া ত্রৈলোক্যত্রাণহেতবে।
চক্রিকাবন্ধনামায়ং প্রসূতস্ত্রীগদাপহঃ॥ ২৯॥

গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক দুইতোলা, একত্র তিন দিন মর্দ্দন করিয়া সূক্ষ্ম কজ্জলী করিবে এবং সেই কজ্জলী মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, দুইপল তাম্রের চক্রী (চাকী) দ্বারা মূষামুখ আচ্ছাদিত করিবে। সন্ধিস্থান উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক হইলে অর্দ্ধ গজপুটে তাহা পাক করিবে। পাকের পর শীতল হইলে, ঔষধ ও তাম্রচক্রী চূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং কূপীমধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। এই চক্রিকাবন্ধ নামক রস তত্তৎ রোগনাশক ঔষধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। শূল, অর্শঃ, গুল্ম, ভগন্দর, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, বিদ্রধি, উদরাময়, নাগোদর, উপবিষ্টক, জলকুম্ভ ও প্রসূতা স্ত্রীগণের সূতিকারোগ এই ঔষধ দ্বারা নিবারিত হয়। ত্রিলোক রক্ষার জন্য কৃপাবান্ স্কন্দ এই চক্রিকাবন্ধ নামক রস উপদেশ করিয়াছিলেন॥ ২৩-২৯

বর্দ্ধমানঃ।

পলার্দ্ধপ্রমিতে স্বর্ণে তাম্রং দত্ত্বাঽক্ষমাত্রকম্।
নির্ব্বাপয়েচ্ছতং বারং নিক্ষিপ্য কপিকচ্ছজে॥ ৩০॥
ততশ্চ সারণাযন্ত্রে সূত্রস্থানসমীরিতে।
সারণাতৈলসংযুক্তং জীর্ণষড়্গুণগন্ধকম্॥ ৩১॥
রসং হি দ্বিপলং ক্ষিপ্ত্বা সারণাবিধিযোগতঃ।
সারয়িত্বা ততঃ পশ্চাৎ পিষ্টং সূতং প্রযত্নতঃ॥ ৩২॥
সূত্রপ্রোক্তেষ্টিকাযন্ত্রে ত্রেধা বেষ্ট্য চ বাসসা।
মাতুলুঙ্গরসাপিষ্টং চতুর্নিষ্কমিতং চ দগ্ধম্॥ ৩৩॥
উদ্ধ্বং বিনিধায়াথ জারয়িত্বা চতুর্গুণম্।
তমাদায় রসং সম্যক্ চূর্ণ্য পরিগাল্য চ॥ ৩৪॥
ষষ্ঠাংশেন মৃতং বজ্রং সমং বৈক্রান্তকং মৃতম্।
নিক্ষিপ্য লিঙ্গিকাপত্ররসৈরাপূর্য্য বাসবম্॥ ৩৫॥
পুটেদ্দ্বাদশবারাণি রুদ্ধ্বা দ্বাদশকোপলৈঃ।
বন্ধুজীবরসেনাথ লক্ষ্মণাস্বরসেন চ॥ ৩৬॥
পুনঃ সংচূর্ণ্য সংপূজ্য যোগিনীপিতৃদেবতাঃ।
পুত্রেচ্ছাপূর্ণনায্যাচ সেবিতশ্চ বিধানতঃ॥ ৩৭॥
ইতি কুত্র প্র্যাদ্গর্ভং বর্ষাসাভ্যন্তরাৎ খলু।
আদিবন্ধ্যাদিকা বন্ধ্যা যাশ্চান্যা দুষ্টযোনয়ঃ॥ ৩৮॥
প্রাপ্নুয়ুর্জীবপুত্রং হি ভাগ্যসৌভাগ্যসংযুতম্।
পুংসামপি চ বন্ধ্যাত্বং হন্যরেতস্থমেব চ॥ ৩৯॥
বীজদোষা বিচিত্রাশ্চ বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৪০॥
ব্রহ্মজেতি মুনিবরমতো বর্দ্ধমানো রসোঽয়ং
বন্ধ্যারোগং হরতি সকলং যোনিদোষানশেষান্।
সূতীরোগানপি বহুবিধান্ দুঃখসাধ্যান্ সমস্তান্
রোগানন্যানপি রসবরো যোগযুক্তো নিহন্তি॥ ৪১॥

স্বর্ণ চারি তোলা ও তাম্র দুই তোলা, প্রথমতঃ শতবার উত্তপ্ত করিয়া আলকুশীর কাথে নির্ব্বাপিত করিয়া লইবে। তৎপরে সূত্রস্থানোক্ত সারণাযন্ত্রে ছয়গুণ গন্ধক, তৈল ও পারদ দুইপল নিক্ষেপ করিবে, এবং সারণাবিধি অনুসারে জারিত করিবে। অতঃপর পিণ্ডীভূত সেই পারদ সূত্রস্থানোক্ত ইষ্টিকা যন্ত্র বদ্ধ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ৩ বার বেষ্টন করিবে। পারদ যন্ত্রবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে মাতুলুঙ্গলেবুর রসসহ পিষ্ট ৪ নিষ্ক গন্ধক তাহার উপর প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি জারিত করিবে। পাক শেষে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ও তাহা

বস্ত্রে ছাঁকিয়া, তাহা ৪ ভাগ, জারিত হীরক ও বৈক্রান্ত ষষ্ঠভাগ প্রদান পূর্ব্বক লিঙ্গিকা (শিব-লিঙ্গিনী) পত্রের রসদ্বারা একদিন ভাবনা দিতে হইবে। পরিশেষে লক্ষ্মণামূলের রস ও বন্ধু-জীবকের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক দ্বাদশবার পুটপাক করিবে। পাকের পর পুনর্ব্বার তাহা চূর্ণ করিয়া লইবে। শুভদিনে যোগিনীগণ পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিয়া পুত্রেচ্ছাবতী নারী উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাপজ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বন্ধ্যাগণ এবং যোনিদোষগ্রস্তা রোগিণীগণও ছয় মাসের মধ্যে গর্ভ লাভ করিয়া, সৌভাগ্যশালী জীবিত পুত্র প্রাপ্ত হয়। পুরুষদিগেরও বন্ধ্যত্ব, অল্প-শুক্রত্ব এবং নানাবিধ বীজদোষ ইহা দ্বারা নিশ্চিতই নিবারিত হয়। এই বর্দ্ধমান রস ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ মুনির অনুমোদিত। ইহা তত্তদ্রোগ নাশক দ্রব্যের সহিত সেবিত হইলে, বন্ধ্যা-রোগ, সর্ব্ববিধ যোনিদোষ, সূতিকারোগ এবং অন্যান্য বহুবিধ দুঃসাধ্যরোগ সমূহও বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৩০—৪১ (ধন্বন্তরিঃ ।)

দ্রুতিসারঃ ।

যুক্তং হি ব্যোমজদ্রুত্যা তুল্যাংশস্বর্ণযুগ্রসম্ ।
পিষ্টীকৃত্য চিরং পিষ্ট্বা মল্লসংপুটকে ক্ষিপেৎ ॥ ৪২ ॥
নিষ্কমাত্রং বলিং দত্ত্বা শতবারং পুটেত্ততঃ ।
সম্যক্ নিষ্পিষ্য সংগাল্য করণ্ডান্তর্বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যুক্তো দ্রুতিসারনামকরসো বন্ধ্যাময়ধ্বংসনঃ
পুত্রিণ্যাঃ খলু সূতিকাময়হরো বৃষ্যশ্চিরায়ুষ্করঃ ।
সম্যক্সিদ্ধবলিদ্রুতিপ্রকলিতো গুঞ্জামিতং সেবিতঃ
কুর্য্যাত্তীব্রতরাং ক্ষুধং তথ মহারোগাদিরোগাঞ্জয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
মতঃ সর্ব্বাময়ধ্বংসী রসোঽয়ং নন্দিনোদিতঃ ।
জীবৎপুত্রপ্রদঃ স্ত্রীণাং যৌবনস্থৈর্য্যদায়কঃ ॥ ৪৫ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচানাং ভয়েভ্যোঽভয়দায়কঃ ।
জড়ানাং দোহদার্ত্তানাং মন্দবুদ্ধিমতামপি ॥ ৪৬ ॥
মণ্ডূকীরসসংযুক্তো দাতব্যো বচয়া সহ ।
জন্মবন্ধ্যাঃ কাকবন্ধ্যা মৃতবৎসাশ্চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥
তাসাং পুত্রোদয়ার্থায় শম্ভুনা সূচিতঃ পুরা ॥ ৪৭ ॥

অভ্র, স্বর্ণ ও পারদ প্রত্যেক সমভাগ ; একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃত করিয়া মূষামধ্যে চারি মাষা পরিমিত গন্ধক সহ রুদ্ধ করিবে ও শতবার ঐরূপে পুটপাক করিবে। পাকের পর চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই দ্রুতিসার নামক রস বন্ধ্যারোগনাশক, প্রসবের পর সূতিকা রোগের নিবারণকারক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক, তীব্র ক্ষুধাজনক ও মহারোগাদির শান্তিকারক। গন্ধকদ্রুতিসাধিত এই সিদ্ধ মহৌষধ একরতি মাত্রায় সেবন করিতে হয়। নন্দিকর্তৃক এই ঔষধ উপদিষ্ট। ইহা সর্ব্বরোগনাশক, নারীগণের জীবিত পুত্রোৎ-পাদক, স্থির যৌবন সম্পাদক, এবং ভূত প্রেত পিশাচাদির ভয় নিবারক। জড়তা, দোহদ পীড়া ও বুদ্ধিবিকার শান্তির জন্য মণ্ডূকীর (থুলকুড়ির বা ব্রাহ্মীর) রস ও বচের চূর্ণ সহ সেবন করিতে দিবে। জন্মবন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা ও মৃতবৎসা স্ত্রীগণকে পুত্র প্রদান করিবার জন্য পূর্ব্বকালে মহাদেব এই ঔষধ প্রচারিত করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৭

বন্ধ্যাগর্ভসংপ্রাপ্তিযোগঃ ।

সমূলপত্রাং সর্পাক্ষীং রবিবারে সমুদ্ধরেৎ ।
একবর্ণগবাং ক্ষীরৈঃ কন্যাহস্তেন পেষয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
ঋতুকালে পিবেন্নিত্যং পলার্দ্ধঞ্চ দিনে দিনে ।
ক্ষীরশাল্যন্নমুদ্গাশ্চ অল্পাহারং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
উদ্বেগং তথ শোকঞ্চ দিবানিদ্রাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ।
ন কর্ম্ম কারয়েৎ কিঞ্চিদ্বর্জ্জয়েচ্ছীতমাতপম্ ॥
এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাদ্বন্ধ্যা ভবতি গর্ভিণী ॥ ৫০ ॥

অতঃপর বন্ধ্যাগণের গর্ভোৎপাদক যোগ ও কর্ম্মাদি উপদিষ্ট হইতেছে। রবিবারে আমূল পত্র সর্পাক্ষী বৃক্ষ (গন্ধনাকুলী) উত্তোলন করিয়া, একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ সহ কোন কুমারী দ্বারা পেষণ করাইবে। ঋতুর তিন দিন ঐ কল্ক চারিতোলা মাত্রায় সেবন করিবে এবং দুগ্ধ ও মুগের যূষের সহিত শালিধান্যের অল্প অল্প

পরিমাণে ভোজন করিবে। উদ্বেগ, শোক ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। পরিশ্রম করিবে না। শীতল সেবা ও আতপসেবা ত্যাগ করিবে। এইরূপ নিয়ম সাত দিন পর্য্যন্ত পালন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা বন্ধ্যার গর্ভ হইয়া থাকে ॥ ৪৮—৫০

দেবদালীয়মূলং তু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে ॥ ৫১ ॥
নিষ্কত্রয়ং গবাং ক্ষীরৈঃ পূর্ব্ববৎ ক্রমযোগতঃ।
বন্ধ্যাং প্রলভতে গর্ভং দিনং পথ্যং যথা পুরা ॥ ৫২ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে দেবদালী ঘোষার মূল আহরণ করিয়া, চারিমাষা মাত্রায় গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে একদিন সেবন করিলে এবং পূর্ব্বোক্ত পথ্য ভোজনাদি নিয়ম প্রতিপালন করিলে, বন্ধ্যা গর্ভলাভ করে ॥ ৫১।৫২

শীততোয়েন সংপিষ্টং শরপুঙ্খীয়মূলকম্।
কর্ষং পীত্বা লভেদ্গর্ভং পূর্ব্ববৎক্রমযোগতঃ ॥ ৫৩ ॥
নো চেদপরমাসে তু কারয়েৎ পূর্ব্ববৎ পলম্।
পতিসঙ্গে লভেদ্গর্ভং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৪ ॥
এবমেব তু রুদ্রাক্ষং সর্পাক্ষীকর্ষমাত্রকম্।
পূর্ব্ববচ্চ গবাং ক্ষীরৈরৃতুকালে প্রদাপয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

শরপুঙ্খার মূল শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া, দুইতোলা মাত্রায় ঋতুকালে সেবন করিবে, এবং পূর্ব্ববৎ নিয়মে পথ্য ভোজন করিবে। ইহা দ্বারাও গর্ভোৎপত্তি হয়। সেই মাসে গর্ভোৎপত্তি না হইলে, পুনর্ব্বার অপর মাসে ঋতুকালে ঐ ঔষধ ঐরূপ নিয়মে সেবন করিয়া পতিসঙ্গ করিলে, নিশ্চিতই গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে রুদ্রাক্ষ, ও সর্পাক্ষী (গন্ধনাকুলী) দুইতোলা মাত্রায় গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে সেবন করিতে দিবে ॥ ৫৩—৫৫

মহাগণেশমন্ত্রেণ রক্ষাং তস্যাস্তু কারয়েৎ।
এবং দিনত্রয়ং কুর্য্যাদ্বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ॥ ৫৬ ॥
শ্বেতকণ্টকার্য্যাশ্চ মূলং তদ্বচ্চ গর্ভকৃৎ।
পূর্ব্বপুত্রবতী তাসাং কর্ম্ম তদ্বচ্চ কথ্যতে ॥ ৫৭ ॥
পেষয়েন্মহিষীক্ষীরৈর্বিষ্ণুক্রান্তাং সমূলকাম্।
মহিষীনবনীতেন ঋতুকালে তু ভক্ষয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
এবং দিনং দিনং কুর্য্যাৎ পথ্যং যুক্ত্যা চ পূর্ব্ববৎ।
গর্ভং প্রলভতে নারী কাকবন্ধ্যা সুশোভনম্ ॥ ৫৯ ॥
অশ্বগন্ধীয়মূলং তু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে।
পেষয়েন্মহিষীক্ষীরৈঃ পলার্দ্ধং পায়য়েৎ সদা ॥
সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা চিরায়ুষম্ ॥ ৬০ ॥

ঋতুর তিন দিন মহাগণেশের মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঋতুমতীকে রক্ষা করিলে, বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়। শ্বেতকণ্টকারীর মূল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঋতুকালে সেবন করিলেও বন্ধ্যানারীর পুত্র হইয়া থাকে।

প্রথম পুত্রবতীর (কাকবন্ধ্যার) চিকিৎসা ও পূর্ব্ববৎ নিয়ম কথিত হইতেছে। বিষ্ণুক্রান্তার (অপরাজিতার) মূল মহিষ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মহিষ নবনীতের সহিত ঋতুকালে সেবন করিবে। ঋতুর তিন দিন এই ঔষধ সেবন করিয়া, পূর্ব্ববৎ পথ্য ভোজনাদি নিয়ম পালন করিলে, কাকবন্ধ্যা নারীও নির্দ্দোষ গর্ভ লাভ করে। পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধা মূল আহরণ পূর্ব্বক মহিষ দুগ্ধের সহিত তাহা পেষণ করিয়া, চারিতোলা মাত্রায় সপ্তাহকাল ভোজন করিলে কাকবন্ধ্যাও দীর্ঘায়ুঃ পুত্র লাভ করে ॥ ৫৬—৬০

গর্ভং সপ্তাহমাত্রস্থ পক্ষান্মাসাচ্চ বৎসরাৎ ॥ ৬১ ॥
ম্রিয়তে ত্রিদ্বিবর্ষৈর্বা যস্যাঃ সা মৃতবৎসকা।
তত্র যোগঃ প্রকর্ত্তব্যো যথাশঙ্করভাষিতম্ ॥ ৬২ ॥

মৃতবৎসা।

যাহাদের গর্ভ প্রসব হইবামাত্র অথবা এক পক্ষ, একমাস, এক বৎসর কিংবা দুই তিন বৎসরে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগকে মৃতবৎসা কহে। মৃতবৎসারোগে শঙ্করোক্ত যোগসমূহ প্রয়োগ করিবে ॥ ৬১।৬২

মার্গশীর্ষেঽথবা জ্যৈষ্ঠে পূর্ণায়াং লেপিতে গৃহে।
নূতনং কলসং পূর্ণং গন্ধতোয়েন কারয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
শাখাফলসমাযুক্তং সর্ব্বরত্নসমন্বিতম্।
সুবর্ণমুদ্রিকাযুক্তং ষট্কোণে মণ্ডলে স্থিতম্ ॥ ৬৪ ॥
তন্মধ্যে পূজয়েদ্দেবীমেকান্তাং নামবিশ্রুতাম্।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপদীপৈর্নৈবেদ্যসংযুতৈঃ ॥
অর্চয়েদ্ভক্তিভাবেন মৎস্যৈর্মাংসৈঃ সমৎস্যকৈঃ ॥ ৬৫ ॥
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী চ তথা চৈন্দ্রী ষট্পত্রেষু চ মাতৃকাঃ ॥
পূজয়েন্মন্ত্রবীজেন ওঁকারৈর্নামসংযুতৈঃ ॥ ৬৬ ॥

দধিভক্তেন পিণ্ডানি সপ্তসংখ্যানি কারয়েৎ।
ষট্‌সংখ্যা ষট্‌সু পত্রেষু আহৃত্য কল্পয়েৎ পৃথক্ ॥ ৬৭ ॥
উল্লেখ্য সপ্তকং পিণ্ডং শুচিস্থানে বহিঃ ক্ষিপেৎ।
তৈর্ভুক্তে গৃহমাগচ্ছেচ্চক্রাগ্রে যোগদাচরেৎ ॥ ৬৮ ॥
বন্ধকাযোগিনীরামা ভোজয়েৎ সকুটুম্বকম্।
দক্ষিণাং দাপয়েত্তাসাং দেবতাগ্রে নিবেদ্য চ ॥ ৬৯ ॥
বিসৃজ্য দেবতাং চাপ্য নদ্যাং তৎকলসোদকম্।
শকুনং বীক্ষয়েদ্ধীমান্ শুভেন শুভমাদিশেৎ ॥ ৭০ ॥
বিপরীতে পুনঃ কুর্য্যাদেতাগং তদ্বৎ সুসিদ্ধিদম্।
প্রতিবর্ষমিদং কুর্য্যাদ্দীর্ঘজীবী সুতো ভবেৎ ॥ ৭১ ॥
ওঁ হ্রাং হ্রীং (হ্রীং ক্রীং) একাংশদেবতায়ৈ নমঃ।
অনেন মন্ত্রেণ পূজা জপশ্চ কার্য্যঃ ॥
প্রাঙ্মুখঃ কৃত্তিকাঋক্ষে বন্ধ্যাকর্কটিকীং হরেৎ ॥
তৎ কন্দং পেষয়েত্তোয়ে কর্ষমাত্রং পিবেৎ সদা ॥ ৭২ ॥
ঋতুকালে তু সপ্তাহং দীর্ঘজীবী সুতো ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণা তিথিতে গৃহ লেপন পূর্ব্বক সেই গৃহে গন্ধজলপূর্ণ নূতন কলস স্থাপন করিবে, এবং কলসের উপরে শাখা, ফল এবং সর্ব্ব রত্ন ও স্বর্ণমুদ্রিকা প্রদান করিয়া, ষট্‌কোণ মণ্ডলের উপর তাহা স্থাপিত করিতে হইবে। সেই কলস মধ্যে স্বনামবিখ্যাত একাংশা দেবীকে আবাহন করিয়া গন্ধ, পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, এবং মদ্য মাংস ও মৎস্য এই সকল দ্রব্য দ্বারা ভক্তিভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ষট্‌কোণ মণ্ডলের ছয়টি পত্রে, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও ঐন্দ্রী এই ছয়টি মাতৃকারও পূজা করিবে। প্রত্যেকের অর্চ্চনাকালে সেই সেই দেবীর নির্দ্দিষ্ট বীজমন্ত্র এবং ওঁকার সংযুক্ত নাম উচ্চারণ করিতে হইবে। তৎপরে দধিমিশ্রিত অন্নদ্বারা সাতটি পিণ্ড করিয়া, ছয়টি পত্রে ছয়টি এবং বাহিরে পবিত্র স্থানে একটি পিণ্ড প্রদান করিবে। বাহিরের পিণ্ডটি পক্ষী প্রভৃতিরা ভোজন করিয়া গেলে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। তৎপরে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া কুমারী, যোগিনী ও কুটুম্বদিগকে ভোজন করাইবে; এবং তাঁহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অতঃপর দেবতার বিসর্জ্জন করিয়া, নদীতে কলসটি বিসর্জ্জন করিবে। বিসর্জ্জনের পর শুভ-শকুনাদি দর্শন করিতে হইবে। শুভ-শকুন দর্শনে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার বিপরীত ঘটিলে অর্থাৎ অশুভ শকুন দৃষ্টিগোচর হইলে, পুনর্ব্বার কার্য্যসিদ্ধিপ্রদ অর্চ্চনাদি করিতে হইবে। প্রতিবৎসর এইরূপ পূজাদি করিলে, দীর্ঘজীবী পুত্র হইয়া থাকে। "ওঁ হ্রাং হ্রীং (পাঠান্তরে হ্রীং ক্রীং) একাংশ দেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূজা ও জপ করিতে হইবে। পূজাদি ক্রিয়ার পরে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ব্বমুখ হইয়া রাখাল শসার মূল উৎপাটন করিবে এবং সেই কন্দ জলের সহিত পেষণ করিয়া দুইতোলা মাত্রায় ঋতুকালে সাতদিন পর্য্যন্ত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা দীর্ঘায়ুঃ পুত্র লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৭—৭৩

গর্ভরক্ষা।

অকস্মাৎ প্রথমে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
গোক্ষীরেঃ পেষয়েত্তুল্যং পদ্মকোশীরচন্দনম্ ॥ ৭৪ ॥
পলমাত্রং পিবেন্নারী ত্র্যহাদ্গর্ভঃ স্থিরো ভবেৎ।
নীলোৎপলং মৃণালঞ্চ খণ্ডং কর্কটশৃঙ্গিকম্ ॥ ৭৫ ॥
গোক্ষীরৈর্দ্বিতীয়ে মাসি পীত্বা শাম্যতি বেদনা।
শ্রীখণ্ডং তগরং কুষ্ঠং মৃণালং পদ্মকেশরম্ ॥ ৭৬ ॥
পিবেচ্ছীততোয়দকৈঃ পিষ্টং তৃতীয়ে বেদনা ন হি ॥ ৭৭ ॥

গর্ভের প্রথম মাসে অকস্মাৎ বেদনা উপস্থিত হইলে সমপরিমিত পদ্মকাষ্ঠ বেণামূল ও চন্দন গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এক পল মাত্রায় তিন দিন সেবন করিলে, গর্ভ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় মাসে বেদনা হইলে, নীলোৎপল, মৃণাল, খাঁড়গুড় (বা চিনি) ও কাকড়াশৃঙ্গী, গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে, তাহাতে বেদনার শান্তি হইবে। তৃতীয় মাসে বেদনা হইলে, শ্রীখণ্ড (শ্বেতচন্দন), তগরকাষ্ঠ, কুড়, মৃণাল ও পদ্মকেশর শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবে ॥ ৭৪—৭৭

নীলোৎপলমৃণালানি গোক্ষীরৈশ্চ কসেরুকম্।
পাঠামুস্তাবয়ষ্ট্যম্বুসারিবাপদ্মকৈঃ শৃতম্।
শীতং তোয়ং নিহন্ত্যাশু গর্ভিণীজ্বরবেদনাম্ ॥ ৭৮ ॥

ছিন্নাশ্রীপর্ণিকাকাথঃ সিতাক্ষৌদ্রযুতো হরেৎ।
গর্ভিণীনাং জ্বরং ঘোরং লঙ্কেশমিব রাঘবঃ ॥ ৭৯ ॥
পয়স্যাসারিবাযষ্টীবলালোধ্রমধূকবঃ।
দুগ্ধেন মিশ্রিতঃ কাথো হরেদ্গর্ভবতীজ্বরম্ ॥ ৮০ ॥
দুর্জয়ঃ সর্ব্বরোগেষু গর্ভিণীনাং জ্বরঃ খলু।
তাপো জ্বরেণ চ গর্ভস্য বিক্রিয়াং কুরুতেতরাম্ ॥ ৮১ ॥

নীলোৎপল, মৃণাল ও গোদুগ্ধ সহ কেশুর বা আকনাদি, মুতা, হরীতকী, বালা, অনন্তমূল ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের শৃতশীত কষায় পান করিলে, গর্ভিণীদিগের জ্বর ও বেদনা নিবারিত হয়। গুলঞ্চ ও গাম্ভারীর কাথ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণ নাশের ন্যায়, ইহাদ্বারা গর্ভিণীগণের উৎকট জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, লোধ ও মউল, এই সকলের কাথ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, গর্ভিণীর জ্বর বিনষ্ট হয়। গর্ভিণীদিগের সকল রোগের মধ্যে জ্বরই অত্যন্ত দুর্জ্জয়; জ্বরসন্তাপ দ্বারা গর্ভেরও শীঘ্র বিকৃতি ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৮—৮১

বৃক্ষকত্বগ্ঘনো দেবদারু দারুবিভাবরী।
গর্ভিণ্যা অতিসারঘ্নঃ কাথ এষাং ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৮২ ॥
শ্রীপর্ণীযষ্টিগোপ্যব্দকাকাথোঽতিসারনুৎ।
বলাদুরালভাপাঠাশুণ্ঠীমুস্তাকষায়বৎ ॥ ৮৩ ॥
জাতঃ পুনর্নবার্দ্রাভ্যাং কাথঃ ক্ষীরযুতো নিশি।
পীতো হরেদুদাবর্ত্তং গুল্মার্শঃশোথবেদনাম্ ॥ ৮৪ ॥
ঘৃতক্ষীরগুড়ান্ বার্দ্রকাথঃ সিদ্ধার্থচূর্ণিতঃ।
সংযোজ্য নিত্যং সেবেত শোফপিত্তাপনুত্তয়ে ॥ ৮৫ ॥
পুনর্নবাবচাকল্কধান্যৈর্লেহাৎ প্রশাম্যেৎ।
গুড়াজ্যসহিতং কাথং বলাভূমুর্ব্যাধিতম্ ॥
উদাবর্ত্তে চ শোফে চ গর্ভিণীং পায়য়েদ্ভিষক্ ॥ ৮৬ ॥
পিত্তার্ত্তিং হন্তি যষ্টিকাদ্রাক্ষামলকসাধিতা।
পীতা দুগ্ধযবাগূশ্চ গর্ভিণীনামসংশয়ম্ ॥ ৮৭ ॥

কুড়চিছাল, মুতা, দেবদারু ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, গর্ভিণীর অতিসার নিবারিত হয়। গাম্ভারীছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, মুতা ও দারুহরিদ্রার কাথ এবং বেড়েলা, দুরালভা, আকনাদি, শুঁঠ ও মুতার কাথ গর্ভিণীগণের অতিসার নষ্ট করে। পুনর্নবা ও আদার কাথ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে পান করিলে গর্ভিণীদিগের উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, শোথ ও বেদনা নিবারিত হয়। ঘৃত দুগ্ধ ও গুড়, অথবা আদার কাথ শ্বেত সর্ষপ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিত্য সেবন করিলে শোথ ও পিত্ত প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, বচ ও ধনের কল্ক লেহন করিলে প্রবল শোথেরও শান্তি হইয়া থাকে। গর্ভিণীদিগের উদাবর্ত্ত ও শোথ রোগে, পুনর্নবা মূলের কাথ গুড় ও ঘৃতের সহিত পান করিতে দিবে। যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও আমলকীর কাথের সহিত যবাগূ পাক করিয়া, তাহার সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিবে; এই যবাগূ পান করিলে গর্ভিণীগণের পিত্তবিকৃতি প্রশমিত হয় ॥ ৮২—৮৭

তিক্তাহরীতকীভার্গীবচাশুণ্ঠীকষায়কম্।
সগুড়ং পায়য়েদ্বৈদ্যঃ শ্বাসকাসাপনুত্তয়ে ॥ ৮৮ ॥
মরীচচূর্ণং সক্ষৌদ্রসিতাজ্যং কাসনাশনম্ ॥ ৮৯ ॥
লাজৈলাকোলমজ্জাম্বু নিপীতং বান্তিনাশনম্।
বালবিল্বোদ্ভবঃ কাথো হিক্কাং হন্যাৎ সমাক্ষিকঃ ॥ ৯০ ॥
অজমোদাশ্বগন্ধা চ কণে কণে জীরকং তথা।
লীঢ়া মধুগুড়োপেতা নিহন্ত্যমন্দবহ্নিতাম্ ॥ ৯১ ॥
বালবিল্ববিদারীভিঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতম্।
ক্ষীরং ক্ষীরযবাগ্বাঽপি পিবেদ্বাতকৃতাময়ে ॥
শ্বদংষ্ট্রাবলয়োঃ কাথো মূত্ররোগে প্রশস্যতে ॥ ৯২ ॥

গর্ভিণীর শ্বাস কাস নিবারণের জন্য চিকিৎসক তাহাকে কটকী, হরীতকী, বামুনহাটী, বচ ও শুঁঠের কষায় গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। মধু ঘৃত ও চিনির সহিত মরিচ চূর্ণ সেবন করিলে, কাস নিবারিত হয়। লাজ (খই) বড় এলাচ ও কুলের আঁটির শাঁস জলে ঘষিয়া সেই জল পান করিলে, বমন নিবারণ হয়। মধুমিশ্রিত কচি বেলের কাথ হিক্কা নিবারক। বনযমানী, অশ্বগন্ধা, পিপুল, গজপিপুল ও জীরার চূর্ণ গুড় ও মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। গর্ভিণীর বায়ুজনিত রোগ সমূহে, কচিবেল ভূমিকুষ্মাণ্ড ও চাকুলের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ এবং দুগ্ধপক্ক যবাগূ প্রয়োগ করিবে। গোক্ষুর ও বেড়েলার কাথ মূত্ররোগে প্রশস্ত ॥ ৮৮—৯২

সুরদারু পয়স্যা চ শাকবীজঞ্চ যষ্টিকা ॥ ৯৩ ॥
বলা কৃষ্ণতিলাস্তাম্রবল্লী চাশ্মন্তকস্তথা।
নীলোৎপলং পয়স্যা চ গুড়ূচী সারিবা তথা ॥ ৯৪ ॥
মধুযষ্টী চ পদ্মা চ রাস্না সারিবয়া সহ।
কাশ্মর্য্যো বৃহতী ক্ষীরিশুঙ্গবল্কত্বচো ঘৃতম্ ॥ ৯৫ ॥
মধুপর্ণী বলা শিগ্রু, শ্বদংষ্ট্রা পৃশ্নিপর্ণিকা।
সিতামধুকশৃঙ্গাটদ্রাক্ষাবিসকসেরুকাঃ ॥ ৯৬ ॥
সপ্তশ্লোকার্দ্ধনির্দিষ্টান্ যোগান্ সপ্ত পয়োঽন্বিতান্।
পিবেৎ ক্রমেণ মাসেষু গর্ভস্রাবাদিবারণান্ ॥ ৯৭ ॥

দেবদারু, ক্ষীরকাকোলী, শাকবীজ ও যষ্টিমধু; বেড়েলা, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও অশ্মন্তক (আমরুল); নীলোৎপল, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ ও অনন্তমূল, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, রাস্না ও অনন্তমূল; গাম্ভারীফল, বৃহতী, ক্ষীরিবৃক্ষের শুঙ্গ বল্ক-ত্বক্ ও ঘৃত; গাম্ভারী, বেড়েলা, সজিনা গোক্ষুর ও চাকুলে; চিনি, যষ্টিমধু, পানিফল (পানিফল), দ্রাক্ষা, মৃণাল ও কেশুর; এই সাতটি যোগ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, যথাক্রমে প্রথম হইতে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত সাত মাসের গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৯৩—৯৭

উশীরযষ্ট্যসংসিদ্ধং গর্ভিণীবাতনুৎ পয়ঃ।
দ্রাক্ষাযষ্টিকসিদ্ধা চ যবাগূশ্চ তথা ফলা ॥ ৯৮ ॥
বলা বাসা পৃশ্নিপর্ণী নির্যূহশ্চাপি পিত্তনুৎ।
স পুনশ্ছিন্নয়া যুক্তো গর্ভিণীকামলাপহঃ ॥ ৯৯ ॥
কাসং শ্বাসং তথা রক্তপিত্তং চাশু বিনাশয়েৎ।
অঘৃতঃ সঘৃতো বাঽপি সদুগ্ধো বাঽপ্যদুগ্ধবান্ ॥ ১০০ ॥
এক এব বলাক্বাথো গর্ভিণীসর্ব্বরোগনুৎ ॥ ১০১ ॥

বেণামূল ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এবং দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ যবাগূ গর্ভিণী-দিগের বায়ুশান্তিকারক। বেড়েলা, বাসকছাল, ও চাকুলের কাথ পিত্তনাশক। এই সকলের সহিত গুলঞ্চ যোগ করিলে, সেই কাথ গর্ভিণীর কামলা নিবারণ করে এবং কাস শ্বাস ও রক্তপিত্ত রোগেরও আশু বিনাশ করিয়া থাকে। একমাত্র বেড়েলার কাথে ঘৃত বা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, অথবা ঘৃতাদি মিশ্রিত না করিয়াও সেবন করিলে, গর্ভিণীর সকল রোগ নিবারিত হয় ॥ ৯৮—১০১

অথ মূঢ়গর্ভলক্ষণম্।

বিলোমবায়ুনা গর্ভো জীবন্ যদি ন নিঃসরেৎ।
স গর্ভসঙ্গ ইত্যুক্তো মূঢ়গর্ভো মৃতে শিশৌ ॥ ১০২ ॥
স্তব্ধাধ্মানং শিশিরজঠরং সাঙ্গশোষং সমূর্চ্ছঃ
গর্ভাস্পন্দঃ শ্বসনকমহাপূতিগন্ধো ভ্রমার্ত্তিঃ।
কৃচ্ছ্রোচ্ছ্বাসোঽসিতরুচিবপুঃ স্তব্ধনেত্রে ব্যথোগ্রা
বিপন্ন্যার্ত্তির্ভবতি হি মৃতাপত্যগর্ভাঙ্গনায়াঃ ॥ ১০৩ ॥

জীবিত গর্ভ বিলোম বায়ু কর্ত্তৃক নিঃসৃত হইতে না পারিলে, তাহাকে গর্ভসঙ্গ এবং কুক্ষিস্থ শিশু মরিয়া গেলে তাহাকে মূঢ়গর্ভ বলা যায় ॥ ১০২

কুক্ষিমধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইয়া গেলে, উদর স্তব্ধ আধ্মানযুক্ত ও শীতলস্পর্শ হয়, এবং গর্ভিণীর মুখশোস, মূর্চ্ছা, গর্ভস্পন্দনের নাশ, নিঃশ্বাসে পূতিগন্ধ গাত্রঘূর্ণন, কষ্টে শ্বাসনির্গম, দেহের কৃষ্ণবর্ণতা, নেত্রদ্বয় স্তব্ধীভূত, তীব্র প্রসবব্যথা ও মলমূত্রনির্গমে কষ্টবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ১০৩

অকালশ্বাসসংযুক্তা বন্ধভ্রষ্টভগান্বিতা।
শীতাঙ্গী পূতিকোদ্গারা মূঢ়গর্ভা ন জীবতি ॥ ১০৪ ॥

মূঢ়গর্ভার অনিয়মিতরূপে শ্বাসনির্গম, যোনিদ্বার বন্ধ বা স্থানচ্যুত, অঙ্গ শীতল ও উদ্গারে পূতিগন্ধ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে তাহার জীবন রক্ষা হয় না ॥ ১০৪

বীজং করঞ্জসঞ্জাতং কপিত্থতুলসাজটা।
দুগ্ধে পিষ্ট্বা বিলিম্পেদ্বা নাভিপৎকরলেপতঃ ॥ ১০৫ ॥
সুরয়া বাঽহিনির্ম্মোকৈঃ সম্যগ্ যোনিপ্রধূপনাৎ।
প্রসূতে বধূর্মূর্দ্ধ্নি সুধানিক্ষেপণাদপি ॥ ১০৬ ॥
হলিনীমূলিকানাভিগুহ্যাস্তিপ্রলেপিতা।
বিশল্যাং কুরুতে নারীং শ্বেতপুষ্পা চ সা ক্ষণাৎ ॥ ১০৭ ॥
যষ্টীলুঙ্গজটা পিষ্টা পীতা সূতিকরী ধ্রুবম্।
লাঙ্গলীমধুসিদ্ধ্যাসেপনলেপাৎ প্রবেদ্বধূ ॥ ১০৮ ॥

করঞ্জবীজ, কয়েতবেল ও তুলসীমূল দুগ্ধের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পেষণ করিয়া নাভি ও হস্ত-পদতলে লেপন করিলে; অথবা সর্প-নির্ম্মোক (সাপের খোলস) দ্বারা যোনিদ্বারে ধূমপ্রদান করিলে, কিংবা মস্তকে সীজের আঠা প্রদান করিলে, মূঢ়গর্ভা সুখে প্রসব করিতে

সমর্থা হয়। শ্বেতপুষ্প লাঙ্গলী বিষের মূল দ্বারা নাভি যোনিদ্বার ও বস্তিতে প্রলেপ দিলে নারীগণের মূঢ়গর্ভ প্রসব হইয়া থাকে। যষ্টিমধু ও মাতুলুঙ্গ লেবুর মূল পেষণ করিয়া পান করিলে, নিশ্চিতই প্রসব হয়। লাঙ্গলীবিষ মধু ও সৈন্ধব-লবণ পেষণ করিয়া যোনিদ্বারে প্রলেপ দিলে নারীগণের মূঢ়গর্ভ প্রসূত হয় ॥ ১০৫—১০৮

মাতুলুঙ্গ্যাশ্চ মূলে চ রম্ভায়া বা কটীস্থিতে।
সিদ্ধার্থমাগধীকুষ্ঠগোলোমীশিখিকল্কিতঃ ॥ ১০৯ ॥
নিরূহঃ স্নেহপটুযুগপরাং পাতয়েত্তরাম্।
সিদ্ধং সিদ্ধার্থকং তৈলং পায়ৌ বা স্মরমন্দিরে।
অনুবাসনতঃ শীঘ্রমপরাং পাতয়েদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১০ ॥

মাতুলুঙ্গলেবুর বা কদলীর মূল কটীদেশে বন্ধন করিলে, অথবা রাইসরিষা, পিপুল, কুড়, গোলোমী (বচ) ও মৌরি এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং তৈলাদি স্নেহ ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নিরূহণ প্রয়োগ করিলে, অপরা (ফুল) পতিত হয়। যথানিয়মে প্রস্তুত সিদ্ধার্থক তৈল, যোনিপথে বা গুহ্যদ্বারে অনুবাসনরূপে প্রয়োগ করিলেও অপরা পতিত হয় ॥ ১০৯,১১০

কুরণ্টকং কুলত্থঞ্চ সর্ব্বেরেভিঃ শৃতং জলম্।
যুক্তং শর্করয়া পীতং সূতিশূলজ্বরাপহম্ ॥ ১১১ ॥
লৌহখণ্ডযুতং পঞ্চমূলিকাসাধিতং জলম্।
নাশয়েৎ সূতিকারোগান্ সবাতান্ বিবিধান্ ধ্রুবম্ ॥ ১১২ ॥
ভূনিম্বনিম্বভদ্রাশ্বগন্ধাসপ্তচ্ছদত্বচা।
তৈলং পচেত্তদভ্যঙ্গাৎ সূতিকা[illegible]রোগনুৎ ॥ ১১৩ ॥

কুরুণ্টক (পীতঝাঁটী) ও কুলত্থ, এই উভয় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনির সহিত তাহা সেবন করিলে, প্রসবের পর শূল ও জ্বর নিবারিত হয়। পঞ্চমূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা লৌহ ভস্ম ও চিনি সহ পান করিলে, সূতিকারোগ এবং বিবিধ বায়ুবিকার প্রশমিত হয়। চিরতা, নিমছাল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা ও ছাতিমছালের কাথ ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া তাহা অভ্যঙ্গ করিলে, সর্ব্ববিধ সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১১—১১৩

অথ গর্ভিণীজ্বরহরা সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

অঞ্জলিদ্বিতয়ে তোয়ে কংসমাত্রপয়োঽন্বিতে।
তুলার্দ্ধশর্করাং দত্ত্বা গুড়পাকে কৃতে ক্ষিপেৎ ॥ ১১৪ ॥
এলারিঙ্গণিকাবেল্লব্যোষজীরকদীপ্যকান্।
ভৃঙ্গং লবঙ্গং চোলঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্ ॥ ১১৫ ॥
মিশিঃ পঞ্চপলা ধান্যং পলত্রয়মিতং তথা।
শুণ্ঠী ষট্পলাং সমাখিচূর্ণা পরিমিশ্রয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
এষা সৌভাগ্যশুণ্ঠীতি শম্ভুদেবেন কীর্ত্তিতা।
সেবিতা হন্তি সূতায়া জ্বরং রোগমনেকধা ॥ ১১৭ ॥
প্লীহানং মলবন্ধঞ্চ পাণ্ডুগুল্মারুচীস্তথা।
কাসশ্বাসকৃমানগ্নিমান্দ্যাদিকগদাংস্তথা।
কায়াগ্নিজননং চৈতৎ সূতিকামৃতমুচ্যতে ॥ ১১৮ ॥

দুই অঞ্জলি অর্থাৎ একসের জল এবং এক কংস (আটসের) দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধতুলা (৶৬।০ সওয়া ছয়সের) চিনি মিশ্রিত করিয়া গুড়পাক বিধানানুসারে পাক করিবে; যথাকালে বড়এলাচ, রিঙ্গণিকা (কেঙটমুতা), বেল্ল (বিড়ঙ্গ), ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), জীরা, যমানী, দারুচিনি, লবঙ্গ, গন্ধবোল প্রত্যেক একপল; মউরী পাঁচপল, ধনে তিন পল, শুঁঠ আধপল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। এই সৌভাগ্য শুণ্ঠী মহাদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, নানাবিধ সূতিকা, জ্বর, প্লীহা, মলরোধ, পাণ্ডু, গুল্ম, অরুচি, কাস, শ্বাস, কৃমি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। বিশেষতঃ ইহা জঠরাগ্নির উদ্দীপক। সূতিকারোগে ইহা অমৃতস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ১১৪ - ১১৮

নিগুণ্ডীপত্রনির্য্যাসো গুড়ো জীর্ণঃ সুরাপ্লুতঃ।
সেবিতস্তক্রভক্তাভ্যাং যোনিশূলবিনাশনঃ ॥ ১১৯ ॥
নির্গতাঽপি বিশেদ্‌যোনিঃ কারলীকন্দলেপিতা।
ইন্দ্রগোপাক্তালেপেন শ্লথযোনিদৃঢ়া ভবেৎ ॥ ১২০ ॥
মাকন্দমূলকপূরমধুভিশ্চ জরৎস্ত্রিয়ঃ।
কুরুতে সংবৃতাং যোনিং কন্যকায়া ইব ধ্রুবম্ ॥ ১২১ ॥

নিসিন্দাপত্রের রস ও পুরাতন গুড় মদ্যের সহিত ভিজাইয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে এবং তক্রের সহিত অন্ন ভোজন

করিবে। ইহা দ্বারা যোনিশূল নিবারিত হয়। করোলার কন্দ পেষণ করিয়া লেপন করিলে, নির্গত যোনি পুনঃ প্রবিষ্ট হয়। ইন্দ্রগোপকীট ঘৃতসহ পেষণ করিয়া, লেপন করিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হইয়া থাকে। অশ্বগন্ধার মূল, কর্পূর ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে, জরাগ্রস্তা নারীগণের যোনিও কুমারীর যোনির ন্যায় সংবৃত হয়॥ ১১৯-১২১

শ্রীপর্ণীরসকল্কাভ্যাং তৈলং সিদ্ধং তিলোদ্ভবম্।
তত্তৈলং তুলকেনৈব স্তনয়োঃ পরিদাপয়েৎ॥ ১২২॥
পতিতাবুচ্ছ্রিতৌ স্ত্রীণাং ভবেয়াতাং পয়োধরৌ।
গজকুম্ভসমাকারাবুন্নতৌ পরিমণ্ডলৌ॥ ১২৩॥

গাম্ভারীর রস ও কল্ক সহ তিলতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল তুলিকা দ্বারা স্তনে লেপন করিলে, স্ত্রীদিগের পতিত স্তনও পুনরুত্থিত হয় এবং তাহা গজকুম্ভের ন্যায় উন্নত ও পরিধিবিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২২।১২৩

অথ পর্পটীরসঃ।

* মঞ্জারীমিতবজ্রহেমজরসো + ব্যোমার্ককান্তৈস্ত্রিভি-
র্ভাগেনোত্তরবর্দ্ধিতৈঃ সমরসৈর্গন্ধৈর্দ্বিকর্ষোন্মিতৈঃ।
জাতঃ পর্পটিকারসো ঘৃতকণাযুক্তো হরেৎ সর্ব্বশঃ
সূতীনাং হি মহাগদান্ গদচয়ং নানানুপানান্বিতঃ॥ ১২৪

জারিত হীরক ও স্বর্ণভস্ম উভয়ে আড়াই ভাগ, অভ্রভস্ম একভাগ, তাম্রভস্ম দুইভাগ, ও কান্তলৌহ তিন ভাগ; এবং পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক চারিতোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। এই পর্পটী উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, প্রসূতাগণের সর্ব্ববিধ উৎকটরোগ নিবারিত হয় এবং অনুপান বিশেষের সহিত সেবিত হইলে; ইহা দ্বারা অন্যান্য প্রবলরোগ সমূহও প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১২৪

স্বর্ণতারঘনভানুতীক্ষ্ণকং তেষু চৈকমতিমাত্রমারিতম্।
সূতিকাসকলরোগনাশনং রোগহারি বিহিতানুপানতঃ॥ ১২৫

স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, তাম্র ও তীক্ষ্ণলৌহ একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, উপযুক্ত অনুপানের সহিত যথামাত্রায় সেবন করিলে, সূতিকাজনিত সকল প্রকার রোগ এবং অন্যান্য ব্যাধিও বিনষ্ট হয়॥ ১২৫

[ইতি গর্ভিণীসূতিকাচিকিৎসা।

গর্ভনির্গতবালস্য কণাস্বর্ণং প্রদাপয়েৎ।
পার্শ্বান্বিতয়ং যুগ্মাৎ কাংস্যভাজনমুচ্চকৈঃ॥১২৬॥
তেন ত্রস্তঃ সসংজ্ঞঃ স্যাদ্‌যোনিনির্গমপীড়িতঃ।
সুখোষ্ণৈঃ কাঞ্জিকৈর্বালং সংপ্রোক্ষ্য দ্বিত্রিবারতঃ॥১২৭॥
দেয়ঃ শিরসি বালস্য ঘৃতপিণ্ডো ঘনাপহঃ।
শিরোগতবিকারঘ্নো মুখ্যো রক্ষাকরস্তথা॥ ১২৮॥
ঘৃতকণে রোহিণীকল্কে সিদ্ধং পানানুলেপতঃ।
জ্বরং পিত্তোত্তরং হন্তি মুক্তাক্বাথ ইব ধ্রুবম্॥ ১২৯॥
অশ্বত্থপল্লবৈশ্চাস্তঃ ক্ষীরং পক্বং নিষেবিতম্।
পিত্তজাতং জ্বরং তীব্রং বালানাং হন্তি নিশ্চিতম্॥১৩০
গন্ধোৎপলতণ্ডুলৈঃ পিষ্টা কটুকী নাশয়েজ্জ্বরম্।
সংদ্রবীকণাভৃঙ্গক্ষৌদ্রং লীঢং হরেচ্ছিশোঃ॥
বমিকাসজ্বরব্যাধীন্ ক্ষৌদ্রেণাতিবিষা তথা॥ ১৩১॥
ন্যগ্রোধজম্ব্বাম্রশিরীষকাণাং
ক্বাথো রসো বা নবপল্লবানাম্।
পিত্তাতিসারজ্বরবান্তিমূর্চ্ছা-
তৃষ্ণাং নিহন্যান্মধুনা শিশূনাম্॥ ১৩২॥

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে কণা (পিপুলচূর্ণ) ও স্বর্ণ লেহন করাইবে। তৎকালে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকিলে, তাহার নিকটে দুই খণ্ড প্রস্তর বা কাংস্যপাত্র দ্বারা উচ্চ শব্দ করিবে; তাহাতে নির্গমপীড়িত শিশু ত্রস্ত হইয়া সংজ্ঞালাভ করিবে। অনন্তর তাহাকে ঈষদুষ্ণ কাঁজি দ্বারা দুই তিনবার ধৌত করিয়া, তাহার মস্তকে ঘৃতপিণ্ড স্থাপন করিবে। তাহা দ্বারা শিরোগত রোগ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ তাহার রক্ষাবিধান হইয়া থাকে। রোহিণীকল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান অনুলেপন ও অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা মুক্তার কাথ পানের ন্যায় শিশুদের পিত্তাধিক জ্বর প্রশমিত হয়। অশ্বত্থ পল্লবের সহিত জল ও দুগ্ধ পাক করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, সেই দুগ্ধ পান করাইলে, শিশুদিগের পিত্তজনিত জ্বর নিবারিত

* মঞ্জারীতি সার্দ্ধপাদদ্বয়ম্। + রজতৈরিতি বা পাঠঃ।

হয়। সুগন্ধি উৎপলের জলে কটকী পেষণ করিয়া সেবন করাইলেও শিশুদিগের জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। সহদেবী (বেড়েলা), পিপুল ও দারুচিনির চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করাইলে শিশুদিগের বমি, কাস ও জ্বর নিবারিত হয়। মধুর সহিত আতইচ চূর্ণ লেহন করিলেও ঐরূপ উপকার হইয়া থাকে। বট, জাম, তাম ও শিরীষের নবপল্লবের কাথ বা রস সেবন করাইলে, শিশুদিগের পিত্তাতিসার, জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়॥ ১১৬—১৩২

মধ্বম্বুশৃঙ্গীপাঠাব্দং রক্তাতীসারহৃচ্ছিশোঃ।
ক্ষীরং সবোলং কণ্ঠোরঃশিরঃকফহরং শিশোঃ॥১৩৩॥
মধুকং মরিচং পিষ্টং গোজলৈঃ পরিসেবিতম্।
বিনাশয়তি বেগেন বালানাং মূত্রবিড়্‌গ্রহম্॥ ১৩৪॥

মধু ও জলের সহিত কাঁকড়াশৃঙ্গী, আকনাদি ও মুতার চূর্ণ সেবন করাইলে, রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়। গন্ধবোলের সহিত দুগ্ধ পান করাইলে, শিশুর কণ্ঠ মস্তক ও বক্ষঃস্থলের কফ বিনষ্ট হয়। শিশুগণের মলমূত্র রুদ্ধ হইলে, যষ্টিমধু ও মরিচ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, সেবন করাইবে। তাহা দ্বারা মলমূত্র রোধ বিনষ্ট হয়॥ ১৩৩।১৩৪

যষ্টীলোধ্রকণাগন্ধাবলোশাল্মলিসারিবা।
সুগন্ধা মাক্ষিকং চেতি সিদ্ধং সর্পিনিষেবিতম্॥
শুষ্যদ্‌গাত্রস্য বালস্য বৃংহণং বলকারি তৎ॥ ১৩৫॥
শঙ্খনাভিকণাপথ্যারসাঞ্জনবিনির্ম্মিতা।
বর্ত্তির্নিহন্তি মধুনা বালনেত্রগদানয়ান্॥ ১৩৬॥
ক্ষীরেঽশ্বগন্ধয়া সার্দ্ধং বলাকাথৈশ্চ সাধিতম্। *
ঘৃতং পুষ্টিকরং বর্ণ্যং বলকৃৎ সুখকারি চ॥ ১৩৭॥

যষ্টিমধু, লোধ, পিপুল, শটী, বেড়েলা, শিমুলমূল, অনন্তমূল ও তুলসী এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিবে। যে সকল বালক শুকাইয়া যাইতেছে তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। শঙ্খনাভি, পিপুল, হরীতকী ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; মধুর সহিত সেই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, শিশুগণের সকল প্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয়। অশ্বগন্ধার কল্ক, দুগ্ধ ও বেড়েলার কাথ সহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত শিশুদিগের পুষ্টিকর, বর্ণবর্দ্ধক, বলকারক এবং আরোগ্যজনক॥ ১৩৫—১৩৭

শ্লেষ্মা তু তালুমাংসস্থঃ করোতি কুপিতঃ শিশোঃ।
তালুকণ্টকমেতেন তালুস্থানে চ নিম্নতা॥ ১৩৮॥
তৃষ্ণা তালুবিপাকশ্চ স্তন্যদ্বেষশ্চ বিড়্‌গ্রহঃ।
ভ্রমাস্যশোষকণ্ডূতিগ্রীবাদুর্দ্ধরতা বমিঃ॥ ১৩৯॥
অক্ষিরোগাদিকং চাপি তত্র চোন্নীয় তালুকম্।
প্রতিসার্য্য যবক্ষারক্ষৌদ্রাভ্যামতিযত্নতঃ॥ ১৪০॥
যদ্বা বিশ্বাকণাসিন্ধুগোময়োত্থরসৈস্তথা।
পথ্যাকুষ্ঠবচাকল্কং স্তন্যেন মধুনা সহ॥
পীতং নিহন্তি বেগেন বালানাং তালুকণ্টকম্॥ ১৪১॥

শিশুদিগের তালুতে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া তালুকণ্টক রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে তালুস্থান নিম্ন হইয়া যায়, অধিক তৃষ্ণা হয়, তালুস্থান পাকিয়া উঠে, স্তন্যপানে বিদ্বেষ হয়, এবং মলরোধ, ভ্রম, মুখশোষ, কণ্ডু, গ্রীবার ভার ধারণে অক্ষমতা, বমি ও নেত্ররোগাদি উপস্থিত হয়। এই রোগে নিম্নগত তালু উন্নত করিবার জন্য, যবক্ষার ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে অথবা শুঁঠ, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ গোময় রসের সহিত পেষণ করিয়া তাহাই লেপন করিবে। হরীতকী, কুড় ও বচের কল্ক স্তন্য ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, শিশুদিগের তালুকণ্টক রোগ অতিশীঘ্র বিনষ্ট হয়॥ ১৩৮-১৪১

প্রস্বেদাম্মললেপাদ্বা রক্তশ্লেষ্মভবো গুদে।
গুদকিট্টো ভবেদ্রোগস্তীব্রব্রণসমন্বিতঃ॥ ১৪২॥
শৃঙ্গশীতাম্বুশৈলেয়কণাচূর্ণং মধুৎকটম্।
তেনাপানব্রণং সম্যগ্‌ লেপয়েদ্ভিষগুত্তমঃ॥ ১৪৩॥
ত্রিফলাবদরীপত্রকাথেন পরিষেচয়েৎ।
রাগকণ্ডুমতো রক্তং জলুকাভিঃ সমন্বিতম্॥ ১৪৪॥
পিত্তব্রণচিকিৎসা চ সকলাংত্র প্রশস্যতে।
গুদপাকে তু কর্ত্তব্যা পিত্তব্রণহরা ক্রিয়া॥
পানপ্রলেপয়োঃ শস্তং বিশেষেণ রসাঞ্জনম্॥ ১৪৫॥

গুহ্যদেশে ঘর্ম্ম ও মললিপ্ততা বশতঃ রক্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া গুদকিট্ট নামক রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে গুহ্যদেশে তীব্র ব্রণ উৎপন্ন হয়। শৈলজ ও কণাচূর্ণ শৃঙ্গশীত

* ক্ষীরেঽশ্বগন্ধয়া তাম্রপাত্রে শৃতেন সাধিতমিতি বা পাঠঃ।

বস্ত্রে ছাঁকিয়া, তাহা ৪ ভাগ, জারিত হীরক ও বৈক্রান্ত ষষ্ঠভাগ প্রদান পূর্ব্বক লিঙ্গিকা (শিবলিঙ্গিনী) পত্রের রসদ্বারা একদিন ভাবনা দিতে হইবে। পরিশেষে লক্ষ্মণামূলের রস ও বন্ধুজীবকের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক দ্বাদশবার পুটপাক করিবে। পাকের পর পুনর্ব্বার তাহা চূর্ণ করিয়া লইবে। শুভদিনে যোগিনীগণ পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিয়া পুত্রেচ্ছাবতী নারী উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে, পাপজ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বন্ধ্যাগণ এবং যোনিদোষগ্রস্তা রোগিণীগণও ছয় মাসের মধ্যে গর্ভ লাভ করিয়া, সৌভাগ্যশালী জীবিত পুত্র প্রাপ্ত হয়। পুরুষদিগেরও বন্ধ্যত্ব, অল্পশুক্রত্ব এবং নানাবিধ বীজদোষ ইহা দ্বারা নিশ্চিতই নিবারিত হয়। এই বর্দ্ধমান রস ব্রহ্মজ্যোতিঃ মুনির অনুমোদিত। ইহা তত্তদ্রোগনাশক দ্রব্যের সহিত সেবিত হইলে, বন্ধ্যারোগ, সর্ব্ববিধ যোনিদোষ, সূতিকারোগ এবং অন্যান্য বহুবিধ দুঃসাধ্যরোগ সমূহও বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৩০—৩১ ([illegible] ।)

দ্রুতিসারঃ।

যুক্তং হি ব্যোমজদ্রুত্যা তুল্যাংশস্বর্ণসূতসম্।
পিষ্টীকৃত্য চিরং পিষ্ট্বা মল্লসংপুটকে ক্ষিপেৎ ॥ ৪২ ॥
নিষ্কমাত্রং বলিং দত্ত্বা শতবারং পুটেত্ততঃ।
সম্যঙ্নিষ্পিষ্য সংগাল্য করণ্ডান্তর্বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যুক্তো দ্রুতিসারনামকরসো বন্ধ্যাময়ধ্বংসনঃ
পুত্রিণ্যাঃ খলু সূতিকাময়হরো বৃষ্যশ্চিরায়ুষ্করঃ।
সম্যক্সিদ্ধবলিদ্রুতিপ্রকলিতো গুঞ্জামিতঃ সেবিতঃ
কুর্য্যাত্তীব্রতরাং ক্ষুধং স্বপ মহারোগাদিরোগাঞ্জয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
মতঃ সর্ব্বাময়ধ্বংসী রসোঽয়ং নন্দিনোদিতঃ।
জীবৎপুত্রপ্রদঃ স্ত্রীণাং যৌবনস্থৈর্য্যদায়কঃ ॥ ৪৫ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচানাং ভয়েভ্যোঽভয়দায়কঃ।
জড়ানাং দোহদার্ত্তানাং মন্দবুদ্ধিমতামপি ॥ ৪৬ ॥
মণ্ডূকীরসসংযুক্তো দাতব্যো বচয়া সহ।
জন্মবন্ধ্যাঃ কাকবন্ধ্যা মৃতবৎসাস্তু যাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥
তাসাং পুত্রোদয়ার্থায় শম্ভুনা সূচিতঃ পুরা ॥ ৪৭ ॥

অভ্র, স্বর্ণ ও পারদ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃত করিয়া মুষামধ্যে চারি মাষা পরিমিত গন্ধক সহ রুদ্ধ করিবে ও শতবার ঐরূপে পুটপাক করিবে। পাকের পর চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই দ্রুতিসার নামক রস বন্ধ্যারোগনাশক, প্রসবের পর সূতিকা রোগের নিবারণকারক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক, তীব্র ক্ষুধাজনক ও মহারোগাদির শান্তিকারক। গন্ধকদ্রুতিসাধিত এই সিদ্ধ মহৌষধ একরতি মাত্রায় সেবন করিতে হয়। নন্দিকর্ত্তৃক এই ঔষধ উপদিষ্ট। ইহা সর্ব্বরোগনাশক, নারীগণের জীবিত পুত্রোৎপাদক, স্থির যৌবন সম্পাদক, এবং ভূত প্রেত পিশাচাদির ভয় নিবারক। জড়তা, দোহদ পীড়া ও বুদ্ধিবিকার শান্তির জন্য মণ্ডূকীর (থুলকুড়ির বা ব্রাহ্মীর) রস ও বচের চূর্ণ সহ সেবন করিতে দিবে। জন্মবন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা ও মৃতবৎসা স্ত্রীগণকে পুত্র প্রদান করিবার জন্য পূর্ব্বকালে মহাদেব এই ঔষধ প্রচারিত করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৭

বন্ধ্যাগর্ভসংপ্রাপ্তিযোগঃ।

সমূলপত্রাং সর্পাক্ষীং রবিবারে সমুদ্ধরেৎ।
একবর্ণগবাং ক্ষীরৈঃ কন্যাহস্তেন পেষয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
ঋতুকালে পিবেন্নিত্যং পলার্দ্ধঞ্চ দিনে দিনে।
ক্ষীরশাল্যন্নমুদ্গঞ্চ অল্পাহারং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
উদ্বেগং ভয় শোকঞ্চ দিবানিদ্রাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
ন কশ্চ কারয়েৎ কিঞ্চিদ্বর্জ্জয়েচ্ছীতমাতপম্ ॥
এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাদ্বন্ধ্যা ভবতি গর্ভিণী ॥ ৫০ ॥

অতঃপর বন্ধ্যাগণের গর্ভোৎপাদক যোগ ও কর্ম্মাদি উপদিষ্ট হইতেছে। রবিবারে আমূল পত্র সর্পাক্ষী বৃক্ষ (গন্ধনাকুলী) উত্তোলন করিয়া, একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ সহ কোন কুমারী দ্বারা পেষণ করাইবে। ঋতুর তিন দিন ঐ কল্ক চারিতোলা মাত্রায় সেবন করিবে এবং দুগ্ধ ও মুগের যূষের সহিত শালিধান্যের অন্ন অল্প

পরিমাণে ভোজন করিবে। উদ্বেগ, শোক ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। পরিশ্রম করিবে না। শীতল সেবা ও আতপসেবা ত্যাগ করিবে। এইরূপ নিয়ম সাত দিন পর্য্যন্ত পালন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা বন্ধ্যার গর্ভ হইয়া থাকে ॥ ৪৮—৫০

দেবদালীয়মূলং তু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে ॥ ৫১ ॥
নিষ্কত্রয়ং গবাং ক্ষীরৈঃ পূর্ব্ববৎ ক্রমযোগতঃ।
বন্ধ্যাং প্রলভতে গর্ভং দিনং পথ্যং যথা পুরা ॥ ৫২ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে দেবদালী ঘোষার মূল আহরণ করিয়া, চারিমাষা মাত্রায় গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে একদিন সেবন করিলে এবং পূর্ব্বোক্ত পথ্য ভোজনাদি নিয়ম প্রতিপালন করিলে, বন্ধ্যা গর্ভলাভ করে ॥ ৫১।৫২

শীততোয়েন সংপিষ্টং শরপুঙ্খীয়মূলকম্।
কর্ষং পীত্বা লভেদ্গর্ভং পূর্ব্ববৎক্রমযোগতঃ ॥ ৫৩ ॥
নো চেদপরমাসে তু কারয়েৎ পূর্ব্ববৎ ফলম্। ।
পতিসঙ্গে লভেদ্গর্ভং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৪ ॥
এবমেব তু রুদ্রাক্ষং সর্পাক্ষীকর্ষমাত্রকম্।
পূর্ব্ববচ্চ গবাং ক্ষীরেঋতুকালে প্রদাপয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

শরপুঙ্খার মূল শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া দুইতোলা মাত্রায় ঋতুকালে সেবন করিবে, এবং পূর্ব্ববৎ নিয়মে পথ্য ভোজন করিবে। ইহা দ্বারাও গর্ভোৎপত্তি হয়। সেই মাসে গর্ভোৎপত্তি না হইলে, পুনর্ব্বার অপর মাসে ঋতুকালে ঐ ঔষধ ঐরূপ নিয়মে সেবন করিয়া পতিসঙ্গ করিলে, নিশ্চিতই গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে রুদ্রাক্ষ, ও সর্পাক্ষী (গন্ধনাকুলী) দুইতোলা মাত্রায় গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে সেবন করিতে দিবে ॥ ৫৩—৫৫

মহাগণেশমন্ত্রেণ রক্ষাং তস্যাস্তু কারয়েৎ।
এবং দিনত্রয়ং কুর্য্যাদ্বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী ॥ ৫৬ ॥
শ্বেতকণ্টকার্য্যাশ্চ মূলং তদ্বচ্চ গর্ভকৃৎ।
পূর্ব্বপুত্রবতী তাসাং কস্য তদ্বচ্চ কথ্যতে ॥ ৫৭ ॥
পেষয়েন্মহিষীক্ষীরৈর্বিষ্ণুক্রান্তাং সমূলকাম্।
মহিষীনবনীতেন ঋতুকালে তু ভক্ষয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
এবং দিনং দিনং কুর্য্যাৎ পথ্যং যুক্তং চ পূর্ব্ববৎ।
গর্ভং প্রলভতে নারী কাকবন্ধ্যা সুশোভনম্ ॥ ৫৯ ॥

অশ্বগন্ধীয়মূলং তু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে।
পেষয়েন্মহিষীক্ষীরৈঃ পলার্দ্ধং পায়য়েৎ সদা ॥
সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা চিরায়ুষম্ ॥ ৬০ ॥

ঋতুর তিন দিন মহাগণেশের মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঋতুমতীকে রক্ষা করিলে, বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়। শ্বেতকণ্টকারীর মূল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঋতুকালে সেবন করিলেও বন্ধ্যানারীর পুত্র হইয়া থাকে।

প্রথম পুত্রবতীর (কাকবন্ধ্যার) চিকিৎসা ও পূর্ব্ববৎ নিয়ম কথিত হইতেছে। বিষ্ণুক্রান্তার (অপরাজিতার) মূল মহিষ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মহিষ নবনীতের সহিত ঋতুকালে সেবন করিবে। ঋতুর তিন দিন এই ঔষধ সেবন করিয়া, পূর্ব্ববৎ পথ্য ভোজনাদি নিয়ম পালন করিলে, কাকবন্ধ্যা নারীও নির্দ্দোষ গর্ভ লাভ করে। পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধা মূল আহরণ পূর্ব্বক মহিষ দুগ্ধের সহিত তাহা পেষণ করিয়া, চারিতোলা মাত্রায় সপ্তাহকাল ভোজন করিলে কাকবন্ধ্যাও দীর্ঘায়ুঃ পুত্র লাভ করে ॥ ৫৬—৬০

গর্ভঃ সপ্তাহমাত্রস্তু পক্ষান্মাসাচ্চ বৎসরাৎ ॥ ৬১ ॥
স্রিয়তে দ্বিত্রিবর্ষৈর্বা যস্যাঃ সা মৃতবৎসকা।
তত্র যোগঃ প্রকর্ত্তব্যো যথাশঙ্করভাষিতম্ ॥ ৬২ ॥

মৃতবৎসা।

যাহাদের গর্ভ প্রসব হইবামাত্র অথবা এক পক্ষ, একমাস, এক বৎসর কিংবা দুই তিন বৎসরে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগকে মৃতবৎসা কহে। মৃতবৎসারোগে শঙ্করোক্ত যোগ সমূহ প্রয়োগ করিবে ॥ ৬১।৬২

মার্গশীর্ষেঽথবা জ্যৈষ্ঠে পূর্ণায়াং লেপিতে গৃহে।
নূতনং কলসং পূর্ণং গন্ধতোয়েন কারয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
শাখাফলসমাযুক্তং সর্ব্বরত্নসমন্বিতম্।
সুবর্ণমুদ্রিকাযুক্তং ষট্‌কোণে মণ্ডলে স্থিতম্ ॥ ৬৪ ॥
তন্মধ্যে পূজয়েদ্দেবীমেকাস্তাং নামবিশ্রুতাম্।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপদীপৈর্নৈবেদ্যসংযুতৈঃ ॥
অর্চ্চয়েদ্ভক্তিভাবেন মন্ত্রৈর্মাংসৈঃ সমৎস্যকৈঃ ॥ ৬৫ ॥
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী চ তথা চৈন্দ্রী ষট্‌পত্রেষু চ মাতৃকাঃ ॥
পূজয়েন্মন্ত্রবীজেন ওঁকারৈর্নামসংযুতৈঃ ॥ ৬৬ ॥

দধিভক্তেন পিণ্ডানি সপ্তসংখ্যানি কারয়েৎ।
ষট্‌সংখ্যা ষট্‌সু পত্রেষু আহৃত্য কল্পয়েৎ পৃথক্ ॥ ৬৭ ॥
উল্লেখ্য সপ্তকং পিণ্ডং শুচিস্থানে বহিঃ ক্ষিপেৎ।
তৈর্ভুক্তে গৃহমাগচ্ছেচ্চক্রাগ্রে যোগমাচরেৎ ॥ ৬৮ ॥
বন্ধ্যাকাযোগিনীরামা ভোজয়েৎ সকুটুম্বকম্।
দক্ষিণাং দাপয়েত্তাসাং দেবতাগ্রে নিবেদ্য চ ॥ ৬৯ ॥
বিসৃজ্য দেবতাং চাপ নদ্যাং তৎকলসোদকম্।
শকুনং বীক্ষয়েদ্ধীমান্ শুভেন শুভমাদিশেৎ ॥ ৭০ ॥
বিপরীতে পুনঃ কুর্য্যাদ্যোগং তদ্বৎ সুসিদ্ধিদম্।
প্রতিবর্ষমিদং কুর্য্যাদ্দীর্ঘজীবী সুতো ভবেৎ ॥ ৭১ ॥
ওঁ হ্রাং হ্রীং (হ্রীং ক্রীং) একাত্মদেবতায়ৈ নমঃ।
অনেন মন্ত্রেণ পূজা জপশ্চ কার্য্যঃ ॥
প্রাঙ্মুখঃ কৃত্তিকাঋক্ষে বন্ধ্যাকর্কটিকীং হরেৎ ॥
তৎ কন্দং পেষয়েত্তোয়ে কর্ষমাত্রং পিবেৎ সদা ॥ ৭২ ॥
ঋতুকালে তু সপ্তাহং দীর্ঘজীবী সুতো ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণা তিথিতে গৃহ লেপন পূর্ব্বক সেই গৃহে গন্ধজলপূর্ণ নূতন কলস স্থাপন করিবে, এবং কলসের উপরে শাখা, ফল এবং সর্ব্ব রত্ন ও স্বর্ণমুদ্রিকা প্রদান করিয়া, ষট্‌কোণ মণ্ডলের উপর তাহা স্থাপিত করিতে হইবে। সেই কলস মধ্যে স্বনামবিখ্যাত একাত্মা দেবীকে আবাহন করিয়া গন্ধ, পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, এবং মদ্য মাংস ও মৎস্য এই সকল দ্রব্য দ্বারা ভক্তিভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ষট্‌কোণ মণ্ডলের ছয়টি পত্রে, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও ঐন্দ্রী এই ছয়টি মাতৃকারও পূজা করিবে। প্রত্যেকের অর্চ্চনাকালে সেই সেই দেবীর নির্দ্দিষ্ট বীজমন্ত্র এবং ওঁকার সংযুক্ত নাম উচ্চারণ করিতে হইবে। তৎপরে দধিমিশ্রিত অন্নদ্বারা সাতটি পিণ্ড করিয়া, ছয়টি পত্রে ছয়টি এবং বাহিরে পবিত্র স্থানে একটি পিণ্ড প্রদান করিবে। বাহিরের পিণ্ডটি পক্ষী প্রভৃতিরা ভোজন করিয়া গেলে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। তৎপরে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া কুমারী, যোগিনী ও কুটুম্বদিগকে ভোজন করাইবে, এবং তাহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অতঃপর দেবতার বিসর্জ্জন করিয়া, নদীতে কলসটি বিসর্জ্জন করিবে। বিসর্জ্জনের পর শুভ-শকুনাদি দর্শন করিতে হইবে। শুভ-শকুন দর্শনে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার বিপরীত ঘটিলে অর্থাৎ অশুভ শকুন দৃষ্টিগোচর হইলে, পুনর্ব্বার কার্য্যসিদ্ধিপ্রদ অর্চ্চনাদি করিতে হইবে। প্রতিবৎসর এইরূপ পূজাদি করিলে, দীর্ঘজীবী পুত্র হইয়া থাকে। "ওঁ হ্রাং হ্রীং (পাঠান্তরে হ্রীং ক্রীং) একাত্ম দেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূজা ও জপ করিতে হইবে। পূজাদি ক্রিয়ার পরে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ব্বমুখ হইয়া রাখাল শসার মূল উৎপাটন করিবে এবং সেই কন্দ জলের সহিত পেষণ করিয়া দুইতোলা মাত্রায় ঋতুকালে সাতদিন পর্য্যন্ত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা দীর্ঘায়ুঃ পুত্র লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৬—৭৩

গর্ভরক্ষা।

অকস্মাৎ প্রথমে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
গোক্ষীরেঃ পেষয়েত্তুল্যং পদ্মকোশীরচন্দনম্ ॥ ৭৪ ॥
পলমাত্রং পিবেন্নারী ত্র্যহাদ্গর্ভঃ স্থিরো ভবেৎ।
নীলোৎপলং মৃণালঞ্চ খণ্ডং কর্কটশৃঙ্গিকম্ ॥ ৭৫ ॥
গোক্ষীরেদ্বিতীয়ে মাসি পীত্বা শাম্যতি বেদনা।
শ্রীখণ্ডং তগরং কুষ্ঠং মৃণালং পদ্মকেসরম্ ॥ ৭৬ ॥
পিবেচ্ছীতোদকৈঃ পিষ্টং তৃতীয়ে বেদনা ন হি ॥ ৭৭ ॥

গর্ভের প্রথম মাসে অকস্মাৎ বেদনা উপস্থিত হইলে সমপরিমিত পদ্মকাষ্ঠ বেণামূল ও চন্দন গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এক পল মাত্রায় তিন দিন সেবন করিলে, গর্ভ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় মাসে বেদনা হইলে, নীলোৎপল, মৃণাল, খাঁড়গুড় (বা চিনি) ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে, তাহাতে বেদনার শান্তি হইবে। তৃতীয় মাসে বেদনা হইলে, শ্রীখণ্ড (শ্বেতচন্দন), তগরকাষ্ঠ, কুড়, মৃণাল ও পদ্মকেশর শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবে ॥ ৭৪—৭৭

নীলোৎপলমৃণালানি গোক্ষীরেশ্চ কসেরুকম্।
পাঠামুস্তাবৃহত্যাদুসারিবাপদ্মকৈঃ শৃতম্।
শীতং তোয়ং নিহন্ত্যাশু গর্ভিণীজ্বরবেদনাম্ ॥ ৭৮ ॥

ছিন্নাশ্রীপর্ণিকাক্কাথঃ সিতাক্ষৌদ্রযুতো হরেৎ।
গর্ভিণীনাং জ্বরং ঘোরং লঙ্কেশমিব রাঘবঃ ॥ ৭৯ ॥
পয়স্যাসারিবাযষ্টীবলালোধ্রমধূকবঃ।
দুগ্ধেন মিশ্রিতঃ ক্কাথো হরেদ্গার্ভিবতীজ্বরম্ ॥ ৮০ ॥
দুর্জয়ঃ সর্বরোগেষু গর্ভিণীনাং জ্বরঃ খলু।
তাপো জ্বরেণ চ গর্ভস্য বিক্রিয়াং কুরুতেতরাম্ ॥ ৮১ ॥

নীলোৎপল, মৃণাল ও গোদুগ্ধ সহ কেশুর বা আকনাদি, মুতা, হরীতকী, বালা, অনন্তমূল ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের শৃতশীত কষায় পান করিলে, গর্ভিণীদিগের জ্বর ও বেদনা নিবারিত হয়। গুলঞ্চ ও গাম্ভারীর ক্কাথ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ নাশের ন্যায়, ইহাদ্বারা গর্ভিণীগণের উৎকট জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, লোধ ও মউল, এই সকলের ক্কাথ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, গর্ভিণীর জ্বর বিনষ্ট হয়। গর্ভিণীদিগের সকল রোগের মধ্যে জ্বরই অত্যন্ত দুর্জয়; জ্বরসন্তাপ দ্বারা গর্ভেরও শীঘ্র বিকৃতি ঘটিয়া থাকে ॥ ৭৮—৮১

বৃক্ষকত্বগ্ঘনো দেবদারু দারুবিভাবরী।
গর্ভিণ্যা অতিসারঘ্নঃ ক্কাথ এষাং ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৮২ ॥
শ্রীপর্ণীযষ্টিগোপ্যব্দকক্কাথোঽতিসারনুৎ
বলাদুরালভাপাঠাশুণ্ঠীমুস্তাকষায়বৎ ॥ ৮৩ ॥
জাতঃ পুনর্নবার্দ্রাভ্যাং ক্কাথঃ ক্ষীরযুতো নিশি।
পীতো হরেদুদাবর্ত্তং গুল্মার্শঃশোথবেদনাম্ ॥ ৮৪ ॥
ঘৃতক্ষীরগুড়ান্ বার্দ্রকাথং সিদ্ধার্থচূর্ণিতঃ।
সংযোজ্য নিত্যং সেবেত শোফপিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৮৫ ॥
পুনর্নবাবচাকল্কধান্যৈর্লেহোঽতিশোথনুৎ।
গুড়াজ্যসহিতং ক্কাথং বর্ষাভূমূলসাধিতম্ ॥
উদাবর্ত্তে চ শোফে চ গর্ভিণীং পায়য়েদ্ভিষক্ ॥ ৮৬ ॥
পিত্তার্ত্তিং হন্তি যষ্টিকাদ্রাক্ষামলকসাধিতা।
পীতা দুগ্ধযবাগূশ্চ গর্ভিণীনামসংশয়ম্ ॥ ৮৭ ॥

কুড়চিছাল, মুতা, দেবদারু ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ পান করিলে, গর্ভিণীর অতিসার নিবারিত হয়। গাম্ভারীছাল, যষ্টিমধু; অনন্তমূল, মুতা ও দারুহরিদ্রার ক্কাথ এবং বেড়েলা, দুরালভা, আকনাদি, শুঁঠ ও মুতার ক্কাথ গর্ভিণীগণের অতিসার নষ্ট করে। পুনর্নবা ও আদার ক্কাথ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে পান করিলে গর্ভিণীদিগের উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, শোথ ও বেদনা নিবারিত হয়। ঘৃত দুগ্ধ ও গুড়, অথবা আদার ক্কাথ শ্বেত সর্ষপ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিত্য সেবন করিলে শোথ ও পিত্ত প্রশমিত হয়। পুনর্নবা, বচ ও ধনের কল্ক লেহন করিলে প্রবল শোথেরও শান্তি হইয়া থাকে। গর্ভিণীদিগের উদাবর্ত্ত ও শোথ রোগে পুনর্নবা মূলের ক্কাথ গুড় ও ঘৃতের সহিত পান করিতে দিবে। যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও আমলকীর ক্কাথের সহিত যবাগূ পাক করিয়া, তাহার সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিবে; এই যবাগূ পান করিলে গর্ভিণীগণের পিত্তবিকৃতি প্রশমিত হয় ॥ ৮২—৮৭

তিক্তাহরীতকীভার্গীবচাশুণ্ঠীকষায়কম্।
সগুড়ং পায়য়েদ্বৈদ্যঃ শ্বাসকাসাপনুত্তয়ে ॥ ৮৮ ॥
মরিচচূর্ণং সক্ষৌদ্রসিতাজ্যং কাসনাশনম্ ॥ ৮৯ ॥
লাজৈলাকোলমজ্জাম্বু নিপীতং বমিনাশনম্।
বালবিল্বোদ্ভবঃ ক্কাথো হিক্কাং হন্যাৎ সমাক্ষিকঃ ॥ ৯০ ॥
অজমোদাশ্বগন্ধা চ কণা জীরকং তথা।
লীঢ়া মধুগুড়োপেতা নিহন্ত্যগ্নিবহ্নিতাম্ ॥ ৯১ ॥
বালবিল্ববিদারীভিঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতম্।
ক্ষীরং ক্ষীরযবাগ্বাঽপি পিবেদ্বাতকৃতাময়ে ॥
শ্বদংষ্ট্রাবলয়োঃ ক্কাথো মূত্ররোগে প্রশস্যতে ॥ ৯২ ॥

গর্ভিণীর শ্বাস কাস নিবারণের জন্য চিকিৎসক তাহাকে কট্কী, হরীতকী, বামুনহাটী, বচ ও শুঁঠের কষায় গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। মধু ঘৃত ও চিনির সহিত মরিচ চূর্ণ সেবন করিলে, কাস নিবারিত হয়। লাজ (খই) বড় এলাচ ও কুলের আঁটির শাঁস জলে ঘষিয়া সেই জল পান করিলে, বমন নিবারণ হয়। মধুমিশ্রিত কচি বেলের ক্কাথ হিক্কা নিবারক। বনযমানী, অশ্বগন্ধা, পিপুল, গজপিপুল ও জীরার চূর্ণ গুড় ও মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। গর্ভিণীর বায়ুজনিত রোগ সমূহে, কচিবেল ভূমিকুষ্মাণ্ড ও চাকুলের সহিত দুগ্ধপাক করিয়া সেই দুগ্ধ এবং দুগ্ধপক্ক যবাগূ প্রয়োগ করিবে। গোক্ষুর ও বেড়েলার ক্কাথ মূত্ররোগে প্রশস্ত ॥ ৮৮—৯২

সুরদারু পয়স্যা চ শাকবীজঞ্চ যষ্টিকা ॥ ৯৩ ॥
বলা কৃষ্ণতিলাস্তাম্রবল্লী চাশ্মন্তকস্তথা ।
নীলোৎপলং পয়স্যা চ গুড়ূচী সারিবা তথা ॥ ৯৪ ॥
মধুযষ্টী চ পদ্মা চ রাস্না সারিবয়া সহ ।
কাশ্মর্য্যো বৃহতী ক্ষীরিশুঙ্গবল্কত্বচো ঘৃতম্ ॥ ৯৫ ॥
মধুপর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা পৃশ্নিপর্ণিকা ।
সিতামধুকশৃঙ্গাটদ্রাক্ষাবিসকসেরুকাঃ ॥ ৯৬ ॥
সপ্তশ্লোকার্দ্ধনির্দিষ্টান্ যোগান্ সপ্ত পয়োঽম্বিতান্ ।
পিবেৎ ক্রমেণ মাসেষু গর্ভস্রাবাদিবারণান্ ॥ ৯৭ ॥

দেবদারু, ক্ষীরকাকোলী, শাকবীজ ও যষ্টিমধু; বেড়েলা, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও অশ্মন্তক (আমরুল); নীলোৎপল, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ ও অনন্তমূল, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, রাস্না ও অনন্তমূল; গাম্ভারীফল, বৃহতী, ক্ষীরিবৃক্ষের শুঙ্গ বল্ক-ত্বক্ ও ঘৃত; গাম্ভারী, বেড়েলা, সজিনা গোক্ষুর ও চাকুলে; চিনি, যষ্টিমধু, শিঙ্গাড়া (পানিফল), দ্রাক্ষা, মৃণাল ও কেশুর, এই সাতটি যোগ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, যথাক্রমে প্রথম হইতে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত সাত মাসের গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৯৩—৯৭

উশীরমস্তসংসিদ্ধং গর্ভিণীবাতহৃৎ পয়ঃ ।
দ্রাক্ষাযষ্টিকসিদ্ধা চ যবাগূশ্চ তথাকৃতা ॥ ৯৮ ॥
বলা বাসা পৃথক্পর্ণী নির্যূহশ্চাপি পিত্তনুৎ ।
স পুনশ্ছিন্নয়া যুক্তো গর্ভিণীকামলাপহঃ ॥ ৯৯ ॥
কাসং শ্বাসং তথা রক্তপিত্তং চাশু বিনাশয়েৎ ।
অযুতঃ সঘৃতো বাঽপি সদুগ্ধো বাঽপ্যদুগ্ধবান্ ॥ ১০০ ॥
এক এব বলাকাথো গর্ভিণীনর্ব্বরোগনুৎ ॥ ১০১ ॥

বেণামূল ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এবং দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ যবাগূ গর্ভিণী-দিগের বায়ুশান্তিকারক। বেড়েলা, বাসকছাল, ও চাকুলের কাথ পিত্তনাশক। এই সকলের সহিত গুলঞ্চ যোগ করিলে, সেই কাথ গর্ভিণীর কামলা নিবারণ করে এবং কাস শ্বাস ও রক্তপিত্ত রোগেরও আশু বিনাশ করিয়া থাকে। একমাত্র বেড়েলার কাথে ঘৃত বা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, অথবা ঘৃতাদি মিশ্রিত না করিয়াও সেবন করিলে, গর্ভিণীর সকল রোগ নিবারিত হয় ॥ ৯৮—১০১

অথ মূঢ়গর্ভলক্ষণম্ ।

বিলোমবায়ুনা গর্ভো জীবন্ যদি ন নিঃসরেৎ ।
স গর্ভসঙ্গ ইত্যুক্তো মূঢ়গর্ভো মৃতে শিশৌ ॥ ১০২ ॥
স্তব্ধাধ্মানং শিশিরজঠরং সাস্তশোষং সমূর্চ্ছং
গর্ভাস্পন্দঃ শ্বসনকমহাপূতিগন্ধো ভ্রমার্ত্তিঃ ।
কৃচ্ছ্রোচ্ছ্বাসোঽসিতরুচিবপুঃ স্তব্ধনেত্রে ব্যথোগ্রা
বিণ্মূত্রার্ত্তিভবতি হি মৃতাপত্যগর্ভাঙ্গনায়াঃ ॥ ১০৩ ॥

জীবিত গর্ভ বিলোম বায়ু কর্ত্তৃক নিঃসৃত হইতে না পারিলে, তাহাকে গর্ভসঙ্গ এবং কুক্ষিস্থ শিশু মরিয়া গেলে তাহাকে মূঢ়গর্ভ বলা যায় ॥ ১০২

কুক্ষিমধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইয়া গেলে, উদর স্তব্ধ আধ্মানযুক্ত ও শীতলস্পর্শ হয়, এবং গর্ভিণীর মুখশোষ, মূর্চ্ছা, গর্ভস্পন্দনের নাশ, নিঃশ্বাসে পূতিগন্ধ গাত্রঘূর্ণন, কষ্টে শ্বাসনির্গম, দেহের কৃষ্ণবর্ণতা, নেত্রদ্বয় স্তব্ধীভূত, তীব্র প্রসবব্যথা ও মলমূত্রনির্গমে কষ্টবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ ১০৩

অকালশ্বাসসংযুক্তা বদ্ধভ্রষ্টভগাথিতা ।
শীতাঙ্গী পূতিকোদ্গারা মূঢ়গর্ভা ন জীবতি ॥ ১০৪ ॥

মূঢ়গর্ভার অনিয়মিতরূপে শ্বাসনির্গম, যোনিদ্বার বদ্ধ বা স্থানচ্যুত, অঙ্গ শীতল ও উদ্গারে পূতিগন্ধ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে, তাহার জীবন রক্ষা হয় না ॥ ১০৪

বীজং করঞ্জসঞ্জাতং কপিত্থতুলসীজটা ।
দুগ্ধে পিষ্ট্বা বিলিপ্যাথ নাভিপৎকরলেপতঃ ॥ ১০৫ ॥
সুরয়া বাহিনির্মোকৈঃ সম্যগ্ যোনিপ্রধূপনাৎ ।
সুখং সূতে বধূর্মূর্দ্ধ্নি স্নুক্পয়ঃক্ষেপণাদপি ॥ ১০৬ ॥
হলিনীমূলিকানাভিগুহ্যবস্তিপ্রলেপিতা ।
বিশল্যাং কুরুতে নারীং শ্বেতপুষ্পা চ সা ক্ষণাৎ ॥ ১০৭ ॥
যষ্টীলুঙ্গজটা পিষ্টা পীতা সূতিকরী ধ্রুবম্ ।
লাঙ্গলীমধুসিদ্ধ্যথযোনিলেপাৎ স্রবেদ্বধূ ॥ ১০৮ ॥

করঞ্জবীজ, কয়েতবেল ও তুলসীমূল দুগ্ধের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পেষণ করিয়া নাভি ও হস্ত-পদতলে লেপন করিলে; অথবা সর্প-নির্ম্মোক (সাপের খোলস) দ্বারা যোনিদ্বারে ধূমপ্রদান করিলে, কিংবা মস্তকে সীজের আঠা প্রদান করিলে, মূঢ়গর্ভা সুখে প্রসব করিতে

সমর্থা হয়। শ্বেতপুষ্প লাঙ্গলী বিষের মূল দ্বারা নাভি যোনিদ্বার ও বস্তিতে প্রলেপ দিলে নারীগণের মূঢ়গর্ভ প্রসব হইয়া থাকে। যষ্টিমধু ও মাতুলুঙ্গ লেবুর মূল পেষণ করিয়া পান করিলে, নিশ্চিতই প্রসব হয়। লাঙ্গলীবিষ মধু ও সৈন্ধব-লবণ পেষণ করিয়া যোনিদ্বারে প্রলেপ দিলে নারীগণের মূঢ়গর্ভ প্রসূত হয় ॥ ১০৫—১০৮

মাতুলুঙ্গ্যাশ্চ মূলে চ রম্ভায়া বা কটীস্থিতে।
সিদ্ধার্থমাগধীকুষ্ঠগোলোমীমিশিকল্কিতঃ ॥ ১০৯ ॥
নিরূহঃ স্নেহপটুযুগপরাং পাতয়েত্তরাম্।
সিদ্ধং সিদ্ধার্থকং তৈলং পায়ৌ বা স্মরমন্দিরে।
অনুবাসনতঃ শীঘ্রমপরাং পাতয়েদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১০ ॥

মাতুলুঙ্গলেবুর বা কদলীর মূল কটিদেশে বন্ধন করিলে, অথবা রাইসরিষা, পিপুল, কুড়, গোলোমী (বচ) ও মৌরি এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং তৈলাদি স্নেহ ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার নিরূহণ প্রয়োগ করিলে, অপরা (ফুল) পতিত হয়। যথানিয়মে প্রস্তুত সিদ্ধার্থক তৈল, যোনিপথে বা গুহ্যদ্বারে অনুবাসনরূপে প্রয়োগ করিলেও অপরা পতিত হয় ॥ ১০৯,১১০

বুরুণ্টকং কুলত্থঞ্চ সর্ব্বৈরেভিঃ শৃতং জলম্।
যুক্তং শর্করয়া পীতং সূতিশূলজ্বরাপহম্ ॥ ১১১ ॥
লোহভস্মযুতং পঞ্চমূলিকাসাধিতং জলম্।
নাশয়েৎ সূতিকারোগান্ সবাতান্ বিবিধান্ খলু ॥ ১১২ ॥
ভূনিম্বনিম্বভদ্রাশ্বগন্ধসপ্তচ্ছদত্বচা।
তৈলং পচেত্তদভ্যঙ্গাৎ সূতিকাসকলরোগনুৎ ॥ ১১৩ ॥

বুরুণ্টক (পীতঝাঁটা) ও কুলত্থ, এই উভয় দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া চিনির সহিত তাহা সেবন করিলে, প্রসবের পর শূল ও জ্বর নিবারিত হয়। পঞ্চমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা লৌহ ভস্ম ও চিনি সহ পান করিলে, সূতিকারোগ এবং বিবিধ বায়ুবিকার প্রশমিত হয়। চিরতা, নিমছাল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা ও ছাতিমছালের ক্বাথ ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া তাহা অভ্যঙ্গ করিলে, সর্ব্ববিধ সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১১—১১৩

অথ গর্ভিণীজ্বরহরা সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

অঞ্জলিদ্বিতয়ে তোয়ে কংসমাত্রপয়োঽন্বিতে।
তুলার্দ্ধশর্করাং দত্ত্বা গুড়পাকে কৃতে ক্ষিপেৎ ॥ ১১৪ ॥
এলারিঙ্গিণিকাবেল্লব্যোষজীরকদীপ্যকান্।
ত্বঙ্গং লবঙ্গং বোলঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্ ॥ ১১৫ ॥
মিশিঃ পঞ্চপলা ধান্যং পলত্রয়মিতং তথা।
শুণ্ঠী ষট্পলাং সম্যক্ চূর্ণীং পরিমিশ্রয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
এষা সৌভাগ্যশুণ্ঠীতি শম্ভুদেবেন কীর্ত্তিতা।
সেবিতা হন্তি সূতায়া জ্বরং রোগমনেকধা ॥ ১১৭ ॥
প্লীহানং মলবন্ধঞ্চ পাণ্ডুগুল্মারুচীস্তথা।
কাসশ্বাসকৃমীনগ্নিমান্দ্যাদিকগদাংস্তথা।
কায়াগ্নিজননং হ্যেতৎ সূতিকামৃতমুচ্যতে ॥ ১১৮ ॥

দুই অঞ্জলি অর্থাৎ একসের জল এবং এক কংস (আটসের) দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধতুলা (৶৬।০ সওয়া ছয়সের) চিনি মিশ্রিত করিয়া গুড়পাক বিধানানুসারে পাক করিবে; যথাকালে বড়এলাচ, রিঙ্গিণিকা (কেণ্টকুতা), বেল্ল (বিড়ঙ্গ), ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), জীরা, যমানী, দারুচিনি, লবঙ্গ, গন্ধবোল প্রত্যেক একপল; মউরী পাঁচপল, ধনে তিন পল, শুঁঠ ছয়পল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। এই সৌভাগ্য শুণ্ঠী মহাদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, নানাবিধ সূতিকা, জ্বর, প্লীহা, মলরোধ, পাণ্ডু, গুল্ম, অরুচি, কাস, শ্বাস, কৃমি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। বিশেষতঃ ইহা জঠরাগ্নির উদ্দীপক। সূতিকারোগে ইহা অমৃতস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ১১৪—১১৮

নির্গুণ্ডীপত্রনির্যাসো গুড়ো জীর্ণঃ সুরাপ্লুতঃ।
সেবিতস্তক্রভক্তাভ্যাং যোনিশূলবিনাশনঃ ॥ ১১৯ ॥
নির্গতাঽপি বিশেদ্‌যোনিঃ কারলীকন্দলেপিতা।
ইন্দ্রগোপাজ্যলেপেন শ্লথযোনিদৃঢ়া ভবেৎ ॥ ১২০ ॥
মাকন্দমূলকর্পূরমধুভিশ্চ জরৎস্ত্রিয়ঃ।
কুরুতে সংবৃতাং যোনিং কন্যকায়া ইব ধ্রুবম্ ॥ ১২১ ॥

নিসিন্দাপত্রের রস ও পুরাতন গুড় মদ্যের সহিত ভিজাইয়া, উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে এবং তক্রের সহিত অন্ন ভোজন

করিবে। ইহা দ্বারা যোনিশূল নিবারিত হয়। কর্কোলার কন্দ পেষণ করিয়া লেপন করিলে, নির্গত যোনি পুনঃ প্রবিষ্ট হয়। ইন্দ্রগোপকীট ঘৃতসহ পেষণ করিয়া, লেপন করিলে, শিথিল যোনি দৃঢ় হইয়া থাকে। অশ্ব-বৃক্ষের মূল, কর্পূর ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে, জরাগ্রস্তা নারীগণের যোনিও কুমারীর যোনির ন্যায় সংবৃত হয়॥ ১১৯-১২১

শ্রীপর্ণীরসকল্কাভ্যাং তৈলং সিদ্ধং তিলোদ্ভবম্।
তত্তৈলং তুলিকেনৈব স্তনয়োঃ পরিদাপয়েৎ॥ ১২২॥
পতিতাবুত্থিতৌ স্ত্রীণাং ভবেতাং পয়োধরৌ।
গজকুম্ভসমাকারাবুন্নতৌ পরিমণ্ডলৌ॥ ১২৩॥

গাম্ভারীর রস ও কল্ক সহ তিলতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল তুলিকা দ্বারা স্তনে লেপন করিলে, স্ত্রীদিগের পতিত স্তনও পুনরুত্থিত হয় এবং তাহা গজকুম্ভের ন্যায় উন্নত ও পরিধিবিশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১২২।১২৩

অথ পর্পটীরসঃ।

*মঞ্জারীমিতবজ্রহেমজরসো। ব্যোমার্ককান্তৈস্ত্রিভিঃ-
র্ভাগেনোত্তরবৃদ্ধিতৈঃ সমরসৈর্গন্ধৈশ্চকৈর্মিশ্রিতৈঃ।
জাতঃ পর্পটিকারসো ঘৃতকণাযুক্তো হরেৎ সর্ব্বশঃ
সূতীনাং হি মহাগদান্ গদচয়ান্ নানানুপানান্বিতঃ॥ ১২৪

জারিত হীরক ও স্বর্ণভস্ম উভয়ে আড়াই ভাগ, অভ্রভস্ম একভাগ, তাম্রভস্ম দুইভাগ, ও কান্তলৌহ তিন ভাগ; এবং পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক চারিতোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। এই পর্পটী উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে, প্রসূতাগণের সর্ব্ববিধ উৎকটরোগ নিবারিত হয় এবং অনুপান বিশেষের সহিত সেবিত হইলে, ইহা দ্বারা অন্যান্য প্রবলরোগ সমূহও প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১২৪

স্বর্ণতারঘনভানুতীক্ষ্ণকং তেষু চৈকমতিমাত্রমারিতম্।
সূতিকাসকলরোগনাশনং রোগহারি বিহিতানুপানতঃ॥ ১২৫

[ইতি গর্ভিণীসূতিকাচিকিৎসা।

স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, তাম্র ও তীক্ষ্ণলৌহ একত্র উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া, উপযুক্ত অনুপানের সহিত যথামাত্রায় সেবন করিলে, সূতিকাজনিত সকল প্রকার রোগ এবং অন্যান্য ব্যাধিও বিনষ্ট হয়॥ ১২৫

গর্ভনিঃসৃতবালস্য কণাস্বর্ণং প্রদাপয়েৎ।
পাষাণদ্বিতয়ং যুঞ্জ্যাৎ কাংস্যভাজনমুচ্চকৈঃ॥ ১২৬॥
তেন ত্রস্তঃ সসংজ্ঞঃ স্যাদ্‌যোনিনির্গমপীড়িতঃ।
সুখোষ্ণৈঃ কাঞ্জিকৈর্বালং সংপ্রোক্ষ্য দ্বিত্রিবারতঃ॥ ১২৭॥
দেয়ঃ শিরসি বালস্য ঘৃতপিণ্ডো জ্বরাপহঃ।
শিরোগতবিকারঘ্নো যুপ্যো রক্ষাকরস্তথা॥ ১২৮॥
ত্রকণে রোহিণীকল্কে সিদ্ধং পানানুলেপতঃ।
জ্বরং পিত্তোত্তরং হন্তি মুস্তাক্বাথ ইব ধ্রুবম্॥ ১২৯॥
অশ্বত্থপল্লবৈশ্চাম্ভঃ ক্ষীরং পক্বং নিষেবিতম্।
পিত্তজাতং জ্বরং তীব্রং বালানাং হন্তি নিশ্চিতম্॥ ১৩০
গন্ধোৎপলজলৈঃ পিষ্টা কটুকী নাশয়েজ্জ্বরম্।
সহদেবীকণাভৃঙ্গক্ষৌদং লীঢং হরেচ্ছিশোঃ॥
বমিকাসজ্বরব্যাধীন্ ক্ষৌদ্রেণাতিবিষা তথা॥ ১৩১॥
ন্যগ্রোধজম্ব্বাম্রশিরীষকাণাং
ক্বাথো রসো বা নবপল্লবানাম্।
পিত্তাতিসারজ্বরবান্তিমূর্চ্ছা-
তৃষ্ণাং নিহন্ত্যাশ্বথবা শিশূনাম্॥ ১৩২॥

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে কণা (পিপুলচূর্ণ) ও স্বর্ণ লেহন করাইবে। তৎকালে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকিলে, তাহার নিকটে দুই খণ্ড প্রস্তর বা কাংস্যপাত্র দ্বারা উচ্চ শব্দ করিবে; তাহাতে নির্গমপীড়িত শিশু ত্রস্ত হইয়া সংজ্ঞালাভ করিবে। অনন্তর তাহাকে ঈষদুষ্ণ কাঁজি দ্বারা দুই তিনবার ধৌত করিয়া, তাহার মস্তকে ঘৃতপিণ্ড স্থাপন করিবে। তাহা দ্বারা শিরোগত রোগ বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ তাহার রক্ষাবিধান হইয়া থাকে। রোহিণীকল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান অনুলেপন ও অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা মুস্তার ক্বাথ পানের ন্যায় শিশুদের পিত্তাধিক জ্বর প্রশমিত হয়। অশ্বত্থ পল্লবের সহিত জল ও দুগ্ধ পাক করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, সেই দুগ্ধ পান করাইলে, শিশুদিগের পিত্তজনিত জ্বর নিবারিত

* মঞ্জারীতি সার্দ্ধপাদদ্বয়ম্। † রজতৈরিতি বা পাঠঃ।

হয়। সুগন্ধি উৎপলের জলে কট্‌কী পেষণ করিয়া সেবন করাইলেও শিশুদিগের জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। সহদেবী (বেড়েলা), পিপুল ও দারুচিনির চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া লেহন করাইলে শিশুদিগের বমি, কাস ও জ্বর নিবারিত হয়। মধুর সহিত আতইচ চূর্ণ লেহন করিলেও ঐরূপ উপকার হইয়া থাকে। বট, জাম, তাম ও শিরীষের নবপল্লবের কাথ বা রস সেবন করাইলে, শিশুদিগের পিত্তাতিসার, জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়॥ ১২৬—১৩২

মধ্বম্বুশৃঙ্গীপাঠাব্দং রক্তাতীসারহৃচ্ছিশোঃ।
ক্ষীরং সগোলং কণ্ঠোরঃশিরঃকফহৃৎ শিশোঃ॥১৩৩॥
মধুকং মরিচং পিষ্টং গোজলৈঃ পরিসেবিতম্।
বিনাশয়তি বেগেন বালানাং মূত্রবিড়্গ্রহম্॥ ১৩৪॥

মধু ও জলের সহিত কাঁকড়াশৃঙ্গী, আক্‌নাদি ও মুতার চূর্ণ সেবন করাইলে, রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়। গন্ধবোলের সহিত দুগ্ধ পান করাইলে, শিশুর কণ্ঠ মস্তক ও বক্ষঃস্থলের কফ বিনষ্ট হয়। শিশুগণের মলমূত্র রুদ্ধ হইলে, যষ্টিমধু ও মরিচ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, সেবন করাইবে। তাহা দ্বারা মলমূত্র রোধ বিনষ্ট হয়॥ ১৩৩।১৩৪

যষ্টীলোধ্রকণাগন্ধাবলাশাল্মলিশারিবা।
সুগন্ধা মাক্ষিকং চেতি সিদ্ধং সর্পির্নিষেবিতম্॥
শুষ্যদ্‌গাত্রস্য বালস্য বৃংহণং বলকারি তৎ॥ ১৩৫॥
শঙ্খনাভিকণাপথ্যারসাঞ্জনবিনির্ম্মিতা।
বর্ত্তির্নিহন্তি মধুনা বালনেত্রাপিলাময়ান্॥ ১৩৬॥
ক্ষীরেঽশ্বগন্ধয়া সার্দ্ধং বলাকাথেন সাধিতম্।*
ঘৃতং পুষ্টিকরং বর্ণ্যং বলকৃৎ সুখকারি চ॥ ১৩৭॥

যষ্টিমধু, লোধ, পিপুল, শটী, বেড়েলা, শিমুল মূল, অনন্তমূল ও তুলসী এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিবে। যে সকল বালক শুকাইয়া যাইতেছে তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক। শঙ্খনাভি, পিপুল, হরীতকী ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; মধুর সহিত সেই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, শিশুগণের সকল প্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয়। অশ্বগন্ধার কল্ক, দুগ্ধ ও বেড়েলার কাথ সহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত শিশুদিগের পুষ্টিকর, বর্ণবর্দ্ধক, বলকারক এবং আরোগ্যজনক॥ ১৩৫—১৩৭

শ্লেষ্মা তু তালুমাংসস্থঃ করোতি কুপিতঃ শিশোঃ।
তালুকণ্টকমেতেন তালুস্থানে চ নিম্নতা॥ ১৩৮॥
তৃষ্ণা তালুবিপাকশ্চ স্তন্যদ্বেষশ্চ বিড়্গ্রহঃ।
ভ্রমাস্যশোষকণ্ডূতিগ্রীবাদুর্দ্ধরতা বমিঃ॥ ১৩৯॥
অক্ষিরোগাদিকং চাপি তত্র চোন্নীয় তালুকম্।
প্রতিসার্য্যং যবক্ষারক্ষৌদ্রাভ্যামতিযত্নতঃ॥ ১৪০॥
যদ্বা বিশ্বাকণাসিন্ধুগোময়োত্থরসেন্তথা।
পথ্যাকুষ্ঠবচাকল্কং স্তন্যেন মধুনা সহ॥
পীতং নিহন্তি বেগেন বালানাং তালুকণ্টকম্॥ ১৪১॥

শিশুদিগের তালুতে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া তালুকণ্টক রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে তালুস্থান নিম্ন হইয়া যায়, অধিক তৃষ্ণা হয়, তালুস্থান পাকিয়া উঠে, স্তন্যপানে বিদ্বেষ হয়, এবং মলরোধ, ভ্রম, মুখশোষ, কণ্ডূ, গ্রীবার ভার ধারণে অক্ষমতা, বমি ও নেত্ররোগাদি উপস্থিত হয়। এই রোগে নিম্নগত তালু উন্নত করিবার জন্য, যবক্ষার ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ করিবে অথবা শুঁঠ, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ গোময় রসের সহিত পেষণ করিয়া তাহাই লেপন করিবে। হরীতকী, কুড় ও বচের কল্ক স্তন্য ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, শিশুদিগের তালুকণ্টক রোগ অতিশীঘ্র বিনষ্ট হয়॥ ১৩৮-১৪১

প্রস্বেদাম্মললেপাদ্বা রক্তশ্লেষ্মভবো গুদে।
গুদকিট্টো ভবেদ্রোগস্তীব্রব্রণসমন্বিতঃ॥ ১৪২॥
শৃতশীতাম্বুশৈলেয়কণাচূর্ণং মধুৎকটম্।
তেনাপানব্রণং সম্যগ্ লেপয়েদ্ভিষগুত্তমঃ॥ ১৪৩॥
ত্রিফলাবদরীপত্রকাথেন পরিষেচয়েৎ।
রাগকণ্ডূমতো রক্তং জলৌকাভিঃ সমন্বিতম্॥ ১৪৪॥
পিত্তব্রণচিকিৎসা চ সকলাঽত্র প্রশস্যতে।
গুদপাকে তু কর্ত্তব্যা পিত্তব্রণহরা ক্রিয়া॥
পানপ্রলেপয়োঃ শস্তং বিশেষেণ রসাঞ্জনম্॥ ১৪৫

গুহ্যদেশে ঘর্ম্ম ও মললিপ্ততা বশতঃ রক্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া গুদকিট্ট নামক রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে গুহ্যদেশে তীব্র ব্রণ উৎপন্ন হয়। শৈলজ ও কণাচূর্ণ শৃতশীত

* ক্ষীরেঽশ্বগন্ধয়া তাম্রপাত্রে ঘৃতেন সাধিতমিতি বা পাঠঃ।

কষা'য় অথবা মধু মিশ্রিত শৈলজের চূর্ণ, গুহ্য-দেশজাত ব্রণের উপর লেপন করিবে। এবং ত্রিফলা ও কুলপাতার ক্বাথ দ্বারা পরিষেচন করিবে। ব্রণস্থানে কণ্ডু ও রক্তবর্ণতা অধিক হইলে, জলৌকা প্রয়োগ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। ইহাতে পিত্তব্রণবৎ চিকিৎসা করিতে হইবে। গুদপাক রোগে অর্থাৎ গুহ্যদ্বার পাকিলেও পিত্তব্রণ নাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। পান ও প্রলেপার্থ রসাঞ্জন প্রয়োগ ইহাতে বিশেষ উপকারী॥ ১৪২—১৪৫

অজাদুগ্ধেন সংমিশ্র্য জীরকাঞ্জনচূর্ণকৈঃ॥ ১৪৬॥
জাতীপত্ররসোপেতৈঃ পূর্ব্বপ্রোক্তরসৈরপি।
মুখপাকে মুখং লিম্পেদশ্বত্থত্বগ্ ঘৃতসারবৈঃ॥
জাতীপত্রাভয়াযষ্টীমধুদার্ব্ব্যা চ লেপয়েৎ॥ ১৪৭॥

শিশুদিগের মুখপাক উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ মুখের মধ্যে ঘা হইলে, জীরা ও রসাঞ্জনের চূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত অথবা জাতীপত্রের রসের সহিত কিংবা পূর্ব্বোক্ত ব্রণনাশক রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিতে দিবে। অশ্বত্থত্বক চূর্ণ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া অথবা জাতীপত্র, হরীতকী, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া, তাহাও প্রলেপার্থ প্রয়োগ করিবে॥ ১৪৬—১৪৭

নাভিপাকে প্রলেপস্তব্যং সিক্তং তৈলেন ভূরিশঃ॥১৪৮॥
রজনীযষ্টিকালোধ্রপ্রিয়ঙ্গূণাঞ্চ কল্কতঃ।
চূর্ণৈর্নৈষাং সতৈলেন নাভিপাকং শমং নয়েৎ॥ ১৪৯॥
অপুপাশ্বত্থপঞ্চাঙ্গক্বাথেনাপি চ কল্কতঃ।
সিদ্ধতৈলপ্রলেপেন কুণ্ডলব্যাধিনাশনম্॥ ১৫০॥

নাভি পাকিলে, সর্ব্বদা তাহা তৈলসিক্ত করিয়া রাখিবে। হরিদ্রা, যষ্টিমধু, লোধ ও প্রিয়ঙ্গুর কল্ক অথবা ঐ সকলের চূর্ণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে, নাভি পাক প্রশমিত হয়। অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ত্বক্ পল্লব ও ফলের কল্ক ও ক্বাথ সহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল লেপন করিলে, কুণ্ডল ব্যাধি (কর্ণরোগ) বিনষ্ট হয়॥ ১৪৮—১৫০

হিঙ্গুশুণ্ঠীকণাপথ্যানিশাপঞ্চামৃতং মতম্।
সর্ব্ববালাময়ান্ হন্তি পাচনং দীপনং পরম্॥ ১৫১॥
তিক্তাগ্নিব্যোষমালূরপথ্যারুচকহিঙ্গুকম্।
তুল্যদুগ্ধং ঘৃতং পক্বং গুল্মানাহবিলম্বিকাঃ॥ ১৫৩॥
কাসং শ্বাসং গুদভ্রংশং বিনিহন্তি ন সংশয়ঃ॥১৫৪॥

হিং, শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী ও মউরী, অমৃত স্বরূপ এই পাঁচটি দ্রব্য সর্ব্ববিধ শিশুরোগ নাশক এবং ইহা পাচক ও অগ্নির উদ্দীপক। কটুকী, চিতা মূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বেলশুঁঠ, হরীতকী, রুচকলবণ ও হিং, এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং সমপরিমিত দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, পান করাইলে, শিশুদিগের গুল্ম, আনাহ, বিলম্বিকা, কাস, শ্বাস ও গুদ-ভ্রংশ নিশ্চিতই নিবারিত হয়॥ ১৫১—১৫৪

রাজীকুষ্ঠনিশাগেহধূমবৎসকতক্রতঃ।
লেপো বিচর্চ্চিকাং সিগ্ন হন্তি পামাঞ্চ বেগতঃ॥১৫৫॥

রাইসর্ষপ, কুড়, হরিদ্রা, ঝুল ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য তক্রের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে, বিচর্চ্চিকা, সিধ্ম ও পামা (পাঁচড়া) অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়॥ ১৫৫

গ্রহঘ্নী গুটী।

রাজীকরঞ্জপুন্নাটশিরীষার্কনিশাদ্বয়ম্ *।
প্রিয়ঙ্গুত্রিফলাদারুহিঙ্গুব্যোষকুচন্দনম্॥ ১৫৬॥
মঞ্জিষ্ঠোগ্রাজমূত্রং চ গুটিকা গ্রহনাশিনী।
পাননস্যাঞ্জনালেপস্নানোদ্বর্ত্তনধূপনাৎ॥ ১৫৭॥

রাইসর্ষপ, করঞ্জবীজ, পুন্নাট, শিরীষ (পাঠান্তরে সর্ষপ), আকন্দ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দেবদারু, হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা ও বচ, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা, পান নস্য অঞ্জন লেপন স্নান উদ্বর্ত্তন ও ধূপনরূপে প্রয়োগ করিলে, শিশুদিগের গ্রহদোষ নিবারিত হয়॥ ১৫৬-১৫৭

মাহেশ্বরো ধূপঃ

শ্রীবেষ্টদারুবাহলীকমুস্তাকটুকরোহিণী।
সর্ষপা নিম্বপত্রাণি মদনস্য ফলং বচা॥ ১৫৮॥

---

* শিরীষ ইত্যত্র সর্ষপ ইতি বা পাঠঃ।

বৃহত্যৌ সর্পনির্ম্মোককার্পাসাস্থিযবাস্তুষাঃ।
গোশৃঙ্গং খররোমাণি বর্হিপিচ্ছং বিড়ালবিট্ ॥ ১৫৯ ॥
ছাগরোমঘৃতং চেতি বস্তমূত্রেণ ভাবিতম্।
এষ মাহেশ্বরো ধূপঃ সর্ব্বগ্রহনিবারণঃ ॥ ১৬০ ॥

শ্রীবেষ্টক (নবনীত খোটী), দেবদারু, কুঙ্কুম, মুস্তা, কট্‌কী, সর্ষপ, নিমপত্র, মদনফল, বচ, বৃহতী, কণ্টকারী, সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলস), কাপাসবীজ, যব, তুষ, গোশৃঙ্গ, গর্দ্দভের লোম, ময়ূরের পুচ্ছ, বিড়ালবিষ্ঠা, ছাগের লোম ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যে ছাগমূত্রের ভাবনা দিবে। এই মাহেশ্বর ধূপ সর্ব্বগ্রহ নিবারক ॥ ১৫৮—১৬০

ছিন্নাফণিজ্জহংসাঙ্ঘ্রিভানুপত্রীরসৈঃ সহ।
সস্তন্যং সাধিতং তৈলং লিপ্তং সর্ব্বগ্রহার্ত্তিজিৎ ॥১৬১॥
স্ফূর্জকং হপুষাপুষ্পং হংসপাদী কুরণ্টকম্।
করঞ্জার্কদলস্ফূর্জশ্বেতপুষ্পঞ্চ কল্কিতম্ ॥
তেন সংসাধিতং তৈলং তেনাভ্যঙ্গং চরেচ্ছিশোঃ ॥১৬২
নিম্বাশ্বত্থপলাশানাং বিল্বকিংশুকয়োর্দ্দলৈঃ।
সিদ্ধঃ পীতস্বনেকাংশবালগ্রহনিবারণঃ * ॥ ১৬৩ ॥

গুলঞ্চ, কাণঞ্জক তুলসী. থুলকুড়ি ও আকন্দ পত্রের রস এবং স্তন্য দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে সর্ব্বগ্রহপীড়া নিবারিত হয়। স্ফূর্জ্জকতুলসী, হবুষাপুষ্প, থুলকুড়ি ও ফুলপত্র এই সকলের কল্ক; অথবা করঞ্জ, আকন্দপত্র, স্ফূর্জ্জকতুলসী ও শ্বেতপুষ্প নিসিন্দা এই সকলের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বালকের গ্রহদোষ বিনষ্ট হয়। নিম, অশ্বত্থ, পলাশ, বেল ও কিংশুকের পত্রসহ সিদ্ধ তৈল পান করাইলেও বালকের বহুবিধ গ্রহদোষ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৬১—১৬৩

* সিদ্ধং সর্পিস্তথাক্ষীরং পানাদ্বালগ্রহান্ জয়েদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

শৈলেয়গুগ্গুলুরসৈঃ সনখপ্রচণ্ড-
পুষ্প্যা তু সর্জ্জরসকুন্দুরুরাস্নকুষ্ঠৈঃ †।
সধ্যামকৈঃ সুরভিণাক্ষরসৈশ্চ ধূপঃ
সৌভাগ্যবুদ্ধিজয়কৃদ্বিজয়ী বিবাদে ॥ ১৬৪ ॥
দেবাসুরোরগপিশাচপিতৃগ্রহেষু
গন্ধর্ব্বযক্ষপিশিতাশিষু চ গ্রহেষু।
জীর্ণজ্বরেষু বিহিতশ্চ বিষাতুরেষু
ধূপাহবাজিবিজয়াথিষু পার্থিবানাম্ ॥ ১৬৫ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে বন্ধ্যাগর্ভিণীসূতিকাবালরোগচিকিৎসা নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

শৈলজ, গুগ্‌গুলু, গুন্ধবোল, নখী, শ্বেতকরবীর পুষ্প, ধুনা, কুন্দুরুখোটী, রাস্না, কুড়, গন্ধতৃণ ও শিলারস এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে, বালকের সৌভাগ্য বুদ্ধি ও জয় লাভ হয়; এবং সেই বালক বিবাদে বিজয়ী হইতে পারে। দেবগ্রহ, অসুরগ্রহ, সর্পগ্রহ, পিশাচগ্রহ, পিতৃগ্রহ, গন্ধর্ব্বগ্রহ, যক্ষোগ্রহ ও রাক্ষসগ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত ব্যক্তির; জীর্ণ জ্বর ও বিষদোষে আক্রান্ত ব্যক্তির এবং যুদ্ধ জয়ার্থী রাজগণের পক্ষে এই ধূপ প্রশস্ত ॥ ১৬৪—১৬৫

† দ্রব্যাপহৃৎসরসকুন্দুরুভিঃ সকুষ্ঠৈরিতি বা পাঠঃ।

ইতি বন্ধ্যাদি চিকিৎসিতনামক দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।



(অথ উন্মাদবাতাদি-চিকিৎসিতম্।)

অথোন্মাদস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

আধিব্যাধিকৃশস্য দুর্ব্বলতনোরাহারতো বা ভয়াৎ
পূজ্যাতিক্রমণাদ্বিষাদুপবিষাদ্দৈবাদ্দুস মর্থ্যতঃ।
বৈষম্যাদপি কর্ম্মণাং হৃদি মলা বুদ্ধের্বিধায়োল্বণং
কালুষ্যং হতসৌখ্যদুঃখমচিরাদুন্মাদমাতন্বতে॥ ১॥

উন্মাদ নিদান। শোকাদি মানসিক কষ্ট অথবা শারীরিক ব্যাধি দ্বারা শরীর কৃশ হইলে কিংবা দেহ দুর্ব্বল হইলে যদি আহারাদির ব্যতিক্রম করা হয় অথবা যদি ভয়, পূজ্যজনের অতিক্রম, বিষ, উপবিষ, দৈবনিগ্রহ বা সাধনাদি কর্ম্মের বৈষম্য ঘটে, তাহা হইলে হৃদয়স্থ বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া, বুদ্ধির বিকৃতি ও কলুষতা উৎপাদন করে। তাহাতে সুখ দুঃখের অনুভব শক্তি বিকৃত হইয়া যায়। ইহাই উন্মাদরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ১

সংজল্পকো ধাবতি হস্তি চৈত-
দুন্মাদবাতস্য চ লক্ষ্ম বোধ্যম্।
অত্রার্কমূর্ত্ত্যাখ্যরসস্য বল্লং
ধত্তূরবীজেন সমং প্রদদ্যাৎ॥ ২॥
মরীচচূর্ণেন ঘৃতেন বাঽপি
পথ্যঞ্চ গুর্ব্বন্নমিহ প্রশস্তম্।
শুষ্কঞ্চ শাকং পরিবর্জনীয়ম্
রুক্ষং কষায়ং বহুশীতলঞ্চ॥ ৩॥

উন্মাদ লক্ষণ। অকারণে প্রলাপ বলিলে, দৌড়িয়া বেড়াইলে অথবা কাহাকেও আঘাত করিলে, তাহাই উন্মাদ রোগের লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইহাতে অর্কমূর্ত্তি রস তিন রতি মাত্রায়, ধুতুরাবীজ বা মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। উন্মাদরোগে গুরুপাক অন্ন ভোজন প্রশস্ত। শুষ্ক শাক এবং রুক্ষ, কষায় ও অত্যন্ত শীতল দ্রব্য পরিত্যাগ করা আবশ্যক॥ ২-৩

নিম্বস্য তৈলেন বিমর্দ্দয়েত
কলেবরং শাম্যতি তেন রোগঃ।
নির্গুণ্ডিকোন্মত্তকতুম্বিনীনাং
রসৈস্তু তৈলং পরিপাচয়েত্তু॥
কলেবরং তেন বিলেপয়েত
মাসার্দ্ধতঃ শান্তিমুপৈতি রোগঃ॥ ৪॥

গাত্রে নিমবীজের তৈল মর্দ্দন করিলে, উন্মাদরোগের শান্তি হয়। নিসিন্দা, ধুতুরা ও তিতলাউয়ের রস সহ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল গাত্রে লেপন করিলেও এক পক্ষ মধ্যে উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়॥ ৪

(কার্পাসাস্থিময়ূরপিচ্ছবৃহতীনির্ম্মাল্যপিণ্ডীতক-
ত্বগ্‌মাংসীবৃষদংশবিট্‌তুষবচ কেশাহিনির্ম্মোককৈঃ।
নাগেন্দ্রদ্বিজশৃঙ্গহিঙ্গুমরিচৈস্তুল্যৈস্তু ধূপঃ কৃতঃ
স্কন্দোন্মাদপিশাচরাক্ষসসুরাবেশগ্রহঘ্নঃ পরম্॥ ৫॥

কাপাসবীজ, ময়ূরপুচ্ছ, বৃহতী, শিবনির্ম্মাল্য, মদনফল, গুড়ত্বক্, জটামাংসী, বিড়ালের বিষ্ঠা, তুষ, বচ, কেশ, সর্পনির্ম্মোক, হস্তি-দন্ত, গোশৃঙ্গ, হিং ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে, স্কন্দগ্রহ, উন্মাদরোগ, পিশাচ গ্রহ, রাক্ষসগ্রহ ও দেবগ্রহ প্রভৃতির আবেশ বিনষ্ট হয়॥ ৫)

অথাপস্মার-লক্ষণম্।

ক্রুদ্ধৈর্ধাতুভিরাহতে চ মনসি প্রাণী তমঃ সংবিশন্-
দন্তান্খাদতি ফেনমুদ্গিরতি দোঃপাদৌ ক্ষিপন্মূঢধীঃ।
পশ্যন্নরূপমসৎক্ষিতৌ নিপততি প্রায়ঃ করোতি ক্রিয়া-
বীভৎসাঃ স্বয়মেব শাম্যতি গতে বেগে ত্বপস্মাররুক্॥ ৬॥

অপস্মারলক্ষণ।—ক্রুদ্ধ ধাতুগণ কর্তৃক মন আহত হইলে, প্রাণিগণ মূর্চ্ছিত হয়, দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ধরে, ফেন বমন করে, হস্ত ও পদদ্বয় নিঃক্ষেপ করিতে থাকে, এবং কোন প্রকার

মিথ্যারূপ দর্শন করিয়া, ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হয় ও নানাপ্রকার বীভৎস ক্রিয়া আরম্ভ করে। আবার রোগের বেগ অপগত হইলে, আপনা হইতেই সে সকল ক্রিয়া প্রশমিত হয়। ইহাকেই অপস্মার রোগ কহে ॥ ৬

রসগন্ধশিলাতুত্থকান্তহেমাব্ধিফেনকম্।
রজনীতেজনীবীজং কর্ষমাত্রং পৃথগ্ যুতম্ ॥ ৭ ॥
নিম্বুদ্রবার্দ্রং তেন বৈ লিপ্তাং তাম্রপলোন্মিতাম্।
পাত্রীং ন্যুব্জাং সুভাণ্ডান্তারুন্ধ্যা খর্পরকে ধৃতাম্ ॥ ৮ ॥
ভস্মনাপূর্য্য ভাণ্ডান্তর্ধ্বস্তাহধো বিনিশং পচেৎ।
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ রসোঽপস্মারনাশনঃ ॥ ৯ ॥
বল্লমস্যোদয়ে দদ্যাদ্বচাব্যোষবিড়ঙ্গযুক্।
অনুপেয়মজামূত্রং ততোঽর্দ্ধপ্রহরে গতে ॥ ১০ ॥

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, তুত্থক, কান্তলৌহ, স্বর্ণ, সমুদ্রফেন, হরিদ্রা ও লতাফট্কীবীজ প্রত্যেক দুই তোলা, একত্র লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তদ্দ্বারা একপল পরিমিত একটি তাম্রপাত্রের মধ্যদেশ লিপ্ত করিবে, এবং সেই পাত্রটি একটি ভাঁড়ের ভিতর উবুড় করিয়া রাখিয়া ভস্ম দ্বারা ভাণ্ডটি পূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই ভাণ্ডের নীচে অগ্নিজ্বাল দিয়া দুই অহোরাত্র পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া, অপস্মার নাশের জন্য ইহা প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ তিনরতি মাত্রায়, বচ, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিয়া, তাহার অর্দ্ধপ্রহর পরে ছাগমূত্র অনুপান করিবে ॥ ৭—১০

সার্ষপে ষোড়শপলে তৈলে ধুস্তূরকং পচেৎ।
নস্যং তৈলেন তেনাস্য দদ্যাৎ সব্যোষকেণ তু ॥ ১১ ॥

ষোড়শ পল সর্ষপতৈলের সহিত ধুতূরা পাক করিয়া, সেই তৈলে ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিবে এবং তাহার নস্য প্রদান করিবে ॥ ১১

কৃষ্ণধত্তূরপঞ্চাঙ্গং কৃষ্ণগোনবনীতকম্।
ষড়্গুণং নবনীতাত্তু মাষক্কাথং চতুর্গুণম্ ॥ ১২ ॥
ক্ষিপ্ত্বা পচ্যাদ্ঘৃতং তত্তু পথ্যং শাকোদনাদিষু।
শাকে তু কাকমাচী স্যাত্তোয়ে কৃষ্ণগোপয়ঃ ॥ ১৩ ॥
শতধা মারিচং চূর্ণং কুষ্মাণ্ডপুষ্পভাবিতম্।
কুর্য্যাত্তেনৈব চূর্ণেন রাত্রাবঞ্জনমাচরেৎ ॥ ১৪ ॥
এবং নিত্যং কৃতে যাতি তৃতীয়দিবসে ধ্রুবম্।
অপস্মারস্তথা মাসং সেব্যমেতন্মহৌষধম্ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণধুতূরার মূল ত্বক্ পত্র পুষ্প ও ফল চতুর্থাংশ এবং কৃষ্ণাগাভীর দুগ্ধ জাত নবনীত ছয়গুণ ও মাষকলায়ের ক্বাথ চতুর্গুণ এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবন করিয়া শাক ও অন্ন পথ্য ভোজন করিবে। শাকের মধ্যে কাকমাচীশাক প্রশস্ত। কৃষ্ণাগাভীর দুগ্ধ পান হিতকর। মরিচ চূর্ণে শতবার কুষ্মাণ্ড পুষ্পের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া, রাত্রিকালে তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। নিত্য এইরূপ করিলে তৃতীয় দিবসে অপস্মার নিবারিত হয়। কিন্তু একমাস কাল এইরূপ নিয়মে এই ঔষধ সেবন করা আবশ্যক ॥ ১২—১৫

উদ্বদ্ধমানবগলব্যতিষক্তমগ্নৌ
রজ্জুং বিদহ্য নিপুণেন কৃতা মসী যা।
সা শীতলেন সলিলেন সমং নিপীতা
পুংসামপস্মৃতিবিনাশকরী প্রসিদ্ধা ॥ ১৬ ॥

উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির গল রজ্জু সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিবে। সেই ভস্ম শীতল জলের সহিত পান করিলে, মানবের অপস্মাররোগ বিনষ্ট হয়। ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ ॥ ১৬

কৃষ্ণং শ্বানং স্থিতমনশনং কারয়িত্বা বিরেকং
পশ্চাদ্দধ্নাসিততিলযুতং ভোজনং ভোজয়িত্বা।
তদ্গ্রীবোত্থাসিততিলজদীপাঞ্জনং লোচনস্থং
চাপস্মারং হরতি বিধৃতং নৈম্বসারে শরাবে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরকে প্রথমতঃ অনশনে রাখিয়া কৃষ্ণতিল ও দধি সংযুক্ত ভোজ্য তাহাকে ভোজন করাইবে এবং তাহাকে বিরেচন ঔষধ সেবন করাইয়া উদরস্থ তিল গুলি সংগ্রহ করিবে। তৎপরে সেই কৃষ্ণতিলের তৈল নিষ্কাশিত করিয়া, সেই তৈল দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিবে। নিমকাষ্ঠের সারভাগ দ্বারা শরা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ঐ প্রদীপের মসী সংগ্রহ করিবে এবং সেই মসীর অঞ্জন

নেত্রে প্রয়োগ করিবে। এই অঞ্জন দ্বারা অপস্মার বিনষ্ট হয় ॥ ১৭

হেম্না শুল্কেন সংপিষ্টং দশমাংশবিষং রসম্।
স্রোতোজং মর্দ্দিতং তোয়ৈঃ শূলিনীদেবদালিজৈঃ ॥১৮॥
গন্ধকস্য পচেত্তৈলে বটিকোন্মাদহৃন্মতা।
ত্রিলোহপিষ্টস্রোতোজং সুষ্টত্রয়যুতং রসম্ ॥ ১৯ ॥
ভক্ষয়েৎ পূর্ব্ববৎ সিদ্ধমপস্মারপ্রণুত্তয়ে।
তথৈব পর্পটীসূতং ব্রাহ্মীরসবিমিশ্রিতম্ ॥ ২০ ॥
সূতকপ্রত্যয়াখ্যোঽসাবুন্মাদাপস্মৃতী হরেৎ ॥ ২১ ॥

শোধিত স্বর্ণ, পারদ ও স্রোতোঞ্জন প্রত্যেক একভাগ, এবং মিঠাবিষ দশমাংশ, এই সকল দ্রব্য শূলিনী (শোলা) ও দেবদালী (ঘোষার) রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে গন্ধকের তৈল সহ মাড়িয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা করিবে। এই বটিকা উন্মাদরোগ নাশক। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, স্রোতোঞ্জন এবং গন্ধক হরিতাল ও মনঃশিলার সহিত পারদ সমভাগে মর্দ্দন করিয়া, এই সিদ্ধ ঔষধ অপস্মার নাশের জন্য পূর্ব্ববৎ নিয়মে সেবন করাইবে। ব্রাহ্মী রসের সহিত পর্পটী রস এবং সূতকপ্রত্যয়াখ্য রস সেবন করিলেও উন্মাদ ও অপস্মার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮--২১

পর্পটীরসঃ।

পর্পটীরসগুঞ্জাষ্টৌ নাকুলীবীজপঞ্চকম্।
গোঘৃতেন তু সংযোজ্য খাদেদুন্মাদনাশনম্ ॥ ২২ ॥
সঘৃতং মাষমণ্ডং চ পায়য়েদ্‌ঘৃতদুগ্ধকম্।
পর্পটীরসগুঞ্জাষ্টৌ ব্রাহ্মীরসসমন্বিতা ॥ ২৩ ॥
খাদয়েদ্রোগিণং বৈদ্যোঽপস্মারস্য প্রণুত্তয়ে ॥ ২৪ ॥

পর্পটী রস আটরতি ও গন্ধ নাকুলীর বীজ চূর্ণ পাঁচ রতি একত্র গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়। ঘৃতের সহিত মাষমণ্ড, ঘৃত ও দুগ্ধ রোগিকে সেবন করাইবে। পর্পটী রস আটরতি মাত্রায় ব্রাহ্মী রসের সহিত অপস্মার নাশের জন্য চিকিৎসক সেবন করিতে দিবেন ॥ ২২-২৪

সর্ব্বেশ্বরঃ।

রসং নারঙ্গমূলং চ দন্তী পাঠা পৃথক্ পৃথক্।
পলমেকং ফেনপলমর্কমূলং তথৈব চ ॥ ২৫ ॥
পলং মৃগবিষাণঞ্চ ত্রিফলা চ পলত্রয়ম্।
এতেষাং কাথসংযুক্তং দিনানি ত্রীণি মর্দ্দয়েৎ ॥ ২৬ ॥
অম্লবেতসসংযুক্তমর্কক্ষীরসমন্বিতম্।
পঞ্চপঞ্চদিনে তদ্বদমরীরসসংযুতম্ ॥ ২৭ ॥
ত্রিঃসপ্তদিবসং তদ্বন্মর্দ্দয়েৎ সিদ্ধমৌষধম্।
পিষ্টং চিত্রকনিঙ্কাথে * বল্লত্রয়নিষেবিতম্ ॥
উন্মাদাপস্মৃতী হন্ত্যাদেষ সর্ব্বেশ্বরো রসঃ ॥ ২৮ ॥

পারদ, নারঙ্গলেবুর মূল, দন্তীমূল ও আকনাদী প্রত্যেক একপল (৮ তোলা), সমুদ্র-ফেন একপল, আকন্দ মূল একপল, মৃগবিষাণ একপল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেক একপল, এই সকল দ্রব্য ঐ সমস্ত দ্রব্যেরই কাথের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে অম্লবেতসের রসের সহিত, আকন্দের আঠার সহিত এবং প্রত্যেক পাঁচ দিনের দিন একবার করিয়া দূর্ব্বার রসের সহিত এইরূপে একুশদিন মর্দ্দন করিবে। এই সর্ব্বেশ্বর রস নয়রতি মাত্রায় চিতা মূলের (পাঠান্তরে ত্রিকটুর) কাথের সহিত সেবন করিলে, উন্মাদ ও অপস্মাররোগ নিবারিত হয় ॥ ২৫—২৮

অথ নেত্রাময়ঃ।

কৃষ্ণে পঞ্চ নবৈব সন্ধিষু দশ ত্রীণ্যেব শুক্লেঽখিলে
জাতাঃ ষোড়শ বর্ত্মজাঃ খলু চতুর্ব্বিংশো দৃশোর্বিংশতিঃ।
সপ্তাস্তঙ্কযুতাশ্চতুর্নবতিরিত্যক্ষোরশেষাময়ান্
যো বেত্তি ব্যপহর্ত্তুমেষ বিদুষামগ্রে সমর্থো ভবেৎ ॥২৯॥

নেত্রের কৃষ্ণমণ্ডলে চতুর্দ্দশ প্রকার, সন্ধি স্থান সমূহে ত্রয়োদশ প্রকার, শুক্লভাগে ষোড়শ প্রকার, নেত্রবর্ত্মে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, দৃষ্টি-মণ্ডলে সপ্তবিংশতি প্রকার, সমুদায়ে চতুর্নবতি (৯৪) প্রকার নেত্ররোগের বিষয় যে চিকিৎসক অবগত আছেন, তিনি সেই সকল রোগ নিবারণ করিতেও সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৯

* ত্রিকটুককাথৈরিতি বা পাঠঃ।

শিলয়া নিহতং নাগং রসরাজপ্রবেশিতম্।
দ্বিগুণং তুত্থমীষচ্চ কর্পূরং দ্রোণপুষ্পজৈঃ ॥ ৩০ ॥
রসৈর্বিমর্দ্দয়েদ্বর্ত্তিরেষাঽভিষ্যন্দনাশিনী।
কার্পাসরসপিষ্টৈন্দুমধুশুল্বরসাঞ্জনম্ ॥ ৩১ ॥
বাতাভিষ্যন্দজে তাম্রে তিলপর্ণ্যম্বুমর্দ্দিতম্।
শুল্বং শ্রীমৃতলোহং চ সীসং চ সমভাগিকম্ ॥ ৩২ ॥
দ্বিগুণং চাঞ্জনং জাতীতিলপর্ণীময়ূরজৈঃ।
পিষ্টং নিঘৃষ্টং দধ্যর্কে শ্লেষ্মাভিষ্যন্দনাশনম্ ॥ ৩৩ ॥

মনঃশিলার সহিত জারিত সীসক পারদের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং তাহার সহিত দ্বিগুণ তুথক ও ঈষৎ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, দ্রোণ পুষ্পের (ঘলঘসিয়ার) রসের সহিত তাহা মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, অভিষ্যন্দরোগ বিনষ্ট হয়। কর্পূর, মধু, তাম্রভস্ম ও রসাঞ্জন; এই চারিটি দ্রব্য কার্পাসের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তি করিবে। সেই বর্ত্তি তাম্রপাত্রে রক্তচন্দনের সহিত ঘষিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে বাতাভিষ্যন্দ বিনষ্ট হয়। জারিত তাম্র অভ্র লৌহ ও সীসক ভস্ম প্রত্যেক একভাগ এবং রসাঞ্জন দুইভাগ, জাতীপত্র তিলপর্ণী (রক্তচন্দন) ও অপামার্গের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি দধির সহিত রৌদ্রে মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ নিবারিত হয়॥ ৩০ —৩৩

রসেন্দ্রভুজগৌ তুল্যৌ তাভ্যাং দ্বিগুণমঞ্জনম্।
ঈষৎকর্পূরসংযুক্তং দশমাংশং চ সর্জকম্ ॥ ৩৪ ॥
বলানাগবলাজাতীরসৈস্তাম্রে দিনত্রয়ম্।
মর্দ্দিতং স্যাদভিষ্যন্দে সন্নিপাতাত্মকে হিতম্ ॥ ৩৫ ॥
চূর্ণং তীক্ষ্ণস্য তাম্রস্য রসেন্দ্রসমচারিতম্।
রসাঞ্জনং চ দ্বিগুণং বর্ষাভূরসমর্দ্দিতম্ ॥
শর্করামাক্ষিকোপেতং পিত্তাভিষ্যন্দসূদনম্ ॥ ৩৬ ॥
নাগপারদধাত্রীন্দুরত্নাজ্যকণসৈন্ধবম্।
রসাঞ্জনং কণাক্ষৌদ্রং তাম্বূলীপত্রবারিণা ॥
তাম্রেণ মর্দ্দিতং কাংস্যে পিত্তাভিষ্যন্দমন্থহৃৎ ॥ ৩৭ ॥

পারদ ও সীসকভস্ম উভয় সমভাগ এবং রসাঞ্জন উভয়ের দ্বিগুণ, ঈষৎ কর্পূর ও ধুনা দশমাংশ, এই সকল দ্রব্য বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে ও জাতীপত্র রসের সহিত তাম্রপাত্রে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, সন্নিপাতজ অভিষ্যন্দ নিবারিত হয়। তীক্ষ্ণ লৌহ তাম্রভস্ম পারদ প্রত্যেক একভাগ এবং রসাঞ্জন দুইভাগ একত্র পুনর্নবার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে। চিনি ও মধুর সহিত ইহা মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, পিত্তাভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়। সীসক, পারদ, আমলকী, কর্পূর, মুক্তাভস্ম, ঘৃত, পিপুল, সৈন্ধব, রসাঞ্জন, জীরা ও মধু, এই সকল দ্রব্য পানের রসের সহিত কাংস্যপাত্রে তাম্রদণ্ডের দ্বারা মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন দিলে, পিত্তাভিষ্যন্দ নিবারিত হয় ॥ ৩৪—৩৭

তাম্রাহিতাররসপীতকরোহিণীন্দু-
শৌভীরসাঞ্জননদীজপুরাণকাংস্যৈঃ।
বর্ত্তিঃ কৃতা সকলসংমিতহংসপাদী-
মূলৈর্নিহন্তি নয়নাময়জালমাশু ॥ ৩৮ ॥

তাম্র, সীসক, রৌপ্য, পারদ, পীতচন্দন, কটকী, কর্পূর, পিপুল, রসাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন ও জারিত কাংস্য প্রত্যেক একভাগ, এবং থুলকুড়ির মূল সমুদায়ের সমান; এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন করিলে, নেত্রজ জাল বিনষ্ট হয় ॥ ৩৮

পারদনাগরসাঞ্জনসমানকৃতসিন্ধুফেনকং সরজম্।
সপ্তদিনং চিঞ্চাদলরসপিষ্টং তাম্রপাত্রপর্য্যুষিতম্ ॥৩৯॥
বর্ত্তিরন তপশুষ্কাঽধিমন্থতিমিরার্ম্মপিল্লশুক্রঘ্নী ॥ ৪০ ॥

পারদ, সীসক, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন ও নবনীত এই সকল দ্রব্য সমানভাগে তেঁতুলপাতার রসের সহিত তাম্রপাত্রে সাতদিন মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং সেই বর্ত্তি ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, অধিমন্থ, তিমির, অর্ম্ম, পিল্ল ও শুক্ররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৯—৪০

পারদনাগরসাঞ্জনবিদ্রুমকাসীসলোধ্রতাম্রাণি ॥
বৃন্তত্রিকটুকগৈরিকসিন্ধুভবতুত্থফেনবরাঃ।
মৌক্তিকগন্ধিস্রোতোগিরিকর্ণীপুত্রজীবকনকণিফাঃ ॥ ৪১ ॥
চিঞ্চা ষড়্ধন্মোর্দং লবণং পিচুমন্দপত্ররসৈঃ।
পিষ্ট্বা তাম্রে পাত্রে বর্ত্তিঃ স্যাদধিমন্থপিল্লঘ্নী ॥ ৪২ ॥

পারদ, সীসক, রসাঞ্জন, প্রবালভস্ম, হিরাকস, লোধ, তাম্রভস্ম, ছাতিম, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), গিরিমাটী, সৈন্ধব, তুত্থক, সমুদ্রফেন, মুক্তাভস্ম, মুরামাংসী, বাবলাছাল, অপরাজিতা, পুত্রজীব (জীয়াপুতা), ধুতূরামূল, তেঁতুলছাল ও ছয়প্রকার লবণ এই সকল দ্রব্য নিমপাতার রসের সহিত তাম্রপাত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জন দ্বারা অধিমন্থ ও পিল্ল বিনষ্ট হয় ॥ ৪১—৪২

কর্পূরাঞ্জনসীসপারদকণাতীক্ষ্ণানি পিষ্ট্বাসকৃ-
ন্নন্দীবর্ত্তরসৈর্বিশোষ্য মধুনা পিষ্ট্বা পুনর্ভাঞ্জনে।
শাঙ্গে স্ফাটিক এব বা বিনিহিতঃ শুক্লার্ম্মকাচাপহং
তৈমির্য্যং চ নিরাকরোতি সহসা নেত্রেঽঞ্জনং সর্ব্বদা ॥৪৩॥

কর্পূর, রসাঞ্জন, সীসক, পারদ, পিপুল ও তীক্ষ্ণ লবণ, এই সকল দ্রব্য তগরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে। শুষ্ক হইলে তাহা শৃঙ্গনির্ম্মিত বা স্ফটিক নির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া দিবে। সেই বর্ত্তি মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, শুক্র, অর্ম্ম, কাচ, ও তিমিররোগ আশু নিবারিত হয় ॥ ৪৩

গরুড়াঞ্জনম্।

কতকসৈন্ধবতুত্থরসাঞ্জনং ত্রিকটুকস্ফটিকাব্দবরাটকম্।
ত্রিফলতাম্রময়োহিমরোহিণীজলধিফেনবচানৃকরোটিকা ॥৪৪॥
উরগপারদটঙ্কণমঞ্জনং ত্রিফলয়া মধুকেন চ সংযুতম্।
করঞ্জবল্করসেন সুপেষিতং গরুড়দৃষ্টিসমাং কুরুতে দৃশম্ ॥৪৫॥

কতক (নির্ম্মলী) ফল, সৈন্ধব, তুঁতে, রসাঞ্জন, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), স্ফটিক, মুতা, কপর্দ্দকভস্ম, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী ও বহেড়া), তাম্রভস্ম, লৌহভস্ম, কর্পূর, কটুকী, সমুদ্রফেন, বচ, মনুষ্যের মস্তকের অস্থি, সীসক, পারদ, সোহাগা ও রসাঞ্জন, করঞ্জছালের রস সহ মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে। সেই বর্ত্তি মধু ও ত্রিফলাচূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, গরুড়ের দৃষ্টির ন্যায় দৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৫

রসেন্দ্রভুজগৌ তুল্যৌ তাভ্যাং দ্বিগুণমঞ্জনম্।
ঈষৎ কর্পূরসংযুক্তমঞ্জনং তিমিরাপহম্ ॥ ৪৬ ॥
গন্ধকাদ্দ্বিগুণঃ সূতঃ সৌবীরং চাষ্টমাংশতঃ।
কপিত্থরসসংপিষ্টমঞ্জনং তিমিরপ্রণুৎ ॥ ৪৭ ॥

পারদ ও সীসক প্রত্যেক সমভাগ, রসাঞ্জন উভয়ের দ্বিগুণ এবং ঈষৎ কর্পূর, একত্র মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন লইলে, তিমিররোগ বিনষ্ট হয়। গন্ধক একভাগ, পারদ দুইভাগ ও সৌবীরাঞ্জন অষ্টমাংশ, একত্র কপিত্থের রসের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন লইলে, তিমিররোগ নষ্ট হয় ॥ ৪৬—৪৭

জৈপালতুত্থটঙ্কণতার্ক্ষ্যবরাত্রিকটুকফেনজলজং চ।
জম্বীরনীরপিষ্টং কাচার্ম্মস্রাবতিমির শুক্লপিল্লঘ্নম্ ॥ ৪৮ ॥

জয়পাল, তুত্থক, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী ও বহেড়া), ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), সমুদ্রফেন ও মুতা এই সকল দ্রব্য জাম্বীরের রসের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, কাচ, অর্ম্ম, নেত্রস্রাব, তিমির, শুক্র ও পিল্লরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮

পটলহরেন্দ্ররসঃ।

রুদ্ধঃ কপর্দ্দটঙ্কণলাক্ষাজম্বীরয়োর্দ্রবৈঃ।
মাসং ধান্যে ক্ষিপ্তঃ সূতঃ পটলাদিরোগহরঃ ॥ ৪৯ ॥

কপর্দ্দক, সোহাগা ও পারদ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র লাক্ষা-ক্বাথ ও জাম্বীরের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক একটী পাত্রে রুদ্ধ করিয়া, একমাস কাল ধান্যরাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। এই রস পটলাদিরোগ নাশক ॥ ৪৯

স্বর্ণং বরাটিকা সূতঃ সারঃ পূতিকপত্রজঃ।
নবনীতেন সংযুক্তা বর্ত্তিঃ পুষ্পং চিরন্তনম্ ॥ ৫০ ॥
বিষং ধাত্রীফলরসৈর্দিনৈকং পরিভাবিতম্।
অঞ্জনং শঙ্খসহিতং প্রগাঢ়তিমিরপ্রণুৎ ॥ ৫১ ॥

স্বর্ণভস্ম, কপর্দ্দকভস্ম, পারদ ও পূতিকরঞ্জপত্রের সার এই সকল দ্রব্য নবনীতের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, বহুদিনজাত পুষ্পও বিনষ্ট হয়। মিঠাবিষ ও শঙ্খভস্ম, আমলকীর রসের

সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, প্রগাঢ় তিমিররোগ নিবারিত হয় ॥ ৫০—৫১

শম্বূকং বা বরাটং বা দগ্ধং সূক্ষ্মং বিচূর্ণয়েৎ।
অঞ্জয়েন্নবনীতেন হন্তি পুষ্পং চিরন্তনম্ ॥ ৫২ ॥
শিগ্রুমূলং বচাং ক্ষৌদ্রৈর্ঘৃষ্টা নেত্রং প্রপূরয়েৎ।
নিষ্পিষ্যার্দ্রাং নিশাং বাঽথ সদ্যঃ শূলে সুখাবহম্।
শ্বেতং পুনর্নবামূলং জলেনাঞ্জ্যং চ শূলনুৎ ॥ ৫৩ ॥
শ্বেতং পুনর্নবামূলং ঘৃতঘৃষ্টং সমঞ্জয়েৎ।
জলস্রাবং নিহন্ত্যাশু তন্মূলং চ নিশাযুতম্ ॥
অঞ্জয়েদ্বক্ররোমাণি ন ভবন্তি কদাচন ॥ ৫৪ ॥
নির্ঘৃষ্য নৃকপালং তু নারীস্তন্যেন চাঞ্জয়েৎ।
শূলং সতিমিরং হন্তি পুষ্পং সর্পাক্ষিদুগ্ধতঃ ॥ ৫৫ ॥

শম্বূক বা কপর্দ্দক দগ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই ভস্মের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে বহুকালজাত পুষ্প রোগ নিবারিত হয়। শজিনার মূল ও বচ মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া নেত্রপূরণ করিলে অথবা কাঁচা হরিদ্রা পেষণ পূর্ব্বক, তাহার রস দ্বারা নেত্রপূরণ করিলে, নেত্রশূল সদ্যঃ নিবারিত হয়। শ্বেত পুনর্নবার মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে অথবা শ্বেতপুননবার মূল ঘৃতের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, নেত্রের জলস্রাব নিবারিত হয়। শ্বেতপুনর্নবার মূল ও হরিদ্রা পেষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, নেত্রপক্ষ্ম কখনও বক্র হয় না। মনুষ্যের কপালাস্থি নারীস্তন্যের সহিত অথবা সর্পাক্ষির আটার সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, নেত্রশূল, তিমির ও পুষ্প রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫২—৫৫

চিঞ্চাদলম্বরসপেষিতশিগ্রুবীজং
কাংস্যে নিঘৃষ্য পরিশোষ্য খরাতপেন।
তৈলং ততঃ সৃতমিদং শশিপাদযুক্তং
যুঞ্জ্যাদ্ ব্রণার্মতিমিরে তিলমাত্রমক্ষি ॥৫৬॥

শুদ্ধে নাগে দ্রুতে ক্ষিপ্তং সূতং তুল্যং বিনিঃক্ষিপেৎ।
কৃষ্ণাঞ্জনং তয়োস্তুল্যং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ ॥
দশমাংশেন কর্পূরং তস্মিংশ্চূর্ণে প্রদাপয়েৎ।
এতৎ প্রত্যঞ্জনং নেত্রগদান্ হন্তি নয়নামৃতম্ ॥ ।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

শজিনার বীজ তেঁতুলপাতার রসের সহিত কাংস্যপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া, প্রখর রৌদ্রে তাহা শুষ্ক করিবে। তৎপরে সেই শজিনাবীজের তৈল নিঃসারিত করিয়া, তাহার সহিত এক চতুর্থাংশ পরিমিত কর্পূর মিশ্রিত করিবে। নেত্রব্রণ, অর্ম্ম ও তিমিররোগে এই তৈল এক তিল মাত্রায় চক্ষু মধ্যে প্রয়োগ করিবে ॥ ৫৬

কারবেল্লদ্রবৈঃ সার্দ্ধং সম্যগ্‌ভর্জ্জ্যা কপর্দ্দিকা।
সূতকং টঙ্কণং লাক্ষাতুল্যং জম্বীরজদ্রবৈঃ ॥ ৫৭ ॥
মর্দ্দয়েত্তাম্রপাত্রে তু তস্মিন্ রুদ্ধ্বা বিনিক্ষিপেৎ।
ধান্যরাশিস্থিতং মাসমঞ্জনং পটলং হরেৎ ॥ ৫৮ ॥

করেলার রসের সহিত কপর্দ্দক উত্তমরূপে ভর্জ্জিত করিয়া, সেই কপর্দ্দক, এবং পারদ, সোহাগা ও লাক্ষা সমুদায় সমভাগ, একত্র জামীরের রসের সহিত তাম্রপাত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক, তাম্রপাত্রেই রুদ্ধ করিয়া, একমাস কাল ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহা দ্বারা অঞ্জন লইলে, পটলরোগ প্রশমিত হয় ॥ ৫৭—৫৮

ভৃঙ্গরাজরসৈর্ঘৃষ্টং পলৈকং রক্তচন্দনম্।
তাম্রপাত্রে স্থিতং ভাব্যং তদ্রসেন পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥
শতধা ভাবয়েত্তস্মাৎ পেষ্য পেষ্য পুনঃ পুনঃ।
মধুনাঽপ্যঞ্জনং হন্তি ষড়্‌বিধং তিমিরাময়ম্ ॥ ৬০ ॥

একপল রক্তচন্দন চূর্ণ ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ পূর্ব্বক একশতবার ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিবে এবং পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, ছয়প্রকার তিমিররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৯—৬০

বীজপূররসৈর্ঘৃষ্টং বিষতুল্যং শিলাজতু।
অঞ্জনং কারয়েদ্রাত্রৌ কাচমান্ধ্যং চ নাশয়েৎ ॥ ৬১ ॥
শম্বূকং পারদং নাগং কাংস্যচূর্ণং রসাঞ্জনম্।
সমং সর্ব্বমিদং চিঞ্চাদলস্রাবেণ পেষয়েৎ ॥ ৬২ ॥
তাম্রপাত্রগতাং বর্ত্তিং ছায়াশুষ্কাং তু কারয়েৎ।
শুক্রার্ম্মতিমিরং পিল্লং হন্তি সা মধুনাঽঞ্জিতা ॥ ৬৩ ॥

মিঠাবিষ ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ, একত্র টাবালেবুর রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, রাত্রিকালে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, কাচ ও আন্ধ্যরোগ নিবারিত হয়। শামুকভস্ম, পারদ,

সীসকভস্ম, কাংস্যভস্ম, রসাঞ্জন, সমুদায় সমভাগ, একত্র তেঁতুলপাতার রসের সহিত তাম্রপাত্রে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি করিবে এবং বর্ত্তিগুলি ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বর্ত্তি মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন লইলে, শুক্র, অর্ম্ম, তিমির ও পিল্লরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৬১—৬৩

অসকৃচ্ছীততোয়েন সিক্তেনেত্রাভিষ্যন্দজিৎ॥ ৬৪॥
অজস্য কৃষ্ণমাংসান্তঃ পিপ্পলীমরিচং ক্ষিপেৎ॥
সেচয়িত্বা ঘৃতৈঃ পচ্যাদ্‌ঘটিকান্তে সমুদ্ধরেৎ।
মধ্বাজ্যস্তন্যসংপিষ্টং রাত্র্যন্ধস্যাঞ্জনং হিতম্॥ ৬৫॥

বারংবার শীতল জল দ্বারা নেত্রে পরিষেক করিলে, অভিষ্যন্দরোগ প্রশমিত হয়। ছাগের কৃষ্ণ মাংস (যকৃৎ) মধ্যে পিপুল ও মরিচ নিহিত করিবে। পরে তাহা ঘৃতসিক্ত করিয়া পাক করিবে এবং এক ঘটিকার পর তাহা উদ্ধৃত করিয়া লইবে। সেই পিপুল ও মরিচ, ঘৃত মধু ও স্তন দুগ্ধের সহিত পেষণপূর্ব্বক অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, তদ্দ্বারা রাত্র্যন্ধরোগের উপকার হইয়া থাকে॥ ৬৪—৬৫

অজাপিত্তগতং ব্যোষং ধূমস্থানে বিশোষ্য চ।
চিরবিল্বরসৈর্ঘৃষ্টং রাত্র্যন্ধহরমঞ্জনম্॥ ৬৬॥
মরিচং মৎকুণে রক্তে রাত্র্যন্ধহরমঞ্জনম্॥ ৬৭॥

ছাগের পিত্তসহ শুঁঠ পিপুল ও মরিচ পেষণ করিয়া, তাহা ধূমস্থানে শুষ্ক করিবে। তৎপরে ডহর করঞ্জের রসের সহিত তাহা মর্দ্দন পূর্ব্বক অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, রাত্র্যন্ধরোগের উপশম হয়। মৎকুণের (ছারপোকার) রক্তসহ মরিচ পেষণ করিয়া, তাহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলেও রাত্র্যন্ধরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৬৬—৬৭

তাম্রাললবণশঙ্খৈস্তুল্যা মগধোদ্ভবামনোহ্বাচ। *
জলপিষ্টা গুলিকেয়ং সায়ংসময়ান্ধ্যমপহরন্তি॥ ৬৮॥

তাম্র, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ, শঙ্খভস্ম, পিপুল ও মনঃশিলা (পাঠান্তরে আমলকী) সমুদায় সমভাগ; একত্র জলসহ পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা রাত্র্যন্ধ নিবারক॥ ৬৮

* অথ বৈ ধাত্রীতি বা পাঠঃ।

নবনেত্রদাত্রী বটী।

দ্বৌ ভাগৌ তাম্ররজসো মধুকস্য চতুর্দ্দশ।
কুষ্ঠস্য দ্বাদশাংশাঃ স্যুর্বচায়াশ্চ দশৈব তু॥ ৬৯॥
রজতস্য চ চত্বারো দ্বৌ ভাগৌ কনকস্য চ।
সৈন্ধবস্যাষ্টভাগাঃ স্যুঃ পিপ্পল্যাশ্চ ষড়েব তু॥ ৭০॥
অজাক্ষীরেণ সংপেষ্য তাম্রপাত্রে নিধাপয়েৎ।
অভিষ্যন্দমধীমন্থং ব্রণং শুক্রং কুকূণকম্॥
তিমিরং পটলং কাচং কণ্ডুং হন্তি বিশেষতঃ॥ ৭১॥

তাম্রভস্ম ২ ভাগ, যষ্টিমধু ১৪ ভাগ, কুড় ১২ ভাগ, বচ ১০ ভাগ, রৌপ্য ৪ ভাগ, স্বর্ণ দুই ভাগ, সৈন্ধব ৮ ভাগ ও পিপুল ৬ ছয়ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া, তাম্রপাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ দ্বারা অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, ব্রণ, শুক্র, কুকূণক, তিমির, পটল, কাচ ও কণ্ডু বিশেষরূপে নিবারিত হয়॥ ৬৯—৭১

কণলবণবচাকুষ্ঠযষ্টিতাম্রৈঃ ক্রমেণ
দ্বিগুণধরণবৃদ্ধৈশ্ছাগদুগ্ধেন পিষ্টৈঃ।
নিখিলনয়নরোগান্ হন্তি বর্ত্তির্বিশিষ্টা
রজ ইব নিশি সর্পিঃক্ষৌদ্রযুক্তং বরাপ্তাঃ॥ ৭২॥

পিপুল অর্দ্ধতোলা, সৈন্ধব ১ এক তোলা, বচ দুইতোলা, কুড় ৪ তোলা, যষ্টিমধু ৮ তোলা এবং তাম্রভস্ম ৬ তোলা এই সকল দ্রব্য ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, সকল প্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয়। রাত্রিকালে ঘৃত ও মধুর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করিলেও সমুদায় নেত্ররোগের শান্তি হইয়া থাকে॥ ৭২

আর্দ্রলকুচভৃঙ্গানাং রসৈঃ পিষ্টেন কস্যচিৎ।
গন্ধকেন সমাংশেন প্রাগুক্তাম্রং চ মারিতম্॥ ৭৩॥

আদা, লকুচ (মান্দার) ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের কোন একটির রসের সহিত, সমপরিমিত গন্ধক ও তাম্র মর্দ্দন করিয়া, তাহা পুটপাক

শুল্বস্য পিষ্টিকাং কৃত্বা সমমাক্ষিকসন্ধুক্‌।
ত্রিদিনং চক্রমর্দ্দস্য রসেন পরিমর্দ্দিতঃ॥
গর্ভযন্ত্রেণ পুটিতঃ তাম্রকং শ্বেততাং ব্রজেৎ।
ক্ষয়ামশূলশমনং জরশ্বয়থুনাশনঃ॥
ইতি শ্বেতীকরণী তাম্রক্রিয়া।

করিবে। এই তাম্রভস্ম সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ নষ্ট হয় ॥

তাম্রাভ্রকং চ তুত্থং চ দশনিষ্কং পৃথক্ পৃথক্ ।
কন্দুকস্থমিদং ত্রিংশৎকর্ষচূর্ণিতগন্ধকম্ ॥ ৭৪ ॥
দত্ত্বাহল্পশোঽগ্নিনাঽল্পেন রুদ্ধধূমং বিসর্জয়েৎ ।
প্রস্থাম্বুমর্দ্দিতস্থাস্য প্রসাদং নিঃসৃতং যুতম্ ॥ ৭৫ ॥
তুত্থনীরশিলাজতুভ্যাং কর্ষাংশাভ্যাং বিশোষয়েৎ ।
তাম্রদ্রুতিরিয়ং সাজ্যমানুষীক্ষীরমাক্ষিকৈঃ ॥ ৭৬ ॥
কাচার্ম্মপিল্লাভিষ্যান্দব্রণশুক্রপ্রণাশিনী ।
তৎকিট্টং দদ্রুকিটিভং লেপাৎ পামাদিকান্ জয়েৎ ॥৭৭;

তাম্র, অভ্র ও তুঁতে প্রত্যেক দশনিষ্ক (৪০ মাষা) একখানি তাওয়ায় রাখিয়া আচ্ছাদিত করিবে ও মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে গন্ধক চূর্ণ ৬০ তোলা অল্প অল্প করিয়া প্রদান করিতে হইবে। তাওয়ার মধ্যে যে ধূম সঞ্চিত হইবে, তাহা নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। তৎপরে চারিসের জলের সহিত সেই ঔষধ আলোড়িত করিয়া, তাহার পরিস্রুত অংশ গ্রহণ করিবে এবং তাহার সহিত তুঁতের জল ও শিলাজতু প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিবে। এই তাম্রদ্রুতি ঘৃত, স্তনদুগ্ধ ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে কাচ, অর্ম্ম, পি , অভিষ্যন্দ ও ব্রণশুক্র নষ্ট হয়। এই ঔষধের কিট্ট ভাগ লেপন করিলে, দদ্রু, কিটিম ও পামা (খোস্) প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৪—৭৭

শুল্বং গন্ধকমভ্রকং চ রসকং দিক্সঙ্খ্যনিষ্কং পৃথক্-
সর্ব্বং রুদ্রজটারসেন বহুশো ভৃঙ্গস্য সারেণ বা ।
প্রায়ঃ শ্লক্ষ্ণতরং সুমর্দ্দিতমিদং সম্যক্পুটং কারয়েৎ
স্থাল্যাং তৎপুনরেব শীতলমিদং বিন্যস্য তস্থান্তরে ॥
নিষ্কে নিষ্কমনন্তরং পরিপচেচ্চূর্ণং যথা গন্ধকং
স্যাদেবং শতনিষ্কমাত্রমসকৃত্তদ্ভস্ম শীতং ততঃ ।
প্রস্থেনোষ্মিতবারিণা বিলুলিতং কল্কং বিনা গালিতং
সংগৃহ্যাম্বু তদন্তরে শিখিনিভং তুত্থং সুচূর্ণীকৃতম্ ॥৭৯॥
কর্ষাংশাসিতমঞ্জনং বিনিহিতং কাংস্যে পরং শোষয়েৎ
তাং তাম্রদ্রুতিমামনন্তি নিখিলান্নেত্রামযান্নাশয়েৎ ॥৮০।

তাম্র, গন্ধক, অভ্র ও রসক প্রত্যেক দশ নিষ্ক (৪০ মাষা), এই সকল দ্রব্য একত্র রুদ্রজটা ও ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত বারংবার মর্দ্দন পূর্ব্বক মসৃণ করিবে এবং হাঁড়ীর মধ্যে পুটপাকে তাহা দগ্ধ করিবে। শীতল হইলে, উপযুক্ত পাত্রে তাহা রাখিয়া দিতে হইবে। এইরূপে এক এক নিষ্ক তাম্রাদির সহিত এক এক নিষ্ক (চারি মাষা) গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, এক শত নিষ্ক পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অতঃপর /৪ চারিসের জলে পূর্ব্বোক্ত ভস্ম আলোড়িত করিবে এবং ছাঁকিয়া কল্ক ভাগ পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে সেই জলের সহিত ময়ূরতুত্থকের চূর্ণ ও কৃষ্ণাঞ্জন প্রত্যেক দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া, কাংস্য পাত্রে তাহা শুষ্ক করিবে। ইহাকেও একপ্রকার তাম্রদ্রুতি বলা হয়। ইহা সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ নাশক ॥৭৮—৮০

আর্দ্রকস্য রসে পিষ্টং গন্ধকেন বিমিশ্রিতম্ ।
তুত্থং তু নিষ্কদশকং তন্মানং চাভ্রকং ক্ষিপেৎ ॥ ৮১
দশনিষ্কেন তন্মানং তাম্রং চ শকলীকৃতম্ ।
ভর্জয়েৎ খর্পরে ক্ষিপ্ত্বা দহেত্তদনু চূর্ণয়েৎ ॥৮২॥
তন্মিশ্রং কন্দুকস্থেন চূর্ণমেতেন ভর্জয়েৎ ।
গন্ধকং চূর্ণিতং কৃত্বা কর্ষং তু বিধিনা শনৈঃ ॥ ৮৩ ॥
ভর্জিতং তজ্জলপ্রস্থে নীলং চাপি শিলাজতু ।
কর্ষপ্রমাণং নিক্ষিপ্য মর্দয়েৎস্রাবয়েৎ পুনঃ ॥৮৪ ॥
প্রসাদং স্রাবয়েৎ পশ্চাদাতপে পরিশোষয়েৎ ।
গন্ধকদ্রুতিরিত্যেষা সর্ব্বনেত্রামযাপহা ॥ ৮৫ ॥
বিশেষাদ্ব্রণকুষ্ঠং চ পিল্লং কাচং কুকূণকম্ ।
জয়েৎস্য ঘৃতক্ষৌদ্রৈঃ সর্ব্বং তৎপরিকল্পয়েৎ ॥ ৮৬ ।
ব্রণান্ কৃচ্ছ্রান্ সুমহোগ্রানপি শীঘ্রং নিবর্ত্তয়েৎ ।
তৎ কিট্টং দদ্রুকিটিভপামাদীন্ লেপনাজ্জয়েৎ ॥৮৭॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয় উন্মাদবাতাপস্মারনেত্ররোগাণামুপচারো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

আদার রসে পিষ্ট ও গন্ধক বিমিশ্রিত তুত্থক অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক দশ নিষ্ক (৪০ মাষা) একত্র খাপরায় ভাজিয়া পশ্চাৎ দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে, তৎপরে তাহা তাওয়ায় করিয়া দুই তোলা গন্ধক চূর্ণের সহিত পাক করিবে। পরিশেষে চারিসের জলে সেই ভর্জ্জিত চূর্ণ ও দুইতোলা নীল শিলাজতু একত্র আলোড়িত করিয়া, তাহার প্রসাদ ভাগ ছাঁকিয়া লইবে ও

রৌদ্রে তাহা শুষ্ক করিবে। এই গন্ধক-দ্রুতি সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ নাশক। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা ব্রণ, কুষ্ঠ, পিল্ল, কাচ ও কুকূণক রোগ নিবারিত হয়। মধু ও ঘৃতের সহিত ইহা প্রযোজ্য। কষ্টসাধ্য সূক্ষ্মাগ্র ব্রণ সমূহও ইহা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহার কিট্ট ভাগ লেপন করিলে, দদ্রু, কিটিম ও পামা প্রভৃতি ত্বগ্ গত রোগ সমূহ নিবারিত হয়॥ ৮১-৮৭

ইতি উন্মাদাদি চিকিৎসা নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ কর্ণরোগাদিচিকিৎসিতম্।

শূলা দোষচয়াভিভূতিজনিতাঃ পঞ্চ প্রতীনাহরুক্-
কণ্ডূবিদ্রধিপালিশোকপরিপোটোৎপাতলেহর্ব্বুদাঃ।
শোফার্শঃকৃমিপূতিকর্ণকবিদার্য্যাস্রাবনিস্তন্দ্রিকা-
নাদঃ পিপ্পলিদুঃখবৃদ্ধিবধিরাস্তে কর্ণপাকেন চ॥১॥

বাতাদি দোষ সমূহের প্রকোপ হইতে কর্ণে পঞ্চবিধ শূল, প্রতীনাহ, বেদনা, কণ্ডু, বিদ্রধি, পালিশোথ, পরিপোট, উৎপাত, পরিলেহি, অর্ব্বুদ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, পূতিকর্ণক, কর্ণবিদারী, কর্ণস্রাব, নিস্তন্দ্রিকা, কর্ণনাদ, পিপ্পলি, দুঃখবৃদ্ধি, বাধির্য্য ও কর্ণপাক প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়॥ ১

কর্ণশূলহরঃ ক্ষেপ্যো লবণার্দ্রকয়ো রসঃ।
অব্ধিফেনো বচা শুণ্ঠী সৈন্ধবং চ সমং সমম্॥২॥
সমতৈলার্দ্রকদ্রাবৈঃ পাকে তস্মিন্পলদ্বয়ে।
পূর্ব্বোক্তচূর্ণং কর্ষাংশং ক্ষিপ্ত্বোত্তার্য্য সুশীতলম্॥
তত্তৈলং প্রক্ষিপেৎ কর্ণে দ্রুতং গোমক্ষিকা ব্রজেৎ॥৩॥

সৈন্ধবলবণ ও আদার রস কর্ণ মধ্যে নিঃক্ষেপ করিলে, কর্ণশূলের শান্তি হয়। সমুদ্রফেন, বচ, শুঁঠ ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ; একপল তিলতৈল ও একপল আদার রস একত্র পাক করিয়া, যথাকালে ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ দুইতোলা তাহাতে নিঃক্ষেপ করিবে; এবং শীতল হইলে সেই তৈল কর্ণমধ্যে নিঃক্ষেপ করিলে, কর্ণগত গোমক্ষিকা নষ্ট হইয়া যায়॥২-৩

তিলপর্ণীদ্রবং তৈলং কোষ্ণং কর্ণে প্রপূরয়েৎ।
অর্কপত্রদ্রবং তৈলং পূরয়েৎ কর্ণশূলনুৎ॥ ৪॥
লশুনস্য রসং কোষ্ণং পূরয়েৎ কর্ণশূলনুৎ।
মেষশৃঙ্গদ্রবৈঃ পূর্ণে কর্ণে পূযঃ প্রশাম্যতি॥ ৫॥

তিলপর্ণীর রস ও তৈল একত্র উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে, অথবা আকন্দপত্রের রস ও তৈল উষ্ণ করিয়া তাহাই কর্ণে পূরণ করিবে; এই উভয় যোগই কর্ণশূলনাশক। লশুনের রস উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলেও কর্ণ শূলের শান্তি হয়। কাঁটানটের রস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে, কর্ণের পূয নষ্ট হয়॥ ৪—৫

মুসলীবাকুচীচূর্ণং খাদেদ্বাধির্য্যশান্তয়ে।
কতকং শিগ্রুলবণমারনালেন পেষয়েৎ॥ ৬॥
কর্ণমূলস্থিতং স্ফোটং সোষ্ণলেপাদ্বিনাশয়েৎ।
পুত্রজীবকমজ্জৈব মজ্জা জলনিপেষিতা।
লেপাৎ কর্ণে গলে কক্ষে স্ফোটং হন্ত্যুরুমূলজম্॥৭॥

তালমূলী ও সোমরাজীর চূর্ণ সেবন করিলে, বাধির্য্য রোগের শান্তি হয়। নির্ম্মল ফল, শজিনাছাল ও সৈন্ধব লবণ একত্র কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কর্ণমূলজাত স্ফোটক বিনষ্ট হয়। পুত্রজীবক (জীয়াপুতা) ফলের মজ্জা জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কর্ণ কণ্ঠ কক্ষ ও উরুমূলজাত স্ফোটক নষ্ট হইয়া যায়॥ ৬—৭

তগরব্রহ্মবৃক্ষস্য দন্তৈর্মূলানি চর্ব্বয়েৎ।
রসেন শ্রবণং তস্য পূরয়েদতিযত্নতঃ॥
গোমক্ষিকা বিনির্য্যাতি পূরণস্য বিধানতঃ॥ ৮॥
মুসলীকন্দচূর্ণং হি মহিষীনবনীততঃ।
লেপয়েদ্রোধয়েদ্ভাণ্ডে ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ॥৯॥
সপ্তাহাদুদ্ধৃতং তৈলং কর্ণপালীং বিবর্দ্ধয়েৎ।
চর্ম্মচেটস্য রক্তেন লেপাৎ কর্ণৌ বিবর্দ্ধতে।
বরাহোত্থেন তৈলেন লেপাৎ কর্ণৌ বিবর্দ্ধতে॥১০॥

তগর ও ব্রহ্মবৃক্ষের (পলাশের) মূল দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া, তাহার রস দ্বারা পূরণ করিলে, কর্ণমধ্যগত গোমক্ষিকা নির্গত হইয়া যায়। তালমূলীকন্দের চূর্ণ মহিষ নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ড মধ্যে রুদ্ধ করিবে এবং সেই ভাণ্ড ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। সাতদিন পরে সেই ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লেপন করিলে, কর্ণপালী বর্দ্ধিত হয়। বরাহের বসা লেপন করিলে ও চর্ম্মচটকের (চামচিকার) রক্ত লেপন করিলে কর্ণপালীর বৃদ্ধি পায়॥ ৮-১০

বজ্রবৈক্রান্তবিমলতুত্থনাগবিষান্বিতৈঃ॥১১॥
তুল্যপারদগন্ধাশ্মমাক্ষিকৈঃ কজ্জলী কৃতা।
লশুনার্দ্রকশিগ্রূণামরুণ্যা মূলকস্য চ॥ ১২॥
পৃথগ্রসৈঃ কদল্যাশ্চ সপ্তধা পরিভাবয়েৎ।
এবং সুপিষ্টা বল্লেন সেবিতা কর্ণরোগনুৎ॥১৩॥

হীরক, বৈক্রান্ত, বিমল, তুত্থক, সীসক, মিঠাবিষ, পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে লশুন, আদা, শজিনার ছাল ও অরুণীর (রাখালশশার) রসের এবং কদলীমূলের রসের সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এইরূপে এই সুমর্দ্দিত ঔষধ তিনরতি মাত্রায় সেবন করিলে, কর্ণরোগ নিবারিত হয়॥ ১১—১৩

কুষ্ঠশুণ্ঠীবচাহিঙ্গুশতাহ্বাশিগ্রুসৈন্ধবৈঃ।
বস্তমূত্রৈঃ শৃতং তৈলং সর্ব্বকর্ণাময়াপহম্॥১৪॥

কুড়, শুঁঠ, বচ, হিং, শুল্‌ফা, শজিনার বীজ ও সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং ছাগমূত্রের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল সর্ব্ববিধ কর্ণরোগ নাশক॥ ১৪

অথ নাসারোগাঃ।

ষট্‌পীনসাশ্চ মলসঞ্চয়রক্তদুষ্টৈঃ
পূযাস্রদীপ্তিপিটিকার্ব্বুদপূতিনাসাঃ।
আস্রাবনাহপরিশোষভৃশক্ষবার্শঃ
শ্যাবাস্তুপীনসযুতৈশ্চ গদা নসি স্যুঃ॥ ১৫॥

বাতাদি দোষের সঞ্চয় এবং রক্ত দুষ্টি হইলে, ছয় প্রকার পীনস, পূয-রক্ত, দীপ্তি, পিড়কা, অর্ব্বুদ, পূতিনাসা, নাসাস্রাব, আনাহ, নাসাশোষ, ক্ষবথুর (হাঁচির) আধিক্য, অর্শঃ, প্রতিশ্যায় ও অপীনস এই সমস্ত নাসারোগ উৎপন্ন হয়॥ ১৫

পূযাস্রমতিদুর্গন্ধি নাসায়ামাত্তাপকৃৎ।
কৃতং নস্যং তং হন্ত্যাশ্বেত জীরং সিতাযুতম্॥১৬॥
ঘৃতাক্তং কুঙ্কুমং ঘৃষ্টং নস্যে পীনসজিদ্ভবেৎ।
জলেন পেষয়েদ্ধিঙ্গু মঞ্জয়েৎ তেন তজ্জয়েৎ॥ ১৭॥
তন্দুলতোয়েন হাঙ্কোলমূলমঞ্জয়েৎ।
কামলাং হন্তি নো চিরং নাসারোগপ্রসঙ্গতঃ॥১৮॥

শ্বেতজীরার চূর্ণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার নস্য লইলে, নাসিকার অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট পূযাস্র (নাসিকা হইতে পূয রক্তস্রাব) বিনষ্ট হয়। কুঙ্কুম ঘৃতের সহিত ঘর্ষণ করিয়া নস্য লইলে, এবং হিং জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন লইলে, পীনসরোগ নিবারিত হয়। কাঁটা নটে মূলের রস দ্বারা আঁকোড় মূল পেষণ করিয়া তাহা দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, নাসারোগ এবং তদানুসঙ্গিক কামলা রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৬—১৮

অথ মণিপর্পটী।

বজ্রং মরকতং পুষ্পমিন্দ্রনীলং সুচূর্ণিতম্।
রসদ্বিগুণগন্ধং চ কজ্জলীং কারয়েদ্বুধঃ॥
দ্রাবিতাং লোহপাত্রে তু পর্পট্যাকারতাং নয়েৎ॥১৯॥
নির্গুণ্ডীতুলসীশিগ্রুধত্তূরবিবহ্নিকৈঃ॥ ২০॥
রসৈর্ব্যোমবরারম্ভাসুরসৈরপি ভাবয়েৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনাপি সপ্তধা পরিভাবয়েৎ॥ ২১॥
এবং সিদ্ধো রসো নাম্না বিখ্যাতো মণিপর্পটী।
সেবিতা গুঞ্জয়া তুল্যা নিহন্ত্যামাসিকাগদান্॥ ২২॥
পথ্যোপচারাদিবশাৎ সর্ব্বব্যাধীন্ বিশেষতঃ॥ ২৩॥

হীরক, মরকত, পুষ্পরাগ ও ইন্দ্রনীল মণি প্রত্যেকের চূর্ণ একভাগ; এবং পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক লৌহপাত্রে গালিত করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে তাহাতে নিসিন্দা, তুলসী, শজিনা, ধুতূরা, আকন্দ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কদলীমূল, সুরসাতুলসী ও আদা ইহাদের যথাযোগ্য রস ও ক্বাথ দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই সিদ্ধ মণিপর্পটী রস বিখ্যাত ঔষধ। ইহা একরতি মাত্রায় সেবন করিলে, নাসারোগ নিবারিত হয়। উপযুক্ত আহার বিহারাদি পালনের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, সমুদায় রোগেরই উপশম হইয়া থাকে॥ ১৯-২৩

অথ মুখরোগাঃ।

একো গণ্ডভবো গদঃ ষড়ুদিতা জিহ্বোদ্ভবাস্তালুগাশ্চাষ্টাবষ্ট চ মস্তকাশ্চ দশনোদ্ভূতা দশোষ্ঠোদ্ভবাঃ।
সপ্তৈকাদশ চ ত্রয়োদশ গদা দন্তস্য মূলোদ্ভবাঃ
কণ্ঠেঽষ্টাদশ চোদিতা বদনগাঃ পঞ্চাধিকা সপ্ততিঃ॥২৪॥

গণ্ডদেশে একপ্রকার, জিহ্বায় ছয় প্রকার, তালুতে আট প্রকার, মস্তকে আট প্রকার, দন্তে দশ প্রকার, ওষ্ঠে একাদশ প্রকার, দন্তমূলে ত্রয়োদশ প্রকার, কণ্ঠ মধ্যে অষ্টাদশ প্রকার, সমুদায়ে এই ৭৫ পঁচাত্তর প্রকার মুখরোগ হইয়া থাকে॥ ২৪

চূর্ণং ত্বামলকস্যৈব গবাং ক্ষীরেণ পায়য়েৎ।
গলকীলকনুত্ত্যর্থং বিষতিন্দু স নাগরম্॥ ২৫॥
হরীতক্যা চ সংযুক্তং মুখে ধারয় সন্ততম্।
বহুশো ভানুদুগ্ধেন সৈন্ধবেন প্রলেপয়েৎ।
ভল্লাতকরসং দত্ত্বা চূর্ণং তোপরি বন্ধয়েৎ॥ ২৬॥

আমলকী চূর্ণ গোদুগ্ধের সহিত পান করিলে গলকীলক রোগ নষ্ট হয়। কুঁচিলা, শুঁঠ ও হরীতকীর চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহা মুখে ধারণ করিবে। আকন্দের আঠা ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, বারংবার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং সেই প্রলেপের উপর ভেলার চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে॥ ২৫—২৬

যঃ প্রাতরুত্তেৎপ্রতি দিক্ষাগ্ররাকাষ্ঠেন বজ্রবিজ্ঞ এব জায়তে*
তেনৈব তৈলোপহিতেন মার্জনাৎ-
জিহ্বা জহাত্যুদ্ধতপূতিগন্ধিতাম্॥ ২৭॥

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে জয়াকাষ্ঠদ্বারা দন্ত ধাবন করে তাহার দন্ত বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়। সেই দন্ত কাষ্ঠের কূর্চ্চে তৈল লাগাইয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা মার্জ্জন করিলে, জিহ্বার পূতিগন্ধ নষ্ট হয়॥ ২৭

মুখপাকাপনুত্ত্যর্থং মধুনা পর্পটীরসম্।
খাদয়েৎ কৃতগণ্ডূষো বটিকাং চাপ্যধারয়েৎ॥ ২৮॥
মহারাষ্ট্রীং চূর্ণং চ চতুষ্কস্তো বিভাবয়েৎ।
নিম্বার্দ্রকরসাভ্যাং তু গুটিকা মুখশোষনুৎ॥ ২৯॥

পূর্ব্বোক্ত পর্পটীরস মধুর সহিত সেবন করিলে, এবং মুখে উপযুক্ত গণ্ডূষ বা বটিকা ধারণ করিলে, মুখপাক নিবারিত হয়। মহারাষ্ট্রীর (কাচড়ার) চূর্ণ নিম ও আদার রসের সহিত ৪ বার করিয়া ভাবনা দিয়া তাহার গুটিকা করিবে। এই গুটিকা মুখে ধারণ করিলে, মুখশোষ নিবারিত হয়॥ ২৮—২৯

শ্বেতঃ পুনর্নবামূলং সর্পাক্ষীমূলসংযুতম্।
উদ্বর্ত্তনং হরেৎ স্ত্রীণাং মুখচ্ছায়াং সুদুঃসহাম্॥ ৩০॥
মহিষীক্ষীরসংপিষ্টং রজনীরক্তচন্দনম্।
কৃতলেপং নিহন্ত্যাশু শ্যামিকাং গণ্ডয়োঃ স্থিতাম্॥৩১
মুখচ্ছায়াহরং বঙ্গভস্ম স্যান্মহিষীজলৈঃ।
গোরস্তু রসং সর্পির্মাতুলিঙ্গং মনঃশিলা॥ ৩২॥
মুখবর্ণকরং শ্রেষ্ঠং তিলকানাং চ নাশনম্।
উভে হরিদ্রে মঞ্জিষ্ঠা ঘৃতং গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ॥ ৩৩॥
লেপা গৈরিকসংযুক্তা অজাক্ষীরেণ পেষিতাঃ।
এতৈর্ভবেদ্বক্তুং মুখ্যদিত্যসংনিভম্॥ ৩৪॥

পুনর্নবা মূল ও সর্পাক্ষীর (গন্ধনাকুলীর) মূল একত্র পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে স্ত্রীদিগের লাবণ্য নাশক মুখচ্ছায়া (মেচেতা) নষ্ট হয়। হরিদ্রা ও রক্তচন্দন মহিষী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে, গণ্ডস্থিত শ্যামিকা (মেচেতা) বিনষ্ট হয়। মহিষী

* যঃ প্রাতঃ বিজ্ঞধাবনঙ্কুরুতে কাষ্ঠেন বজ্রদ্বিজঃ। নিম্বেন শংখোটককাণ্ডকেন স্যাদন্তকাষ্ঠং বিজ্ঞশোধনায়। ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

মূত্রের সহিত বঙ্গভস্ম মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলেও মুখচ্ছায়া নষ্ট হয়। গোময়রস, ঘৃত, ছোলঙ্গলেবু ও মনঃশিলা একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে, মুখের বর্ণ পরিষ্কৃত হয় এবং মুখজাত তিলাদি চিহ্ন নষ্ট হইয়া যায়। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, ঘৃত, শ্বেত সর্ষপ ও গিরিমাটী এই সকল দ্রব্য ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে, মুখ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি বিশিষ্ট হয় ॥ ৩০—৩৪

গোমূত্রেঃ ক্কাথয়েৎ কুষ্ঠং বালকং সহরীতকম্।
পিষ্ট্বা সর্ব্বং বটীং কুর্য্যান্মুখদৌর্গন্ধ্যনাশিনীম্ ॥৩৫॥
গৃহধূমারনালেন ক্কাথং সমধু সৈন্ধবম্।
গোময়ৈঃ ক্বথিতা পথ্যা মিশি কৃষ্ণা ব শাম্বিতা ॥৩৬॥
বদনস্য দুরামোদং নিহন্তি পরিশীলিতা।
লজ্জা জাতীফলং পূগং তুল্যং ভক্ষ্যং পিবেদনু ॥৩৭॥
শীততোয়ং পলার্দ্ধং চ আস্যবৈরস্যশান্তয়ে।
নির্গুণ্ডী নীলোৎপলং কন্দং চর্ব্বয়েদুপজিহ্বকে ॥ ৩৮ ॥

কুড় বালা ও হরীতকী গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ ও পেষণ করিয়া বটী করিবে। এই বটী মুখে ধারণ করিলে, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। কাঁজির সহিত গৃহধূম (ঝুল), মধু ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা কবল করিলে, এবং গোময় সহ হরীতকী সিদ্ধ করিয়া সেই হরীতকী মউরী, পিপুল, ও জীরা এই সকল দ্রব্যের গুটিকা মুখে ধারণ করিলে, মুখের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়। লজ্জাবতী লতা, জায়ফল ও সুপারি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে এবং শীতল জল অনুপান করিবে। ইহার দ্বারা মুখের বিরসতা বিনষ্ট হয়। উপজিহ্বিকা রোগে নিসিন্দামূল ও নীলোৎপলের কন্দ চর্ব্বণ করিবে ॥ ৩৫—৩৮

তাম্রপাত্রে ক্ষণং পাচ্যমভয়াচূর্ণকং মধু।
ক্ষৌদ্রেণ গুটিকা কার্য্যা দন্তৈর্ধার্য্যা কৃমীন্ হরেৎ ॥ ৩৯॥
কাসীসং হিঙ্গুসৌরাষ্ট্রীদেবদারু সমং জলৈঃ।
গুটিকাং ধারয়েদ্দন্তৈঃ কৃমিশূলহরং পরম্ ॥ ৪০ ॥
বিশালায়াঃ ফলং চূর্ণ্য তপ্তলোহোপরি ক্ষিপেৎ।
তদ্ধূমো দন্তকীটানামুক্তঃ পাতো ভবত্যলম্ ॥৪১॥

হরীতকী চূর্ণ ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ তাম্রপাত্রে পাক করিবে, তৎপরে তাহার গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তগত ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়। হিরাকস, হিং, সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকা ও দেবদারু প্রত্যেক সমভাগ, একত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুটিকা করিবে, এই গুটিকা মুখে ধারণ করিলে দন্তগত ক্রিমির শূলানি নিবারিত হয়। উত্তপ্ত লৌহ পাত্রের উপরে রাখালশশার ফলচূর্ণ নিঃক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যে ধূম নির্গত হইবে, সেই ধূম দন্তে লাগাইলে দন্তগত ক্রিমি নিশ্চিতই পতিত হয় ॥ ৩৯—৪১

জাতীকোরণ্টপত্রং চ চর্ব্বয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
স্থিরাঃ স্যুশ্চলিতা দন্তাস্তৎকাষ্ঠৈর্দন্তধাবনাৎ ॥৪২॥
মূলবীজং মুখে ধার্য্যং দন্তদার্ঢ্যকরং পরম্।
কিঞ্চিল্লবণসংযুক্তমারনালং বিপাচয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
তেন গণ্ডূষমাত্রেণ মুখবৈরস্যনাশনম্।
তাম্বূলচূর্ণদগ্ধেতু গণ্ডূষস্তিলতৈলতঃ ॥
কাঞ্জিকৈর্লবণাক্তৈর্বা গণ্ডূষঃ সুখদায়কঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর জাতীপত্র বা কোরণ্ট (কুল) পত্র চর্ব্বণ করিলে, এবং জাতী বা কোরণ্ট কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে চলিত দন্তও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। মূলার বীজ মুখে ধারণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয়। কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ সহ কাঁজি পাক করিয়া, সেই কাঁজির গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের বিরসতা নষ্ট হয়। তাম্বুল চূর্ণ (পানের চুন) দ্বারা মুখ দগ্ধ হইলে তিল-তৈলের গণ্ডূষ অথবা লবণ সংযুক্ত কাঁজির গণ্ডূষ হিতকর ॥ ৪২—৪৪

অশ্বগন্ধাজমোদা চ বচা কুষ্ঠং কটুত্রয়ম্ ॥ ৪৫ ॥
শতপুষ্পং ব্রহ্মবীজং সৈন্ধবং চ সমং সমম্।
এতদর্দ্ধং বচার্দ্ধং চ চূর্ণিতং মধুসর্পিষা ॥ ৪৬ ॥
ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রং তু জীর্ণান্তে ক্ষীরভোজনঃ।
সহস্রগ্রন্থধারী স্যান্মূকো বাচাংপতির্ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

অশ্বগন্ধা, বনযমানী, বচ, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শুলফা, ব্রহ্মবীজ (পলাশবীজ) ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে এই চূর্ণ ও চূর্ণ, বচের অর্দ্ধভাগ, একত্র

ঘৃত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, সহস্র গ্রন্থ ধারণা করা যায় এবং মূক ব্যক্তিও বাক্‌পটু হয়। ৪৫—৪৭

পারদং বিমলং তাপ্যং ত্রিকটুং তাম্রসৈন্ধবম্।
তুল্যং গবাং জলৈঃ পিষ্টং সুখোষ্ণং লেপয়েন্মুহুঃ ॥ ৪৮॥
ত্র্যহেণ কণ্ঠশালূকং গলগ্রন্থিং চ নাশয়েৎ।
লেপয়েদ্ভানুদুগ্ধেন সৈন্ধবং গলকীলনুৎ ॥ ৪৯ ॥
তাপ্যাভ্রতুত্থকুনটীরাজাবর্ত্তশিলাজতু।
গুগ্‌গুলুর্ধরবীর্যং চ মুখরোগনিবর্হণম্ ॥ ৫০ ॥
মহিষীমূত্রসংপিষ্টং লোহকিট্টং ক্ষণং পচেৎ।
তেন লেপো নিহন্ত্যাশু গলরোগং সুদুঃসহম্ ॥ ৫১ ॥

পারদ, বিমল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তাম্রভস্ম ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক সমভাগ, একত্র গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া, ঈষৎ উত্তপ্ত করিবে এবং বারংবার তাহার প্রলেপ দিবে। তিনদিন এই প্রলেপ ব্যবহার করিলে, কণ্ঠশালুক ও গলগ্রন্থি বিনষ্ট হয়। আকন্দের আঠা ও সৈন্ধবলবণ লেপন করিলে, গলকীলক নিবারিত হয়। স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, তুত্থক, মনঃশিলা, রাজাবর্ত্ত, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু ও পারদ এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ সমূহ প্রশমিত হয়। লৌহকিট্ট (মণ্ডুর) মহিষীমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কিছুক্ষণ পাক করিয়া, তাহা লেপন করিলে দুঃসাধ্য গলরোগ সমূহেরও শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৪৮—৫১

জলেন পেষয়েত্তুল্যং কাঞ্চনীচিত্রকং বিষম্।
সপ্তাহং লেপয়েত্তেন হ্যদৃশ্যা গণ্ডমালিকাঃ ॥ ৫২ ॥
স্ফুটন্তি নাত্র সন্দেহঃ স্ফোটলেপমিমং শৃণু।
নিজদ্রাবেণ সংঘৃষ্ট-মুণ্ডীমূলপ্রলেপনাৎ ॥ ৫৩ ॥
গণ্ডমালাঃ ক্ষয়ং যান্তি তদ্দ্রবং চ পিবেজ্জলম্।
ব্রহ্মদণ্ডীয়মূলং তু পিষ্টং তন্দুলবারিণা ॥
স্ফুটিতাং হন্তি লেপেন গণ্ডমালাং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
গন্ধকং সূতকং তুল্যমর্কক্ষীরেণ সৈন্ধবম্।
পিষ্ট্বা চ কাঞ্চনীমূলং লেপোঽয়ং গণ্ডমালিকাম্ ॥৫৫॥
অদৃশ্যাঃ স্ফোটয়ত্যাশু মুণ্ডীদ্রাবেণ পেষিতম্।
তন্মূলং লেপয়েত্তত্র ত্রিসপ্তাহং প্রশান্তয়ে ॥
পিষ্ট্বা জেপালপত্রাণি স্বরসেন ততো বটীম্ ॥ ৫৬ ॥
ছায়াশুষ্কাং তথালেপাদ্গণ্ডমালাং বিনাশয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

হরিদ্রা, চিতামূল ও মিঠাবিষ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র জলসহ পেষণ করিয়া, সপ্তাহকাল তাহার প্রলেপ দিলে, গণ্ডমালা অদৃশ্য হয়। মুণ্ডিরীমূল মুণ্ডিরীর রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, স্ফোটক সমূহ নিশ্চিতই স্ফুটিত হয়। মুণ্ডিরীমূলের ক্বাথ বা স্বরস পান করিলে, এবং ঐ প্রলেপ ব্যবহার করিলে, গণ্ডমালাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বামুনহাটীর মূল, চাউলধৌত জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্ফুটিত গণ্ডমালা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সমপরিমিত গন্ধক পারদ ও সৈন্ধবলবণ, একত্র আকন্দ আঠার সহিত পেষণ করিয়া, অথবা হরিদ্রা মূল আকন্দআঠার সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয়। মুণ্ডিরীর রসের সহিত মুণ্ডিরীমূল পেষণ করিয়া গণ্ডমালায় তিন সপ্তাহকাল প্রলেপ দিলে, তাহা স্ফুটিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। জয়পালের পত্র জয়পালের পত্রের রসের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা করিবে এবং তাহা ছায়ায় শুষ্ক করিবে; এই বটিকার প্রলেপ দিলেও গণ্ডমালা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৫২—৫৭

হেমতারঘৃতং সূতং তালকং ক্ষীরমর্দ্দিতম্ ॥
ক্ষৌদ্রে তিলানাং তৈলেন প্রস্বিন্নং দন্তদার্ঢ্যকৃৎ।
দন্তদার্ঢ্যপ্রসিদ্ধ্যর্থং গুটিকাং দেহি সর্বদা ॥ ৫৮ ॥
রসস্য ধাতুবদ্ধস্য চালনে ঘর্ষণে তথা।
রূপ্যাদিচূর্ণমাদায় পিষ্টিং সাধয় যত্নতঃ ॥ ৫৯ ॥
নিম্বুমধ্যে বিনিক্ষিপ্য দিনানাং পঞ্চ ধারয়।
তালচূর্ণং সমাদায় ভানুদুগ্ধেন ভাবয়েৎ ॥ ৬০ ॥
তন্মধ্যে গুলিকাং ক্ষিপ্ত্বা পচেৎ তিলতৈলকে।
দোলাযন্ত্রে নিবধ্যৈনাং যত্নেন দিবসত্রয়ম্ ॥ ৬১ ॥
মলাপকর্ষণং কৃত্বা মধুভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
মুখে ধারয় দন্তানাং দার্ঢ্যায় গুটিকামিমাম্ ॥ ৬২ ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ ও হরিতাল, দুগ্ধ ও মধুর সহিত মর্দ্দিত করিয়া তিলতৈলের সহিত তাহা স্বিন্ন করিবে। তৎপরে তাহার গুটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। ধাতুবদ্ধ পারদ চালিত ও

ঘর্ষিত করিয়া তাহা হইতে স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর চূর্ণ সংগ্রহ করিবে; তৎপরে সেই চূর্ণ পেষণ পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া, তাহা লেবুর মধ্যে পাঁচদিন নিহিত করিয়া রাখিবে। অতঃপর আকন্দের আঠার সহিত হরিতাল চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া, তাহার মধ্যে ঐ গুড়িকা নিহিত করিবে, এবং তিলতৈলের সহিত দোলাযন্ত্রে তাহা তিনদিন পাক করিবে। তৎপরে গুড়িকা সংলগ্ন মলাদি অপসারিত করিয়া, মধুভাণ্ডে তাহা রাখিয়া দিবে। দন্তের দৃঢ়তা সাধন জন্য এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিতে হইবে ॥৫৮—৬২

অথ শিরোরোগাঃ।

শিরস্তোদাশ্চতুর্দ্ধোক্তা দোষৈঃ সর্বাস্রজন্তুভিঃ।
কম্পশ্চার্দ্ধাবভেদশ্চ সূর্য্যাবর্ত্তোঽপি শঙ্খকঃ ॥ ৬৩ ॥

বাতাদি তিন দোষ, রক্তদুষ্টি ও ক্রিমি, এই সকল কারণ হইতে চতুর্ব্বিধ শিরঃপীড়া, এবং শিরঃকম্প, অর্দ্ধাবভেদক, সূর্য্যাবর্ত্ত ও শঙ্খক নামক শিরোরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬৩

গিরিকর্ণীফলং মূলং সদলং নস্যমাচরেৎ।
মূলং বা বন্ধয়েৎ কর্ণে নিহন্ত্যর্দ্ধশিরোব্যথাম্ ॥ ৬৪ ॥
গুড়ং করঞ্জবীজং চ নস্যমুষ্ণজলৈর্হিতম্।
মরিচং ভৃঙ্গজৈর্দ্রাবৈর্লেপোঽয়ং হন্তি তাং রুজম্ ॥৬৫॥

অপরাজিতার ফল, মূল ও পত্রের নস্য প্রয়োগ করিলে, এবং অপরাজিতার মূল কর্ণে বন্ধন করিলে, অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয়। গুড় ও করঞ্জবীজ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উষ্ণ জলের সহিত আলোড়িত করিবে, তৎপরে তাহার নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগের উপশম হয়। ভৃঙ্গরাজরসের সহিত মরিচ পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৪—৬৫

মৃতসূতাভ্রকং তীক্ষ্ণং কান্তং তাম্রং মৃতং সমম্।
স্নুহীক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যং পিণ্ডং গুঞ্জামাত্রকম্ ॥ ৬৬ ॥
সপ্তাহাৎ সূর্য্যাবর্ত্তাদীন্ শিরোরোগান্ বিনাশয়েৎ।
কুঙ্কুমং মধুযষ্টী চ সিতাঘৃতশ্চোত্তরম্ ॥ ৬৭ ॥
সপ্তাহেন কৃতে নস্যে দাহং হন্তি শিরোরুজম্।
শিগ্রুপত্ররসৈর্মর্দ্দ্যং মরিচং মূর্দ্ধশূলনুৎ ॥ ৬৮ ॥

জারিত পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণ লৌহ, কান্ত-লৌহ ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, একত্র সীজের আঠার সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। একমাষা মাত্রায় এই ঔষধ সপ্তাহ-কাল সেবন করিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগ নিবারিত হয়। কুঙ্কুম একভাগ, যষ্টিমধু দুইভাগ চিনি তিনভাগ ও ঘৃত চারিভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সপ্তাহকাল তাহার নস্য লইলে, মস্তকের দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়। শজিনা পত্রের রসের সহিত মরিচ মর্দ্দন করিয়া প্রয়োগ করিলে শিরঃশূল প্রশমিত হয় ॥ ৬৬—৬৮

কুঙ্কুমং ঘৃতসংযুক্তং নস্যাদ্ধন্তি শিরোরুজম্।
পারদং মর্দ্দয়েন্নিষ্কং কৃষ্ণধত্তূরজৈর্দ্রবৈঃ ॥ ৬৯ ॥
নাগবল্লীদলৈর্বাঽথ বস্ত্রখণ্ডং প্রলেপয়েৎ।
তদ্বস্ত্রং মস্তকে বেষ্ট্য ধার্য্যং যামত্রয়ং বুধৈঃ ॥ ৭০ ॥
যূকাঃ পতন্তি নিঃশেষাঃ সলিক্ষা নাত্র সংশয়ঃ ॥৭১॥
কণ্টকারীফলরসৈস্তৈলং তুল্যং বিপাচয়েৎ।
জপাপুষ্পদ্রবৈর্বাঽথ তল্লেপো দারুণপ্রণুৎ ॥ ৭২ ॥
দ্বিনিশানবনীতেন লেপাদ্বা খণ্ডকেশনুৎ ॥৭৩॥
জাতিপুষ্পং ফলং মূলং কৃষ্ণগোমূত্রপেষিতম্।
লেপোঽয়ং সপ্তবারেণ দৃঢ়কেশকরঃ পরম্ ॥৭৪॥
শৃঙ্গাটিফলভৃঙ্গীনীলোৎপলমধোরজঃ।
সূক্ষ্মচূর্ণং সমং কৃত্বা পাচয়েত্তৈলে চতুর্গুণে।
তল্লেপেন দৃঢ়াঃ কেশাঃ কুটিলাঃ সরলা অপি ॥৭৫॥

ঘৃত মিশ্রিত কুঙ্কুমের নস্য লইলে শিরোরোগ নষ্ট হয়। চারিমাষা পরিমিত পারদ, কৃষ্ণ ধুতুরার রস বা পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তাহা বস্ত্রখণ্ডে লেপন করিবে। তৎপরে সেই বস্ত্রখণ্ড মস্তকে বেষ্টন করিয়া তিন প্রহর কাল রাখিয়া দিলে, যূক (উকুন) ও লিক্ষা (লিকি) নিঃশেষ-রূপে পতিত হইয়া যায়। কণ্টকারী ফলের রসের সহিত অথবা জবাপুষ্পের রসের সহিত সমপরিমিত তিলতৈল পাক করিয়া তাহা মস্তকে লেপন করিলে, দারুণক রোগ (খুস্কি) নিবারিত হয়। হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে খণ্ডকেশ (চুল উঠিয়া যাওয়া) নিবারিত হয়। জাতী-পুষ্প, জাতীফল ও জাতীমূল, কৃষ্ণাগাভীর মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া সাতবার প্রলেপ দিলে, কেশমূল দৃঢ় হইয়া থাকে। শৃঙ্গাটক (শিঙ্গাড়া),

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নীলোৎপল ও লৌহচূর্ণ, এই সকল দ্রব্যের সহিত চতুর্গুণ তিলতৈল পাক করিয়া সেই তৈল লেপন করিলে কেশ সকল দৃঢ় হয় এবং সরল কেশও কুঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৬৯—৭৫

কীটভক্ষিতকেশাস্তস্থানে স্বর্ণেন ঘর্ষয়েৎ ॥ ৭৬ ॥
যাবৎ সুসংপ্ততং যাতি ততো লেপমিমং শৃণু।
ভল্লাতকং চ বৃহতী গুঞ্জামূলং ফলং তথা ॥
মধুনা সহ লেপেন রুহ্যারোগচয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৭৭ ॥
গুঞ্জামূলং ফলং চূর্ণং কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ।
তেন লেপেন হন্ত্যাশু চাপ্যরোগং সুদুঃসহম্ ॥৭৮

কীট-দষ্ট কেশ ভূমিতে অর্থাৎ টাকের উপর একখণ্ড স্বর্ণ ঘর্ষণ করিয়া সেই স্থান উত্তপ্ত করিবে। তৎপরে সেই স্থানে ভেলা, বৃহতী, গুঞ্জাফল ও গুঞ্জামূল মধু মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে টাকরোগ বিনষ্ট হয়। গুঞ্জামূল ও গুঞ্জাফলের চূর্ণ কণ্টকারী ফলের রসসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও দুঃসাধ্য টাকরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৭৬—৭৮

অভ্রজীর্ণরসস্তীক্ষ্ণং সুহীক্ষীরং সুরাসম।
গুল্মং চ সূর্য্যাবর্ত্তাদীন্ শিরোরোগান্নিবর্ত্তয়েৎ ॥
কটুতৈলকৃতং নস্যং পলিতারুষিকাপহম্ ॥৭৯ ॥
সুহ্যর্কক্ষীরভৃঙ্গাম্বুগোমূত্রহলিনীবিষৈঃ।
গুঞ্জাবিশালামরিচৈঃ কটুতৈলং বিপাচিতম্ ॥
খলতিং শময়ত্যম্লপিষ্টমষ্টগুণং বিষম্ ॥ ৮০ ॥

জারিত অভ্র, পারদ, তীক্ষ্ণলৌহ, সীজের আঠা, সুরা, লৌহভস্ম ও তাম্রভস্ম এই সকল দ্রব্য সেবনে সূর্য্যাবর্ত্তাদি শিরোরোগ প্রশমিত হয়। কটুতৈলের নস্য গ্রহণ করিলে, কেশের অকাল পক্কতা ও অরুংষিকা (ব্রণ) বিনষ্ট হয়। সীজের আঠা, আকন্দের আঠা, ভৃঙ্গরাজের রস, গোমূত্র, লাঙ্গলী বিষ, গুঞ্জা, রাখাল শশা ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি কটুতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল লেপন করিলে খালিত্য (টাক) বিনষ্ট হয়। মিঠাবিষ আটগুণ কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলেও টাকের উপশম হইয়া থাকে ॥৭৯-৮০

অথ ব্রণাধিকারঃ।

দোষৈর্দ্বন্দ্বৈঃ সমস্তৈশ্চ সাস্রৈস্তৈরসৃজাপিচ।
ব্রণভেদা ইতি প্রোক্তা বৈদ্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৮১ ॥

বাতাদি এক একটি দোষ, মিলিত দুইটি দোষ বা মিলিত ত্রিদোষ, এবং বাতাদি দোষ-যুক্ত রক্তদুষ্টি অথবা কেবল রক্তদুষ্টি এই সকল কারণে বহুবিধ ব্রণ উৎপন্ন হয়। বৈদ্য শাস্ত্র বিশারদগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥৮১

শুল্বচূর্ণং রসে জীর্ণং মদয়ন্তীপুনর্নবে।
মেষশৃঙ্গীরসশ্চৈতদ্ব্রণশোধনরোপণম্ ॥ ৮২ ॥
পটোলনিম্বপত্রাণি মধুযষ্টীনিশাতিলাঃ।
ত্রিবৃদ্দন্তীরসৈঃ পিষ্ট্বা পূরয়েৎ ব্রণরোপণম্ ॥ ৮৩ ॥
নিম্বপত্রং তিলং পিষ্ট্বা পূরয়েন্মধুসর্পিষা ॥ ৮৪ ॥

পারদ সহ জারিত তাম্র চূর্ণ, নব মল্লিকা, পুনর্নবা ও মেষশৃঙ্গীর রস এই সকল দ্রব্য ব্রণ-শোধনার্থ ও ব্রণের রোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। পটোলপত্র, নিমপত্র, যষ্টিমধু, হরিদ্রা ও তিল এই সকল দ্রব্য তেউড়ীমূল ও দন্তীমূলের রসের সহিত পেষণ করিয়া ব্রণরোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। নিমপত্র ও তিল পেষণ পূর্ব্বক মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলেও ব্রণ পূরণ হইয়া থাকে ॥ ৮২—৮৩

জাত্যাদ্যং ঘৃতম্।

জাতীপত্রং পটোলং চ নিম্বোশীরকরঞ্জকম্।
মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টী চ তুত্থপদ্মকসারিবাঃ।
প্রত্যেকং চূর্ণয়েৎ কর্ষং গব্যাজ্যং দ্বাদশং পলম্ ॥৮৫॥
ঘৃতাচ্চতুর্গুণং তোয়ং পাচ্যমাজ্যাবশেষিতম্।
তেনাভ্যঙ্গো মর্ম্মজাতান্ব্রণান্নাড়ীব্রণানপি ॥
স্রবন্তি সূক্ষ্মরন্ধ্রাণি পূরয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

জাতীপুষ্পের পত্র, পটোল পত্র, নিম্বপত্র, বেণামূল, করঞ্জ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তুত্থক, তেজপত্র ও অনন্তমূল, প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা, গব্য ঘৃত ১২ বার পল এবং জল ঘৃতের চতুর্গুণ একত্র পাক করিয়া ঘৃত মাত্র অবশেষ রাখিবে। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে, মর্ম্মস্থান-

জাত ব্রণ ও নাড়ীব্রণ নিবারিত হয় এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ব্রণ হইতে নির্দ্দোষরূপে স্রাব নিঃসৃত হইয়া সেই ব্রণ নিশ্চিতই পূর্ণ হইয়া উঠে ॥ ৮৪—৮৬

অপামার্গস্য পত্রোত্থরসেনাপূরয়েদ্ ব্রণম্।
কিংবা তদ্বীজচূর্ণেন ব্রণং দুষ্টং প্ররোহয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
পুরাতনগুড়েস্তুল্যং টঙ্কণং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
তদ্বর্ত্ত্যা পূরয়েদ্‌গূঢ়ং ব্রণং শীঘ্রতরং মহৎ ॥ ৮৮ ॥
পারদস্য ত্রয়োভাগাঃ কমলস্যৈকবিংশতিঃ।
জম্বীরাম্লেন তৎপিষ্টং মাংসমস্য সপ্ততিঃ ॥ ৮৯ ॥
নবভির্গন্ধকস্যাংশৈর্ভৃঙ্গসারেণ মর্দ্দয়েৎ।
সপ্তাহমাতপে তীব্রে ধারিতং শস্ত্রবল্লিখেৎ ॥ ৯০ ॥

অপামার্গের পত্রের রস দ্বারা ব্রণ পূরণ করিবে। অপামার্গের বীজ চূর্ণ প্রয়োগ করিলে, দুষ্ট ব্রণ প্ররূঢ় হইয়া উঠে। পুরাতন গুড়ের সহিত সমপরিমিত সোহাগা চূর্ণ সূক্ষ্ম মর্দ্দিত করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং সেই বর্ত্তি ব্রণস্থানে পূরণ করিবে। ইহা দ্বারা উৎকট গূঢ়ব্রণও শীঘ্র নিবারিত হয়। পারদ তিন ভাগ ও পদ্মকাষ্ঠ একুশ ভাগ একত্র জামীরের রসের সহিত পেষণ করিয়া, তাহার সহিত সৈন্ধব লবণ সপ্ততি ভাগ ও গন্ধক নয় ভাগ মিশ্রিত করিবে এবং ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সপ্তাহ কাল রৌদ্রে রাখিবে। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, শস্ত্রের ন্যায় ইহা লেখন কার্য্য সম্পাদন করে ॥ ৮৭ ৯০

অথ ভঙ্গঃ।

ভঙ্গো দ্বিধা নিজাগন্তুবাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
ভঙ্গেঘৈরণ্ডতৈলেন প্রযুঞ্জ্যাৎ পর্পটীরসম্ ॥ ৯১ ॥
বভ্রীং পিষ্ট্বা বালকস্য প্রণুত্যৈ
মেষীদুগ্ধে কান্তপাষাণতুল্যৈঃ।
তুল্যং লেপাদস্থিভঙ্গং নিহন্তি
বাহ্যাভ্যন্তঃসংস্থিতং তৎক্ষণেন ॥ ৯২ ॥

দোষজ ও আগন্তু ভেদে অথবা বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ভগ্নরোগ দুই প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ভগ্নরোগে পূর্ব্বোক্ত পর্পটী রস এরণ্ড তৈলের সহিত প্রয়োগ করিবে। বালকের ভঙ্গরোগে হাড়যোড়া পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। মেষীদুগ্ধের সহিত কান্ত-পাষাণ (চুম্বক) পেষণ করিয়া লেপন করিলে, বাহ্য ও অভ্যন্তরজাত অস্থিভঙ্গ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয় ॥ ৯১—৯২

গুদস্য পার্শ্বে পিটিকার্ত্তিকারী
শোথাদিযুক্তঃ স ভগন্দরঃ স্যাৎ ॥ ৯৩ ॥
বৃষণাপানযোর্মধ্যে প্রদেশো ভগ উচ্যতে।
তদ্দেশদারণাৎ পূর্ব্বৈর্ভগন্দর ইতীরিতঃ ॥ ৯৪ ॥

গুহ্যদ্বারের পার্শ্বদেশে বেদনা ও শোথাদি-যুক্ত পিড়কা উৎপন্ন হইয়া ভগন্দর রূপে পরিণত হয়। অণ্ডকোষ ও গুহ্যদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ভগ কহে। এই রোগে সেই স্থান বিদীর্ণ হইয়া যায়, এই জন্য ইহাকে ভগন্দর কহে ॥ ৯৩—৯৪

আদৌ সর্ব্বপ্রযত্নেন পাকং রক্ষেদ্ভগন্দরে।
স্রাবাং রক্তং ব্রণে জাতে জলৌকা বা প্রযোজয়েৎ ॥
লাঙ্গলীকুষ্ঠ দূরবিষমুষ্টিং প্রলেপয়েৎ ॥ ৯৫ ॥
রসগন্ধকসিন্ধূত্থতুত্থনাগাঃ সজীরকাঃ।
তিক্তকোশাতকীসারৈঃ পিষ্টা হন্তি ভগন্দরম্ ॥
গুল্মোক্তচক্রিকাবন্ধো ভগন্দরহরঃ পরম্ ॥ ৯৬ ॥ *

ভগন্দর যাহাতে পাকিয়া না উঠে, প্রথমতঃ তাহারই চেষ্টা করিবে। রক্তস্রাব করাইবার

গ্রন্থ্যাদিনিখিলান্ রোগান্ সর্ব্বদেহাশ্রয়ান্ হরেৎ।
তণ্ডুলীয়কবর্ষাভূ-নাগকন্যাবরারসে ॥
গোমূত্রে চ রসঃ পিষ্টঃ পুটপক্বোঽর্ব্বুদাদিজিৎ।
ব্রাহ্মীপলাশয়োঃ কাথে রীতিপত্রং বিনিক্ষিপেৎ ॥
দিনত্রয়ং ততস্তানি পুনস্তেনৈব মর্দ্দয়েৎ।
লঘুভাণ্ডে সমাদায় চূর্ণকুষ্মাণ্ডবারিণা ॥
ততস্ত্রিবারং কুর্ব্বীত পুটং করভবারিণা।
মর্দ্দয়িত্বা পুটং দদ্যাদজামূত্রেণ ভাবয়েৎ ॥
ততোঽপ্যেকপুটং দদ্যাৎ ত্রিপ্রস্থিকটুভাবনাঃ।
আখুপর্ণী শিগ্রুজাম্বীরথ বিভাবিতঃ ॥
এবমেষ সুসংসিদ্ধো রসো বল্মীকমুদ্রসৈঃ।
বল্লসম্মিতো দেয়ো বল্মীক তস্য মৃৎস্নয়া।
বল্মীকং সংবিলিম্পেত্ত্ব কৃমিসঙ্ঘপ্রশান্তয়ে ॥
রসেন্দ্রবরবারুণ্যাঃ সত্রয়ং হন্তি মারুতম্।
বাসানীরানুপানেন জয়েৎ কফ-সমীরণে ॥
ইতি পুস্তকান্তরেষ্বধিকঃ পাঠঃ।

উপযুক্ত অবস্থা হইলে, রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। তজ্জন্য জলোকা প্রয়োগ কর্ত্তব্য। বিষ লাঙ্গলী, কৃষ্ণ ধুতুরা ও কুঁচিলা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব লবণ, তুঁতে, সীসকভস্ম ও জীরা এই সকল তিক্ত কোশাতকীর রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও ভগন্দর পিড়কা বসিয়া যায়। গুল্মরোগোক্ত চক্রিকাবদ্ধ রস প্রয়োগে ভগন্দর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ৯৬ ॥

রবিতাণ্ডবরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং কুমারীরসমর্দ্দিতম্।
ত্র্যহান্তে গোলকং কৃত্বা হণ্ডিকান্তে নিরোধয়েৎ ॥৯৭॥
শুদ্ধেন তাম্রপত্রেণ তয়োস্তুল্যেন যত্নতঃ।
তদ্ভাণ্ডং ভস্মনাপূর্য্য চুল্ল্যাং তীব্রাগ্নিনা পচেৎ ॥৯৮॥
দ্বিযামান্তে তদুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্।
জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা রুদ্ধ্বা সপ্তপুটৈঃ পচেৎ ॥ ৯৯ ॥
গুঞ্জৈকং মধুবাহারং দিবা স্বাপং চ মৈথুনম্।
বর্জ্জয়েচ্ছীতলাহারং রসেহস্মিন্ রবিতাণ্ডবে ॥ ১০০ ॥

শোধিত পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিয়া, একটি গোলক করিবে, এবং সেই গোলক হাঁড়ীর মধ্যে রুদ্ধ করিয়া পারদ ও গন্ধকের সমপরিমিত তাম্রপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং ভস্ম দ্বারা হাঁড়ীটি পূর্ণ করিয়া, চুলীর উপরে তীব্র অগ্নিতে তাহা পাক করিবে। দুই প্রহর কাল পাক করিয়া, শীতল হইলে, তাম্রপত্রসহ ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে তাহা জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া সাতবার পুটপাক করিবে। এই রবিতাণ্ডব রস এক রতি মাত্রায় সেবন করিবে; এবং দিবানিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গম ও শীতল দ্রব্য আহারাদি পরিত্যাগ করিবে ॥ ৯৭—১০০

তাম্রচূর্ণং সপ্তভাগং ভাগমেকং তু পারদম্।
সৈন্ধবং সপ্তভাগং চ গন্ধকং নবভাগিকম্ ॥ ১০১ ॥
ভৃঙ্গীদ্রাবৈঃ সজম্বীরৈঃ সপ্তাহং ঘর্ম্মমর্দ্দিতম্।
তেন লিপ্তং স্ফুটত্যাশু যদি পক্বং ভগন্দরম্ ॥ ১০২ ॥

তাম্রভস্ম সাত ভাগ, পারদ একভাগ, সৈন্ধব লবণ সাত ভাগ ও গন্ধক নয় ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ভৃঙ্গরাজের রস ও জামীরের রস দ্বারা সপ্তাহ কাল ভাবনা দিবে এবং রৌদ্রে রাখিবে। এই ঔষধ লেপন করিলে, পক্ক ভগন্দর ফাটিয়া যায় ॥ ১০১—১০২

ন শস্ত্রৈশ্ছেদয়েৎ প্রাজ্ঞঃ স্ফোটয়েল্লেপনাদিভিঃ।
হরিদ্রানিম্বসিন্ধূত্থং পিষ্ট্বা লিপ্ত্বা স্ফুটত্যলম্ ॥
নরাস্থিতৈললেপেন স্ফুটিতং শুষ্যতি ব্রণম্ ॥ ১০৩ ॥

পক্ক ভগন্দর শস্ত্র দ্বারা ছেদন না করিয়া, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহা ঔষধ দ্বারা স্ফুটিত করিবেন। হরিদ্রা, নিমপত্র ও সৈন্ধব লবণ একত্র করিয়া লেপন করিলে, ভগন্দর নিশ্চিতই স্ফুটিত হয়। নরাস্থির তৈল লেপন করিলে, স্ফুটিত ব্রণ শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ১০৩

তাম্রভস্ম দিনং মর্দ্দ্য মদয়ন্তীপুনর্নবে।
মেষশৃঙ্গীদ্রবৈস্তেন ব্রণশোধনরোপণম্ ॥ ১০৪ ॥
ত্রিফলাক্বাথসংযুক্তমার্জ্জারাস্থিপ্রলেপনাৎ।
ক্ষালয়েৎ্রিফলাক্বাথৈর্হন্ত্যাদ্দুষ্টভগন্দরম্ ॥ ১০৫ ॥
ভূতলোত্থং পিবেচ্চূর্ণং খররক্তেন সংযুতম্ ॥
শ্বানাস্থিলেপনাৎ ক্বাথাচ্ছীঘ্রং হন্যাদ্ভগন্দরম্ ॥ ১০৬ ॥

তাম্রভস্ম, মদয়ন্তীর (কাঠ মল্লিকার) পাতা ও শ্বেত পুনর্নবা, এই তিনটি দ্রব্য মেষশৃঙ্গীর রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। এই ঔষধ লেপন করিলে, ব্রণের শোধন ও রোপণ হইয়া থাকে। মার্জ্জারের অস্থি ত্রিফলা ক্বাথের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, তাহা লেপন করিলে, এবং ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা ব্রণস্থান প্রক্ষালন করিলে, দুষ্ট ভগন্দরও বিনষ্ট হয়। ভূতলের (সীসকের) চূর্ণ গর্দ্দভের রক্ত সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, এবং কুক্কুরের অস্থি ত্রিফলা ক্বাথের সহিত ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিলে, ভগন্দররোগ শীঘ্র নিবারিত হয় ॥ ১০৪—১০৬

অথ গ্রন্থিরোগঃ।

মেদোমাংসাস্রগাঃ কুর্য্যুর্বৃত্তং গ্রন্থিতমুন্নতম্ ॥
দোষাঃ শোফাদিকং তত্র গ্রথনাদ্‌গ্রন্থিমাহতম্ ॥ ১০৭ ॥

গ্রন্থি লক্ষণ।—বাতাদি দোষ, মেদ মাংস ও রক্তগত হইয়া, গোলাকার উন্নত ও গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করে। গ্রন্থির ন্যায় ইহার আকৃতি, এই জন্য গ্রন্থিরোগ নামে ইহা অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১০৭

অরিমেদপলাশানাং গ্রন্থিভস্ম বিমর্দ্দয়েৎ ॥ ১০৮ ॥
ভস্মনা তেন দত্তঃ সন্মেদোগ্রন্থিবিনাশনঃ।
গুঞ্জাগ্নিশরণং নিষ্কত্রয়মুষ্ণাম্বুমর্দ্দিতম্ ॥ ১০৯ ॥
মেদোবৃদ্ধিমশেষেণ হন্তি রোগং চ পূর্ব্বজম্।
গণ্ডমালাং জয়ত্যাশু গুল্মোক্তোদয়ভাস্করঃ ॥ ১১০ ॥

অরিমেদ (গুয়ে বাব্‌লা) ও পলাশের গ্রন্থি ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম মর্দ্দন করিলে, মেদোজ গ্রন্থি বিনষ্ট হয়। কুঁচ, চিতা ও ওল, প্রত্যেকের চূর্ণ তিন নিষ্ক (১২ মাষা) উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে মেদোবৃদ্ধি ও গ্রন্থিরোগ প্রশমিত হয়। গুল্মরোগোক্ত উদয় ভাস্কর রস সেবন করিলে, গণ্ডমালা রোগ নিবারিত হয় ॥ ১০৮--১১০

পুত্রজীবস্য মজ্জাং তু অলৈঃ পিষ্ট্বা প্রলেপনাৎ।
কালস্ফোটং বিষস্ফোটং সদ্যো হন্যাৎ সবেদনম্ ॥ ১১১
গ্রন্থ্যাদিনিখিলান্‌রোগান্‌সর্ব্বরোগাশ্রয়ান্‌হরেৎ ॥ ১১২॥

পুত্রজীবক বৃক্ষের (জীয়াপুতার) মজ্জা ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, কালস্ফোট ও বিষস্ফোটরোগ এবং তাহার বেদনা নিবারিত হয়। গ্রন্থি প্রভৃতি অন্যান্য মেদোমাংসাশ্রিত রোগ সমূহও ইহা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১১১-১১২

সন্ধিগ্রন্থিস্তাপযুক্তো যদি স্যাৎ
ক্ষীরং রাত্রাবোদনং সংনিদধ্যাৎ।
পাদাঙ্গুষ্ঠস্যাগ্রদেশেষু রক্ত-
স্রাবং কুর্য্যাত্তেন শীঘ্রং সুখী স্যাৎ ॥ ১১৩ ॥
কক্ষগ্রন্থিং গলগ্রন্থিং কটিগ্রন্থিং চ নাশয়েৎ।
অন্যং চ স্ফোটকং তীব্রং পুত্রজীবো বিনাশয়েৎ ॥ ১১৪ ॥
গুঞ্জাপত্রং শিলাং যষ্টিং এবং ক্ষীরেণ পায়য়েৎ।
তলস্ফোটং নিহন্ত্যাশু মজ্জা বা পুত্রজীবজা ॥ ১১৫ ॥
বিষ্ণুক্রান্তা চ পেটারী কাঞ্জিকেন তু পেষিতা।
কালস্ফোটং হরেল্লেপাদ্দুষ্টগ্রন্থিষু কা কথা ॥ ১১৬ ॥

সন্ধিস্থানজাত গ্রন্থিতে সন্তাপ থাকিলে, রাত্রিতে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইয়া তৎপর দিনে পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে রক্তস্রাব করিবে, তাহা দ্বারা রোগী শান্তিলাভ করিয়া থাকে। কক্ষগ্রন্থি, গলগ্রন্থি, কটীগ্রন্থি ও অন্যান্য তীব্র স্ফোটক সমূহ পুত্রজীব ব্যবহারে প্রশমিত হয়। গুঞ্জাপত্র, মনঃশিলা ও যষ্টিমধু অথবা পুত্রজীবকের মজ্জা গোদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, হস্ত পদতলের স্ফোটক বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা) ও পেটারি কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া, প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিলে, কালস্ফোটও বিনষ্ট হয়, সুতরাং দুষ্ট গ্রন্থিরোগ যে ইহা দ্বারা নিবারিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য ॥ ১১৩—১১৬

পুনর্নবার্কাভশিগ্রু মুষ্ট-করঞ্জসিন্ধূত্থমহৌষধং চ।
গোমূত্রপিষ্টং চ সুখোষ্ণলেপাদ্
গ্রন্থ্যর্ব্বুদং হন্ত্যপচীং চ সদ্যঃ ॥ ১১৭ ॥

শ্বেত পুনর্নবা, আকন্দ, উশীর, শজিনাছাল, কুঁচিলা, করঞ্জ, সৈন্ধব ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উষ্ণ করিবে। এই সুখোষ্ণ প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ ও অপচীরোগ সদ্যো বিনষ্ট হয় ॥ ১১৭

মেদঃপ্রদোষমাংসোত্থগ্রন্থিরূপং ততো মহৎ।
অর্ব্বুদং দুষ্টরুধিরং স্রবেচ্ছোণিতার্ব্বুদম্ ॥ ১১৮ ॥

মেদোদুষ্টি বশতঃ মাংসের উপর যে গ্রন্থিরূপ মহৎ শোথ উদ্গত হয়, তাহাকে অর্ব্বুদ কহে। এবং যে অর্ব্বুদ হইতে দুষ্ট রক্ত নিঃসৃত হয়, তাহাকেই শোণিতার্ব্বুদ বলা যায় ॥ ১১৮

তণ্ডুলীয়কবর্ষাভূনাগকন্যাবরারসে।
গোমূত্রে চ রসঃ পিষ্টঃ পুটপক্বোঽর্ব্বুদাদিজিৎ ॥১১৯॥

কাঁটানটে, শ্বেত পুনর্নবা, নাগেশ্বর, ঘৃতকুমারী ও ত্রিফলার রস বা কাথ এবং গোমূত্রের সহিত পারদ পেষণ করিয়া, তাহা পুট-

পক্ব করিবে। এই রস অর্ব্বুদাদি রোগ নাশক ॥ ১১৯

মেদোথাগলকক্ষবংক্ষণতলে মন্যাদিশোঃ কুর্ব্বতে
বার্ত্তাকীফলকোপমান্ সকঠিনান্ গণ্ডান্ সকণ্ডূন্ মলাঃ।
পচ্যন্তেঽল্পরুজঃ স্রবন্তি নিতরাং রুহন্তি নশ্যন্ত্যলং
দুর্ব্বৈ ক্ষয়বৃদ্ধিভাগিনি নৃণাং সা গণ্ডমালাপচী ॥ ১২০ ॥

বাতাদি দোষত্রয় মেদোধাতুকে দূষিত করিয়া, গলদেশ, কক্ষ (বগল), কুঁচকি ও মন্যা-দেশে আমলকী ফলের ন্যায় অথবা বার্ত্তাকী ফলের (বেগুনের) ন্যায়, কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত গণ্ডসমূহ উৎপাদন করে। সেই সকল গণ্ড-মালার মধ্যে কেহ পাকিতেছে, কোনটিতে অল্প বেদনা হইতেছে, কোনটি হইতে স্রাব নিঃসৃত হইতেছে, কোনটি নূতন উৎপন্ন হইতেছে, কোনটি বা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে, তাহাকে অপচী বলা যায়। কোন কোন গণ্ডমালা শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধির সহিত ক্ষয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২০

সুরবারুণ্যা মূলং গোমূত্রেণ যুতং মহেন্দ্রকন্যা চ।
অপকরোতি গণ্ডমালাং পিষ্টং শ্লক্ষ্ণেন পরিসৃষ্টম্ ॥১২১॥
অর্কক্ষীরজয়াপুষ্পতৈললাক্ষারসৈঃ সমৈঃ।
গণ্ডমালা শমং যাতি প্রলিপ্তা সপ্তভির্দিনৈঃ ॥ ১২২ ॥
পুষ্যে গৃহীতং গিরিকর্ণিকায়া
মূলং সিতায়া গলকে নিবদ্ধম্।
গব্যেন লীঢ়ং যদি বা ঘৃতেন
নিহন্তি ঘোরামপচীং তদেব ॥ ১২৩ ॥
ছুছুন্দরীসাধিতৈললিপ্তা
ত্রিভির্দিনৈর্নশ্যতি গণ্ডমালা ॥ ১২৪ ॥
মূলিকা সহদেব্যাথা রবৌ গ্রাহ্যাহথ ধারিতা।
গণ্ডমালাহরা কর্ণে মহাদেবেন ভাষিতা ॥ ১২৫ ॥

রাখালশসার মূল ও মাকালের মূল গো-মূত্রের সহিত মসৃণ রূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, গণ্ডমালা বিনষ্ট হয়। আকন্দের আঠা, জয়াপুষ্প, তৈল ও লাক্ষার কাথ, প্রত্যেক সমভাগ; (যথাবিধি পাক করিয়া) এই তৈল লেপন করিলে, সপ্তাহ মধ্যে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়। শ্বেত অপরাজিতার মূল পুষ্যা-নক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া, গলদেশে বান্ধিয়া রাখিলে, অথবা গব্যঘৃতের সহিত লেহন করিলে, উৎকট অপচীরোগ প্রশমিত হয়। ছুছুন্দরীর (ছুঁচোর) মাংসের সহিত তৈল পাক করিয়া, তাহার প্রলেপ প্রয়োগ করিলে তিন দিন মধ্যে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয়। সহ-দেবীর (বেড়েলার) মূল মেষ রাশিতে উদ্ধৃত করিয়া কর্ণে ধারণ করিলে, গণ্ডমালা রোগ বিনষ্ট হয়, ইহা স্বয়ং মহাদেব উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১২১—১২৫

গুঞ্জাটঙ্গণশিগ্রুমূলরজনীশম্যাকভল্লাতকৈঃ
সুহর্কাগ্নিকরঞ্জসৈন্ধববচাকুষ্ঠাভয়ালাঙ্গলী।
বর্ষাভূঃ শরভূশিরীষলবণব্যোষাশ্বমারাবিষং
গোমূত্রৈঃ শময়েদ্বিলিপ্তমপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদশ্লীপদম্ ॥১২৬ ॥

ইতি শ্রীবৈদ্যপতিসিংহগুপ্তস্য সূনোর্বাগ্‌ভটাচার্য্যস্য কৃতৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে কর্ণরোগনাসারোগমুখরোগগলরোগ-মুখপাকমুখচ্ছায়াজিহ্বাদন্তকণ্ঠরোগগণ্ডমালাশিরো-রোগযুকাদারুণকেশরোগব্রণরোগভঙ্গরোগভগ-ন্দরাপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদকালস্ফোটাদিচিকিৎসিতং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

গুঞ্জা, সাহাগা, শজিনামূল, হরিদ্রা, সোন্দাল, ভেলা, সীজ, আকন্দ, চিতামূল, করঞ্জ, সৈন্ধব, বচ, কুড়, হরীতকী, লাঙ্গলী বিষ, শ্বেত পুনর্নবা, শরভূ (শরপুঙ্খা), শিরীষ, সৈন্ধব লবণ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), করবীর ও মিঠাবিষ, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ ও শ্লীপদ রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১২৬

ইতি কর্ণরোগাদি চিকিৎসা নাম চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অথ ক্ষুদ্ররোগাদি-চিকিৎসিতম্।)

ব্যঙ্গঃ কচ্ছপনীলিকাকুনখবিদ্ধোৎকোঠকোঠালসৈঃ
কক্ষারুদ্ধগুদপ্রসুপ্তিবিবৃতাবিস্ফোটবল্মীককক্।
বিস্ফঃ স্যাৎ কদরাজগল্লিজতুমণ্যন্ধালজীরাজিকা-
ক্ষুদ্রালাঞ্ছনশর্করেতি চ যবপ্রখ্যাগ্নিরোহিণ্যপি ॥১॥
জালাশ্মগর্দ্দভবিদারিমসূরিকাভিঃ
সৎপদ্মকণ্টকরুজা সহ গর্দ্দভী চ।
স্যাচ্ছর্করার্বুদমষাননদূষিকৈশ্চ
গণ্ডাহ্বয়া পনসিকা স্বিরিবেল্লিকেতি ॥ ২ ॥

ব্যঙ্গ, কচ্ছপ, নীলিকা, কুনখ, বিদ্ধা, উৎকোঠ,কোঠ, অলসক, কক্ষা, রুদ্ধগুদ, সুপ্তি, বিবৃতা, বিস্ফোটক, বল্মীক, বিস্ফ, কদর, অজগল্লিকা, জতুমণি, অন্ধালজী, রাজিকা, ক্ষুদ্রা, লাঞ্ছন, শর্করা, যবপ্রখ্যা, অগ্নিরোহিণী, জালগর্দ্দভ, অশ্ম, বিদারী, মসূরিকা, পদ্মকণ্টক, গর্দ্দভী, শর্করার্ব্বুদ, মষক, মুখদূষিকা, গণ্ড, পনসিকা ও ইরিবেল্লিকা, এই কয়েকটি ক্ষুদ্র রোগ ॥ ১—২

সর্পিষা নিম্বচূর্ণেন প্রযুক্তা পর্পটী হরেৎ।
মসূরিকাক্ষুদ্ররোগানন্যানপি চ দুস্তরান্॥ ৩ ॥
তৎকালশস্ত্রহতঃ শশো যস্তস্যাসৃজা নশ্যতি লিপ্যমানম্।
ব্যঙ্গং মুখে জাতিফলস্য বাহস্তচাহথবা সম্ভতমেব লিপ্তম্॥ ৪
ইঙ্গুদীফলসমুদ্ভবমজ্জা পেষিতাঽতিশিশিরেণ জলেন।
একবিংশতিদিনপ্রবিলিপ্তা ব্যঙ্গমাননভবং পরিমার্ষ্টি ॥ ৫ ॥

নিম্বচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত পর্পটী রস সেবন করিলে, মসূরিকা ও অন্যান্য দুঃসাধ্য ক্ষুদ্ররোগ সমূহ নিবারিত হয়। শস্ত্র দ্বারা শশক ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার রক্ত লেপন করিলে, মুখের ব্যঙ্গ নষ্ট হয়। জায়ফলের ছাল পেষণ করিয়া, মুখে লেপন করিলেও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়। ইঙ্গুদীফলের মজ্জা, অতি শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া, একবিংশতি দিন প্রলেপ দিলে, মুখজাত ব্যঙ্গ নিবারিত হয় ॥ ৩—৫

উদ্ধৃত্য কুনখং ক্ষীরং সুকুপণী টঙ্কণং সমম্।
সম্যঙ্নিরুদ্ধদাহং চ মূলে কৃত্বা নখী ভবেৎ ॥ ৬ ॥
ব্রণপূতিপূযজুষ্টং নখবিবরং মঙ্ক্ষু রোপয়ত্যভয়া।
নানাবিধৈঃ কিমেতৈরাস্ফোতারবিকুরণ্টকক্ষীরৈঃ ॥৭॥

কুনখ প্রথমতঃ কাটিয়া তুলিয়া ফেলিবে। তৎপরে তাহার মূলদেশ দগ্ধ করিবে এবং সীজের আঠা ও সোহাগা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা কুনখরোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নখবিবরে অর্থাৎ কুনখের ছিদ্র মধ্যে পূতি পূযাদি যুক্ত ব্রণ হইলে, তাহাতে আস্ফোত (হাপরমালি), আকন্দ ও কুরটকের (পীত ঝাঁটীর) আঠার সহিত হরীতকী পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই এক ঔষধ দ্বারাই তাহা নিবারিত হয়, ইহাতে নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগের কোনই আবশ্যক নাই ॥ ৬—৭

সকুষ্ঠং জীরকং তোয়ৈঃ পিষ্ট্বা লেপেন নাশয়েৎ।
পুত্রজীবস্য বা মজ্জাং তোয়ৈঃ পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ ॥৮॥
শিগ্রুমূলং নিশা তোয়ৈঃ কক্ষাগ্রন্থিহরং লিপেৎ।
বিষং পুনর্নবামূলং জললেপেন তং জয়েৎ ॥ ৯ ॥

কক্ষা ও গ্রন্থিরোগে কুড় ও জীরা জলের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে, তাহা বিনষ্ট হয়। অথবা পুত্রজীবকের (জিয়াপুতার) মজ্জা জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। শজিনামূল ও হরিদ্রা জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কক্ষা ও গ্রন্থি বিনষ্ট হয়। মিঠাবিষ ও পুনর্নবা মূল জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিলেও ঐ উভয়রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৮—৯

সর্ব্বেষাং স্তনরোগাণাং রক্তমোক্ষঃ প্রশস্যতে।
পূরপক্ষঃ স্তনো যঃ স্যাল্লেপস্তস্যাবপাটনে ॥ ১০ ॥

একবীরস্য মূলং তু অজামূত্রেণ লেপয়েৎ।
তৎক্ষণাৎ,স্ফুটতি পক্বং শস্ত্রৈর্বা স্ফোটয়েত্তিষক্ ॥ ১১ ॥
যষ্টীনিম্বহরিদ্রা চ নির্গুণ্ডীধাতকীসমম্।
চূর্ণং স্তনব্রণে দেয়ং রোপণং কুরুতে হিতম্ ॥ ১২ ॥
মধ্বাজ্যেদেবদারু চ পিষ্ট্বা বর্ত্তিং প্রলেপয়েৎ।
পূয়পক্বে স্তনে ক্ষিপ্তা রোপণং কুরুতে ক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥

সকল প্রকার স্তন বিদ্রধি রোগে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত। স্তন বিদ্রধি পক্ব ও পূয বিশিষ্ট হইলে, তাহাতে বিদারণকারক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। একবীর নামক বৃক্ষের মূল ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে পক্ব স্তন বিদ্রধি তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইয়া যায়। শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারাও পক্ব স্তন বিদ্রধি বিদারণ করা যাইতে পারে। যষ্টিমধু, নিমপত্র, হরিদ্রা, নিসিন্দা ও ধাইফুল, সমুদায় সমভাগ; এই সকলের চূর্ণ স্তনব্রণে প্রয়োগ করিলে ব্রণ রোপণ হইয়া থাকে। মধু ও ঘৃতের সহিত দেবদারু মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার বর্ত্তি করিয়া, পূযযুক্ত স্তনব্রণে তাহা প্রয়োগ করিলে, অতি শীঘ্র ব্রণরোপণ হয় ॥ ১০—১৩

লিঙ্গব্যাধৌ লোহতং স্রাবয়েত্বা
পশ্চাদ্দোলং ভক্ষয়েত্তস্য মুক্ত্যৈ ॥ ১৪ ॥
উডুম্বরবটাশ্বত্থসাম্রজম্বুত্বচঃ শৃতম্।
জলৈঃ কাথং চ তেনৈব ক্ষালয়েল্লিঙ্গপাকনুৎ ॥ ১৫ ॥
কুমারীরসসংপিষ্টং জীরকং লেপয়েত্তিষক্।
তেন দাহশ্চ পাকশ্চ শমমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥
মহাশঙ্খং জলৈর্ঘৃষ্ট্বা তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ।
ঘোণ্টাপুগং চ বা তোয়ৈঃ সারং বা খদিরোত্থিতম্।
জলৈঃ পিষ্টং প্রলেপোঽয়ং লিঙ্গরোগহরং পৃথক্ ॥ ১৭ ॥
সুগন্ধকঘৃতৈর্লেপঃ পক্বলিঙ্গে সুখাবহঃ।
নিম্বখাদিরমঞ্জিষ্ঠাচূর্ণং চাপতনং জয়েৎ ॥ ১৮ ॥
যবচিঞ্চারসৈর্ঘৃষ্টং সৈন্ধবং রোপয়েদ্ব্রণম্।
গ্রন্থিঃ কট্যাং চ জঘনে শমমাপ্নোতি নান্যথা ॥ ১৯ ॥

লিঙ্গপাক (উপদংশাদি) রোগে প্রথমতঃ রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে। তৎপরে উপযুক্ত মাত্রায় গন্ধবোল সেবন করিলে, লিঙ্গপাকরোগ অপগত হয়। যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, আম ও জাম এই সকলের ছাল সিদ্ধ করিয়া, সেই কাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে লিঙ্গপাক নষ্ট হয়। ঘৃতকুমারীর রসের সহিত জীরা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে লিঙ্গজাত রোগের দাহ ও পাক নিশ্চিতই প্রশমিত হয়। মহাশঙ্খ (নরমুণ্ড) জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তাহা দ্বারা লিঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে। অথবা শেয়ালফুল ও সুপারি কিংবা খদিরের সার জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। এই সকল প্রলেপ লিঙ্গরোগ নাশক। গন্ধক ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে পক্ব লিঙ্গের উপশম হয়। নিমপত্র, খদির ও মঞ্জিষ্ঠার চূর্ণ প্রলেপরূপে প্রয়োগ করিলে লিঙ্গক্ষয় কারক লিঙ্গব্রণও নিবারিত হয়। যবচিঞ্চার (ক্ষীরুইয়ের) রসের সহিত সৈন্ধব ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণ রোপিত হয় এবং কটী ও জঘন দেশজাত গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪—১৯

শিগ্রুমূলত্বচস্তোয়ৈঃ পিষ্ট্বা লেপেন তং জয়েৎ।
কুষ্ঠজীরকয়োর্লেপস্তোয়ৈর্গ্রন্থিপ্রশান্তয়ে ॥ ২০ ॥
অশ্বত্থস্য ত্বচো ভস্ম চূর্ণেন সহ মিশ্রিতম্।
নবনীতং দ্বয়োস্তুল্যং মর্দ্দ্যং তেন বিলেপনাৎ ॥ ২১ ॥
আসনে গুদপার্শ্বে চ কট্যাং চ পিটিকাঃ জয়েৎ ॥ ২২ ॥
গোমূত্রে ক্ষালয়েত্তাং চ লেপো বাকুচিবীজকৈঃ।
পিষ্ট্বা কণ্ডূং নিহন্ত্যাশু চিত্রকং বা গবাং জলৈঃ ॥
নরমূত্রেণ সর্পাক্ষীং পিষ্টা লেপেন তাং জয়েৎ ॥ ২৩ ॥

শজিনার মূলের ছাল জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি নষ্ট হয়। কুড় ও জীরা জল সহ পেষণ করিয়া গ্রন্থি নিবারণের জন্য তাহার প্রলেপ দিবে। অশ্বত্থ ছালের ভস্ম ও চূণ প্রত্যেক একভাগ, নবনীত দুই ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, নিতম্ব, গুহ্যদ্বারের পার্শ্ব ও কটীদেশ জাত পিড়কা বিনষ্ট হয়। প্রথমতঃ গোমূত্র দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া, সোমরাজী বীজের প্রলেপ দিলে অথবা গোমূত্র সহ চিতামূল পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কণ্ডুরোগ নিবারিত হয়। নরমূত্রের সহিত সর্পাক্ষী পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও কণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২০—২৩

লবঙ্গজানাং লবকং কর্পূরং চণসংমিতম্।
দরদং তোলমানং চ সর্ব্বং খল্বে বিচূর্ণয়েৎ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মরক্ষং কোকিলাক্ষৈঃ সর্ব্বং যত্নেন মর্দ্দয়েৎ।
যাবৎ কৃজ্জলসংকাশং শ্যামতাং চ তথৈব চ ॥ ২৫ ॥
চতুর্দ্দশসমা কার্য্যা পুড়িকাং বন্ধয়েত্তিবক্।
রবিবারে সমাদেয়া হুঙ্গারে ছগণোত্তরে ॥ ২৬ ॥
তাং নিক্ষিপ্যাথ সংগোপ্য নাসিকাং বিবৃতাং নয়েৎ।
মুখমাচ্ছাদ্য শ্বাসেন যাতায়াতেন গ্রাহয়েৎ ॥ ২৭ ॥
বীটিকাপূর্ণবদনো দ্বিবারং কারয়েৎ সদা।
এবং সপ্তদিনং কৃত্বা পশ্চাৎ স্নানাদিকং চরেৎ ॥ ২৮॥
পথ্যং নির্লবণং দেয়ং জলং শীতং নিষেবয়েৎ।
অনেন যোগরাজেন লিঙ্গব্যাধিঃ প্রশাম্যতি ॥ ২৯ ॥
ইতি ধূমঃ ॥

লবঙ্গ, পলাশ, কুলেখাড়া ও হিঙ্গুল প্রত্যেক একতোলা এবং কর্পূর এক চণক পরিমিত, একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলীবৎ মসৃণ ও শ্যামবর্ণ চূর্ণে পরিণত করিবে এবং সেই চূর্ণদ্বারা চতুর্দ্দশটি পূরিয়া বান্ধিবে। রবিবারে বনঘুঁটের আগুণে সেই পূরিয়া নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক, বস্ত্রদ্বারা তাহার চারিদিকে আচ্ছাদিত করিবে এবং নাসিকাদ্বার বিবৃত রাখিয়া মুখ আচ্ছাদিত করিবে। তাহাতে নিঃশ্বাসের যাতায়াতে ঐ ঔষধের ধূম নাসাপথে প্রবিষ্ট হইবে। ধূম গ্রহণ কালে রোগিকে মুখে পান রাখিতে হইবে। সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুইবার করিয়া এই নিয়মে ধূম গ্রহণ করিয়া, সাত দিনের পর স্নানাদি করিবে এবং লবণহীন পথ্য ভোজন ও শীতল জল পান করিবে। এই ঔষধ দ্বারা লিঙ্গরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৪—২৯

লেপয়েৎ কাঞ্চনীমূলং নরমূত্রেণ পেষিতম্।
কণ্ডুপামাঃ শমং যান্তি সর্ব্বাঙ্গীণা ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥
শাখোটিন্য ত্বচস্তোয়ৈঃ পক্ত্বা ক্বাথং সমাহরেৎ।
পিবেদ্গোমূত্রসংতুল্যং পামার্ত্তঃ সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥
পাদকণ্ডুহরং কুর্য্যান্নবনীতেন ম্রক্ষণম্।
হয়ারিপত্রধূপেন স্বেদনং তদনন্তরম্ ॥ ৩২ ॥
পাদদাহহরক্বাথে তিলাদ্দ্বিগুণবাকুচী।
চূর্ণিতা মধুসর্পির্ভ্যাং বিকর্ষং তৎপ্রশান্তয়ে ॥ ৩৩ ॥
পাদকণ্ডুবিনোদার্থং নবনীতেন ভক্ষণম্।
পথ্যা ঘৃতেন সংচূর্ণ্য মর্দ্দনং করপাদয়োঃ ॥ ৩৪ ॥
স্ফুটিতত্বনিবৃত্ত্যর্থং যবচিঞ্চার্দ্ধপক্কয়া।
শিলাদিনা কৃতে চ্ছেদে ষড়্গুণং চ দ্রবং ক্ষিপেৎ ॥৩৫॥

নরমূত্রের সহিত হরিদ্রা পেষণ করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, সর্ব্বাঙ্গগা পামা (খোস্) ও কণ্ডু নিশ্চিতই নিবারিত হয়। শেওড়ার ছাল জলসহ যথানিয়মে সিদ্ধ করিবে এবং সেই ক্বাথ সমপরিমিত গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। পামার্ত্তরোগী ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে পারে। নবনীত মর্দ্দন করিলে, পাদজাত কণ্ডু বিনষ্ট হয়। করবী পত্রের ধূপ গ্রহণ করিলে বা পাদদাহ নাশক দ্রব্যের ক্বাথদ্বারা স্বেদ গ্রহণ করিলে পাদদাহ নষ্ট হয়। তিল এক ভাগ ও সোমরাজী দুইভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে ও চারি তোলা মাত্রায় নবনীতের সহিত তাহা সেবন করিবে। ইহা দ্বারা পাদকণ্ডু প্রশমিত হয়। হস্ত ও পদতলের স্ফোটন (চামড়াফাটা) নিবারণ জন্য হরীতকী চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া হস্তপদতলে মর্দ্দন করিবে। শিলাদি দ্বারা হস্তপদাদি ভিন্ন হইয়া গেলে, যবচিঞ্চা (খিরুই) ছয়গুণ জলের সহিত অর্দ্ধ পক্ক করিয়া, সেই জল পরিষেচন করিবে ॥ ৩০–৩৫

গুড়গুগ্গুলুসিন্দূরমুশীরং গৈরিকং মধু।
মদনং ঘৃতসংযুক্তং পাদস্ফোটে প্রলেপয়েৎ।
সপ্তাহাৎ স্ফুটিতৌ পাদৌ স্যাতাং পঙ্কজসংনিভৌ॥৩৬॥
মদনং সিক্থকং তুল্যং সামুদ্রং লবণং তথা ॥ ৩৭ ॥
মহিষীনবনীতেন সুতপ্তালেপনাত্তবেৎ।
সপ্তাহাৎ স্ফুটিতৌ পাদৌ জায়েতে কমলোপমৌ ॥৩৮॥

গুড়, গুগ্গুলু, সিন্দূর, বেণামূল, গিরিমাটী, মধু ও মদন ফল, এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া, পাদস্ফোটে (পা ফাটায়) প্রলেপ দিবে। সপ্তাহ কাল এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, পদদ্বয় পদ্মবৎ হইয়া থাকে। মদনফল মোম ও সামুদ্রলবণ সমুদায় সমভাগ; একত্র মহিষী নবনীতের সহিত মিশ্রিত ও উত্তপ্ত করিয়া লেপন করিলে, সপ্তাহ মধ্যে পাদস্ফোট নিবারিত হইয়া পদতল পদ্মবৎ হয় ॥ ৩৬—৩৮

বিজ্ঞাপন।

রসরত্নসমুচ্চয় সুসংস্কৃত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহা একখানি অতীব উৎকৃষ্ট ও প্রামাণিক রসগ্রন্থ। আমাদের দেশে রসেন্দ্রচিন্তামণি রসেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি যে সকল রস-গ্রন্থ প্রচলিত আছে,—তন্মধ্যে রসরত্নসমুচ্চয় সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও বহু নূতন বিষয়ে পূর্ণ। বঙ্গদেশে ইহার তেমন প্রচলন না থাকার কারণান্তর থাকিলেও প্রধান কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, এই গ্রন্থখানি এরূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ যে—তাহা দেখিয়া পঠন-পাঠন একপ্রকার অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে কতকগুলি মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ইহার অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিপদে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছি। কারণ কোন কোন স্থলে সকল পুস্তকেই পাঠই বিভিন্নপ্রকার; বহুস্থলে অর্থসঙ্গতিও হয় না। কোন কোন স্থান এরূপ জটিলতাপূর্ণ যে—তাহার মর্ম্মবোধ করা সুকঠিন। লিপিকর-প্রমাদবশতঃ ইহার মূলাংশ এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া স্থানে স্থানে ইহা সংস্কৃতভাষায় লিখিত কিনা তদ্বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। দুরূহ হইলেও এরূপ প্রাচীন ও সর্ব্বথা উপযোগী গ্রন্থের বহুলপ্রচার দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া এবং আমাদেরই ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হওয়ায়, আমরা বহুশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহা দ্বারা রস-চিকিৎসা সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি নূতন পথে আকৃষ্ট হইবে এবং ইহার সাহায্যে রস-চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

মহামতি বাগ্‌ভট চিকিৎসা-বিষয়ে অষ্টাঙ্গহৃদয় ও রসরত্নসমুচ্চয় নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গহৃদয়ে প্রাচীন রীত্যনুসারে উদ্ভিজ্জাদিঘটিত-ভেষজ-চিকিৎসা ও রসরত্নসমুচ্চয়ে রসাদি-চিকিৎসা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রসরত্নসমুচ্চয় ত্রিংশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহাতে রস উপরস-রত্ন ও স্বর্ণাদি ধাতুসমূহের শোধন মারণ সত্ত্ববিনির্গম প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ইহাতে অনেক নূতন বিষয়—যেমন সস্যক মৃদ্দারশৃঙ্গ গিরিসিন্দূর প্রভৃতি—উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রসাদির শোধনাদি কার্য্যের জন্য কিরূপ স্থানে কি ভাবে কীদৃশ রসশালা নির্ম্মাণ করা উচিত, সেই গৃহের আয়তন ও আকৃতি প্রভৃতি কিরূপ হওয়া আবশ্যক, সেখানে কিরূপ উপকরণ সম্ভার সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে—তাহা এরূপ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে, যাহা অন্য কোন রসগ্রন্থে নাই। কত প্রকার যন্ত্র, কত প্রকার মূষা, কত প্রকার পুট আছে, কোন্ যন্ত্রে বা কোন্ মূষায় অথবা পুটে রসের কি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা জানিতে হইলে এই রসরত্নসমুচ্চয়ের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইহার পরিভাষা-প্রকরণে স্বর্ণকৃষ্টী চন্দ্রদল পিঞ্জরী চন্দ্রার্ক উপম ভঞ্জনী চুল্লকা (গিল্‌টি) প্রভৃতি বিষয় এবং স্বর্ণাদি ধাতুর দ্রুতি ও সেই দ্রুতির অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। ধাতুসমূহের শোধনাদি কোন্ কার্য্যে কিরূপ কয়লা ব্যবহার করিতে হয়, ইহাতে কত প্রকার দ্রব্য কি কি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, রসসংস্কার ও রসবন্ধ কত প্রকার, রস সংস্কার কার্য্যে কি প্রকার গুরু ও কিরূপ শিষ্য হওয়া উচিত, রসসিদ্ধব্যক্তিগণের লক্ষণই বা কি, কি উপায়ে পারদ ভস্ম হয় ও

ভস্মীকৃত পারদের রক্ষা ও সেবন বিধি কি—প্রভৃতি বহু বিষয় আজকাল অনেকেই অবগত নহেন, উক্ত বিষয়সমূহ এই গ্রন্থপাঠে বিশদভাবে অবগত হওয়া যায়।

এই গ্রন্থে জ্বরাদি সমস্ত রোগের রস-চিকিৎসা, প্রসিদ্ধ ও নূতন ঔষধ সমূহ, মুষ্টিযোগ এবং সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর লক্ষণ আছে। এমন অনেক নূতন বিষয় আছে, যাহা চিকিৎসকমাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। ইহাতে বিষকল্প ও রসকল্প নামক দুইটী অধ্যায় আছে। একমাত্র বিষ অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করিয়া কিরূপে সমুদায় রোগের চিকিৎসা করা যাইতে পারে, কিরূপে রসায়ন ক্রিয়া দ্বারা জরা ব্যাধি নাশ করিতে সমর্থ হওয়া যায় বা কেবল পারদভস্ম অনুপানযোগে কোন্ রোগে কিরূপ কার্য্য করে, এ সকল বিষয়ে চিকিৎসার ও প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

রসশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কিংবা রসচিকিৎসায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে এই রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং তদুপদেশানুসারে ইহাকে কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করা রোগী ও চিকিৎসক উভয়পক্ষের ক্ষেমঙ্কর বলিয়া আমরা মনে করি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে—গ্রন্থখানি দুর্ব্বোধ্য অশুদ্ধ অপ্রচলিত ও অভিনব, ইহার এই প্রথম সংস্করণ, তদুপরি আমার শরীর অস্বস্থ ও মন নানা কারণে বিক্ষিপ্ত; বিশেষতঃ আমার পূজ্যপাদ অগ্রজ ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ৺ দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বিয়োগ-ব্যথায় আমি অতীব ব্যাকুলিত চিত্তে কালযাপন করিতেছি। তিনি গ্রন্থখানির অনুবাদাদি কার্য্য সম্পূর্ণভাবে শেষ করিয়া রাখিয়া ছিলেন বলিয়া আমি এ অবস্থাতেও প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। তাঁহার যত্নের ফল এই গ্রন্থখানি তিনি মুদ্রিত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাতে আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করি-তেছি। এরূপ অবস্থায় এই রসরত্নসমুচ্চয় যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা মনে করি না। তবে আমরা অন্যান্য গ্রন্থপ্রকাশ কালে যেরূপ অর্থব্যয় পরিশ্রম ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, এ গ্রন্থসম্বন্ধেও আমাদিগকে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়াদি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে করিতে হইয়াছে। অতএব ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, পাঠকবর্গ আমাদের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা পাঠ করিয়া তদপেক্ষা কোন অংশে অল্প উপকার পাইবেন না।

এস্থলে অবশ্য বক্তব্য যে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রপার-দর্শী বন্ধুপ্রবর ভক্তিভাজন কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কবিরত্ন মহাশয় এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ ধন্বন্তরি এই পুস্তকের সংশোধনাদিবিষয়ে যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এস্থলে আজ আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, দৃষ্টকর্ম্মা ও শাস্ত্রজ্ঞ অস্মৎসহোদর কবিরাজ শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সেন এই পুস্তকের সকল কার্য্যে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র গুপ্ত কবিভূষণ ও শ্রীরাখালচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম ও সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়। } বিনীত—

১লা ফাল্গুন, ১৩২১ সাল। } শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

রসরত্নসমুচ্চয়ের সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।